হরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথম ভাগ

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপালভট্ট গোস্বামিনা

বিলিখিতঃ।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত সনাতন গোস্বামি কৃতয়া

দিগ্দর্শিনীনামটীকয়া সহিতঃ।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন বঙ্গভাষয়ানুবাদিতঃ

প্রকাশিতশ্চ।

দ্বিতীয়সংস্করণং।

মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুরস্থ—রাধারমণযন্ত্রে

তেনৈব—মুদ্রিতঃ।

চৈতন্যাব্দ ৪০৬। ৭ অগ্রহায়ণে।

বঙ্গাব্দ ১২৯৮।

প্রথমসংস্করণের বিজ্ঞাপন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যবস্থাগ্রন্থ। শ্রীল পূজ্যপাদ গোপালভট্ট কৃপাপরবশ হইয়া বৈষ্ণবদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা সকল সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত করাইবার জন্য ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাঁরই মতানুসারে ভগবানের আরাধনার সমুদায় কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হওয়ায় সাধারণ লোকে সদর্থ বুঝিতে পারে না, একারণ আমি বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বৈষ্ণবগণ গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইলে দৈহিক ও মানসিক শ্রম এবং অর্থব্যয় সফল বোধ করিব।

দ্বিতীয়সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকবর্গের অনুগ্রহে প্রথমবারের মুদ্রিত হরিভক্তিবিলাস শেষ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হইল। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সংশোধিত হইল। এবং পূর্ব্ব-প্রকাশিত, গ্রন্থ-প্রণেতা গোপালভট্টের জীবনবৃত্তান্তও বিশেষ সংশোধিত করা হইল।

পূর্ব্বে লোকে কেবল হরিভক্তিবিলাসের নামমাত্র শুনিত, কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী আঢ্য ব্যক্তির গৃহে কদাচিৎ ২। ১ খান হস্তলিখিত পুস্তক ছিলমাত্র। এখন আশা করি, প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহে হরিভক্তিবিলাস বিলাস করত স্বীয় প্রতিপাদ্য ভক্তিপথকে প্রবল ও প্রস্তৃত রাখিবে।

নিঃ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর, রাধারমণযন্ত্র।

উৎসর্গঃ।

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ ত্রিপুরাধীশ্বর বীরচন্দ্রবর্ম্মমাণিক্য বাহাদুর—

হরিভক্তিপরায়ণ-ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য-সমীপে সমর্পণমস্তু।

মহারাজ! আপনি আমাকে বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশ করণ বিষয়ে উৎসাহিত করায় আমি ভবদাজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ব্যবস্থাগ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস অনুবাদ সহকারে প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। সম্পন্ন হওয়া না হওয়া আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর, গ্রন্থ সামান্য নহে, ইহা না জানিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজন হইতে পারে না, লোকসকল গ্রন্থার্থের অপরিজ্ঞানে সৎপথ উপেক্ষা করিয়া বিপথগামী হইতেছে অতএব সেই সকল ব্যক্তিদিগকে সৎপথে আনয়ন নিমিত্ত হরিভক্তিবিলাসই একমাত্র সক্ষম। নরমধ্যে নরপতির ন্যায় বৈষ্ণবশাস্ত্রের নরপতিস্থানীয় এই হরিভক্তিবিলাস শ্রীসনাতন গোস্বামীর টীকা ও আমার অনুবাদ সহিত মুদ্রিত করিয়া আপনার কর-কমলে সমর্পণ করিলাম। চন্দ্রমা অমৃতময় কিরণ নিক্ষেপ করিয়া প্রচণ্ড-তপনাতপ-সন্তাপিত বস্তুমাত্রকে সুশীতল করেন, আপনিও ঐ বংশজাত অবশ্য আপনার কর-কমল হইতে কারুণ্য মকরন্দ ক্ষরিত হইবে, তৎস্পর্শে ভবরোগ-নিবারক এই গ্রন্থখানি ভক্তি-মকরন্দ বর্ষণ করিয়া সকলকে সুখী করিবে সন্দেহ নাই। অতএব ভবদীয় অমাত্যপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের সহিত এই গ্রন্থ পর্য্যালোচন-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া হরিভক্তিবিলাস-সম্বন্ধে মানববৃন্দকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করুন, ইহাই আমার চির অভিলাষ।

নিঃ—শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর, রাধারমণযন্ত্র।

হরিভক্তিবিলাসের ১ বিলাসাদি ১১ বিলাস পর্য্যন্ত সূচীপত্র।

হরিভক্তিবিলাসঃ।

প্রথমবিলাসঃ।

শ্রীশ্রীরাধারমণায় নমঃ।

চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে
শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমুদেঽঞ্জসা লিখন্‌।

শ্রীশ্রীমদনমোহনঃ কৃষ্ণো জয়তি।

ব্রহ্মাদিশক্তিপ্রদমীশ্বরং তং দাতুং স্বভক্তিং কৃপয়াবতীর্ণং। চৈতন্যদেবং শরণং প্রপদ্যে যস্য প্রসাদাৎ স্ববশেঽর্থসিদ্ধিঃ। লিখ্যতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসস্য যথামতি। টীকা দিগ্‌দর্শিনী নাম তদেকাংশার্থবোধিনী॥

সুদুষ্করে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো গ্রন্থকার স্তৎ সংসিদ্ধয়ে প্রথমং পরমগুরুরূপং শ্রীমদিষ্টদৈবতং শরণত্বেনাশ্রয়তি চৈতন্যেতি। চৈতন্যং বিশুদ্ধং জ্ঞানং তদ্রূপো যো দেবো জগৎপূজ্যস্তং। দেবেষু মধ্যে যো জ্ঞানঘনস্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা। চৈতন্যস্য চিত্তস্য দেবোঽধিষ্ঠাতা যঃ শ্রীবাসুদেবস্তং। অথবা চৈতন্যং চেতনা জীবনহেতু স্তস্য দেবো নাথ স্তং প্রাণেশ্বরমিত্যর্থঃ আশ্রয়ে শরণং যামি। কিমর্থং শ্রীমতাং বৈষ্ণবানাং আবশ্যকং অবশ্যকৃত্যং যৎ কর্ম্ম তৎ সাধুভিঃ সদাচারপরৈর্ব্বৈষ্ণবৈরেব সমং বিচার্য্য লিখন্‌ লিখিতুং হেতৌ শতৃঙ্‌ তচ্চ কিমর্থং তেষামেব প্রকৃষ্টমুদে পরমহর্ষায়। নন্বু তব নীচস্য কথমেতৎ সিদ্ধ্যতু তত্রাহ ভগবন্তমিতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তং কারুণ্যাদ্যখিল-ভজনীয়গুণবন্তং বা শ্রীকৃষ্ণমিতি বা কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়মিতি শ্রীভাগবতোক্তেঃ। এবং পক্ষত্রয়ে ক্রমেণ সম্বন্ধনীয়ং। তাদৃশস্য মহাপ্রভো রাশ্রয়ণেন ন কিমপ্যসাধ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ তচ্ছক্ত্যৈব তন্নিয়োজনেন বা তন্মাহাত্ম্যেন বা অহমত্র প্রবৃত্তোঽস্মি নতু স্বাতন্ত্র্যাদিনেতি নিজোদ্ধত্যাদি পরিহারঃ। স্বমতে চ শ্রীচৈতন্যদেবেতি প্রসিদ্ধসংজ্ঞং ভগবন্তং মহাপ্রভুং। তৎকারুণ্যমহিম্না তদাশ্রিতস্য

আমি শ্রীমদ্বৈষ্ণবদিগের পরম হর্ষের নিমিত্ত তাঁহাদিগেরই অবশ্য কর্ত্তব্য যে কিছু কর্ম্ম তৎ সমুদায় সদাচারপরায়ণ বৈষ্ণবগণের সহিত

আবশ্যকং কর্ম্ম বিচার্য্য সাধুভিঃ
সার্দ্ধং সমাহৃত্য সমস্তশাস্ত্রতঃ ॥ ১ ॥
ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ ॥ ২ ॥
মথুরানাথপাদাব্জপ্রেমভক্তিবিলাসতঃ।

মম ন কিমপি দুষ্করং সর্ব্বমেব সুখসাধ্যমিত্যর্থঃ। নন্বু তৎ সর্ব্বং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাগমাদিষু সর্ব্বত্র বর্ত্তত এব কিং তল্লিখনেন তত্রাহ সমস্তেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ সম্যক্ আহৃত্য আনীয়। তত্র তত্র স্থানে স্থিতমহমত্র যথাযোগ্যং সঙ্গময্য তত্তৎ পদ্যজাতমেকত্রীকৃত্য লিখিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বিলাসান্ পরমবৈভবরূপান্ ভেদান্ চিনুতে সমাহরতি। ভক্তিবিলাসানাং চয়নেনাস্য গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেতি সংজ্ঞায়াং কারণমেকমুদ্দিষ্টং। ভগবৎপ্রিয়স্যেতি বহুব্রীহিণা তৎপুরুষেণ বা সমাসেন তস্য মাহাত্ম্যজাতং প্রতিপাদিতং। এবং তচ্ছিষ্যস্য শ্রীগোপালভট্টস্যাপি তাদৃক্ত্বং বোদ্ধব্যং। শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিত স্তদাদীন্ নিজসঙ্গিনঃ সন্তোষয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীমথুরানাথস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পাদাব্জে বিষয়ে যা শ্রীগোপালভট্টস্য প্রেমভক্তি স্তস্যা বিলাসতঃ উল্লাসাৎ। যদ্বা মথুরায়াং যো নাথ স্তস্য প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাব্জয়োর্ভক্তিবিলাসঃ ভক্তিক্ষেত্রত্বাৎ তস্মাজ্জাতমিতি গ্রন্থস্য ভক্তিবিলাসেত্যাখ্যায়াং কারণান্তরং জ্ঞেয়ং।

বিচার পূর্ব্বক সমস্ত শাস্ত্র হইতে আনয়ন করিয়া অনায়াসে লিখিবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব নামক ভগবান্ মহাপ্রভুর শরণাগত হই ॥ ১ ॥

ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট নামা ব্যক্তি রঘুনাথদাস তথা রূপ-সনাতনকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত ভক্তির বিলাস অর্থাৎ পরম বৈভবরূপ ভেদ সকল সম্যক্ প্রকারে আহরণ করিতেছে ॥ ২ ॥

মথুরানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মবিষয়ে গোপালভট্টের যে প্রেমভক্তি আছে, তাহার উল্লাস হইতে এই ভক্তিবিলাস নামক গ্রন্থ

জাতং ভক্তিবিলাসাখ্যং তদ্ভক্তাঃ শীলয়ন্ত্বিমং ॥ ৩ ॥
জীয়াসুরাত্যন্তিকভক্তিনিষ্ঠাঃ শ্রীবৈষ্ণবা মাথুরমণ্ডলেহত্র।
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ স লোকনাথঃ ॥ ৪ ॥
তত্র লেখ্যপ্রতিজ্ঞা ॥
আদৌ সকারণং লেখ্যং শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ণং ততঃ।

ইমং গ্রন্থং তদ্ভক্তাঃ শ্রীমথুরানাথপাদাব্জে ভ্রমরাঃ শীলয়ন্তু অভ্যস্যন্ত্বিত্যর্থঃ। শোভয়ন্ত্বিতি পাঠে দোষাপকরণেন নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন প্রচারণাদিনা বা অলঙ্কুর্ব্বন্ত্বিতি বিনয়বিশেষঃ ॥৩

শোভাপাদনঞ্চাস্য গ্রন্থস্য শ্রীমথুরানাথ-চরণারবিন্দ-ভক্তিরসিকানাং শ্রীমথুরায়াং সুখনিবাসেন স্বতএব সম্পদ্যতে ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণাশাস্তে জীয়াসুরিতি শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদিলক্ষণ-নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বন্ত্বিত্যর্থঃ। মথুরামণ্ডলে শ্রীমথুরানগরমধ্যে প্রায় স্তত্রৈব তেষামবস্থিতেঃ কৃষ্ণবনং বৃন্দাবনং তাপনীয়শ্রুত্যুক্তানুসারাৎ তস্মিন্ ক্রীড়তু শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্ত্যা সুখং নিবসত্বিত্যর্থঃ। লোকনাথেন সহ বর্ত্তত ইতি তথা সঃ। ইত্যন্যোন্যং তয়োঃ প্রীতিবিশেষঃ সূচিতঃ। এবঞ্চ যদৈষাং তত্র তত্র নিবাস স্তদানীময়ং গ্রন্থো জাত ইত্যাদ্যপি সূচিতং ॥ ৪ ॥

লিখন্নিতি যল্লিখিতং তল্লেখ্যমেব প্রতিজানীতে আদাবিত্যাদি ত্রয়োবিংশতিভিঃ।

উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব মথুরানাথের পাদপদ্মে যাঁহারা ভ্রমর তুল্য সেই সকল ভক্তগণ এই গ্রন্থ অভ্যাস করুন ॥ ৩ ॥

উল্লিখিত গ্রন্থের শোভা সম্পাদন শ্রীমথুরানাথের চরণারবিন্দ ভক্তি রসিকদিগের শ্রীমথুরায় সুখনিবাস দ্বারা স্বতই সম্পন্ন হয় ইত্যাদি অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করিতেছেন। আত্যন্তিকী ভক্তিপরায়ণ শ্রীমদ্ বৈষ্ণবগণ মথুরামণ্ডলে সুখে অবস্থিতি করিয়া শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদি-রূপ স্বীয় উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন অর্থাৎ সকল লোককে ভক্তিপথে উপদেশ প্রদান করুন। তথা লোকনাথের সহিত কাশীশ্বর বৃন্দাবনে ক্রীড়া করুন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিদ্বারা সুখে অবস্থিত হউন ॥৪

ভক্তিবিলাসে যে যে বিষয় লিখন যোগ্য তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা যথা ॥

এই গ্রন্থে প্রথমে কারণের সহিত শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ অর্থাৎ

গুরুঃ শিষ্যঃ পরীক্ষাদি র্ভগবান্ মনবোঽস্য চ।
মন্ত্রাধিকারী সিদ্ধ্যাদি শোধনং মন্ত্রসংক্রিয়া ॥ ৫ ॥
দীক্ষা নিত্যং ব্রাহ্মকালে শুভোত্থানং পবিত্রতা ॥ ৬ ॥
প্রাতঃ স্মৃত্যাদি কৃষ্ণস্য বাদ্যাদ্যৈশ্চ প্রবোধনং।

কারণসহিতং শ্রীগুরোরাশ্রয়ণং উপসত্তিরাদৌ লেখ্যং। লেখ্যমিত্যস্য লিঙ্গবচনব্যত্যয়েন যথাযথং সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। ততস্তদনন্তরং গুরুঃ কীদৃশ ইতি তস্য লক্ষণং লেখ্যমিত্যর্থঃ। অস্য ভগবতো মনবো মন্ত্রাশ্চ তন্মাহাত্ম্যাদিকঞ্চ লেখ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দীক্ষা তদ্বিধির্লেখ্য ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র মূলগ্রন্থানুসারেণ যথাযথমূহ্যং। নিত্যমিত্যস্য শরণাগতিরিত্যন্তমনুবৃত্তিঃ। শরণাগতেরপি নিত্যকৃত্যেষন্তর্ভাবেন তদবধি নিত্যকৃত্যানামেব লিখনাৎ অতএব তদনন্তরং নিত্যকৃত্যব্যবচ্ছেদার্থং পক্ষেষ্বিতি লেখ্যং। ব্রাহ্মকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শুভং শুভকর্ম্মার্থং কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাদিনা মঙ্গলাবহং বা যদুত্থানং শয্যাত্যাগ স্তৎ। পবিত্রতা পাণিপাদ প্রক্ষালন দন্তধাবনাচমনাদিনা শুচিত্বং। এতদাদি সর্ব্বং যদ্যপ্যগ্রে স্বতএব তত্তৎ প্রকরণতো ব্যক্তং ভাবি তথাপি সুখবোধার্থমধুনাত্র কিঞ্চিদভিব্যজ্যতে ॥ ৬ ॥

প্রাতরিতি নিত্যমিতিবৎ মধ্যাহ্নকৃত্যং যাবদনুবর্ত্ততে এব। এবং মধ্যাহ্নাদিকং

কেন গুরুদেবকে আশ্রয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ের কারণ সহিত শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া। ১। তৎপরে গুরুশিষ্যপরীক্ষাদি, অর্থাৎ গুরুপরীক্ষা ও শিষ্যপরীক্ষা। ২। ভগবান্। ৩। ভগবানের মন্ত্রমাহাত্ম্য ৪। মন্ত্রের অধিকারী। ৫। সিদ্ধ্যাদিশোধন। ৬। মন্ত্রসংস্কার। ৭ ॥ ৫ ॥

নিত্য * দীক্ষা। ৮। নিত্য ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শুভ উত্থান অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যা পরিত্যাগ। ৯। নিত্য পবিত্রতা অর্থাৎ হস্তপদ প্রক্ষালন, দন্তধাবন ও আচমনাদি দ্বারা শুচি হওন। ১০ ॥ ৬ ॥

† কৃষ্ণের প্রাতঃস্মরণাদি অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, প্রণাম ও বিজ্ঞপ্তি

* নিত্য শব্দ শরণাপন্ন পর্য্যন্ত অন্বয় করিতে হইবে অর্থাৎ প্রত্যেকে নিত্য শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

† কৃষ্ণশব্দ সকলের সহিত অন্বিত থাকিবে।

নির্ম্মাল্যোত্তারণাদ্যাদৌ মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ ॥ ৭ ॥
মৈত্রাদিকৃত্যং শৌচাচমনং দন্তস্য ধাবনং।
স্নানং তান্ত্রিকসন্ধ্যাদি দেবসদ্মাদিসংস্ক্রিয়া ॥ ৮ ॥
তুলস্যাদ্যাহৃতি র্গেহস্নানমুষ্ণোদকাদিকং।

চোহ্হং। স্মৃতিঃ স্মরণং। আদিশব্দেন প্রাতঃকীর্ত্তন-প্রণমন-বিজ্ঞাপনাদি। প্রবোধনং বাদ্যৈঃ। আদিশব্দাৎ স্তুতিপাঠাদিভিঃ। নির্ম্মাল্যোত্তারণং আদিশব্দেন শ্রীমুখপ্রক্ষালন-দন্তকাষ্ঠার্পণাদি। আদাবিতি প্রথমং নির্ম্মাল্যোত্তারণস্যাবশ্যকত্বাৎ ॥ ৭ ॥

নিজদন্তধাবনং যদ্যপ্যুত্থানানন্তরমেব কৃত্যমিতি পবিত্রাস্তঃ পূর্ব্বং প্রবিষ্টমেব তথাপি শৌচাদি বিধিপ্রসঙ্গতোঽত্র তদ্বিধিমাত্র লিখনং। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা তদুপাস্তিঃ। আদি শব্দেন জলে ভগবৎপূজা। দেবসদ্মনঃ ভগবদালয়স্য সংস্ক্রিয়া সংমার্জনাদিনা স্বস্তিক-নির্ম্মাণ ধ্বজপতাকাদ্যারোপণেনচ। আদি শব্দাৎ পীঠপাত্র বস্ত্রাদি সংস্কারঃ ॥ ৮ ॥

তুলস্যাঃ আদিশব্দাৎ পুষ্পাদীনাঞ্চাহরণং। গেহে নিজগেহে স্নানং তদ্বিধিঃ তচ্চ বহিস্তীর্থাভাবেন কিম্বা শ্রীভগবদালয়সংস্কারাদ্যনন্তরমেব পূজার্থং পুনঃ স্নানাপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং তত্রৈবোষ্ণোদকামলকাদিস্নানব্যবস্থাচ। বস্ত্রং স্নানানন্তরং নিজপরিধেয়ং পীঠং আচ-

পাঠাদি। ১১। বাদ্যাদিদ্বারা প্রবোধন অর্থাৎ বাদ্য ও স্তুতি পাঠাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে চেতন করান। ১২। প্রথমে নির্ম্মাল্যোত্তারণ। ১৩। তৎপরে মঙ্গল আরাত্রিক। ১৪। ॥ ৭ ॥

তাহার পর স্বীয় মলত্যাগাদি কর্ম্ম। ১৫। শৌচ। ১৬। আচমন।১৭ দন্তধাবন। ১৮। স্নান। ১৯। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা উপাসনা ও জলে ভগবৎ-পূজা। ২০। দেবমন্দিরাদি সংস্কার অর্থাৎ ভগবৎমন্দিরের সম্মার্জন, স্বস্তিকনির্ম্মাণ, ধ্বজপতাকাদি আরোপণ, পীঠ পাত্র ও বস্ত্রাদির সংস্কার-করণ। ২১। ॥ ৮ ॥

তুলসী ও পুষ্পাদি আহরণ। ২২। নিজগৃহে স্নানবিধি অর্থাৎ বহিঃ-প্রদেশে তীর্থাভাব বশতঃ, অথবা শ্রীমন্দিরাদি সংস্কারানন্তর পূজার্থ গৃহে পুনর্ব্বার স্নান বিধি। ২৩। উষ্ণোদক ও আমলকাদি জলে স্নান ব্যবস্থা ২৪। স্নানানন্তর নিজ পরিধেয় বস্ত্র। ২৫। পীঠ অর্থাৎ আচমনাদির

বস্ত্রং পীঠং চোর্দ্ধপুণ্ড্রং শ্রীগোপীচন্দনাদিকং ॥ ৯ ॥
চক্রাদিমুদ্রা মালাচ গৃহসন্ধ্যার্চ্চনং গুরোঃ।
মাহাত্ম্যঞ্চাথ কৃষ্ণস্য দ্বারবেশ্মান্তরার্চ্চনং ॥ ১০ ॥
পূজার্থাসনমর্ঘ্যাদিস্থাপনং বিঘ্নবারণং।
শ্রীগুর্ব্বাদিনতির্ভূতশুদ্ধিঃ প্রাণবিশোধনং ॥ ১১ ॥
ন্যাসা মুদ্রাপঞ্চকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানান্তরর্চ্চনে।
পূজাপদানি শ্রীমূর্ত্তিশালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১২ ॥

মনাদ্যর্থং নিজাসনং ॥ ৯ ॥

গুরোরর্চ্চনং মাহাত্ম্যঞ্চ। অথেতি গুরুপূজানন্তরমেব ভগবৎপূজায়া বিধেয়ত্বাৎ। দ্বারং বেশ্মান্তরঞ্চ গৃহমধ্যং তয়োরর্চ্চনং ॥ ১০ ॥

পূজার্থেতি পূর্ব্বলিখিতাৎ নিজপীঠাদ্ভেদার্থং অর্ঘ্যপাত্রাদীনাং স্থাপনমিতি তত্তদ্রব্যাণাং তত্তৎ পাত্রেচ তত্তৎ পাত্রাণাঞ্চ তত্তৎ স্থানেষু ধারণং অথা মঙ্গলঘটস্থাপনঞ্চেত্যর্থঃ। প্রাণবিশোধনং প্রাণায়াম ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ন্যাসাঃ মাতৃকাদীনামৃষ্যাদ্যন্তানাং। মুদ্রাপঞ্চকং বেণু বনমালাদি মুদ্রাঃ পঞ্চ। কৃষ্ণস্য ধ্যানং অথ প্রকট সৌরভেত্যাদ্যুক্তং। অন্তরর্চ্চনঞ্চ ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগঃ। পূজায়াঃ পদানি স্থানানি শ্রীশালগ্রামশিলাদীনি সূর্য্যাগ্ন্যাদীনিচ। শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতয়ঃ শ্রীশালগ্রামশিলাশ্চ তত্তল্লক্ষণাদি ॥ ১২ ॥

নিমিত্ত স্বীয় আসন। ২৬। ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র ও শ্রীগোপীচন্দনাদি ২৮। ॥ ৯ ॥

চক্রাদি মুদ্রা। ২৯। মালা। ৩০। গৃহে সন্ধ্যা। ৩১। গুরুপূজা। ৩২ ও গুরুমাহাত্ম্য। ৩৩। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দ্বার ও গৃহ এতদুভয়ের অর্চ্চন। ৩৩। ॥ ১০ ॥

পূজার নিমিত্ত নিজের উপবেশনার্থ আসন। ৩৪। অর্ঘ্যপাত্রাদি-স্থাপন। ৩৫। বিঘ্ননিবারণ। ৩৬। শ্রীগুর্ব্বাদি নমস্কার। ৩৭। ভূত-শুদ্ধি। ৩৮। প্রাণায়াম। ৩৯। ॥ ১১ ॥

মাতৃকাদিন্যাস। ৪০। মুদ্রাপঞ্চক। ৪১। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। ৪২। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্যাগ। ৪৩। পূজার স্থান সকল। ৪৪। শ্রীমূর্ত্তি ও শাল-গ্রামশিলা এবং তল্লক্ষণাদি। ৪৫। ॥ ১২ ॥

দ্বারকোদ্ভবচক্রাণি শুদ্ধয়ঃ পীঠপূজনং।
আবাহনাদি তন্মুদ্রা আসনাদিসমর্পণং ॥ ১৩ ॥
স্নপনং শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্যং নাম সহস্রকং।
পুরাণপাঠো বসনমুপবীতং বিভূষণং ॥ ১৪ ॥
গন্ধঃ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনং কুসুমানিচ।
পত্রাণি তুলসী চাঙ্গোপাঙ্গাবরণপূজনং ॥ ১৫ ॥

শুদ্ধয়ঃ ক্ষালনাদিনা শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনাং। আবাহনং আদিশব্দাং সংস্থাপন-সন্নিধাপনাদি-সপ্তকং। তন্মুদ্রাঃ আবাহনাদি-মুদ্রাঃ আসনস্ত আদিশব্দাৎ স্বাগতানন্তরং অর্ঘ্য-পাদ্যাচমনীয়-মধুপর্ক-পুনরাচমনীয়ানাঞ্চ সমর্পণং ॥ ১৩ ॥

স্নপনে অভ্যঙ্গদ্রব্যপঞ্চামৃতোদ্বর্ত্তনাদীনি ন পৃথক্ লিখিতানি তেষাং স্নপনাঙ্গত্বাৎ এবমন্যদপূহ্যং ভগবতঃ স্নানে শঙ্খস্নপনস্ত ঘণ্টাবাদ্যস্যচ ফলবিশেষোক্তেঃ শঙ্খঘণ্টয়োর্মাহাত্ম্যং আদিশব্দাত্তত্রৈব শঙ্খাদিবাদ্যস্যচ মাহাত্ম্যং লেখ্যমিত্যর্থঃ। বসনাদিকং স্নপনানন্তরং ভগবতেঽর্পণং ॥ ১৪ ॥

গন্ধান্তর্গতস্যাপি শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনস্য পৃথক্ লেখো মাহাত্ম্যবিশেষতঃ এবমন্যদপূহ্যং। পত্রাণি বিল্বাদীনাং। অঙ্গানাং মন্ত্রবর্ণাদীনাং উপাঙ্গানাঞ্চ বেণ্বাদীনাং। আবরণানাঞ্চ গোপকুমারাদীনাং পূজা ॥ ১৫ ॥

দ্বারকোৎপন্ন চক্র সকল। ৪৬। শ্রীমূর্ত্তি ক্ষালনাদি শুদ্ধি সকল।৪৭। পীঠপূজা। ৪৮। আবাহনাদি অর্থাৎ সংস্থাপন সন্নিধাপন প্রভৃতি সাতটী। ৪৯। আবাহনাদির মুদ্রা। ৫০। আসনাদি সমর্পণ অর্থাৎ স্বাগতানন্তর অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয়াদি সমর্পণ। ৫১ ॥ ১৩ ॥

স্নপন অর্থাৎ স্নান বিষয়ে অভ্যঙ্গ দ্রব্য, পঞ্চামৃত ও উদ্বর্ত্তনাদি স্নানীয় দ্রব্য সমস্ত। ৫২। স্নান নিমিত্ত শঙ্খ। ৫৩। ঘণ্টাদি বাদ্য। ৫৪। সহস্রনাম। ৫৫। ও পুরাণপাঠ। ৫৬। বসন। ৫৭। যজ্ঞোপবীত। ৫৮। অলঙ্কার। ৫৯ ॥ ১৪ ॥

গন্ধ। ৬০। তুলসীকাষ্ঠের চন্দন। ৬১। পুষ্প সকল। ৬২। বিল্বপত্রাদি। ৬৩। তুলসী। ৬৪। অঙ্গ, উপাঙ্গ ও আবরণ পূজা। ৬৫ ॥ ১৫ ॥

ধূপোদীপশ্চ নৈবেদ্যং পানং হোমো বলিক্রিয়া।
অবগণ্ডূষাদ্যাস্যবাসো দিব্যগন্ধাদিকং পুনঃ ॥ ১৬ ॥
রাজোপচারা গীতাদি মহানীরাজনং তথা ॥ ১৭ ॥
শঙ্খাদিবাদনং সাম্বুশঙ্খনীরাজনং স্তুতিঃ।
নতিঃ প্রদক্ষিণা কর্ম্মাদ্যর্পণং জপযাপনে।
আগঃ ক্ষমাপণং নানাগাংসি নির্ম্মাল্যধারণং ॥ ১৮ ॥
শঙ্খাম্বু তীর্থং তুলসীপূজা তন্মৃত্তিকাদিচ।

বলিক্রিয়া বিষ্বক্‌সেনাদিভ্যো ভগবদুচ্ছিষ্টাংশপ্রদানং। অবগণ্ডূষং গণ্ডূষার্থজলং। আদি-শব্দেন দন্তশোধন পুনরাচমন শ্রীমুখমার্জনাদি। আস্যবাসঃ লবঙ্গ তাম্বূলাদি মুখবাসঃ ॥ ১৬ ॥

রাজোপচারাঃ ছত্রচামরাদয়ঃ গীতং আদিশব্দাৎ বাদ্যং নৃত্যঞ্চ। শঙ্খাদীনাং বাদনং পূর্ব্বং স্নানসম্বন্ধি অধুনাচ মহানীরাজন বিষয়কমিতি ভেদঃ ॥ ১৭ ॥

জলযুক্তশঙ্খেন নীরাজনং। জপঃ যাচনঞ্চ প্রার্থনা। আগসানপরাধানাং ক্ষমাপণং। নানা বিধান্যাগাংসি। নির্ম্মাল্যস্য শ্রীভগবৎ-পাদাম্ভোত্তীর্ণস্য তুলস্যাদের্নিজমস্তকে ধারণং ॥ ১৮ ॥

শঙ্খাম্বু শ্রীভগবন্নীরাজিত-শঙ্খজলং। তীর্থং শ্রীচরণোদকং। তুলসীবনে শ্রীভগবত-

ধূপ। ৬৬। দীপ। ৬৭। নৈবেদ্য। ৬৮। পান। ৬৯। হোম। ৭০। বলিক্রিয়া অর্থাৎ বিষ্বক্‌সেনাদি ভক্তগণকে ভগবদুচ্ছিষ্টাংশ প্রদান। ৭১। গণ্ডূষার্থ জল। ৭২। লবঙ্গ তাম্বূলাদি মুখবাস। ৭৩। পুনর্ব্বার দিব্য-গন্ধাদি। ৭৪ ॥ ১৬ ॥

ছত্র চামরাদি রাজোপচার। ৭৫। গীতাদি অর্থাৎ গীত বাদ্য নৃত্য। ৭৬। মহানীরাজন। ৭৭ ॥ ১৭ ॥

শঙ্খাদি বাদন। ৭৮। জলপূরিত শঙ্খ দ্বারা নীরাজন। ৭৯। স্তুতি। ৮০। নমস্কার। ৮১। প্রদক্ষিণ। ৮২। কর্ম্মাদি অর্পণ। ৮৩। জপ। ৮৪। প্রার্থনা। ৮৫। অপরাধ সকলের ক্ষমাপণ। ৮৬। নানাবিধ অপরাধ। ৮৭। নির্ম্মাল্যধারণ অর্থাৎ শ্রীভগবৎপাদোত্তীর্ণতুলস্যাদির স্বীয় মস্তকে ধারণ। ৮৮ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবন্নীরাজিত-শঙ্খজল। ৮৯। চরণোদক। ৯০। তুলসীবনে

ধাত্রীস্নাননিষেধস্য কালোবৃত্তেরুপার্জনং ॥ ১৯ ॥
মধ্যাহ্নে বৈশ্যদেবাদি শ্রাদ্ধং চানর্প্যমচ্যুতে।
বিনার্চ্চামশনে দোষা স্তথানর্পিতভোজনে।
নৈবেদ্যভক্ষণং সন্তঃ সৎসঙ্গোঽসদসঙ্গতিঃ।
অসদ্গতি র্বৈষ্ণবোপহাস নিন্দাদি দুষ্ফলং ॥ ২০ ॥
সতাং ভক্তি র্বিষ্ণুশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং তথা।

তুলস্যাশ্চ পূজনং তস্যাস্তুলস্যা মৃত্তিকা কাষ্ঠাদি। ধাত্রী আমলকী তন্মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বৈশ্বদেবাদিকং শ্রাদ্ধঞ্চ বৈষ্ণবৈর্যথা কার্য্যং তদ্বিধিরিত্যর্থঃ বৈষ্ণবকৃত্যানামেব লিখনাৎ। অচ্যুতে শ্রীভগবতি অনর্প্যং অর্পণাযোগ্যং। অর্চ্চাং ভগবৎপূজাং বিনা ভোজনে দোষাঃ। তথেতি ভগবতানর্পিতস্য দ্রব্যস্য ভোজনেচ দোষাঃ। সন্তঃ শ্রীভগবদ্ভক্তাঃ অসদ্ভিরসঙ্গতিঃ অসৎসঙ্গপরিত্যাগ ইত্যর্থঃ। অসতাং গতির্নিষ্ঠা। বৈষ্ণবানামুপহাসাদিনা যদ্দুষ্টং ফলং ভবতি তৎ। যদ্যপ্যসদ্গত্যন্তর্গতমেব তৎ স্যাৎ তথাপি বিশেষতো বৈষ্ণব বিষয়কাপরাধ লক্ষণং পরমসাধুত্ব পরীহারার্থং পৃথগ্লিখিতং ॥ ২০ ॥

ভক্তিঃ অভিগমন-স্তুত্যাদিনা সম্মাননং। লীলাকথেতি ভগবল্লীলাকথায়াঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি। তৎত্যাগে দোষশ্চ। নিজক্রিয়া সন্ধ্যোপাস্ত্যাদি কর্ম্মাণি। বৈষ্ণবানাং

ভগবানের ও তুলসীর পূজা। ৯১। তুলসীর মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি। ৯২। আমলকীমাহাত্ম্য। ৯৩। স্নাননিষেধের কাল। ৯৪। জীবিকার উপার্জন। ৯৫ ॥ ১৯ ॥

মধ্যাহ্নকালে বৈশ্যদেবাদি। ৯৬। শ্রাদ্ধ। ৯৭। ভগবানে অনর্প্য অর্থাৎ যে দ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে হয় না। ৯৮। ভগবৎ পূজা না করিয়া ভোজনের তথা অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণের দোষ সকল। ৯৯। নৈবেদ্যভক্ষণ। ১০০। ভগবদ্ভক্ত। ১০১। সৎসঙ্গ। ১০২। অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ। ১০৩। অসৎ সকলের গতি। ১০৪। বৈষ্ণবদিগের উপহাস ও নিন্দাদি জনিত অসৎ ফল। ১০৫ ॥ ২০ ॥

সৎ সকলের ভক্তি অর্থাৎ অভিগমন ও স্তুত্যাদি দ্বারা সাধুদিগের সম্মানন। ১০৬। বিষ্ণুশাস্ত্র। ১০৭। শ্রীমদ্ভাগবত। ১০৮। ভগবল্লীলা

লীলাকথাচ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ সায়ং নিজক্রিয়াঃ।
কর্ম্মপাত পরীহার স্ত্রিকালার্চ্চা বিশেষতঃ।
নক্তং কৃত্যান্যথো পূজাফলসিদ্ধ্যাদি দর্শনং ॥ ২১ ॥
বিষ্ণ্বর্থদানং বিবিধোপচারা ন্যূনপূরণং।
শয়নং মহিমার্চ্চায়াঃ শ্রীমন্নাম্নস্তথাদ্ভুতঃ।

কর্ম্মপাতস্য পরীহারঃ তদ্দোষনিরাকরণসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। বিশেষতস্ত্রিকালার্চ্চনং কালত্রয় পূজাবিধিবিশেষ ইত্যর্থঃ। নক্তং কৃত্যানি গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বক শ্রীভগবচ্ছয়নোপচার-কল্পনাদীনি। পূজাফলস্য সিদ্ধিঃ যথা সংপূর্ণতা স্যাৎ তৎ প্রকার ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেন অশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ। দর্শনং পূজায়াঃ শ্রীমূর্ত্তের্বাঽবলোকনং ॥ ২১ ॥

বিষ্ণ্বর্থং কপিলাদিদানং। তদ্দুগ্ধাদিনা নিত্যপূজাসিদ্ধের্নিত্যপূজার্থ দ্রব্যদানাভি প্রায়তো বা নিত্যকৃত্য মধ্যে লিখিতং। ন্যূনপূরণং অলব্ধোপচারসমাধানং শয়নং নিজ-শয়নবিধিঃ। অর্চ্চায়াঃ শ্রীভগবৎপূজায়া মহিমা মাহাত্ম্যং শ্রীমন্নাম্নশ্চ মহিমা। অদ্ভুত ইতি শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যেঽর্থবাদকল্পনা পরমদোষাবহা। নামসেবয়া নামাপরাধ ক্ষয়শ্চে-ত্যপি সূচয়তি। ভক্তিঃ শ্রীভগবদ্ভক্তের্দৌর্লভ্যাদিমাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চেত্যর্থঃ। প্রেমা প্রেম-সম্পত্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ। আশ্রয়ণং শরণাগতিস্তস্য কাদাচিৎকত্বেঽপি নিত্যকৃত্যান্ত-

কথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ও তৎ পরিত্যাগে দোষ। ১০৯। ভগবদ্ধর্ম্ম সমূহ। ১১০। সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম। ১১১। বৈষ্ণবদিগের কর্ম্মপাতের দোষ-নিরাকরণ সিদ্ধান্ত। ১১২। বিশেষতঃ কালত্রয়ে পূজার বিধিবিশেষ। ১১৩। রাত্রিকৃত্য অর্থাৎ গীত বাদ্যাদি পূর্ব্বক ভগবানের শয়নোপ-চার কল্পনা। ১১৪। পূজাফলের সিদ্ধি অর্থাৎ যেরূপে সম্পূর্ণতা হয় তাহার প্রকার তথা অসমর্থ ব্যক্তির পূজাফল প্রাপ্তির উপায়। ১১৫ পূজা অথবা শ্রীমূর্ত্তির দর্শন। ১১৬ ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কপিলাদি দান। ১১৭। বিবিধ প্রকার উপচার। ১১৮। দ্রব্যের অভাবে পূজা সমাধান। ১১৯। নিজের শয়ন বিধি। ১২০। ভগবৎ পূজার তথা শ্রীমন্নামের মাহাত্ম্য। ১২১। অদ্ভুত অর্থাৎ শ্রীভগ-বন্নাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা পরমদোষ জনক। ১২২। নামাপরাধ সকল

নামাপরাধা ভক্তিশ্চ প্রেমাথাশ্রয়ণাদয়ঃ।
পক্ষেষ্বেকাদশী সাঙ্গা শ্রীদ্বাদশ্যষ্টকং মহৎ।
কৃত্যানি মার্গশীর্ষাদি মাসেষু দ্বাদশস্বপি।
পুরশ্চরণকৃত্যানি মন্ত্রসিদ্ধস্য লক্ষণং।
মূর্ত্ত্যাবির্ভাবনং মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা কৃষ্ণমন্দিরং।
জীর্ণোদ্ধৃতিঃ শ্রীতুলসীবিবাহোঽনন্যকর্ম্মচ ॥ ২২ ॥

লেখ্যো নিত্যং শ্রীভগবৎস্থানাশ্রয়ণাদি লক্ষণতয়া নিত্যমনুকূলস্য সঙ্কল্পাদি লক্ষণতয়াচ নিত্য-কৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাৎ। আদিশব্দেন উচ্চাবচসদাচারাঃ। এবং লেখ্যনিত্যকৃত্যানি ক্রমেণ প্রতিজ্ঞায় পক্ষকৃত্য-মাসকৃত্যাদীনি লেখ্যানি প্রতিজানীতে পক্ষেষ্বিত্যাদিনা। অঙ্গানি দশম্যাদিদিনত্রয়নিয়মাঃ জাগরণং দ্বাদশ্যপেক্ষণাদীনিচ তৈঃ সহিতমেকাদশীব্রতং। তত্তন্মাহাত্ম্যং তত্তদ্ব্রতদিননির্ণয়াদি চেত্যর্থঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যং। সাঙ্গেতি লিঙ্গবচন ব্যত্যয়েন সর্ব্বত্র যথাযথং যোজ্যং। সিদ্ধস্য পুরশ্চরণাদিনা সিদ্ধমন্ত্রস্যেত্যর্থঃ। মূর্ত্তীনাং শ্রীভগবৎ-প্রতিমানামাবির্ভাবনং শিল্পাদি দ্বারা নিষ্পাদনমিত্যর্থঃ। কথঞ্চিদ্বৈগুণ্যে শ্রীমূর্ত্তেঃ পুনঃ সংস্কার প্রতিষ্ঠা বিধ্যন্তর্গত এবেতি পৃথক্ নোল্লিখিতঃ এবং প্রকারাদি নির্ণয়বৃক্ষরোপণাদিক মপি মন্দিরানুসঙ্গিকতয়া পৃথক্ নোল্লিখিতং। জীর্ণানাং প্রাসাদাদীনাং উদ্ধৃতিরুদ্ধারঃ অনন্যানাং একান্তিনাং কৃত্যং ॥ ২২ ॥

।১২৩। ভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তির দৌর্লভ্যাদি মাহাত্ম্য ও লক্ষণ।১২৪ প্রেমা অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তিলক্ষণ। ১২৫। আশ্রয়ণ অর্থাৎ শরণাগতি। ।১২৬। পক্ষ সকলে অঙ্গের সহিত একাদশী। ১২৭। অষ্ট মহাদ্বাদশী। ১২৮। অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসের কৃত্য সকল। ১২৯। পুরশ্চরণকৃত্য-সমস্ত। ১৩০। মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ। ১৩১। ভগবৎ প্রতিমাদি নির্ম্মাণ ও শ্রীমূর্ত্তির পুনঃ সংস্করণ। ১৩২। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। ১৩৩। কৃষ্ণমন্দির।১৩৪। জীর্ণ মন্দিরের উদ্ধার। ১৩৫। শ্রীতুলসীবিবাহ। ১৩৬। এবং একান্ত-ভক্ত সকলের অর্থাৎ রাগানুগীয় ভক্তগণের কৃত্য। ১৩৭। এই সমুদয় লিখিত হইবে॥ ২২ ॥

তত্র শ্রীগুরূপসত্তিকারণং ॥

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্গুরুং ভজেৎ ॥ ২৩ ॥
অত্রানুভূয়তে নিত্যং দুঃখশ্রেণী পরত্রচ।

অধুনা প্রতিজ্ঞাতং তত্তদেব বিস্তার্য্য লিখতি তত্রেত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি। তত্র তেষু শ্রীগুরূপসত্তেঃ প্রপদ্যেত উপাসীত সংশ্রয়ীতেত্যাদিনাঽগ্রে লেখ্যায়াঃ কারণমিদং লিখ্যত-ইতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র। তদেব লিখতি কৃপয়েত্যাদিনা পুরুষো বেদেত্যন্তেন কৃষ্ণদেবস্য কৃপয়া যস্তস্য ভক্তজনৈঃ সঙ্গস্তস্মাৎ। মাহাত্ম্যং মোক্ষাদপ্যাধিক্যাদি। তাং ভক্তিং সম্যং লেখ্যলক্ষণৈরুত্তমং গুরুমাশ্রয়েৎ ॥ ২৩ ॥

নন্থ বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশজ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি কুতো ভক্তীচ্ছাঽস্ত সত্যং দুঃখ-সাগরতরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্গুরুমপেক্ষেতৈবেত্যাশয়েন লিখতি অত্রেতি। দুঃখস্য শ্রেণী পরম্পরা শাস্ত্রাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেদবাক্যে বিশ্বাসাৎ সাপি প্রত্যক্ষৈবেত্যর্থঃ নত্ব বিশ্বসনীয়েত্যর্থঃ। অতস্তাং দুঃখশ্রেণীমপি তরীতুমিচ্ছেৎ। মা তাদৃশ মাহাত্ম্যং ভক্তি-মিচ্ছত্বিত্যহো বত শোচ্যতে ইত্যপি শব্দার্থঃ। সুধীশ্চেৎ অন্যথা বিচারাভাবেন পশুবন্নি-

তন্মধ্যে শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করার কারণ যথা ॥

দেবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কৃপানিমিত্ত তদীয় ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে বক্ষ্যমাণ লক্ষণাক্রান্ত উত্তম গুরুকে আশ্রয় করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

যদি বল, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের উল্লিখিত জ্ঞান অতিশয় দুর্ঘট, অতএব কেন তাহাদের ভক্তিবিষয়ে ইচ্ছা হইবে? ইহার উত্তর এই যে, দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছায় ভক্তিবাঞ্ছা করিলে অবশ্য সদ্গুরুর অপেক্ষা করিতে হইবে, এই বিষয়ে লিখিতেছেন। ইহলোকে নিত্য-দুঃখ পরম্পরা অনুভব করিতে হয় এবং শাস্ত্রে শুনা যায় পরলোকেতেও ঐ দুঃসহা দুঃখশ্রেণী ভোগ হইয়াথাকে অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি যে, দুঃখ-

দুঃসহা শ্রূয়তে শাস্ত্রাত্তিতীর্ষেদপি তাং সুধীঃ ॥ ২৪ ॥

তথাচোক্তমেকাদশস্কন্ধে ভগবতা শ্রীদত্তেন।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

স্বয়ং শ্রীভগবতাচ।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং

র্ব্বুদ্ধিরেবেত্যর্থঃ। যদ্বা মিথ্যা দুঃখাবলী সহনেন ব্যাধাদিবং কুধীরেবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

স্বলিখিতমেতদেব মহাপুরাণোক্তপদ্যদ্বয়েন প্রমাণয়তি তথাচোক্তমিতি। যে শ্রীভাগবতাদীনাং শ্লোকার্থা বিদিতা হি তে। সুদুর্গমস্তথাপ্যর্থস্তেষু কশ্চিদ্বিশিষ্যতে। তথাহি মৃত্যোরনু পশ্চাৎ যাবন্ন পতেৎ তাবদেব নিঃশ্রেয়সায় তূর্ণং যতেত। যদ্বা অনু নিরন্তরং মৃত্যবো মরণানি যস্য। যদ্বা মৃত্যুহেতবো রোগাদয়ো মৃত্যব ইব বিবিধ বহুল মহাদুঃখানি বা যস্মিন্ তৎ। বিষয়স্তু সর্ব্বতঃ পশ্বাদিযোনিষ্বপি স্যাদেব ॥ ২৫ ॥

স্বয়মিতি নিজেষ্টদৈবত-শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়েণ। যদ্বা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যভিপ্রায়েণ

সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন না, এই বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ২৪ ॥

ঐ একাদশস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ভগবান্
দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন ॥

ধীরব্যক্তি বহু জন্মের পর পুরুষার্থ প্রাপক, অনিত্য এই দুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া, যে পর্য্যন্ত মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত না হয়, তাবৎ সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ-নিমিত্ত শীঘ্র যত্ন করিবেন, যেহেতু বিষয় পুনর্ব্বার পশ্বাদি যোনিতেও লাভ হইতে পারে ॥ ২৫ ॥

একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও
বলিয়াছেন ॥

হে উদ্ধব! ফল ভোগের মূল, যদৃচ্ছালব্ধ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণ-

প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ২৬ ॥

অথ শ্রীগুরূপসত্তিঃ ॥

তত্রৈব শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোক্তৌ ॥

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।

চকারাহুক্তমিতি পূর্ব্বগতপদেনান্বয়ঃ এবমগ্রেহপি বোদ্ধব্যং। নৃদেহং প্লবং নাবং প্রাপ্যেত্যধ্যাহারঃ। আদ্যং সর্ব্বফলানাং মূলং। এতদুপার্জিতকর্ম্মভিঃ সর্ব্বফলাবাপ্তেঃ সুদুর্ল্লভং উদ্যমকোটিভিরপি প্রাপ্তুমশক্যং। তথাপি সুলভং যদৃচ্ছালব্ধত্বাৎ। সুকল্পং পটুতরং। গুরুঃ সংশ্রিতমাত্র এব কর্ণধারো নেতা যস্য তং। ময়া স্মৃতমাত্রেণানুকূলেন মারুতেন প্রেরিতং। যদ্বা অত্রাপি কৃত্বেত্যধ্যাহার্য্যং বক্তু গাম্ভীর্য্যেণ তদুক্তৌ স্বভাবত উন্নেয় শতাপাতাৎ ততশ্চায়মর্থঃ নৃদেহমিদং গুরুকর্ণধারং কৃত্বা কর্ণধারনীয়মান প্লববদাশ্রয়মাত্রেণ গুরুণা সংকৃত্যাভিমুখং প্রবর্ত্ত্য তথানুকূল বাত প্রেরিতবৎ স্মৃতিমাত্রেণ ময়াধিষ্ঠিতং সৎ কৃতার্থং কৃত্বা যো ন তরেৎ স আত্মহৈবেতি ॥ ২৬ ॥

এবং কারণমুল্লিখ্য কার্য্যং লিখতি তস্মাদিত্যাদিনা। শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞং অন্যথা সংশয় নিরাসকত্বাযোগাত্বাৎ। পরে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং অন্যথা বোধ সঞ্চারাযোগাৎ। পরব্রহ্ম নিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপমাশ্রয়ং

ধার বিশিষ্ট, অনুকূল বায়ুরূপ আমা কর্ত্তৃক প্রেরিত দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহরূপ নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে পুরুষ ভবসাগর পার না হয়, সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী ॥ ২৬ ॥

অথ শ্রীগুরূপসত্তি অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করণ।

একাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে শ্রীপ্রবুদ্ধ-
যোগেন্দ্রের উক্তি যথা ॥

অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ মোক্ষলাভের অভিলাষ করেন, তিনি বেদাখ্য শব্দ ব্রহ্মের ন্যায়ানুগত ব্যাখ্যায় নিপুণ ও পরব্রহ্ম ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত এবং ক্রোধ লোভাদির অবশীভূত গুরুদেবের নিকট গমন করিবেন।

শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং শ্রীভগবদুক্তৌ।

মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং ॥ ২৮ ॥

ক্রমদীপিকায়াঞ্চ।

বিপ্রং প্রধ্বস্তকামপ্রভৃতিরিপুঘটং নির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং

ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুদ্বহন্তং।

পরমশান্তমিতি। যদ্বা পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমোমোক্ষস্তদুপরি বর্ত্তত ইত্যুপশমো ভক্তিযোগ-স্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ২৭ ॥

মাং অভিতো ভক্তবাৎসল্যাদিমাহাত্ম্যানুভবপূর্ব্বকং জানাতীতি তথা তং। অতএব ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বহুব্রীহৌ কঃ। অস্য পদ্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধং যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিদিত্যত্রানুপযুক্তত্বান্ন লিখিতং এবমন্যত্রাপ্যগ্রে জ্ঞেয়ং ॥ ২৮ ॥

নির্ম্মলাঙ্গং ব্যাধিরহিতং। বেদশাস্ত্রাগমানাং যে বিমলাঃ পন্থানঃ মার্গাস্তেষাং বেত্তারং।

তাৎপর্য্য। যাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে প্রথমতঃ তাঁহার এই সকল লক্ষণ দেখিতে হইবে, তিনি বেদাখ্য শব্দব্রহ্মে পারদর্শী হইবেন, নতুবা শিষ্যের সন্দেহ ছেদন করিতে পারিবেন না, তন্নিবন্ধন শিষ্যের বৈমনস্য জন্মিতে পারে এবং তাঁহার ভগবানে নিষ্ঠা দেখিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হইবে না ও তাঁহার ক্রোধ লোভাদি থাকিবে না, এরূপ লক্ষণাক্রান্ত গুরু হইলে তাঁহারই উপদেশ গ্রহণ করিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যের উপদেশ লইবে না ॥ ২৭ ॥

ঐ একাদশে ১০ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন।

যিনি আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য অনুভব পূর্ব্বক আমাকে জানেন এবং আমাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এমত শান্ত স্বভাব গুরুদেবের উপাসনা করিবে ॥ ২৮ ॥

ক্রমদীপিকাতেও উক্ত হইয়াছে।

যিনি কাম প্রভৃতি রিপুসমূহকে বিনাশ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গে কোন ব্যাধি নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের রজে অত্যুত্তমা রাগা-

বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎস্থ দান্তং
বিদ্যাং যঃ সংবিবিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥

শ্রুতাবপি।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥ ২৯ ॥

অথ গুরূপসত্তিনিত্যতা ॥

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে শ্রুতিস্তুতৌ।

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং

সৎস্থ সতাং সম্মতং। বিদ্যাং সংসারদুঃখতরণাদ্যুপায়ং মন্ত্রং। প্রবণা নম্রা বিনীতা দেশিকৈকপরা বা তনুর্মনশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্। দেশিকং গুরুং। এবং প্রবণ-তনু-মনস্ত্বাদি-শ্রুত্যুক্তসমিৎপাণিত্বাদি চ গুরূপসত্তেরাদ্যপ্রকারো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৯ ॥

বিজিতেন্দ্রিয়প্রাণৈরপি অদমিত মনোঽশ্বং যে নিয়ন্তুং প্রযতন্তে গুরোশ্চরণমনাশ্রিত্য

ত্মিকা ভক্তি উদ্বহন করেন, যিনি বেদ, শাস্ত্র ও আগম সকলের বিমল পথ অবগত আছেন। যিনি সৎ সকলের আদরণীয়, যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল নির্জিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি বিদ্যা অর্থাৎ সংসার দুঃখ তরণের উপায় স্বরূপ মন্ত্র জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নত-শরীর ও নম্র-চিত্ত হইয়া তাদৃশ ব্রাহ্মণ গুরুকে আশ্রয় করিবেন ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন।

সেই পরম বস্তু বিশেষরূপে জানিতে হইলে সমিধ্ অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর নিকটে গমন করিবে। যে ব্যক্তির গুরু আছে তিনিই ইহা জানিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

অথ গুরুদেবের আশ্রয়গ্রহণের নিত্যতা।

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে
বেদস্তুতিতে যথা ॥

হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তি উপায় স্বরূপ গুরুচরণাশ্রয় পরিত্যাগ

য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥ ৩০॥

শ্রুতৌ চ।

নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা॥ ৩১॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরোর্লক্ষণানি॥

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং।

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।

তে উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়খিদঃ সন্তঃ বহুব্যসনাকুলাঃ ইহ সংসারসমুদ্রে সন্তি তিষ্ঠন্তি পুনঃপুনর্দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। হে অজ ভগবন্ অকৃতকর্ণধরাঃ অস্বীকৃতনাবিকাঃ বণিজো যথা তদ্বৎ॥ ৩০॥

শোভনজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা পরমযোগ্যত্বেন প্রিয়তমা এষা মতিঃ তর্কেণ নিজন্যায়েন হেতুনা প্রোক্তাদন্যেন বিধিনা কৃত্বা ন অপনেয়া অপমার্গে ন প্রবেশনীয়েত্যর্থঃ॥ ৩১॥

শাব্দে পরেচ নিষ্ণাতমিত্যাদিনা প্রাক্ সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্যুল্লিখ্যাধুনা

করিয়া ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণসকলকে বশীভূত করিয়াই ইহলোকে চঞ্চল-রূপ অদান্ত মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধারশূন্য নৌকাশ্রিত বণিক্‌গণের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায় বহু দুঃখে আকুল হইয়া সংসারসমুদ্রে পতিত হয়॥ ৩০॥

বেদেতেও যথা।

শোভন জ্ঞানের নিমিত্ত সুযোগ্য প্রিয়তমা এই মতিকে পূর্ব্বোক্ত বিধি হইতে স্বকপোল কল্পিত তর্ক দ্বারা অসৎ পথে প্রবেশ করান উচিত নহে॥ ৩১॥

অথ বিশেষরূপে গুরুলক্ষণ সকল

মন্ত্রমুক্তাবলীতে যথা।

কথন যাঁহার বংশে পাতিত্যাদি দোষ উৎপন্ন হয় নাই, যিনি স্বয়ং

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ।
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমানিধিঃ ॥ ৩৩ ॥

তান্যেব বিশেষতো বিস্তার্য্য। কিম্বা পূর্ব্বং গুর্ব্বাশ্রয়ণানুসঙ্গেন গৌণতয়া লিখিত্বা ইদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি অবদাতেত্যাদিনা। অবদাতঃ শুদ্ধঃ পাতিত্যাদিদোষরহিতোঽন্বয়ো বংশো যস্য সদ্বংশজাত ইত্যর্থঃ। শুদ্ধঃ স্বয়মপি পাতিত্যাদিদোষরহিতঃ। অহন্তা অহিংসকঃ। যদ্বা অহন্তায়া বিমর্শকঃ তত্ত্ববিচারকঃ। গুণা বাৎসল্যাদয়স্তদযুক্তঃ। অর্চ্চাসু ভগবৎপূজাসু। পাঠান্তরে সগুণস্য সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাতুঃ কারুণ্যাদি গুণযুক্তস্য বা ভগবতঃ অর্চ্চাসু প্রতিমাসু। কৃতধীঃ তৎপূজায়াং কৃতনিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

গরিমেত্যাকারান্তত্বমার্ষত্বাৎ সোঢ়ব্যং। যদ্বা গরিম্নঃ আ সম্যক্ নিধির্নিধানং। যদ্বা সাক্ষাদ্গরিমরূপো নিধিরূপশ্চেতি পদদ্বয়ং। গরিমাম্বুধিরিতি পাঠস্তু স্পষ্ট এব ॥ ৩৩ ॥

শুদ্ধ অর্থাৎ পাতিত্যাদি দোষ রহিত, নিজের উচিত আচার বিষয়ে তৎপর, আশ্রমযুক্ত অর্থাৎ গৃহস্থ, ক্রোধরহিত, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, শ্রদ্ধাশালী, অসূয়াশূন্য, মিষ্টভাষী, প্রিয়দর্শন, অর্থাৎ যাঁহাকে দেখিলে মন পরিতৃপ্ত হয়, শুচি, সুবেশ, যুবা, সর্ব্বপ্রাণির হিতসাধনে তৎপর, বুদ্ধিমান্, স্থিরবুদ্ধি, পূর্ণ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক, বিবেচনাশীল, বাৎসল্যাদি গুণযুক্ত, ভগবৎপ্রতিমাসকলের পূজায় কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল ॥ ৩২ ॥

নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোম-মন্ত্র-পরায়ণ, উহ এবং অপোহের অর্থাৎ তর্ক বিতর্কের প্রকারবেত্তা। অপর, যিনি পবিত্রচিত্ত ও কৃপার আলয়, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরু গরিমার নিধি স্বরূপ ॥ ৩৩ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ ॥

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিঃস্পৃহঃ।
অধ্যাত্মবিদ্ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ।
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ।

পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরু র্নহি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।

ব্রহ্মবাদী বেদাধ্যাপকঃ। মর্ম্মভেত্তা সংশয়গ্রন্থিচ্ছেত্তা ॥ ৩৪ ॥

তত্তদ্গুণযুক্তোঽপি কেবলং নিজপরিচর্য্যাদ্যর্থং শিষ্যানুবন্ধকো গুরুরুপেক্ষ্য ইতি লিখতি পরিচর্য্যেতি। লাভো ধনাদিঃ। শিষ্যাৎ দীক্ষয়েৎ শিষ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যদ্বা শিষ্যাৎ শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদি লিপ্সুর্যঃ স গুরুর্ন ভবতীত্যর্থঃ। তর্হি কিমর্থং গুরুঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়াং লিখতি কৃপাসিন্ধুরিতি। পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেবেতি

অগস্ত্যসংহিতাতেও যথা ॥

দেবতার উপাসক, শান্ত, বিষয়সকলে স্পৃহাশূন্য, আত্মবিষয়কজ্ঞানশীল, বেদাধ্যাপক, বেদশাস্ত্রের অর্থ সমূহে সুপণ্ডিত, মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রসংহার করিতে সমর্থ, সদ্ব্রাহ্মণ, যন্ত্র ও মন্ত্রসকলের তত্ত্বজ্ঞ, সংশয়গ্রন্থির ছেদনকর্ত্তা, গূঢ়ার্থবেত্তা অর্থাৎ হোম মন্ত্র প্রয়োগকরণে সুপণ্ডিত, তপস্বী, সত্যবাদী ও গৃহস্থ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি গুরু রূপে কথিত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে যথা ॥

যিনি শিষ্যের নিকট হইতে সেবা, যশঃ ও ধনাদি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে গুরু বলা যাইতে পারে না, কিন্তু যিনি কৃপাসিন্ধু কেবল দয়ালুতা প্রযুক্তই পরের হিতসাধনে তৎপর, সর্ব্বগুণ পরিপূর্ণ

নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥
শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে ॥
ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ।
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ।

ভাবঃ। অত্রোক্তানাং সুসম্পূর্ণ ইত্যাদীনাং বিশেষণানাং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। আহৃতঃ ব্যাহৃতঃ। গুরুরাড়য়মিতি পাঠঃ কচিৎ ॥ ৩৫ ॥

এবং বিপ্রএব গুরুঃ স্যাদিত্যায়াতং তদভাবে কিং কার্য্যমিতি লিখতি। ব্রাহ্মণ ইতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। সর্ব্বে পঞ্চরাত্রবিধানোক্তাঃ পঞ্চকালা স্তান্ জানাতীতি তথা সঃ। সর্ব্বেষু বর্ণেষু অনুগ্রহং মন্ত্রপ্রদানাদিকং। তদভাবাচ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রাদীনাং অনুগ্রহে ক্ষম ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! শান্তাত্মা শান্তস্বভাবঃ ভাবিতাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ সর্ব্বং দীক্ষাবিধানাদিকং জানাতীতি তথা সঃ। সিদ্ধিত্রয়ং পুরশ্চরণাদিনা মন্ত্র-গুরু-দেবতানাং যৎ সাধনং তেন সংযুক্তঃ। আচার্য্যত্বে মন্ত্রোপদেষ্টৃত্বে। পুরশ্চরণানন্তরং নিজ-

সর্ব্ব প্রাণির উপকারক, স্পৃহাশূন্য, সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ,সর্ব্ব সংশয় ছেদনকর্ত্তা এবং আলস্য রহিত, তিনিই গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে যথা ॥

সর্ব্বকালজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চরাত্রবিধানোক্ত পঞ্চকালবেত্তা ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের প্রতি মন্ত্র প্রদানাদিদ্বারা অনুগ্রহ করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ! তাঁহার অভাব হইলে শান্তস্বভাব, ভগবন্ময়, শুদ্ধচিত্ত, সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাবিধানজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াশ্রিত, সিদ্ধিত্রয়-সম্পন্ন অর্থাৎ পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্রসাধন, গুরুসাধন ও দেবতাসাধন সংযুক্ত ক্ষত্রিয় আচার্য্যত্বে অর্থাৎ মন্ত্রোপদেষ্টৃ গুরুত্বে অভিষিক্ত হয়েন।

ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্থাপিচ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি।
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেন তাদৃশেন মহামতে।
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥ ৩৬॥
কিঞ্চ॥
বর্ণোত্তমে ঽথচ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেঽপিচ।
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥ ৩৭॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ং।

গুরুণাভিষিক্তঃ অন্যথোপদেশেঽধিকারানুপপত্তেঃ। তচ্চোক্তং তত্রৈব পুরশ্চরণানন্তরমভিষেকান্তে। ততোঽভিষিচ্য বিধিনা স্বাধিকারে নিযোজয়েৎ। গৃহীত্বা তেন কর্ত্তব্যং গুরুত্বমিতরেষু চেতি। অস্যার্থঃ। স্বাধিকারে উপদেশকত্বাদিকে নিযোজয়েদ্‌গুরুঃ। তেন শিষ্যেণেতি। ঈদৃশ উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়সদৃশঃ। দ্বয়ে বৈশ্যশূদ্রয়োরিত্যর্থঃ। অন্যত্র প্রাতিলোম্যদোষাপত্তেঃ তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব। তাদৃশেন উক্তলক্ষণক্ষত্রিয়সদৃশেন॥ ৩৬॥

তত্রৈবাপবাদমাহ বর্ণোত্তম ইতি। ইদং অনুগ্রহাদিকং॥ ৩৭॥

ইহ লোকেঽমুত্রচ তস্য নাশঃ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ॥ ৩৮॥

ক্ষত্রিয় গুরু, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির প্রতি অনুগ্রহ করিতে সক্ষম অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়কে শিষ্য করিতে পারেন। উল্লিখিত ক্ষত্রিয়-গুরুর অভাব হইলেও যদি উক্ত প্রকার বৈশ্য থাকেন, তবে তিনিই বৈশ্য, শূদ্র এই দুই জাতির প্রতি নিত্য অনুগ্রহ করিতে পারেন। হে মহাবুদ্ধিমন্! উক্ত প্রকার সজাতীয় শূদ্রকে মন্ত্র দানাদি ও অভিষেক করিতে পারেন?॥ ৩৬॥

আরও বলিয়াছেন॥

পূর্ব্বোক্ত গুণশালী বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু, স্বদেশে অথবা অন্যত্র বিদ্যমান থাকিতে শুভাকাঙ্ক্ষী হীনবর্ণ ব্যক্তি, মন্ত্র প্রদানাদি করিবেন না॥৩৭॥

সৎপাত্র বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি যথা তথা বিপরীত কার্য্য

তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥ ৩৮॥
পাদ্মে চ॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥ ৩৯॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণব ইতি॥ ৪০॥

মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ অশেষবৈষ্ণবধর্ম্মরতঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবাংশ্চ অস্য লক্ষণমগ্রে ভগবদ্ভক্তলক্ষণে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি॥ ৩৯॥

ব্রাহ্মণোঽপি সৎকুলধর্ম্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি গুরু র্নভবতীতি সর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি। মহাকুলেতি। কুলে মহতি জাতোঽপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অতএবোক্তং পঞ্চরাত্রে। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্গুরোরিতি। ইতি শব্দপ্রয়োগোঽত্রোদাহৃতানামত্র বচনানাং প্রায়োনিজগ্রন্থবচনতো ব্যবচ্ছেদার্থং। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র যদ্যপি প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহৃততত্তচ্ছাস্ত্রবচনান্তে চ সর্ব্বত্রেতি শব্দো যুজ্যেত। তথাপি তদ্ব্যবচ্ছেদঃ প্রকরণাদীনামভেদাৎ ব্যক্তমেবেতি গ্রন্থবাহুল্যভয়ান্ন লিখিতং॥ ৪০॥

করেন, তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্ব প্রকার অর্থের হানি হইবে, অতএব শাস্ত্রোক্ত আচরণ করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় প্রতিলোম অর্থাৎ আপনি হীনবর্ণ হইয়া উত্তম বর্ণকে দীক্ষা প্রদান করিবেন না॥ ৩৮॥

পদ্মপুরাণেতেও যথা॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অশেষ বৈষ্ণবধর্ম্মরত এবং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যাদি জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণই মনুষ্যমাত্রের গুরু, ইনি সমুদয় লোকের মধ্যে হরির ন্যায় পূজনীয়॥ ৩৯॥

ব্রাহ্মণ, মহাকুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেও সহস্রশাখা অধ্যয়ন করিলেও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না॥ ৪০॥

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ ॥ ৪১ ॥

অথাগুরুলক্ষণং ॥

তত্ত্বসাগরে ॥

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ।
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ।
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ ॥ ৪২ ॥

অথ শিষ্যলক্ষণানি।

অবৈষ্ণব ইত্যুক্তং। তত্রাদৌ সামান্যতো বৈষ্ণবলক্ষণং লিখন্ তদিতরত্বেনাবৈষ্ণবং লক্ষয়তি গৃহীতেতি। অস্মাদ্বৈষ্ণবাদিতরো ভিন্নঃ ॥ ৪১ ॥

অবাগ্বাদী অবাচ্যপরপাপাদিবক্তা। ঈশ্বরঃ দানাদিষু সমর্থস্তথাপি চেৎ বহুপ্রতিগ্রহাসক্তঃ ॥ ৪২ ॥

যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ও বিষ্ণুপূজায় তৎপর, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব ॥ ৪১ ॥

অথ অগুরু অর্থাৎ নিন্দিত গুরুর লক্ষণ ॥

তত্ত্বসাগরে যথা ॥

বহু ভোজনকারী, দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ অলসতাপ্রযুক্ত বিলম্বে কার্য্যকর্ত্তা, বিষয়াদিতে লোলুপ, হেতুবাদরত অর্থাৎ প্রতিকূল-তর্কনিষ্ঠ, দুষ্ট, পরপাপাদি বক্তা, গুণনিন্দক, লোমহীন, অথবা বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রমের সেবাকারী, কৃষ্ণদন্ত, কৃষ্ণবর্ণ-ওষ্ঠশালী, দুর্গন্ধি-নিশ্বাসবাহী, দুষ্টলক্ষণ-সম্পন্ন এবং স্বয়ং দানাদিতে সমর্থ হইয়াও বহুপ্রতিগ্রহে আসক্ত, এমত আচার্য্য, সম্পত্তি ক্ষয় করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

অথ শিষ্যের লক্ষণ সকল ॥

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং ॥

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধী দম্ভবর্জিতঃ।
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভির্দিবানিশং।
নিরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ।
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্ ॥ ৪৩ ॥

একাদশস্কন্ধে চ ॥

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৪৪ ॥

অদভ্রধীঃ মহাবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩ ॥

দক্ষঃ অনলসঃ। নির্ম্মমঃ জায়াদিষু মমতাশূন্যঃ গুরৌ তু দৃঢ়সৌহৃদঃ। অসত্বরঃ অব্যগ্রঃ অমোঘবাক্ ব্যর্থালাপরহিতঃ ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলীতে যথা ॥

শুদ্ধবংশোৎপন্ন, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্র-আচার সম্পন্ন, মহাবুদ্ধি, দম্ভবর্জিত, কাম ক্রোধ পরিত্যাগী, গুরুপাদ-পদ্মযুগলে ভক্তিমান্, দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে দেবতার প্রতি নত, রোগহীন, অশেষ পাতক জয়কারী, শ্রদ্ধান্বিত, সর্ব্বদা দেব দ্বিজ ও পিতৃগণের পূজাপরায়ণ, যুবা, সমস্ত ইন্দ্রিয় জয়ী ও করুণার আলয় ইত্যাদি লক্ষণ যুক্ত শিষ্য দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী হয়েন ॥ ৪৩ ॥

একাদশস্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকেতেও ॥

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! গুরুসেবকের ধর্ম্ম এই যে, শিষ্যব্যক্তি নিরভিমান, মাৎসর্য্যহীন, অনলস, নির্ম্মম অর্থাৎ জায়াদিতে মমতাশূন্য, গুরুতে দৃঢ় সৌহৃদ, অব্যগ্র, অর্থজিজ্ঞাসু অর্থাৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসায় অভি-লাষী, অসূয়াশূন্য ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন ॥ ৪৪ ॥

অথোপেক্ষ্যাঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ।
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে।
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ।
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ ॥ ৪৫ ॥
অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ।

তত্তদ্গুণহীনানপি ভক্ত্যার্ত্ত্যা বা প্রপন্নান্ স্বীকুর্ব্বতাপি শ্রীগুরুণা লেখ্যদোষবন্তোঽবশ্য-মুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েন তান্ লিখতি অলসা ইতি পঞ্চভিঃ। ক্লিষ্টাঃ বৃথা ক্লেশকারিণঃ। রাগিণো বিষয়াসক্তাঃ। ভোগলালসা লুব্ধা ইত্যর্থঃ। পিশুনাঃ পরদোষসূচকাঃ খলাঃ পরদুঃখদাঃ ॥ ৪৫ ॥

গুরুশিক্ষায়া অসহনশীলাঃ শিষ্যত্বেন কেনাপ্যুপকল্পিতা ন বিহিতাঃ শিষ্যা ন কৃতা

অথ উপেক্ষ্য অর্থাৎ যাহাদিগকে শিষ্য বিষয়ে
উপেক্ষা (ত্যাগ) করিতে হয়।

অগস্ত্যসংহিতায় যথা ॥

যে সকল ব্যক্তি অলস, মলিন, বৃথা ক্লেশকারী, দাম্ভিক, কৃপণ তথা দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট স্বভাব, বিষয়াসক্ত, ভোগলালস অর্থাৎ লুব্ধ, অসূয়া ও মৎসর গ্রস্ত, শঠ, রুক্ষভাষী, অন্যায় দ্বারা ধনোপার্জ্জক, পরদার রত, পণ্ডিতদিগের বিপক্ষ, অজ্ঞ অথচ পণ্ডিতম্মন্য। অপর যাহারা ব্রত-হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, পরের দোষ সূচনা করিয়া দেয়, পরকে দুঃখ দেয়, অনেক আহার করে, তথা ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল পাপিষ্ঠ নরাধম ॥ ৪৫ ॥

আর যাহাদিগকে অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করাযায় না ও যাহারা

এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
যদ্যেতে হ্যুপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ।
ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।
নারকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে ॥ ৪৭ ॥
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥
জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এবচ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ।
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তাস্তেভ্যস্তন্ত্রং ন দাপয়েদিতি ॥ ৪৮ ॥
তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।

ইত্যর্থঃ। যদ্বা উপকল্পিতা ন ভবন্তি শিষ্যত্বং নার্হন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

লোভাদিনা তেষাং স্বীকারেণ শ্রীগুরৌ মহাদোষাঃ পর্য্যবস্যন্তীত্যাহ যদ্যেত ইতি সার্দ্ধেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

তয়োঃ। গুরুশিষ্যয়োঃ অন্যোন্যমিত্যস্য পরার্দ্ধেনাপ্যন্বয়ঃ। ব্যবহারঃ চেষ্টা। স্বভাবঃ

গুরুশিক্ষা সহ্য করিতে পারে না, এই প্রকার ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিবে। কেহ ইহাদিগকে মন্ত্র প্রদান করিবেন না ॥ ৪৬ ॥

যদি কেহ কেহ ইহাদিগকে শিষ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ইহলোকে দেবতার ক্রোধ ভাজন, দরিদ্র ও পুত্রদার বিহীন হইবেন, আর দেহান্তে নরক ভোগ করিয়া পরে তির্য্যক্-যোনি অর্থাৎ পশুপক্ষি যোনিতে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে যথা ॥

জৈমিনি, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল ও গৌতম এই ছয় জন হেতুবাদী, যে সকল নরাধম ইহাঁদিগের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহা-দিগকে হেতুবাদী বলা যায়, অতএব সেই সকল ব্যক্তিকে মন্ত্র প্রদান করিবে না ॥ ৪৮ ॥

একবৎসর সহবাস করিয়া পরস্পর ব্যবহার, পরস্পর স্বভাব অনুভব

ব্যবহারস্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে ॥ ৪৯ ॥

অথ পরীক্ষণং ॥

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং।

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।

গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥

শ্রুতিশ্চ।

নাসম্বৎসরবাসিনে দেয়াৎ।

সারসংগ্রহেঽপি।

সদ্গুরুং স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ ॥ ৫০ ॥

রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্ত্তরি।

শীলং তয়োরনুভবেনৈব অভিতো জায়তে ॥ ৪৯ ॥

গুরুণা স্ববশ্যমেব শিষ্যপরীক্ষা কার্য্যেত্যত্র হেতুমাহ রাজ্ঞীতি ॥ ৫০ ॥

এবং বর্ষমেকং পরীক্ষ্য ততো দীক্ষেতি নিশ্চিতং। তত্র শ্রীগোপালমন্ত্রবরদীক্ষায়াং বর্ষত্রয়গুরুসেবানন্তরমেব দীক্ষেতি তত্ত্ববিদাং মতং লিখন্ দীক্ষা প্রাক্তনগুরুসেবাবিধিঞ্চ

দ্বারা গুরু শিষ্যের পরীক্ষা হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

অথ পরীক্ষাকরণ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলীতে ॥

এক বৎসর বাস দ্বারা পরস্পর স্বভাব জ্ঞাত হইলে, ঐ দুই জনের গুরুভাব ও শিষ্যভাব জানিতে পারা যায়, অন্য প্রকারে হয় না, ইহাই নিশ্চয়।

শ্রুতিতেও যথা ॥

যে সম্বৎসর বাস করে নাই, তাহাকে মন্ত্র প্রদান করিবে না।

সারসংগ্রহেতেও যথা ॥

সদ্গুরু স্বীয় আশ্রিত-শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিবেন ॥ ৫০ ॥

যেমন অমাত্যজনিত দোষ সকল রাজায় এবং পত্নীজনিত পাপ স্বীয় ভর্ত্তায় উপস্থিত হয়, তদ্রূপ গুরু, শিষ্যার্জিত পাপ সমুদয় নিশ্চয়

তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং॥

ক্রমদীপিকায়াস্তু ॥

সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতরান্তরাত্মা

তং স্বৈর্ধনৈঃ স্ববপুষাপ্যনুকূলবাণ্যা।

অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াতিধীর-

স্তুষ্টে বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাং॥ ৫১॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীগুরুসেবাবিধিঃ॥

কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াং॥

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা॥

মার্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ।

সংক্ষেপেণ দর্শয়তি সন্তোষয়েদিতি। তং গুরুং। বিবক্ষতু বক্তুমিচ্ছতু দীক্ষার্থং প্রার্থনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অব্দত্রয়মিত্যত্র বিশেষো গ্রন্থান্তরাদ্দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি। ত্রিষু বর্ষেষু বিপ্রস্য ষট্‌সু বর্ষেষু ভূভৃতঃ। বিশো নবসু বর্ষেষু পরীক্ষাতু প্রশস্যতে। সমাস্বপি দ্বাদশসু তেষাং যে বৃষলাদয় ইতি। যচ্চ শারদাতিলকাদাবুক্তং। একাব্দেন ভবেদ্বিপ্রো ভবেদব্দদ্বয়ান্নৃপঃ। ভবেদব্দত্রয়ৈর্বৈশ্যঃ শূদ্রোবর্ষচতুষ্টয়ৈরিতি। তদত্যন্তপূর্বপরিশীলিতবিষয়মিতি বিবেচনীয়ং॥৫১

সন্তোষয়েদিত্যাদিনা সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ লিখিতং শ্রীগুরুসেবাবিধিং বিশেষতো বিস্তার্য্য

প্রাপ্ত হয়েন॥

ক্রমদীপিকায় যথা॥

সরল ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া তিন বৎসর স্বীয় ধনসমূহ তথা স্বীয় শরীর ও অনুকূল বাক্য দ্বারা ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুদেবকে সন্তুষ্ট করিবেন। গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে পর মন্ত্রদীক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রার্থনা করিবেন॥৫১

অথ বিশেষরূপে গুরুসেবার বিধি।

কূর্ম্মপুরাণে শ্রীব্যাসগীতায়॥

সর্ব্বদা গুরুদেবের জলকুম্ভ, কুশ, পুষ্প এবং সমিধ্ আহরণ করিবে। নিত্য অঙ্গ এবং বস্ত্র মার্জন ও লেপন করিবে, অর্থাৎ নিত্য গুরু-গৃহের

নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন।
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ॥ ৫২॥
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভাহাস্যাদিকঞ্চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥ ৫৩॥
কিঞ্চ।
শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ

লিখতি উদকুম্ভমিত্যাদনা। অস্য গুরোর্মার্জনাদকং গৃহস্য অঙ্গানাং চেত্যর্থঃ। তত্রাঙ্গানাং লেপনং চন্দনাদিনেতি জ্ঞেয়ং। পাদুকোপানহোশ্চর্ম্মকাষ্ঠাদিভেদেনাবান্তরভেদঃ। আসন্দীং ভোজনপাত্রাধারত্রিপদিকাং॥ ৫২॥

সারয়েৎ প্রসারয়েৎ। আদিশব্দাদুচ্চৈর্ভাষাদি। আস্ফোটনমঙ্গুল্যাদীনাং॥ ৫৩॥

নিত্যং গুরুপুত্রাদিষু শ্রেয়ঃ হিতং সম্যগাচরেৎ। গুরুবদ্বৃত্তিঃ গুরাবিব গুরুপুত্রাদিষ্বপি বৃত্তির্ব্যবহারো যস্য তথাভূতঃ সন্ স্বা জ্ঞাতয়ঃ বন্ধবঃ সম্বন্ধিনস্তেষু। পাঠান্তরে শ্রেয়ো যথা

মার্জন, অঙ্গে চন্দন-বিলেপন তথা বস্ত্র সকল প্রক্ষালন করিবে। কদাচ গুরুদেবের নির্ম্মাল্য, শয্যা, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, আসন, ছায়া ও ভোজন-পাত্রাধার ত্রিপদী আক্রমণ অর্থাৎ লঙ্ঘন করিবে না। দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিবে এবং নিজকৃত কর্ম্ম গুরুদেবকে নিবেদন করিবে॥ ৫২॥

জিজ্ঞাসা না করিয়া গমন করিবে না, প্রিয় এবং হিতকার্য্যে রত হইবে, কদাচ গুরুদেবের অগ্রে পাদপ্রসারণ করিবে না। অপর জৃম্ভণ (হাঁইতোলা) হাস্যাদি তথা উত্তরীয়বসন-দ্বারা কণ্ঠ আচ্ছাদন ও অঙ্গুলি প্রভৃতির আস্ফোটন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে॥ ৫৩॥

আরও বলি॥

গুরুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, গুরুপুত্র, গুরুস্ত্রী, এবং গুরুর

গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥ ৫৪ ॥
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাৎ গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ।
গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ।
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনং ॥ ৫৫ ॥
দেব্যাগমে শ্রীশিবোক্তৌ ॥
গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকং।

স্যাত্তথা গুরাবিব তদ্বিয়াচরেৎ। যদাচরেৎ তৎ শ্রেয় ইতি বা ॥ ৫৪ ॥

তত্রাপবাদমাহ উৎসাদনমিতি ত্রিভিঃ। গাত্রাণামুৎসাদনং উদ্বর্ত্তনং। শৌচং প্রক্ষালনং। অসবর্ণা ইতি পূর্ব্বং ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়কন্যাপরিগ্রহাৎ। যদ্যপ্যেতৎ সর্ব্বং শ্রীব্যাসদেবেন বেদাধ্যাপকগুরুসেবামধিকৃত্যোক্তং তথাপি সাঙ্গবেদাধ্যাপনে মন্ত্রোপদেশশ্চ স্বতএব সিদ্ধাতীত্যেবং মন্ত্রগুরুবেদগুর্ব্বোরভেদাৎ বিশেষতশ্চ সেবাবিধিসাম্যাদত্র লিখিতমিতি দিক্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং ॥ ৫৫ ॥

জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করিবে ॥ ৫৪ ॥

গুরুপুত্রের গাত্রমার্জন, তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেওন, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদপ্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সবর্ণা-ভার্য্যাদিগকে গুরুর ন্যায় পূজা করিতে হইবে, অসবর্ণাদিগকে অর্থাৎ গুরুপত্নী ক্ষত্রিয়াদির কন্যা হইলে কেবল তাঁহাকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা পূজা করিবে। তৈল-লেপন, স্নান করাইয়া দেওন এবং গাত্রমার্জন ও কেশসংস্কার করণ, গুরুপত্নীর এ সকল কার্য্য করিবে না ॥ ৫৫ ॥

দেবীতন্ত্রে শ্রীশিববাক্য যথা ॥

কখন গুরুদেবের শয্যা, আসন, যান, পাদুকাদ্বয়, পাদপীঠ, স্নানবারি এবং ছায়া লঙ্ঘন করিবে না, আর গুরুর অগ্রে পৃথক্‌পূজা ও অভেদোক্তি

স্নানোদকং তথাচ্ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।
গুরোরগ্রে পৃথক্পূজামদ্বৈতঞ্চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
শ্রীনারদোক্তৌ ॥
যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ।
গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা।
বস্ত্রচ্ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৫৭ ॥
মনুস্মৃতৌ ॥
নোদাহরেৎ গুরো র্নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতং ॥ ৫৮ ॥

অদ্বৈতং অভেদোক্তিং। দীক্ষাং অন্যস্মৈ দীক্ষাপ্রদানং ॥ ৫৬ ॥
পাদুকোপানহোশ্চর্ম্ম কাষ্ঠাদি ভেদেনাবান্তরভেদঃ পূর্ব্বমেব লিখিতঃ ॥ ৫৭ ॥
কেবলং শুদ্ধং নামাক্ষরমাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

অর্থাৎ গুরুদেবের সহিত আমার কোন ভেদ নাই, এই প্রকার উক্তি পরিত্যাগ করিবে। তথা গুরুদেবের সম্মুখে মন্ত্র প্রদান, ব্যাখ্যাকরণ ও প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে না। ॥ ৫৬ ॥

শ্রীনারদোক্তি যথা ॥

যে স্থানে যে স্থানে গুরুদেবকে দর্শন করিবে, সেই স্থানে সেই স্থানে, কৃতাঞ্জলিপুটে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। শিষ্য কখন গুরুর বাক্য, আসন, যান, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না ॥ ৫৭ ॥

মনুস্মৃতিতে যথা ॥

অসমক্ষেও কেবল গুরুর নামাক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিবে না, তথা গুরুর গমন, স্বর ও চেষ্টা ইত্যাদির অনুকরণ করিবে না। ॥ ৫৮ ॥

গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ।
নচাবিসৃষ্টো গুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্লীয়াচ্চ কেবলং।
অভক্ত্যা ন গুরো র্নাম গৃহ্লীয়াচ্চ যতাত্মবান্।
প্রণবঃ শ্রীস্ততো নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ ॥

ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং নচ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা ॥

স্বান্ গুরূন্ পিত্রাদীন্ ॥ ৫৯ ॥

তর্হি কুত্রচিৎ কথং গৃহ্লীয়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ গৃহ্লীয়াচ্চেত্যাদিনা। অঞ্জলীতি দীর্ঘত্বমার্ষং। ওঁ শ্রী অমুক বিষ্ণুপাদা ইত্যেবং তচ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলিযুক্তঃ সন্ গৃহ্লীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

মোহাদপি গুরোঃ কিঞ্চিন্ন ভোক্তব্যং তচ্চাজ্ঞাং বিনেতি বোদ্ধব্যং অন্যথাজ্ঞালঙ্ঘন-

---

গুরুর গুরু সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি গুরুতুল্য ব্যবহার করিবে, গুরু অনুমতি না দিলে স্বীয় পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি গুরুবর্গকে অভিবাদন করিবে না ॥ ৫৯ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

যেখানে সেখানে যেমন তেমন করিয়া অভক্তিপূর্ব্বক গুরুর নাম গ্রহণ করিবে না। স্থিরচিত্তে নতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণব শ্রী অমুক ও বিষ্ণুপাদসংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ "ওঁ শ্রীঅমুক বিষ্ণুপাদ" এই বলিয়া নাম গ্রহণ করিবে ॥ ৬০ ॥

আরও বলি ॥

মোহপ্রযুক্ত গুরুকে কোন বিষয়ে আজ্ঞা করিবে না। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন অথবা তাঁহার কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না ॥

অন্যত্র চ ॥

আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।

আসনে শয়নে বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ।

যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমং।

সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহং ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ ॥

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।

নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ।

আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।

কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৬১ ॥

অন্যথা দ্বয়োরপি মহাদোষঃ ॥

দোষাপত্তেঃ। এতচ্চ সর্ব্বং দীক্ষানন্তরমপি শিষ্যস্য কৃত্যং জ্ঞেয়ং। সদৈব গুরুভক্তেরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ। অত এবৈতৎ দীক্ষানন্তরমপি ক্বচিদুক্তমস্তি ॥ ৬১ ॥

পরীক্ষাং বিনা গুরুসেবাদিং বিনা চ মন্ত্রস্য কথনে গ্রহণে চ মহাননর্থ ইতি লিখতি

অন্যগ্রন্থেও বলিয়াছেন ॥

গুরু আগমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অগ্রে গমন করিবে। তিনি গমন করিলে তাঁহার পশ্চাৎ ২ যাইবে। গুরুর অগ্রে আসনে বা শয্যায় অবস্থিতি করিবে না। যাহা কিছু অন্নপানাদি প্রিয় ও মনোরম দ্রব্য, তাহা প্রত্যহ অগ্রে গুরুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে যথা ॥

গুরু তাড়ন বা পীড়ন করিলেও তাঁহার বাক্যে অনাদর করিবে না এবং তাঁহার অপ্রিয়ও আচরণ করিবে না। যিনি কায়মনোবাক্যদ্বারা তথা প্রাণ ও ধন সমূহ দ্বারা গুরুর হিতসাধন করেন, তিনিই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬১ ॥

পরীক্ষা ব্যতিরেকে, গুরুসেবা ব্যতিরেকে মন্ত্রের কথন ও মন্ত্র

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং ॥ ৬২ ॥

অথ শিষ্যপ্রার্থনা। বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসারবহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গত ইতি ॥ ৬৩ ॥

তত্র শ্রীবাসুদেবস্য সর্ব্বদেবশিরোমণেঃ।
পাদাম্বুজৈকভাগেব দীক্ষা গ্রাহ্যা মনীষিভিঃ ॥ ৬৪ ॥

যো বক্তীতি। ন্যায়ঃ দ্বয়োরন্যোন্যপরীক্ষণপূর্ব্বক গুরুসেবাদিপ্রকারস্তদ্রহিতং ॥ ৬২ ॥

এবং সেবয়া গুরুসন্তোষণানন্তরং মন্ত্রদীক্ষার্থং যথা শিষ্যেণ প্রার্থয়িতব্যং তদ্বিজ্ঞাপয়িতুং লিখতি ত্রায়স্বেতি ॥ ৬৩ ॥

তত্র তস্যাং গৃহ্যমাণায়াং দীক্ষায়াং পাদাম্বুজমেকমেব ভজতি আশ্রয়তীতি তথা সা। মনীষিভিরিতি অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিতৈবেতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

গ্রহণ এই দুই বিষয়ে গুরু ও শিষ্যের মহাদোষ ॥

যথা নারদপঞ্চরাত্রে ॥

যিনি অন্যায় উপদেশ করেন এবং যিনি অন্যায়পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহারা দুইজনেই অক্ষয় কাল ঘোর নরকে গমন করিবেন ॥৬২

অথ শিষ্যপ্রার্থনা। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥

হে জগন্নাথ! হে গুরো! আমি সংসারাগ্নিতে দগ্ধ, কাল আমাকে দংশন করিয়াছে, অতএব আমাকে ত্রাণ করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৬৩ ॥

দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে, যে দীক্ষা একমাত্র সর্ব্বদেবশিরোমণি শ্রীবাসুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সেই দীক্ষাই গ্রহণ করিবেন, অন্যথা দীক্ষা গ্রহণে তাঁহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইবে ॥ ৬৪ ॥

অথ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং।

প্রথমস্কন্ধে ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনো র্নৃণাং স্যুঃ ॥

কিঞ্চ।

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ

তত্র হেতুং দর্শয়ন্ শ্রীবাসুদেবস্য ভগবতো মাহাত্ম্যং লিখতি। সত্ত্বমিত্যাদিনা। তত্র ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণামপীশ্বরত্বেঽপ্যেকাত্মত্বেঽপি চ শ্রীবাসুদেবস্যাধিক্যমাহ সত্ত্বমিতি। ইহ যদ্যপ্যেক এব পরঃ পুমান্ ঈশ্বরঃ অস্য বিশ্বস্য স্থিতিসৃষ্টিলয়ার্থং হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞা ধত্তে তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে সত্ত্বতনোঃ শ্রীবাসুদেবাদেব শ্রেয়াংসি শুভফলানি স্যুঃ ॥ ৬৫ ॥

অথাপি যদ্যপি ত্রয় এবৈতে ঈশ্বরাস্তথাপীত্যর্থঃ। যদ্বা অথেত্যর্থান্তরে। বিরিঞ্চিনোপহৃতং সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘোদকং যস্য পাদনখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি যদ্বা পাদনখেনাবজ্ঞয়া ত্যক্তমপি ঈশসহিতং জগৎ পুনাতি। বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিত্যনেন

অথ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য ॥

প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

যদিও এক পরমপুরুষ, প্রকৃতির সত্ত্ব রজস্তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যদিগের শ্রেয়ঃ অর্থাৎ শুভফল হয় ॥ ৬৫ ॥

আরও ঐ প্রথমস্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

অপর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্ঘ্যবারি যাঁহার পদনখ হইতে নিঃসৃত হইয়া মহাদেবের সহিত জগৎ পবিত্র করিতেছে, সেই মুকুন্দ ভিন্ন

কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীদশমস্কন্ধে ॥

তন্নিশম্যাথ মুনয়োবিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।

ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ ক্ষেমো যতোঽভয়ং ॥ ৬৭ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে।

যমব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-

স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

শ্রীব্রহ্মশিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তং। তস্মান্মুকুন্দাদ্ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদার্থঃ। অভিধেয়ঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স বিষ্ণুরেক এবেত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

তৎ ভৃগুবর্ণিতং শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং। বিস্মিতা তাদৃশাপরাধেঽপি নির্ব্বিকারত্বেন। যদ্বা অবিস্মিতাঃ তস্য স্বতএব তথা সম্ভাবনয়া। ভূয়াংসং মহত্তমং শ্রদ্দধুঃ নিশ্চিতবন্তঃ ॥ ৬৭ ॥

জল্পন্তু ইত্যুপহাসে জানন্ত এব জানন্তিত্যাদিবৎ। সমস্তানামাগমানাং শাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু প্রয়োজনেষু বিবেচনস্য ব্যাপারস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদিবিচারস্য ব্যতিকরং আসঙ্গং

ভগবৎপদের বাচ্য অন্য কি কেহ হইতে পারে? অর্থাৎ তিনিই এক মাত্র সর্ব্বেশ্বর ॥ ৬৬ ॥

দশমস্কন্ধে ৮৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

মুনিগণ ভৃগুবর্ণিত শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও মুক্ত-সংশয় হইয়া শান্তি ও অভয়ের কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক বিষ্ণুর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম ও ব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

সেই সেই পুরাণ ও শাস্ত্রসকল, চরাচর জগতের মোহ উৎপাদন নিমিত্ত, কল্পকাল পর্য্যন্ত সেই ২ দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করে করুক, কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন সকলকে বিবেচনাস্থলে আনয়ন করিলে পর যে সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাতে বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর

ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥ ৬৮ ॥

নারসিংহে ॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।

বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥ ৬৯ ॥

যতঃ পাদ্মে ॥

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।

সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ।

তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।

মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ।

অতএবোক্তং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

প্রাপিতেষু সৎসু সিদ্ধান্তে বিষয়ে বিষ্ণুরেক এব ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর ইতি নিশ্চীয়তে ॥ ৬৮ ॥

বেদাৎ শাস্ত্রং পরং পরমং নাস্তীতি দৃষ্টান্তত্বেনোক্তং ॥ ৬৯ ॥

এবং ব্রহ্মাদিভ্যোঽখিলদেবেভ্যো মাহাত্ম্যং বিলিখ্যাধুনা তৎপরিত্যাগেনান্যদেবতা-

বলিয়া নিশ্চিত হইলেন ॥ ৭৮ ॥

নৃসিংহপুরাণে যথা ॥

আমি বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক তিনবার সত্য করিয়া বলিতেছি বেদ হইতে উত্তম শাস্ত্র নাই এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই ॥ ৬৯ ॥

যেহেতু পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন ॥

হৃষীকেশ সুপ্রসন্ন হইলে শত্রু মিত্র, বিষ পথ্য ও অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয়, আর প্রসন্ন না হইলে তৎসমুদয় 'মিত্র শত্রু' এইরূপে বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে॥

ঐ পদ্মপুরাণে—শ্রীভগবানের বাক্য যথা ॥

আমার উদ্দেশে কৃত হইলে পাপও ধর্ম্ম হয়, আর আমাকে অনাদর করিলে আমার প্রভাবে ধর্ম্মও পাপ হয় ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে উক্ত হইয়াছে ॥

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥

তত্রৈবান্যত্র॥

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষং॥ ৭০॥

মহাভারতে॥

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি।
অনাদৃত্যতু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্তো মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি॥ ৭১॥

ভজনস্য দূষণত্বেন তদেব স্কন্দপুরাণাদিবাক্যৈ দ্র ঢ়য়তি বাসুদেবমিত্যাদিনা। উপাসতে ইত্যার্ষং উপাস্তে॥ ৭০॥

গঙ্গাম্ভসঃ সকাশাৎ তৎ পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ॥ ৭১॥

যে ব্যক্তি বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিশ্চয়ই স্বীয় মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালীকে বন্দনা করে।

ঐ পদ্মপুরাণের অন্যস্থানে যথা॥

যে মানব বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়বুদ্ধি অমৃত ত্যাগ করিয়া হালাহলবিষ ভোজন করে॥৭০

মহাভারতে যথা॥

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করে, সে স্বর্ণরাশি উপেক্ষা করিয়া পাংশুরাশি গ্রহণ করিতে অভিলাষ করে।

অপর যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে অনাদর করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, সে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া গঙ্গাজল পরিত্যাগ করত মৃগতৃষ্ণার প্রতি ধাবমান হয়॥ ৭১॥

পাঞ্চরাত্রে ॥

যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ ।

সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥

ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ ।

একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ ।

অন্যত্র চ ॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ ।

অস্তু তাবৎ পরিত্যাগে ন দোষঃ অন্যদেবসামান্যদৃষ্টৌব মহাননর্থ ইতি লিখতি য ইতি। মোহাদপি হীনেন বিষ্ণ্বপেক্ষয়া নিকৃষ্টেন দেবেন। জাতাবেকত্বং। সাধারণং তুল্যং। সকৃদপি। অন্ত্যজঃ অত্যন্তনীচঃ স এব নতু চণ্ডালাদিরিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

কিঞ্চ। যস্ত্বিতি। আদিশব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ। অয়ং ভাবঃ শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽবতারী পরমেশ্বরঃ ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যত ইতি। অতএবোক্তং বৃহৎ-সহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন। নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিন ইতি। তদগ্রে শ্রীদুর্গাদেব্যা চ। অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমো-

---

পাঞ্চরাত্রে যথা ॥

যে দুর্ম্মতি মোহবশতঃ একবার মাত্র বিষ্ণু অপেক্ষা নিকৃষ্ট-দেবের সহিত বিষ্ণুর সমতা বলে সে অন্ত্যজ অর্থাৎ অতিনীচ, যথার্থ অন্ত্যজ অর্থাৎ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ নহে ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে যথা ॥

যে সকল জড়বুদ্ধি বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমান করে, তাহারা মন একাগ্র করিলেও পুনরায় হরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না ॥

অন্যস্থানেতেও যথা—

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণদেবকে সমান

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদেতি ॥ ৭৩ ॥
সহস্রনামস্তোত্রাদৌ শ্লোকৌঘাঃ সন্তি চেদৃশাঃ।
বিশেষতঃ সত্ত্বনিষ্ঠৈঃ সেব্যো বিষ্ণু র্নচাপরঃ ॥
তথাচ হরিবংশে শ্রীশিববাক্যং ॥
হরিরেব সদারাধ্যো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবমিতি।

ত্তমঃ। জগদাদিগুরুমূর্ত্তৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ইতি ॥ ৭৩।

ঈদৃশাঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরা ইত্যর্থঃ। তথাচ তত্রৈব শ্রীমহাদেববাক্যং। ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ। সর্ব্বভাবৈরনাশ্রত্য পুরাণং পুরুষোত্তমং। তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে। তেনাদ্বিতীয় মাহমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতীতি। তত্রৈব নামমধ্যে। সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যম-কোটিদুরাসদঃ। ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ। কোটীন্দ্রজগদানন্দী শম্ভু-কোটিমহেশ্বর ইত্যাদি। তদন্তে শ্রীদুর্গাদেবীবাক্যং। অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্তসুখদে হরৌ। বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ। যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ। জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈঃ। ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষ ইত্যাদি। বীক্ষ্যতে জনৈরিতি নত্বেতদপ্রত্যক্ষং কিন্তু সাক্ষাৎ সর্ব্ব-লোকৈ দৃশ্যত এবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন লঘুসহস্রনামস্তোত্রাদি। তত্র লঘুসহস্রনামস্তোত্রে আরম্ভে। পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ। পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং

জ্ঞান করে, সে সর্ব্বদাই পাষণ্ডী হয় ॥ ৭৩ ॥

সহস্রনামস্তোত্রাদিতে উক্তপ্রকার শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক অনেক ২ শ্লোক আছে যে, সত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বিশেষরূপে বিষ্ণুর সেবা করিবেন অন্যের নহে অর্থাৎ বিষ্ণুভিন্ন অন্য কাহারও সেবা করিবেন না॥

ইহার প্রমাণ। হরিবংশে শিববাক্য যথা—

আপনারা সত্ত্বগুণনিষ্ঠ,আপনাদের সর্ব্বদা হরির আরাধনা করা কর্ত্তব্য, হে বিপ্রগণ! সর্ব্বদা বিষ্ণুমন্ত্র জপ ও কেশবকে ধ্যান করুন ॥

ঈদৃঙ্মাহাত্ম্যবাক্যেষু সংগৃহীতেষু সর্ব্বতঃ ।
গ্রন্থবাহুল্যদোষঃ স্যাল্লিখ্যন্তেঽপেক্ষিতানি তৎ ॥ ৭৪ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবমন্ত্রমাহাত্ম্যং । আগমে ॥

মন্ত্রান্ শ্রীমন্ত্ররাজাদীন্ বৈষ্ণবান্ গুর্ব্বনুগ্রহাৎ ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং জপন্ প্রাপ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ।
পুণ্যং বর্ষসহস্রৈর্যৈঃ কৃতং সুবিপুলং তপঃ ।

যঃ পরায়ণং । পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং । দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতেত্যাদি । অন্যেচ । দ্যৌঃ স চন্দ্রার্কনক্ষত্রা খং দিশোভূর্মহোদধিঃ । বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মন ইত্যাদি । বিশেষত ইতি তমসা রজসা বোপহতচিত্তাঃ কিল কথঞ্চিদন্যং বা ভজন্তাং নাম সাত্ত্বিকৈস্তবশ্যং শ্রীবিষ্ণুরেব ভজনীয় ইত্যর্থঃ । অতো যোঽন্যং ভজেৎ স তমোরজোদূষিত ইতি ভাবঃ । পঠধ্বং জপত । ধ্যাতেত্যার্ষং ধ্যায়ত । নহু ঈদৃশানি হৃৎকর্ণরসায়নানি শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যপরাণি বচনানি সর্ব্বশাস্ত্রতঃ সমাহৃত্যাপরাণ্যপি লিখ্যন্তাং তত্রাহ ঈদৃগিতি । গ্রন্থস্য বাহুল্যং বিস্তরস্তেন তদ্রূপো দোষো ভবেৎ । তৎ তস্মাৎ হেতোঃ । যদ্বা তদিত্যব্যয়ং তানীত্যর্থঃ । যাবন্তি যত্রাপেক্ষিতানি ভবন্তি তাবন্ত্যেব তত্র লিখ্যন্তে নত্বধিকানীত্যর্থঃ । এতেন চেদৃশানি বহুতরাণি বচনানি সন্তীতি বোধিতং লিখ্যন্ত ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদগ্রেঽপ্যেবমেব লেখ্যানীতি জ্ঞেয়ং ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

সমুদায় শাস্ত্র হইতে এই প্রকার শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশক বাক্য সকল সংগ্রহ করিলে গ্রন্থবাহুল্য দোষ উপস্থিত হয়, অতএব যে সকল বচনের অপেক্ষা আবশ্যক তাবন্মাত্র লিখিত হইবে ॥ ৭৪ ॥

অথ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রমাহাত্ম্য । আগমে যথা—

মনুষ্য গুরুর অনুগ্রহে শ্রীমন্ত্ররাজাদি বৈষ্ণব মন্ত্রসকল জপ করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন ॥

যাঁহারা সহস্রবৎসরকাল সুবিপুল পবিত্র তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই বিষ্ণুমন্ত্র সকল জপ করেন । ঐপ্রকার মনুষ্যগণ, লোক-

জপন্তি বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্নরাস্তে লোকপাবনাঃ।

বৈষ্ণবে চ ॥

প্রজপন্ বৈষ্ণবান্মন্ত্রান্ যং যং পশ্যতি চক্ষুষা।

পদা বা সংস্পৃশেৎ সদ্যো মুচ্যতেঽসৌ মহাভয়াদিতি ॥ ৭৫ ॥

লিখ্যতে বিষ্ণুমন্ত্রাণাং মহিমাথ বিশেষতঃ।

তাৎপর্য্যতঃ শ্রীগোপালমন্ত্রমাহাত্ম্যপুষ্টয়ে ॥ ৭৬ ॥

তত্র দ্বাদশাক্ষরাষ্টাক্ষরয়োর্মাহাত্ম্যং ॥ ৭৭ ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

এবং সামান্যতো লিখিত্বা বিশেষতো লিখিতুং প্রতিজানাতে লিখ্যত ইতি। অথ সামান্যতো লিখনানন্তরমধুনা বিশেষতো লিখ্যতে। ননু অগ্রে শ্রীমদনগোপালদেবস্য সংমোহনাখ্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রপূজাবিধিরেব লেখ্যস্তৎ কিমন্যমন্ত্রমাহাত্ম্যলিখনেন তত্রাহ তাৎপর্য্যত ইতি। অয়মর্থঃ। শ্রীগোপালদেবোঽয়মবতারী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্তেঃ বিচিত্রমাহাত্ম্যবিশেষপ্রকটনাচ্চ। অতোঽবতারাণাং মাহাত্ম্যেন তস্যৈব মাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধেঃ। সাক্ষাত্তন্মন্ত্রস্যাপি মাহাত্ম্যং স্বতঃ পুষ্টমেব স্যাৎ অতস্তদর্থমেব লিখ্যত ইতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রেষু মধ্যে ॥ ৭৭ ॥

সমুদায় পবিত্র করিয়া থাকেন ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে যথা ॥

বৈষ্ণবমন্ত্র সকল জপ করিতে ২ যাহাকে ২ চক্ষুর্দ্বারা দর্শন অথবা পদদ্বারা স্পর্শ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ মহাভয় হইতে মুক্ত হইবে ॥৭৫॥

অনন্তর বিশেষরূপে বিষ্ণুমন্ত্র সকলের মাহাত্ম্য লিখিতেছি, ইহাদিগের তাৎপর্য্য দ্বারা শ্রীগোপালমন্ত্রের মাহাত্ম্য পুষ্টি করিবে ॥ ৭৬ ॥

তন্মধ্যে দ্বাদশাক্ষর ও অষ্টাক্ষরের মাহাত্ম্য ॥ ৭৭ ॥

পদ্মপুরাণে—দেবদূত ও বিকুণ্ডলসম্বাদে যথা—

সাঙ্গং সমুদ্রং সন্যাসং সঋষিচ্ছন্দদৈবতং।
সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরং।
অষ্টাক্ষরঞ্চ মন্ত্রেশং যে জপন্তি নরোত্তমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মহা শুদ্ধ্যেত্তে যতো বিষ্ণবঃ স্বয়ং।
শঙ্খিনশ্চক্রিণো ভূত্বা ব্রহ্মায়ু র্বনমালিনঃ।
বসন্তি বৈষ্ণবে লোকে বিষ্ণুরূপেণ তে নরাঃ॥ ৭৮ ॥

তত্রৈব দ্বাদশাক্ষরস্য ॥ ৭৯ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোক্তৌ ॥

জপশ্চ পরমো গুহ্যঃ শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ।
যং সপ্তরাত্রং প্রপঠন্ পুমান্ পশ্যতি খেচরান্॥ ৮০ ॥

ছন্দেত্যদন্তত্বমার্ষং ছন্দোভঙ্গভয়াৎ। বিষ্ণব ইতি বিষ্ণুসারূপ্যাপ্তেঃ। বিষ্ণোরূপেণে-তানুক্তবর্ণাকারাদিগ্রহণার্থং ॥ ৭৮ ॥

সামান্যতো দ্বয়োরপি লিখিত্বাধুনা বিশেষতো লিখতি তত্রেতি। তত্র দ্বয়োর্দ্বাদশাক্ষরা-ষ্টাক্ষরয়োরেব মধ্যে ॥ ৭৯ ॥

শ্রীনৃপাত্মজ হে ধ্রুব ॥ ৮০ ॥

যে সকল নরশ্রেষ্ঠ অঙ্গ, মুদ্রা, ন্যাস, ঋষি, ছন্দ, দীক্ষাবিধান, ধ্যান ও যন্ত্রের সহিত দ্বাদশাক্ষর এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ জপ করেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মঘাতী ব্যক্তিও পবিত্র হইয়া থাকে যেহেতু তাঁহারা স্বয়ং বিষ্ণু। উল্লিখিত মন্ত্রদ্বয়-জপকারী মানবগণ, শঙ্খ, চক্র ও বনমালা-ধারী হইয়া ব্রহ্মার পরমায়ু লাভ করত বিষ্ণুরূপে বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥ ৭৮ ॥

অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মধ্যে দ্বাদশাক্ষরের মাহাত্ম্য যথা॥৭৯

চতুর্থস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ॥

ধ্রুবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি যথা—

হে নৃপনন্দন! পরমগুহ্য যে মন্ত্র, তাহাও তোমাকে বলি শ্রবণ কর। সেই মন্ত্রের এরূপ মাহাত্ম্য যে, সপ্তরাত্র পাঠ করিলে তৎপ্রভাবে পুরুষ খেচর অর্থাৎ বিষ্ণুপার্ষদদিগকে দেখিতে পান ॥ ৮০ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।

অষ্টাক্ষরস্য, যথা,—নারদপঞ্চরাত্রে ॥

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়ঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ং।
সর্ব্ববেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারণঃ।
গতিরষ্টাক্ষরো নৃণাং নপুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণাং।
যত্রাষ্টাক্ষরসংসিদ্ধো মহাভাগো মহীয়তে।
ন তত্র সঞ্চরিষ্যন্তি ব্যাধিদুর্ভিক্ষতস্করাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরাদয়ঃ।
প্রণমন্তি মহাত্মানমষ্টাক্ষরবিদং নরং।

ন পুনর্ভবত্যত্র সমাসেঽপি নকারাস্থিতিরার্ষত্বাং। মুখেষু পারবর্ত্ততে আবির্ভবতীতি

বিষ্ণুপুরাণে যথা—

চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ বারম্বার গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যাঁহারা দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা অদ্যাপি পুনরাগমন করেন নাই ॥

অষ্টাক্ষর-মন্ত্রের মাহাত্ম্য যথা—শ্রীনাদরপঞ্চরাত্রে ॥

সাম, যজুঃ, ঋক্ এই তিন বেদ, ষড়ঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, তথা কাব্য প্রভৃতি নানাচ্ছন্দসকল ও বিবিধ দেবতা এই সমস্ত এবং অন্যও যাহা কিছু বাক্যময়, তৎসমুদয় অষ্টাক্ষর মন্ত্রের অন্তর্গত। অপর সর্ব্ব বেদান্তের সার অর্থরূপ, সংসার-সাগরের নৌকাতুল্য, অষ্টাক্ষর-মন্ত্র মোক্ষাভিলাষি-মনুষ্যদিগের গতি।

যে স্থানে অষ্টাক্ষর মন্ত্রসংসিদ্ধ মহাভাগ্যবান্ পুরুষ অবস্থিতি করেন সেস্থানে ব্যাধি দুর্ভিক্ষ ও তস্কর বিচরণ করিতে পারে না।

অপর, যে সৎস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্য অষ্টাক্ষরমন্ত্র অবগত আছেন, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া থাকেন।

ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং।
অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্ততে ॥ ৮১ ॥
পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥
এবমষ্টাক্ষরো মন্ত্রো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
সর্ব্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্ত্রাত্মকঃ শুভঃ ॥ ৮২ ॥
লিঙ্গপুরাণে ॥
কিমন্যৈর্বহুভির্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্বহুভির্ব্রতৈঃ।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু নমো নারায়ণেতি যঃ।
জপেৎ স যাতি বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুলোকং সবান্ধবঃ।
ভবিষ্যপুরাণে ॥

বাঙ্ময়স্বরূপস্থাং ॥ ৮১ ॥
শ্রীঃ সর্ব্বশোভা সম্পত্তির্বা তদ্বান্। সেবকস্য শ্রীপ্রদ ইত্যর্থঃ। স্বতশ্চ শুভঃ মঙ্গলরূপঃ ॥৮২॥

স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, সাক্ষাৎ ভগবান্নারায়ণই স্বয়ং অষ্টাক্ষর মন্ত্রস্বরূপে মুখে মুখে আবির্ভূত হইতেছেন ॥ ৮২ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে যথা—

সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বদুঃখহর, শ্রীমান্ অর্থাৎ সেবকের শ্রীপ্রদ, মঙ্গলস্বরূপ এই প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র অবগত হওয়া উচিত ॥ ৮২ ॥

লিঙ্গপুরাণে যথা—

অন্যান্য বহু বহু মন্ত্রে প্রয়োজন কি? অন্যান্য বহু বহু ব্রতে আবশ্যক কি? "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সমুদয় অর্থের সাধক অর্থাৎ ইহার দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি সমুদয় অর্থ সুসিদ্ধ হইবে। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! যিনি সকল সময়ে "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি বান্ধবগণের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥

অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বপাপহরঃ পরঃ।
সর্ব্বেষাং বিষ্ণুমন্ত্রাণাং রাজত্বে পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
শ্রীশুকব্যাসসম্বাদে চ ॥
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং তাত স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ।
এষ এব পরো মোক্ষ এষ স্বর্গ উদাহৃতঃ।
সর্ব্ববেদরহস্যেভ্যঃ সার এষ সমুদ্ধৃতঃ।
বিষ্ণুনা বৈষ্ণবানাস্তু হিতায় মনুনা পুরা।
কীর্ত্তিতঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ সর্ব্বকামপ্রদায়কঃ।
নারায়ণায় নম ইত্যয়মেব সত্যং
সংসারঘোরবিষসংহরণায় মন্ত্রঃ।
শৃণ্বন্তু সত্যমতয়ো মুদিতাস্তরাগা-

হে তাত হে শ্রীশুক। বিষ্ণুনা সমুদ্ধৃতঃ। মনুনা কীর্ত্তিতঃ জপ্তঃ লোকেষু বা কথিতঃ মুদিতাশ্চ তেঽস্তরাগাশ্চ বিরক্তাঃ তে শিষ্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

ভবিষ্যপুরাণে যথা—

সর্ব্বপাপহর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র সমুদয় বিষ্ণুমন্ত্রের রাজা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥

শ্রীশুক ও ব্যাসদেবের সম্বাদে যথা ॥

বৎস! "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সমুদয় অর্থের সাধক, জপকারী-ভক্তদিগকে স্বর্গ এবং মোক্ষফল প্রদান করেন। এই মন্ত্রই পরমমোক্ষ স্বরূপ এবং ইহাই স্বর্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বিষ্ণু বৈষ্ণবদিগের হিতের নিমিত্ত সমস্ত বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব হইতে এই সারোদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে মনুও ইহাঁকে লোকমধ্যে সর্ব্বপাপনাশক ও সর্ব্বফলদায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

"নারায়ণায়, নমঃ" ইহা বিষম-ঘোরসংসার-হরণের যথার্থ মন্ত্র। যাহাদিগের বাসনা সকল নিরস্ত হইয়াছে সেই সকল সত্য-বুদ্ধিসম্পন্ন

উচ্চৈস্তরামুপদিশাম্যহমূর্দ্ধবাহুঃ।
ভূত্বোর্দ্ধবাহুরদ্যাহং সত্যপূর্ব্বং ব্রবীমি বঃ।
হে পুত্র শিষ্যাঃ শৃণুত ন মন্ত্রোঽষ্টাক্ষরাৎ পরঃ ॥ ৮৩ ॥
অতএবোক্তং গারুড়ে।
আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠানো যত্র তত্র বা।
নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ৮৪ ॥
অথ শ্রীনারসিংহানুষ্টুভমন্ত্ররাজস্য।
তাপনীয়শ্রুতিষু।
দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্ তস্য আনুষ্টুভমন্ত্ররাজস্য
নারসিংহস্য ফলং নো ব্রূহীতি।
সহোবাচ প্রজাপতিঃ। য এতং মন্ত্ররাজং নারসিংহমানুষ্টুভং।

তিষ্ঠান ইত্যার্ষং তিষ্ঠন্ ॥ ৮৪ ॥

ব্যক্তিগণ শ্রবণ করুন, আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ করিতেছি।

হে পুত্র! হে শিষ্যগণ! আজ আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর, অষ্টাক্ষরমন্ত্র হইতে আর উৎকৃষ্ট মন্ত্র নাই ॥৮৩॥

অতএব গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন ॥

উপবেশন করিয়া থাকুন বা শয়ন করিয়াই থাকুন, কিম্বা যেখানে সেখানে অবস্থিতই হউন, "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রেরই একমাত্র শরণাপন্ন হইবে ॥ ৮৪ ॥

অথ শ্রীনারসিংহ আনুষ্টুভ মন্ত্ররাজের মাহাত্ম্য
তাপনীয় শ্রুতি সকলে যথা—

দেবগণ স্পষ্ট করিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমাদিগকে প্রসিদ্ধ আনুষ্টুভ নারসিংহ মন্ত্ররাজের ফল বলুন। দেবগণের এই প্রার্থনায় সেই প্রজাপতি স্পষ্ট করিয়া কহিলেন, যিনি নিত্য এই আনুষ্টুভ

নিত্যমধীতে স আদিত্যপূতো ভবতি সোঽগ্নিপূতো ভবতি স বায়ুপূতো ভবতি স সূর্য্যপূতো ভবতি স চন্দ্রপূতো ভবতি স সত্যপূতো ভবতি স ব্রহ্মপূতো ভবতি স বিষ্ণুপূতো ভবতি স রুদ্রপূতো ভবতি স সর্ব্বপূতো ভবতি ॥

তত্রৈবান্তে ॥

অনুপনীতশতকমেকমেকেনোপনীতেন তৎসমং, উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমং, গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমং, বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমং, যতীনান্তু শতং পূর্ণরুদ্রজাপকেন তৎসমং। রুদ্রজাপকশতমেকমেকেনাথর্ব্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমং। অথর্ব্বাঙ্গিরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎসমং।

নারসিংহ মন্ত্ররাজ অধ্যয়ন করেন, তিনি আদিত্য অর্থাৎ দেবতাপূত হয়েন, তিনি অগ্নিপূত হয়েন, তিনি বায়ুপূত হয়েন, তিনি সূর্য্যপূত হয়েন, তিনি চন্দ্রপূত হয়েন, তিনি সত্যপূত হয়েন, তিনি ব্রহ্মপূত হয়েন, তিনি বিষ্ণুপূত হয়েন, তিনি রুদ্রপূত হয়েন এবং তিনি সর্ব্বপূত হয়েন ॥

সেই তাপনীয়শ্রুতির শেষে।

একশত অনুপনীত অর্থাৎ যাহাদের উপনয়ন সংস্কার হয় নাই এমত একশত ব্যক্তি একটী উপনীত ব্যক্তির সমান। যাঁহার উপনয়ন হইয়াছে এমত একশত ব্যক্তি এক গৃহস্থের সমান। একশত গৃহী এক বানপ্রস্থের সমান। একশত বানপ্রস্থ এক যতির অর্থাৎ ভিক্ষুকাশ্রমির সমান। একশত যতি পূর্ণরুদ্রজাপকের সমান। একশত রুদ্রজাপক এক আথর্ব্ব ও আঙ্গিরস শাখাধ্যাপকের সমান। এবং একশত অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস শাখাধ্যাপক এক জন নৃসিংহমন্ত্ররাজ-পাঠকের সমান।

তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্য্যো ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষঃ। তৎ সদানন্দং শাশ্বতং শান্তং সদাশিবং ব্রহ্মাদি-বন্দিতং যোগিধ্যেয়ং যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। তদেত-দৃচাভ্যুক্তং, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥

অথ শ্রীরামমন্ত্রাণাং মাহাত্ম্যং॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং॥

অপর যিনি মন্ত্ররাজ অর্থাৎ নৃসিংহমন্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার যে লোক তাহাই শ্রেষ্ঠ, যাহাতে দুঃখ প্রভৃতি কিছুই নাই, যাহাতে সূর্য্য প্রকাশ পায়েন না, যাহাতে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যাহাতে চন্দ্রমা তাপ দিতে পারেন না, যাহাতে নক্ষত্র সকল প্রকাশ করে না, যাহাতে অগ্নি দাহ করিতে সমর্থ হয়েন না, যাহাতে মৃত্যু প্রবেশ করে না ও যে স্থানে দোষ নাই, তাহা সর্ব্বদা আনন্দময়, নিত্য শান্তিসম্পন্ন, নিরন্তর মঙ্গলময়, ব্রহ্মাদির বন্দনীয়, যোগিগণের ধ্যানীয় এবং যে লোকে গমন করিলে যোগিগণ আর ফিরিয়া আইসেন না। যোগিগণ বিষ্ণুর বেদোক্ত প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ স্বর্গস্থান সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, যেমন আকাশে বিস্তৃত অর্থাৎ বাধাশূন্য চক্ষু সুস্পষ্টভাবে সমুদয় নিরীক্ষণ করিতে পায়, তদ্রূপ। বিষ্ণুর যে উৎকৃষ্ট স্বর্গস্থান তাহাকে মেধাবী, বিশেষ প্রকারে স্তবকারী এবং প্রমাদ না থাকাতে শব্দ ও অর্থ বিষয়ে জাগরূক অর্থাৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন এমত পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিয়া থাকেন॥

অথ শ্রীরামমন্ত্র সকলের মাহাত্ম্য-
অগস্ত্যসংহিতায় যথা॥

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদং।
বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদিমন্ত্রেষু কোটিকোটিগুণাধিকাঃ।
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি।
বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধদাঃ।
মন্ত্রেষ্বষ্টস্বনায়াস-ফলদোঽয়ং ষড়ক্ষরঃ।
ষড়ক্ষরোঽয়ং মন্ত্রস্তু মহাঘৌঘনিবারণঃ।
মন্ত্ররাজ ইতি প্রোক্তঃ সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমঃ।
দৈনন্দিনন্তু দুরিতং পক্ষমাসর্ত্তুবর্ষজং।
সর্ব্বং দহতি নিঃশেষং তূলাচলমিবানলঃ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ।
স্বর্ণস্তেয়-সুরাপান-গুরুতল্পযুতানি চ।
কোটিকোটিসহস্রাণি হ্যুপপাপানি যান্যপি।

গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও সৌর এই সকল মন্ত্র অপেক্ষা বৈষ্ণবমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ এবং অভীষ্টপ্রদরূপে কথিত হইয়াছে। সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্রের মধ্যেও রামমন্ত্র সকলের ফল অধিক, গাণপত্য প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ হইতে কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। হে বিপ্রেন্দ্র! রামমন্ত্র, দীক্ষা, পুরশ্চরণ ও ন্যাসবিধি ব্যতিরেকেও কেবল জপ করিলেই সিদ্ধি প্রদান করেন।

অষ্টমন্ত্রের মধ্যে "ওঁ নমো রামায়" এই ষড়ক্ষর-মন্ত্র অনায়াসে ফল প্রদান করেন। মহাপাপরাশি-নিবারক এই ষড়ক্ষর মন্ত্র "মন্ত্ররাজ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহা মন্ত্র সকলের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ। যদ্রূপ অগ্নি তূলাপর্ব্বত ভস্মসাৎ করে, তাহার ন্যায় এই মন্ত্ররাজ প্রতি দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর সকলে সমুৎপন্ন পাপ সমুদয়, নিঃশেষরূপে দগ্ধ করেন।

অপর রামমন্ত্র কীর্ত্তন করিলে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত সহস্র ২ ব্রহ্মহত্যা, স্বর্ণস্তেয়, মদ্যপান, গুরুপত্নীগমন তথা সহস্র ২ কোটি কোটি

সর্ব্বাণ্যপি প্রণশ্যন্তি রামমন্ত্রানুকীর্ত্তনাৎ।

তাপনীয়শ্রুতিষু চ॥

য এতত্তারকং ব্রাহ্মণো নিত্যমধীতে স পাপ্মানং তরতি স মৃত্যুং তরতি স ভ্রূণহত্যাং তরতি স সর্ব্বহত্যাং তরতি স সংসারং তরতি স সর্ব্বং তরতি স বিমুক্তাশ্রিতো ভবতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥

অথ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্যং॥

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতারবীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥ ৮৫॥

তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনাখ্যে॥

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।

সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদিমন্ত্রেভ্যোঽপি বীর্য্যবত্তমাঃ পরমপ্রভাববন্তঃ। তত্র হেতুঃ। সর্ব্বাবতারবীজস্য কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যবতারিত্বোক্তেঃ॥ ৮৫॥

যে কিছু উপপাতক আছে তৎসমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়॥

তাপনীয়শ্রুতি সমূহে উক্ত আছে যথা,—

যে ব্রাহ্মণ এই নিস্তারকারক রামমন্ত্র নিত্য অধ্যয়ন করেন, তিনি পাপ উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি ভ্রূণহত্যা উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি সর্ব্বহত্যা উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি সংসার উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি সমুদায় উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি বিমুক্ত পুরুষদিগের অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন॥

অথ শ্রীগোপালদেবের মন্ত্রমাহাত্ম্য॥

সমুদায় অবতারের বীজস্বরূপ, সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি কৃষ্ণদেবের মন্ত্র সকল, সমস্ত মন্ত্র হইতে অতিশয় বীর্য্যবান্॥ ৮৫॥

তথাচ বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের॥

শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবন নামক স্থলে যথা॥

সমুদায় প্রধানমন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ কৃষ্ণমন্ত্র-সকল, ভোগ ও মোক্ষের অদ্বিতীয় সাধন স্বরূপ॥

বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈকসাধনং।
যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য যো যো দেবস্তথা পুনঃ।
অভেদাত্তন্মনূনাঞ্চ দেবতা সৈব ভাষ্যতে।
কৃষ্ণএব পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
স্মৃতিমাত্রেণ তেষাং বৈ ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদঃ॥ ইতি॥
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেম্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥ ৮৬॥
অথাষ্টাদশাক্ষরমাহাত্ম্যং॥
তাপনীয়শ্রুতিষু।
ওঁ মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ।
কঃ পরমো দেবঃ কুতো মৃত্যু র্বিভেতি কস্য জ্ঞানেনাখিলং

তত্র তেষু শ্রীদ্বারকানাথদৈবতাদিমন্ত্রেম্বপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং ভগবত্তাং তন্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রা স্তএব শ্রেষ্ঠতমাঃ। তেম্বপি মধ্যেঽষ্টাদশাক্ষরঃ সংমোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥ ৮৬॥

অপর, যে যে মন্ত্রের যে যে দেবতা, স্বরূপতঃ ভেদ না থাকাতে সেই ২ দেবতার মন্ত্র সকলের শ্রীকৃষ্ণই দেবতারূপে কথিত হইয়াছেন॥

শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় মূর্ত্তি, স্মরণমাত্রেই ঐ সকল মন্ত্রকে ভোগ ও মুক্তিফল প্রদান করেন অর্থাৎ তাহাদিগকে ভোগ ও মুক্তিফল প্রদান করিবার সমর্থ করিয়া থাকেন॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকানাথ প্রভৃতি বহু ২ মূর্ত্তি, তন্মধ্যে যেরূপে গোপলীলা দ্বারা নিজের ভগবদ্ভাব প্রকটন করিয়াছেন, সেই রূপের মন্ত্র সকলই অতিশয় শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সমুদায় কৃষ্ণমন্ত্রের মধ্যে গোপালমন্ত্র শ্রেষ্ঠতম, সেই সকল অপেক্ষা আবার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রধান॥ ৮৬॥

অথ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য॥

গোপালতাপনীয় শ্রুতি সমূহে যথা,—

প্রসিদ্ধ আছে, সনকাদি মুনিগণ স্পষ্টরূপে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করি-

জ্ঞাতং ভবতি কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি।

তানুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ॥

কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজন-বল্লভজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহয়েদং সংসরতি।

তমুহোচুঃ।

কঃ কৃষ্ণো গোবিন্দঃ কোঽসাবিতি গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি॥

তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ॥

পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবিদিতো বেদিতা গোপীজনা বিদ্যা-কলাপ্রেরকস্তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্ম তদ্যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি।

হ স্ফুটং বৈ প্রসিদ্ধং। ব্রাহ্মণং ব্রহ্মবেত্তারং ব্রহ্মাণমিত্যর্থঃ। তং ব্রহ্মদৈবতামিতি পূর্ব্বপ্রক্রান্তং বা পাপকর্ষণ ইতি দ্বিতীয়স্য পদস্যার্থঃ। গোঃ স্বর্গঃ গো-ভূমি-বেদেষু বিদিতঃ।

লেন, কে পরমদেব? কাহা হইতে মৃত্যু ভয় পায়? কাহাকে জানিতে পারিলে সমুদায় জানা হয়? ও কাহা কর্ত্তৃক এই সংসার প্রবর্ত্তিত হয়?।

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। কৃষ্ণই পরমদেবতা, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় পায়। গোপীজনবল্লভের জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ গোপীজনবল্লভকে জানিতে পারিলেই সমুদায় জানা হয়। স্বাহা দ্বারা এই সংসার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মুনিগণ ব্রহ্মাকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে? এই গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? এবং স্বাহা কে?।

ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, পাপকর্ষণ নিমিত্ত কৃষ্ণ, যিনি স্বর্গ, ভূমি ও বেদে বিদিত এবং ঐ সমুদায়কে জানেন এই অর্থে গোবিন্দ, গোপীজন শব্দে অবিদ্যা কলা অর্থাৎ অজ্ঞানাংশ তাহার বল্লভ অর্থাৎ প্রেরক, এই অর্থে গোপীজনবল্লভ। আর স্বাহা শব্দে মায়া, এই সমস্ত পরমব্রহ্ম। যিনি তাঁহাকে ধ্যান করেন, কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন ও ভজন করেন, তিনি মুক্ত হন।

তে হোচুঃ ॥

কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং হো তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং সুবিবিদিষতামাখ্যাহীতি।

তদুহোবাচ হৈরণ্যঃ।

গোপবেশমভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতমিত্যাদি।

কিঞ্চ। তত্রৈবাগ্রে ॥

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যং কৃষ্ণং তং বহুধা বিপ্রা যজন্তি গোবিন্দং সন্তং বহুধা ধারয়ন্তি গোপীজনবল্লভো ভুবনানি দধ্রে স্বাহাশ্রিতো জগদেজয়ৎ স্বরেতাঃ।

তেষাঞ্চ বেদিতেতি তৃতীয়স্যার্থঃ। গোপীজনোঽবিদ্যায়াঃ কলাঃ স্রাত্বাৎ অংশাস্তৎপ্রেরকঃ। যদ্বা। গোপীজনা এব আ সম্যক্ বিদ্যা প্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ সৈব কলা শক্তিবিশেষস্তস্যাঃ প্রেরক ইতি চতুর্থস্য। তন্মায়া চেতি পঞ্চমস্যেতি দিক্। রসতি আস্বাদয়তি কীর্ত্তনাদিনা। এজয়ৎ ঐজয়ৎ চেষ্টাং কারয়ামাস। গোপীজনবল্লভ এবেত্যর্থঃ। স্বরেতাঃ স্বস্মাদুদ্ভূতমিত্যর্থঃ।

মুনিরা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার রূপ কি? তাঁহার আস্বাদন কি? তাঁহার ভজনই বা কি প্রকার? তৎ সমুদায় আমরা সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি অতএব আজ্ঞা করুন ॥

ব্রহ্মা তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, যিনি গোপবেশ, নবনীরদশ্যামবর্ণ, কিশোর, কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত ইত্যাদি ॥

ঐ গোপালতাপনীর আরও কিঞ্চিৎ অগ্রে যথা,—

এই শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই ভজন, ইহ লোক ও পরলোক এতদুভয়ের উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাঁতে মনের ধারণা করাই ভক্তি, ঐ ভক্তিরই নাম কর্ম্মশূন্যতা। ব্রাহ্মণেরা সেই কৃষ্ণকে নানা প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন, নিত্য স্বরূপ গোবিন্দকে বহু প্রকারে ধ্যান করিয়া থাকেন, গোপীজনবল্লভ ভুবন সকল পালন করিতেছেন, স্বাহাকে আশ্রয় করিয়া নিজ হইতে উদ্ভূত জগৎ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

বায়ু র্যথৈবাপঘনং প্রবিষ্টো জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব। কৃষ্ণ-
স্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদোঽবভাতীতি।

কিঞ্চ।

তত্রৈবোপাসনবিধিকথনানন্তরং।

একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি।
তং পীঠস্থং যেঽনুযজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি

অপঘনং শরীরং। জন্যে জন্যে প্রতিশরীরং। অষ্টাদশাক্ষরোঽয়ং মন্ত্রঃ। প্রেম্নৈবাত্মবৃত্তেঃ

বায়ু যেমন শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রতি শরীরে পঞ্চ প্রকার অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ এই কৃষ্ণ একমাত্র হইয়াও জগতের হিত নিমিত্ত পঞ্চপদে অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষরের পঞ্চপদে বিভক্ত হইয়া * প্রকাশ পাইতেছেন॥

অপর ঐ গোপালতাপনীতেই উপাসনার বিধি কথনের পর বর্ণিত হইয়াছে॥

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এক অর্থাৎ স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত, এনিমিত্ত ইনি বশী অর্থাৎ সকলই ইহাঁর বশীভূত এবং সর্ব্বগ অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তু হইতে অপরিচ্ছিন্ন, কৃষ্ণ অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ তথা ব্রহ্মাদির স্তুত্য। অপর তিনি এক হইয়াও জগৎ পালনার্থ শরীর গত বায়ুর ন্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই পঞ্চপদ স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া যে সকল ধীর-ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পূজা করেন, তাঁহাদের নিত্যানন্দ স্বরূপ সুখ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তদ্ভক্তিবিরহিত জন সকলের অন্ধের রূপ দর্শনের ন্যায় সে সুখ লাভ হয় না॥

বস্তুতঃ যিনি নিত্যের মধ্যে নিত্য, ব্রহ্মাদি চেতন বস্তুসকলের মধ্যে যিনি চেতন এবং যিনি এক হইয়া পঞ্চরূপে অনেকের কামনা বিধান

* ক্লীং, কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায়, স্বাহা।

কামান্ তং পীঠগং যেঽনুযজন্তি বিপ্রা স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং। এতদ্ধি বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামাৎ। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদেব। যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গোপায়তি স্ম কৃষ্ণঃ। তং প্রেমাত্মবৃত্তিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমনুব্রজেৎ। ওঁকারেণান্তরিতং যে জপন্তি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তং। তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তথা মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ। তস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবো মানবানাং। দশার্ণাদ্যাস্তেঽপি সংক্রন্দ-

প্রকাশো যস্য তং পাঠান্তরং সুগমং। নিত্যশান্ত্যৈ নিত্যায়ৈ অবিনশ্বরায়ৈ শান্ত্যৈ সুখায়।

করিতেছেন, তাঁহাকে পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া যে সকল ধীর ব্যক্তিরা ভজন করেন, তাঁহাদিগের অনপায়িনী সিদ্ধি হয়, কিন্তু তদ্ভজনবহির্মুখ জনসকলের সে প্রকার সিদ্ধি লাভ হয় না ॥

যে ব্যক্তি যত্নশীল হইয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে যন্ত্র স্বরূপ বিষ্ণুপদের আরাধনা করেন, তাঁহাদিগের প্রযত্ন হেতু ভজনের অব্যবহিত কালেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বীয় গোপাল রূপ অথবা গোপবেশ তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করান ॥

যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকালীন ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছেন এবং তদর্থ হয়গ্রীব ও মৎস্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রলয় পয়োধিজল হইতে গোপালবিদ্যারূপ বেদগণকে রক্ষা করত তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক অর্থাৎ স্বপ্রকাশদেবকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিবে ॥

যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দের পঞ্চপদ স্বরূপ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্র প্রণব পুটিত করিয়া জপ করেন, গোবিন্দ তাঁহাদিগকে আপনার গোপাল মূর্ত্তি প্রদর্শন করান। অতএব মোক্ষকামী পুরুষ সংসার রূপ অনর্থ শান্তির নিমিত্ত গোবিন্দমন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবেন ॥

এই পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ভিন্ন দশাক্ষর প্রভৃতি গোপালমন্ত্র-

নাদ্যৈ রভ্যসান্তে ভূতিকামৈ র্যথাবৎ ॥

কিঞ্চ। তত্রৈব ॥

তদুহোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽববুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব। ততঃ প্রণতেন ময়ানুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্বান্তর্হিতঃ পুনঃ সিসৃক্ষা মে প্রাদুরভূৎ। তেষক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রাকাশয়ৎ। তদিহ কাৎ আপো লাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নি র্বিন্দোরিন্দুস্তন্নাদাদর্ক ইতি ক্লীং কারাদসৃজং কৃষ্ণাদাকাশং যদ্বায়ুরিত্যুত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাং প্রাদুরকার্ষং

অবুধ্যত বোধং প্রাপ্তঃ। পুনশ্চ স্তুতঃ সন্ প্রাকাশয়ৎ ভগবানেব। যদ্বা ণিপ্রত্যয়স্যাত্রান-ধিকার্থত্বং প্রাকাশতেত্যর্থঃ। প্রাকাশয়মিতি বা পাঠঃ। কাৎ ককারাৎ। আপো জলং। লকারাৎ পৃথিবী। ঈকারাৎ অগ্নিঃ। বিন্দোঃ সকাশাচ্চন্দ্রঃ। তস্য নাদাদর্কঃ। যাৎ যকারাৎ বায়ুরভূদিতি শেষঃ। উত্তরাৎ গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ সুরভিং গোজাতিং। তদুত্তরাৎ গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাৎ বল্লভেত্যাদিতঃ।

সকল সনকাদি মুনিগণের স্ফূর্ত্তি হইল, তৎসমুদায় ঐশ্বর্য্য কাম ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি উপাসিত হইয়াছে ॥

আরও ঐ গোপালতাপনীতে ॥

ব্রহ্মা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, আমি অনবরত ইঁহার স্তব করাতে ইনি পরার্দ্ধকালের অবসানে প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন, গোপবেশধারী পুরুষ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েন। অনন্তর আমি প্রণাম করিলে তিনি সদয়চিত্তে আমাকে সৃষ্টিকার্য্যের জন্য অষ্টাদশ বর্ণময় স্বরূপ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হয়েন, পুনর্ব্বার আমার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মিলে, সেই সকল অক্ষরে ভবিষ্যৎ জগতের রূপ প্রকাশ করিলাম। যথা—ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঈকার হইতে অগ্নি, অনুস্বার হইতে চন্দ্র ও নাদ অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু সদৃশ বর্ণ বিশেষ হইতে সূর্য্য। ক্লীং হইতে এই সকল সৃজন করিলাম। কৃষ্ণা এই শব্দ হইতে আকাশ, য় কার হইতে বায়ু, ইহার পরবর্ত্তী অর্থাৎ গোবিন্দ শব্দ হইতে গো জাতি, ইহার পরবর্ত্তী শব্দ হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা এবং

তদুত্তরাত্তদুত্তরাৎ স্ত্রীপুমাদি চেদং সকলমিদমিতি ॥

তথাচ গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

ক্লীং কারাদস্বজদ্বিশ্বমিতি প্রাহ শ্রুতেঃ শিবঃ।

লকারাৎ পৃথিবী জাতা ককারাজ্জলসম্ভবঃ।

ঈকারাদ্বহ্নিরুৎপন্নো নাদাদ্বায়ুরজায়ত।

বিন্দোরাকাশসম্ভূতিরিতি ভূতাত্মকোমনুঃ।

স্বা শব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎ প্রকৃতিঃ পরা।

তয়োরৈক্য সমুদ্ভূতি র্মুখবেষ্টনবর্ণকঃ।

অতএব হি বিশ্বস্য লয়ঃ স্বাহার্ণকে ভবেৎ।

পুনশ্চ সা শ্রুতিঃ।

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহমাত্মানং

বেদয়িত্বা ওঁকারান্তরালকং মনুমাবর্ত্তয়ৎ।

বেদয়িত্বা বিদিত্বা। অন্যাভ্যো বা বিজ্ঞাপ্য। ওঁকারান্তরালকং প্রণবপুটিতমিত্যর্থঃ। অভিতঃ আনয়ৎ।

ইহার পরবর্ত্তী বল্লভায় শব্দ হইতে স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি এই সমস্ত ॥

এই প্রকার গৌতমীয়তন্ত্রে যথা ॥

ক্লীঁকার হইতে বিশ্ব স্বজন করিলেন এই কথা শিব শ্রুতি হইতে বলিয়াছেন, লকার হইতে পৃথিবী জন্মে, ককার হইতে জলের উৎপত্তি হয়, ঈকার হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়েন, নাদ হইতে বায়ু জন্মে এবং বিন্দু হইতে আকাশের উদ্ভব হয়, এই কারণ মন্ত্র ভূতগণের উপাদান স্বরূপ। অপর স্বা শব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব ও হা শব্দে জ্ঞানময়ী পরা প্রকৃতি। মুখবেষ্টন বর্ণ, ঐ দুইয়ের একতা উৎপত্তি, অতএব বিশ্বের প্রলয় নিশ্চয়ই স্বাহা বর্ণে হইয়া থাকে ॥

পুনরায় সেই গোপালতাপনী শ্রুতি ॥

এই পঞ্চপদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অর্চ্চনা দ্বারা চন্দ্রমৌলি মহেশ্বর গত মোহ হইয়া আত্মাকে জানিতে পারিয়াছিলেন অতএব ইদানীন্তন

সঙ্গরহিতোঽভ্যানয়ৎ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং। তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেদিত্যাদি।

তত্রৈবাগ্রে। তদত্র গাথা।

যস্য পূর্ব্বপদাদ্ভূমির্দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্গান্ধবাহনঃ।
পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসন্।
চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ং॥
ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোক-
মশেষলোভাদি নিরস্তসঙ্গং।
যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥

সাধয়ামাস। যস্য পূর্ব্বপদাদিত্যাদি চ কল্পান্তরে প্রকারান্তরাভিপ্রায়েণ।

মানবগণ নিষ্কামচিত্তে প্রণবপুটিত করিয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবেন, তাহা হইলে অপ্রত্যক্ষ পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। উহা বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠধাম, জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা উহা দেখিতে পান যেমন আকাশে বিস্তৃত চক্ষু স্পষ্টরূপে পদার্থ দর্শন করে তদ্রূপ। অতএব সর্ব্বদা ইহা পাঠ করিবে ইত্যাদি॥

ঐ গোপালতাপনীর অগ্রে।

অতএব এবিষয়ে এই প্রসিদ্ধ কথা।

যাহার প্রথমপদ হইতে পৃথিবী, দ্বিতীয়পদ হইতে জল, তৃতীয়পদ হইতে তেজ, চতুর্থপদ হইতে বায়ু এবং পঞ্চমপদ হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, সেই একমাত্র অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া চন্দ্রধ্বজ মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অবিনশ্বর পরম ধামে গমন করিয়াছিলেন॥

অতএব বিশুদ্ধসত্ত্বাদি গুণযুক্ত যে পদ তাহাই পঞ্চধা গুণিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞানময়, জ্যোতিঃস্বরূপ, অবিদ্যামল রহিত, কেবল বিশুদ্ধ গুণযুক্ত, তিনিই বাসুদেব, তাঁহা ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই।

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং
বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোহং
পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামীতি।
কিঞ্চ। স্তুত্যনন্তরং।
অমুং পঞ্চপদং মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্যঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎ।
অনেজদেকং মনসো জবীয়ো ন যদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাৎ॥৮৭
তস্মাৎ কৃষ্ণএব পরোদেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েত্তং যজেদিত্যোঁ
তৎ সদিতি।
ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেচ॥
দেবীং প্রতি শ্রীমহাদেবোক্তাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গ এব।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামীশ্বরো জগদীশ্বরঃ।

পূর্ব্বমর্শাৎ পরামর্শাৎ যদ্বা পূর্ব্বেষাং মর্শাৎ বিচারাদপীতি॥ ৮৭॥

নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, স্বরূপ পঞ্চপদ গ্রথিত মন্ত্ররূপ বৃন্দাবনের কল্প-বৃক্ষ সকলের মূলে উপবিষ্ট সেই অদ্বিতীয় গোবিন্দকে আমি মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করি॥

আরও স্তুতির পর।

যিনি এই পঞ্চপদ গ্রথিত মন্ত্র পাঠ করেন তিনি অনায়াসে সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়েন। যিনি একমাত্র উৎপত্তি বিহীন, মনের সাতিশয় দূরবর্ত্তী, দেবগণ যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত হন নাই॥৮৭

অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান, তাঁহাকে কীর্ত্তনাদি দ্বারা আস্বাদন এবং তাঁহার পূজা করিবে। নিশ্চয় তিনিই সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ বিশেষ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেও।

দেবীর প্রতি শ্রীমহাদেবোক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রসঙ্গে যথা॥

জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রভু, তাঁহার মহৈশ্বর্য্য-

সন্তি তস্য মহাভাগা অবতারাঃ সহস্রশঃ।
তেষাং মধ্যেঽবতারাণাং বালত্বমতিদুর্ল্লভং।
অমানুষাণি কর্ম্মাণি তানি তানি কৃতানি চ।
শাপানুগ্রহকর্ত্তৃত্বে যেন সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সাঙ্গোপাঙ্গমনুক্রমং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নরঃ সর্ব্বজ্ঞতামিয়াৎ।
পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি ধনার্থী লভতে ধনং।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারজ্ঞো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
ত্রৈলোক্যঞ্চ বশীকুর্য্যাৎ ব্যাকুলীকুরুতে জগৎ।
মোহয়েৎ সকলং সোঽপি মারয়েৎ সকলান্ রিপূন্।
বহুনা কিমিহোক্তেন মুমুক্ষু র্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
যথা চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠো যথা গৌশ্চ যথা সতী।

বালত্বং শৈশবং চাঞ্চল্যং বা। যেন বালত্বেন হেতুনা সর্ব্বং জগৎ শপনেঽনুগ্রহণে চ প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্তং তদ্বাল্যচরিতমহিম্না বিশ্বমেব সর্ব্বার্থশক্তিবিশেষযুক্তমভূদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থসাধনে পরমোত্তমঃ। যথা চিন্তামণ্যাদয়ঃ সর্ব্বার্থসাধকাঃ তথা মন্ত্রোত্তমোঽসৌ অষ্টা-

সম্পন্ন সহস্র সহস্র অবতার আছে, সেই সকল অবতারের মধ্যে বাল-ভাব অতিশয় দুর্ল্লভ, কেন না যে বালভাবে প্রসিদ্ধ বিবিধ অলৌকিক-কর্ম্ম সকল সাধিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা জগৎ শাপ অর্থাৎ দণ্ড ও অনুগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গল বিধান এই দুই কর্ম্মেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আমি সেই বালভাবের অত্যুত্তম মন্ত্র, অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত উল্লেখ করিব, যাহার বিজ্ঞানমাত্রে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনকামী ধনলাভ করে এবং নিঃসংশয় সর্ব্বশাস্ত্রার্থের পারদর্শী হয়, ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারে, জগৎ ব্যাকুলিত করিতে পারে, সকল শত্রু সংহার করিতে পারে এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব, মোক্ষ-কামী পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যেমন মণির মধ্যে চিন্তামণি,যেমন পশু

যথা দ্বিজো যথা গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ।
যথাবদখিলশ্রেষ্ঠং যথা শাস্ত্রন্তু বৈষ্ণবং।
যথা সুসংস্কৃতা বাণী তথাসৌ মন্ত্র উত্তমঃ॥ ৮৮॥
কিঞ্চ॥
অতো ময়া সুরেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে।
শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি।
গোপালবিষয়া মন্ত্রাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রভেদতঃ।
তেষু সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু মন্ত্ররাজমিমং শৃণু।
সুপ্রসন্নমিমং মন্ত্রং তন্ত্রে সম্মোহনাহ্বয়ে।
গোপনীয় স্ত্বয়া মন্ত্রো যত্নেন মুনিপুঙ্গব।

দশাক্ষরমন্ত্রোঽপি সর্ব্বার্থসাধক ইত্যর্থঃ। যদ্বা। যথা মণিষু চিন্তামণিঃ শ্রেষ্ঠঃ গোষু গোঃ কামধেনুঃ। যদ্বা। পশুষু গোঃ নারীষু চ সতী বর্ণেষু বিপ্রঃ নদীষু গঙ্গা তথাসৌ মন্ত্রেষূত্তম ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। যথাবৎ সম্যক্ তয়া অখিলেষু শাস্ত্রেষু শ্রেষ্ঠং॥ ৮৮॥

সকলের মধ্যে গো, যেমন স্ত্রী সকলের মধ্যে সতী, যেমন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, তেমনই অন্যান্য মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্র উৎকৃষ্ট। যেমন নিখিল শাস্ত্র সকলের মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, যেমন বাক্য সকলের মধ্যে সংস্কৃত বাণী প্রধান, তদ্রূপ অন্যান্য মন্ত্র সকল হইতে এই মন্ত্র অত্যুত্তম॥ ৮৮॥

আরও বলি॥

হে সুরেশানি! একারণ আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করিয়া থাকি। এই চরাচর জগতে অন্য কোন মন্ত্র ইহার সদৃশ নাই॥

সনৎকুমারকল্পেও *॥

ভেদ অনুসারে গোপালবিষয়ক মন্ত্র সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার, সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে এই মন্ত্ররাজ শ্রবণ করুন।

এই মন্ত্র সম্মোহন নামক তন্ত্রে সুপ্রসন্ন অর্থাৎ অভীষ্ট প্রদ। হে নারদ! তুমি যত্ন পূর্ব্বক এই মন্ত্র গোপন করিয়া রাখিবা॥

* মন্ত্রের প্রক্রিয়া প্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ।

অনেন মন্ত্ররাজেন মহেন্দ্রত্বং পুরন্দরঃ।
জগাম দেবদেবেশো বিষ্ণুনা দত্তমঞ্জসা।
দুর্ব্বাসসঃ পুরা শাপাদসৌভাগ্যেন পীড়িতঃ।
স এব সুভগত্বং বৈ তেনৈব পুনরাপ্তবান্।
বহুনা কিমিহোক্তেন পুরশ্চরণসাধনৈঃ।
বিনাপি জপমাত্রেণ লভতে সর্ব্বমীপ্সিতমিতি ॥ ৮৯ ॥
প্রভুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তং নতোঽস্মি গুরূত্তমং।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যস্য প্রাকৃতোঽপ্যুত্তমো ভবেৎ ॥ ৯০ ॥
অথাধিকারিনির্ণয়ঃ ॥
তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।

মুনিপুঙ্গব হে নারদ ॥ ৮৯ ॥

এবং তত্তন্মাহাত্ম্যলিখনেঽযোগ্যত্বাপ্যাত্মনো ভগবন্মহামহিম্না যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ পরমগুরুং শ্রীভগবন্তং প্রণমতি প্রভুমিতি ॥ ৯০ ॥

দেবেশ্বর দেব পুরন্দর এই মন্ত্ররাজের প্রসাদাৎ অনায়াসে বিষ্ণুকর্তৃক প্রদত্ত মহেন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র অসৌভাগ্যে পীড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই মন্ত্ররাজের প্রসাদাৎ সেই ইন্দ্রই পুনরায় সৌভাগ্য লাভ করেন ॥

অধিক আর কি বলিব, পুরশ্চরণ ও সাধন সকল ব্যতিরেকেও কেবল এই মন্ত্ররাজ জপ করিলেই সমুদায় অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৯ ॥

গ্রন্থকার এই প্রকারে সেই সেই মন্ত্র মাহাত্ম্য লিখন বিষয়ে আপনার অযোগ্যত্ব বিবেচনা করিয়া ভগবানের মহামহিমা দ্বারা যোগ্যতা সম্ভাবনা করত পরমগুরু শ্রীভগবানকে প্রণাম করিতেছেন যথা—

যাঁহার কথঞ্চিৎ আশ্রয়মাত্রে প্রাকৃত-ব্যক্তিও উত্তম হয়, আমি সেই পরম গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে নমস্কার করি ॥ ৯০ ॥

অথ অধিকারিনিরূপণ ॥

তান্ত্রিক মন্ত্র সকলে এবং দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও ব্রাহ্মণসেবাদি-

সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং।
তথাচ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মেচ বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥
শ্রীনারদাম্বরীষসম্বাদে ॥
আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনং।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি।
শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনং।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যু র্বেদানুসারিণা।
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য ॥
শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।

সদ্ধিয়াং উত্তমবুদ্ধীনাং বিপ্রসেবাদিপরাণামিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

পরায়ণ শূদ্রাদির অধিকার আছে ॥

উক্ত বিষয় স্মৃত্যর্থসারনামক গ্রন্থে তথা পদ্মপুরাণেও বৈশাখ মাহাত্ম্যে শ্রীনারদ অম্বরীষ সম্বাদে ॥

স্ত্রীগণ ও শূদ্র সকল পতিকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিতে পারিবে ॥

কেবল নামমাত্র উচ্চারণ দ্বারা শূদ্রদিগের দেবতা পূজা করা হয়। সকল লোকেই বেদানুগত তন্ত্রবিধান দ্বারা পূজা করিতে পারিবে ॥

অপর, পতির প্রিয় ও হিতসাধন পরায়ণা স্ত্রীদিগেরও বিষ্ণুর আরাধনাদিতে অধিকার আছে। চিরপ্রসিদ্ধ শ্রুতি এরূপ বলিয়া থাকে ॥

অগস্ত্যসংহিতায় শ্রীরামমন্ত্ররাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ॥

যে সকল শূদ্র পবিত্র ব্রতধারী, ধার্ম্মিক ও দ্বিজসেবাপরায়ণ এবং যে সকল স্ত্রী পতিব্রতা তথা অন্য প্রতিলোম ও অনুলোমজাত চণ্ডাল

লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণ ইতি ॥ ৯১ ॥
গুরুশ্চ সিদ্ধসাধ্যাদিমন্ত্রদানে বিচারয়েৎ।
স্বকুলান্যকুলত্বঞ্চ বালপ্রৌঢ়ত্বমেবচ।
স্ত্রী পুং নপুংসকত্বঞ্চ রাশিনক্ষত্র-মেলনং।
সুপ্ত-প্রবোধ-কালঞ্চ তথা ঋণ-ধনাদিকং ॥ ৯২ ॥
অথ সিদ্ধসাধ্যাদিশোধনং।
শারদাতিলকে ॥
প্রাক্ প্রত্যগগ্রা রেখাঃ স্যুঃ পঞ্চ যাম্যোত্তরাগ্রগাঃ।

রাশিমেলনং নক্ষত্রমেলনঞ্চ। আদিশব্দেন রাশিশুদ্ধিরিত্যেবমষ্টধা শোধনং জ্ঞেয়ং ॥ ৯২ ॥

যদ্যপ্যেতৎ সিদ্ধসাধ্যাদি জ্ঞানং মুদ্রাদর্শনপ্রকারবদ্বিনা গুরুমুখাৎ সম্যক্ বিজ্ঞাতং ন স্যাৎ তথাপ্যত্র শব্দার্থ এব কেবলং লিখ্যতে। তথাহি। প্রাঞ্চি পূর্ব্বাণি প্রত্যঞ্চি পশ্চিমানি অগ্রাণি যাসাং তাঃ পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখা উর্দ্ধাঃ পঞ্চরেখা লেখ্যা ইত্যর্থঃ। তথা যাম্যোত্তরাগ্রগাঃ দক্ষিণোত্তরমুখাস্তাবত্যঃ পঞ্চৈব রেখাঃ উর্দ্ধরেখোপরি সমকোষ্ঠাভিপ্রায়েণ তির্য্যক্ লেখ্যা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ চত্বারি কোষ্ঠচতুষ্কাণি যস্মিন্ তথা ভূতং মণ্ডলং ভবেৎ। এবং চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং জ্ঞেয়মিত্যেবং চত্বারি কোষ্ঠানি মুখ্যানি ভবন্তি। পুনশ্চ একৈস্যৈবাবান্তরকোষ্ঠানি চত্বারীত্যেবং ষোড়শ কোষ্ঠানি ভবন্তি। তদ্রূপমেকং চতুরস্র- মণ্ডলং

পর্য্যন্ত সমুদায় লোক, তাহারা সকলেই ইহাতে অধিকারী ॥ ৯১ ॥

সিদ্ধসাধ্যাদি মন্ত্রদান বিষয়ে গুরুদেবই স্বীয়কুল, অন্যকুল, বালত্ব, প্রৌঢ়ত্ব, স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, নপুংসকত্ব, রাশিমেলন, নক্ষত্রমেলন, সুপ্ত, ও জাগরূক কাল তথা ঋণধনাদি এ সকল বিচার করিবেন ॥ ৯২ ॥

অথ সিদ্ধসাধ্যাদি শোধন ॥

শারদাতিলকে ॥

পূর্ব্ব পশ্চিমাভিমুখ উর্দ্ধে পাঁচটী রেখা লিখিবে, পরে ঐ পাঁচ রেখার উপরে উত্তর দক্ষিণাগ্র পাঁচটী রেখা লিখিবে, তাহা হইলে

সিদ্ধাদিশোধন যন্ত্রং।

(ক) পূর্ব্ব (খ)

উত্তর।

১ অ ক থ হ	২ উ ঙ প	৩ আ খ দ	৪ ঊ চ ফ
	১		২
৫ ও ড ব	৬ ঌ ঝ ম	৭ ঔ ঢ শ	৮ ৡ ঞ য
৯ ঈ ঘ ন	১০ ৠ জ ভ	১১ ই গ ধ	১২ ঋ ছ ব
	৩		৪
১৩ অঃ ত স	১৪ ঐ ঠ ল	১৫ অং ণ স	১৬ এ ট র

দক্ষিণ।

(গ) পশ্চিম (ঘ)

তাবত্যশ্চ চতুষ্কোষ্ঠচতুষ্কং মণ্ডলং ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥
ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগেন দিক্ষু
ঋত্বষ্ট-ষোড়শ-চতুর্দ্দশ-ভৌতিকেষু
পাতাল-পঞ্চদশ-বহ্নি-হিমাংশু-কোষ্ঠে
বর্ণাল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্ ॥ ৯৪ ॥
জন্মর্ক্ষাক্ষরতো বীক্ষ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরং।

স্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ দীক্ষামণ্ডলাদিবন্নাম্নৈব মণ্ডলং নতু মণ্ডলাকারং চতুষ্কোণত্বাৎ ॥ ৯৩ ॥

তস্মিন্ মণ্ডলে চ যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ ইন্দ্বিতি। লিপিভবান্ বর্ণান্ অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদক্ষরাণি। যদ্বা ককার ষকার সংযোগ সিদ্ধ ক্ষকার ব্যতিরিক্তান্ পঞ্চাশদ্বর্ণান্। ইন্দ্বাদি সংখ্যা সঙ্কেতিতেষু কোষ্ঠেষু ক্রমশঃ অকারাদিক্রমেণ ইন্দ্বাদিক্রমেণ চ লিখেৎ। তত্র ইন্দুশ্চন্দ্র একঃ। তস্মিন্ আদ্যে কোষ্ঠে অকারং লিখেদিত্যর্থঃ। এবং অগ্নৌ তৃতীয়ে আকারং। রুদ্রে একাদশে ইকারং। ইনে সূর্য্যে দ্বাদশকোষ্ঠে। ভৌতিকে পঞ্চমে মহাভূত-পঞ্চকত্বাৎ। বহ্নয়স্ত্রয়ঃ হিমাংশুরেকঃ অঙ্কস্য বামগতিত্বাদ্বহ্নিহিমাংশুভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ং তত্রচ ত্রয়োদশকোষ্ঠে অকারস্য ষোড়শবর্ণং অঃ ইতি বর্ণং লিখেদিত্যর্থঃ। পুনস্তত্রৈব প্রথমকোষ্ঠে ককার ইত্যেবং যাবদ্বর্ণাবলীসমাপ্তি পুনঃ পুনর্লিখেৎ। এবমেব শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যেণাপি নৃসিংহপরিচর্য্যাগ্রন্থে লিখিতং। আদ্যাগ্নীশ গ্রহাঙ্কাব্ধি সূর্য্যাদিগ্রস দিগ্‌গজাঃ। কলামন্নিষু সপ্তাহ বিশ্বে বর্ণান্ পুনর্ন্যসেদিতি ॥ ৯৪ ॥

ততঃ শিষ্যস্য যজ্জন্মনক্ষত্রানুরূপ নামাদ্যাক্ষরং নাম প্রথমাক্ষরমিত্যর্থঃ। মধ্যদেশাদাবত্র

তাহাতে এরূপ একটী মণ্ডল হইবে, যাহার মধ্যে চারিটী মণ্ডল-চতুষ্ক আছে ॥ ৯৩ ॥

প্রথম, তৃতীয়, একাদশ, নবম। দ্বিতীয়, চতুর্থ, দ্বাদশ, দশম। ষষ্ঠ, অষ্টম, ষোড়শ, চতুর্দ্দশ,। পঞ্চম, সপ্তম, পঞ্চদশ ও ত্রয়োদশ মণ্ডলে বর্ণমালার বর্ণ সকলকে অকারাদি ক্ষকারান্ত ৫০ পঞ্চাশদ্বর্ণ অথবা ক ষ সংযোগোৎপন্ন ক্ষ, একারণ ক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ঊনপঞ্চাশদ্বর্ণ অকারাদি ক্রমে লিখিবে ॥ ৯৪ ॥

অনন্তর শিষ্যের জন্মনক্ষত্রাশ্রিত নামের আদ্য অক্ষরবিশিষ্ট গৃহ

চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈকৈস্ত্বেকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ে।
পুনঃ কোষ্ঠককোষ্ঠেষু সব্যতো জন্মভাক্ষরাৎ।

প্রায়ো জন্মনক্ষত্রানুরূপ নামাদাক্ষরকরণাৎ। তস্মাদারভ্য মন্ত্রস্য গ্রাহ্যস্য আদিমাক্ষরং আদ্য-বর্ণং যাবৎ বীক্ষ্যং বিচারয়িতব্যং। যদ্বা সিদ্ধাদি গণনয়া গুণদোষাদিকং দ্রষ্টব্যমিত্যর্থঃ। কথং কুত্র তদাহ। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকং কোষ্ঠং দ্রষ্টব্যং এবং তন্মণ্ডলে কোষ্ঠচতুষ্টয়ং স্যাৎ। তস্মিন্ প্রথমং বীক্ষ্য। যদ্বা সিদ্ধাদিক্রমা জ্ঞেয়া ইত্যনেন পরেণান্বয়ঃ। পশ্চাত্তৎ কোষ্ঠচতুষ্টয়স্য যান্যবান্তরাণি কোষ্ঠানি ষোড়শ তেষু চ জ্ঞেয়াঃ ইতি প্রকারদ্বয়ং। তচ্চ জন্মনক্ষত্রাক্ষরাৎ সব্যতঃ বামগত্যেত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যেণ তত্রৈব। সব্যে নামাদ্যাক্ষরতঃ সিদ্ধাদিক্রম ইষ্যত ইতি এবং সিদ্ধাদিকোষ্ঠস্থানং চ তেনৈব দর্শিতং। নবৈক পঞ্চভিঃ সিদ্ধঃ

হইতে আরম্ভ করিয়া যে গৃহে মন্ত্রের আদ্যক্ষর থাকে সেই গৃহ পর্য্যন্ত সিদ্ধসাধ্যাদি গণনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ ষোড়শ ক্ষুদ্র মণ্ডলের চারি মণ্ডলে এক মণ্ডল বিবেচনা করিয়া ঐ চারি মণ্ডলে। দ্বিতীয়তঃ ঐ চারি মণ্ডলের প্রত্যেক মণ্ডলে জন্মনক্ষত্রের অক্ষর হইতে বাম-গতিতে গণনা করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি শিষ্যের সম্বন্ধে মন্ত্রকে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও শত্রু, ক্রমানুসারে অবগত হইবেন।

তাৎপর্য্য। ক্রম এই যে, নয় ৯। ১ এক। ৫ পাঁচ হইলে সিদ্ধ। ৬ ছয়, ১০ দশ ২ দুই সাধ্য। ৩ তিন, ৭ সাত, ১১ এগার সুসিদ্ধ। ও ৪ চার, ৮ আট, ১২ বার শত্রু। গণনার দুই প্রকার নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, প্রথম চারিটী বৃহৎ মণ্ডল হইয়া দ্বিতীয় মধ্যগত ক্ষুদ্র ষোলটী মণ্ডল লইয়া ক্রমানুসারে গণনা করিলে উক্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি পরস্পর মিলিত হইয়া ১৬ ষোল প্রকার হয়। অতএব মন্ত্র সমুদায়ে ২০ বিংশতি প্রকার। যথা সিদ্ধ ১ সাধ্য ২ সুসিদ্ধ ৩ অরি ৪। সিদ্ধসিদ্ধ ৫ সিদ্ধসাধ্য ৬ সিদ্ধসুসিদ্ধ ৭ সিদ্ধঅরি ৮। সাধ্যসিদ্ধ ৯ সাধ্যসাধ্য ১০ সাধ্যসুসিদ্ধ ১১ সাধ্যঅরি ১২। সুসিদ্ধসিদ্ধ ১৩

সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধারি ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯৫ ॥
সিদ্ধঃ সিদ্ধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহমাত্রেণ অরির্মূলনিকৃন্তনঃ ॥ ৯৬ ॥
সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্।
সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণিকঃ সাধ্যসাধ্যোহ্যনর্থকঃ।
তৎ সুসিদ্ধস্ত্রিগুণিতাৎ সাধ্যারির্হন্তি গোত্রজান্।

সাধ্যঃ ষড়্‌দশযুগ্মকৈঃ। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তরুদ্রৈস্তুর্য্যাষ্টদ্বাদশৈরিপুরিতি ॥ ৯৫ ॥

তত্রচ গণনয়া সিদ্ধাদি স্থানং প্রাপ্তে সতি মন্ত্রাদ্যক্ষরে যৎ ফলং স্যাৎ তদাহ সিদ্ধ ইত্যাদি পঞ্চভিঃ। গ্রহঃ গ্রহণং তন্মাত্রেণ অচিরাদেব সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

এবং চতুঃকোষ্ঠব্যবস্থয়া ফলমুক্ত্বাঽধুনা তদবান্তর-ষোড়শকোষ্ঠ-ব্যবস্থয়া পূর্ব্বাপরাভ্যাং

সুসিদ্ধসাধ্য ১৪ সুসিদ্ধসুসিদ্ধ ১৫ সুসিদ্ধঅরি ১৬ অরিসিদ্ধ ১৭ অরি সাধ্য ১৮ অরিসুসিদ্ধ ১৯ অরিঅরি ২০ ॥ ৯৫ ॥

অহে! লিখিত যন্ত্রের মধ্যে গণনা দ্বারা মন্ত্রের আদ্যক্ষর সিদ্ধাদি স্থান প্রাপ্ত হইলে যে ফল হয় বলি শ্রবণ কর। সিদ্ধ কালেতে অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত নির্দ্দিষ্ট কালে, সাধ্য জপ হোম দ্বারা এবং সুসিদ্ধ মন্ত্র কেবল দীক্ষা গ্রহণমাত্রে সিদ্ধ হয়, আর অরি মূল নাশ করে অর্থাৎ মন্ত্রের বীজ নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৯৬ ॥

এই প্রকার বৃহৎ চারিকোষ্ঠ ব্যবস্থা দ্বারা ফল উল্লেখ করিয়া এক্ষণে তাহার অবান্তর ষোড়শকোষ্ঠ ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ব্ব ও পরের সহিত সিদ্ধ্যাদি চারি প্রকারের পরস্পর সংযোগের ফল বলিতেছেন ॥

যথা—সিদ্ধসিদ্ধ তন্ত্রোক্তকালে, সিদ্ধসাধ্য তন্ত্রোক্তকালের দ্বিগুণ কালে, সিদ্ধসুসিদ্ধ অর্দ্ধজপে অর্থাৎ জপের যত সংখ্যা আছে তাহার অর্দ্ধকালে সিদ্ধ হয়, আর অরি বান্ধব সকলকে বিনাশ করে। সাধ্য-সিদ্ধ দ্বিগুণ কালে, সাধ্যসাধ্য অনর্থ স্বরূপ। সাধ্যসুসিদ্ধ ত্রিগুণ

সুসিদ্ধসিদ্ধোঽৰ্দ্ধজপাত্তৎ সাধ্যস্তু গুণাধিকাৎ।
তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগোত্রহা।
অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাদরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ।
তৎ সুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরির্হন্তি সাধকমিতি ॥ ৯৭ ॥
অস্যচ মন্ত্রবিশেষেঽপবাদঃ ॥ ৯৮ ॥
তথাচ তন্ত্রে ॥
নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবস্যচ।
বৈদিকস্যচ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ।
স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
একাক্ষরে তথা মন্ত্রে সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ।

চতুর্দ্ধান্যোন্যসংযোগেন ফলমাহ সিদ্ধসিদ্ধ ইতি চতুর্ভিঃ। তৎসুসিদ্ধঃ সাধ্যসুসিদ্ধঃ। তৎসাধ্যঃ সুসিদ্ধসাধ্য। তৎসুসিদ্ধঃ সুসিদ্ধসুসিদ্ধঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৯৭ ॥
অস্য এবমুক্তস্য সিদ্ধাদিশোধনস্য ॥ ৯৮ ॥ ৯৯ ॥

কালে সিদ্ধ হয়, আর সাধ্যঅরি বংশ বিনাশ করে। সুসিদ্ধসিদ্ধ অৰ্দ্ধ জপে, সুসিদ্ধসাধ্য দ্বিগুণ জপে। সুসিদ্ধসুসিদ্ধ গ্রহণমাত্রে এবং সুসিদ্ধঅরি স্বীয় গোত্র সংহার করে। অরিসিদ্ধ সন্তানদিগকে এবং অরিসাধ্য কন্যাদিগকে বিনাশ করে। অরিসুসিদ্ধ পত্নীকে আর অরি-অরি সাধককে সংহার করে ॥ ৯৭ ॥

মন্ত্র বিশেষে সিদ্ধাদি শোধনে বিশেষ বিধি আছে ॥ ৯৮ ॥

যথা তন্ত্রে ॥

নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ মন্ত্র সকলের তথা প্রাসাদ, 'হৌঁ' শিবমন্ত্র, প্রণব ও বৈদিক মন্ত্র সকলের সিদ্ধাদি শোধন করিবে না ॥

অপর স্বপ্নলব্ধ, স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং যাহা বিংশতি অক্ষরের অধিক এমত মালামন্ত্র ত্র্যক্ষর ও একাক্ষর ইত্যাদি মন্ত্র সকলের সিদ্ধাদি শোধন করিবে না ॥

আর ইহা স্বকুল এবং ইহা ভিন্ন কুল ইত্যাদি মন্ত্রবিষয়ক ভেদ

স্বকুলান্যকুলত্বাদিবিজ্ঞেয়ং চাগমান্তরাৎ ।
ন বিস্তরভয়াদত্র ব্যর্থত্বাদপি লিখ্যতে ॥ ৯৯ ॥
শ্রীমদ্গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদর্শিনঃ ।
তাদৃক্‌শক্তিষু মন্ত্রেষু নহি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥ ১০০ ॥
তথাচ ক্রমদীপিকায়াং ॥
সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু, নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু ।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং,দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ॥১০১
ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ ॥
অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রমধিকৃত্য শ্রীশিবেনোক্তং ॥

ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি শ্রীমদিতি । তাদৃশী শ্রীগোপালদেবসদৃশী শক্তির্যেষাং তেষু ॥১০০॥
নানাবিধা আহ্বয়া নামানি জন্মভানি চ জন্মনক্ষত্রাণি যেষাং বর্ণাদীনাং তেষ্বপি যদ্বা তেষাং নানাহ্বয় জন্মভেষু সৎস্বপি এষ শ্রীগোপালমন্ত্রোঽভিবাঞ্ছিতানাং ফলানাং শীঘ্রমেব দাতা ॥ ১০১ ॥

অন্যান্য তন্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হইবে, ব্যর্থতা প্রযুক্ত বাহুল্য ভয়ে এ স্থানে ঐসকল লিখিত হইল না ॥ ৯৯ ॥

শ্রীমান্ গোপালদেব যেমন অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন,তাদৃশ তাঁহার মন্ত্র সকলেতেও ঐশ্বর্য্যপ্রদত্ব শক্তিসকল আছে । অতএব ঐ মন্ত্র সকলের কোন বিচার করার প্রয়োজন নাই ॥ ১০০ ॥

এই বিষয় ক্রমদীপিকায় যথা ॥

এই গোপালমন্ত্র, যত বর্ণ, যত আশ্রম, স্ত্রীজাতি এবং যাহাদিগের নাম ও জন্ম নক্ষত্র ভিন্ন প্রকার অর্থাৎ মন্ত্রের আদ্যক্ষরের সহিত যাহাদিগের নামের ও জন্মনক্ষত্রের আদ্যক্ষরের মেলন হয় না, সেই সকলকেই শীঘ্র অভিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥ ১০১ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহন তন্ত্রেও অষ্টাদশাক্ষর
মন্ত্রকে অধিকার করিয়া শ্রীশিব বলিয়াছেন ॥

নচাত্র শাত্রবা দোষা নর্ণস্বাদিবিচারণা।
ঋক্ষরাশিবিচারো বা ন কর্ত্তব্যো মনৌ প্রিয়ে।
কেচিচ্ছিন্নাশ্চ রুদ্ধাশ্চ কেচিন্মদসমুদ্ধতাঃ।
মলিনাঃ স্তম্ভিতাঃ কেচিৎ কীলিতা দূষিতা অপি।

অত্র অস্মিন্ মন্ত্রে শাত্রবাঃ শত্রুসম্বন্ধিনো দোষাঃ সিদ্ধাদিশোধনোক্তাঃ। ঋণঞ্চ স্বং ধনঞ্চ তদাদিবিচারণা চ ন কর্ত্তব্যা। অন্যমন্ত্রাণাং দোষানাহ কেচিদিতি। উক্তঞ্চ ছিন্নাদীনাং লক্ষণং শারদাতিলকে। মনোর্যস্যাদিমধ্যান্তেষ্বানীলং বীজমুচ্যতে। সংযুক্তং বা বিযুক্তং বা স্বরাক্রান্তং ত্রিধা পুনঃ। চতুর্দ্ধা পঞ্চধা বাথ স মন্ত্রশ্ছিন্নসংজ্ঞকঃ। মায়া নমামি চ পদং নাস্তি যস্মিন্ স কীলিতঃ। একং মধ্যে দ্বয়ং মূর্দ্ধ্নি যস্মিন্নস্ত্রপুরন্দরৌ। ন বিদ্যেতে স মন্ত্রঃ স্যাৎ স্তম্ভিতঃ সিদ্ধিরোধনঃ। আদিমধ্যাবসানেষু ভবেদর্ণচতুষ্টয়ং। যস্য মন্ত্রঃ স মলিনো মন্ত্রবিত্তং বিবর্জয়েৎ। মন্ত্রো বাপ্যথ বা বিদ্যা সপ্তাধিক-দশাক্ষরঃ। ফট্কার-

প্রিয়ে! অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রে সিদ্ধাদি শোধনোক্ত শত্রুজনিত দোষ সকল নাই, ঋণ ধন বিচারের প্রয়োজন নাই, নক্ষত্র রাশির বিচারও করিবে না॥

অপর কতক গুলিন মন্ত্র ছিন্ন, কতক গুলিন মন্ত্র রুদ্ধ, কতক গুলিন মন্ত্র মদোন্মত্ত, কতক গুলিন মন্ত্র মলিন, কতক গুলিন মন্ত্র স্তম্ভিত ও কীলিত এবং কতক গুলিন দূষিত। কিন্তু এই অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্র উল্লিখিত দোষ সকলে সংস্পৃষ্ট নহে, অতএব ইহা ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট॥

তাৎপর্য্য। ছিন্নাদি মন্ত্রের লক্ষণ শারদাতিলকে বর্ণিত হইয়াছে যথা যে মন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে বায়ুবীজ অর্থাৎ 'যং' থাকে তাহা সংযুক্তই থাকু বা বিযুক্তই থাকুক, যদি তিনবার অথবা চারিবার কিম্বা পাঁচবার স্বরবর্ণ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রকে ছিন্ন বলে। যে মন্ত্রে মায়াবীজ 'হ্রীং ও নমামি' পদ নাই তাহার নাম কীলিত, যে মন্ত্রের মধ্যভাগে অস্ত্র ও ইন্দ্রের অর্থাৎ ইহাদিগের বীজের একটী এবং শেষভাগে দুইটী না থাকে সেই মন্ত্রের নাম স্তম্ভিত, ইহা সিদ্ধিকে রোধ করে। যে মন্ত্রের আদি মধ্যে ও অন্তে চারিটী বর্ণ থাকে তাহার নাম মলিন,

এতৈর্দোষৈর্যুতো নায়ং যতস্ত্রিভুবনোত্তম ইতি ॥ ১০২ ॥
সামান্যতশ্চ যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে ॥
অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা।
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ।
নাত্র চিন্ত্যোঽরিশুদ্ধ্যাদি র্নারিমিত্রাদিলক্ষণং।
নবা প্রয়াসবাহুল্যং সাধনে ন পরিশ্রমঃ।
অজ্ঞানতূলরাশেশ্চ অনলঃ ক্ষণমাত্রতঃ।

পঞ্চকাদির্যো মদোন্মত্ত উদীরিতঃ। যস্ত মধ্যে দকারো বা ক্রোধো বা মূর্দ্ধনি ত্রিধা। অস্ত্রং তিষ্ঠতি মন্ত্রঃ স তিরস্কৃত ইতীরিত ইত্যাদি। অয়মষ্টাদশাক্ষরঃ শ্রীগোপালমন্ত্রঃ ॥ ১০২ ॥

এবং সম্মোহনতন্ত্রাদ্যুক্তপ্রকারেণ। অন্যেষু শ্রীগোপালদেবমন্ত্রব্যতিরিক্তেষু। পরে সিদ্ধাদিশোধনোক্তদোষতো হন্তেঽপি ছিন্নত্বাদয়ঃ। তদর্থমিতি। যে কেচিদন্যমন্ত্রসাধকা

মন্ত্রবেত্তারা ঈদৃশ মন্ত্রকে বর্জন করিবেন! মন্ত্র অথবা বিদ্যার সপ্তদশ বর্ণ এবং আদিভাগে পাঁচটী ফট্‌কার থাকে তাহার নাম মদোন্মত্ত। আর যে মন্ত্রের মধ্যে দকার এবং শেষভাগে তিনবার অস্ত্র অর্থাৎ ফট্ থাকে তাহার নাম দূষিত ॥ ১০২ ॥

সামান্যতো যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে ॥

অনন্তর দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফল প্রদানকারি কৃষ্ণমন্ত্র সকল বর্ণন করিব, যে সমুদায় অবগত হইয়া মুনিগণ অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন এবং যে সকল মন্ত্রে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রীজাতি ও শূদ্র ইত্যাদি সকলেরই অধিকার আছে। ইহাতে অরি-শুদ্ধি প্রভৃতির বিচার নাই, অরিমিত্রাদিও দেখিতে হয় না, সাধনে যত্নের বাহুল্য নাই এবং পরিশ্রমও করিতে হয় না ॥

ইহা ক্ষণমাত্রেই অজ্ঞান রূপ তূলা রাশির পক্ষে অনল সদৃশ হইয়া থাকেন। ইহাতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি বিচার করা আবশ্যক

সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারিরূপা নাত্র বিচারণা।
সর্ব্বেষাং সিদ্ধমন্ত্রাণাং যতো ব্রহ্মাক্ষরো মনুঃ।
প্রজাপতিরবাপাগ্র্যং দেবরাজ্যং শচীপতিঃ।
অবাপুস্ত্রিদশাঃ স্বর্গং বাগীশত্বং বৃহস্পতিরিত্যাদি।
তথাত্রৈবান্তে।
বিষ্ণুভক্ত্যা বিশেষেণ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
কীটাদিব্রহ্মপর্য্যন্তং গোবিন্দানুগ্রহান্মুনে।
সর্ব্বসম্পত্তিনিলয়াঃ সর্ব্বত্রাপ্যকুতোভয়াঃ।
ইত্যাদি কথিতং কিঞ্চিন্মাহাত্ম্যং বো মুনীশ্বরাঃ।
আকাশে তারকা যদ্বৎ সিন্ধোঃ সৈকতসৃষ্টিবৎ।
এতদ্ বিজ্ঞানমাত্রেণ লভেন্মুক্তিং চতুর্ব্বিধাং।
এতদন্যেষু মন্ত্রেষু দোষাঃ সন্তি পরে চ যে।

ভবেযুস্তেষাং তদ্দোষশোধনার্থমিত্যর্থঃ। তচ্চ তাৎপর্য্যেণ শ্রীগোপালদেবমন্ত্রমাহাত্ম্য

করে না। কারণ যত যত সিদ্ধমন্ত্র আছে তৎ সমুদায়ের মধ্যে এই মন্ত্রের অক্ষর সকল ব্রহ্মস্বরূপ॥

এই মন্ত্রের প্রভাবে ব্রহ্মা সকলের শ্রেষ্ঠতা, শচীপতি দেবরাজ্য, দেবতা সকল স্বর্গ ও বৃহস্পতি বাগীশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন॥

ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ পরে॥

হে মুনে! বিষ্ণুর ভক্তিবিশেষ দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে কি না সিদ্ধি হয়?। গোবিন্দের অনুগ্রহে কীটাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্তও সর্ব্ব সম্পত্তির আবাস স্থান হয়েন এবং তাঁহাদের কাহা হইতেও ভয় হয় না॥

হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদিগকে এই কিঞ্চিন্মাহাত্ম্য বলিলাম, সমগ্র মাহাত্ম্য যেমন আকাশে নক্ষত্র সমূহ, যেমন সমুদ্রতটে বালুকা সৃষ্টি। ইহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেই চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ হয়॥

ইহা ভিন্ন অন্যান্য মন্ত্রে যে অপরাপর দোষ সকল আছে, তৎ

তদর্থং মন্ত্রসংস্কারা লিখ্যন্তে তন্ত্রতো দশ ॥ ১০৩ ॥

অথ মন্ত্রসংস্কারাঃ ॥

শারদাতিলকে।

জননং জীবনঞ্চেতি তাড়নং রোধনং তথা।

অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ।

তর্পণং দীপনং গুপ্তি র্দশৈতা মন্ত্র সংস্ক্রিয়াঃ।

মন্ত্রাণাং মাতৃকামধ্যাদুদ্ধারো জননং স্মৃতং।

প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ।

এতজ্জীবনমিত্যাহু র্মন্ত্র তন্ত্রবিশারদাঃ।

মনোর্ব্বর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতং।
বিলিখ্য মন্ত্রং তং মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ।
তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈ র্হন্যাদযত্নেন রোধনং।

বিখ্যাপনার্থমেবেতি ভাবঃ। তন্ত্রত আগম শাস্ত্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥
জ্যোতির্মন্ত্রেণেত্যুক্তং তমেবাহ তারমিতি। ব্যোমেত্যাদিনা তত্তদ্বীজং বোধ্যতে।

সমুদায়ের প্রতীকারের নিমিত্ত তন্ত্র হইতে দশ প্রকার মন্ত্র সংস্কার লিখিত হইতেছে ॥ ১০৩ ॥

অথ মন্ত্রসংস্কার যথা শারদাতিলকে ॥

জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গোপন এই দশ প্রকার মন্ত্রসংস্কার ॥

মাতৃকাযন্ত্রের মধ্য হইতে মন্ত্র সকলের উদ্ধারকে জনন বলে। ধীর ব্যক্তি প্রণব দ্বারা আবরণ করিয়া মন্ত্রের বর্ণ সকল জপ করিবেন, মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে জীবন বলিয়া থাকেন। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি "যং" এই বায়ু বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক চন্দন জল দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে আঘাত করিবেন, ইহাকেই তাড়ন বলে। মন্ত্রজ্ঞ-ব্যক্তি মন্ত্র লিখিয়া মন্ত্রের অক্ষরের যত সংখ্যা তত গুলি করবীর পুষ্প-দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক সেই মন্ত্রকে তাড়না করিবেন, ইহারই নাম রোধন।

স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া।
অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্বিশুদ্ধয়ে।
সংচিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দ্দহেৎ।
মন্ত্রে মূলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদং।
তার ব্যোমাগ্নি মনুযুগ্দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং স্মৃতং।
মন্ত্রেণ বারিণা যন্ত্রে তর্পণং তর্পণং স্মৃতং।
তার-মায়া-রমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে।
জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনং।
বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি।
সামান্যোদ্দেশমাত্রেণ তথাপ্যেতদুদীরিতং॥ ১০৪॥

এবমগ্রে মায়াদাবপি॥ ১০৪॥

মন্ত্রবেত্তা স্বীয় তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রের যতগুলি বর্ণ তত সংখ্যক অশ্বত্থ পত্র দ্বারা বিশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রকে অভিষেক করিবেন। মন্ত্রি-ব্যক্তি মনোমধ্যে মন্ত্রকে চিন্তা করিয়া মন্ত্র মধ্যগত মূলত্রয়কে জ্যোতির্মন্ত্র দ্বারা দাহন করিবেন, ইহাকেই বিমলীকরণ বলে। প্রণব (ওঁ), আকাশ, অগ্নি ও মন্ত্র সংযুক্ত দণ্ডী অর্থাৎ 'ওঁ হং রং ঔং' ইহা জ্যোতির্মন্ত্র বলিয়া সম্মত। যাহাতে জপ করা হইয়াছে, এরূপ কুশজল দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে সেই মন্ত্র সহকারে বিধি অনুসারে প্রোক্ষণ করার নাম আপ্যায়ন। মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জল দ্বারা যন্ত্র মধ্যে তর্পণ করার নাম তর্পণ। তার মায়া ও লক্ষ্মীযোগ অর্থাৎ "ওঁ হ্রীং শ্রীং" মন্ত্রের দীপন বলিয়া কথিত। যে মন্ত্র জপ করিতে হইবে, তাহাকে প্রকাশ না করার নাম গোপন। কৃষ্ণমন্ত্র সকল বলবান্ প্রযুক্ত, সংস্কারের অপেক্ষা নাই। তথাপি সামান্যত উদ্দেশ করিয়াই ইহা কথিত হইল॥ ১০৪॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে গৌরবো নাম প্রথমো বিলাসঃ ॥ ❋ ॥ ১ ॥ ❋ ॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসটীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং প্রথমোবিলাসঃ ॥ ❋ ॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি বিলিখিত শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদে গৌরবনামকঃ প্রথমোবিলাসঃ ॥ ❋ ॥

সমাপ্তঃ।

অথ দ্বিতীয়বিলাসঃ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥ ১॥
অথ দীক্ষাবিধিঃ॥
দীক্ষাবিধি র্লিখ্যতেঽত্রানুসৃত্য ক্রমদীপিকাং।
বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ॥ ২॥

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে ভদ্রবনচন্দ্রায়॥ অন্ধঃ পশ্যতি শাস্ত্রাণি শিলা তরতি বারিধিং। যস্য প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরং। কর্ত্তব্যাংশস্য বিজ্ঞানমবশ্যং সম্যগিষ্যতে। অতো যস্তত্র সংক্ষিপ্তো গ্রন্থঃ সোঽয়ং প্রপঞ্চ্যতে। তত্রাদৌ বিবিধমতাকুলিত-দীক্ষাবিধি-লিখনে পরমাশক্তস্যাপ্যাত্মনো ভগবদনুগ্রহেণ শক্ততাং সম্ভাবয়ন্নিব প্রারিপ্সিত সিদ্ধয়ে পূর্ব্ববদ্ গুরু-রূপমিষ্টদৈবতং প্রণমতি তমিতি। শ্রীমান্ কৃষ্ণশ্চাসৌ চৈতন্যদেবশ্চ পরমাত্মেতি তং। পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি বিখ্যাতদেবমীশ্বরং। সাক্ষাত্তত্ত্বোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবেঽপি চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা সর্ব্বেষামপি জীবানাং পরমগুরুতয়াত্মনোঽপি সএব গুরুরিত্যভিপ্রেত্য লিখতি জগদ্গুরু-মিতি। পক্ষে সর্ব্বত্রৈব ভগবন্নামসংকীর্ত্তনপ্রধানভক্তিপ্রচারণাজ্জগতাং গুরুত্বেন বিশেষতো দীনজনবিষয়ক সমগ্রোপদেশানুগ্রহেণ গুরুমিতি॥ ১॥

ক্রমদীপিকামনুসৃত্যেতি শ্রীকেশবাচার্য্যবিরচিত-ক্রমদীপিকাখ্য-গ্রন্থোক্তানুসারেণৈব নতু তদুক্তবিরোধেনেত্যর্থঃ। দীক্ষাবিধিলিখনে হেতুঃ। বিনেতি। হি যতঃ॥ ২॥

যাঁহার কৃপায় কুকুরও সুখে মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি॥ ১॥

অথ দীক্ষাবিধি॥

কেশবাচার্য্য-বিরচিত ক্রমদীপিকা নামক গ্রন্থের অনুসারে দীক্ষা-বিধি লিখিত হইতেছে। দীক্ষাব্যতিরেকে কাহারই পূজাতে অধিকার নাই॥ ২॥

অথ দীক্ষানিত্যতা ॥

আগমে ॥

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু ।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ।
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু ।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতং ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ।

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং ।

অনুপেতানাং অকৃতোপনয়নানাং। উপনয়নাৎ যজ্ঞোপবীতদানাৎ অনু অনন্তরং তু অধিকারঃ স্যাদেব। শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিতমিত্যর্থঃ প্রধানত্বেন শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণাৎ শ্রীশিবস্যাপি সম্যক্ স্তুতিবিষয়মিতি ভাবঃ । এবঞ্চ দীক্ষাং বিনা পূজায়ামনধিকারাৎ, তথা। শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন । স চাণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিরিত্যাদি বচনৈঃ পূজায়াশ্চাবশ্যকত্বাদ্দীক্ষায়া নিত্যত্বং সিদ্ধ্যতি। শ্রীশালগ্রাম-শিলাধিষ্ঠানং বর্গেষু মুখ্যত্বাৎ সর্ব্বাণ্যেব ভগবদধিষ্ঠানান্যুপলক্ষয়তি। নিত্যত্বমেব ব্রহ্ম-বচনেন সাধয়তি তে নরা ইতি । জনার্দ্দনো যৈর্নার্চ্চিত ইতি দীক্ষাং বিনার্চ্চনা-

অথ দীক্ষার নিত্যতা ॥

আগমে অর্থাৎ তন্ত্রে ॥

এই পৃথিবীতে যে সকল দ্বিজাতির যজ্ঞোপবীত হয় নাই, তাঁহা-দিগের যেমন নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার নাই কিন্তু যজ্ঞোপবীত হইলে অধিকার জন্মে, তদ্রূপ এই ক্ষিতিতলে যাঁহাদিগের দীক্ষা হয় নাই তাঁহাদিগেরও পূজাদিতে অধিকার নাই, একারণ আত্মাকে অর্থাৎ স্বীয় শরীরকে দীক্ষিত করিবে ।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ব্রহ্মনারদ-
সম্বাদে যথা ॥

যে সকল নর বিষ্ণুদীক্ষা লাভ করিতে পারে নাই অথবা জনার্দ্দনের পূজা করে নাই তাহারা লোকমধ্যে পশু, তাহাদিগের জীবন ধারণ

যৈ র্ন লব্ধা হরেদীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ ॥ ৩ ॥

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসম্বাদে বিষ্ণুযামলে চ ॥

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।

পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ ॥ ৪ ॥

বিশেষতো বিষ্ণুযামলে ॥

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্ণীয়াদদীক্ষয়া।

তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যেতু দেবতাশাপ আপতেৎ ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ ॥

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তাং হরিপূজাবিধিক্রিয়াং।

সিদ্ধেঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

অদীক্ষয়া দীক্ষাবিধিব্যতিরেকেণ দেবতানাং সর্ব্বাসামেব। তন্মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়া বা শাপঃ। যদ্যপি পূর্ব্বং লিখিতায়াঃ শ্রীগুরূপসত্তে র্নিত্যতয়া দীক্ষায়া অপি নিত্যতা সিদ্ধৈব তথাপ্যুপসত্তেরাশ্রয়ণমাত্রতাবিবক্ষয়া দীক্ষায়াশ্চ সবিধিমন্ত্রগ্রহণাদিরূপতয়া পৃথগুল্লেখ ইতি দিক্ ॥ ৫ ॥

নন্থু যথাকথঞ্চিদ্ভগবদর্চ্চনেন মহাফলং শ্রূয়তে অতো গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষাগ্রহণে কোঽয়মাগ্রহস্তত্রাহ অবিজ্ঞায়েতি। হরিপূজাবিধেঃ ক্রিয়ামনুষ্ঠানং বিধানোক্তাং পূর্ব্বপূর্ব্ব-

---

করায় ফল কি ? ॥ ৩ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ ও মোহিনীরসম্বাদে তথা বিষ্ণুযামলেতেও ॥

হে বামোরু ! যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করে নাই তাহার সমুদায় কর্ম্ম নিরর্থক অর্থাৎ কোন কর্ম্মের ফল হয় না। যে মনুষ্যের দীক্ষা লাভ হয় নাই সে পশুযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

বিশেষ করিয়া বিষ্ণুযামলে বলিয়াছেন ॥

স্নেহ প্রযুক্তই হউক বা লোভ হেতুই হউক, যে গুরু, দীক্ষা ব্যতিরেকে শিষ্য গ্রহণ করেন, সেই গুরুতে এবং সেই শিষ্যেতেও সমস্ত দেবতার শাপ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৫ ॥

বিষ্ণুরহস্যেতেও যথা ॥

অহে ! যদি বল যথাকথঞ্চিৎরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মহা-

কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥ ৬ ॥
অথ দীক্ষামাহাত্ম্যং বিষ্ণুযামলে ॥
দিব্যংজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।
অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্লীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ ॥
স্কান্দে ॥

রুপদেষ্টৃভি র্যথাবিধ্যেবোপদিষ্টাং শ্রীগুরুমুখাদবিজ্ঞায় বিশেষেণাজ্ঞাত্বা বিধানতো ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি শতাংশানামেকমংশং লভতে। গুর্ব্বনপেক্ষয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শিষ্টদর্শিতমার্গানাদরেণ পূজাফলং ন সম্যগ্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নিত্যত্বমেব দ্রঢ়য়ন্ নিত্যত্বেঽপি দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ ফলবিশেষঞ্চ দর্শয়ন্ দীক্ষামাহাত্ম্যং

ফল শুনা যায়, তবে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণে এ আগ্রহ কেন?। ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপদেষ্টৃগণ যেরূপ বিধানে হরিপূজার অনুষ্ঠান উপদেশ করিয়াছেন,তাহা শ্রীগুরুমুখ হইতে বিশেষ প্রকারে পরিজ্ঞাত না হইয়া বিধান পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিলেও পূজাফলের শত ভাগের এক ভাগমাত্র লাভ হয় ॥

অর্থাৎ গুরু অপেক্ষা না করা তথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনদিগের দর্শিত পথের অনাদর নিমিত্ত সমগ্ররূপে পূজার ফল প্রাপ্তি হয় না ॥ ৬ ॥

অথ দীক্ষামাহাত্ম্য যথা—

বিষ্ণুযামলে ॥

যে দিব্য জ্ঞান প্রদান করে এবং যে সমগ্ররূপে পাপ ক্ষয় করে এজন্য তত্ত্বজ্ঞ গুরুজনেরা তাহাকে দীক্ষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব গুরুদেবকে এই প্রকারে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া বিধি অনুসারে দীক্ষা পূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি।

প্রাপ্তা যৈস্তু হরের্দ্দীক্ষা সর্ব্বদুঃখবিমোচনী ॥

তত্ত্বসাগরে চ ॥

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।

তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥

অথ দীক্ষাকালঃ ॥

তত্র মাসশুদ্ধিঃ। আগমে।

মন্ত্রস্বীকরণং চৈত্রে বহুদুঃখফলপ্রদং।

বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে তু মরণং ধ্রুবং।

আষাঢ়ে বন্ধুনাশায় শ্রাবণে তু ভয়াবহং।

প্রজাহানি র্ভাদ্রপদে সর্ব্বত্র শুভমাশ্বিনে।

লিখতি দিব্যমিতি ত্রিভিঃ। তপস্বিন ইতি। শ্রেষ্ঠা জ্ঞানাদিনিষ্ঠেভ্যঃ পরমোত্তমাঃ।

স্কন্দপুরাণেও ঐ কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ব্রহ্মনারদসম্বাদে যথা ॥

যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদুঃখ-বিমোচনকারিণী বিষ্ণুদীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারাই তপস্বী, তাঁহারাই কর্ম্মনিষ্ঠ ও তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ॥

তত্ত্বসাগরেতেও ॥

যেমন বিধানানুসারে পারদ সংযোগ করায় কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা মনুষ্যদিগের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥

অথ দীক্ষাকাল ॥

তন্মধ্যে মাসশুদ্ধি যথা তন্ত্রে ॥

আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, চৈত্রমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্র বহুতর দুঃখ ফল প্রদান করেন, বৈশাখ মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে রত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠমাসে নিশ্চয় মরণ ঘটে, আষাঢ়মাসে বন্ধু নাশ, শ্রাবণমাসে ভয়, ভাদ্রমাসে সন্তানের হানি, আশ্বিনমাসে সর্ব্ব প্রকার শুভ, কার্ত্তিক-

কার্ত্তিকে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে শুভপ্রদং।
পৌষেতু জ্ঞানহানিঃ স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং।
ফাল্গুনে সর্ব্ববশ্যত্বমাচার্য্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৭ ॥
ক্বচিচ্চ।
সমৃদ্ধিঃ শ্রাবণে নূনং জ্ঞানং স্যাৎ কার্ত্তিকে তথা।
ফাল্গুনেঽপি সমৃদ্ধিঃ স্যান্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥
গৌতমীয়ে ॥
মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ।
বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্ জ্যৈষ্ঠেতু মরণং ধ্রুবং।
আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ।
প্রজানাশো ভবেদ্ ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ।
কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ।

নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা ॥ ৭ ॥

ক্বচিচ্চেতি অগস্ত্যসংহিতাদানুসারি-শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। পূর্ব্বোক্তেনাবিরোধস্তু মন্ত্র·

মাসে ধনবৃদ্ধি, অগ্রহায়ণমাসে কল্যাণ, পৌষমাসে জ্ঞানহানি, মাঘমাসে বুদ্ধিবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনমাসে সকলে বশ্যত্ব অর্থাৎ সকলকে বশীভূত করিবার শক্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ৭ ॥

কোন গ্রন্থে বলিয়াছেন ॥

শ্রাবণ মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিশ্চয় সমৃদ্ধি, কার্ত্তিক মাসে জ্ঞান এবং ফাল্গুন মাসেও সমৃদ্ধি লাভ হইবে, কিন্তু মলমাস পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ মলমাসে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে যথা ॥

মন্ত্রগ্রহণ চৈত্রমাসে হইলে সমস্ত পুরুষার্থ প্রদান করে, বৈশাখে মন্ত্র গৃহীত হইলে রত্ন লাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে নিশ্চয় মরণ ঘটে। আষাঢ়ে বন্ধুনাশ হয়, শ্রাবণমাসে পরিপূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্তি করায়। ভাদ্রমাসে প্রজানাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়, কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে

পৌষেতু শত্রুপীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনং।
ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যু র্মলমাসং পরিত্যজেৎ ॥
স্কান্দে তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদমোহিনীসম্বাদে ॥
কার্ত্তিকেতু কৃতা দীক্ষা নৃণাং জন্ম-নিকৃন্তনী।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দীক্ষাং কুর্ব্বীত কার্ত্তিকে ॥ ইতি ॥ ৮ ॥
শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষয়াস্তু ন দূষ্যতি।
চৈত্রমাসে যদুক্তা তদ্দীক্ষা তত্রৈব দেশিকৈঃ ॥ ৯ ॥
অথ বারশুদ্ধিঃ ॥
রবৌ গুরৌ তথা সোমে কর্ত্তব্যং বুধশুক্রয়োঃ ॥

ভেদেন বিবিধফলভেদাপেক্ষয়া মতভেদেন বা জ্ঞেয়ঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৮ ॥

এবং নিষিদ্ধেঽপি চৈত্রে শ্রীগোপালমন্ত্রদীক্ষামনুজানাতি শ্রীমদিতি। যদযস্মাত্তেষাং শ্রীগোপালমন্ত্রাণাং দীক্ষা চৈত্রে এব উক্তা শ্রীকেশবাচার্য্যাদিভিঃ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। চৈত্রে কৃষ্ণস্বেব তন্মাসি কর্ম্মেতি। ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চ। মধুমাসে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ। আপূর্য্যমাণপক্ষেতু সংশুদ্ধিং ভাবয়েত্তত ইতি ॥ ৯ ॥

শত্রুপীড়া, মাঘে, মেধাবৃদ্ধি এবং ফাল্গুনে সর্ব্ব প্রকার কাম প্রাপ্তি হয়, কিন্তু মলমাস পরিত্যাগ করিবে ॥

স্কন্দপুরাণে সেই স্থানে অর্থাৎ কার্ত্তিক-প্রসঙ্গ
শ্রীরুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী-সম্বাদে যথা ॥

কার্ত্তিকমাসে দীক্ষাকৃত হইলে ঐ দীক্ষা মনুষ্যদিগের জন্মচ্ছেদন করে অতএব সর্ব্ব প্রকারে যত্নসহকারে কার্ত্তিকমাসে দীক্ষা করিবে ॥৮॥

পূর্ব্বে যে চৈত্র মাসে দীক্ষা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা শ্রীমদ্গোপালদেবের মন্ত্র-দীক্ষায় নিষিদ্ধ হয় না, যেহেতু মন্ত্রাচার্য্যেরা ঐ চৈত্রমাসেই শ্রীমদ্গোপালমন্ত্রের দীক্ষা-বিধান করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অথ বারশুদ্ধি ॥

রবি, বৃহস্পতি, সোম, বুধ এবং শুক্র এই পাঁচ বারে দীক্ষা গ্রহণ

অথ নক্ষত্রশুদ্ধিঃ ॥

নারদতন্ত্রে ॥

রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরা ত্রয়ঃ।

পুষ্যং শতভিষশ্চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে ॥

ক্বচিচ্চ ॥

অশ্বিনী-রোহিণী-স্বাতি-বিশাখা-হস্ত-ভেষু চ।

জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেব কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনং ॥ ১০ ॥

অথ তিথিশুদ্ধিঃ ॥

সারসংগ্রহে ॥

দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ।

দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি চ ॥

অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেষত্র পূর্ব্বোক্তেন বিরোধাভাবেঽপি ততো বিশেষলাভেন ক্বচিচ্চেতি প্রয়োগঃ। এবমগ্রেঽপি মন্ত্রাভিষেচনং দীক্ষাং ॥ ১০ ॥

করা কর্ত্তব্য ॥

অথ নক্ষত্রশুদ্ধি ॥

যথা নারদতন্ত্রে ॥

রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয় অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ, তথা পুষ্যা ও শতভিষা এই নয়টীকে দীক্ষাবিষয়ক নক্ষত্র বলা যায় ॥

কোন স্থানে বলিয়াছেন ॥

অশ্বিনী, রোহিণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা এবং জ্যেষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই নয় নক্ষত্রে দীক্ষা করিবে ॥ ১০ ॥

অথ তিথিশুদ্ধি ॥

সারসংগ্রহে ॥

দ্বিতীয়া, পঞ্চমী এবং ষষ্ঠী, বিশদরূপে তথা দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী-তেও দীক্ষা করিবে ॥

ক্বচিচ্চ ॥

পূর্ণিমা পঞ্চমী চৈব দ্বিতীয়া সপ্তমী তথা।
ত্রয়োদশী চ দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা॥ ইতি।
এবং শুদ্ধে দিনে শুক্লপক্ষে শুক্রগুরূদয়ে।
সল্লগ্নে চন্দ্রতারানুকূলে দীক্ষা প্রশস্যতে ॥ ১১ ॥

অথাত্রাপবাদঃ। রুদ্রযামলে ॥

সত্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ ॥ ১২ ॥
সুলগ্নচন্দ্রতারাদিবলমত্র সদৈব হি।
লব্ধোঽত্র মন্ত্রো দীর্ঘায়ুঃ সম্পৎ সন্ততিবর্দ্ধনঃ ॥ ১৩ ॥

শুক্রস্য গুরোশ্চ বৃহস্পতেরুদয়ে সতি নস্তস্তসময়ে ॥ ১১ ॥

তন্তুপর্ব্ব শ্রাবণে পবিত্রারোপণোৎসবঃ দামনপর্ব্ব চৈত্রে দমনকারোপণোৎসবস্তয়োঃ ॥১২॥

অত্র সত্তীর্থাদৌ ॥ ১৩ ॥

কোন স্থানে বলিয়াছেন ॥

পূর্ণিমা, পঞ্চমী, দ্বিতীয়া, সপ্তমী, ত্রয়োদশী ও দশমীপ্রভৃতি তিথি সকলবিষয়ে প্রশস্ত এবং ইহারা সর্ব্বকাম প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার শুদ্ধদিবসে শুক্লপক্ষে শুক্র ও বৃহস্পতির উদয়কালে, উত্তম লগ্নে এবং চন্দ্র তারা অনুকূলে যে দীক্ষা তাহাই প্রশস্ত ॥ ১১ ॥

এই দীক্ষা-বিষয়ে বিশেষব্যবস্থা রুদ্রযামলে যথা—

প্রধানতীর্থে সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণসময়ে, তন্তুপর্ব্বে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে পবিত্রারোপণোৎসব দিবসে তথা দামনপর্ব্ব অর্থাৎ চৈত্রমাসে দমনকারোপণোৎসব দিবসে মন্ত্র দীক্ষা করিবে, ইহাতে মাস ও নক্ষত্রাদির শোধন করিবে না ॥ ১২ ॥

এই সকল শুভলগ্ন ও চন্দ্রতারাদির বল, সকল সময়েই আবশ্যক। সত্তীর্থাদিতে মন্ত্রলাভ হইলেই ঐ মন্ত্র দীর্ঘায়ুঃ ও সম্পৎ সন্ততি বৃদ্ধি করে ॥ ১৩ ॥

অন্যত্র ॥

সূর্য্যগ্রহণকালেন সমানো নাস্তি কশ্চন ।
তত্র যদ্যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ ।
ন মাসতিথিবারাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বসারে চ ॥

দুর্ল্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে ॥
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্ ।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি ।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া ।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া ।

সত্তীর্থাদিষ্বপি মধ্যে সূর্য্যপর্ব্বণঃ প্রাশস্ত্যং দর্শয়তি সূর্য্যেতি সার্দ্ধেন ॥ ১৪ ॥

তত্র তত্রাপি পুনরপবাদং দর্শয়তি যদৈবেতি সার্দ্ধেন ॥ ১৫ ॥

অন্যত্র বলিয়াছেন ॥

সূর্য্যগ্রহণকালের তুল্য আর কাল নাই, তাহাতে যাহা যাহা করিবে তৎসমুদায় অনন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণে মাস, তিথি ও বারাদি শোধন করিবে না ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বসাগরেতেও বলিয়াছেন ॥

সদ্গুরু সকলের সঙ্গলাভ অতিশয় দুর্ল্লভ, একবার মাত্র সঙ্গ উপস্থিত হইলে, তিনি যখন অনুমতি করিবেন তখনই দীক্ষার প্রশস্তকাল॥ গ্রামেই হউক বা অরণ্যেই হউক কিম্বা ক্ষেত্রে অথবা দিবসে কিম্বা রাত্রিতেই হউক, যখনই দৈবক্রমে গুরু আগমন করেন, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তখনই দীক্ষা হইতে পারে। গুরুর যখনই ইচ্ছা হইবে, তাঁহার আজ্ঞানুসারে তখনই দীক্ষা হইবে।

সদ্গুরু স্বেচ্ছাবশতঃ আসিয়া উপস্থিত হইলে, না তীর্থ, না ব্রত,

দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ ॥ ১৫ ॥

অথ মণ্ডপনির্ম্মাণবিধিঃ ॥

ক্রিয়াবত্যাদিভেদেন ভবেদ্দীক্ষা চতুর্ব্বিধা।
তত্র ক্রিয়াবতী দীক্ষা সংক্ষেপেণৈব লিখ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভূমিং সংস্কৃত্য তস্যাং চার্চ্চয়িত্বা বাস্তুদেবতাঃ।
সপ্তহস্তমিতং কুর্য্যান্মণ্ডপং রম্যবেদিকং ॥ ১৭ ॥

আদিশব্দেন কলাত্মা বর্ণময়ী বেধময়ী চ। তথাচ শারদাতিলকে। চতুর্ব্বিধা সা সন্দিষ্টা ক্রিয়াবত্যাদিভেদতঃ। ক্রিয়াময়ী বর্ণময়ী কলাত্মা বেধময্যপীতি ॥ ১৬ ॥

সংস্কৃত্য তুষকেশাঙ্গারাস্থি-শর্করাদিদোষাপসারণেনোপস্কৃত্য। বাস্তুদেবতার্চ্চনবিধিস্তু প্রসিদ্ধএব শারদাতিলকাদিগ্রন্থসম্মতোঽগ্রে প্রাসাদনির্ম্মাণে লেখ্যো বাহুল্যভয়াদত্র ন লিখ্যতে। সপ্তভি র্হস্তৈঃ পরিমিতং। কেচিচ্চ ষড়্ভিরষ্টভির্দ্বাদশভির্বা হস্তৈর্মিতং মণ্ডপমিচ্ছন্তি। তথাচ বশিষ্ঠসংহিতায়াং। ষড়্দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্ব্বা সমন্ততঃ ইতি। রম্যা অত্যন্তদৈর্ঘ্যহ্রস্বোচ্চনীচত্বাদিরাহিত্যেন শোভনা বেদিকা যস্মিন্ তৎ। তাঞ্চ মণ্ডপমধ্যে রচয়েৎ। তথা চোক্তং। পঞ্চহস্তমিতাং তত্র চতুরস্রাং চতুর্ম্মুখাং। হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতাং রম্যাং মধ্যে বেদীং প্রকল্পয়েদিতি। বশিষ্ঠসংহিতায়াঞ্চ। বায়ব্যে বাথ ঐশান্যে পূজাবেদীং প্রকল্পয়েৎ। হস্তোন্নতাঞ্চ বিস্তীর্ণাং চতুরস্রাং সমন্তত ইতি। অত্রচ বিরোধো মতভেদাদিনা মণ্ডপভেদেন পরিহরণীয়ঃ। মণ্ডপানুমানেনৈব মধ্যে বেদীমুত্তমাং রচয়েদিতি স্থিতিঃ ॥ ১৭ ॥

না হোম, না স্নান, না জপকর্ম্ম, ইহারা সকল দীক্ষার প্রতি কারণ হইতে পারে না অর্থাৎ এ সকলের আর প্রয়োজন করে না ॥ ১৫ ॥

অথ মণ্ডপনির্ম্মাণবিধি ॥

ক্রিয়াবত্যাদি অর্থাৎ ক্রিয়াবতী, কলাত্মা, বর্ণময়ী ও বেধময়ী ভেদে দীক্ষা চারিপ্রকার হয়। এস্থলে সংক্ষেপে ক্রিয়াবতী দীক্ষাই লিখিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

ভূমি সংস্কার করিয়া তাহাতে বাস্তুদেবতার পূজা পূর্ব্বক মনোহর বেদী সংযুক্ত সপ্তহস্তপরিমিত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১৭ ॥

অষ্টধ্বজং চতুর্দ্বারং ক্ষীরপাদপতোরণং।
ত্রিগুণীকৃতসূত্রাঢ্যং কুশমালাভিবেষ্টিতং ॥ ১৮ ॥
অথ কুণ্ডনির্ম্মাণবিধিঃ ॥
তস্মিংশ্চ দিশি কৌবের্য্যাং চতুষ্কোণং ত্রিমেখলং।
কুণ্ডং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলিপ্রমিতং বুধঃ ॥ ১৯ ॥
খাতং ত্রিমেখলোচ্ছ্রায়সহিতং তাবদাচরেৎ।

মণ্ডপমেব বিশিনষ্টি অষ্টেতি। অষ্টদিক্ষু অষ্টৌ ধ্বজা যস্মিন্ তৎ। ক্ষীরযুক্তৈঃ পাদপৈঃ প্লক্ষাদিভি র্হস্তমাত্রং ভূম্যন্তর্নিখাতৈস্তোরণং বহির্দ্বারং যস্মিন্ তৎ। তথাচ মৎস্যপুরাণে। প্লাক্ষং দ্বারং ভবেৎ পূর্ব্বং যাম্যমৌড়ুম্বরং ভবেৎ। পশ্চাদশ্বত্থঘটিতং নৈয়গ্রোধং তথোত্তরমিতি। ত্রিগুণীকৃতেন সূত্রেণ আঢ্যয়া যুক্তয়া কুশমালয়া অভিতো বেষ্টিতং। সর্ব্বতো নিবদ্ধকুশজাতেন ত্রিগুণিতসূত্রেণ পরিবৃতমিত্যর্থঃ। কেচিচ্চ ত্রিসূত্র্যা কুশময় রজ্জ্বোপবেষ্টিতমিত্যাহুঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মিন্ মণ্ডপে। তিস্রো মেখলাঃ খাতাদ্বহিরুপর্য্যুপরি যথাবিধি নির্ম্মীয়মাণা বপ্রা যস্মিন্ তৎ ॥ ১৯ ॥

তাবচ্চতুর্বিংশত্যঙ্গুলিপরিমিতং খাতঞ্চ তিসৃণাং মেখলানামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতস্তেন সহিতমেব কুর্য্যাৎ নতু ভূম্যন্তরে চ তাবৎ সর্ব্বং খাতং খনেদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মেখলা-

ঐ মণ্ডপের আট্‌দিকে আট্ ধ্বজ, চারিদিকে চারি দ্বার, প্লক্ষপ্রভৃতি ক্ষীর বিশিষ্ট বৃক্ষের চারিটী তোরণ অর্থাৎ বহির্দ্বার থাকিবে। অপর ঐ বেদী ত্রিগুণীকৃত সূত্র সমন্বিত কুশমালা দ্বারা অর্থাৎ ত্রিপক কুশ সূত্র দ্বারা বেদীকে বেষ্টন করিবে ॥ ১৮ ॥

অথ কুণ্ডনির্ম্মাণ বিধি ॥

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সেই মণ্ডপের উত্তরদিকে চতুষ্কোণ তিনটী মেখলা অর্থাৎ প্রাচীর বিশিষ্ট চতুর্বিংশতি অঙ্গুল পরিমিত কুণ্ড অর্থাৎ খাত প্রস্তুত করিবে ॥ ১৯ ॥

খাতকে মেখলাত্রয়ের উচ্চতার সহিত একত্র করিয়া তাবৎ পরিমাণে পরিমিত অর্থাৎ চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণ বিশিষ্ট করিবেন,

তস্মাৎ খাতাদ্বহিঃ কুর্য্যাৎ কণ্ঠমেকাঙ্গুলং ধ্রুবং ॥ ২০ ॥
তত্রাদ্যমেখলোচ্ছ্রায়বিস্তারৌ চতুরঙ্গুলৌ।
ত্র্যঙ্গুলৌ তৌ দ্বিতীয়ায়াস্তৃতীয়ায়া যুগাঙ্গুলৌ ॥ ২১ ॥
যোনিঞ্চ পশ্চিমে ভাগে মেখলাত্রিতয়োপরি।
ষড়ঙ্গুলাঞ্চ বিস্তারে দৈর্ঘ্যে চ দ্বাদশাঙ্গুলাং।

ত্রয়াদধঃ পঞ্চদশাঙ্গুলানি খনেৎ। তেন চ মেখলাত্রয়োচ্ছ্রায়েণ চ মিলিত্বা চতুর্বিংশত্যঙ্গুল-গর্ত্তসম্পত্ত্যা যথোক্তং কুণ্ডং সিদ্ধ্যতীতি জ্ঞেয়ং। কেচিচ্চ মন্যন্তে ভূম্যন্তরে চতুর্বিংশত্যঙ্গুলি-পরিমিতং খাতং। তস্মাদুপরি মেখলাত্রয়ং পৃথগেবেতি। যৎ খাতং মেখলাত্রয়াধো ভূম্যন্তঃ কৃতমস্তি তস্মাৎ ধ্রুবমবশ্যমেব ॥ ২০ ॥

তত্র কুণ্ডে। আদ্যায়াঃ প্রথমায়াঃ মেখলায়াঃ উচ্ছ্রায়ঃ উচ্চতা বিস্তারঃ দ্বিতীয়মেখলায়াস্ত তৌ উচ্ছ্রায়বিস্তারৌ যুগাঙ্গুলৌ দ্ব্যঙ্গুলৌ এবমাসামুচ্ছ্রায়ো নবাঙ্গুলপরিমিতঃ সিদ্ধঃ ॥ ২১ ॥

যোনিঞ্চ কুণ্ডস্য পশ্চিমভাগে কুর্য্যাদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। গজস্য হস্তিনোঽধরস্য ওষ্ঠস্যেবাকৃতিঃ অগ্রে সঙ্কুচিতাঽধোবিস্তৃতা অশ্বত্থদলসদৃশী যস্যাস্তাং। বিধিবদিতি সাচ প্রাঙ্মুখী। তস্যাঃ পরিতশ্চৈকাঙ্গুলা মেখলা কার্য্যা। কুণ্ডমধ্যে চ প্রবিষ্টং যোন্যগ্রমেকাঙ্গুলং যোনিমূলে চ গজকুম্ভদ্বয়াকৃতিবৃত্তদ্বয়মর্ঘ্যপাত্রস্যেব কার্য্যমিত্যর্থঃ। তথা চ বশিষ্ঠ-

ইহাতে মেখলাত্রয়ের পরিমাণ নয় অঙ্গুলি, সুতরাং খাতের পরিমাণ পঞ্চদশ অঙ্গুলি হইবে। সেই খাতের বহির্ভাগে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ অঙ্গুলির ঊর্দ্ধদেশে অবশ্যই একাঙ্গুলিপরিমিত কণ্ঠ অর্থাৎ রেখা কল্পনা করিবেন ॥ ২০ ॥

সেই কুণ্ডে প্রথম মেখলার উচ্চতা ও বিস্তার চারি অঙ্গুল, দ্বিতীয়-মেখলার উচ্চতা ও বিস্তার তিন অঙ্গুল এবং তৃতীয় মেখলার উচ্চতা ও বিস্তার দুই অঙ্গুল পরিমিত ॥ ২১ ॥

আর মেখলাত্রিতয়ের উপরি পশ্চিম ভাগে বিধানানুসারে যোনি কল্পনা করিবেন। ঐ যোনি বিস্তারে ছয় অঙ্গুল, দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ অঙ্গুল এবং উচ্চে একাঙ্গুল ও মধ্যভাগে ছিদ্র বিশিষ্ট, আকারে হস্তির

একাঙ্গুলাং তথোচ্ছ্রায়ে মধ্যে ছিদ্রসমন্বিতাং।
গজাধরাকৃতিং কুর্য্যাদ্বিধিবন্মেখলান্বিতাং ॥ ২২ ॥
শতার্দ্ধহোমে কুণ্ডং স্যাদূর্দ্ধমুষ্টিকরোন্মিতং ॥ ২৩ ॥
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং সহস্রে পাণিনা মিতং।

সংহিতায়াং। গৃহস্যৈশানভাগেতু মণ্ডপং কারয়েদ্বুধঃ। ষড়্‌দ্বাদশাষ্টভির্হস্তৈঃ ষোড়শৈর্ব্বা সমন্ততঃ। চতুর্দ্বারসমাযুক্তং তোরণাদ্যৈরলঙ্কৃতং। কুণ্ডং তন্মধ্যভাগে তু কারয়েচ্চতুরস্রকং। বিতস্তিদ্বয়খাতং যৎ কুণ্ডং সচতুরঙ্গুলং। বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তদঙ্গুলত্রয়-সংযুতং। বৈশ্যানাং দ্ব্যঙ্গুলাধিক্যং শূদ্রাণাং হস্তমাত্রকং। প্রথমা মেখলা তত্র দ্বাদশাঙ্গুল-বিস্তৃতা। চতুর্ভিরঙ্গুলৈস্তস্যাশ্চোন্নতত্বং সমন্ততঃ। তস্যাশ্চোপরি বপ্রঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুল-মুন্নতঃ। বপ্রো মেখলা। অষ্টাভিরঙ্গুলৈঃ সমাগ্বিস্তীর্ণস্তু সমন্ততঃ। তস্যোপরি পুনঃ কার্য্যো বপ্রঃ সোঽপি তৃতীয়কঃ। চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণশ্চোন্নতশ্চ তথাবিধঃ। যোনিশ্চ পশ্চিমে ভাগে প্রাঙ্‌মুখা মধ্যসংস্থিতা। ষড়ঙ্গুলৈশ্চ বিস্তীর্ণা চায়তা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ। পৃষ্ঠোন্নতা গজৌষ্ঠেব সচ্ছিদ্রা মধ্যমোন্নতা। কণ্ঠোঽষ্টযবমাত্রঃ স্যাৎ কুণ্ডেচ করমাত্রকে। কণ্ঠো যত্নেন কর্ত্তব্যো ভুক্তিমুক্তিফলেপ্সুভিঃ। নাভিরপ্যথবা কুণ্ডমেকমেখলকং ভবেদিতি ॥ ২২ ॥

অপরমপি কিঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি শতার্দ্ধেতি। সহস্রে হোমানাং। এবমগ্রেঽপি ॥ ২৩ ॥

তৈর্হস্তৈঃ। তাদৃশমিতি যাবদ্দৈর্ঘ্যে বিস্তারে চ তাবদধস্তাদপি খাতং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।

অধর সদৃশ ও চারিদিকে মেখলা থাকিবে।

বিধানানুসারে বলার তাৎপর্য্য এই যে, যোনির মুখ পূর্ব্বদিকে করিতে হইবে। উহার চতুর্দ্দিকে একাঙ্গুলি পরিমাণে মেখলা করিবে, যোনির অগ্রভাগ একাঙ্গুল পরিমাণ কুণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট থাকিবে এবং যোনির মূলদেশ গজকুম্ভের আকার দুই বৃত্ত অর্থাৎ গোলাকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

যে স্থলে অর্দ্ধ শত অর্থাৎ পঞ্চাশৎ হোম করিতে হইবে, সে স্থলে ঊর্দ্ধ মুষ্টিবদ্ধহস্ত পরিমিত জানিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

যে স্থলে শতহোম করিতে হইবে সে স্থলে অরত্নিমাত্র অর্থাৎ

লক্ষে চতুর্ভির্হস্তৈশ্চ কোটৌ তৈরষ্টভির্মিতং।
চতুরস্রং কুণ্ডখাতং কুর্ব্বীতাধশ্চ তাদৃশং ॥ ২৪ ॥
হোমস্ত্বধিকসংখ্যাকঃ কুণ্ডে বৈ ন্যূনসংখ্যয়া।
কৃতে কার্য্যো নচ ন্যূনসংখ্যাকঃ সংখ্যয়াধিকে ॥ ২৫ ॥
যথাবিধ্যেব কর্ত্তব্যং কুণ্ডং যত্নেন ধীমতা।
অন্যথা বহবো দোষা ভবেয়ুর্বহুদুঃখদাঃ ॥ ২৬ ॥
তদুক্তং তান্ত্রিকৈঃ ॥

তচ্চ মেখলোচ্ছ্রায়সহিতমেব জ্ঞেয়মিতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ২৪ ॥

তত্রৈবাপরমপি বিশেষং লিখতি হোমস্ত্বিতি। ন্যূনয়া হোমসংখ্যাতোঽল্পয়া সংখ্যয়া কৃতে কুণ্ডে অধিকা কুণ্ডসংখ্যাতো বহুলা সংখ্যা যস্য স কার্য্যঃ ন্যূনসংখ্যায়া হ্যধিকসংখ্যায়ামন্তর্ভাবাৎ। নচ ন্যূনসংখ্যাকো হোমোঽধিকসংখ্যাকে কুণ্ডে কার্য্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং চাভিযুক্তৈঃ। ন্যূনসংখ্যোদিতে কুণ্ডে হধিকোহোমো বিধীয়তে। অনুক্তকুণ্ডোন্যূনস্তু নাধিকে শস্যতে ক্বচিদিতি ॥ ২৫ ॥

যথোক্তবিধিকুণ্ডনির্ম্মাণে গুণং তদুল্লঙ্ঘনে চ দোষং লিখতি যথেতি ॥ ২৬ ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত হস্ত পরিমিত, যে স্থলে সহস্রহোম, তথায় হস্তপরিমিত, যে স্থলে লক্ষহোম সে স্থলে চারিহস্ত এবং যে স্থলে কোটিহোম তথায় অষ্টহস্ত পরিমিত কুণ্ড হইবে। ঐ কুণ্ডের দীর্ঘ ও বিস্তার যত হইবে তাহার নিম্ন ভাগও ততই করিবেন ॥ ২৪ ॥

এই স্থলে অপর কোন বিশেষ বিধি লিখিতেছেন ॥

হোমের যত সংখ্যা তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যার পরিমাণে বিরচিত কুণ্ডে, কুণ্ডের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যার হোম করিতে পারিবে, হোমের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যার পরিমাণে নির্ম্মিত কুণ্ডে কুণ্ডসংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন সংখ্যার হোম করিবে না ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্ন পূর্ব্বক যথাবিধি কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবেন, তাহা না হইলে বহু বহু কষ্টপ্রদ অনেক দোষ উপস্থিত হয় ॥

এই কারণে তান্ত্রিক সকল বলিয়াছেন ॥

এবং লক্ষণসংযুক্তং কুণ্ডমিষ্টফলপ্রদং।
অনেকদোষদং কুণ্ডং যত্র ন্যূনাধিকং ভবেৎ।
তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষ্যৈব কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা।
হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি ॥
হারীতেনাপি ॥
বিস্তারাধিক্যহীনত্বে অল্পায়ুর্জায়তে ধ্রুবং।
খাতাধিক্যে ভবেদ্রোগী হীনে তু ধনসংক্ষয়ঃ।
কুণ্ডে বক্রে চ সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে।
শোকস্তু মেখলোনত্বে তদাধিক্যে পশুক্ষয়ঃ।
ভার্য্যানাশো যোনিহীনে কণ্ঠহীনে শুভক্ষয়ঃ ॥ ২৭ ॥
অঙ্গুলিপরিমাণং চোক্তং ॥

মেখলায়া উনত্বে ন্যূনতায়াং সত্যাং তস্যা মেখলায়া আধিক্যে ॥ ২৭ ॥

এই প্রকার লক্ষণ সংযুক্ত কুণ্ড হইলে অভীষ্ট ফল প্রদান করে, যে স্থলে কুণ্ড ন্যূনাধিক অর্থাৎ বিহিত পরিমাণে নির্ম্মিত না হয়, তথায় অনেকানেক দোষ উদ্ভাবন করে। অতএব যাঁহার মঙ্গল লাভে অভিলাষ আছে, তিনি সম্যক্ প্রকারে পরীক্ষা করিয়াই কুণ্ডনির্ম্মাণ করিবেন, অথবা হোমকর্ম্ম সংক্ষিপ্ত হইলে এক হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল অর্থাৎ বালুকারচিত হোমীয় অগ্নিস্থান প্রস্তুত করিবেন ॥

হারীতও বলিয়াছেন ॥

কুণ্ডবিস্তারের আধিক্য বা ন্যূন হইলে নিশ্চয়ই পরমায়ুর অল্পতা হয়, খাতের আধিক্য হইলে রোগী হয়, খাতের অল্পতা হইলে ধনহানি ঘটিয়া থাকে। কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ, মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ, মেখলার উন হইলে শোক, তাহার আধিক্য হইলে পশুক্ষয়, যোনি হীন হইলে ভার্য্যানাশ এবং কণ্ঠহীন হইলে মঙ্গল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অঙ্গুলির পরিমাণও বলিয়াছেন ॥

তির্য্যগ্ যবোদরাণ্যষ্টাবূর্দ্ধা বা ব্রীহয়স্ত্রয়ঃ।
জ্ঞেয়মঙ্গুলিমানং তু মধ্যমা মধ্যপর্ব্বণেতি।

কুণ্ডনির্ম্মাণাদাবপেক্ষ্যামঙ্গুলমানঞ্চ লিখতি। মধ্যমায়া অঙ্গুলে র্মধ্যং পর্ব্ব বা। অন্যত্রাপ্যুক্তং। আহুর্মন্ত্রবিদোঽঙ্গুলং বসুযবৈস্তির্য্যক্ চ সংস্থাপিতৈ স্তালং দ্বাদশভিশ্চ তৈঃ পরিমিতং হস্তো দ্বিতালঃ পুনঃ। তৌ দ্বৌ কিষ্কুরিমৌ ধনুশ্চ ধনুষাং ক্রোশঃ সহস্রং ভবেত্তৌ গব্যূতিমুদাহরন্তি মুনয়স্তাভিস্ত্রিভির্যোজনমিতি। বসুযবৈঃ অষ্টভির্যবৈঃ। তৈরঙ্গুলৈঃ। ইমৌ দ্বৌ কিষ্কুঃ। স্রুক্স্রুবয়ো র্হোমার্থকপাত্রয়োঃ। প্রক্রিয়া নির্ম্মাণাদিবিধিঃ। তৎপ্রভৃতিকোঽত্র কুণ্ডাদিনির্ম্মাণপ্রকরণে যোঽন্যো বিশেষোঽপেক্ষিতঃ স্যাৎ স বশিষ্ঠসংহিতাদিগ্রন্থাদ্বিজ্ঞাতব্যোঽভিজ্ঞৈঃ। আদিশব্দেন অঙ্কুরারোপণবিধাদিঃ। অত্র গ্রন্থেচ আধিক্যভীত্যা গ্রন্থবিস্তারভয়েন স ন লিখ্যতে। স্রুক্স্রুবলক্ষণং চ বশিষ্ঠসংহিতায়ামুক্তং। স্রুবং বাহুপ্রমাণেন হোমার্থং বিদধীত বৈ। চতুরস্রং বিধায়াদৌ সপ্তপঞ্চাঙ্গুলক্রমাৎ। তৃতীয়াংশেন গর্ত্তঃ স্যাত্তদন্তর্ব্বৃত্তশোভিতং। খাত্বা সমং তির্য্যগূর্দ্ধং তদধঃ শোধয়েদ্বহিঃ। চতুর্থাংশং চাঙ্গুলস্য শেষাচ্চার্দ্ধং তদন্ততঃ। রম্যাঞ্চ মেখলাং খাতে শিষ্টেনার্দ্ধেন কারয়েৎ। কুর্য্যাত্রিভাগবিস্তারমঙ্গুষ্ঠেন সমাযুতং। সার্দ্ধমঙ্গুষ্ঠকং চ স্যাত্তদগ্রে তু মুখং ভবেৎ। চতুরঙ্গুলবিস্তারং পঞ্চাঙ্গুলমথাপি বা। ত্রিদ্ব্যঙ্গুলকং তস্য মধ্যান্তস্তু সুশোভনং। সুষিরং কণ্ঠদেশে স্যাদ্বিশেদ্যাবৎ কনীয়সী। শেষং দণ্ডং তু কর্ত্তব্যং যথারুচি বিচিত্রিতং। চতুষ্কোণসমাযুক্তো হস্তমাত্রঃ স্রুবো ভবেৎ। চতুষ্কং শোভনং বৃত্তং দ্ব্যঙ্গুলং বিদধীত বৈ। যথাল্পপঙ্কে গোঃ পাদং রুচিরং দৃশ্যতে যথা। পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্স্রুবৌ মুনে। বিদধ্যাদ্বাশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণীতি। শারদাতিলকে চ। প্রকল্পয়েৎ স্রুচং বিদ্বান্ বক্ষ্যমাণেন বর্ত্মনা। শ্রীপর্ণী-শিংশপা-ক্ষীর-শাখিম্বেকতমং বুধঃ। গৃহীত্বা বিভজেদ্ধস্তমাত্রং ষট্ত্রিংশতা পুনঃ। বিংশত্যংশৈ র্ভবেৎ কুণ্ডো বেদী তৈরষ্টভি র্ভবেৎ। একাংশেন মিতঃ কণ্ঠঃ সপ্তভাগমিতং মুখং। বেদীত্র্যংশেন বিস্তারঃ কণ্ঠস্য পরিকীর্ত্তিতঃ। অগ্রং কণ্ঠসমানং স্যান্মুখে মার্গং প্রকল্পয়েৎ। কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন সর্পিষো নির্গমায় চ। বেদীমধ্যে বিধাতব্যা ভাগেনৈকেন কর্ণিকা। বিদধীত বহিস্তস্যা একাংশেনাভিতোঽবটঃ।

প্রস্থে আট্ যবোদর অথবা উর্দ্ধে তিন যব হইলে তাহাকে অঙ্গুলির পরিমাণ জানিবে কিন্তু এই অঙ্গুলির পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বের অর্থাৎ গ্রন্থির পরিমাণ পরিমিত।

বিশেষোঽপেক্ষিতোঽন্যত্র স্রুক্-স্রুব-প্রক্রিয়াদিকঃ।
জ্ঞেয়ো গ্রন্থান্তরাৎ সোঽত্রাধিক্যভীত্যা ন লিখ্যতে ॥ ২৮ ॥

অথ দীক্ষামণ্ডলবিধিঃ ॥

অথোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈর্গন্ধাম্ভোভিশ্চ মণ্ডপে ॥
যথাবিধি লিখেদ্দীক্ষামণ্ডলং বেদিকোপরি ॥ ২৯ ॥
তন্মধ্যে চাষ্টপত্রাব্জং বহির্বৃত্তত্রয়ং ততঃ।

তস্য খাতং ত্রিভির্ভাগৈ বৃত্তমর্দ্ধাংশতোবহিঃ। অংশেনৈকেন পরিতো দলানি পরিকল্পয়েৎ। মেখলামুখবেদ্যোঃ স্যাৎ পরিতোঽর্দ্ধাংশমানতঃ। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুণ্ডী গুণবেদাংশকৈঃ ক্রমাৎ। কুণ্ডী যমযুগাংশে স্যাদ্দণ্ডস্যানাহ ঈরিতঃ। ষড়্‌ভিরংশৈঃ পৃষ্ঠভাগো বেদ্যাঃ কূর্ম্মাকৃতির্ভবেৎ। হংসস্য বা হস্তিনো বা পত্রিণো বা মুখং লিখেৎ। মুখস্য পৃষ্ঠভাগে স্যাৎ সুপ্রোক্ষ্য লক্ষণং স্রুচঃ। স্রুচশ্চতুর্বিংশতিভির্ভাগৈর্ব্বা রচয়েৎ স্রুবং। দ্বাবিংশত্যা দণ্ডমানমংশৈরেতস্য কীর্ত্তিতং। চতুর্বিংশতিরানাহঃ কর্ষাজাগ্রাহি তচ্ছিরঃ। অংশদ্বয়েন নিখনেৎ পঙ্কে মৃগপদাকৃতিং। দণ্ডমূলাগ্রয়োঃ কুণ্ডী ভবেৎ কঙ্কণভূবিতেতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা মণ্ডলবিধিং দর্শয়তি অথেতি ত্রিভিঃ। উক্ষিতে প্রোক্ষিতে পঞ্চগব্যৈঃ সুগন্ধিভির্জলৈশ্চ। যথাবিধীতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং। বেদিকায়া মণ্ডপান্তর্ব্বিরচিতায়া বেদ্যা উপরি ॥ ২৯ ॥

তস্য মণ্ডলস্য মধ্যেঽষ্টপত্রং পদ্মং লিখেদিতি পরেণ পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ। ততস্তস্মাদব্জাদ্বহির্বৃত্ত-

এই কুণ্ডনির্ম্মাণ প্রকরণে স্রুক্ স্রুবের নির্ম্মাণাদি-বিধি তথা অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অপেক্ষা হইবে, তৎসমুদায় গ্রন্থান্তর অর্থাৎ বশিষ্ঠসংহিতাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে হইবে বিস্তার-ভয়ে তাহা এস্থলে লিখিত হইল না ॥ ২৮ ॥

অথ দীক্ষামণ্ডল-বিধি ॥

অনন্তর পঞ্চগব্য (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র) তথা গন্ধ-জলদ্বারা মণ্ডপ সেচন করিয়া তাহাতে বেদিকার উপরে যথাবিধি দীক্ষা-মণ্ডল লিখিবে ॥ ২৯ ॥

পরে ঐ মণ্ডলের মধ্যে অষ্টদলপদ্ম, ঐ পদ্মের বহির্ভাগে তিনটী

তেতা রাশীংস্ততঃ পীঠং চতুষ্পাদসমন্বিতং।
তস্মাদ্বহিশ্চতুর্দ্দিক্ষু লিখেদ্বীথীচতুষ্টয়ং।
শোভোপশোভাকোণাঢ্যং ততো দ্বারচতুষ্টয়ং ॥ ৩০ ॥
অথ দীক্ষাঙ্গপূজা ॥

ত্রয়ং ততো বৃত্তত্রয়াদ্বহিঃ রাশীন্ মেষাদীন্ দ্বাদশ। তেভ্যো বহিঃপাদচতুষ্টয়যুক্তং পীঠং আসনং। তস্মাদ্বহিশ্চতস্রো বীথ্যঃ। তস্মাদ্বহিশ্চত্বারি দ্বারাণি। তদুভয়তঃ সর্ব্বত্র শোভাং। তৎপার্শ্বতশ্চোপশোভাং। তৎপ্রান্তেষু চত্বারি কোণানীত্যর্থঃ। তত্রায়ং সন্নিবেশঃ। আদৌ সপ্তদশোর্দ্ধরেখা লিখেৎ পশ্চাত্তদুপরি সমভাগেন তাবতীস্তির্য্যগ্রেখা লিখেৎ। এবং ষট্পঞ্চাশদধিকং কোষ্ঠানাং শত দ্বয়ং ভবতি তেষু চ মধ্যে ষোড়শকোষ্ঠানি মার্জ্জয়িত্বা তত্র পদ্মং তদ্বহির্বৃত্তত্রয়ং চাঙ্কয়েৎ। তদ্বহিঃ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থান্যষ্টাধিক চত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা তত্র দ্বাদশরাশীন্ কল্পয়েৎ। তত্র রাশিসন্নিবেশার্থং পদ্মদলাগ্রবর্ত্তিবৃত্তত্রয়স্থ পীঠ সম্বন্ধিবাহ্যপঙ্‌ক্তেশ্চ মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তররেখাচতুষ্টয়মঙ্কয়েৎ। তদ্বহিরেকপঙ্‌ক্তিস্থানি ষট্‌ত্রিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা পীঠং তত্রৈব কোণেষু তত্র পাদচতুষ্কঞ্চ কল্পয়েৎ। তদ্বহিরেকপঙ্‌ক্তিস্থানি চতুশ্চত্বারিংশৎ মার্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্বীথীঃ প্রকল্পয়েৎ। তদ্বহিশ্চ পঙ্‌ক্তিদ্বয়স্থে দ্বাদশাধিক শতকোষ্ঠেশ্চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারি দ্বারাণি তদুভয়তঃ শোভাং তদনন্তরমুপশোভাং তদনন্তরঞ্চ চতুষ্কোণানীতি তত্রাপ্যয়ং প্রকারঃ বাহ্যপঙ্‌ক্তিস্থমধ্যকোষ্ঠচতুষ্টয়ং তদভ্যন্তরপঙ্‌ক্তিস্থ মধ্যকোষ্ঠদ্বয়ং চেত্যেবং দ্বারস্যৈকস্মিন্ ভাগে কোষ্ঠ ষট্‌কেনৈকা শোভা ভবতি। তথা বাহ্য পঙ্‌ক্তিস্থমেকং কোষ্ঠং তদভ্যন্তর পঙ্‌ক্তিস্থকোষ্ঠত্রয়ং চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্টয়েনৈকোপশোভা ভবতি। তথা বাহ্যপঙ্‌ক্তিস্থং কোষ্ঠত্রয়ং তদভ্যন্তর পঙ্‌ক্তিস্থমেকঞ্চেত্যেবং কোষ্ঠচতুষ্কেণ কোণমিতি। এবমপরস্মিন্নপি ভাগে শোভোপশোভাকোণানি জ্ঞেয়ানি। এবমেবান্যদিক্‌ত্রয়েঽপীতি মিলিত্বা দ্বাদশাধিককোষ্ঠশতং ভবতীতি দিক্ ॥ ৩০ ॥

গোলাকার মণ্ডল, তাহার পর দ্বাদশরাশি, তদনন্তর চারিচরণবিশিষ্ট পীঠ অর্থাৎ সিংহাসন, তাহার বাহিরে চারিদিকে চারিটী পথ, তাহার পর চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারের উভয়পার্শ্বে শোভা, তাহার পর উপশোভা এবং তাহার পর চতুষ্কোণ লিখিবে ॥ ৩০ ॥

অথ দীক্ষাঙ্গপূজা ॥

প্রাতঃকৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা যথাস্থানং ন্যসেত্ততঃ ।
শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চ পুরোলেখ্যপ্রকারতঃ ॥ ৩১ ॥
তত্রাদৌ কুম্ভস্থাপনবিধিঃ ॥
গুরূন্ গণেশং চাভ্যর্চ্চ্য পীঠপূজাং বিধায় চ ।

অধুনা কলসস্থাপনবিধিং দর্শয়তি প্রাতঃকৃত্যমিত্যাদিনা ভোজ্যার্পণাবধীত্যন্তেন। প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং ভগবদর্চ্চনং যাবন্নিত্যকর্ম্ম কৃত্বা সমাপ্য। কথং পুরোঽগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ। তৎপ্রকারশ্চাগ্রে মুখ্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাবীত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপ্যগ্রে সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং। যথাস্থানমিতি। প্রাঙ্মুখো মণ্ডলস্যাগ্রে স্বাসনোপবিষ্টো দীক্ষাসংকল্পং বিধায় মাতৃকাদিন্যাসান্ কৃত্বা স্ববামাগ্রে শঙ্খং পূজোপচারাংশ্চার্ঘ্যাদিদ্রব্যাণি স্বস্বপাত্রে পরিপূর্য্য যথোত্তরং স্থাপয়িত্বা দক্ষিণভাগে চ পুষ্পাদীনি ন্যসেদিত্যাদিকং জ্ঞেয়ং। এতচ্চাগ্রে মুখ্যপূজাপ্রকরণে প্রপঞ্চ্য লেখ্যমেব ॥ ৩১ ॥

গুরূন্ নিজগুরু-পরমগুর্ব্বাদীন্ শ্রীনারদাদীংশ্চান্যানপি পূর্ব্বসিদ্ধান্ ভাগবতান্ মণ্ডলান্তঃ পীঠস্যোত্তরে বায়ব্যকোণাদৈশানকোণপর্য্যন্তমভ্যর্চ্চ্য। চতুর্থীনমোঽন্তৈস্তত্তন্নামভির্গন্ধাদিনা সংপূজ্য প্রণামমুদ্রাং প্রদর্শ্যানুজ্ঞামাদায় গণেশঞ্চ তদ্দক্ষিণভাগে বীথ্যাং যথোক্তমভ্যর্চ্চ্য নির্ব্বিঘ্নতাং প্রার্থ্য মণ্ডলমধ্যভাগে পীঠস্য পূজাং চ লেখ্যবিধিনৈব কৃত্বা পদ্মস্য মণ্ডলান্ত-

গুরু প্রাতঃকৃত্য অর্থাৎ প্রাতঃস্নান আরম্ভ করিয়া আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত ভগবদর্চ্চন প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া অগ্রে যে রীতি লেখা হইবে, সেই রীতি অনুসারে যথাযোগ্য স্থানে পূজার দ্রব্য সকল স্থাপন করিবেন, অর্থাৎ গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া দীক্ষামণ্ডলের সম্মুখে স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক দীক্ষা-বিষয়ক সঙ্কল্প করিয়া মাতৃকান্যাস পুরঃসর আপনার বামদিকে অগ্রে শঙ্খ, পূজোপকরণ ও অর্ঘ্যাদি দ্রব্য সকল স্ব স্ব পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া উত্তরোত্তর স্থাপন করতঃ দক্ষিণভাগে পুষ্পাদি রাখিবেন ॥ ৩১ ॥

দীক্ষাবিষয়ে প্রথমতঃ কুম্ভস্থাপনবিধি ।

গুরুবর্গ ও গণেশের অর্চ্চনা পূর্ব্বক পীঠপূজা বিধান করিয়া পদ্ম

পদ্মমধ্যে ন্যসেৎ শালীংস্তণ্ডুলাংশ্চ কুশাংস্তথা ॥ ৩২ ॥
বহ্নের্দশ কলা যাদিবর্ণাদ্যাশ্চ কুশোপরি।

লিখিতস্য মধ্যে কর্ণিকোপরি শালীন্ ধান্যানি একাঢ়কপরিমিতানি তথা তদষ্টমাংশ পরিমিত-শুক্লতণ্ডুলান্যপি ন্যস্য তদুপরি দর্ভান্ বিন্যসেদিত্যেবং গ্রন্থান্তরানুসারেণ বিজ্ঞেয়ং। তত্রচ কূর্চাক্ষতযুতান্ দর্ভানিতি জ্ঞেয়ং। কূর্চোঽত্র কুশত্রয়ঘটিতব্রহ্মগ্রন্থিঃ। কুশমুষ্টিরিতি কেচিদাহুঃ॥ ৩২ ॥

কুশানামুপরি চ বহ্নে র্দশকলাঃ প্রাদক্ষিণ্যেন ন্যস্য গন্ধপুষ্পাদিনা তা এব পূজয়িত্বা তারং প্রণবং জপন্ সন্ তদ্দর্ভোপর্য্যেব কলসং স্থাপয়েৎ। কথংভূতাঃ। যকারাদি-র্যেষাং তে বর্ণা আদ্যা আদিস্থিতা যাসাং তাঃ যকারাদিক্ষকারান্তদশাক্ষরশিরস্কা ইত্যর্থঃ।

মধ্যে ধান্য, আতপতণ্ডুল ও কুশ স্থাপন করিবেন।

তাৎপর্য্য, যিনি গুরু তিনি আপনার গুরু ও পরমগুরু প্রভৃতি তথা নারদাদি অন্যান্য পূর্ব্বসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে মণ্ডলের অন্তবর্ত্তি-পীঠের উত্তরে বায়ব্যকোণ হইতে ঐশান্যকোণ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি ও নমঃ শব্দ অন্তে বিধান পূর্ব্বক সেই সেই নাম উল্লেখ অর্থাৎ "গুরবে নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণামমুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন, পরে গুর্ব্বাদির অনুজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর তাঁহার অগ্রবর্ত্তি-পথে যথোক্ত বিধানানুসারে গণেশের পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নতা প্রার্থনা করত মণ্ডলের মধ্যভাগে অগ্রে লেখ্য বিধি দ্বারা পীঠের পূজা করিবেন।

তদনন্তর মণ্ডলান্তর্গত লিখিত-পদ্মের মধ্যে কর্ণিকার উপরে এক আঢ়ক পরিমিত ধান্য, ধান্যের অষ্টমাংশ পরিমিত শুক্লতণ্ডুল স্থাপন করিয়া তাহার পর কুশত্রয় ঘটিত ব্রহ্মগ্রন্থি সম্বলিত কুশসকল আস্তৃত করিবেন অথবা একমুষ্টি কুশ তাহার উপর বিস্তার করিয়া দিবেন॥৩২॥

তৎপরে কুশের উপরে অগ্নির দশ কলা অর্থাৎ যাঁহাদের আদিতে যকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণ সকল আছে, তাঁহাদিগকে স্থাপন পূর্ব্বক

ন্যস্যাভ্যর্চ্য জপংস্তারং ন্যসেৎ কুম্ভং যথোদিতং ॥ ৩৩ ॥

তাশ্চোক্তাঃ ॥

ধূম্রার্চ্চিরুষ্মা জ্বলনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী।

সুশ্রীঃ সুরূপা কপিলা হব্যকব্যবহে অপীতি ॥ ৩৪ ॥

কাদ্যৈষ্ঠান্তৈর্যুতা ভাদ্যৈর্ডান্তৈশ্চার্ণৈর্বিলোমগৈঃ।

যথোদিতং শাস্ত্রবিদ্ভিরুক্তমনতিক্রম্য অনেন নবং লোহিতমব্রণং ত্রিগুণীকৃত্য কন্যাকর্ত্তিত-শোভনকার্পাসসূত্রৈরস্ত্রমন্ত্রেণ ত্রির্বেষ্টিতমগুরুধূপামোদিতমিত্যাদিকং বোদ্ধব্যং। যথোদিত-মিত্যেতদগ্রে হপ্যনুবর্ত্তনীয়ং ॥ ৩৩ ॥

হব্যবহা কব্যবহা চেতি দ্বে। প্রয়োগশ্চায়ং। ধূর্ম্মার্চ্চিষে নম ইত্যাদি। কেচিচ্চ দশদলকমলং সঞ্চিন্ত্য তৎকর্ণিকায়াং মং বহ্নিমণ্ডলায় নম ইতি ন্যস্য তদ্দশদলেষু দশ-বহ্নিকলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। এবমেব হৃদি দ্বাদশদলং ভ্রূমধ্যে চ ষোড়শদলং কমলং সংচিন্ত্য অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ উং সোমমণ্ডলায় নম ইতি ক্রমেণ তত্তৎকর্ণিকয়োর্ন্যস্য তত্তদ্দলেষ্বেব সূর্য্য-সোম-কলা ন্যসেদিত্যাহুঃ। অন্যে চ আসামষ্টত্রিংশতাং বহ্ন্যাদিকলানামন্যাসাঞ্চ পঞ্চাশতাং প্রণবকলানাং শুদ্ধজলপূর্ণে শঙ্খ এব ন্যাসমাহুঃ ॥ ৩৪ ॥

অধুনা তস্মিন্ কুম্ভে সূর্য্যকলানাং ন্যাসাদিকং লিখতি কাদ্যৈরিতি। ককারাদ্যৈষ্ঠকারান্তৈ-

---

গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে ঐ কুশ সক-লের উপরে যথোক্ত প্রকারে কুম্ভ স্থাপন করিবেন অর্থাৎ শাস্ত্রবেত্তা-দিগের মত উল্লঙ্ঘন না করিয়া তাঁহাদিগেরই মতানুসারে নূতন ও রক্ত-বর্ণ অচ্ছিদ্র কুম্ভকে কন্যানির্ম্মিত শোভন ত্রিগুণীকৃত কার্পাসসূত্র দ্বারা "ফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার বেষ্টন করত অগুরু ও ধূপের সৌরভ (ধূম) যুক্ত করিয়া স্থাপন করিবেন ॥ ৩৩ ॥

পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অগ্নির দশকলা উক্ত হইয়াছে যথা—

ধূর্ম্মার্চ্চি, উষ্মা, জ্বলনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যবহা ও কব্যবহা ॥ ৩৪ ॥

অনুলোম ক্রমে ককারাদি ঠকারান্ত তথা বিপরীত ক্রমে ভকারাদি

সূর্য্যস্য চ কলাঃ কুম্ভে দ্বাদশ ন্যস্য পূজয়েৎ ॥
তাশ্চোক্তাঃ ॥
তপনী তাপনী ধূম্রা ভ্রামরী জ্বালিনী রুচিঃ।
সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী ক্ষমেতি ॥ ৩৫ ॥
কুম্ভান্তর্নিক্ষিপেন্মূলমন্ত্রেণ কুসুমং সিতং।
সাক্ষতং সসিতং স্বর্ণং সরত্নং চ কুশাংস্তথা ॥ ৩৬ ॥

রর্ণৈর্ব র্ণৈর্যুতাঃ দ্বাদশাপি কলাঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ে। ভকারাদ্যৈড কারান্তৈ র্ব্বর্ণৈরপি যুতাঃ নহু ভকারাদীনাং দ্বাদশ বর্ণানাং ডকারান্ততা কথং স্যাৎ ক্রমেণ ক্ষকারান্ততাপ্রাপ্তেস্তত্রাহ বিলোমগৈ র্ব্যুৎক্রমপ্রাপ্তৈঃ। অয়মর্থঃ। অনুলোমপঠিতককারাদ্যেকৈকমক্ষরং প্রতিলোম-পঠিতভকারাদ্যেকৈকাক্ষরেণ সহিতমাদৌ সূর্য্যকলাসু সংযোজ্য ন্যাসাদিকং কুর্য্যাদিতি। প্রয়োগশ্চ কং ভং তপন্যৈ নম ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

ততশ্চোক্তপ্রকারেণাধাররূপমগ্নিং কুম্ভরূপং। সূর্য্যঞ্চ বিচিন্ত্য কুম্ভস্য তস্য অন্তর্মধ্যে শুক্ল-কুসুমাদিকং ক্ষিপেৎ। সসিতং সশর্করং। তদুক্তং। প্রোত্তোলয়িত্বা তন্মধ্যে শুক্লপুষ্পং সিতা-যুতং। স্বর্ণং রত্নঞ্চ কূর্চ্চঞ্চ মূলেনৈব বিনিক্ষিপেদিতি। যচ্চ মূলগ্রন্থার্থাদধিকং কিঞ্চিল্লিখ্যতে তৎ পূর্ব্বগতস্য যথোদিতমিত্যস্যানুবর্ত্তনাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৬ ॥

ডকারান্ত বর্ণ সকলের সহিত সংযুক্ত করিয়া সূর্য্যের দ্বাদশ কলা কুম্ভে স্থাপন করিয়া পূজা করিবেন।

সূর্য্যের দ্বাদশকলা উক্ত হইয়াছে যথা—

তপনী, তাপনী, ধূম্রা, ভ্রামরী, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

উক্ত কলা সকলের প্রয়োগ যথা ॥

"কং ভং তপন্যৈ নমঃ। খং বং তাপিন্যৈ নমঃ। গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ"। ইত্যাদি ক্রমে মন্ত্র জানিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

উল্লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভের মধ্যে শ্বেতবর্ণ পুষ্প, আতপ-তণ্ডুল, শর্করা, রত্নের সহিত সুবর্ণ এবং কুশ নিক্ষেপ করিবেন ॥ ৩৬ ॥

কুম্ভঞ্চ বিধিনা তীর্থাম্বুনা শুদ্ধেন পূরয়েৎ।
জলে চেন্দুকলা ন্যস্য সস্বরাঃ ষোড়শার্চ্চয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
তাশ্চোক্তাঃ।
অমৃতা মানদা পূষা তুষ্টিঃ পুষ্টীরতি র্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি র্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা।
পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতি ॥ ৩৮ ॥

বিধিনেতি পীঠকুম্ভয়োরৈক্যং বিচিন্ত্য বিলোমপঠিতৈঃ ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্মাতৃকাক্ষরৈর্বারত্রয়ং মূলমন্ত্রজপেন কুম্ভং তং কেবলবিমলতীর্থোদকেন পূরয়েৎ। অত্রচ শক্তৌ কর্পূরাদিজলৈঃ গব্যদুগ্ধৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ সর্ব্বৌষধিজলৈঃ ক্ষীরদ্রুমাদ-কাথজলৈরন্যৈর্ব্বা মহৌষধিতোয়ৈঃ পূরয়েদিতি। স্বরাঃ অকারাদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। সাহচর্য্যাদ্বিসর্গানুস্বারৌ চেতি ষোড়শ। তৎসহিতা ইন্দোঃ কলাঃ ষোড়শ কুম্ভোদকৈ বিধিনা ক্রমেণ ন্যস্য পুষ্পাদিনা পূজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
জ্যোৎস্না চৈকা শ্রীশ্চৈকা পূর্ণামৃতা চৈকা ইতি দ্বে। প্রয়োগশ্চ অং অমৃতায়ৈ নম ইত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর বিধি অনুসারে * পবিত্র তীর্থজল দ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিবেন, পরে ঐ কুম্ভস্থ জলে ষোড়শ স্বরবর্ণ সংযুক্ত চন্দ্রের ষোড়শ কলা স্থাপন করিয়া পূজা করিবেন ॥ ৩৭ ॥

চন্দ্রের ষোড়শকলা উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা। "অং অমৃতায়ৈ নমঃ" পূজাকালীন এইরূপ মন্ত্র কল্পনা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

* বিধি যথা। পীঠ ও কুম্ভের ঐক্য ভাবনা করিয়া বিপরীতক্রমে পঠিত ক্ষকারাদি অকারান্ত মাতৃকাবর্ণ স্বরূপ মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ তীর্থ জলে কুম্ভ পূর্ণ করিবেন। আর যদি সমর্থ হয়েন তাহা হইলে কর্পূরাদি সংযুক্ত জল, গব্যদুগ্ধ, পঞ্চগব্য, সর্ব্বৌষধি জল, বটবৃক্ষ প্রভৃতির কাথ, অথবা অন্য জল কিম্বা মহৌষধি মিশ্রিত জল দ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিবেন।

অথ শঙ্খস্থাপনবিধিঃ ॥

শুদ্ধাম্বুপূরিতে শঙ্খে ক্ষিপ্ত্বা গন্ধাষ্টকং কলাঃ।
আবাহ্য সর্ব্বাস্তাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচরেৎ ক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥

গন্ধাষ্টকঞ্চোক্তং ॥

উশীরং কুঙ্কুমং কুষ্ঠং বালকং চাগুরুমুরা।
জটামাংসী চন্দনঞ্চেতীষ্টং গন্ধাষ্টকং হরেরিতি ॥ ৪০ ॥
কৈশ্চিচ্চন্দন-কর্পূরাগুরু-কুঙ্কুম-রোচনাঃ।

অথ শঙ্খপূরণবিধিং দর্শয়তি শুদ্ধেতি। পূর্ব্বশ্লোকস্থং বিধিনেত্যনুবর্ত্তত এব। অতোহি মূলমন্ত্রেণ শুদ্ধাম্বুনা পরিপূরিতে। শঙ্খে চ পূর্ব্ববৎ কর্পূরজলাদিনা পূরিত ইতি জ্ঞেয়ং। তাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ। বহ্ন্যর্কেন্দু কলাঃ সর্ব্বাঃ শঙ্খ এব ক্রমাৎ পৃথক্ পৃথগাবাহ্য তাসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং ক্রমেণৈব কুর্য্যাৎ। তত্তৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাপ্রকারশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবনবিরচিতক্রমদীপিকা টীকাদি-গ্রন্থান্তরতো বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্যেতৎ গন্ধাষ্টকং। হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। ইষ্টং প্রিয়ং ॥ ৪০ ॥

অথ শঙ্খস্থাপন বিধি—

পবিত্র জল দ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে অষ্টগন্ধ নিক্ষেপ করিবেন, পরে ঐ শঙ্খের জলে পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রের ষোড়শ কলা আহ্বান করিয়া একে একে সকলের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ৩৯ ॥

অষ্টগন্ধ উক্ত হইয়াছে যথা ॥

উশীর, কুঙ্কুম, কুষ্ঠ, বালক, অগুরু, মুরা, জটামাংসী ও চন্দন, এই অষ্টগন্ধ হরির প্রিয় ॥

উল্লিখিত দ্রব্য সকলের নামান্তর যথা—

বেণামূল, কুঙ্কুম অর্থাৎ জাফ্রান্, কুড়, বালা, অগুরু, তালপর্ণী, জটামাংসী ও শুভ্রচন্দন, এই কএকটীকে অষ্টগন্ধ বলে, ইহার দ্বারা হরি অতিশয় প্রীত হইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

কোন কোন পণ্ডিত, চন্দন, কর্পূর, অগুরু, কুঙ্কুম, রোচনা (রক্ত

কক্কোলকপিমাংস্যশ্চ গন্ধাষ্টকমিদং মতং ॥ ৪১ ॥
তথৈবাকারজা বর্ণৈঃ কাদিভি র্দশভির্দ্দশ।
উকারজাষ্টকারাদ্যৈঃ পকারাদ্যৈর্মকারজাঃ।
চতস্রো বিন্দুজাঃ যাদ্যৈশ্চতুর্ভির্নাদজাঃ কলাঃ।
স্বরৈঃ ষোড়ভির্যুক্তা ন্যসেচ্ছঙ্খে চ ষোড়শ ॥
তাশ্চোক্তাঃ ॥
সৃষ্টি ঋদ্ধিঃ স্মৃতির্মেধা কান্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ স্থিরা।
স্থিতিঃ সিদ্ধিরকারোত্থাঃ কলা দশ সমীরিতাঃ।
জরা চ পালিনী শান্তিরৈশ্বরী রতিকামিকে।

কপিঃ শিহ্লকঃ ॥ ৪১ ॥

অথ পঞ্চাশৎপ্রণবকলানাং ন্যাসং লিখতি তথৈবেতি অকারজা দশ কলাঃ ককারাদিভির্দ্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তা স্তস্মিন্নেব শঙ্খে ন্যসেদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। দশভিরিতি চানুবর্ত্তত এব অত-উকারজা দশ টকারাদ্যৈ র্দশভির্বর্ণৈর্যুক্তাঃ। দশেতি মকারজাশ্চ দশ পকারাদ্যৈর্দশভির্যুক্তা ইতি জ্ঞেয়ং। যকারাদ্যৈশ্চতুর্ভির্ব্বর্ণৈ র্যুক্তাশ্চতস্রো বিন্দুজাঃ কলা ন্যসেৎ। নাদজাঃ ষোড়শ চ কলাঃ ষোড়শভিঃ স্বরৈঃ অকারাদিভির্যুক্তা ন্যসেৎ ॥ ৪২ ॥

কম্বল) কক্কোল, শিহ্লক (শিলারস) ও জটামাংসী এই আটটীকে গন্ধাষ্টক বলিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪১ ॥

উল্লিখিত প্রকারেই অকারজাত দশকলা ককারাদি দশবর্ণের সহিত, উকারজাত দশকলা টকারাদি দশ বর্ণের সহিত, মকারজ দশকলা পকারাদি দশ বর্ণের সহিত বিন্দুজাত চারিটী কলা যকারাদি চারি বর্ণের সহিত এবং নাদজাত ষোড়শকলা ষোড়শ স্বরবর্ণের সহিত শঙ্খমধ্যে স্থাপন করিবেন ॥

কলা সকল উক্ত হইয়াছে যথা—

সৃষ্টি, ঋদ্ধি, স্মৃতি, মেধা, কান্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, স্থিরা, স্থিতি ও সিদ্ধি এই দশ কলা অকারজাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

জয়া, পালিনী, শান্তি, ঐশ্বরী, রতি, কামিকা, বরদা, হ্লাদিনী, প্রীতি,

বরদাহ্লাদিনী প্রীতির্দীর্ঘা চোকারজাঃ কলাঃ।
তীক্ষ্ণা রৌদ্রা ভয়া নিদ্রা তন্দ্রী ক্ষুৎ ক্রোধনী ক্রিয়া।
উৎকারী চৈব মৃত্যুশ্চ মকারাক্ষরজাঃ কলাঃ।
বিন্দোরপি চতস্রঃ স্যুঃ পীতা শ্বেতারুণাসিতা ॥ ৪২ ॥
নিবৃত্তিশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বিদ্যা শান্তিস্তথৈব চ।
ইন্ধিকা দীপিকা চৈব রেচিকা মোচিকা পরা।
সূক্ষ্মা সূক্ষ্মামৃতা জ্ঞানাজ্ঞানা চাপ্যায়নী তথা।
ব্যাপিনী ব্যোমরূপা চ অনন্তা নাদসম্ভবা ইতি ॥ ৪৩ ॥
ন্যাসং কলানাং সর্ব্বাসাং কুর্য্যাদেকৈকশঃ ক্রমাৎ।

নিবৃত্ত্যাদয়ো নাদজাঃ ষোড়শ। ক্বচিচ্চ। সূক্ষ্মাসূক্ষ্মেতি পাঠঃ। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা সূক্ষ্মামৃতা চৈকা পূর্ণা পূর্ণামৃতা চেতিবৎ। কেষাঞ্চিন্মতে চ অনন্তা ইতি বহুবচনান্তং নাদসম্ভবা ইত্যস্য বিশেষণং। তথাচ শারদাতিলকে। অনন্তাঃ স্বরসংযুতা ইতি। ততশ্চ সূক্ষ্মা একা অসূক্ষ্মা চৈকা মৃতা চৈকেতি তিস্রঃ ॥ ৪৩ ॥

ন্যাসপ্রকারং লিখতি ন্যাসমিতি। তৈস্তৈঃ প্রাগুদ্দিষ্টৈর্বর্ণৈঃ সহ। প্রয়োগশ্চ কং সৃষ্ট্যৈ নম ইত্যাদি। কেচিচ্চ প্রণবাদ্যমেব সর্ব্বং তত্তন্ন্যাসমাহুঃ। তথান্যে চ অকারকলানাং পাদদ্বয়সন্ধ্যগ্রেষু উকারকলানাঞ্চ করদ্বয়সন্ধ্যগ্রেষু মকারকলানাঞ্চ গুদাদ্যঙ্গেষু দশসু বিন্দু

এবং দীর্ঘা এই দশ কলা উকারজাত। তীক্ষ্ণা, রৌদ্রা, ভয়া, নিদ্রা, তন্দ্রী, ক্ষুৎ, ক্রোধনী, ক্রিয়া, উৎকারী ও মৃত্যু এই দশকলা মকারজাত। বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার হইতেও চারিটী কলা হইয়াছে, যথা পীতা, শ্বেতা, অরুণা ও অসিতা ॥ ৪২ ॥

নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, ইন্ধিকা, দীপিকা, রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্মা, অসূক্ষ্মা, মৃতা, জ্ঞানা, অজ্ঞানা, আপ্যায়নী, ব্যাপিনী ও ব্যোমরূপা এই ষোলটী স্বরযুক্ত ও নাদ অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

নমঃ শব্দ অন্তে দিয়া পূর্ব্বে যে সকল বর্ণ উদ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল বর্ণের সহিত চতুর্থী বিভক্তি সম্পন্ন নাম সকল উচ্চারণ করিয়া

নামোচ্চার্য্য চতুর্থ্যন্তং তত্তদ্বর্ণৈর্নমোঽন্তকং ॥ ৪৪ ॥
পূর্ব্বং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াস্তাসামাবাহনাৎ পরং।
ঋচঃ পঞ্চ যথাস্থানং পঠেত্তাশ্চার্চ্চয়েৎ কলাঃ।
হংসঃ শুচিষদিত্যাদৌ প্রতদ্বিষ্ণুস্ততঃ পরং।
ত্রিয়ম্বকং তৎসবিতুর্বিষ্ণুর্যোনিমিতি ক্রমাৎ ॥ ৪৫ ॥
তচ্চ শঙ্খোদকং কুম্ভে মূলমন্ত্রেণ নিক্ষিপেৎ।
পিদধ্যাত্তন্মুখং শক্রবল্লী-চূতাদি-পল্লবৈঃ ॥ ৪৬ ॥

কলানাঞ্চ কণ্ঠচিবুকভ্রূদ্বয়েষু নাদকলানাঞ্চ তত্তন্ন্যাসস্থানেষু প্রকারভেদেন ন্যাসমাহুঃ। তত্তৎ-প্রতিষ্ঠাদিবিধিশ্চ শ্রীপুরুষোত্তমবন-বিরচিতক্রমদীপিকাটীকাদিগ্রন্থতো বিশেষেণাবগন্তব্যঃ ॥৪৪

কিঞ্চ পূর্ব্বমিতি তাসামকারজাদিকলানাং। যথাস্থানমিতি শঙ্খজলেঽকারপ্রভবাণাং কলানামাবাহনানন্তরং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াশ্চ প্রাক্ হংসঃ শুচিষদিত্যৃচং। উকারপ্রভবাণাঞ্চ প্রতদ্বিষ্ণুরিতি। মকারপ্রভবাণাঞ্চ ত্রিয়ম্বকমিতি। বিন্দুপ্রভবাণাঞ্চ তৎসবিতুরিতি। নাদ-প্রভবাণাঞ্চ বিষ্ণুর্যোনিমিতি ক্রমাৎ পঠেদিতি জ্ঞেয়ং। ক্বচিচ্চ ত্র্যম্বকমিতি পাঠঃ ॥ ৪৫ ॥

তৎকলান্যাসসংস্কৃতঞ্চ শঙ্খস্থমুদকং কুম্ভে প্রাক্ স্থাপিতে তস্মিন্ অর্পয়েৎ। তস্য কুম্ভস্য মুখং শক্রবল্ল্যা ইন্দ্রবল্ল্যা আম্রাদি পল্লবৈশ্চাচ্ছাদয়েৎ। আদিশব্দাদশ্বত্থাদি ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ 'কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ, খং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে একে একে সমস্ত কলা স্থাপন করিবেন ॥ ৪৪ ॥

ঐ সকলের আবাহনের পরে এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যথাস্থানে পাঁচটী ঋক্ অর্থাৎ মন্ত্র উচ্চারণ এবং কলা সকলের পূজা করিবেন ॥

প্রথমে "হংসঃ শুচিষৎ" তাহার পর "প্রতদ্বিষ্ণুঃ" ক্রমে "ত্রিয়ম্বকং" "তৎসবিতুঃ" ও "বিষ্ণুর্যোনিং" এই পাঁচটী ঋক্ ॥ ৪৫ ॥

মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শঙ্খের সেই জল কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। ঐ কুম্ভের মুখ শক্রবল্লী অর্থাৎ রাখাল শসা নামক লতাবিশেষ ও আম্রা-দির পল্লব দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন ॥ ৪৬ ॥

শরাবেণাথ পুষ্পাদি যুক্তেনাচ্ছাদ্য তৎ পুনঃ।
সংবেষ্ট্য বস্ত্রযুগ্মেন ততঃ কুম্ভঞ্চ মণ্ডয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
অথ কুম্ভে ভগবৎপূজাবিধিঃ ॥
তস্মিন্নাবাহ্য কলসে পরং তেজো যথাবিধি।
সকলীকৃত্য চাচার্য্যঃ পূজয়েদাসনাদিভিঃ।
সকলীকরণং চোক্তং ॥
দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥

তৎ কুম্ভমুখং পুষ্পাদিসহিতেন শরাবেণ পুনরুপরি আচ্ছাদ্য। আদিশব্দেন ফলতণ্ডুলাদি। পুনশ্চ তন্মুখমেব বস্ত্রদ্বয়েন বেষ্টয়িত্বা মণ্ডয়েৎ পুষ্পচন্দনাদিনা ॥ ৪৭ ॥

পরং তেজঃ নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং। যথা বিধীয়তে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং সঞ্চিন্ত্য করাভ্যাং পুষ্পাঞ্জলিমাদায় প্রবহনাসাপুটেন হৃদয়াদ্দেবতেজঃ পুষ্পাঞ্জলাবানীয় কলসাদিকল্পিত-মূর্ত্তাবাবাহনং তন্মন্ত্রেণ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। আসনাদিভিরুপচারৈঃ। তে চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে বিস্তার্য্য লেখ্যাঃ ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর পুষ্পাদি সংযুক্ত শরাব দ্বারা পুনরায় আচ্ছাদন করিয়া দুই খানি বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করত পরে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা কুম্ভকে অলঙ্কৃত করিবেন ॥ ৪৭ ॥

অথ কুম্ভমধ্যে শ্রীভগবানের পূজাবিধি ॥

আচার্য্য অর্থাৎ গুরু সেই কলসে বিধি অনুসারে * নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া সকলীকরণ পূর্ব্বক আসনাদি দ্বারা পূজা করিবেন।

সকলীকরণ উক্ত হইয়াছে যথা ॥

দেবতার অঙ্গে যে ষড়ঙ্গ ন্যাস তাহাকে সকলীকরণ বলে ॥ ৪৮ ॥

* বিধি যথা। মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীমূর্ত্তিকে চিন্তা করিয়া হস্তদ্বয়ে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবহমান নাসাপুট দ্বারা হৃদয় হইতে ব্রহ্মতেজঃ ঐ পুষ্পাঞ্জলিতে আনয়ন করিয়া কলসাদিতে যে মূর্ত্তিকে কল্পনা করা হইয়াছে সেই মূর্ত্তিতে তদীয় মন্ত্রদ্বারা আবাহন করিবেন ॥

কেচিচ্চাহুঃ করন্যাসপীঠন্যাসৌ বিনাখিলৈঃ।
ন্যাসৈস্তত্তেজসঃ সাঙ্গীকরণং সকলীকৃতিঃ ॥ ৪৯ ॥
এবঞ্চ কুম্ভে তং সাঙ্গোপাঙ্গং সাবরণং প্রভুং।
অগ্রতোলেখ্যবিধিনার্চ্চয়েদ্ভোজ্যার্পণাবধি ॥ ৫০ ॥
নৈবেদ্যার্পণতঃ পশ্চান্মণ্ডলস্য চ সর্ব্বতঃ।
সদীপান্ পৈষ্টিকান্ ন্যস্যেৎ সবীজাঙ্কুরভাজনান্ ॥ ৫১ ॥

অথ দীক্ষাহোমবিধিঃ ॥

ততো দীক্ষাঙ্গহোমার্থং কুণ্ডং প্রাগ্বিহিতং গুরুঃ।

কিমাহুস্তদেব লিখতি করেত্যাদি। তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য তেজসঃ সাঙ্গীকরণং ধ্যানেন সাকারতাপাদনং ॥ ৪৯ ॥

তং নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপং প্রভুং শ্রীকৃষ্ণং। এবমাবাহনাদিনা নৈবেদ্যসমর্পণান্তমর্চ্চয়েৎ। কথং অগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে মুখ্যস্থানে লেখ্যেন প্রকারেণ অতস্তত্রৈব তৎসর্ব্বপ্রকারো বিস্তার্য্য লেখ্যস্তদ্দৃষ্ট্যাঽত্রাপি তথৈব পূজা কর্ত্তব্যা অধুনা তল্লিখনেনালমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বীজাঙ্কুরপাত্রসহিতান্ সত উত্তমান্ গব্যঘৃতাদিসাধিতান্ সম্যগুজ্জ্বলিতান্ দীপান্ মণ্ডলস্য পরিতঃ স্থাপয়েৎ। পৈষ্টিকান্ পিষ্টেন যবচূর্ণাদিনা নির্ম্মিতান্ পাত্রানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

অপর কেহ কেহ বলিয়াছেন, করন্যাস ও পীঠন্যাস ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত ন্যাস দ্বারা সেই ব্রহ্মস্বরূপ তেজের ধ্যানযোগে সাকারতা সম্পাদনের নাম সকলীকরণ ॥ ৪৯ ॥

এই প্রকারে কুম্ভে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও আবরণের সহিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে যে বিধি লেখা হইবে, তদনুসারে নৈবেদ্যসমর্পণ পর্য্যন্ত পূজা করিবেন ॥ ৫০ ॥

নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া পরে মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বীজাঙ্কুর পাত্রসহিত গব্য ঘৃতাদি সাধিত প্রজ্বলিত দীপ (বর্ত্তিকা) সম্পন্ন পৈষ্টিক অর্থাৎ যবচূর্ণ-নির্ম্মিতপাত্র সকল স্থাপন করিবেন ॥ ৫১ ॥

অথ দীক্ষাহোমবিধি ॥

তাহার পর দীক্ষাঙ্গ হোমের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে কুণ্ড বিধান করা

সংমার্জ্য দর্ভমার্জ্জন্যা যথাবিধ্যুপলেপয়েৎ।
বিকীর্য্য সর্ষপাংস্তত্র গব্যৈঃ সংপ্রোক্ষ্য পঞ্চভিঃ।
মধ্যে সংপূজয়েদ্বাস্তু পুরুষং দিক্ষু তৎপতীন্ ॥ ৫২ ॥
শোষণাদীনি কুণ্ডস্য কৃত্বা প্রোক্ষ্য কুশাম্বুভিঃ।
উল্লিখ্য চাস্মিন্ যোন্যাদিসহিতং মণ্ডলং লিখেৎ ॥ ৫৩ ॥
শ্রীবীজং মধ্যযোনৌ চ বিলিখ্যাভ্যুক্ষ্য পূজয়েৎ।

দীক্ষাহোমবিধিং লিখতি তত ইত্যাদিনা যথোদিতমিত্যন্তেন। যথাবিধীতি। বায়ুবীজ-জপ্তদর্ভমার্জন্যাদি সমমাগ্নেয়ীমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যেন সংমার্জ্য তথৈব বরুণবীজেন লেপনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যথাবিধীত্যস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তনং কার্য্যং। তত্তৎপ্রকারবিশেষশ্চ গ্রন্থান্তরতো জ্ঞেয়ঃ। সর্ষপান্ অস্ত্রমন্ত্রজপ্তান্ তত্র কুণ্ডে দিক্ষুচ দশসু তৎপতীন্ দিক্পালান্ ॥ ৫২ ॥

আদিশব্দেন দহনপ্লাবনকাঠিন্যাদীনি। কুশযুক্তৈরম্বুভিঃ। উল্লিখ্য উল্লেখনঞ্চ কৃত্বা। অস্মিন্ কুণ্ডে। আদিশব্দাচ্চক্রবৃত্তাদি ॥ ৫৩ ॥

অথাগ্নিসংস্কারং লিখিষ্যন্নাদৌ তৎপ্রতিষ্ঠাং লিখতি শ্রীবীজমিতি ত্রিভিঃ। পুষ্পাদিনা যদ্বিষ্টরং শয্যা তৎ। যদ্বা পুষ্পাদিকমেব বিষ্টরত্বেন কল্পয়িত্বা তত্র মধ্যযোনাবেব নিধায়

হইয়াছে, গুরু কুশনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা ঐ কুণ্ড সম্যক্‌রূপে যথা-বিধি অর্থাৎ সম্মার্জ্জনীর উপর বায়ুবীজ জপ করিয়া অগ্নিকোণ হইতে মার্জন এবং ঐ প্রকারে বরুণবীজ দ্বারা লেপন করিবেন।

অনন্তর "ফট্" এই অস্ত্র-মন্ত্র জপ করিয়া ঐ স্থানে সর্ষপ বিকীর্ণ অর্থাৎ ছড়াইয়া দিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষণ (সেচন) করত মধ্যস্থলে বাস্তুপুরুষের এবং দশদিকে ইন্দ্র, অগ্নি,যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও অনন্ত এই দশ দিক্‌পালের পূজা করিবেন ॥ ৫২ ॥

পরে পূজা-প্রকরণের লিখিতানুসারে কুণ্ডের শোষণ, দহন, প্লাবন ও কাঠিন্যাদি করিয়া কুশ জলদ্বারা প্রোক্ষণ করত বিলিখন পূর্ব্বক এই কুণ্ডে যোনি প্রভৃতির সহিত মণ্ডল লিখিবেন ॥ ৫৩ ॥

নিধায় তত্র পুষ্পাদি বিষ্টরং সাধু কল্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
তত্র লক্ষ্মীমৃতুস্নাতাং বিষ্ণুঞ্চাবাহ্য পূজয়েৎ ॥
তাম্রাদিপাত্রেণানীয়াগ্রতোঽগ্নিং স্থাপয়েচ্ছুভং ॥ ৫৫ ॥
গন্ধাদিনাগ্নিমভ্যর্চ্চ্য বিষ্ণোঃ সংক্রীড়তঃ শ্রিয়া।
রেতো রূপং বিচিন্ত্যামুং কুণ্ডং তারেণ চার্চ্চয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
বৈশ্বানরেতি মন্ত্রেণাচ্ছাদ্যাগ্নিং তং সদিন্ধনৈঃ।
চিৎপিঙ্গলেতি প্রজ্বাল্যোপতিষ্ঠেদগ্নিমিত্যমুং ॥ ৫৭ ॥

আদিশব্দেন অক্ষতকূর্চ্চৌ ॥ ৫৪ ॥

শুভং অনিন্দিতং। তথা চোক্তং। প্রমথ্য বিধিনৈবাগ্নিমাহিতাগ্নে র্গৃহাদপি। আনীয় চাদধীতাত্র কুশৈঃ প্রজ্বাল্য যত্নত ইতি ॥ ৫৫ ॥

শ্রিয়া সহ সংক্রীড়ত আদ্যরসমনুভবতঃ। অমুং অগ্নিং। তারেণ প্রণবেন ॥ ৫৬ ॥

এবমগ্নেঃ প্রতিষ্ঠাবিধিং লিখিত্বোপস্থানবিধিং লিখতি বৈশ্বেতি। বৈশ্বানরেতি মন্ত্রস্যাদ্যাক্ষরাণি। এবমগ্রেঽপি। সদ্ভিরুক্তৈর্ম্বিহিতৈ রুক্তৈরিন্ধনৈ রাচ্ছাদ্য। চিৎপিঙ্গলেতি মন্ত্রেণ। অগ্নিমিতি মন্ত্রেণ অমুং অগ্নিমুপতিষ্ঠেৎ ॥ ৫৭ ॥

যোনিমধ্যে শ্রীবীজ লিখিয়া জল দ্বারা অভিষেক করিয়া পূজা করিবেন। তাহার উপর পুষ্পাদি স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে শয্যা রচনা করিবেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর তাহাতে ঋতুস্নাতা লক্ষ্মী ও বিষ্ণুকে আবাহন করিয়া পূজা করিবেন। পরে তাম্রাদি পাত্রে করিয়া আনয়ন করত সম্মুখে পবিত্র অগ্নি অর্থাৎ যাহা সাগ্নিক ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে আনীত ও কুশদ্বারা প্রজ্বালিত তাহা স্থাপন করিবেন ॥ ৫৫ ॥

পরে চন্দনাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া ঐ অগ্নিকে লক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়াকারি বিষ্ণুর রেতঃস্বরূপ ভাবনা করত প্রণব দ্বারা কুণ্ডের পূজা করিবেন ॥ ৫৬ ॥

"বৈশ্বানর" এই মন্ত্র দ্বারা সেই অগ্নিকে আচ্ছাদন করত "চিৎপিঙ্গল" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিহিত কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বালন করিয়া অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ উপাসনা করিবেন ॥ ৫৭ ॥

জিহ্বা ন্যসেৎ সপ্ত তস্মিন্নপ্যঙ্গেষ্বঙ্গদেবতাঃ।
ষট্‌স্বু ষট্‌ ন্যস্য মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্যাষ্টাভ্যর্চ্চয়েচ্চ তাঃ ॥ ৫৮ ॥
সপ্তজিহ্বাশ্চোক্তাঃ ॥
হিরণ্যা গগনা রক্তা তথা কৃষ্ণা চ সুপ্রভা।
বহুরূপাতিরূপা চ সপ্ত জিহ্বা বসোরিমাঃ ॥ ৫৯ ॥
অথাঙ্গদেবতাঃ ॥
সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠ পুরুষস্তথা।
ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বা ধনুর্ধর ইতি স্মৃতঃ ॥
অষ্ট মূর্ত্তয়শ্চ ॥
জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন এব চ।

অথ সংস্কারার্থমেব প্রথমং ন্যাসাদিকং লিখতি জিহ্বা ইতি চতুর্ভিঃ। ষট্‌স্বু অঙ্গেষু মূর্দ্ধাদিষু। ষট্‌ অঙ্গদেবতা ন্যস্য অষ্টৌ মূর্ত্তীশ্চ ন্যস্য তাশ্চ জিহ্বাঙ্গদেবতামূর্ত্তীঃ প্রত্যেকং-চতুর্থীনমোঽন্তৈতত্তন্নামভিঃ পূজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

বসোরগ্নেঃ। কেচিচ্চ পদ্মরাগা স্বুপর্ণীত্যাদ্যাঃ সপ্ত জিহ্বা অত্রমন্যন্তে ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বমুখো দেবমুখশ্চেতি দ্বৌ। তথা চ শারদাতিলকে, জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন-

---

পরে সেই অগ্নিতে অগ্নির সপ্তজিহ্বা ও ছয় অঙ্গে ছয় দেবতা স্থাপন করিবেন এবং ঐ অগ্নিতে অষ্টমূর্ত্তিও স্থাপনা করিয়া তৎসমুদায়ের পূজা করিবেন ॥ ৫৮ ॥

অগ্নির সপ্তজিহ্বা উক্ত হইয়াছে যথা—

হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরূপা এই সাতটী অগ্নির জিহ্বা ॥ ৫৯ ॥

অগ্নির অঙ্গদেবতা যথা—

সহস্রার্চ্চিঃ, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠ, পুরুষ, ধূমব্যাপিন্‌, সপ্তজিহ্বা ও ধনুর্ধর, এই সাতটী অগ্নির অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥

অগ্নির অষ্ট মূর্ত্তি যথা—

জাতবেদা, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমার-

অশ্বোদরজসংজ্ঞশ্চ তথা বৈশ্বানরোঽপরঃ।
কৌমারতেজাশ্চ তথা বিশ্বদেবমুখাহ্বয়াবিতি ॥ ৬০ ॥
ততো বর্হিং পরিস্তীর্য্য সংস্কৃত্যাজ্যং যথাবিধি।
হুত্বা চ ব্যাহৃতীঃ পশ্চাত্ত্রীন্ বারান্ জুহুয়াৎপুনঃ।
ততোঽস্য গর্ব্ভাধানাদীন্ বিবাহান্তান্ যথাক্রমং।
সংস্কারানাচরেদুক্তমন্ত্রেণাষ্টাহুতৈস্তথা ॥ ৬১ ॥
ইত্থং হি সংস্কৃতে বহ্নৌ পীঠমভ্যর্চ্চ তত্রচ।
দেবমাবাহ্য গন্ধাদিদীপান্তবিধিনার্চ্চয়েৎ ॥ ৬২ ॥

সংজ্ঞকঃ। অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্যস্তথা বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ। কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো দেবমুখস্তথেতি ॥ ৬০ ॥

পরিস্তীর্য্য কুশাঙ্কুরাদিনা অগ্নেঃ পরিস্তরণং কৃত্বা। যথাবিধীতি সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধনীয়ং। ততশ্চ তাপনাভিদ্যোতনাদিনাজ্যসংস্কারাদিপ্রকারাশ্চ যাজ্ঞিকেষু সুপ্রসিদ্ধ এব অত্রাপেক্ষিতশ্চেৎ শ্রীপুরুষোত্তমযবনবিরচিতক্রমদীপিকাটীকাগ্রন্থতো জ্ঞেয়ঃ। পশ্চাৎ প্রণবব্যাহৃতীর্যথাবিধি হুত্বা বৈশ্বানরেত্যাদিনা অগ্নের্মূলমন্ত্রেণ পুনস্ত্রিকৃত্বো জুহুয়াৎ। শাস্ত্রোক্তেন মন্ত্রেণ স্বাহান্তপ্রণবেনাগ্নেনচ তত্তৎকর্ম্মবিষয়কেণ মন্ত্রেণ আহুত্যষ্টকেন চ অস্য বহ্নেঃ সংস্কারান্ ক্রমেণ কুর্য্যাৎ। তত্তদ্বিধিরপি তত্তদ্গ্রন্থত এব বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬১ ॥

তত্র তস্মিন্ পীঠে। গন্ধার্পণমারভ্য দীপার্পণপর্য্যন্তমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ। দীপান্তার্চ্চনঞ্চাগ্নিজিহ্বায়াঃ পীঠার্চ্চনদেবাবাহনাদি বিধিশ্চাগ্রে ব্যক্তো ভাবী ॥ ৬২ ॥

তেজা, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ এই আটটী অগ্নির মূর্ত্তি ॥ ৬০ ॥

তাহার পর অগ্নির চতুর্দ্দিকে কুশাঙ্কুরাদি বিস্তার করিয়া যথাবিধি ঘৃত শোধন করত ব্যাহৃতিহোম করিয়া পরে পুনর্ব্বার তিনবার হোম করিবেন ॥

তদনন্তর শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা আটবার হোম করিয়া যথাক্রমে এই অগ্নির গর্ব্ভাধানাদি বিবাহ পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার করিবেন ॥ ৬১ ॥

অগ্নি এইরূপে সংস্কৃত হইলে তাহাতে পীঠ পূজা করিয়া, সেই পীঠে দেবতাকে আহ্বান করত গন্ধার্পণ আরম্ভ করিয়া দীপদান পর্য্যন্ত

তঞ্চাগ্নিং দেব-রসনাং সংকল্প্যাষ্টোত্তরং বুধঃ।
সহস্রং জুহুয়াৎ সর্পিঃ শর্করাপায়সৈর্যুতৈঃ ॥ ৬৩ ॥
হুত্বাজ্যেনাথ মহতী র্ব্যাহৃতীর্বিধিনা কৃতী।
গ্রহর্ক্ষ করণাদিভ্যো বলিং দদ্যাদ্যথোদিতং ॥
অথ হোমদ্রব্যপরিমাণং ॥
কর্ষমাত্রং ঘৃতং হোমে শুক্তিমাত্রং পয়ঃ স্মৃতং।
উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎসমানি মনীষিভিঃ।
তৎ সমং মধুদুগ্ধান্নমক্ষমাত্রমুদাহৃতং।

তং সংস্কৃতমগ্নিঞ্চ দেবস্য ভগবতো জিহ্বাত্বেন সংকল্প্য। যুতৈর্মিলিতৈঃ ॥ ৬৩ ॥

অথ অনন্তরং মহাব্যাহৃতীর্বিধিনা শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ আজ্যেন হুত্বা। কৃতীতি। এবং হোমং সমাপ্যাত্মানং শিষ্যঞ্চ প্রসাদাম্বুভিরভ্যুক্ষ্য হুতভস্মনা তিলকং কুর্য্যাদিত্যাদিকং কৃতিত্বং জ্ঞেয়ং। যথোদিতমিতি মণ্ডলমধ্যে রাশিস্থানেষু তত্তন্মন্ত্রৈস্তত্তৎক্রমেণ হোমাবশিষ্ট-পায়স-তৃতীয়াংশেন গ্রহাদিভ্যো বলিং দদ্যাৎ। তত্তৎপ্রকারবিশেষোঽপি তথৈব জ্ঞেয়ঃ। আদিশব্দাচ্চ মীনমেষয়োরন্তরালে সিংহব্যাঘ্রবরাহখরগজবৃষভাদীনাং বলির্জ্ঞেয়ঃ। তথা চতুর্থাংশেন মণ্ডলস্য দক্ষিণভাগে গোময়োপলিপ্তপ্রদেশেঽগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে বিষ্ণুপার্ষদেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বলির্দ্দেয় ইত্যাদি বোদ্ধব্যং। তত্রচ সর্ব্বে তত্তন্মন্ত্রা জলগন্ধপুষ্পদানে নমোঽন্তা বলিদানে স্বাহান্তাঃ। পুনর্জলদানে তু তৃপ্যান্তাং অগন্তব্যা

শাস্ত্র বিধানানুসারে পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

অনন্তর সেই অগ্নিকে ভগবানের জিহ্বা কল্পনা করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঘৃত, শর্করা ও পায়স দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবেন ॥৬৩॥

পরে কর্ত্তা ঘৃত দ্বারা বিধানানুসারে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া গ্রহ, নক্ষত্র ও করণাদিকে যথাবিধি নৈবেদ্য দান করিবেন ॥

অথ হোমদ্রব্যের পরিমাণ ॥

পণ্ডিতগণ হোমকার্য্যে ঘৃত কর্ষমাত্র অর্থাৎ এক তোলা, দুগ্ধ শুক্তি মাত্র অর্থাৎ চারি তোলা এবং পঞ্চগব্য ও মধু প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণ কহিয়াছেন। আর পায়স অক্ষমাত্র অর্থাৎ এক তোলা, দধি প্রসৃতিমাত্র অর্থাৎ এক গণ্ডূষ এবং লাজ (খৈ) মুষ্টি পরিমিত হইবে

দধিপ্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ লাজাঃ স্যুর্মুষ্টিসংমিতা ইত্যাদি ॥৬৪॥

অথ নত্বাম্বুপানার্থং প্রদায়াচমনানিচ।
আত্মার্পণান্তমভ্যর্চ্চ্য লেখ্যেন বিধিনাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥

অথ গুরুশিষ্যনিয়মাদি ॥

ব্রতস্থং বাগ্‌যতং শিষ্যং প্রবেশ্যাথ যথাবিধি।
তদ্দেহে মাতৃকাং সাঙ্গাং ন্যস্যাথোপদিশেচ্চ তাং ॥ ৬৬ ॥
দেবং সাবরণং কুম্ভগতং চানুস্মরন্ গুরুঃ।

ইতি দিক্। যথোদিতমিত্যস্যাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনং কার্য্যং ॥ ৬৪ ॥

অথ বলিদানানন্তরং প্রণামং কৃত্বা পানার্থং সংস্কৃতং জলং পশ্চাদাচমনার্থঞ্চ জলং প্রদায় তত্তৎপ্রকারোঽপ্যপেক্ষিতো নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে ব্যক্তো ভাব্যেব। অম্বুপ্রদানানন্তরমন্তৎ কৃত্যং বিষ্বক্‌সেনায় নৈবেদ্যাংশপ্রদানং ভগবতে চ গণ্ডূষাদ্যর্পণমারভ্য আত্মার্পণান্তং সর্ব্বং সমাপয়েৎ। তচ্চাগ্রে নিত্যপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

অথানন্তরং উপবাসপরং মৌনিনং শিষ্যং পূর্ব্বশিষ্যৈঃ প্রবেশ্য। যথাবিধীতি প্রণামং কারয়িত্বা প্রোক্ষণীবারিণাঽস্ত্রমন্ত্রেণ তং সংপ্রোক্ষ্য কিঞ্চিৎ পঞ্চগব্যপ্রাশনং কারয়িত্বা চ তদ্দেহে মাতৃকাঙ্গানি মাতৃকাঞ্চ ন্যস্য ধ্যানপূর্ব্বাং মাতৃকাং তস্মৈ গুরুরুপদিশেদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

যথাবিধীত্যনুবর্ত্তত এব। অতশ্চ আবরণসহিতং ভগবন্তং তৎস্থাপিতকলসগতং

ইত্যাদি ॥ ৬৪ ॥

অনন্তর নমস্কার করিয়া পান ও আচমনের নিমিত্ত জল প্রদান করিয়া আত্মনিবেদন পর্য্যন্ত পূজা করত পরে যে বিধি লেখা হইবে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ॥ ৬৫ ॥

অথ গুরুশিষ্য-নিয়মাদি ॥

গুরু, উপবাসস্থ মৌনি শিষ্যকে যথাবিধি প্রবেশ করাইয়া তাহার দেহে অঙ্গ সহিত মাতৃকান্যাস করত বিধানানুসারে ঐ মাতৃকা উপদেশ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

অনন্তর গুরুদেব আবরণ সহিত ভগবান্ কুম্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র জপ করত কিঞ্চিৎ পঞ্চ

জপ্ত্বাষ্টোত্তরসাহস্রং শয়ীত প্রাশ্য কিঞ্চন ॥ ৬৭ ॥
দর্ভোপর্য্যজিনেঽত্বেণে নিবিষ্টো মাতৃকাং স্মরন্।
গুরুঞ্চ শিষ্যো নিদ্রাণং তাং শয়ীত জপন্ ব্রতী ॥ ৬৮ ॥
ইতি পূর্ব্বদিনকৃত্যং ॥

অথ তদ্দিনকৃত্যানি।

প্রাতঃ কৃত্যং গুরুঃ কৃত্বা কুম্ভং চাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ।
হুত্বা দত্ত্বা বলিং কর্ম্মান্যৎ কুর্য্যাৎ স্বার্পণাবধি ॥ ৬৯ ॥
সংহারমুদ্রয়া কৃষ্ণে সংযোজ্যাবৃতিদেবতাঃ।

চিন্তয়ন্ সন্ তৎ কলসজলং স্পৃষ্ট্বাঽষ্টোত্তরসহস্রং জপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং কৃত্বাঽভিবন্দ্য পঞ্চগব্যাদিকং কিঞ্চিৎ প্রাশ্য দীক্ষাসম্বন্ধিক্রিয়াকাণ্ডাদিকং চানুসন্দধানঃ পবিত্রশয্যায়াং শয়নং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

শিষ্যোঽপি মাতৃকোপদেশং প্রাপ্য দর্ভোপরি কৃষ্ণাজিনোপবিষ্টঃ সন্ মাতৃকাং গুরুঞ্চ ধ্যায়ন্ মাতৃকাং নিদ্রাবশান্তং জপন্ কৃতোপবাসঃ পূর্ব্বশিরস্ক উত্তরশিরস্কো বা শয়ীতেতি ॥৬৮॥

প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃস্নানমারভ্যাত্মার্পণান্তং যাবদশেষং কর্ম্ম সমাপ্য। কুম্ভস্থং ভগবন্তং পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য হোমঞ্চ তত্রৈব কৃত্বা বলিঞ্চ দত্ত্বা বলিদানানন্তরং যদন্যৎ পানার্ঘজলসমর্পণাদি কর্ম্ম আত্মার্পণান্তং সর্ব্বমেব পুনঃ কুম্ভে কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

গব্য ভোজন করিয়া শয়ন করিবেন ॥ ৬৭ ॥

শিষ্য উপবাস পরায়ণ হইয়া কুশের উপর মৃগচর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করত মাতৃকা অর্থাৎ বর্ণমালা ও গুরুদেবকে ধ্যান করিবেন, পরে নিদ্রিতা সেই মাতৃকা জপ করিয়া পূর্ব্বশিরস্ক অথবা উত্তরশিরস্ক হইয়া শয়ন করিবেন। এই সমুদায় পূর্ব্বদিনের কার্য্য ॥৬৮॥

অথ দীক্ষাগ্রহণ দিবসের কার্য্য ॥

গুরু প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কুম্ভের পূজা, হোম ও বলিপ্রদান করত আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত অন্যান্য কর্ম্ম করিবেন ॥ ৬৯ ॥

পরে সংহারমুদ্রা * দ্বারা-আবরণদেবতা সকলকে শ্রীকৃষ্ণে যোজনা

* অধোমুখ স্থিত বামহস্তের উপর ঊর্দ্ধমুখস্থ দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বিস্তারিত অঙ্গুলি সকলকে পরস্পর গ্রন্থন পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উলটাইয়া আনার নাম সংহার মুদ্রা।

তঞ্চামৃতময়ং ধ্যাত্বা স্বস্মিংশ্চাগ্নিং বিলাপয়েৎ ॥ ৭০ ॥
ধ্বজতোরণদিক্‌কুম্ভমণ্ডপাদ্যধিদেবতাঃ।
সর্ব্বা বিভাব্য চিদ্রূপাঃ কুম্ভে সংযোজ্য পূজয়েৎ ॥ ৭১ ॥
অতো গুরুং গণেশঞ্চ বিষ্বক্‌সেনঞ্চ পূজয়েৎ।
উদ্বাস্য কলসং স্পৃষ্ট্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥ ৭২ ॥
কৃতোপবাসঃ শিষ্যোঽথ প্রাতঃকৃত্যং বিধায় সঃ।
শুক্লবস্ত্রঃ সুবেশঃ সন্ বিপ্রান্ দ্রব্যেন তোষয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

আবরণদেবতা গুরুগণেশব্যতিরিক্তা ভবতি উদ্বাসনেন সংযোজ্য লীনা ইতি বিভাব্য তঞ্চ দেবং অমৃতময়ং নিষ্কলপূর্ণানন্দরূপেণাবস্থিতং ধ্যাত্বা বিলাপয়েৎ লীনত্বেন চিন্তয়েৎ॥ ৭০॥

ধ্বজাদীনামধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ আদিশব্দেন মণ্ডলকুণ্ডাদিঃ ॥ ৭১ ॥

অত ইতি গুরুং শিরস্যুদ্বাস্যাভ্যর্চ্চ্য গণেশঞ্চাকাশ উদ্বাস্যাভ্যর্চ্চ্য বাগাবশিষ্টদ্রব্যেণ বিষ্বক্‌সেনং চাভ্যর্চ্চ্যাকাশ এবোদ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

প্রাতঃকৃত্যং স্নানাদ্যাবশ্যকং কর্ম্ম। স দীক্ষার্থী শুক্লে বস্ত্রে যস্য তথাভূতঃ সন্। সুশোভনো বেশোঽলঙ্কারো যস্য তথাভূতঃ সন্ হোমাদিকৃতো বিপ্রান্ গোভূমিবস্ত্রধান্যাদি-দ্রব্যেণ তোষয়েৎ ॥ ৭৩ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে লীন হইয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া, পশ্চাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নির্ম্মল পূর্ণানন্দ স্বরূপে অবস্থিত ধ্যান করত আপনাতে অগ্নি লীন করিবেন অর্থাৎ আমাতে অগ্নিমিশ্রিত এইরূপ ভাবনা করিবেন॥৭০

তদনন্তর ধ্বজ, তোরণ, দিক্, কুম্ভ, মণ্ডপাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকে ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিয়া কুম্ভে সংযোজন করত পূজা করিবেন ॥ ৭১ ॥

ইহার পর গুরু, গণেশ ও বিষ্বক্‌সেনকে পূজা করিবেন, পরে বিসর্জ্জন করিয়া কলসস্পর্শ করত একশত অষ্টবার জপ করিবেন ॥ ৭২ ॥

অনন্তর সেই কৃতোপবাস শিষ্য স্নানপ্রভৃতি আবশ্যকীয় প্রাতঃকৃত্য সকল সমাপন করিয়া শুক্লবস্ত্র ও সুন্দর বেশধারণ পূর্ব্বক গো, ভূমি,

গুরুঞ্চ ভগবদ্দৃষ্ট্যা পরিক্রম্য প্রণম্যচ।
দত্ত্বোক্তাং দক্ষিণাং তস্মৈ স্বশরীরং সমর্পয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
তথাচ দশমস্কন্ধে ॥
ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতং।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ ॥ ৭৫ ॥
অথাভিষেচনবিধিঃ ॥
যাগালয়াদুত্তরস্যামাশায়াং স্নানমণ্ডপে।

ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবানেবায়ং সাক্ষাদিত্যেবং বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। উক্তাং শাস্ত্রেণ। তথাহি স্ব বিত্তার্দ্ধং চতুর্থাংশং দশাংশং বাথ শক্তিত ইতি। এষাচ গুরুসন্তোষণার্থা প্রথমা দক্ষিণা মন্ত্রদাক্ষিণা চান্যা মন্ত্রদানানন্তরং লেখ্যা ॥ ৭৪ ॥

নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ। সর্ব্বেষামর্থানামাত্মনশ্চার্পণং ॥ ৭৫ ॥

গুরুকৃত্যং লিখতি যাগেত্যাদি ষড়্ভিঃ। আশায়াং দিশি। অত্র চায়ং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। গোময়াদিনোপলিপ্তে বিবিক্তে বিতানাদ্যলঙ্কৃতে মণ্ডপে পদ্মস্বস্তিকাদিকমুদ্ধৃত্য তত্র পীঠং স্থাপয়িত্বা তস্মিংশ্চ শিষ্যং পূর্ব্বাভিমুখমুপবেশ্য স্বয়ঞ্চ তদভিমুখমুপবিশ্য শোষণদহনপ্লাবনাদি

বস্ত্র ও ধান্যাদি দ্রব্য দ্বারা ব্রহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন ॥ ৭৩ ॥

গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ এইরূপ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করত শাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক স্বীয় শরীর সমর্পণ করিবেন ॥ ৭৪ ॥

দশমস্কন্ধে ৮০অধ্যায়ে৩২শ্লোকে এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা —

গুরুকে অতীব বিশুদ্ধভাবে যে, আপনার নিখিল অর্থ এবং আত্মাপর্য্যন্ত নিবেদন করা, ইহাই সৎশিষ্যের গুরু নিকটে নিষ্কৃতি লাভ অর্থাৎ কর্ত্তব্য প্রত্যুপকার ॥ ৭৫ ॥

অথ অভিষেক বিধি ॥

যাগালয়ের উত্তরদিকে স্নান মণ্ডপের মধ্যস্থ পীঠে ঐ শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া শোষণাদি করাইবেন।

তাৎপর্য্য। গুরুকৃত্য যথা—গোময়াদি দ্বারা লিপ্ত, নির্জন ও চন্দ্রাতপ ভূষিত মণ্ডপে পদ্ম স্বস্তিকাদি বিরচন পূর্ব্বক তাহাতে পীঠ স্থাপন করিয়া সেই পীঠে শিষ্যকে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া গুরু স্বয়ং

পীঠে নিবেশ্য তং শিষ্যং কারয়েচ্ছোষণাদিকং ॥ ৭৬ ॥
পীঠন্যাসান্তমখিলং মাতৃকান্যাসপূর্ব্বকং।
ন্যাসং শিষ্যতনৌ কৃত্বা পীঠমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
সদূর্ব্বাক্ষতপুষ্পাঞ্চ মূর্দ্ধ্নি শিষ্যস্য রোচনাং।
নিধায় কলসং তস্যান্তিকে বাদ্যাদিনা নয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণমথ সংপ্রার্থ্য গুরুঃ কুম্ভস্য বাসসা।

রূপাং ভূতশুদ্ধিং তস্য কারয়েদিতি ॥ ৭৬ ॥

পূজয়েত্তদ্দেহ এব ভগবন্তমুদ্দিশ্য পুষ্পাঞ্জলিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

দূর্ব্বাক্ষতপুষ্পসহিতাং গোরোচনাং। তয়া তিলকং তস্য কারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। তস্য শিষ্যস্যান্তিকে কলসং পূর্ব্বসংস্কৃতকুম্ভং বিশ্বস্তসাধুজনহস্তেন নয়েৎ। আদিশব্দেন বিপ্রাশীর্ব্বাদ মঙ্গলঘোষগীতকীর্ত্তনাদি ॥ ৭৮ ॥

অথানন্তরং হে ভগবন্ মদীয়ান্তঃকরণে সন্নিধিবিশেষং কৃত্বা শিশোরস্য সাধুগুণসম্পন্নস্যানুগ্রহং কর্ত্তুমর্হসীতি সংপ্রার্থ্য। স্বয়মুত্তরাভিমুখো বামহস্তেন কুম্ভং ধারয়ন্ কুম্ভমুখবর্ত্তিবস্ত্রেণ শিষ্যং নীরাজ্য তৎকুম্ভমুখস্থপল্লবাদিকং শিষ্যস্য মস্তকেঽর্পয়েদিতি বিধিরত্র

শিষ্যের সম্মুখে উপবেশন করত তাহার শোষণ, দহন ও প্লাবনাদিরূপ ভূতশুদ্ধি করাইবেন ॥ ৭৬ ॥

পরে, শিষ্যের শরীরে মাতৃকা ন্যাসাদি পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত ন্যাস করিয়া পীঠমন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেন অর্থাৎ শিষ্যের দেহেতেই ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন ॥ ৭৭ ॥

তৎপরে শিষ্যের মস্তকে দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল ও পুষ্পের সহিত গোরোচনা স্থাপন করিয়া তাহার নিকট বাদ্যযন্ত্র বাদন পূর্ব্বক পূর্ব্ব সংস্কৃত কলস বিশ্বস্ত সাধুজনের হস্ত দ্বারা আনয়ন করাইবেন ॥ ৭৮ ॥

তদনন্তর গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া অর্থাৎ "হে ভগবন্! আমার অন্তঃকরণে বিশেষরূপে সন্নিধান করত সাধুগুণসম্পন্ন এই শিশুর প্রতি অনুগ্রহ বিধান করিতে যোগ্য হউন" এইরূপ প্রার্থনা করণান্তর কলসের বস্ত্র দ্বারা শিষ্যকে নীরাজন করিয়া তাহার মস্তকে

নীরাজ্য শিষ্যং তন্মূর্দ্ধ্নি ন্যসেত্তৎ পল্লবাদিকং ॥ ৭৯ ॥

তদুক্তং ॥

বিধিবৎ কুম্ভমুদ্ধৃত্য তন্মুখস্থান্ সুরদ্রুমান্।
শিশোঃ শিরসি বিন্যস্য মাতৃকাং মনসা জপেৎ ॥ ৮০ ॥

ততঃ কুম্ভাম্ভসা শিষ্যং প্রোক্ষ্য ত্রির্মূলমন্ত্রতঃ।
বিপ্রাশীর্ম্মঙ্গলোদ্ঘোষৈরভিষিঞ্চেন্মনূন্ পঠন্ ॥ ৮১ ॥

অথাভিষেকমন্ত্রাঃ ॥

বশিষ্ঠসংহিতায়াং ॥

সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিভবায় তে।

দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৭৯ ॥

তদেবাভিব্যঞ্জয়তি বিধিবদিতি। সুরদ্রুমান্ কুম্ভমুখন্যস্তান্ অশ্বত্থপল্লবানিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রথমং প্রোক্ষ্য পশ্চাৎ কুম্ভং তং করাভ্যাং গৃহীত্বা তজ্জলেন শিষ্যস্য সর্ব্বাঙ্গং পূরয়ন্ মূর্দ্ধ্ণাভিষেকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। মনূন্মন্ত্রান্ ॥ ৮১ ॥

ঐ কলসের পল্লবাদি স্থাপন করিবেন ॥ ৭৯ ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বিধিপূর্ব্বক কুম্ভ উত্তোলন করিয়া তাহার মুখস্থ অশ্বত্থপল্লব সকল শিশুর মস্তকে স্থাপন করিয়া মনোমধ্যে মাতৃকা জপ করিবেন ॥ ৮০ ॥

তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভের জলদ্বারা শিষ্যকে তিনবার প্রোক্ষণ অর্থাৎ তাহার গাত্রে জলসেচন করিয়া মন্ত্র সকল পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণদিগের আশীর্ব্বাদ এবং মঙ্গল শব্দ সহকারে অভিষেক করিবেন ॥ ৮১ ॥

অথ অভিষেকের মন্ত্র সকল যথা ॥

বশিষ্ঠসংহিতায় ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে অভিষেক করুন। বাসুদেব, জগন্নাথ তথা বিভু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ তোমার মঙ্গল বিধান করুন ॥

আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নিঋ´তিস্তথা ।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ ।
ব্রহ্মণা সহিতা হ্যেতে দিক্পালাঃ পান্তু বঃ সদা ।
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া গতিঃ ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তির্মায়া নিদ্রা চ ভাবনা ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ পূজিতাঃ ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যা অপ্সরসাং গণাঃ ।
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

দানবাঃ দনোঃ পুত্রাঃ দৈত্যাঃ দিতেঃ পুত্রা ইতি ভেদঃ । অস্ত্রাণি শরাদীনি শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি ॥ ৮২ ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, ভগবান্, যম, নিঋ´তি, বরুণ, পবন, কুবের ও শিব। আর ব্রহ্মার সহিত এই সকল দিক্পাল সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন ॥ কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, মায়া, নিদ্রা ও ভাবনা, তথা রাহু ও কেতু ইহাঁরা পূজিত হইয়া তোমাকে অভিষেক করুন ॥

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ঋষি, মুনি, গো, দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, ধ্রুবগণ, নাগগণ, দৈত্যগণ, অপ্সরোগণ, সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র, রাজগণ, বাহনসকল, ঔষধ ও রত্নসমুদায়, তথা যে সকল দণ্ড মুহূর্ত্তাদিকালের অবয়ব, আর নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, তীর্থসমুদায়, মেঘ ও নদ ইহারা সকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে অভিষেক করুন ॥ ৮২ ॥

অথ মন্ত্রকথনবিধিঃ ॥

পরিধায়াংশুকে শিষ্য আচান্তো যাগমণ্ডপে।
গত্বা ভক্ত্যা গুরুং নত্বা গুরোরাসীত দক্ষিণে ॥ ৮৩ ॥
গুরুঃ সমর্প্য গন্ধাদীন্ পুরুষাহারসংমিতং।
নিবেদ্য পায়সং কৃষ্ণে কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥ ৮৪ ॥
সাম্প্রদায়িকমুদ্রাদিভূষিতং তং কৃতাঞ্জলিং।

অংশুকে বস্ত্রযুগ্মং নবং সিতং পরিধায় স্নানবাসোঽস্পৃশন্ কৃতাচমনঃ সন্ ভক্ত্যা নত্বেতি ভগবদ্বুদ্ধ্যা বহুশোঽষ্টাঙ্গপ্রণামং সপাদগ্রহণং কৃত্বেত্যর্থঃ। গুরোস্তস্য পূর্ব্বাভিমুখমুপবিষ্টস্য প্রাগেব কৃতপ্রাণায়ামষড়ঙ্গন্যাসাদিকস্য দক্ষিণভাগে তদেকচিত্তোঽভিমুখো বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ উপবিশেদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮৩ ॥

আদিশব্দেন পুষ্পধূপাদীন্ ॥ ৮৪ ॥

অথ মন্ত্রকথন বিধি অর্থাৎ মন্ত্র বলিবার ব্যবস্থা ॥

শিষ্য নববস্ত্র পরিধান ও নূতন উত্তরীয় ধারণ করিয়া আচমন পূর্ব্বক যজ্ঞমণ্ডপে গমন করত ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদেবকে নমস্কার করিয়া গুরুদেবের দক্ষিণদিকে উপবেশন করিবেন।

তাৎপর্য্য। নূতন শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিবেন, কিন্তু যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হইয়াছিল তাহা আর স্পর্শ করিবেন না, যজ্ঞমণ্ডপে গিয়া আচমন করত গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করিয়া চরণধারণ পূর্ব্বক বহুবার অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবেন। পরে পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট, যিনি পূর্ব্বেই প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাসাদি করিয়াছিলেন সেই গুরুদেবের দক্ষিণভাগে তদ্গতচিত্ত ও সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে উপবেশন করিবেন ॥ ৮৩ ॥

গুরু গন্ধাদি সমর্পণ করিয়া একজন পুরুষের আহার সম্পন্ন হইতে পারে এমত পায়স শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন ॥ ৮৪ ॥

গুরু সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ গুরুপরম্পরা-প্রচলিত মুদ্রা অর্থাৎ তিলক

পঞ্চাঙ্গপ্রমুখৈর্ন্যাসৈঃ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসাচ্ছিশুং ॥ ৮৫ ॥
ন্যস্য পাণিতলং মূর্দ্ধ্নি তস্য কর্ণে চ দক্ষিণে।

সাংপ্রদায়িকং গুরুপরম্পরাসিদ্ধং। মুদ্রাতিলকমালাদি স্বর্ণাঙ্গুলীয়কাদি চ তেন ভূষিতং। শিশুং নিজশিশুত্বেন বর্ত্তমানমিতি স্নেহবিষয়তা সূচিতা। তং শিষ্যং। শ্রীকৃষ্ণসাৎ কুর্য্যাৎ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

তস্য শিষ্যস্য মূর্দ্ধ্নি স্বকরতলং নিধায়। বিধিবদিত্যত্রায়ং বিধির্দ্রষ্টব্যঃ। নিমীলিতনয়নং শিষ্যং পটান্তরিত উপবিষ্টো গুরুরিদং বদেৎ দিব্যদৃষ্ট্যা ভগবন্তমবলোকয়েতি ততঃ সুবর্ণশলাকয়া তং বক্ষসি স্পৃশেৎ অথ শিষ্যো মহাফলমেকং দত্ত্বা বদেদিদং ময়ি প্রসীদ লোচ-

মালা ও স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত, কৃতাঞ্জলি সেই শিশুকে পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি ন্যাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিবেন ॥ ৮৫ ॥

পরে তাঁহার মস্তকে করতল স্থাপন করিয়া যথা বিধি ঋষ্যাদিযুক্ত মন্ত্র তদীয় দক্ষিণ কর্ণে উচ্চারণ করিবেন।

তাৎপর্য্য। শিষ্য লোচনমুদ্রিত করিয়া রহিবেন, গুরু আপনার ও শিষ্যের অঙ্গ সমুদায় বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া এই কথা বলিবেন "দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ভগবান্‌কে অবলোকন কর"। তাহার পর স্বর্ণ শলাকা দ্বারা শিষ্যের বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবেন। অনন্তর শিষ্য একটী মহাফল অর্থাৎ নারিকেল প্রদান করিয়া এই কথা বলিবেন, "আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, লোচনযুগলে অবলোকন করুন।" পরে "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া শিষ্য নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিবেন। তাহার পরে গুরু বিকশিতনয়নসম্পন্ন শিষ্যের শরীরে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া ঐ ভগবান্‌কে গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ও পঞ্চোপচারে পূজা করত উত্তম সময়ে গীত বাদ্যাদি মঙ্গল শব্দ দ্বারা শিষ্যের মস্তকে হস্ত প্রদান করিবেন। পশ্চাৎ ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতাদি উপদেশ করিয়া মূলমন্ত্র তিনবার দক্ষিণ কর্ণে বলিবেন ॥

মন্ত্র দীর্ঘ হইলে শিষ্য যে পর্য্যন্ত মন্ত্র গ্রহণ করিতে না পারিবেন

ঋষ্যাদি যুক্তং বিধিবন্মন্ত্রং বারত্রয়ং বদেৎ ॥
দীর্ঘমন্ত্রঞ্চ শিষ্যস্য যাবদাগ্রহণং পঠেৎ।
গুরু-দৈবত-মন্ত্রৈক্যং শিষ্যস্তং ভাবয়ন্ পঠেৎ ॥ ৮৬ ॥
সাক্ষতং গুরুরাদায় বারি শিষ্যস্য দক্ষিণে।
করেঽর্পয়েদ্বদন্মন্ত্রোঽয়ং সমোঽস্ত্বাবয়োরিতি ॥ ৮৭ ॥
স্বস্মাজ্জ্যোতির্ময়ীং বিদ্যাং গচ্ছন্তীং ভাবয়েদ্গুরুঃ।
আগতাং ভাবয়েচ্ছিষ্যো ধন্যোঽস্মীতি বিশেষতঃ ॥ ৮৮ ॥
মহাপ্রসাদং শিষ্যায় দত্ত্বা তৎপায়সং গুরুঃ।

নাত্যাং বিলোকয়েতি। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্তেত্যাদি পঠেচ্চ। অথোন্মীলিতনয়নস্ত শিষ্যস্ত তনৌ ভগবন্তমাবির্ভূতং ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিরলঙ্কৃত্য পঞ্চোপচারৈশ্চ সংপূজ্য সুমুহূর্ত্তে গীত-বাদ্যাদিমঙ্গলঘোষেণ শিষ্যস্য শিরসি করতলং ন্যস্য ঋষিচ্ছন্দো দেবতাদিকমুপদিশ্য মূল-মন্ত্রং বারত্রয়ং দক্ষিণকর্ণে ব্রূয়াদিতি। আ সম্যক্ গ্রহণং যাবৎ শিষ্যেণ মন্ত্রো যাবতা ধৃতোভবে-ত্তাবদ্বারং পঠেদিত্যর্থঃ। গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেষামৈক্যং চিন্তয়ন্ তং মন্ত্রমুচ্চারয়েৎ ॥৮৬॥

ইতঃ পরময়ং মন্ত্রো মম তবচ সমোঽস্ত তুল্যফলদো ভবত্বিত্যেতদ্বদন্ ॥ ৮৭ ॥

স্বস্মাদ্গচ্ছন্তীং মন্ত্রাত্মিকাং বিদ্যাং। ধন্যোঽস্মীতি বিশেষতো ভাবয়েৎ ॥ ৮৮ ॥

গুরু সেই পর্য্যন্ত পাঠ করিবেন। শিষ্য, গুরু, দেবতা ও মন্ত্রকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন ॥ ৮৬ ॥

গুরু এই মন্ত্র তোমার ও আমার সহিত সম অর্থাৎ তুল্য ফল প্রদান করুন, এই বলিয়া শিষ্যের দক্ষিণকরে আতপ তণ্ডুলের সহিত জল প্রদান করিবেন ॥ ৮৭ ॥

গুরু ভাবনা করিবেন, আমার দেহ হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী অর্থাৎ মন্ত্রাত্মিকা বিদ্যা শিষ্যের শরীরে গমন করিতেছেন এবং শিষ্য ভাবনা করিবেন, ঐ জ্যোতির্ময়ী বিদ্যা গুরুদেবের দেহ হইতে আমার দেহে আগমন করিলেন। বিশেষতঃ আমি ধন্য হইলাম এইরূপ চিন্তা করিবেন॥৮৮

গুরু ঐ মহাপ্রসাদ পায়স শিষ্যকে প্রদান করিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ

নিদধ্যাদক্ষতান্মূর্দ্ধ্নি তস্য যচ্ছন্ শুভাশিষঃ ॥
গুরুণা কৃপয়া দত্তং শিষ্যশ্চাবাপ্য তং মনুং।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সময়ান্ শৃণুয়াত্ততঃ ॥ ৮৯ ॥

অথ সময়াঃ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

স্বমন্ত্রো-নোপদেষ্টব্যো বক্তব্যশ্চ ন সংসদি।
গোপনীয়ং তথা শাস্ত্রং রক্ষণীয়ং শরীরবৎ।
বৈষ্ণবানাং পরা ভক্তিরাচার্য্যাণাং বিশেষতঃ।
পূজনঞ্চ যথাশক্তি তানাপন্নাংশ্চ পালয়েৎ ॥ ৯০ ॥

তদ্ভগবন্নিবেদিতং পুরুষাহারপারমিতং মহাপ্রসাদরূপং পায়সং দত্ত্বা। শুভাশিষঃ। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমবিনাশঃ স্বয়ং জয়ঃ। সৌভাগ্যঞ্চ পুনশ্চায়ুর্য্যাকং চাস্ত সর্ব্বদেত্যা-দ্যাক্তাঃ। জপ্ত্বা আবর্ত্ত্য। ততস্তস্মাদ্গুরোঃ সকাশাৎ সময়ান্ আচারান্ ন্যাসধ্যানাদীন্ অন্যানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্ শৃণুয়াৎ ॥ ৮৯ ॥

শাস্ত্রং শ্রীভাগবতাদি পূজাদিসম্বন্ধি বা ॥ ৯০ ॥

সকল প্রদান করত, তাহার মস্তকে আতপতণ্ডুল অর্পণ করিবেন ॥

গুরু কৃপা করিয়া যে মন্ত্র দান করিলেন, শিষ্য সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া একশত অষ্টবার জপ করত তাঁহার নিকট সময় অর্থাৎ আচার, ন্যাস, ধ্যান ও অন্যান্য বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিবেন ॥ ৮৯ ॥

অথ সময় সকল। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

গুরু যে মন্ত্রে স্বয়ং উপদিষ্ট হইয়াছেন, সে মন্ত্র শিষ্যকে উপদেশ করিবেন না, লোকসম্মুখে উচ্চারণ করিবেন না, শাস্ত্রের অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত অথবা পূজাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ন্যায় গোপন এবং শরীরের ন্যায় রক্ষা করিবেন।

বৈষ্ণবদিগের বিশেষতঃ গুরুবর্গের প্রতি পরমা ভক্তি করিবে, তাঁহাদিগকে যথাশক্তি পূজা করিবে এবং তাঁহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে ॥ ৯০ ॥

প্রাপ্তমায়তনাদ্বিষ্ণোঃ শিরসা প্রণতো বহেৎ।
নিঃক্ষিপেদম্ভসি ততো ন পতেদবনৌ যথা॥ ৯১॥
সোমসূর্য্যান্তরস্থঞ্চ গবাশ্বত্থাগ্নিমধ্যগং।
ভাবয়েদ্দৈবতং বিষ্ণুং গুরুবিপ্রশরীরগং।
যত্র যত্র পরীবাদো মাৎসর্য্যাচ্ছ্রূয়তে গুরোঃ।
তত্র তত্র ন বস্তব্যং নির্যায়াৎ সংস্মরন্ হরিং।
যৈঃ কৃতা চ গুরোর্নিন্দা বিভোঃ শাস্ত্রস্য নারদ।
নাপি তৈঃ সহ বস্তব্যং বক্তব্যং বা কথঞ্চন।
প্রদক্ষিণে প্রয়াণে চ প্রদানে চ বিশেষতঃ।
প্রভাতে চ প্রবাসে চ স্বমন্ত্রং বহুশঃ স্মরেৎ।

আপন্নান্ আপদ্গতান্ সতঃ। প্রাপ্তং নির্ম্মাল্যাদি। অতএবোক্তং তত্রৈব প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে। বিষ্ণোর্নিবেদিতং প্রাপ্য নিক্ষিপেৎ যত্র কুত্রচিৎ। অযোগ্যস্যাথ বা দদ্যাৎ সোঽয়মষ্টশতং জপেদিতি॥ ৯১॥

বিভোর্ভগবতঃ॥ ৯২॥

বিষ্ণুমন্দির হইতে নির্ম্মাল্যাদি প্রাপ্ত হইলে প্রণাম করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে, তাহার পর জলে নিক্ষেপ করিবে, যেন মৃত্তিকায় পতিত না হয়॥ ৯১॥

আরাধ্যদেব শ্রীবিষ্ণুকে চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যস্থ, গো, অশ্বত্থ ও অগ্নির মধ্যগত এবং গুরু ও ব্রাহ্মণের শরীর স্থিতরূপে ভাবনা করিবে॥

যেস্থানে যেস্থানে মাৎসর্য্য হেতু গুরুদেবের নিন্দা হইতেছে শ্রবণ করিবে, সেই স্থানে সেই স্থানে অবস্থিতি করিবে না। হরিস্মরণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবে॥

হে নারদ! যাহারা গুরুদেবের, ভগবানের ও শাস্ত্রের নিন্দা করিয়াছে, তাহাদের সহিত কখন সহবাস বা কথোপকথন করিবে না॥

বিশেষরূপে প্রদক্ষিণকালে, গমন সময়ে দানকালে, তথা প্রভাতে ও প্রবাসে বারম্বার স্বীয় মন্ত্র স্মরণ করিবে॥

স্বপ্নে বাক্ষিসমক্ষং বা আশ্চর্য্যমতিহর্ষদং।
অকস্মাদ্যদি জায়েত ন খ্যাতব্যং গুরোর্বিনা ॥ ৯২ ॥

পঞ্চরাত্রান্তরে ॥

সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ পঞ্চরাত্রিকাৎ।
ন ভক্ষয়েন্মৎস্যমাংসং কূর্ম্মশূকরকাংস্তথা ॥ ৯৩ ॥
কাংস্যপাত্রে ন ভুঞ্জীত ন প্লক্ষবটপত্রয়োঃ।
দেবাগারে ন নিষ্ঠীবেৎ ক্ষুতং চাত্র বিবর্জয়েৎ।
ন সোপানৎকচরণঃ প্রবিশেদন্তরং ক্বচিৎ ॥ ৯৪ ॥

মৎস্যমাংসে নিষিদ্ধে অপি পুনঃ কূর্ম্মাদিনিষেধঃ কদাচিদ্রোগাদিনা মাংসাশিনোঽপ্যবশ্যং তদ্বর্জনায় ॥ ৯৩ ॥

দেবাগার ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব। ততশ্চ অনন্তরং দেবাগারাভ্যন্তরমিত্যর্থঃ। ক্বচিৎ কদাচিদপি। যদ্বা কস্মিংশ্চিদপি দেবাগারে ॥ ৯৪ ॥

স্বপ্নে অথবা চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাদযদি কোন অতি হর্ষজনক আশ্চর্য্য দৃষ্ট হয়; তাহা গুরুদেব ব্যতিরেকে অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না ॥ ৯২ ॥

অন্য পঞ্চরাত্রে যথা—

পঞ্চরাত্রি হইতে সংক্ষেপে আচার সকল বলিতেছি। মৎস্য, মাংস তথা কচ্ছপ ও শূকর ভক্ষণ করিবে না ॥

তাৎপর্য্য বৈষ্ণবাচারে সামান্যতঃ মৎস্য, মাংস ভোজন নিষিদ্ধ, কিন্তু কচ্ছপ ও শূকর এই দুই মাংস মধ্যে গণ্য হইলেও পুনরায় নামোল্লেখ করার কারণ এই যে, রোগাদি জন্য কখন মাংস ভোজন বিহিত হইলেও কচ্ছপ ও শূকর মাংস একেবারে বর্জন করিবে, কদাচ ভক্ষণ করিবে না ॥ ৯৩ ॥

কাংস্যপাত্রে অথবা অশ্বত্থ কিম্বা বট ইহাদের পত্রে ভোজন করিবে না। দেবগৃহে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিবে না এবং ক্ষুতকার অর্থাৎ হাঁচিবে না। কখনও পদে পাদুকা দিয়া দেবগৃহে প্রবেশ করিবে না ॥ ৯৪ ॥

একাদশ্যাং নচাশ্নীয়াৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুং ॥ ৯৫ ॥
সম্মোহনতন্ত্রে চ ॥
গোপয়েদ্দেবতামিষ্টাং গোপয়েদ্গুরুমাত্মনঃ।
গোপয়েচ্চ নিজং মন্ত্রং গোপয়েন্নিজমালিকামিতি ॥ ৯৬ ॥
চতুর্যুক্শতসংখ্যেষু প্রাগ্গুরোঃ সময়েষু চ।
শিষ্যেণাঙ্গীকৃতেষ্বেব দীক্ষা কৈশ্চন মন্যতে ॥ ৯৭ ॥
তথাচ বিষ্ণুযামলে ॥
গুরুঃ পরীক্ষয়েচ্ছিষ্যং সংবৎসরগতন্ত্রিতঃ ॥

বিশেষাদিতি অন্যতিথিভ্যো বিশেষেণ একাদশ্যাং তত্রাপি বিশেষতো জাগরণে হর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥ ৯৬ ॥

সময়শ্রবণে মতান্তরং লিখতি চতুর্যুগিতি। প্রাক্ প্রথমং গুরোঃ সকাশাদঙ্গীকৃতেষ্বেব ॥ ৯৭ ॥

বিহিতান্ বিধেয়ানিত্যর্থঃ। চতুর্যুক্শতং ॥ ৯৮ ॥

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষেরই একাদশীতে ভোজন করিবে না, একাদশীর রাত্রিতে জাগরণ এবং বিশেষ করিয়া ভগবানের পূজা করিবে ॥ ৯৫ ॥

সম্মোহন তন্ত্রেতেও ॥

অভীষ্টদেবকে গোপন করিবে, আপনার গুরুকে গোপন করিবে, নিজমন্ত্রকে গোপন করিবে এবং নিজের মালা গোপনে রাখিবে ॥৯৬॥

কেহ কেহ বলিয়াছেন শিষ্য প্রথমতঃ গুরুর একশত চারিটী নিয়ম অঙ্গীকার করিলেই দীক্ষিত হইতে পারে ॥ ৯৭ ॥

এই বিষয় বিষ্ণুযামলে যথা—

গুরু মনোযোগ পূর্ব্বক একবৎসর শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং একশত চারিটী কর্ত্তব্য ও পরিত্যাজ্য নিয়ম সকল শ্রবণ করাই-

নিয়মান্ বিহিতান্ বর্জ্যান্ শ্রাবয়েচ্চ চতুঃশতং ॥ ৯৮ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থানং মহাবিষ্ণোঃ প্রবোধনং।
নীরাজনঞ্চ বাদ্যেন প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ॥ ৯৯ ॥
বিশুদ্ধাহতযুগ্‌বস্ত্রধারণং দেবতার্চ্চনং।
গোপীচন্দনমৃৎস্নায়াঃ সর্ব্বদা চোর্দ্ধপুণ্ড্রকং।
পঞ্চায়ুধানাং বিধৃতিশ্চরণামৃতসেবনং।
তুলসীমণিমালাদিভূষাধারণমন্বহং।
নির্ম্মাল্যোদ্বাসনং বিষ্ণোস্তচ্চন্দনবিলেপনং ॥ ১০০ ॥
শালগ্রামশিলাপূজা প্রতিমাসু চ ভক্তিতঃ।

অত্রাদৌ দ্বিপঞ্চাশদ্বিহিতানাহ ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা চিন্তনমিত্যন্তেন ॥ ৯৯ ॥

বিশুদ্ধঞ্চ পবিত্রং আহতঞ্চ নূতনং। পাঠান্তরে বিশুদ্ধেন জনেনাহৃতমানীতং যং যুগ্‌বস্ত্রং বস্ত্রযুগ্মং তস্য ধারণং দেবতায়া নিজেষ্টদৈবতস্য অর্চ্চনং তর্পণাদিনা জলে পূজনং। পাঠান্তরে ঽপি স এবার্থঃ ॥ ১০০ ॥

শালগ্রামশিলায়াং পূজা প্রতিমাসু চ পূজেত্যেষ একো নিয়মঃ নির্ম্মাল্যতুলস্যা ভক্ষ

বেন ॥ ৯৮ ॥

নিয়মসকল যথা ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান। ১। মহাবিষ্ণুর প্রবোধন। ২। বাদ্যের সহিত আরাত্রিক। ৩। বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান ॥ ৪ ॥ ৯৯ ॥

পবিত্র নূতন পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ। ৫। অভীষ্টদেবের পূজন। ৬। গোপীচন্দন ও উত্তম মৃত্তিকা দ্বারা সর্ব্বদা উর্দ্ধপুণ্ড্র করণ। ৭। প্রত্যহ পঞ্চায়ুধ, অর্থাৎ শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ ও বাণের সহিত ধনু ধারণ। ৮। চরণামৃতসেবন। ৯। এবং তুলসী ও মণিমালাদি ভূষা ধারণ। ১০। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য দূরীকরণ। ১১। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য চন্দন অঙ্গে বিলেপন। ১২ ॥ ১০০ ॥

ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রাম শিলা ও প্রতিমা সকলেতে ইষ্টদেবের পূজা

নির্ম্মাল্যতুলসীভক্ষস্তুলস্যবচয়ো বিধেঃ ॥ ১০১ ॥
বিধিনা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা শিখাবন্ধোহি কর্ম্মণি।
বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৃণাং তর্পণক্রিয়া।
মহারাজোপচারৈশ্চ শক্ত্যাং সংপূজনং হরেঃ ॥ ১০২ ॥
বিষ্ণুভক্ত্যবিরোধেন নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়া।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকরণং ন্যাসাঃ সর্ব্বে যথাবিধি।
নবীনফলপুষ্পাদে র্ভক্তিতঃ সংনিবেদনং।
তুলসীপূজনং নিত্যং শ্রীভাগবতপূজনং ॥ ১০৩ ॥
ত্রিকালং বিষ্ণুপূজা চ পুরাণশ্রুতিরন্বহং।
বিষ্ণো নির্বেদিতানাং বৈ বস্ত্রাদীনাঞ্চ ধারণং ॥ ১০৪ ॥

ভক্ষণং। ভূষেতি বা পাঠঃ। ভূষণত্বেন মস্তকাদৌ ধারণমিত্যর্থঃ। বিধের্যথাবিধীত্যর্থঃ ॥১০১॥
শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যাং। শক্ত্যেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১০২ ॥
যা বিষ্ণুভক্ত্যা সহ বিরুদ্ধা ন ভবতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ১০৩ ॥
পুরাণানাং শ্রীভাগবতাদীনাং শ্রুতিঃ শ্রবণং ॥ ১০৪ ॥

করণ। ১৩। নির্ম্মাল্য তুলসী ভক্ষণ অথবা ভূষণ স্বরূপে মস্তকে ধারণ। ১৪। বিধি অনুসারে তুলসীচয়ন। ১৫ ॥ ১০১ ॥

বিধিপূর্ব্বক তান্ত্রিকী সন্ধ্যা। ১৬। ধর্ম্মকার্য্যে শিখাবন্ধন করণ।১৭। বিষ্ণুপাদোদকের দ্বারাই পিতৃলোকের তর্পণ। ১৮। শক্তি থাকিলে মহারাজোপচারে হরির পূজা করণ ॥ ১৯ ॥ ১০২ ॥

যাহা বিষ্ণুভক্তির সহিত বিরুদ্ধ না হয় এমত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করণ। ২০। ভূতশুদ্ধ্যাদি ও যথাবিধি সমুদায় ন্যাস করণ। ২১। নূতন ফল পুষ্পাদি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে নিবেদন। ২২। নিত্য তুলসী পূজা। ২৩। ও নিত্য শ্রীভাগবতপূজা ॥ ২৪ ॥ ১০৩ ॥

প্রত্যহ ত্রিকালে বিষ্ণুপূজা। ২৫। প্রত্যহ পুরাণশ্রবণ। ২৬। বিষ্ণুর নিবেদিত বস্ত্রাদির ধারণ ॥ ২৭ ॥ ১০৪ ॥

সর্ব্বেষাং পুণ্যকার্য্যাণাং স্বামিদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তনং।
গুর্ব্বাজ্ঞাগ্রহণং তত্র বিশ্বাসো গুরুণোদিতে ॥ ১০৫ ॥
যথা স্বমুদ্রারচনং গীতনৃত্যাদিভক্তিতঃ।
শঙ্খাদিধ্বনিমাঙ্গল্যলীলাদ্যভিনয়ো হরেঃ।
নিত্যহোমবিধানঞ্চ বলিদানং যথাবিধি ॥ ১০৬ ॥
সাধূনাং স্বাগতং পূজা শেষনৈবেদ্যভোজনং।
তাম্বূলশেষগ্রহণং বৈষ্ণবৈঃ সহ সঙ্গমঃ।
বিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা দশম্যাদিদিনত্রয়ে।
ব্রতে নিয়মতঃ স্বাস্থ্যং সন্তোষো যেন কেন বৈ।

স্বামিদৃষ্ট্যা ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধ্যা যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমীতি বুদ্ধ্যা বা। যদ্বা। স্বামীতি বুদ্ধ্যা দাসভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

যথাস্বং নিজমন্ত্রদেবতানুসারেণ মুদ্রাণাং রচনং বন্ধনং। তথা স্বেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

স্বাগতং পূজা চেত্যেক এব নিয়মঃ। বিশেষতো ধর্ম্মস্ত বৈষ্ণবকৃতাস্ত। যদ্বা। বিশিষ্ট-ধর্ম্মস্য ভগবদ্ধর্ম্মস্য জিজ্ঞাসা। দশম্যাদিদিনত্রয়েষু দশম্যেকাদশীদ্বাদশীষু যদ্ব্রতঞ্চ ভক্ষণাদি-

---

ভগবানের আজ্ঞা এইরূপ বোধ করিয়া সমুদায় পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হওন। ২৮। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ। ২৯। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। ৩০ ॥১০৫॥

সম্প্রদায় অনুসারে নিজ মন্ত্র দেবতার তিলক রচন। ৩১। ভক্তি সহকারে গীত। ৩২। ও নৃত্যাদি। ৩৩। হরির সম্বন্ধে শঙ্খের মঙ্গল-ধ্বনি। ৩৪। লীলার অনুকরণ। ৩৫। যথাবিধি নিত্য হোম বিধান।৩৬। নিত্য নৈবেদ্যার্পণ। ৩৭ ॥ ১০৬ ॥

সাধুগণের অভ্যর্থনা। ৩৯। এবং পূজাকরণ। ৩৯। শেষ নৈবেদ্য ভোজন। ৪০। তাম্বূল শেষ গ্রহণ।৪১। বৈষ্ণবের সহিত সঙ্গ করণ।৪২। দশমী আদি দিনত্রয়ে বিশিষ্ট ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করণ। ৪৩। একাদশী ব্রত বিষয়ে নিয়ম ধারণ করায় অসুস্থ না হইয়া সুস্থ অবস্থায় অবস্থিতি

পর্ব্বযাত্রাদিকরণং বাসরাষ্টকসদ্বিধিঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্ত্তুচর্য্যা চ মহারাজোপচারতঃ।
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রতানাং পরিপালনং।
গুরাবীশ্বরভাবশ্চ তুলসীসংগ্রহঃ সদা॥ ১০৭॥
শয়নাদ্যুপচারশ্চ রামাদীনাঞ্চ চিন্তনং॥ ১০৮॥
সন্ধ্যয়োঃ শয়নং নৈব ন শৌচং মৃত্তিকাং বিনা।
তিষ্ঠতাচমনং নৈব তথা গুর্ব্বাসনাসনং।
গুর্ব্বগ্রে পাদবিস্তারশ্ছায়ায়া লঙ্ঘনং গুরোঃ।

নিয়মঃ তস্মিন্ নিয়মেন স্বাস্থ্যং শ্রদ্ধয়া স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ। পর্ব্ব জন্মাষ্টম্যাদিমহোৎসবঃ। যাত্রা দেবালয়াদিগমনং। আদিশব্দেন তুলসীপুষ্পবাটিকাদিতত্ত্বিধানং। বাসরাষ্টকং অষ্ট মহাদ্বাদশ্যঃ। তস্য সদ্বিধিঃ সৎকারঃ যথাবিধি প্রতিপালনমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষু ঋতুষু বসন্তাদিষু চর্য্যা তত্তৎকালীনপুষ্পাদিভিঃ পরিচর্য্যা দোলান্দোলনাদিক্রিয়া বা। সা চ মহারাজোপচারতঃ শক্তৌ সত্যামিতি জ্ঞেয়ং॥ ১০৭॥

শয়নং শয্যা আদিশব্দাৎ পাদসম্বাহনাদিঃ। তত্তদ্রূপো বা উপচারঃ রামাদীনাং চিন্তনং। রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ ১০৮॥

অধুনা বর্জ্যান্ দ্বিপঞ্চাশন্নিয়মানাহ সন্ধ্যয়োরিত্যাদিনা সদেত্যন্তেন। নৈবেতি সর্ব্ব-

হওন। ৪৪। পর্ব্ব অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতির মহোৎসব তথা যাত্রা অর্থাৎ দেবালয়াদি গমন করণ। ৪৫। অষ্ট মহাদ্বাদশীর সদ্ব্যবস্থানুসারে প্রতিপাদন। ৪৬। সমুদায় ঋতুতে মহারাজোপচারে বিষ্ণুর পূজা। ৪৭। সমস্ত বৈষ্ণবব্রতের পরিপালন। ৪৮। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি। ৪৯। সর্ব্বদা তুলসীসংগ্রহকরণ। ৫০॥ ১০৭॥

শয়নাদি উপহার প্রদান। ৫১। শয়নকালে রামাদির চিন্তন অর্থাৎ "রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং। শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নস্তস্য নশ্যতি" এই মন্ত্র স্মরণ॥ ৫২॥ ১০৮॥

উভয় সন্ধ্যায় শয়ন না করা। ৫৩। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে শৌচ না করা। ৫৪। দণ্ডায়মান হইয়া আচমন না করা। ৫৫। গুরুর আসনে উপবেশন না করা। ৫৬। গুরুর অগ্রে পাদবিস্তার। ৫৭। ও

শক্তৌ স্নানক্রিয়াহানি র্দেবতার্চ্চনলোপনং ॥ ১০৯ ॥
দেবতানাং গুরূণাঞ্চ প্রত্যুত্থানাদ্যভাবনং।
গুরোঃ পুরস্তাৎ পাণ্ডিত্যং প্রৌঢ়পাদক্রিয়া তথা ॥ ১১০ ॥
অমন্ত্রতিলকাচামো নীলীবস্ত্রবিধারণং।
অভক্তৈঃ সহ মৈত্রাদি অসচ্ছাস্ত্রপরিগ্রহঃ।
তুচ্ছসঙ্গসুখাসক্তি র্মদ্যমাংসনিষেবণং ॥ ১১১ ॥
মাদকৌষধসেবা চ মসুরাদ্যন্নভোজনং।
শাকং তুম্বীকলঞ্জাদি তথাঽভক্তান্নসংগ্রহঃ।

ত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১০৯ ॥

প্রত্যুত্থানাদীনাং অভাবনং অকরণমিত্যর্থঃ। প্রৌঢ়পাদলক্ষণমুক্তং। আসনারূঢ়পাদস্তু জান্বোর্ব্বাথ জঙ্ঘয়োঃ। কৃতাবশক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদঃ স উচ্যতে ॥ ১১০ ॥

মন্ত্রং বিনা তিলকং আচামশ্চাচমনমিতি। দ্বাভ্যামেক এব নিয়মঃ ॥ ১১১ ॥

আদিশব্দেন দগ্ধান্নাদি। আদিশব্দাৎ বৃন্তাকাদি। অভক্তাৎ অবৈষ্ণবাৎ অন্নস্য সংগ্রহঃ পরিগ্রহঃ সংগ্রহশব্দেন ক্ষুৎপীড়য়োদরভরণমাত্রান্নগ্রহণমনুজ্ঞাতং ॥ ১১২ ॥

গুরুর ছায়া লঙ্ঘন না করা। ৫৮। শক্তি থাকিতে স্নানকার্য্যে হানি না করা। ৫৯। দেবতার পূজালোপ না করা। ৬০ ॥ ১০৯ ॥

দেবতা ও গুরুবর্গের প্রত্যুত্থানাদি দ্বারা অভ্যর্থনা না করা। ৬১। গুরুর অগ্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করা। ৬২। ঊর্দ্ধজানু হইয়া উপবেশন না করা। ৬৩ ॥ ১১০ ॥

মন্ত্র ব্যতিরেকে তিলক রচনা।৬৪। ও আচমন না করা।৬৫। নীলী-বস্ত্র পরিধান না করা। ৬৬। অভক্তের অর্থাৎ হরিবিমুখের সহিত মিত্রতাদি না করা। ৬৭। অসৎশাস্ত্র গ্রহণ না করা। ৬৮। তুচ্ছসঙ্গ ও তুচ্ছসুখে আসক্তি না করা।৬৯। মদ্য মাংস সেবন না করা। ৭০ ॥১১১॥

মাদক ঔষধ সেবন না করা।৭১। মসুরাদি অন্ন ভোজন না করা।৭২। শাক, তুম্বী ও কলঞ্জ অর্থাৎ বিষাক্ত শস্ত্র দ্বারা হত মৃগপক্ষি ভক্ষণ

অবৈষ্ণবব্রতারম্ভস্তথা জপ্যমবৈষ্ণবং ॥ ১১২ ॥
অভিচারাদিকরণং শক্ত্যা গৌণোপচারকং।
শোকাদিপারবশ্যঞ্চ দিগ্বিদ্ধৈকাদশীব্রতং।
শুক্লা কৃষ্ণা বিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা।
শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধং চৈকাদশীদিনে ॥ ১১৩ ॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যবচয়স্তথা।
তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানং শ্রাদ্ধং ত্বর্ঘ্যনিবেদিতৈঃ ॥ ১১৪ ॥
বৃদ্ধাবতুলসীশ্রাদ্ধং তথা শ্রাদ্ধমবৈষ্ণবং।

দিক্‌দশমী। ব্রতে অসদ্ব্যাপারঃ দ্যূতক্রীড়াদিঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্র দ্বাদশ্যাং ॥ ১১৪ ॥

বৃদ্ধৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসীং বিনা শ্রাদ্ধং অবৈষ্ণবং বৈষ্ণবজনরহিতং ভগবদনিবেদিতা-

না করা। ৭৩। অবৈষ্ণবের নিকট হইতে অন্ন সংগ্রহ * না করা। ৭৪। বিষ্ণুসম্বন্ধ ব্যতিরেকে অন্য ব্রত আচরণ না করা। ৭৫। বিষ্ণুমন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্র জপ না করা। ৭৬ ॥ ১১২ ॥

অভিচারাদি অর্থাৎ মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি না করা। ৭৭। সামর্থ্য থাকিতে ন্যূনকল্পে উপচার প্রদান না করা। ৭৮। শোকাদির বশীভূত না হওয়া। ৭৯। দশমীবিদ্ধ একাদশীব্রত না করা। ৮০। শুক্ল ও কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীকে বিশেষ না করা। ৮১। ব্রতধারণ করিয়া অসদ্ব্যাপার অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়াদি না করা। ৮২। সামর্থ্য থাকিতে ব্রতদিনে ফলাদি ভোজন না করা। ৮৩। একাদশী ব্রতদিনে শ্রাদ্ধ না করা। ৮৪ ॥ ১১৩ ॥

দ্বাদশীর দিবসে নিদ্রা না যাওয়া। ৮৫। দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন না করা। ৮৬। দ্বাদশীতে দিবাতে বিষ্ণুকে স্নান না করান। ৮৭। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ না করা। ৮৮ ॥ ১১৪ ॥

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে তুলসী ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ না করা। ৮৯। তথা বৈষ্ণব-

* ক্ষুধায় পীড়িত ব্যক্তির উদর ভরণমাত্র অন্নের গ্রহণকে সংগ্রহ বলে।

চরণামৃতপানেঽপি শুদ্ধ্যর্থাচমনক্রিয়া ॥ ১১৫ ॥
কাষ্ঠাসনোপবিষ্টেন বাসুদেবস্য পূজনং।
পূজাকালেঽসদালাপঃ করবীরাদিপূজনং ॥ ১১৬ ॥
আয়সং ধূপপাত্রাদি তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং প্রমাদতঃ।
পূজা চাসংস্কৃতৈর্দ্রব্যৈস্তথা চঞ্চলচিত্ততঃ ॥ ১১৭ ॥
একহস্তপ্রণামাদি অকালে স্বামিদর্শনং।
পুর্য্যুষিতাদিদুষ্টানামন্নাদীনাং নিবেদনং ॥ ১১৮ ॥

ন্নাদিবিহিতং বা। চরণামৃতপানে সত্যপি শুদ্ধ্যর্থং ইতরজলপানবিহিতাচমনং যথাকথঞ্চিৎ পূর্ব্বজাতশুদ্ধেঃ পাবিত্র্যায়াচমনমিত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

করবীরশব্দেন গৃহকরবীরং। আদিশব্দাচ্চার্কাদি জ্ঞেয়ং। তেন যদ্ভগবতঃ পূজনং। তৎ ॥ ১১৬ ॥

প্রমাদতোঽপি ॥ ১১৭ ॥

আদিশব্দেন এক প্রদক্ষিণাদি। যদ্যপি এতৎ সর্ব্বমগ্রে লেখ্যতত্তৎ প্রকরণে বিশেষতোঽভিব্যক্তং ভাবি তথাপি সুখবোধায়াত্র কিঞ্চিদ্বিবৃতং ॥ ১১৮ ॥

ভিন্ন শ্রাদ্ধ না করা অর্থাৎ অবৈষ্ণব পুরোহিত দ্বারা কিম্বা বিষ্ণুনির্ম্মাল্য ব্যতিরেকে শ্রাদ্ধ না করণ। ৯০। চরণামৃত পান সত্ত্বে শুদ্ধির নিমিত্ত অন্যজল দ্বারা আচমন না করা। ৯১ ॥ ১১৫ ॥

কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া বাসুদেবের পূজা না করা। ৯২। পূজাকালে অসৎ আলাপ না করা। ৯৩। করবীর আদি অর্থাৎ গৃহজাত করবীর ও আদিশব্দ প্রযুক্ত আকন্দপুষ্পাদি দ্বারা পূজা না করা। ৯৪ ॥ ১১৬

লৌহময় ধূপপাত্রাদি ব্যবহার না করা। ৯৫। ভ্রমপ্রযুক্তও বক্র পুণ্ড্র না করা। ৯৬। অপবিত্র দ্রব্য দ্বারা তথা চঞ্চলচিত্ত হইয়া পূজা না করা। ৯৭ ॥ ১১৭ ॥

একহস্ত দ্বারা নমস্কার ও একবারমাত্র প্রদক্ষিণ না করা। ৯৮। পর্য্যুষিত অথবা দূষিত অন্নাদি নিবেদন না করা। ৯৮ ॥ ১১৮ ॥

সংখ্যাং বিনা মন্ত্রজপস্তথা মন্ত্রপ্রকাশনং।
সদা শক্ত্যাং মুখ্যলোপো গৌণকালপরিগ্রহঃ।
প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণো র্বর্জ্জয়েদ্বৈষ্ণবঃ সদা।
চতুঃশতং বিধীনেতান্ নিষেধান্ শ্রাবয়েদ্গুরুঃ ॥ ১১৯ ॥
অঙ্গীকারে কৃতে বাঢ়ং তন্নীরাজনপূর্ব্বকং।
দেবপূজাং কারয়িত্বা দক্ষকর্ণে মনুং জপেদিতি ॥ ১২০ ॥
ততশ্চোত্থায় পূর্ণাত্মা দণ্ডবৎপ্রণমেদ্গুরুং।
তৎপাদপঙ্কজং শিষ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বমূর্দ্ধনি ॥ ১২১ ॥

শক্ত্যাং শক্তৌ সত্যামপি। কদাসক্ত্যেতি পাঠে কুৎসিতকর্ম্মাদ্যভিনিবেশেন মুখ্যকালস্য লোপঃ। অতএব গৌণকালস্য পরিগ্রহ ইত্যেক এব নিয়মঃ ॥ ১১৯ ॥

বাঢ়ং অঙ্গীকারে। শিষ্যেণ তেষাং স্বীকারে কৃতে সতি। তস্য শিষ্যস্য নীরাজন-পূর্ব্বকং ॥ ১২০ ॥

তস্য গুরোঃ পাদপঙ্কজং স্বীয়মূর্দ্ধনি প্রতিষ্ঠাপ্য চিরং ভক্ত্যা নিধায় ॥ ১২১ ॥

সংখ্যা ব্যতিরেকে মন্ত্র জপ না করা। ১০০। ও মন্ত্র প্রকাশ না করা। ১০১। শক্তি থাকিতে সকল বিষয়ে মুখ্যকালের লোপ। ১০২। এবং গৌণকালের পরিগ্রহ না করা। ১০৩। এবং বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণে অনাদর প্রকাশ না করা। ১০৪। বৈষ্ণব ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সকল নিয়ম গ্রহণ করিবেন। গুরু এই একশত চারিটী আচার শিষ্যকে শ্রবণ করাইবেন ॥ ১১৯ ॥

শিষ্য নিয়ম সকল অঙ্গীকার করিলাম বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার নীরাজন পূর্ব্বক দেবতার পূজা করাইয়া তদীয় দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ১২০ ॥

অনন্তর শিষ্য প্রসন্ন মনে গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডবৎ ভক্তিসহকারে বহুক্ষণ যাবৎ গুরুপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন ॥ ১২১ ॥

অথ ন্যাসান্ গুরুঃ স্বস্মিন্ কৃত্বান্তর্যজনং তথা।
সাষ্টং সহস্রং তন্মন্ত্রং স্বশক্ত্যক্ষতয়ে জপেৎ।
শিষ্যঃ কুম্ভাদি তৎসর্ব্বং দ্রব্যমন্যচ্চ শক্তিতঃ।
দত্ত্বাভ্যর্চ্চ্য গুরুং নত্বা বিপ্রান্ সংপূজ্য ভোজয়েৎ ॥ ১২২ ॥
শ্রীগুরোর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ শুভাশীর্ভিঃ সমেধিতঃ।
তাননুজ্ঞাপ্য গুর্ব্বাদীন্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১২৩ ॥
ইতি দীক্ষাবিধানেন যো মন্ত্রং লভতে গুরোঃ।
স ভাগ্যবান্ চিরঞ্জীবী কৃতকৃত্যশ্চ জায়তে ॥ ১২৪ ॥

তমুপদিষ্টং মন্ত্রং অষ্টোত্তরসহস্রবারান্ জপেৎ। স্বশক্তেঃ অক্ষতয়ে অহানয়ে স্বসামর্থ্যরক্ষণার্থমিত্যর্থঃ। তৎ দীক্ষার্থানীতং মণ্ডপস্থিতং কুম্ভাদিকং সর্ব্বমেব দ্রব্যং। অন্যচ্চ মন্ত্রদক্ষিণাদিরূপং। তদুক্তং। প্রকারান্তরমালম্ব্য গুরুং যত্নেন তোষয়েৎ। গুরুপুত্রকলত্রাদীংস্তোষয়েৎ কনকাদিভিরিতি। বিপ্রান্ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা সম্যক্ পূজয়িত্বা ॥ ১২২ ॥

সমেধিতঃ সম্যগ্বর্দ্ধিতঃ ॥ ১২৩ ॥

ইতি অনেনোক্তেন গুরোঃ সকাশাৎ ॥ ১২৪ ॥

তৎ পরে গুরু আপনাতে সমস্ত ন্যাস ও মনোমধ্যে পূজা করিয়া শক্তির রক্ষা নিমিত্ত অর্থাৎ শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান করাতে নিজদেহে প্রদত্ত মন্ত্রের কোন শক্তির হ্রাস না হয়, একারণ ঐ মন্ত্র এক সহস্র অষ্টবার জপ করিবেন। শিষ্য কুম্ভ প্রভৃতি তৎসমুদায় দ্রব্য এবং শক্ত্যনুসারে অন্যান্য দ্রব্যও গুরুকে প্রদান পূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করত পরে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া ভোজন করাইবেন ॥ ১২২ ॥

তদনন্তর শ্রীগুরুদেবের তথা ব্রাহ্মণদিগের শুভ আশীর্ব্বাদ সকল দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া গুরু ও সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ করত বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবেন ॥ ১২৩ ॥

যে ব্যক্তি এইরূপ বিধানানুসারে গুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভাগ্যবান্, চিরজীবী ও কৃতার্থ হয়েন ॥ ১২৪ ॥

তথাচ সম্মোহনতন্ত্রে। শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

এবং যঃ কুরুতে মর্ত্ত্যঃ করে তস্য বিভূতয়ঃ।
অতঃ পরং মহাভাগে নান্যৎ কর্ম্মাস্তি ভূতলে।
যস্যাচরণমাত্রেণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১২৫ ॥
প্রায়ঃ প্রপঞ্চসারাদাবুক্তোহয়ং তান্ত্রিকো বিধিঃ।
দীক্ষায়া লিখ্যতে দিব্যো বিধিঃ পৌরাণিকোহধুনা ॥ ১২৬ ॥

অথ বরাহপুরাণোক্তদীক্ষাবিধিঃ ॥

ইদানীং শৃণু মে দেবি পঞ্চপাতকনাশনং।

এবমুক্তপ্রকারেণ। হে মহাভাগে দেবি ॥ ১২৫ ॥

অয়ং লিখিতো যো দীক্ষাবিধিঃ স প্রায়স্তান্ত্রিকঃ। যতঃ প্রপঞ্চসারাদৌ তন্ত্রোক্তানুসারিণি গ্রন্থে উক্তঃ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। প্রপঞ্চসারপ্রথিতাত্র দীক্ষেত্যাদি। দিব্য ইতি পুরাণানাং মাহাত্ম্যবিশেষাৎ। তথাচ পাদ্মে শ্রীশিবপার্ব্বতীসম্বাদে। বেদার্থাদধিকং মান্যং পুরাণার্থঞ্চ ভামিনীতি। যদ্বা। নিজপ্রিয়তমাং শ্রীধরণীং প্রতি পৃথ্বীসমুদ্ধারকেণ শ্রীভগবতা সাক্ষাদুক্তত্বাৎ ॥ ১২৬ ॥

হে দেবি ধরণি। যজনং পূজাবিধিঃ। যদ্যপি স্বয়মেবায়ং ভগবান্ বিষ্ণুস্তথাপি পরমবিনম্রা-

---

এই বিষয় সম্মোহনতন্ত্রে।

শ্রীশিব ও উমাদেবীর সম্বাদে যথা ॥

যে মনুষ্য এই প্রকার কার্য্য করেন, সমুদায় ঐশ্বর্য্য তাঁহার করস্থিত। হে মহাভাগে! ভূতলে ইহার পর অন্য কর্ম্ম নাই, যাহার আচরণ মাত্রে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েন ॥ ১২৫ ॥

এই বিধি প্রায় তান্ত্রিক, যেহেতু প্রপঞ্চসারাদিতে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে পুরাণ শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট দীক্ষা বিধি লিখিত হইতেছে ॥ ১২৬ ॥

অথ বরাহপুরাণোক্তদীক্ষাবিধি ॥

শ্রীভগবান্ বরাহদেব আপনার প্রিয়তমা ধরণীকে উদ্ধার করিয়া সাক্ষাৎ বলিয়াছেন, হে দেবি! এক্ষণে দেবদেব বিষ্ণুর পূজাবিধি,

যজনং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পুত্র-বসুপ্রদং ॥ ১২৭ ॥
ইহ জন্মনি দারিদ্র্য-ব্যাধি-কুষ্ঠাদি-পীড়িতঃ।
অলক্ষ্মীবানপুত্রস্তু যো ভবেৎ পুরুষো ভুবি।
তস্য সদ্যো ভবেল্লক্ষ্মীরায়ুর্বিত্তং সুতাঃ সুখং ॥ ১২৮ ॥
দৃষ্ট্বা তু মণ্ডলে দেবি দেবং দেব্যা সমন্বিতং।
নারায়ণং পরং দেবং যঃ পশ্যতি বিধানতঃ।
পূজিতং নবনাভে তু ষোড়শাষ্টদলে তথা।
আচার্য্যদর্শিতং দেবং মন্ত্রমূর্ত্তিমযোনিজং ॥ ১২৯ ॥
কার্ত্তিকে মাসি শুদ্ধায়াং দ্বাদশ্যান্তু বিশেষতঃ।

দিনা আত্মানং সাক্ষাদনির্দ্দিশন্ বিষ্ণোরিত্যুক্তবান্। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

কুতো লক্ষ্ম্যাদিকং ভবতি তদাহ দৃষ্ট্বেতি দ্বাভ্যাং। মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রাদৌ। দর্শন-প্রকারমেবাহ নারায়ণমিতি। নবনাভে চক্রে ষোড়শারেঽষ্টপত্রে বেত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। আচার্য্যোপদিষ্টং মন্ত্রমূর্ত্তিং দেবং যঃ পশ্যতি মন্ত্রং সম্যক্ জানাতি তস্য লক্ষ্ম্যাদিকং সদ্য এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

দীক্ষাকালমাহ কার্ত্তিক ইতি সার্দ্ধেন। শুদ্ধায়াং শুক্লায়াং। সর্ব্বাস্বিতি মার্গশীর্ষমাঘাদি-

যদ্দ্বারা পঞ্চ মহাপাতক নাশ এবং পুত্র ও ধন প্রদান করে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১২৭ ॥

এই জন্মে যে পুরুষ দারিদ্র্য, ব্যাধি ও কুষ্ঠাদি দ্বারা পীড়িত এবং এই পৃথিবীতে যিনি অলক্ষ্মী বিশিষ্ট ও পুত্রহীন, তাহার সদ্যঃ লক্ষ্মী-লাভ, পরমায়ু, ধন, পুত্র ও সুখলাভ হয় ॥ ১২৮ ॥

হে দেবি! যদি বল লক্ষ্ম্যাদিলাভ কিরূপে হইবে তাহার প্রকার এই যে, যে ব্যক্তি বিধানানুসারে সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডলে লক্ষ্মীর সহিত পরমব্রহ্ম নারায়ণকে দর্শন করেন অথবা নবনাভ ষোড়শার চক্রে কিম্বা অষ্টদল পদ্মে গুরূপদিষ্ট অযোনিসম্ভব মন্ত্রমূর্ত্তি স্বরূপ দেবকে পূজা করেন তাঁহার ঐ সমুদায় লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২৯ ॥

দীক্ষাকাল যথা—

হে মহাভাগে! বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে তথা

সর্ব্বাসু চ যজেদ্দেবং দ্বাদশীষু বিধানতঃ।
সংক্রান্তৌ চ মহাভাগে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহেঽপি বা।
যঃ পশ্যতি হরিং দেবং পূজিতং গুরুণা শুভে।
তস্য সদ্যো ভবেত্তুষ্টিঃ পাপধ্বংসোঽপ্যশেষতঃ ॥ ১৩০ ॥
স সামান্যো হি দেবানাং ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩১ ॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরীক্ষণং।
সম্বৎসরং গুরুঃ কুর্য্যাজ্জাতিশৌচক্রিয়াদিভিঃ ॥ ১৩২ ॥
উপসন্নাংস্ততো জ্ঞাত্বা হৃদয়েনাবধারয়েৎ।

চতুষ্টয়শ্রাবণাশ্বিনানাং শুক্লদ্বাদশীষু চেতি গ্রন্থান্তরানুসারতো জ্ঞেয়ং। তথা সংক্রান্তাবিতি। তত্তন্মাসসংক্রান্তিষ্বপীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং ॥ ১৩০ ॥

দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সামান্যঃ সদৃশ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

দীক্ষাধিকারিণ আহ ব্রাহ্মণেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ভক্তানামিতি পাঠেঽপি সেবকানাং শূদ্রাণামিত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

উপসন্নান্ নিকটাগতান্ প্রতি ততঃ সংবৎসরানন্তরমেব জাত্যাদি জ্ঞাত্বা দীক্ষায়া যোগ্যা অযোগ্যা বেতি মনসা বিচারয়েৎ। যদ্বা। সহবাসাদিনা নিকটবর্ত্তিনঃ সতস্তান্ জ্ঞাত্বা ব্যবহারাদিনা পরীক্ষ্য হৃদয়েন বুদ্ধ্যা অবধারয়েৎ। দীক্ষাযোগ্যত্বেন নিশ্চিনুয়াৎ। যদ্বা।

সকল দ্বাদশীতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, শ্রাবণ ও আশ্বিনমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবেন। অথবা হে শুভে! যে ব্যক্তি উল্লিখিত মাস সকলের সংক্রান্তি দিবসে, তথা চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে নারায়ণদেবকে গুরুদেব-কর্ত্তৃক পূজিত দর্শন করেন, তাঁহার সদ্যঃ তুষ্টিলাভ ও অশেষ পাপ ধ্বংস হয় ॥ ১৩০ ॥

এবং তিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের তুল্য হয়েন, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ১৩১ ॥

গুরু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের জাতি, শুদ্ধাচার এবং কর্ম্মাদি-সকল দ্বারা একবৎসরকাল পরীক্ষা করিবেন ॥ ১৩২ ॥

তাহার পর ঐ সকলকে নিকটস্থ অবগত হইয়া মনোমধ্যে যোগ্য

তেঽপি ভক্তিমতো জ্ঞাত্বা আত্মনঃ পরমেশ্বরং ॥
সম্বৎসরং গুরোর্ভক্তিং কুর্য্যুর্বিষ্ণাবিবাচলাং ॥ ১৩৩ ॥
সম্বৎসরে ততঃ পূর্ণে গুরুঞ্চৈব প্রসাদয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদেন সংসারার্ণবতারণং।
ইচ্ছামস্ত্বৈহিকীং লক্ষ্মীং বিশেষেণ তপোধন ॥ ১৩৫ ॥
এবমভ্যর্থ্য মেধাবী গুরুং বিষ্ণুমিবাগ্রতঃ।
অভ্যর্চ্চ্য তদনুজ্ঞাতো দশম্যাং কার্ত্তিকস্য তু।
ক্ষীরবৃক্ষসমুদ্ভূতং মন্ত্রিতং পরমেষ্ঠিনা।

উপসন্নান্ কৃতোপসত্তিকান্ দীক্ষাধিকারিণ ইতি দৃঢ়ং জানীয়াদিত্যর্থঃ। উপপন্নানিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। ভক্তিমতঃ ভক্তিযুক্তান্ আত্মনঃ স্বান্ প্রতি পরমেশ্বরং গুরুং জ্ঞাত্বা। যদ্বা। ষষ্ঠ্যন্তমেব পদদ্বয়ং। ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যাত্মনো বিশেষণং। যদ্বা। ভক্তিমন্তঃ প্রীতিযুক্তাঃ সন্তঃ গুরুমাত্মনঃ পরমেশ্বরং জ্ঞাত্বা। ততশ্চ ভক্তিমত ইত্যার্ষং ॥ ১৩৩ ॥

তেষু যঃ পরীক্ষিতঃ শিষ্যঃ স প্রসাদয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥

তৎপ্রকারমেবাহ ভগবন্নিতি। ইচ্ছাম ইতি বহুত্বং নিজপুত্রাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১৩৫ ॥

অভ্যর্থ্য প্রার্থ্য। অভ্যর্চ্চ্য ধনাদিনা সংমান্য। তেন গুরুণাঽনুজ্ঞাতঃ সন্। কার্ত্তিকস্য দশম্যাং ক্ষীরযুক্তবৃক্ষোদ্ভূতং দন্তকাষ্ঠং পরমেষ্ঠিনা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতং সায়ং সন্ধ্যানন্তরং ভক্ষ-

অযোগ্য বিচার করিবেন। উহাঁরাও নিজের পক্ষে গুরুকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া যেমন বিষ্ণুর প্রতি তদ্রূপ গুরুর প্রতি একবৎসরকাল অবিচল ভক্তি করিবেন ॥ ১১৩ ॥

সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পর, গুরুকে প্রসন্ন করাইবেন ॥ ১৩৪ ॥

হে ভগবন্! হে তপোধন! আপনার প্রসন্নতায় সংসারসাগরের পার তথা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ঐহিক সৌভাগ্য বিশেষরূপে লাভ করিতে বাসনা করি ॥ ১৩৫ ॥

বুদ্ধিমান্ শিষ্য এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া অগ্রে বিষ্ণুর ন্যায় গুরুদেবের পূজা করিবেন, পরে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কার্ত্তিকমাসের শুক্লা দশমীতে ক্ষীরসম্পন্ন বৃক্ষজাত এবং মূলমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত দন্তকাষ্ঠ

ভক্ষয়িত্বা শয়ীতোর্ব্যাং দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥ ১৩৬ ॥
স্বপ্নান্ দৃষ্ট্বা গুরোরগ্রে শ্রাবয়েত বিচক্ষণঃ।
ততঃ শুভাশুভং তদ্বদালপেৎ পরমো গুরুঃ।
একাদশ্যামুপোষ্যাথ স্নাত্বা দেবালয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৩৭ ॥
গুরুশ্চ মণ্ডলং ভূমৌ কল্পিতায়ান্তু বর্ত্তয়েৎ।
লক্ষণৈর্বিবিধৈর্ভূমিং লক্ষয়িত্বা বিধানতঃ।
ষোড়শারং লিখেচ্চক্রং নবনাভমথাপি বা।
অষ্টপত্রমথো বাপি লিখিত্বা দর্শয়েদ্বুধঃ ॥ ১৩৮ ॥
নেত্রবন্ধং প্রকুর্ব্বীত সিতবস্ত্রেণ যত্নতঃ।

য়িত্বা দেবালয়ে ভূমৌ শয়ীত ॥ ১৩৬ ॥

তদ্বদিতি স্বপ্নানুসারেণেত্যর্থঃ। তদুক্তং। ক্রূরস্বপ্নেঽধমা দীক্ষাঽদুষ্টস্বপ্নে তু মধ্যমা। উত্তমস্বপ্নপূর্ব্বা তু দীক্ষা সর্ব্বোত্তমা মতা ইতি ॥ ১৩৭ ॥

কল্পিতায়াং সংস্কৃতায়াং। বর্ত্তয়েৎ বিরচয়েৎ। বিধানত ইতি পুণ্যাহং স্বস্ত্যাদিকং বাচয়িত্বেত্যাদিকং বোদ্ধব্যং। এবমগ্রেঽপ্যস্য পদস্যানুবর্ত্তনাদ্বিজ্ঞেয়মিতি দিক্। পঞ্চবর্ণেন রজসা যথাশোভং লিখেৎ ॥ ১৩৮ ॥

চর্ব্বণ করিয়া দেবদেবের সন্নিহিত ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিবেন ॥ ১৩৬

বিচক্ষণ শিষ্য রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া অগ্রে গুরুদেবকে শ্রবণ করাইবেন, পরে সদ্গুরু তদনুসারে শুভাশুভ পর্য্যালোচনা করিবেন। তদনন্তর শিষ্য একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে স্নান করত দেবালয়ে গমন করিবেন ॥ ১৩৭ ॥

গুরু পূর্ব্ব বিধানানুসারে যাহার সংস্কার করা হইয়াছে এইরূপ ভূমিতে মণ্ডল রচনা করিবেন। পরে বিধিও লক্ষণ দ্বারা ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিধি অনুসারে অর্থাৎ "পুণ্যাহং স্বস্তি" ইত্যাদি পাঠ করিয়া ষোড়শার অথবা নবনাভ চক্র লিখিবেন। কিম্বা অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া দেখাইবেন ॥ ১৩৮ ॥

যত্ন পূর্ব্বক শুভ্রবস্ত্র দ্বারা শিষ্যদিগের চক্ষু বন্ধন করিবেন এবং পুষ্প

বর্ণানুক্রমতঃ শিষ্যান্ পুষ্পহস্তান্ প্রবেশয়েৎ ॥ ১৩৯ ॥
নবনাভং যদা কুর্য্যান্মণ্ডলং বর্ণকৈর্বুধঃ ।
তদানীং পূর্ব্বতো দেবমিন্দ্রমৈন্দ্র্যাং তু পূজয়েৎ ॥ ১৪০ ॥
লোকপালমথাগ্নেয্যামগ্নিং সংপূজয়েদ্দ্বিজঃ ।
যমং তদনু যাম্যায়াং নৈঋর্ত্যাং নিঋর্তিং ন্যসেৎ ।
বারুণ্যাং বরুণং চৈব বায়ব্যাং পবনং যজেৎ ॥ ১৪১ ॥
ধনদং চোত্তরে ন্যস্য রুদ্রমৈশানগোচরে ।

শুক্লবস্ত্রেণ নেত্রবন্ধং শিষ্যাণাং কুর্য্যাৎ । শিষ্যাণাং প্রবেশনঞ্চ মণ্ডলান্তঃস্থাপিতকলসেষু ভগবত ইন্দ্রাদীনাঞ্চ পূজানন্তরমেব জ্ঞেয়ং ॥ ১৩৯ ॥

বর্ণকৈঃ পঞ্চবর্ণৈশ্চূর্ণাদিভিঃ। ইন্দ্রমৈন্দ্র্যাং পূজয়েদিত্যত্র দিঙ্মণ্ডলে চ বিন্যস্যেত্যাদিবক্ষ্যমাণবচনতো গ্রন্থান্তরানুসারতশ্চৈবং বিধানং জ্ঞেয়ং নবনাভমণ্ডলে প্রাগাদিক্রমেণাষ্টাসু দিক্ষ্বষ্টকলসান্ মধ্যে চৈকমিত্যেবং নবকলসান্ একাকারানব্রণান্ দধ্যক্ষতবস্ত্রযুগ্মপুষ্পমালাগন্ধালঙ্কৃতান্ অন্তঃপ্রক্ষিপ্তপঞ্চপল্লবসপ্তমৃত্তিকাতীর্থোদকপূরিতান্ উপরিস্থাপিতযবশাল্যন্যতরপূর্ণ-সদীপশরাবমুখান্ যবানাং ব্রীহীণাং চোপরি বিন্যস্যাদৌ মধ্যকলসে মূলমন্ত্রেণ ভগবন্তমাবাহনাদিগন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তরুপচারৈঃ সংপূজ্য পশ্চাদিন্দ্রং পূর্ব্বস্যাং দিশি অগ্ন্যাদীংশ্চ স্বস্বদিশি ক্রমেণ পূজয়েদিতি ॥ ১৪০ ॥

দ্বিজো গুরুঃ। ন্যসেদিতি তত্র স্থাপিতকলসে আবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

সংপূজ্য পূজয়িত্বা। বিধানেত্যুক্তেরেবং জ্ঞেয়ং। ব্যাহৃতিভিঃ শুক্লাক্ষতৈঃ ইন্দ্রাগচ্ছেত্যাদিপ্রয়োগেণাবাহ্য প্রণবাদিনা চতুর্থীনমোহন্তেন তত্তন্নামমন্ত্রেণ সশক্তিকান্ সপরিবারান্

হস্তে দিয়া বর্ণানুসারে প্রবেশ করাইবেন ॥ ১৩৯ ॥

যখন নবনাভমণ্ডল করিবেন তখন পঞ্চবর্ণ চূর্ণ দ্বারা পূর্ব্বদিকে দেব-ইন্দ্রকে পূজা করিবেন ॥ ১৪০ ॥

গুরু অগ্নিকোণে লোকপাল অগ্নিকে, তাহার পর দক্ষিণদিকে যমকে, নৈঋর্তকোণে নিঋর্তিকে, পশ্চিমদিকে বরুণকে এবং বায়ুকোণে পবনকে পূজা করিবেন ॥ ১৪১ ॥

আর উত্তরদিকে কুবেরকে এবং ঈশানকোণে রুদ্রকে পূজা করিবেন

সংপূজ্যৈবং বিধানেন দিক্‌পত্রেষু বিশেষতঃ।
মধ্যপত্রে তথা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরং॥ ১৪২॥
পূর্ব্বপত্রে বলং পূজ্যং প্রদ্যুম্নং দক্ষিণে তথা।
অনিরুদ্ধং তথা পূজ্যং পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
পূজয়েদ্বাসুদেবং তু সর্ব্বপাতকশান্তিদং॥ ১৪৩॥
ঐশান্যাং বিন্যসেচ্ছঙ্খমাগ্নেয্যাং চক্রমেব চ।
সৌম্যায়ান্তু গদা পূজ্যা বায়ব্যাং পদ্মমেব চ।
নৈর্ঋত্যাং মুষলং পূজ্যং দক্ষিণে গরুড়ং তথা।

সায়ুধান্ সবাহনান্ সগন্ধপুষ্পাদ্যেকপচারৈঃ। সংপূজ্যেতি বিধানেনেতি পদমগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং॥ ১৪২॥

ততো মধ্যমকলসস্যৈব পরিতঃ পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমোত্তরপত্রেষু শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধবাসুদেবান্ ক্রমেণ তথৈব পূজয়েদিত্যাহ পূর্ব্বেতি সার্দ্ধেন॥ ১৪৩॥

এইরূপে প্রত্যেক দিক্‌পত্রে বিধানানুসারে বিশেষ করিয়া দিক্‌পাল সকলকে পূজা করত মধ্যপত্রে পরমেশ্বর বিষ্ণুকে পূজা করিবেন॥

তাৎপর্য্য। ভূর্ভুবঃ স্বঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক আতপতণ্ডুল প্রক্ষেপ করত "ইন্দ্র আগচ্ছ" এই বলিয়া আহ্বান করিয়া পরে প্রণব (ওঁ) পূর্ব্বে ও নমঃ শব্দ পরে দিয়া চতুর্থীবিভক্তি যোগ করত দেবগণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক গন্ধ পুষ্পাদি উপচার দ্বারা তাঁহাদের ও তাঁহাদের শক্তি পরিবার অস্ত্র ও বাহন সকলের পূজা করিবে॥ ১৪২॥

তাহার পর মধ্যস্থাপিত কলসের পূর্ব্বপত্রে শ্রীসঙ্কর্ষণের, দক্ষিণপত্রে প্রদ্যুম্নের ও পশ্চিম পত্রে অনিরুদ্ধের পূজা করিয়া উত্তরপত্রে সমুদায় পাতকের উপশমকারি বাসুদেবকে পূজা করিবে॥ ১৪৩॥

ঈশানকোণে শঙ্খের, অগ্নিকোণে চক্রের, উত্তরদিকে গদার, বায়ুকোণে পদ্মের, নৈর্ঋতকোণে মুষলের এবং দক্ষিণদিকে গরুড়ের পূজা করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেবদেবের বামদিকে লক্ষ্মীর পূজা করি-

বামতো বিন্যসেল্লক্ষ্মীং দেবদেবস্য বুদ্ধিমান্।
ধনুশ্চৈব চ খড়্গঞ্চ দেবস্য পুরতো ন্যসেৎ।
শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চৈব দেবস্য পুরতোঽর্চ্চয়েৎ।
এবং পূজ্য যথান্যায়ং দেবদেবং জনার্দ্দনং।
দিঙ্মণ্ডলে চ বিন্যস্য চাষ্টৌ কুম্ভান্ বিধানতঃ।
বৈষ্ণবং কলসঞ্চৈব নবমং তত্র কল্পয়েৎ॥ ১৪৪॥
স্নাপয়েন্মুক্তিকামাংস্তু বৈষ্ণবেন ঘটেন তু।
শ্রীকামান্ স্নাপয়েত্তদ্বদৈন্দ্রেণাথ ঘটেন তু।
জয়প্রতাপকামাংস্তু আগ্নেয়েনাভিষেচয়েৎ।
মৃত্যুঞ্জয়বিধানেন যাম্যেন স্নপনং তথা।
দুষ্টপ্রধ্বংসনায়ালং নৈর্ঋতেন বিধীয়তে।

যথান্যায়ং যথোচিতং পূজা সংপূজ্য। তচ্চ ক্রমদীপিকাদ্যনুসারেণ দ্রষ্টব্যং॥ ১৪৪॥

ততো ধূপদীপাদ্যৈরশেষৈরুপচারৈর্ভগবন্তমিন্দ্রাদীংশ্চ পূজয়িত্বা শিষ্যায় মণ্ডলং দর্শয়িত্বা পুষ্পাঞ্জলিপূর্ব্বকং প্রণামং কারয়িত্বা বৈষ্ণবাদিভির্নবভিরেব কলসৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র চ কলসভেদেন ফলভেদমাহ স্নাপয়েদিতি চতুর্ভিঃ॥ ১৪৫॥

বেন। তথা সম্মুখে ধনু ও খড়্গের পূজা করিবেন। আর শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ এই দুইকেও ভগবানের সম্মুখে পূজা করিবেন। এইরূপে বিধানপূর্ব্বক দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া এবং বিধানানুসারে অষ্টদিকে অষ্ট কুম্ভ স্থাপন করিয়া বিষ্ণুসম্বন্ধীয় নবম কলস সেই স্থানে স্থাপন করিবেন॥ ১৪৪॥

যাঁহারা মুক্তি কামনা করিবেন তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর কলস দ্বারা স্নান করাইবেন। যাঁহারা সম্পত্তি কামনা করিবেন তাঁহাদিগকে ইন্দ্রের ঘট দ্বারা স্নান করাইবেন। যাঁহারা জয় ও প্রতাপ কামনা করিবেন তাঁহাদিগকে অগ্নিসম্বন্ধীয় ঘটে স্নান করাইবেন। যাঁহারা মৃত্যু জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগকে যমের কলস দ্বারা স্নান করাইবেন। যাঁহারা একেবারে দুষ্টের সংহার বাসনা করিবেন, তাঁহাদের

শান্তয়ে বারুণেনাথ পাপনাশায় বায়বং।
দ্রব্যসম্পত্তিকামস্য কৌবেরেণ বিধীয়তে।
রৌদ্রেণ জ্ঞানহেতুস্তু লোকপালঘটাস্ত্বিমে॥ ১৪৫ ॥
একৈকেন নরঃ স্নাতঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
ভবেদব্যাহতজ্ঞানঃ শ্রীমাংশ্চ পুরুষঃ সদা।
কিং পুনর্নবভিঃ স্নাতো নরঃ পাতকবর্জ্জিতঃ।
জায়তে বিষ্ণুসদৃশঃ সদ্যো রাজাথ বা পুনঃ॥ ১৪৬ ॥
অথবা দিক্ষু সর্ব্বাসু যথাসংখ্যেন লোকপান্।
পূজয়েৎ স্বস্বনাম্না তু ষড়্ভিন্নেন বিধানতঃ॥ ১৪৭ ॥

পুনশ্চৈকৈকেন স্নানস্য ফলবিশেষং সমুচিতৈশ্চ তৈর্মহাফলমাহ একৈকেনেতি দ্বাভ্যাং ॥১৪৬

পূজায়াং পক্ষান্তরমাহ অথ বেতি। স্বস্বনাম্না স্বস্বনামমন্ত্রেণ হৃদয়াদিক্রমেণ ষড়্ভিন্নেন ইন্দ্রাদীনাং ষড়ঙ্গপূজা কার্য্যেত্যর্থঃ॥ ১৪৭ ॥

সম্বন্ধে নৈর্ঋতের কলস দ্বারা স্নান বিধান করাইবেন। যাঁহারা শান্তির নিমিত্ত অভিলাষী হইবেন, তাঁহাদিগকে বরুণের কলস দ্বারা, পাপ বিনাশ কামিদিগকে বায়ুর কলস দ্বারা, দ্রব্য সম্পত্তি অভিলাষুকদিগকে কুবেরের কলস দ্বারা স্নান করাইবেন, আর যাঁহারা জ্ঞানলাভে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের রুদ্র কলস দ্বারা স্নান করা বিধেয়। এই সমুদায় গুলি লোকপালদিগের কলস॥ ১৪৫ ॥

যে পুরুষ একটীমাত্র কলস দ্বারা স্নান করিবেন তিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব-পাপ বর্জ্জিত, অবিনশ্বর জ্ঞানশালী ও শ্রীমান্ হইবেন। আর যে ব্যক্তি নয়টী কলস দ্বারাই স্নান করিবেন,তাঁহার কথা অধিক কি বলিব,সেই নর সদ্যঃ সমস্ত পাতক বর্জ্জিত এবং বিষ্ণুসদৃশ কিম্বা রাজা হইবেন॥ ১৪৬ ॥

অথবা সকল দিকে যথা সংখ্যায় স্বস্ব নাম উচ্চারণ করিয়া লোক পালদিগের হৃদয়াদিক্রমে ষড়ঙ্গভেদে পূজা করিবেন॥ ১৪৭ ॥

এবং সংপূজ্য দেবাংস্তু লোকপালান্ প্রসন্নধীঃ।
পশ্চাৎ পরীক্ষিতান্ শিষ্যান্ বদ্ধনেত্রান্ প্রবেশয়েৎ।
আগ্নেয়ধারণাদগ্ধান্ বায়ুনা বিধুতাংস্ততঃ।
সোমেনাপ্যায়িতান্ পশ্চাচ্ছ্রাবয়েন্নিয়মান্ বুধঃ॥ ১৪৮॥
ন নিন্দেদ্ব্রাহ্মণান্দেবান্ বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ।
রুদ্রমাদিত্যমগ্নিঞ্চ লোকপালান্ গ্রহাংস্তথা।
বন্দেত বৈষ্ণবং চাপি পুরুষং পূর্ব্বদীক্ষিতং॥ ১৪৯॥
এবন্তু সময়ান্ শ্রাব্য পশ্চাদ্ধোমং তু কারয়েৎ।
তত্ত্বানি শিষ্যদেহেষু বিন্যস্য চ বিশোধয়েৎ॥

অথ পরিহিতশুক্লনববস্ত্রং তাদৃগুত্তরীয়মাচান্তমলঙ্কৃতং শুক্লবস্ত্রবদ্ধনেত্রং শিষ্যং মণ্ডলং প্রদক্ষিণেন প্রবেশ্য প্রাঙ্মুখমুপবিষ্টং তং বায়্বগ্নিবরুণবীজৈঃ কৃতভূতশুদ্ধিং প্রণতং প্রহ্বীভূতং সময়ান্ শ্রাবয়েদিত্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাং। আগ্নেয্যা ধারণয়া দগ্ধানিতি তদ্দগ্ধত্বং ধ্যানেনৈবেতি জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপি॥ ১৪৮॥

সময়ানেবাহ ন নিন্দেদিতি সার্দ্ধেন। পূর্ব্বদীক্ষিতং দীক্ষাক্রমেণ স্বস্মাৎ জ্যেষ্ঠমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাদীনামেতেষাং বন্দনাদিনা সম্মানমেব কার্য্যা নতু কদাচিদপি নিন্দেত্যর্থঃ॥ ১৪৯॥

শ্রাব্য শ্রাবয়িত্বা। শিষ্যেণ সহর্ষং তদঙ্গীকারে কৃতে পশ্চাদ্ধোমং কুর্য্যাৎ। তত্ত্বানি বিন্যস্য ক্রমদীপিকাদ্যুক্ততত্ত্বন্যাসাদিকং কৃত্বা তদ্দেহাৎ বিশোধয়েৎ। হোমবিধিমাহ ষোড়-

এইরূপে লোকপাল দেবতাদিগকে পূজা করিয়া প্রসন্নচিত্ত গুরু পশ্চাৎ পরীক্ষিত বদ্ধনেত্র শিষ্যদিগকে প্রবেশ করাইবেন।

তদনন্তর অগ্নি, বায়ু ও বরুণের বীজ দ্বারা শিষ্যদিগের ভূতশুদ্ধি করাইয়া নিয়ম সকল শ্রবণ করাইবেন॥ ১৪৮॥

ব্রাহ্মণ, দেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র, সূর্য্য, অগ্নি, লোকপাল, গ্রহ, তথা পূর্ব্বদীক্ষিত বৈষ্ণব ইহাঁদের নিন্দা করিবে না, বন্দনা করিবে॥ ২৪৯॥

গুরু এই সকল নিয়ম শ্রবণ করাইয়া পশ্চাৎ হোম করিবেন এবং শিষ্যের সর্ব্ব শরীরে তত্ত্ব সকল বিন্যাস করিয়া শোধন করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ স্বাহা।
ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণ হোময়েজ্জ্বলিতানলঃ।
গর্ব্ভাধানাদিকাশ্চৈব ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ কারয়েৎ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরাহুতিভির্দেবদেবস্য সন্নিধৌ।
ততোঽপনীয় দৃগ্বন্ধং পুরঃ শিষ্যং নিবেশ্য চ।

শেতি সার্দ্ধেন। হোমযেৎ। হোমং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রকারমেব শিষ্যং দর্শয়তি গর্ব্ভেতি। আদিশব্দেন পুংসবন-সীমন্তোন্নয়ন-জাতকর্ম্ম-নামকরণান্নপ্রাশন-চৌড়োপনয়ন-স্নান-বিবাহাখ্যাঃ সংস্কারাঃ। অত্র চায়ং প্রকারো গ্রন্থান্তরানুসারেণ দ্রষ্টব্যঃ। ষোড়শারচক্রেঽষ্টদলকমলে বা পীঠপূজাং কৃত্বাবাহনাদিভিরুপচারৈর্ভগবন্তমভ্যর্চ্চ্য স্বগৃহ্যোক্ত-বিধিনাগ্নিস্থাপনাদি কর্ম্ম পূর্ব্বলিখিতবদ্বিধায়াত্রোক্তেন ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাগ্নের্গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ কুর্য্যাৎ। তত্রচ প্রত্যেক সংস্কারমাহুতিত্রয়ং জুহুয়াদিতি। কিঞ্চ। অনন্তরমাজ্য ভাগান্তে মূলমন্ত্রেণাগ্নৌ দেবমাবাহ্য গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য ষোড়শাক্ষরমন্ত্রেণাষ্টোত্তরং সহস্রং শতং বা সংস্কৃতাজ্যেন জুহুয়াৎ। ততঃ শিষ্টকৃতাদিহোমশেষং সমাপ্য পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা বৈশ্বানরং প্রণবাদিনমোঽন্তমন্ত্রেণ গন্ধাদিভিরুপচারৈরভ্যর্চ্চ্য শিষ্যং প্রণময্য মণ্ডলস্যৈশানদিশি পুষ্পাদিবিভূষিতায়াং ভুবি রচিতভদ্রপীঠমানীয়াস্ত্রমন্ত্রাদিমন্ত্রিতৈঃ পুষ্পৈঃ সন্তাড্য পাশনিরাকরণবুদ্ধ্যা নেত্রবন্ধনবস্ত্রমপনীয় জ্ঞানরূপ-হৈমশলাকয়া নয়নে উন্মীল্য পুষ্পাঞ্জলিং গ্রাহয়িত্বা। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম ইতি গুরুপাদয়োর্দ্দত্তপুষ্পাঞ্জলিং ভদ্রপীঠে পুরতঃ উপবিষ্টো গুরুঃ স্বন্যস্তাসনে তমুপবেশ্য শক্ত্যুচ্ছলনমার্গেণ নিজমধ্যমনাড়ীং তন্মধ্যমনাড্যাং সমাবিশন্তীং বিচিন্ত্য শক্তিঞ্চ তন্নাশিকতয়া তদ্ধৃদয়ে সমুল্লসন্তীং পরিভাব্য স্বহৃদয়াচ্চ পরবিদ্যাং বর্ণরূপেণ চিদানন্দ স্ফুলিঙ্গমালামিব তদ্বদনং প্রবিশন্তীং ধ্যায়েৎ। ততশ্চ মূলমন্ত্রং ত্রিঃ শিষ্যকর্ণে শ্রাবয়েৎ। পশ্চাদর্ঘ্যপাত্রজলেন অমুকর্ষিমমুকচ্ছন্দস্কমমুকদেবতাকমমুকনাম্নে মদংশায় তুভ্যমহং সংপ্রদদে অয়ং চাবয়োঃ সমানফলপ্রদো ভবত্বিতি জলং তদ্ধস্তে নিক্ষিপেৎ। তথৈব শিষ্যোঽপি গুরু-

পরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বরূপিণে হুঁ স্বাহা" এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র দ্বারা হোম করিবেন এবং দেবতার সন্নিধানে তিন তিন আহুতি দ্বারা গর্ব্ভাধানাদি কার্য্য সমুদায় করিবেন।

তাহার পর গুরু শিষ্যের চক্ষু বন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক সম্মুখে উপ-

প্রায়ঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা মন্ত্রং তস্মৈ গুরুর্দ্দিশেৎ ॥ ১৫০ ॥
হোমান্তে দীক্ষিতঃ পশ্চাদ্দাপয়েদ্গুরুদক্ষিণাং।
হস্ত্যশ্ব-রত্ন-কটকং হেম-গ্রামাদিকং নৃপঃ।
দাপয়েদ্গুরবে প্রাজ্ঞো মধ্যমো মধ্যমাং তথা।
দাপয়েদিতরো যুগ্মং সহিরণ্যং যথাবিধি ॥ ১৫১ ॥
এবং কৃতে তু যৎ পুণ্যং মাহাত্ম্যং জায়তে ধরে।
তদশক্যং তু গদিতুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ১৫২ ॥
দীক্ষিতাত্মা গুরো ভূ'ত্বা বারাহং শৃণুয়াদ্যদি।

দেবতামন্ত্রৈক্যং ভাবয়ন্ যথাশক্তি জপেদিতি ॥ ১৫০ ॥

ততশ্চ পুণ্যাহং বাচয়িত্বা গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদিত্যাহ হোমান্ত ইতি। দীক্ষিতঃ গৃহীত-দীক্ষাকঃ সন্। নৃপ ইতি রাজতুল্যশক্তিশ্চেদিত্যর্থঃ। যুগ্মং বস্ত্রদ্বয়ং তৎপশ্চাচ্চৈবমত্র বিধানং জ্ঞেয়ং। অদ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্য ইতি সংকল্প্য দেবং গুরূপদিষ্টমার্গেণ পূজয়িত্বা সর্ব্বদেবতা উদ্বাস্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দীক্ষোপকরণজাতং গুরবে নিবেদ্য স্বজনানপি সম্মানয়েদিতি ॥ ১৫১ ॥

দীক্ষাফলমাহ এবমিত্যাদিনা শ্রুতিরিত্যন্তেন ॥ ১৫২ ॥

জয় মাধব-শব্দার্থমানসোল্লাসপুস্তকান্। দীক্ষাপদ্ধতিমালোচ্য টীকেয়ং লিখিতা ময়া।

বেশন করাইয়া প্রায় পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা তাঁহাকে মন্ত্র উপদেশ করিবেন ॥ ১৫০ ॥

হোমান্তে দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রাজ্ঞ শিষ্য রাজার তুল্য শক্তিশালী হইলে গুরুদেবকে হস্তী, অশ্ব, রত্নালঙ্কার, স্বর্ণ এবং গ্রামাদি দক্ষিণা প্রদান করিবেন। মধ্যম ব্যক্তি হইলে মধ্য প্রকারের দক্ষিণা প্রদান করিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি যথাবিধি স্বর্ণের সহিত বস্ত্রযুগল দান করিবেন ॥১৫১

হে ধরণি! এই প্রকারে কার্য্য করিলে যে পুণ্য ও মাহাত্ম্য জন্মে তাহা এক শত বৎসরেও বলিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ১৫২ ॥

শিষ্য গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যদি বরাহপুরাণ শ্রবণ

তেন বেদাঃ পুরাণানি সর্ব্বে মন্ত্রাঃ সুসংগ্রহাঃ।
জপ্তাঃ স্যুঃ পুষ্করে তীর্থে প্রয়াগে সিন্ধুসাগরে।
দেবহ্রদে কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
গ্রহণে বিষুবে চৈব যৎ ফলং জপতাং ভবেৎ।
তৎ ফলং দ্বিগুণং তস্য দীক্ষিতো যঃ শৃণোতি চ।
দেবা অপি তপঃ কৃত্বা ধ্যায়ন্তি চ বদন্তি চ।
কদা মে ভারতে বর্ষে জন্ম স্যাদ্ভূতধারিণি।
দীক্ষিতাশ্চ ভবিষ্যামো বারাহং শৃণুমঃ কদা।
বারাহং ষোড়শাত্মানং যুক্ত্বা দেহে কদাচন।
পশ্যামঃ পরমং স্থানং যদ্গত্বা ন পুনর্ভবেৎ॥ ১৫৩॥

বারাহং বরাহপুরাণং। ষোড়শানাং শ্রীভাগবত-ব্যতিরিক্ত-পদ্মপুরাণাদীনাং। আত্মানং আশ্রয়ং প্রবর্ত্তকং বা প্রথমং শ্রীব্যাসতস্তস্যৈবাবির্ভাবপ্রসিদ্ধেঃ দেহে যুক্ত্বা শ্রবণাদিনা সংযুজ্য। যদ্বা। ষোড়শানাং তত্ত্বানামাত্মানমধিষ্ঠাতারং ষোড়শযজ্ঞমূর্ত্তিং বা শ্রীবরাহরূপং ভগবন্তং দেহে মনঃপ্রধানে ইন্দ্রিয়াদ্যাত্মকে বা ধ্যানাদিনা সাক্ষাদিব স্ফোরয়িত্বা॥ ১৫৩॥

করেন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত বেদ, সমস্ত পুরাণ ও সমস্ত মন্ত্র সুন্দর-রূপে সংগ্রহ হয় এবং পুষ্করতীর্থে, প্রয়াগে, সাগরসঙ্গমে, নৈমিষারণ্যে, কুরুক্ষেত্রে ও বিশেষ করিয়া কাশীতে পাঠ করার ফল হয়॥

অপর গ্রহণকালীন ও বিষুবসংক্রান্তিতে জপ করিলে যে ফল হয়, আর যিনি দীক্ষিত হইয়া বরাহপুরাণ শ্রবণ করেন তিনি উহার দ্বিগুণ ফল লাভ করেন॥

হে ভূতধাত্রি ধরণি! দেবগণও তপস্যা করিয়া চিন্তা করেন এবং বলিয়া থাকেন, কবে আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম হইবে ও কবে আমরা দীক্ষিত হইয়া বরাহপুরাণ শ্রবণ করিব॥

কবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতিরিক্ত পদ্মাদি ষোড়শ পুরাণের আশ্রয় স্বরূপ বরাহপুরাণ দেহে সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ শ্রবণাদি দ্বারা উহাঁর পূজা করিয়া পরম স্থান দর্শন করিব, যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরায়

এবং জল্পন্তি বিবুধা মনসা চিন্তয়ন্তি চ।
বারাহযাগং কার্ত্তিক্যাং কদা দ্রক্ষ্যামহে ধরে ॥ ১৫৪ ॥
এষ তে বিধিরুদ্দিষ্টো ময়া তে ভূতধারিণি।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং সর্ব্বথা দুর্ল্লভো হ্যসৌ।
এবং যো বেত্তি তত্ত্বেন যশ্চ পশ্যতি মণ্ডলং।
যশ্চেমং শৃণুয়াদ্দেবি সর্ব্বে মুক্তা ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১৫৫ ॥
অথ সংক্ষিপ্তদীক্ষা ॥
সংক্ষিপ্তশ্চাথ দীক্ষায়া বিধিরেষ বিলিখ্যতে।
মুখ্যকল্পে হ্যশক্তস্য জনস্য স্যাদ্ধিতায় যঃ।
সুমুহূর্ত্তেঽথ সংপ্রাপ্তে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে।

কিং চিন্তয়ন্তি তদাহ বারাহযাগমিতি। হে ধরে ইতি তচ্চিন্তনং কথয়ন্ শ্রীবরাহো ভগবান্ ধরণীং সম্বোধয়তি ॥ ১৫৪ ॥ উদ্দিষ্টঃ সংক্ষেপেণ কথিতঃ ॥ ১৫৫ ॥

অশক্তস্য হিতায় যঃ স্যাৎ ॥

জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৫৩ ॥

হে ধরিত্রি! কবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বরাহযাগ দর্শন করিব, দেবতারা এইরূপ মনে মনে চিন্তা করেন ও বলিয়া থাকেন ॥ ১৫৪ ॥

হে ভূতধারিণি ধরণি! আমি তোমাকে এই বিধি সংক্ষেপে বলিলাম কিন্তু ইহা দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের সর্ব্ব প্রকারে দুর্ল্লভ ॥

যিনি যথার্থরূপে এই সকল জানিতে পারেন, আর যিনি মণ্ডল দর্শন করেন এবং যিনি ইহা শ্রবণ করেন, হে দেবি! তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইবেন, এইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ১৫৫ ॥

অথ সংক্ষিপ্ত দীক্ষা ॥

অনন্তর দীক্ষার এই সংক্ষিপ্ত বিধি লিখিত হইতেছে, যাহা মুখ্যকল্পে অশক্ত ব্যক্তির হিতের নিমিত্ত হইতে পারে। শোভন কাল উপস্থিত হইলে, সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলে গন্ধপুষ্পাদি ভূষিত, বস্ত্রাচ্ছাদিত, জলপূর্ণ,

নূতনং গন্ধপুষ্পাদিমণ্ডিতং কলসং ন্যসেৎ।
বস্ত্রাবৃতং পয়ঃপূর্ণং পঞ্চপল্লবসযুতং।
সর্ব্বৌষধি-পঞ্চরত্ন-মৃৎস্না-সপ্তকগর্ভিতং॥
মৃত্তিকাশ্চ সপ্তোক্তাঃ॥
অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাচ্চ চতুষ্পথাৎ।
রাজদ্বারাচ্চ গোষ্ঠাচ্চ নদ্যাঃ কূলান্মৃদঃ স্মৃতা ইতি॥
কৃষ্ণমভ্যর্চ্চ্য তং কুম্ভং কুশকূর্চ্চেন দেশিকঃ।
দেয়মন্ত্রেণ সাষ্টন্তু সহস্রমভিমন্ত্রয়েৎ॥ ১৫৬॥
তদদ্ভিঃ পূর্ব্ববচ্ছিষ্যমভিষিচ্য দিশেন্মনুং।
শিষ্যোঽর্চ্চয়েদ্গুরুং ভক্ত্যা যথাশক্তি দ্বিজানপি॥ ১৫৭॥

সাষ্টং অষ্টোত্তরং সহস্রং॥ ১৫৬॥ দিশেৎ কথয়েৎ॥ ১৫৭॥

আম্র, জম্বু, কপিত্থ, দাড়িম্ব ও বিল্ব এই পঞ্চপল্লব সংযুক্ত নূতন কলস স্থাপন করিবেন কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বৌষধি, অর্থাৎ মুরা, মাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, স্বঠী, চম্পক ও মুথা, আর পঞ্চরত্ন অর্থাৎ কাঞ্চন, হীরক, নীলকান্তমণি, পদ্মরাগমণি ও মুক্তা এবং উৎকৃষ্ট সপ্ত মৃত্তিকা স্থাপন করিতে হইবে॥

সপ্তমৃত্তিকা উক্ত হইয়াছে যথা—

অশ্বশালা, হস্তিশালা, বল্মীক, চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ ও নদীকূল এই সপ্ত স্থান হইতে আনীত মৃত্তিকাকে সপ্ত মৃত্তিকা বলিয়া থাকে॥

গুরু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া যে মন্ত্র প্রদান করা হইবে, সেই মন্ত্র দ্বারা কুশের ব্রহ্মগ্রন্থি সহকারে এক সহস্র অষ্টবার ঐ কুম্ভকে মন্ত্রিত অর্থাৎ তাহার উপর জপ করিবেন॥ ১৫৬॥

পরে ঐ কুম্ভের জলদ্বারা পূর্ব্বকথিত বিধি অনুসারে শিষ্যকে অভিষেক করিয়া মন্ত্র উপদেশ করিবেন। শিষ্য ভক্তি সহকারে যথাশক্তি গুরুদেব ও ব্রাহ্মণদিগেরর পূজা করিবেন॥ ১৫৭॥

অথোপদেশস্তত্ত্বসারে ॥

অত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্চেদব্জমভ্যর্চ্চ্য সাক্ষতং ।
তদম্ভসাভিষিচ্যাষ্ট বারান্মূলেন কে করং ।
নিধায়ামুং জপেৎ কর্ণে উপদেশে স্বয়ং বিধিঃ ।
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে ।
মন্ত্রমাত্র প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ১৫৮ ॥

তত্র তত্রৈব বিশেষঃ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

বিত্তলোভাদ্বিমুক্তস্য স্বল্পবিত্তস্য দেহিনঃ ।
সংসারভয়ভীতস্য বিষ্ণুভক্তস্য তত্ত্বতঃ ।
অগ্নাবাজ্যান্বিতে বীজৈঃ সলিলৈঃ কেবলৈশ্চ বা ।
দ্রব্যহীনস্য কুর্ব্বীত বচসানুগ্রহং গুরুঃ ॥ ১৫৯ ॥

কে মস্তকে করং নিধায় । অমুং মূলমন্ত্রং ॥ ১৫৮ ॥

পূর্ব্বলিখিতবিস্তীর্ণে সংক্ষিপ্তে চ বিধাবপবাদং লিখতি বিত্তেতি সার্দ্ধৈঃ পঞ্চভিঃ । বীজৈর্যবাদিভিঃ বচসৈব বা ॥ ১৫৯ ॥

অথ তত্ত্বসারের উপদেশ যথা—

যদি কেহ ইহাতেও অশক্ত হয়েন, তবে আতপতণ্ডুলের সহিত একটী পদ্মকে পূজা করিয়া তাহার জলদ্বারা মূলমন্ত্র পাঠ করত শিষ্যকে আটবার অভিষেক করিবেন। পরে তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া মূল মন্ত্র কর্ণে জপ করিবেন। উপদেশে এই বিধি উক্ত হইয়াছে।

অথবা চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তীর্থ, সিদ্ধক্ষেত্র ও শিবালয়, এই সকল স্থানে কেবল মন্ত্র প্রদান করাকেই উপদেশ বলে ॥ ১৫৮ ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে ঐ ঐ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে ॥

যে ব্যক্তির ধনলোভ নাই, ধনসম্পত্তিও সামান্য, তিনি যদি সংসার ভয়ে ভীত হয়েন এবং যথার্থরূপে বিষ্ণুতে ভক্তি করেন তাহা হইলে তাঁহার কোন দ্রব্য সম্পত্তি না থাকিলেও গুরু ঘৃতসংযুক্ত অগ্নিতে যবাদি বীজ দ্বারা অথবা সলিল দ্বারা হোম করিয়া তাঁহার প্রতি মন্ত্র

যঃ সমঃ সর্ব্বভূতেষু বিরাগো বীতমৎসরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ঃ শুচির্দক্ষঃ সর্ব্বাঙ্গাবয়বান্বিতঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ভীতে চাভয়দঃ সদা।
সমবুদ্ধিপদং প্রাপ্তস্তত্রাপি ভগবন্ময়ঃ।
পঞ্চকালপরশ্চৈব পঞ্চরাত্রার্থবিত্তথা।
বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একং চানেকভেদগং।
দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্ ॥ ১৬০ ॥
অথ মন্ত্রদানমাহাত্ম্যং। স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
ইহ কীর্ত্তিং বদান্যত্বং প্রজাবৃদ্ধিং ধনং সুখং।

ননু তথা দীক্ষাবিধঃ কথং সম্পূর্ণোঽস্তিত্যাহ য ইতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। সর্ব্বৈরঙ্গস্থ দেহস্থাশ্রয়বৈরন্বিতঃ। সমবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং পদং পঞ্চসু কালেষু যৎকৃত্যং তৎপর ইত্যর্থঃ। একমপ্যনেকভেদপ্রাপ্তমিতি ভেদাভেদসিদ্ধান্তাপেক্ষয়া উপসন্নতান্ ভক্ত্যা প্রপন্নানিত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥

প্রদান রূপ অনুগ্রহ করিবেন ॥ ১৫৯ ॥

যিনি সর্ব্ব প্রাণির প্রতি সম অর্থাৎ কোন ইতর বিশেষ করেন না, যাঁহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, যাঁহার মাৎসর্য্য দূর হইয়াছে, যিনি জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র আচারশালী ও পটু, যাঁহার কোন অঙ্গ হানি হয় নাই সমুদায় অঙ্গ পরিপূর্ণ আছে, যিনি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা ভীত-ব্যক্তিতে অভয়দান করেন, যিনি জ্ঞানিগণের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ভগবৎস্বরূপ হইয়াছেন, যিনি পঞ্চ কালের ক্রিয়া সকল করিয়া থাকেন, যিনি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের অর্থ অবগত আছেন, এরূপ ব্যক্তি অনেক ভেদ প্রাপ্ত অথচ এক বিষ্ণুতত্ত্ব অবগত হইয়া আশ্রিত ভক্তদিগের কথা দূরে থাকুক সমুদায় পৃথিবীকেই দীক্ষা দান করিতে পারেন ॥ ১৬০ ॥

অথ মন্ত্রদানমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সম্বাদে যথা ॥

যিনি সাত্ত্বিক অর্থাৎ কপট শূন্য ও শ্রদ্ধাবান্, তিনি বিদ্যাদান দ্বারা

বিদ্যাদানেন লভতে সাত্ত্বিকো নাত্র সংশয়ঃ ॥
যথা সুরাণাং সর্ব্বেষাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ।
তথৈব সর্ব্বদানানাং বিদ্যাদানং পরং স্মৃতং ॥ ১৬১ ॥
যাবচ্চ পাতকং তেন কৃতং জন্মশতৈরপি।
তৎ সর্ব্বং নাশমাপ্নোতি বিদ্যাদানেন দেহিনাং।
বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
যেন দত্তেন চাপ্নোতি শিবং পরমকারণং ॥ ১৬২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে দৈক্ষিকো নাম দ্বিতীয়ো বিলাসঃ ॥ * ॥ ২ ॥ * ॥

বিদ্যামন্ত্র এবাত্র সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ। অতএব ক্রমদীপিকায়াং। বিদ্যাং ন যঃ সংবিবিংসুরিতি। কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাং। বদান্যত্বঞ্চ দানশীলতাং। যদ্বা। বদান্যত্বরূপাং কীর্ত্তিং কৃতমহাদানত্বাৎ। সাত্ত্বিকঃ নিষ্কপটঃ শ্রদ্ধাবান্ বা ॥ ১৬১ ॥

দেহিনাং দেহিনঃ প্রতি। শিবং মঙ্গলরূপং পরমসুখাত্মকং বা পরমকারণং শ্রীব্রহ্মশ্রী কৃষ্ণং বা ॥ ১৬২ ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়োবিলাসঃ ॥ * ॥

ইহলোকে যশ, বদান্যতা, সন্ততিবৃদ্ধি, ধন ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥

যেমন ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তেমনি সমুদায় দান অপেক্ষা বিদ্যা দান শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

যে ব্যক্তি একশত জন্মেতেও পাপ করিয়াছেন, তিনি যদি দেহধারি মানব কুলকে বিদ্যা দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় পাতক নাশ প্রাপ্ত হয় ॥

বিদ্যাদান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না, যে দান দ্বারা মঙ্গল স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৬২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদে দীক্ষাবিষয়কো নাম দ্বিতীয়ো বিলাসঃ সমাপ্তঃ ॥ *

অথ তৃতীয়ো বিলাসঃ।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যং মহাপ্রভুং।
নীচোহপি যৎ প্রসাদাৎ স্যাৎ সদাচারপ্রবর্ত্তকঃ॥ ১ ॥
পুংসো গৃহীতদীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ।
আচারো লিখ্যতে কৃত্যং শ্রুতিস্মৃত্যনুসারতঃ॥ ২ ॥

অথ দীক্ষিতস্য পূজায়া নিত্যতা॥

আগমে॥

লব্ধা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাং।

শ্রীহরিঃ। প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো জীয়াৎ যৎকৃপয়া ভবেৎ। শ্বাপি সিংহস্তৃণং মেরুর্মূর্খো বিদ্বান্ মৃতোহমৃমান্। নিকৃষ্টস্যাপ্যাত্মনঃ সদাচারলিখনে শ্রীভগবতোহনুকম্পয়াধিকারং সামর্থ্যঞ্চ দ্যোতয়ংস্তং প্রণমতি বন্দ ইতি। যস্য প্রসাদাদ্ধেতোর্নীচজনোহপি লিখনাদি দ্বারা সদাচারাণাং প্রবর্ত্তকো ভবতি। অত্র হেতুঃ। অনন্তমদ্ভুতং চাবিতর্ক্যং ঐশ্বর্য্যং প্রভাবো যস্য তং। যতো মহাপ্রভুং পরমেশ্বরং॥ ১ ॥

পুংসঃ পুংমাত্রস্যেত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ। যদ্যপি স্ত্রীণামপ্যধিকারোহস্তি ইতি পূর্ব্বং লিখিতং তথাপি কর্ম্মসু পুংসঃ প্রাধান্যাৎ পুংস ইত্যত্র লিখিতং। এবমগ্রে লেখ্যং ব্রাহ্মণমিত্যাদিকমপ্যূহ্যং। শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যত ইতি তৎপূজার্থক ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যাদ্যনুসারেণ কৃত্যং অবশ্যং কর্ত্তুং যোগ্যং যদ্ যৎ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃত্যনুসারত-ইত্যস্য লিখ্যত ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ॥ ২ ॥

নমু পূজাবিধিরেব লিখ্যতাং কিমন্যাচারলিখনেনেত্যাশঙ্ক্য প্রথমং সদাচারস্য নিত্যতাং

নীচ ব্যক্তিও যাঁহার অনুগ্রহে সদাচার সকল করিতে পারে, আমি সেই অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি॥ ১ ॥

যে পুরুষ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেন, আমি তাঁহার নিমিত্ত শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে আচার সকল লিখিতেছি॥ ২ ॥

অথ দীক্ষিত ব্যক্তির পূজার নিত্যতা॥

আগমে যথা॥

যিনি মন্ত্র লাভ করিয়া নিত্য মন্ত্রদেবতাকে পূজা না করেন, তাঁহার

সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতেতি ॥

অথ সদাচারঃ ॥

ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।

তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারো হ্যপেক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

অথ সদাচারস্য নিত্যতা।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে।

শ্রীমদালসাঽলর্কসম্বাদে ॥

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনং।

নহ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ।

যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।

ভবন্তি, যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

লিখতি ন কিঞ্চিদিতি। হি নিশ্চয়ে এতেন শাস্ত্রাদি প্রমাণং সূচিতং ॥ ৩ ॥

অন্যঃ সদাচারাদ্বিষ্ণোরারাধনাৎ পরঃ পন্থাঃ কেবলযোগাভ্যাসাদিঃ তস্য বিষ্ণোস্তোষকারকো ন ভবতি। অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে। সবৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইতি ধর্ম্মস্ত সদাচার লক্ষণএব ॥ ৪ ॥

সমুদায় কর্ম্ম বিফল, মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন ॥

অথ সদাচার ॥

যেহেতু সদাচার ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তির কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, সেই কারণে সকল বিষয়ে সদাচারের আবশ্যক করে ॥ ৩ ॥

অথ সদাচারের নিত্যতা ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীমদালস ও অলর্কের সম্বাদে যথা ॥

গৃহস্থ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা আচার প্রতিপালন করিবে, আচার-হীন হইলে তাহার ইহলোক বা পরলোক কোন লোকেই সুখ লাভ হয় না। যে পুরুষ সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ইহলোকে তাহার মঙ্গল করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪ ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসম্বাদে ॥

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তাইব জাতপক্ষাঃ॥৫॥
কপালস্থং যথা তোয়ং শ্ব-দৃতৌ বা যথা পয়ঃ।
দুষ্টং স্যাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথাঽশুভং।
আচাররহিতো রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতীতি।
লেখ্যেন স্মরণাদীনাং নিত্যত্বেনৈব সেৎস্যতি।
স্মরণাদ্যাত্মকস্যাপি সদাচারস্য নিত্যতা ॥ ৬ ॥

মৃত্যুকালে ত্যজন্তি পরলোকে কিমপি ফলং ন প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বৃত্তং সদাচারঃ তেন হীনে শুভং তীর্থাটনাদি পুণ্যকর্ম্ম। নন্বন্যৈরপি বিশেষবচনৈঃ স্পষ্টসদাচারস্য নিত্যত্বং লিখ্যতাং তত্র লিখতি লেখ্যেনেতি। স্মরণাদীনাং স্মরণমারভ্যাত্র গ্রন্থে লেখ্যানাং নিত্যপক্ষমাসাদিকৃত্যানাং অগ্রে লেখ্যেন নিত্যত্বেনৈব সদাচারস্য নিত্যতা সেৎস্যত্যেব অতএব অধুনা তত্তদ্বচনলিখনবাহুল্যেনালমিতি ভাবঃ। নন্বু ভগবৎস্মরণাদের্নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা কথমস্তু তত্র লিখতি। স্মরণাদ্যাত্মকস্যেতি সদাচারস্যৈব তত্তল্লক্ষণত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডে।

শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সম্বাদে যথা ॥

যে ব্যক্তি আচার-হীন, তিনি যদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদসকল অধ্যয়ন করেন, তথাপি বেদসকল তাঁহাকে পবিত্র করেন না। যেমন জাতপক্ষ পক্ষিগণ নীড় পরিত্যাগ করে, তাহার ন্যায় বেদ সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরলোকে তাঁহাকে কোন ফল প্রদান করেন না ॥ ৫ ॥

যেমন নর-কপাল অথবা কুক্কুরচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রস্থ জল আধারদোষে দূষিত হয়, তাহার ন্যায় সদাচারহীন ব্যক্তির শুভ অর্থাৎ তীর্থাটনাদি পুণ্য কর্ম্ম দূষিত হয়। হে রাজন্! যে ব্যক্তি আচার-হীন, ইহকালে ও পরকালে তাহার আনন্দ নাই ॥

পরে লিখিত হইবে, স্মরণাদি অবশ্য কর্ত্তব্যতা, তদ্দ্বারাই প্রতিপন্ন

অথ সদাচারমাহাত্ম্যং বিষ্ণুপুরাণে ।

তত্রৈব গৃহিধর্ম্মপ্রসঙ্গে ॥

সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥ ৭ ॥

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।

তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৮ ॥

কাশীখণ্ডে স্কন্দাগস্ত্যসম্বাদে ॥

অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচারবিলঙ্ঘিনং ।

সালস্যঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেহন্তকঃ ।

ততোহভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ ।

সদাচারস্যৈব লক্ষণমাহ সাধব ইতি ॥ ৮ ॥

যদ্যপি কাশীখণ্ডমাধুনিকং কল্পিতং কাব্যমিতি পুরাণতত্ত্ববিৎসু প্রসিদ্ধং তথাপি তদাকার স্কান্দ-বায়ব্য-কৌর্ম্মাদি-প্রতিপাদিত-সদাচার-বিষয়কাণি কানিচিদ্বচনানি স্মৃতিসম্বলিতান্যত্র সংগৃহীতানি ইত্যদোষঃ। অনধ্যয়নশীলমিতি সালস্যমিতি দুরন্নাদমিতি চ দৃষ্টান্তত্বেন

হইতেছে, সদাচার অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু স্মরণাদিই সদাচার ॥ ৬ ॥

অথ সদাচার-মাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুপুরাণের সেই স্থলেই গৃহস্থধর্ম্ম-প্রসঙ্গে ॥

যে ব্যক্তি সদাচারবিশিষ্ট তিনি ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সদাচারের লক্ষণ এই যে, যাঁহাদের কোন দোষ নাই, তাঁহারাই সাধু, সৎশব্দ সাধুকেই বলিয়া থাকে, সাধুদিগের যে আচরণ তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হয় ॥

কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয় ও অগস্ত্যসম্বাদে যথা—

যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না, যিনি অলসপ্রকৃতি এবং যিনি দুষ্ট-অন্ন ভোজন করেন এরূপ ব্রাহ্মণকে যম বাধা করিয়া থাকেন অর্থাৎ দণ্ড প্রদান করেন ॥

অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা সদাচার অভ্যাস করিবেন। তীর্থ

তীর্থান্যপ্যভিলষ্যন্তি সদাচারসমাগমং ॥ ৯ ॥

ভবিষ্যোত্তরে চ তত্রৈব ॥

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে ॥
তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদাচারং য ইচ্ছেদ্গতিমাত্মনঃ।
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্নৃপ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ ॥

আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ।
আচারাদ্বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ ॥

কিঞ্চ ॥

হেতুত্বেন বোক্তং। তত্রচ তেষাং হেতুহেতুমত্তা যথাক্রমমূহ্যা ॥ ৯ ॥

সম্যগুৎকৃষ্ট আচারঃ সমুদাচারঃ সদাচার এব তদ্বান্ ॥ ১০ ॥

সকলও সদাচার ব্যক্তির সমাগম অভিলাষ করেন ॥ ৯ ॥

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডেও সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ॥

ধর্ম্ম আচার হইতে উৎপন্ন হয়, সাধুগণ আচারসম্পন্ন, সাধু সকল যেরূপ আচার করিয়া থাকেন, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হয়, অতএব যিনি আপনার সদ্গতি ইচ্ছা করেন, তিনি সদাচার-পরায়ণ হইবেন। হে রাজন্! মনুষ্য সর্ব্বলক্ষণ হীন হইয়াও যদি সদাচার-পরায়ণ, শ্রদ্ধাশীল ও অসূয়াবর্জিত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় কাম পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাঁহার তাহাই সুসিদ্ধ হয় ॥ ১০

আরও বলিয়াছেন ॥

হে রাজন্! আচারই ধর্ম্মের মূল ও আচারই বংশের মূল। যে মনুষ্য আচার হইতে বিচ্যুত হয় তাহাকে কুলীন বলিতে পারি না এবং তাহাকে ধার্ম্মিকও বলিতে পারি না ॥

আরও বলিয়াছেন ॥

আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণং ॥ ১১ ॥
আচার এব নৃপপুঙ্গব সেব্যমানো
ধর্ম্মার্থকামফলদো ভবিতেহ পুংসাং।
তস্মাৎ সদৈব বিদুষাবহিতেন রাজন্
শাস্ত্রোদিতো হ্যনুদিনং পরিপালনীয়ঃ ॥ ১২ ॥
অথ তত্র নিত্যকৃত্যানি ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।

অলক্ষণং দারিদ্র্যাদি অপমৃত্যাদি বা ॥ ১১ ॥

যথা স্মরণাদীনাং নিত্যতয়া সদাচারস্য নিত্যতা তথা তেষাং মাহাত্ম্যেনাপ্যস্য মাহাত্ম্যং সিদ্ধ্যেদেবেতি লিখিতন্যায়েন স্পষ্টত্বান্ন লিখিতং ॥ ১২ ॥

সদাচারমেব নিত্য-পক্ষ-মাসাদি-কৃত্যেন গ্রন্থসমাপ্তিপর্য্যন্তং লিখন্ আদৌ তত্র নিত্য-কৃত্যানি লিখতি ব্রাহ্ম ইত্যাদিনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ সমুত্থায় দন্তানাং ধাবনং শোধনং। তচ্চ কদাচিদ্বিহিতকাষ্ঠৈঃ কদাচিত্তৃণাদিভিশ্চ। তত্র পূজানিরতানাং শ্রীভগবৎ-

আচার ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন করে, আচার কীর্ত্তি বৃদ্ধি করে, আচার হইতে পরমায়ুঃ বর্দ্ধিত হয় এবং আচার অলক্ষণ অর্থাৎ দরিদ্রতা অথবা অপমৃত্যু প্রভৃতি নষ্ট করে ॥ ১১ ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্যক্তি আচারের অনুষ্ঠান করেন, আচারই ইহলোকে তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব হে রাজন্! পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া প্রতিদিন শাস্ত্রোক্ত আচার অবশ্য প্রতিপালন করিবেন ॥ ১২ ॥

* অথ তন্মধ্যে নিত্যকর্ম্ম সকল ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া

* গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইবে, তৎ সমুদায় সদাচারের অন্তর্গত কিন্তু তাহার মধ্যে প্রথমতঃ নিত্যকর্ম্ম লিখিত হইতেছে ॥

প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥
আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ।
পুনরাচমনে কুর্য্যাল্লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ ॥ ১৪ ॥
অথেচ্ছন্ পরমাং শুদ্ধিং মূর্দ্ধ্নি ধ্যাত্বা গুরোঃ পদৌ।

প্রবোধনাদ্যর্থং তদগ্রে গমিষ্যতাং ততঃ প্রাগধুনৈব যুক্তং। যত উক্তং শ্রীবরাহেণ। দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি। সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেনৈবৈকেন নশ্যতীতি। তত্র চ দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বেতি দন্তানংশোধয়িত্বেতি জ্ঞেয়ং। প্রতিপদাদিষু দন্তকাষ্ঠনিষেধাৎ। তদ্বিশেষশ্চাগ্রে বিস্তরতো ব্যক্তো ভাবী ॥ ১৩ ॥

রাত্রেঃ রাত্রৌ পরিহিতমিত্যর্থঃ। অন্যৎ শুদ্ধবসনং। আচমনে আচমনদ্বয়ং। তথা চোক্তং। শুক্লবাসঃ পরীধায় তথা দৃষ্ট্বাপ্যমঙ্গলং। প্রমাদাদশুচিং স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচান্তঃ শুচির্ভবেদিতি। নন্থ দন্তধাবনাদিকমত্র কথ্যতাং তত্র লিখতি। অগ্রতস্তন্মুখ্যপ্রকরণে লেখ্যেন বিধিনেতি। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকৃত্যলিখনপ্রকরণে প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনাদিমুখ্যকর্ম্মপরিত্যাগে নোত্থানমাত্রলিখনানন্তরং দন্তধাবনাদিবিধিবিস্তারলেখো ন যুক্তঃ অতোঽগ্রে জ্ঞেয়ং ॥ ১৪ ॥

পরমামুৎকৃষ্টাং বহিরন্তর্বিশোধনাৎ শ্রীগুরুপদধ্যানে চাগমোক্তোঽয়ং বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে। শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসৎকরং। দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদমিতি। গুরোঃ পাদাবেব স্তুত্বা তস্য উৎকর্ষমুৎকীর্ত্ত্য পশ্চান্নিজেষ্টদৈবতং কৃষ্ণং কীর্ত্তয়ন্ স্মরংশ্চ লেখ্যং জয়তীত্যাদিকং পঠেৎ। যদ্যপি স্মরণস্য মনঃসংযোগ লক্ষণত্বাদাদৌ স্মরণে সত্যেব পশ্চাৎ কীর্ত্তনং তথাপ্যত্র কীর্ত্তনস্য মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ স্মরণস্য পশ্চান্নির্দ্দেশঃ। পূর্ব্বং কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তন্নামোচ্চারণমেব অধুনাতু শুদ্ধ্যানন্তরং শ্রীভাগবতাদিশ্লোকপাঠেন রূপলীলাদিবিশেষণেন কীর্ত্তনমিতি বিশেষঃ। শতৃভ্দ্বয়স্য তদুদীরণমেব তৎকীর্ত্তনস্মরণাত্মকমিত্যর্থঃ। যদ্বা। দ্বয়মপি হেতৌ কীর্ত্তয়িতুং স্মর্ত্তুঞ্চেতি

হস্ত পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবেন ॥ ১৩ ॥

পরে আচমন করিয়া রাত্রির বসন পরিত্যাগ করত অন্য বসন পরিধান করিয়া, অগ্রে যে বিধি লেখা হইবে, তদনুসারে পুনরায় দুইবার আচমন করিবে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য শুদ্ধি ইচ্ছা করিয়া মস্তকে শ্রীগুরুদেবের চরণদ্বয় ধ্যান ও স্তব করত শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া

স্তুত্বা চ কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণং স্মরংশ্চৈতদুদীরয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অথ প্রাতঃস্মরণকীর্ত্তনে ॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন

তথৈবার্থঃ ততশ্চ কীর্ত্তনেনৈব স্মরণবিশেষোৎপত্তেঃ । স্মরংশ্চেতি পশ্চাল্লিখিতং ॥ ১৫ ॥

জয়তি সর্ব্বোত্তমতয়া বর্ত্ততে শ্রীকৃষ্ণঃ। জনেষু নিবসতি অন্তর্যামিতয়েতি তথা সঃ। অতো দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ। যদুবরাঃ পরিষৎ সভাসেবকরূপাঃ যস্য সঃ। ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি দোর্ভিরধর্ম্মং নিরস্যন্ ক্ষিপন্। স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ অধিকারিবিশেষানপেক্ষয়া বৃন্দাবনতরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা। তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যানপেক্ষয়া ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং বর্দ্ধয়ন্। কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। অথবা। শ্রীধরস্বামিপাদানাং ব্যাখ্যাতোঽধিকমত্র যৎ কিঞ্চিল্লিখামি তত্তৈস্তু ক্ষন্তব্যং গুরবো হি তে। শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। তদেব প্রতিপাদয়তি জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়ঃ। যদ্বা। জনেষু নিজভক্তেষু নিতরাং প্রাকট্যেন বাসো যস্য। অতএব ভক্তবাৎসল্যেন দেবক্যাং জন্ম আবির্ভাবঃ বাদশ্চ ভাষণং তদাশ্বাসনাদ্যর্থং তাদৃশনিজভক্তেষু জন্মকারণাদি কথনরূপং যস্য তথা যদুবরস্য যাদবরাজস্য কংসপিতুরপি উগ্রসেনস্য। যদ্বা। যদূনাং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব যাদবানাং বরা দিব্যা সভা সুধর্ম্মাখ্যা যস্মাৎ তথা জন্মমাত্রেণৈবাপনীতমপি অধর্ম্মং নিজভক্তবিনোদার্থং স্বৈঃ সৌন্দর্য্যাদিনা অসাধারণৈর্দ্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মহেতুদৈত্যাদি-

---

নিম্ন লিখিত এই শ্লোক পাঠ করিবেন ॥ ১৫ ॥

অথ প্রাতঃস্মরণ ও কীর্ত্তন ॥

যথা দশমস্কন্ধে ৯০ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

"জয়তি জননিবাস ইত্যাদি" অর্থাৎ যিনি সমস্ত জীব মধ্যে অন্তর্যামি রূপে নিবাস করিতেছেন, দেবকীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এই কথা যাঁহার অপবাদ, যিনি স্থাবর জঙ্গমের দুঃখনাশন, সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবর পার্ষদ্ রূপ হস্ত দ্বারা পৃথিবীর অধর্ম্ম নাশ করত ও সহাস্য বদন

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ১৬ ॥
স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং ॥ ১৭ ॥
বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রং।

বধেন বিনাশয়ন্। দোর্ভিরিতি বহুত্বং ভারতাদ্যুক্তানুসারেণ ভারতযুদ্ধাদৌ চতুর্ভুজানাং তথা হরিবংশোক্তানুসারেণ বাণযুদ্ধাদাবষ্টভুজানাং চ প্রকটনাৎ। যদ্বা। দোর্ভিরিব দোর্ভিঃ ভক্তবাৎসল্যেন সাহায্যকল্পিতৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা। ক্ষত্রিয়াণাং ভগবতো বাহুজত্বাৎ বলাধিক্যাদ্যপেক্ষয়া কার্য্যকারণাভেদেন দোর্ভিঃ ক্ষত্রিয়ৈরিত্যুক্তং। তত্রাপি স্বৈর্নিজৈঃ যাদবপাণ্ডবাদিভিঃ। স্থিরাণাং চরাণাঞ্চ সর্ব্বেষামপি তদানীন্তনানাং জীবানাং সংসারদুঃখহন্তা। ব্রজপুরবনিতানাং। যদ্বা। ব্রজ এব পুরং বিচিত্রবিলাসবৈদগ্ধীবিষয়ত্বাৎ তদ্বনিতানাং। কামেষু দেবঃ শ্রেষ্ঠস্তদেকনিষ্ঠত্বাৎ পরমপ্রেমপরিণতিরূপকামবিশেষাচ্চ তং বর্দ্ধয়ন্। তচ্চ নিজেন সুস্মিতেন শ্রীমুখেনৈব। এবং তেনৈব পরমমোহনসৌন্দর্য্যাদিনা তাদৃশকামবর্দ্ধনান্মোক্ষানন্দেঽপি সামান্যভজনানন্দেঽপি চ পরমনৈরপেক্ষ্যাদ্যুক্তমেব তৎকামস্য শ্রৈষ্ঠ্যং। বর্দ্ধয়ন্নিতি বর্ত্তমানত্বেন তাদৃশকামস্য পরমপ্রেমপরিণামলক্ষণতয়া প্রেম্নশ্চাতৃপ্তিস্বভাবকতয়া পরিচ্ছেদাভাবো দর্শিতঃ। এবং দশমস্কন্ধশেষে নিখিললীলাকথনান্তে তথোক্ত্যা সর্ব্বদৈব তাভিঃ সহ সংযোগঃ সূচিতঃ। কিঞ্চ। শতৃঙন্তপদস্যাবশ্যকক্রিয়াপদসহিতান্বয়েন তাসাং তাদৃশকামবর্দ্ধনেনৈব জয়তীতি পরমোৎকর্ষতাভিপ্রেতা। এবং তদর্থমেব দেবক্যাং জন্মাদিকমিত্যেবং সর্ব্বমবতারপ্রয়োজনং তত্রৈব পর্য্যবস্যতীতি দিক্। মঙ্গলায়াস্য পদ্যস্য পঠ্যমানস্য সর্ব্বতঃ। বিস্তার্য্য লিখিতোঽত্রার্থো লেখ্যোঽগ্রে যো হি দুর্গমঃ ॥ ১৬ ॥

এবং মঙ্গলমাচর্য্য সর্ব্ব কর্ম্মসিদ্ধয়ে ভগবদেকশরণো ভবেদিত্যাশয়েন লিখতি স্মৃত ইতি। যত্র যস্মিন্ হরৌ ॥ ১৭ ॥

কৌশিকীবৃত্তিগানাদ্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতঃকালীন রূপলীলাদিস্মরণকীর্ত্তনার্থং লিখতি বিদগ্ধেতি। পবিত্রমপি বেদবাক্যাগোচরং পরব্রহ্মাপি বিদগ্ধানাং গোপরমণীনাং

দ্বারা ব্রজপুরবনিতাদিগের অনঙ্গ বর্দ্ধন করত জয় যুক্ত হউন ॥ ১৬ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে সকল কল্যাণের পাত্র হওয়া যায়, সেই অজ অর্থাৎ প্রাকৃতজন্মরহিত, নিত্যস্বরূপ হরির শরণাগত হই ॥ ১৭ ॥

যিনি পবিত্র বেদবাক্যের অগোচর পরব্রহ্ম অথচ রসময়ী গোপরমণী-

পবিত্রমাম্নায়গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীতচৌরং ॥ ১৮ ॥
উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং॥১৯
পঠেৎ পুনশ্চ সাধূনাং সম্প্রদায়ানুসারতঃ।
চতুঃশ্লোকীমিমাং সর্ব্বদোষশান্ত্যৈ শুভাপ্তয়ে ॥ ২০ ॥

সম্ভোগস্য চিহ্নৈ র্নখক্ষতাদিভিরঙ্কিতানি সর্ব্বগাত্রাণি যস্য তং প্রপদ্যে নবনীতস্য প্রাতর্দধিমন্থনোত্থিতস্য চৌরং চৌর্য্যেণ ভক্ষয়ন্তমিত্যর্থঃ তচ্চিহ্নাঙ্কিতমপি জ্ঞেয়ং ॥ ১৮ ॥

এবং সাক্ষাদ্ভগবতঃ কীর্ত্তনস্মরণে লিখিত্বা প্রিয়জনপ্রেমদ্বারাপি কীর্ত্তনস্মরণবিশেষং লিখতি। উদ্গায়তীনামিতি। দিশাং দশদিক্স্থানাং জীবানাং অমঙ্গলং ঐহিকামুষ্মিকমখিলমভদ্রং। যদ্বা। অকারো বিষ্ণুস্তদ্রূপং মঙ্গলং। কিম্বা। নবিদ্যতে মঙ্গলং যস্মাৎ তদমঙ্গলং অনুত্তমাদিবৎ পরমমঙ্গলমিত্যর্থঃ। তচ্চ মুখ্যবৃত্ত্যা শ্রীভগবৎপ্রেমৈব। যেন ধ্বনিনা দিশঃ প্রতি নিতরাং রস্যতে আস্বাদং কার্য্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্যপি লেখ্যশ্লোকচতুষ্টয়ে শ্রীগোপালদেবস্য কীর্ত্তনস্মরণবিশেষো নাস্তি তথাপি বহুলশিষ্টাচারাপেক্ষয়া তৎপঠিতব্যমিতি লিখতি পঠেদিতি। সর্ব্বেষাং দুঃস্বপ্নাদিদোষাণাং শান্তয় ইত্যেষাং শ্লোকানাং প্রায়ো গজেন্দ্রমোক্ষাখ্যানপরতয়া দুঃস্বপ্নাদ্যুপশান্তয় ইত্যাদি তত্রত্যোক্ত্যভিপ্রায়েণ ॥ ২০ ॥

দিগের নখক্ষতাদি চিহ্ন দ্বারা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত, সেই নবনীত চৌরের শরণাপন্ন হই ॥ ১৮ ॥

দশমস্কন্ধে ৪৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে ॥

ব্রজাঙ্গনা সকল উচ্চৈঃস্বরে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের গান করাতে তাহার ধ্বনি দধিমন্থন ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল। সেই ধ্বনি সামান্য নহে তাহাতে দিক্ সকলের অমঙ্গল বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

সাধুদিগের সম্প্রদায় অনুসারে সর্ব্বদোষের শান্তি নিমিত্ত এবং সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলপ্রাপ্তির জন্য, উক্ত চারিটী শ্লোক পুনরায় পাঠ করিবে॥২০

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতিমহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড়বাহনমব্জনাভং।
গ্রাহাভিভূতবরবারণমুক্তিহেতুং
চক্রায়ুধং তরুণবারিজপত্রনেত্রং॥
প্রাতর্নমামি মনসা বচসা চ মূর্দ্ধ্না
পাদারবিন্দযুগলং পরমস্য পুংসঃ।
নারায়ণস্য নরকার্ণবতারণস্য
পারায়ণপ্রবণবিপ্রপরায়ণস্য॥
প্রাতর্ভজামি ভজতামভয়ঙ্করং তং
প্রাক্ সর্ব্বজন্ম কৃতপাপভয়াবহত্যৈ।
যো গ্রাহবক্ত্রপতিতাঙ্ঘ্রিগজেন্দ্রঘোর-
শোকপ্রণাশমকরোদ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

পারায়ণং বেদাধ্যয়নসাকল্যং তস্মিন্। প্রবণস্তৎপর ইত্যর্থঃ। যদ্বা। পরায়ণেন প্রবণঃ প্রণতো যো বিপ্রস্তস্য পরং পরমং অয়নমাশ্রয়স্তস্য॥ ২১॥

আমি সংসার ভয় রূপ মহাপীড়ার শান্তি নিমিত্ত গরুড়বাহন পদ্মনাভ নারায়ণ যিনি কুম্ভীর কর্ত্তৃক অভিভূত গজেন্দ্রের মুক্তির হেতু এবং চক্রধর ও নব কমল সদৃশ নয়নশালী, তাঁহাকে প্রাতঃকালে স্মরণ করি॥

যিনি পরমপুরুষ, নারায়ণ, নরক সমুদ্রের ত্রাণকর্ত্তা এবং যিনি বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণের গতি, আমি প্রাতঃকালে মনঃ বাক্য ও মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদারবিন্দ যুগলে নমস্কার করি॥

কুম্ভীর মুখে পদ পতিত হওয়াতে গজেন্দ্র অতিশয় শোকগ্রস্ত হইয়াছিল, যিনি চক্রধারী হইয়া তাহার ঐ ঘোর দুঃখ মোচন করিয়াছেন, আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে সকল পাপ করিয়াছি তাহার ভয় নিবারণ নিমিত্ত ভজনশীলদিগের অভয় প্রদাতা তাঁহাকে প্রাতঃকালে ভজন করি॥

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং প্রাতঃ প্রাতঃ পঠেত্তু যঃ।
লোকত্রয়গুরুস্তস্মৈ দদ্যাদাত্মপদং হরিঃ॥ ইতি॥
তদেতল্লিখিতং কুত্র কুত্রচিদ্ব্যবহারতঃ।
কিন্তু স্বাভীষ্টরূপাদি শ্রীকৃষ্ণস্য বিচিন্তয়েৎ॥
ইত্থং বিদধ্যাদ্ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণাদিকং।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকং বৈ বহিরন্তর্বিশোধনং॥ ২১॥
তথাচ স্কান্দে স্কন্দং প্রতি শ্রীশিবোক্তৌ॥
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ং।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি পুত্রক॥ ২২॥
অন্যত্র চ॥

ভগবৎকীর্ত্তনস্মরণে এব সর্ব্বতীর্থাভিষেক ইত্যত্র প্রমাণং লিখতি সকৃদিতি। কল্পশতত্রয়মিত্যস্য নিত্যো তাৎপর্য্যং সদৈবেত্যর্থঃ॥ ২২॥

যিনি প্রত্যেক প্রাতঃকালে পুণ্যস্বরূপ এই তিনটী শ্লোক পাঠ করেন, ত্রিলোকগুরু হরি তাঁহাকে আপনার পদ প্রদান করিয়া থাকেন॥

পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, কোন ২ স্থলে ব্যবহার অনুসারে লিখিত হইল, কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি চিন্তা করিবে অর্থাৎ যাঁহার যে রূপে প্রীতি তিনি সেইরূপ ধ্যান করিবেন॥

ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও নামস্মরণাদি এই প্রকারে কৃত হইলে তাহা সর্ব্বতীর্থের স্নানের ফলপ্রদান এবং বাহ্য ও অন্তর বিশুদ্ধ করেন॥ ২১॥

এই বিষয়ে স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়ের প্রতি শিবের উক্তি যথা॥

হে পুত্র! পুরুষ একবার মাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া তিন শত কল্পে গঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয় সেই এল প্রাপ্ত হয়েন॥ ২২॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন॥

শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনং।
কীর্ত্তনাত্তস্য পাপস্য নাশমায়াত্যশেষতঃ ॥ ইতি ॥
মাহাত্ম্যং কীর্ত্তনস্যাগ্রে লেখ্যং মুখ্যপ্রসঙ্গতঃ।
স্মরণস্য তু মাহাত্ম্যমধুনা লিখ্যতে কিয়ৎ ॥ ২৪ ॥
তত্রাদৌ তস্য নিত্যতা ॥
পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে ॥
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ২৫ ॥
স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমদগস্ত্যোক্তৌ ॥
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সাচান্ধজড়মূকতা।

কথং বহিরন্তর্বিশোধনং তল্লিখতি শয়নাদিতি। কীর্ত্তনাৎ কেবলাদেব ॥ ২৩ ॥

মুখ্যে প্রসঙ্গে ইতি কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যেন প্রসঙ্গে সতি লেখ্যং। অধুনা চান্যসঙ্গত্যা গৌণত্বাৎ লিখিতুমযোগ্যমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥ ২৪ ॥

জাতুচিৎ কদাচিদপি ন বিস্মর্ত্তব্যঃ। এতয়োঃ স্মরণবিস্মরণয়োরেব কিঙ্করাঃ অনুগাঃ। স্মৃতৌ সর্ব্বে বিধয় স্তৎকৃতপুণ্যানি বিস্মৃতৌ চ সর্ব্বে নিষেধাস্তৎকৃতপাপানি স্বয়মেবানুগচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥২৫

যিনি শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার ঐ কীর্ত্তন হইতেই সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

অগ্রে কীর্ত্তনের প্রাধান্য প্রসঙ্গে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য লিখিত হইবে, এক্ষণে স্মরণের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য লিখিতেছি ॥ ২৪ ॥

উক্ত প্রকরণে অগ্রে স্মরণের নিত্যতা যথা—

পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্র নামস্তোত্রে ॥

সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনই বিস্মৃত হইবে না, যত বিধি ও যত নিষেধ আছে তৎসমুদায় এই উভয়ের অধীন ॥ ২৫ ॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীমান্ অগস্ত্যের বাক্য ॥

যে মুহূর্ত্তে অথবা যে ক্ষণে বাসুদেবের চিন্তা না করা যায়, তাহাই

যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥
কাশীখণ্ডে চ শ্রীধ্রুবচরিতে ॥
ইয়মেব পরা হানিরুপসর্গোঽয়মেব চ।
অভাগ্যং পরমং চৈতদ্বাসুদেবং ন যৎ স্মরেৎ।
যে মুহূর্ত্তাঃ ক্ষণা যে চ যাঃ কাষ্ঠা যে নিমেষকাঃ।
ঋতে বিষ্ণুস্মৃতে র্যাতাস্তেষু মুষ্টো যমেন সঃ ॥ ইতি ॥ ২৬ ॥
নিত্যত্বেঽপ্যস্য মাহাত্ম্যং বিচিত্রফলদানতঃ।
জ্ঞেয়ং শাস্ত্রোদিতং দর্শপৌর্ণমাসাদিবদ্বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥

ঋতে বিষ্ণুস্মৃতে র্বিষ্ণুস্মরণং বিনা যস্ত জনস্য যাতা অপগতাস্তেষু মুহূর্ত্তাদিষু মুষ্টো বঞ্চিতো বশীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নন্থ শাস্ত্রেষু স্মরণস্য তত্তৎফলশ্রবণাৎ কথং নিত্যত্বং সিদ্ধোদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যত্বেঽপীতি। অস্য স্মরণস্য শাস্ত্রোদিতং বিচিত্রফলদানতো মাহাত্ম্যং দর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ। আদিশব্দাদগ্নিহোত্রাদি। যথা তেষাং নিত্যত্বেঽপি সতি ফলানি শ্রূয়ন্তে তথাত্রাপি বুধৈঃ শাস্ত্রবিদ্ভির্জ্ঞেয়ং। এতচ্চ মীমাংসাশাস্ত্রনিপুণৈঃ কৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিরেকাদশীপ্রসঙ্গে বিবৃত্য লিখিতমস্তীতি নাত্র বিস্তার্য্যতে। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বোদ্ধব্যমিতি ॥ ২৭ ॥

হানি, তাহাই মহচ্ছিদ্র, তাহাই অন্ধতা, জড়তা ও তাহাই মূকতা জানিতে হইবে ॥

কাশীখণ্ডে শ্রীধ্রুবচরিতে যথা ॥

বাসুদেবকে যে, স্মরণ না করা, ইহাই পরম হানি, ইহাই পরম উপসর্গ অর্থাৎ উপদ্রব এবং ইহাই পরম অভাগ্য ॥

যে সকল মুহূর্ত্ত, যে সকল ক্ষণ, যে সকল কাষ্ঠা ও যে সকল নিমেষ বিষ্ণুস্মরণ ব্যতিরেকে গত হয়, যম বিষ্ণুস্মরণবিহীন ব্যক্তিকে সেই সকল কালেতেই বঞ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

দর্শ পৌর্ণমাসাদি যাগবিশেষের ন্যায় এই বিষ্ণুস্মরণের নিত্যত্ব হইলেও বিবিধ ফল প্রদান করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে ইহাঁর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

অথ স্মরণমাহাত্ম্যং ॥

তত্র সর্ব্বতীর্থস্নানাধিকত্বং। উক্তঞ্চ স্মার্ত্তৈরপি ॥

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতং ॥
শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজসানিলং।
আতপে সতি যা বৃষ্টির্দিব্যং স্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণোর্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ২৮ ॥

স্মার্ত্তৈরপীতি ভগবদ্ভক্তিপরৈরুচ্যতএব স্মৃত্যুক্তকর্ম্মপরৈরপ্যুক্তমিত্যর্থঃ। শন্ন আপাস্তিতি মন্ত্রাদ্যবর্ণাঃ। ইদমপি স্মার্ত্তানামেব মতং বৈষ্ণবানাস্তু মূলমন্ত্রাদিনৈব। মৃদঃ মৃত্তিকায়াঃ আলম্ভঃ স্পর্শনং যস্মিন্ তৎ মনসা ধ্যানমিতি কেবলমনঃসংযোগমাত্ররূপং স্মরণং লক্ষ্যতে ধ্যানমিত্যুক্তেঽপি মনসেতি প্রয়োগাৎ ॥ ২৮ ॥

অথ স্মরণমাহাত্ম্য ॥

এই প্রকরণে সর্ব্বতীর্থস্নান অপেক্ষা স্মরণের মাহাত্ম্য অধিক স্মার্ত্তেরাও কহিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ তাঁহারা প্রাতঃস্মরণ অবশ্য করিবেন, আর, যাঁহারা কেবল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করেন তাঁহারাও প্রাতঃস্মরণকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং প্রাতঃস্মরণ সর্ব্ববাদিরই সম্মত।

স্নান সপ্ত প্রকার যথা ॥

মান্ত্র্য, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য,বারুণ ও মানস। "শন্ন আপঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে স্নান, তাহার নাম মান্ত্র্য। মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া যে স্নান, তাহার নাম পার্থিব। ভস্ম দ্বারা যে স্নান তাহার নাম আগ্নেয়। গোধূলিদ্বারা যে স্নান,তাহার নাম বায়ব্য এবং রৌদ্র থাকিতে যে বৃষ্টি হয় তাহার দ্বারা স্নান করাকে দিব্যস্নান বলে। বহির্নদ্যাদিতে যে স্নান, পণ্ডিতেরা তাহাকে বারুণ স্নান কহেন। আর মনোধ্যে যে

কিঞ্চ ॥

অসামর্থ্যেন কায়স্য কালদেশাদ্যপেক্ষয়া।
তুল্যফলানি সর্ব্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ।
স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদ্যৈঃ পরমং স্মৃতং।
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ২৯ ॥

পরমশোধকত্বং গারুড়ে শ্রীনারদোক্তৌ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে চ পুলস্ত্যোক্তৌ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৩০ ॥
যদ্যপ্যুপহতঃ পাপৈর্মনসাত্যন্তদুস্তরৈঃ।

নচৈতেষু ব্যাপারতারতম্যাদিনা তারতম্যং জ্ঞেয়মিতি লিখতি অসামর্থ্যেনেতি কালাদ্যপেক্ষয়া চ। আদিশব্দেন অধিকারী গ্রাহ্যঃ ॥

কিঞ্চ। স্নানানামিতি। দ্বিজা ইতি তেষামেব স্নানাদৌ মুখ্যত্বাৎ হে দ্বিজা ইতি বা ॥ ২৯॥

স বাহ্যাভ্যন্তর ইতি বাহ্যেন শরীরাদিনা আভ্যন্তরেণ চ মন আদিনা সহ শুদ্ধোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মনসাঽপি অত্যন্তদুস্তরৈঃ অনন্তত্বাৎ গণয়িতুমশক্যৈঃ কিং পুনর্ব্বাচেত্যর্থঃ। যদ্বা। মনঃ-

বিষ্ণুস্মরণ তাহা মানস স্নান বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ২৮ ॥

আরও বলি ॥

পরাশর ঋষি কহিয়াছেন, শরীরের অসামর্থ্য হইলে কাল ও দেশাদির অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্ব প্রকার স্নানেরই সমান ফল হইয়াথাকে ॥

মনু প্রভৃতি কহিয়াছেন, মানস স্নান সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে স্নান করিলে গৃহাশ্রমী দ্বিজগণ পবিত্র হয়েন ॥ ২৯ ॥

মানস স্নানের পরমশোধকত্ব যথা—গরুড়পুরাণে শ্রীনারদের বাক্যে ও বিষ্ণুধর্ম্মে পুলস্ত্যের বাক্যে ॥

অপবিত্র হউন বা পবিত্র হউন, যে কোন বা সকল প্রকার অবস্থাতেই বা অবস্থিত থাকুন, যিনি পদ্মলোচনকে স্মরণ করেন, তিনি বাহ্যে ও অভ্যন্তরে পবিত্র হয়েন ॥ ৩০ ॥

যদি অতিশয় দুস্তর বিবিধ পাপেও দূষিত হয় তাহা হইলে মনো-

তথাপি সংস্মরন্ বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৩১ ॥

পাপোন্মূলনত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।

যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরং ॥ ৩২ ॥

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।

প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরং ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ ॥

কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাং।

সঙ্কল্পিতেনাপি প্রায়শ্চিত্তশতেন পরমাপরিহার্য্যৈঃ কিং পুনঃ সাক্ষাৎপ্রায়শ্চিত্তকর্ম্মানুষ্ঠানেনেত্যর্থঃ তস্য দুষ্করত্বাৎ। যদ্বা। মনসা সংস্মরন্ ইত্যন্বয়ঃ। ততশ্চ মনসেতি কেবলং মনসি কথঞ্চিৎ সংযোগমাত্রমভিপ্রেতং ॥ ৩১ ॥

তপাংসি কৃচ্ছ্রাদীনি কর্ম্মাণি দানজপাদীনি তদাত্মকানি তেষাং মধ্যে তেভ্যো বা পরং শ্রেষ্ঠং ॥ ৩২ ॥

শ্রেষ্ঠত্বমেবাহ কৃত ইতি। প্রকর্ষেণ জায়তে। তস্যৈব মন্বাদ্যুক্তানাং তপোদানাদীনাং মধ্যে একং কিঞ্চিত্তদনুরূপং প্রায়শ্চিত্তং। অননুতপ্তস্য তেষ্বনধিকারাৎ। হরিস্মরণন্তু পরং অনুতাপানপেক্ষয়াপি নিঃশেষপাপক্ষয়হেতুত্বাৎ অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিত ইতি হরির্হরতি পাপানীত্যাদ্যুক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

অধুনা পরমদুষ্পরিহরকলিমহাপাতকস্যাপি নাশকমিত্যাহ কলীতি। যত্র যস্মিন্

মধ্যে বিষ্ণুস্মরণ করিলেই বাহ্য ও অভ্যন্তর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

বিষ্ণুস্মরণের পাপের উন্মূলনকারিত্ব যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

যত প্রায়শ্চিত্ত, যত তপস্যা ও যত দান ও ব্রতাদি কর্ম্ম আছে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ সে সমুদায় অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

পাপ কার্য্য করা হইলে পর যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, একমাত্র হরিস্মৃতি তাহার উৎকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৩৩ ॥

অপিচ ॥

হরিকে একবার মাত্র স্মরণ করিলে সদ্য মনুষ্যগণের নরক-যাতনার

প্রযাতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃৎ যত্রানুসংস্মৃতে ॥ ৩৪ ॥

কৌর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

যে মাং জনাঃ সংস্মরন্তি কলৌ সকৃদপি প্রভুং।
তেষাং নশ্যতি তৎ পাপং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ৩৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শুক্রবলিসম্বাদে ॥

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥

তত্রৈব প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গান্তে ॥

মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
সবৈ বিমুচ্যতে সদ্যো যস্য বিষ্ণুপরং মনঃ ॥

হরৌ অনুকরণেনাপি সংস্মৃতে সতি। অনুকরণেনাপি স্মৃতঃ। সম্যকৃত্বাভিপ্রায়েণ সংশব্দঃ॥৩৪

সদ্যস্তৎকালীনমেব কলিমুহূর্ত্তরং যদ্বা। তস্য কলেরপি পাপং। যতস্তেন স্মরণেনৈব পুরুষোত্তমে ময়ি ভক্তানাং ভক্তিমতাং সতাং ॥ ৩৫ ॥

উৎপাদক অতি ভয়ানক কলিজন্য পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

কূর্ম্মপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য যথা ॥

যে সকল মনুষ্য কলিকালে একবার মাত্র প্রভু স্বরূপে আমাকে স্মরণ করে, আমি যে পুরুষোত্তম আমাতে ভক্তিমান্ সেই সকল ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ কলিজনিত পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে শুক্র ও বলির সম্বাদে ॥

দূষিতচিত্ত মনুষ্যেরাও হরিকে স্মরণ করিলে তিনি তাহাদের সমুদায় পাপ হরণ করেন। যেমন অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলেও অগ্নি নিশ্চয়ই দাহ করিয়া থাকে তদ্রূপ ॥

ঐ স্থলেই প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গের পর।

মহাপাতকে পাতকী অথবা সর্ব্বপাতক যুক্ত হইলেও যাঁহার মন বিষ্ণুতে সন্নিবিষ্ট, তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কৃতঃ পাপসঞ্চয়ঃ।
সোঽপ্যশেষঃ ক্ষয়ং যাতি স্মৃত্বা কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরেণ ॥

যমমার্গং মহাঘোরং নরকাংশ্চ যমং তথা।
স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদ্যঃ স্মরেদ্গরুড়ধ্বজং ॥ ৩৬ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীশুকেন ॥

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।

স্বপ্নেঽপি ন নরঃ পশ্যেদিতি পাপানুৎপত্তেঃ কথঞ্চিজ্জাতস্যাপি সংক্ষয়াদ্বা ॥ ৩৬ ॥

সকৃদপি এবং অপি শব্দস্য সর্ব্বত্রান্বয়াদয়মর্থঃ। কিং পুনঃ সদা কিং পুনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি কিং পুনঃ সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যাদৌ কিং পুনঃ স্বতো নিবিষ্টং কিং পুনস্তদ্রূপনামাদ্যনুরাগীতি। কারুণ্যাদিনা গুণরাগিত্বেনোপকারাপেক্ষয়া সোপাধিকত্বাপত্তেস্তস্য ন্যূনতয়া কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধিঃ। তথা যৈরপি কৈশ্চিৎ ইহাপি যত্র কুত্রচিদিতি। তথা কুতো যাম্যা যাতনাঃ কুতশ্চ বন্ধনার্থানীত পাশান্ কুতশ্চ নির্ব্বলান্ যমদূতানিতি। তথা কুতঃ সাক্ষাদ্ভয়তর্জনাদিকমনু

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্মরণ করিলে সে সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীপরাশর কহিয়াছেন।

যে মনুষ্য গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করেন, তিনি স্বপ্নেও মহাভয়ানক যমপথ, নানাবিধ নরক এবং যমকে অবলোকন করেন না ॥ ৩৬ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

ভক্তি অল্পপরিমাণে কৃতা হইলেও পবিত্র করণে সুন্দররূপে সমর্থ হয়েন। তাহার প্রমাণ, যে সকল পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দে একবার মাত্র আপনার মন নিবেশিত করেন, তাহাতে তাঁহাদের সেই

ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বাপদ্বিমোচকত্বং ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদোক্তৌ ॥
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাত-বিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥
বামনপুরাণে ॥
বিষ্টয়ো ব্যতিপাতাশ্চ যেঽন্যে দুর্নীতিসম্ভবাঃ।

ভবেয়ুরিতি। যতঃ চীর্ণনিষ্কৃতাঃ। তেনৈব কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ এবং যথা কথঞ্চিৎ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ সর্ব্বেষামেব নরকাদ্যভাবোঽভিপ্রেতঃ। ইত্থঞ্চ বিষ্ণুপরং মনঃ ইত্যত্র বিষ্ণ্বাশ্রয়ং কথঞ্চিৎ তৎসমীপগমিতি জ্ঞেয়ং। তথা হরিসংস্মরণমিত্যাদৌ সংশব্দাদিকং ভগবৎস্মরণস্য সর্ব্বস্মরণতঃ সম্যক্তয়া স্বরূপনির্দ্দেশমাত্রপরং নতু বিশেষণপরমিতি দিক্। যদ্যপি পরমশোধকত্বপাপোন্মূলনত্বয়োরভেদ এব পর্য্যবস্যতি তথাপি পরমশোধকত্বস্য তাৎকালিকপাপাদ্যশুদ্ধিতঃ বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রতামাত্রলক্ষণত্বেন পাপোন্মূলনত্বস্য চানেকজন্মকৃতবাসনাশেষপাপক্ষপণরূপতয়া কশ্চিদ্ভেদঃ কল্প্যঃ। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥

মন ভগবানে অনুরাগী মাত্র হয়, তদীয় জ্ঞান বিশিষ্ট হয় না, তথাচ যম অথবা পাশহস্ত যমপুরুষগণ স্বপ্নেও তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না, কারণ ভগবানে একবার মাত্র মনোনিবেশ করাতেই তাঁহাদের কর্ত্তৃক সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করা হইয়াছে ॥

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্বপাপ মোচকত্ব বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের বাক্যে ॥

হস্তি সকলের দন্ত বজ্রের অগ্রভাগ অপেক্ষাও কঠিন, যখন এ সমুদায়ও শীর্ণ হইল তখন ইহা আমার বল নহে, মহাবিপৎপাতের বিনাশকারি জনার্দ্দনের স্মরণেরই প্রভাব ॥

বামনপুরাণেতেও বলিয়াছেন যে,—

বিষ্টি সকল, ব্যতিপাত সকল, তথা অন্যান্য যে সকল দুঃখপ্রদ

তে সর্ব্বে স্মরণাদ্বিষ্ণো র্নাশমায়ান্ত্যুপদ্রবাঃ ॥

পাদ্মে ॥

মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতিস্তুতৌ ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ ন মোহো নচ দুর্গতিঃ।

ন রোগো নচ দুঃখানি তমনন্তং নমাম্যহং ॥

দুর্ব্বাসনোন্মূলনত্বং দ্বাদশস্কন্ধে ॥

যথা হেম্নি স্থিতোবহ্নি র্দৌর্ব্বর্ণ্যং হন্তি ধাতুজং।

এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভাশয়ং ॥ ৩৮ ॥

সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বং পাণ্ডবগীতায়াং ॥

লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।

যেষামিন্দীবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ।

ধাতুজং তাম্রাদি সংশ্লেষজাতং হেম্নো দৌর্ব্বর্ণ্যং মালিন্যং হেম্নি স্থিতঃ সন্ বহ্নিরেব হরতি এবং যোগিনামপি সতাং আত্মগতঃ মনসি প্রাপ্তঃ স্মৃতঃ সন্ বিষ্ণুরেব নতু যোগাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

আছে, বিষ্ণুস্মরণ মাত্রে ঐ সমুদায় উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া যায় ॥

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদ্যুতির স্তবে ॥

যাঁহার স্মরণ মাত্রে, মোহ, দুর্গতি, রোগ ও দুঃখ কিছুই থাকে না আমি সেই অনন্তকে নমস্কার করি ॥

বিষ্ণুস্মরণের দুর্ব্বাসনা উন্মূলনত্ব যথা

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে ॥

যেমন অগ্নি সুবর্ণের তাম্রাদি ধাতুসংশ্লেষ-জনিত দুর্ব্বর্ণ বিনাশ করে তদ্রূপ বিষ্ণু যোগিদের হৃদয়স্থ হইয়া সমুদায় অশুভ বিনাশ করেন ॥৩৮॥

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্বমঙ্গল কারিত্ব যথা পাণ্ডবগীতায় ॥

ইন্দীবর শ্যামবর্ণ জনার্দ্দন যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিত, তাঁহাদিগেরই লাভ ও জয় হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের পরাভবই বা কোথায় ? ॥

সর্ব্বসৎকর্ম্মফলপ্রদত্বং ॥

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গেঽগস্ত্যোক্তৌ ॥

দেবেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু তীর্থেষু ব্রতেষু চৈব ।
ইষ্টেষু পূর্ত্তেষু চ যৎ প্রদিষ্টং নৃণাং স্মৃতে তৎ ফলমচ্যুতে চ ॥

কর্ম্মসাদ্গুণ্যকারিত্বং বৃহন্নারদীয়ে ॥

ন্যূনাতিরিক্ততা সিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাং ।
হরিস্মরণমেবাত্র সম্পূর্ণফলদায়কং ॥ ৩৯ ॥

স্মৃতৌ চ ॥

প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাধিকত্বং ॥

সিদ্ধেতি স্বভাবতোঽবশ্যং স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্বসৎকর্ম্মের ফলদান করিবার ক্ষমতা যথা ॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে অগস্ত্যের বাক্য ॥

দেববিষয়ে, যজ্ঞবিষয়ে, তপস্যাবিষয়ে, দানবিষয়ে, তীর্থবিষয়ে, ইষ্টকর্ম্ম বিষয়ে এবং পূর্ত্তকর্ম্মবিষয়ে মনুষ্যের পক্ষে যাহা উপদেশ করা হইয়াছে, বিষ্ণুস্মরণ করিলে সে সমুদায়েরই ফল হইয়া থাকে ॥

বিষ্ণুস্মরণের কর্ম্ম পূর্ণ করিবার ক্ষমতা যথা—বৃহন্নারদপুরাণে ॥

কলিতে বেদবিহিত কর্ম্মসকলের অবশ্য অল্পতা ও আধিক্য হইয়া থাকে কিন্তু এ বিষয়ে হরিস্মরণ সম্পূর্ণ ফল প্রদান করেন ॥ ৩৯ ॥

স্মৃতিতেও বলিয়াছেন ॥

যজ্ঞেতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগের প্রমাদ বশতঃ যে কর্ম্মের অঙ্গহানি হয়, বিষ্ণুস্মরণ করিলে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, এই স্মৃতি আছে ॥

বিষ্ণুস্মরণ সমুদায় কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে ॥

তুলাপুরুষদানানাং রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ।
ফলং বিষ্ণোঃ স্মৃতিসমং ন জাতু দ্বিজসত্তম ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ॥

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥৪০

সর্ব্বভয়াপহারিত্বং ॥

বিষ্ণুপুরাণে। হিরণ্যকশিপুং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ ॥

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরোদ্ভবানি ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত ॥

বিদ্যা উপাসনা অধ্যয়নং বা। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং। প্রাণনিরোধঃ প্রাণায়ামঃ। মৈত্রী ভূতেষু স্নেহঃ। অন্তরাত্মা মনঃ। হৃদিস্থে স্মৃতে ॥ ৪০ ॥

যথা বৃহন্নারদপুরাণে কলির প্রস্তাবে ॥

হে দ্বিজোত্তম! তুলাপুরুষ দানের ফল এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, কখনই বিষ্ণুস্মরণের ফলের তুল্য হইতে পারে না ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্! ভগবান্ অনন্ত হৃদয়স্থ হইলে অন্তরাত্মা যেমন শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ বিদ্যা, তপস্যা, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থসেবা, ব্রত, দান ও জপপ্রভৃতি কোন ধর্ম্মদ্বারা মনের তদ্রূপ শুদ্ধি হয় না ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুস্মরণের সর্ব্ব প্রকার ভয়নাশকত্ব যথা ॥

বিষ্ণুপুরাণে হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি ॥

হে পিতঃ! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম ও জরা নিমিত্ত সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়, সকল ভয়ের অপহরণকর্ত্তা সেই অনন্ত, যখন আমার হৃদয়মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ভয় কোথায় থাকিতে স্থান পাইবে অর্থাৎ আমার কোন বিষয়েতেই ভয় নাই ॥

মোক্ষপ্রদত্বং তত্রৈবান্যত্র ॥

বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ ।
মুক্তিং প্রযাতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥ ৪১ ॥

বৃহন্নারদীয়ে ॥

বরং বরেণ্যং বরদং পুরাণং নিজপ্রভাভাসিতসর্ব্বলোকং ।
সঙ্কল্পিতার্থপ্রদমাদিদেবং স্মৃত্বা ব্রজেন্মোক্ষপদং মনুষ্যঃ ॥৪২॥

স্কান্দে ॥

যস্য স্মরণমাত্রেণ জন্ম সংসারবন্ধনাৎ ।
বিমুচ্যতে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণোঃ সংস্মরণাৎ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং গতঃ সমস্তক্লেশানাং পাপমূলানাং রাগাদীনাং সঞ্চয়ঃ সমূহো যস্য সঃ স্বর্গপ্রাপ্তিস্তু তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ বিঘ্নপ্রায়ৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বরং বরেণ্যং পরমশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । যদ্বা । বরং শ্রেষ্ঠং বরেণ্যং সর্ব্বৈর্ব্বরণযোগ্যমিত্যর্থঃ ॥৪২॥

প্রভবিষ্ণবে নিত্যপ্রভাবশীলায় অতোঽত্র ন কিমপি বিচার্য্যমিতি ভাবঃ। তথাহি পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে । ন চাত্র সংশয়ঃ কার্য্য ঈশিতৃত্বমিদং হরেঃ । রাজা হি কস্যচিদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বস্বং চেৎ প্রযচ্ছতি । পরস্মৈ তস্য কস্তত্র নিয়ন্তা স্যাৎ প্রভোর্যথেতি ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুস্মরণের মোক্ষপ্রদত্ব এই গ্রন্থের অন্য স্থানে যথা ॥

বিষ্ণুস্মরণ করিলে সমস্ত ক্লেশ রাশির ক্ষয় হওয়ায় মনুষ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয় । স্বর্গ লাভ তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া বোধ করিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

বৃহন্নারদপুরাণে ॥

যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, বরদাতা ও অনাদি, যিনি নিজ প্রভা দ্বারা সমুদায় লোককে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যিনি বাঞ্ছিত বিষয়ের ফল দাতা সেই আদিদেবকে স্মরণ করিয়া মনুষ্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় ॥৪২॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহার স্মরণমাত্র জন্মরূপ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই নিত্য প্রভাবশালি বিষ্ণুকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীপরাশরোক্তৌ ॥

তদৈব পুরুষো মুক্তো জন্মদুঃখজরাদিভিঃ।
ভক্ত্যা তু পরয়া নূনং যদৈব স্মরতে হরিং ॥

ভগবৎপ্রসাদনং। বৃহন্নারদীয়ে ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতো নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং। বামনপুরাণে ॥

অনাদ্যনন্তমজরামরং হরিং
যে সংস্মরন্ত্যহরহো নিয়তং নরা ভুবি।
তৎ সর্ব্বগং ব্রহ্ম পরং পুরাণং
তে যান্তি বৈষ্ণবপদং ধ্রুবমব্যয়ঞ্চ ॥ ৪৪ ॥

বৈষ্ণবপদং শ্রীবিষ্ণোঃ স্থানং তস্যৈব বিশেষণং সর্ব্বগমিত্যাদি সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিক-প্রসঙ্গে শ্রীপরাশরের উক্তিতে যথা—

পুরুষ যখন অত্যন্ত ভক্তিসহকারে হরিকে স্মরণ করে তখনই জন্ম, দুঃখ ও জরাদি হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ ভক্তি পূর্ব্বক বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে আর জন্মাদি নিবন্ধন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, সংসার হইতে পরিত্রাণ পায় ॥

বিষ্ণুস্মরণের ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিবার ক্ষমতা যথা, বৃহন্নারদীয়ে—

যে কোন উপায়ে অব্যয় নারায়ণকে স্মরণ করিলে মনুষ্য যদি পাতক যুক্তও হয়, তথাপি ঐ নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

বিষ্ণুস্মরণে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করাইবার ক্ষমতা যথা, বামনপুরাণে ॥

পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য নিয়ম যুক্ত হইয়া অহরহ অনাদি, অনন্ত অজর, অমর, সর্ব্বগামী, পুরাণ, পরব্রহ্ম ও সর্ব্বোত্তম হরিকে স্মরণ

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে যমস্য দূতানুশাসনে ॥
যে স্মরন্তি সকৃদ্দূতাঃ প্রসঙ্গেনাপি কেশবং।
তে বিধ্বস্তাঽখিলাঘৌঘা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুরহস্যে চ ॥
শাঠ্যেনাপি নরা বিষ্ণুং যে স্মরন্তি জনার্দ্দনং।
তেঽপি যান্তি তনুং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুলোকমনাময়ং ॥ ৪৬ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
নিরাশী র্নির্ম্মমো যস্তু বিষ্ণোর্ধ্যানপরো ভবেৎ।
তৎ পদং সমবাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥
সারূপ্যপ্রাপণং কাশীখণ্ডে শ্রীবিন্দুমাধবপ্রসঙ্গে অগ্নিবিন্দুস্তুতৌ ॥

হে দূতাঃ। পরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং ॥ ৪৫ ॥
অনাময়ং সর্ব্বদোষরহিতং ॥ ৪৬ ॥

করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অক্ষয় বিষ্ণুলোককে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৪ ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূত বিকুণ্ডলসম্বাদে নিজদূতের প্রতি যমের শাসন ॥

হে দূতগণ! যাঁহারা প্রস্তাব ক্রমে একবার-মাত্র কেশবকে স্মরণ করেন, সমস্ত পাপরাশি নাশ হওয়াতে তাঁহারা বিষ্ণুর পরম ধামে গমন করেন ॥ ৪৫ ॥　　ব্রহ্মপুরাণে এবং বিষ্ণুরহস্যে ॥

যে সকল মনুষ্য শাঠ্য ভাবেও জনার্দ্দন বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তাঁহারাও দেহত্যাগ করিয়া সর্ব্বদোষ রহিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥৪৬॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যাঁহারা বাসনাশূন্য ও মমতাশূন্য হইয়া বিষ্ণুর স্মরণে তৎপর হয়েন, তাঁহারা সেই বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন, যে স্থানে গমন করিলে আর শোক অনুভব করিতে হয় না ॥

বিষ্ণুস্মরণে তদীয় সারূপ্যপ্রাপ্তি হয় ॥

কাশীখণ্ডে বিন্দুমাধব প্রস্তাবে অগ্নিবিন্দু স্তবে যথা—

যে ত্বাং ত্রিবিক্রম সদা হৃদি শীলয়ন্তি
কাদম্বিনীরুচিররোচিষমম্বুজাক্ষ।
সৌদামিনী বিলসিতাংশুকবীতমূর্ত্তে
তেঽপি স্পৃশন্তি তব কান্তিমচিন্ত্যরূপাং ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীভগবদ্বশীকরণং। দশমস্কন্ধে পৃথুকোপাখ্যানে ॥

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।

শীলয়ন্তি অভ্যস্যন্তি স্পৃশন্তি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যেন লভন্তে ইহৈব যথা শ্রীপ্রহ্লাদোদ্ধবাদয়ঃ ॥ ৪৭

অপ্যর্থে চকারঃ। অন্তকালেঽপি কিং পুনঃ সর্ব্বকালং স্বস্থাবস্থায়ামিত্যর্থঃ। মদ্ভাবং মত্ত্বং মৎসারূপ্যমিতি যাবৎ ॥ ৪৮ ॥

অর্থান্ কামাংশ্চ যচ্ছতি ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতান্ নাত্যভীষ্টান্ ভগবত্তো ভজতো বা জনস্য অনতিপ্রিয়ান্ পরিণামবিরসত্বাৎ জগদ্গুরুরিতি ভক্তস্য কথঞ্চিদত্য-

---

হে ত্রিবিক্রম! হে পদ্মনেত্র! আপনার কান্তি মেঘমালার ন্যায় মনোহর নীলবর্ণ, আপনার মূর্ত্তি সৌদামিনীর ন্যায় প্রভাপ্রযুক্ত পীত-বসনে আবৃত, যাঁহারা হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা আপনাকে ধ্যান করেন, তাহারাই আপনার অচিন্ত্যরূপা কান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

যে ব্যক্তি অন্তকালেও আমাকে মাত্র স্মরণ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হয়েন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥

বিষ্ণুস্মরণের শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিবার সামর্থ্য যথা ॥

দশমস্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে পৃথুকোপাখ্যানে ॥

যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিলে যিনি স্বয়ং আপনাকেও দান করেন, সেই জগদ্গুরুকে ভজনা করিলে তিনি যে অভীষ্ট দান করিবেন,

কিন্ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ ৪৯ ॥
স্বতঃ পরমফলত্বং বৈষ্ণবে ॥
বাসুদেবে মনো যস্য জপহোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিসৎফলং ॥
গারুড়ে ॥
মহতস্তপসো মূলং প্রসবঃ পুণ্যসন্ততেঃ।
জীবিতস্য ফলং স্বাদু নিয়তং স্মরণং হরেঃ ॥ ৫১ ॥
দ্বিতীয়স্কন্ধে ॥
এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।

হভীষ্টানপি সতঃ তস্মৈ পিতা পুত্রায়াপথ্যমিব ন দদ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

জপাদিষু কর্ম্মসু তৎসাদ্গুণ্যার্থমপি যস্য বাসুদেবে মনঃ যেন শ্রীকৃষ্ণস্মরণং কৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। যেষু ক্রিয়মাণেষ্বপি বাসুদেব এব মনঃ জপাদিসাধ্যং ঐন্দ্র্যপদং আদিশব্দাদ্ব্রাহ্মঞ্চ তত্তৎ কৃতচিত্তশুদ্ধ্যাদি জাতং মুক্ত্যাদিকমপি সর্ব্বমন্তং ফলং বিঘ্নএব তৎস্মরণস্যৈব পরমফলত্বাৎ॥৫০

প্রসবঃ ফলং নিয়তং নিশ্চিতমেব ॥ ৫১ ॥

সাংখ্যং আত্মানাত্মবিবেকঃ যোগোঽষ্টাঙ্গ স্তাভ্যাং। তথা স্বধর্ম্মে পরিতোনিষ্ঠয়া চ কৃত্বা পুংসাং

ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে ॥ ৪৯ ॥

বিষ্ণুস্মণের স্বভাবসিদ্ধই পরমফলত্ব যথা ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! জপ, হোম এবং অর্চ্চনাপ্রভৃতি কার্য্যে যাঁহার মন বাসুদেবে অর্পিত, ইন্দ্রত্বপদ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল তাঁহার পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ ॥ ৫০ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

নিশ্চয় বিষ্ণুস্মরণ মহতী তপস্যার মূল, পুণ্য সকলের উৎপাদক এবং জীবনের সুস্বাদু ফল ॥ ৫১ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ॥

স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা করিয়া আত্মানাত্ম বিবেক অর্থাৎ এই আত্মা এই

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৫২ ॥
অতএব জরাসন্ধনিরুদ্ধনৃপবর্গৈঃ প্রার্থিতং দশমস্কন্ধে ॥ ৫২ ॥
তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতি র্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৫৩ ॥
শ্রীনারদেনাপি।
দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিকমলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

জন্মনো যো লাভঃ ফলং এতাবানেব নত্বন্ত ইতি যোগাদীনাং তদেকপরতোক্তা কোঽসৌ তদাহ নারায়ণস্য স্মৃতিরিতি অন্তেতু স্মৃতিঃ পরমো লাভঃ। ন তন্মহিমানং বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। অন্তেঽপি স্মৃতিঃ পরমোলাভঃ কিং পুনরাজন্ম সদা স্মৃতিরিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ৫২ ॥
যেন উপায়েন যথা যথাবৎ স্মৃতিঃ প্রেমস্মরণমিত্যর্থঃ। যদ্বা। যথাবৎ সংস্মরতাং দেহাদ্যাসক্ত্যা নিতরাং সংসারদুঃখং লভমানানামপীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
জনতায়া ভক্তবর্গস্যাপবর্গরূপং। ব্রহ্মাদিভিরপি হৃদি চিন্ত্যমেব। সংসারকূপে পতিতানাং

অন্যত্মা এইরূপ বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগ এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণ স্মরণ তাবন্মাত্রেই পুরুষের লাভ, পরন্তু অন্তে নারায়ণস্মরণ পরম লাভ, তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না ॥ ৫২ ॥

অতএব জরাসন্ধ কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ রাজগণের প্রার্থনা
দশমস্কন্ধের ৭৩ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে যথা—

হে ভগবন্! এক্ষণে আমাদিগকে এমত কোন উপায় উপদেশ করুন যাহাতে আমরা সংসারী হইয়া থাকিলেও আপনার চরণকমলে স্মৃতির বিরাম না হয় ॥ ৫৩ ॥

দশমস্কন্ধে ৬৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে নারদের বাক্যেতেও ॥

ভক্তজন সকলের মুক্তির কারণ আপনার পাদযুগল দর্শন করিলাম, অপরিমিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মাদি দেবতারা যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথাস্মৃতিঃ স্যাদিতি ॥ ৫৪ ॥
কৃষ্ণস্মরণমাহাত্ম্যমহাব্ধির্দুস্তরো ধিয়া।
যো যিযাসতি তৎপারং স হি চৈতন্যবঞ্চিতঃ ॥ ৫৫ ॥
ততঃ পাদোদকং কিঞ্চিৎ প্রাক্ পীত্বা তুলসীদলৈঃ।

উত্তরণায় সুখোত্থানায় অবলম্বং আশ্রয়ং। ঈদৃশং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ময়া দৃষ্টং অতঃকৃতার্থোঽস্মি তথাপি ভবৎস্মৃতির্যথা স্যাত্তথানুগৃহাণ যেন তবাঙ্ঘ্রিধ্যায়ন্নেব চরামি। যদ্বা। অধুনা দৃষ্টং অন্যত্র গতোঽপীমং ত্বদঙ্ঘ্রিং ধ্যায়ন্নেব। কিঞ্চ। যথাবৎ স্মৃতিঃ স্যাদিত্যনুগ্রহং কুরু। যদ্বা। এবমনন্যগতিকত্বেন মম তদীয়াঙ্ঘ্রিকমলধ্যানং কদাচিদেতদ্দর্শনং চ ভবেদেব কিন্তু মদ্বিষয়িকা তব স্মৃতি র্মনোবৃত্তি র্যথা স্যাত্তথানুগৃহাণ। যদ্বা। দৃষ্টত্বাদন্যত্র গতোঽপ্যেতদেব চিন্তয়ন্ চরিষ্যামি কিন্ত্বনেনানুগ্রহেণালং অধুনা তথানুগ্রহং কুরু যথা অস্মৃতিঃ স্মরণাভাবঃ স্যাৎ। অন্যত্রগতস্য সতস্তৎস্মরণেন বিরহদুঃখবৃদ্ধের্বরমস্মরণমেবানুগ্রহ ইত্যর্থঃ। এতচ্চ সদা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মান্তিকে বাসমলভমানস্য প্রেমোদ্রেকবাক্যগাম্ভীর্য্যং এবমপি স্মরণস্যৈব পরমমাহাত্ম্যং পর্য্যবস্যতীতি দিক্ ॥ ৫৪ ॥

ধিয়া দুস্তরঃ অর্থতো বচনতশ্চ বুদ্ধ্যাপি অস্তু তাবল্লিখনেন পারং গন্তুমশক্যমিত্যর্থঃ। ধিয়েত্যস্যাগ্র এবান্বয়ঃ তস্য পারং যো যাতুমিচ্ছতি স চৈতন্যেন বঞ্চিতঃ অচেতন ইত্যর্থঃ। স্বমতে শ্রীচৈতন্যদেবেন মায়য়া প্রতারিতঃ পরিত্যক্তো বেত্যর্থঃ নিজাশক্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তেঃ॥৫৫

পাদোদকং শ্রীভগবচ্চরণামৃতং প্রাক্ আদৌ পীত্বেত্যত্র কারণমগ্রে লেখ্যং। শালগ্রাম-

ধ্যান করেন সংসারকূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের আলম্বন স্বরূপ সেই চরণযুগল ধ্যান করত চিরকাল বিচরণ করিব, তদ্বিষয়ে আমার যাহাতে সর্ব্বদা স্মৃতি থাকে আমার প্রতি এমত অনুগ্রহ করুন ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্মরণ মাহাত্ম্য রূপ দুস্তর মহাসাগর, যিনি মনোদ্বারাও উহার পারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার চেতনা নাই অথবা তিনি নিজমতে চৈতন্যদেবের মায়ায় বিমোহিত ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর অগ্রে কিঞ্চিৎ চরণামৃত পান করিয়া তুলসীপত্রে করিয়া ঐ

গৃহীতেনাচরেত্তেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেচনং ॥ ৫৬ ॥
অথাদৌ শ্রীগুরুং নত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জয়োঃ।
কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ন্ সর্ব্বস্বকৃত্যান্যর্পয়েন্নমেৎ ॥
অথ প্রাতঃপ্রণামঃ। বামনপুরাণে ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শিবং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
অথ বিজ্ঞাপনং।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
যদুৎসবাদিকং কর্ম্ম তত্ত্বয়া প্রেরিতো হরে।

শিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে। প্রক্ষেপণমকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ইতি তুলসীদলৈঃ কৃত্বা সহ বা গৃহীতেন তেন পাদোদকেনৈব স্বমস্তকেঽভিষেকং কুর্য্যাৎ ॥ ৫৬ ॥

বিজ্ঞাপনদ্বারৈব সর্ব্বাণি স্বস্য কৃত্যানি অর্পয়ন্ নমেৎ সাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্য্যাৎ অগ্রে যথাবিধীতি লিখনাৎ ॥ ৫৭ ॥

বিজ্ঞাপয়ন্নিতি লিখিতং তৎপ্রকারমেব লিখতি যদিতি। তচ্চ তবাজ্ঞেয়মিত্যেব

চরণামৃত লইয়া নিজের মস্তকে অভিষেক করিবে ॥ ৫৬ ॥

তাহার পর প্রথমতঃ শ্রীগুরুকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে কিঞ্চিন্নিবেদন করত নিজের সমুদায় কর্ম্ম অর্পণ ও নমস্কার করিবে ॥

অথ প্রাতঃপ্রণাম। বামনপুরাণে ॥

সকল মঙ্গলের মঙ্গল জনক, আরাধনীয়, বরদাতা, মঙ্গলময় নারায়ণকে নমস্কার করিয়া সমুদায় কর্ম্ম করিবে ॥ ৫৭ ॥

অথ বিজ্ঞাপন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে হরে! যে কিছু উৎসবাদি কর্ম্ম আপনা কর্ত্তৃক নিযোজিত

করিষ্যামি ত্বয়া জ্ঞেয়মিতি বিজ্ঞাপনং মম ॥ ৫৮ ॥
প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যত্ত্বয়া।
যদ্যৎ কারয়সীশান তৎ করোমি তবাজ্ঞয়া ॥ ৫৯ ॥
ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াদিদেব, শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ৬০ ॥
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তমানং ত্বদাজ্ঞয়া শ্রীনৃহরেঽন্তরাত্মন্।
স্পর্দ্ধা-তিরস্কার-কলিপ্রমাদ,-ভয়ানি মা মাভিভবন্তু ভূমন্ ॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি, র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।

করিষ্যামি ॥ ৫৮ ॥
কারয়সীতি করোত্যর্থস্য সর্ব্বধাত্বর্থেষ্বন্তর্ভাবাৎ বাহ্যাভ্যন্তরসর্ব্বেন্দ্রিয়চেষ্টিতং ব্যাপ্নোসি ॥৫৯
সংসারযাত্রাং লোকব্যবহারং ॥ ৬০ ॥
মা মাং। ভূমন্ হে মহত্তম ॥ ৬১ ॥

হইয়া তাহা আচরণ করিব, আপনি ইহা জানিবেন, এই আমার বিজ্ঞাপন ॥ ৫৮ ॥

হে বিষ্ণো! হে ঈশান! আপনি ইন্দ্রিয় বর্গের অধীশ্বর, আপনা কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে জাগরিত হইলাম, আপনি যাহা যাহা করান, আপনার আজ্ঞায় তাহাই করিয়া থাকি ॥ ৫৯ ॥

হে ত্রিলোকের জ্ঞানরূপ! হে আদিদেব! হে শ্রীনাথ! হে বিষ্ণো! আপনার আজ্ঞাতেই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার প্রিয় সাধনের নিমিত্ত সংসার যাত্রা অনুষ্ঠান করিব ॥ ৬০ ॥

হে নৃহরে! হে অন্তরাত্মন্ হে ভূমন্! অর্থাৎ হে মহত্তম! আমি যখন আপনার আজ্ঞায় সংসার অনুষ্ঠান করিব, তখন যেন স্পর্দ্ধা, তিরস্কার, কলহ, প্রমাদ ও ভয় সকল আমাকে আক্রমণ না করে ॥

আমি ধর্ম্ম জানি কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই, আমি অধর্ম্মও জানি কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! অর্থাৎ

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন, যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

অথ প্রণামবাক্যানি। মহাভারতে।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

অসুরবিবুধসিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তঃ
সকলমুনিভিরন্তশ্চিন্ত্যতে যো বিশুদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টো বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

যজ্ঞিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুং প্রোচ্যতে যো নতোঽস্মি তমিতি ॥৬১॥

হে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক! আপনি হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া যে প্রকারে নিযুক্ত করেন তাহাই করিয়া থাকি ॥

অথ প্রণাম বাক্য সকল। মহাভারতে ॥

ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণহিতকারি, জগতের কল্যাণপ্রদ, গোবিন্দ কৃষ্ণকে বারম্বার নমস্কার ॥

গরুড়পুরাণে ॥

অসুর, দেবতা ও সিদ্ধগণ যাঁহার অন্ত জানিতে পারেন না, মুনিগণ যাঁহাকে অন্তঃকরণ মধ্যে চিন্তা করেন, যিনি নির্ম্মল, যিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সমুদায় জ্ঞাত আছেন এবং যিনি সকলের সাক্ষী সেই জন্মহীন, সত্য, ঈশ্বর ও বাসুদেবকে নমস্কার করি ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

যাজ্ঞিকেরা যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, ভক্তগণ যাঁহাকে বাসুদেব এবং বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞেরা যাঁহাকে বিষ্ণু বলেন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥৬১

এবং বিজ্ঞাপয়ন্ ধ্যায়ন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ যথাবিধি।
প্রণামানাচরেচ্ছক্ত্যা চতুঃসংখ্যাবরান্ বুধঃ॥ ৬২॥
শ্রীগোপীচন্দনেনোর্দ্ধপুণ্ড্রং কৃত্বা যথাবিধি।
আসীত প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা শুদ্ধস্থানে শুভাসনে॥ ৬৩॥
তথাচ নারদীয়পঞ্চরাত্রে॥
নির্গত্যাচম্য বিধিবৎ প্রবিশ্য চ পুনঃ সুধীঃ।
আসনে প্রাঙ্মুখো ভূত্বা বিহিতে চোপবিশ্য বৈ॥ ৬৪॥
সম্প্রদায়ানুসারেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামাংশ্চ বিধিবৎ কৃষ্ণং ধ্যায়েৎ যথোদিতং॥ ৬৫॥

এবং যদুৎসবাদিকং কর্ম্মেত্যাদিনোক্তং। যথাবিধীতি পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামিত্যাদিনাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণেত্যর্থঃ। চতুঃসংখ্যা অবরা অন্ত্যা যেষু তান্ চতুঃসংখ্যায়া ন্যূনান্ন কুর্য্যাৎ অধিকানেব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ৬২॥

যথাবিধি হরিমন্দির নির্ম্মাণাদি প্রকারেণ। শুভে উত্তমে বিহিতাসনে। তত্তৎ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥ ৬৩॥

নির্গত্য গৃহান্নিঃসৃত্য মূত্রোৎসর্গাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। বিধিবদাচম্য অস্য ক্রিয়ান্বয়শ্লোকোঽত্রানুপযুক্তত্বাৎ ন লিখিতঃ॥ ৬৪॥

নিজসংপ্রদায়স্যানুসারেণেতি ভূতশুদ্ধে র্বিবিধরূপত্বাৎ প্রাণায়ামাংশ্চ বিধায়॥ ৬৫॥

পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ বিজ্ঞাপন, স্মরণ ও কীর্ত্তন করিয়া যথাবিধি শক্ত্যনুসারে চারি সংখ্যার অন্যূন প্রণাম করিবেন না॥ ৬২॥

গোপীচন্দন দ্বারা যথাবিধি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া পূর্ব্বমুখে পবিত্র আসনে উপবেশন করিবেন॥ ৬৩॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে॥

পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অর্থাৎ মল মূত্র ত্যাগের পর বিধি পূর্ব্বক আচমন করিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করত শাস্ত্রোক্ত আসনে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন॥ ৬৪॥

পরে স্বীয় সম্প্রদায় অনুসারে যথাবিধি ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম বিধান করিয়া যথোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবেন॥ ৬৫॥

তথাচোক্তং॥

উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎস্থ চ।

প্রবিশ্য রজনীপাদং বিষ্ণুধ্যানং সমাচরেৎ॥

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে চ॥

তথৈব রাত্রিশেষন্তু কালং সূর্য্যোদয়াবধি।

কর্ত্তব্যং সজপং ধ্যানং নিত্যমারাধকেন বৈ॥ ৬৬॥

বিভজ্য পঞ্চধা রাত্রিং শেষে দেবার্চ্চনাদিকং।

জপং হোমং তথা ধ্যানং নিত্যং কুর্ব্বীত সাধকঃ॥

অতএব বিষ্ণুস্মৃতৌ॥

রাত্রেস্তু পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম্য উচ্যতে॥ ইতি॥ ৬৭॥

পাদোদপানাদীনাঞ্চ স বিধির্মহিমাগ্রতঃ।

উপপাতকাদিম্বপি নিমিত্তেষু কিং পুন র্বিষ্ণুধ্যানার্থং। রাত্রেঃ শেষং কালং ব্যাপ্য তস্মাদারভ্যেত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

আদিশব্দেন প্রণামোর্দ্ধপুণ্ড্র ভূতশুদ্ধি প্রাণায়ামাদিঃ॥ ৬৭॥

অতএব উক্ত হইয়াছে॥

যত উপপাতক ও যত মহাপাতক তৎসমুদায় নাশকরণের ইচ্ছায় মৌত্রাদি কৃত্য সমাপনের পর গৃহে প্রবেশ করিয়া রজনীর শেষভাগে বিষ্ণুস্মরণ করিবে॥

বৈহায়সপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে॥

ঐ প্রকার আরাধনকারী পুরুষ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রাত্রির শেষভাগে নিত্য জপ ও ধ্যান করিবেন॥ ৬৬॥

সাধক ব্যক্তি রাত্রিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া শেষভাগ নিত্য দেবার্চ্চনাদি, জপ, হোম এবং ধ্যান করিবেন॥

অতএব বিষ্ণুস্মৃতিতে॥

রাত্রির শেষ প্রহরের শেষ মুহূর্ত্তকে ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্ত কহা যায়॥ ৬৭॥

পাদোদক-পানাদির বিধি ও মহিমা পরে লেখা যাইবে, এক্ষণে

লেখ্যোঽধুনা তু ধ্যানস্য সসংক্ষেপেণ লিখ্যতে ॥ ৬৮ ॥
অথ প্রাতর্ধ্যানং। তাপনীয় শ্রুতিষু ॥
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং।
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমলতাশ্রয়ং।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রক্তপঙ্কজমধ্যগং।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং।
চিন্তয়ংশ্চেতি তং কৃষ্ণং মুক্তোভবতি সংসৃতেঃ ॥ ৬৯ ॥
মৃত্যুঞ্জয়সংহিতানুসারোদিতশারদাতিলকে চ ॥
স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং।

বিধিঃ তৎপানমন্ত্রোচ্চারণাদিপ্রকারস্তৎসহিতঃ। সধ্যানস্য বিধি র্মহিমা চেত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥
গোপৈ র্গোপীভি র্গোভিশ্চ বীতং পরিবেষ্টিতং ॥ ৬৯ ॥
গোপকন্যা এব বিশিনষ্টি আত্মন ইতি ত্রিভিঃ। গোবিন্দস্য বদনাম্ভোজে প্রেরিতা

সংক্ষেপে ধ্যানের বিধি এবং মহিমা লেখা যাইতেছে ॥ ৬৮ ॥

অথ প্রাতর্ধ্যান। তাপনীয় শ্রুতিতে ॥

প্রফুল্ল কমল তুল্য নয়নশালী, মেঘের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট, বিদ্যুৎ সদৃশ পীতবসন পরিধান, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালাধারী, ঈশ্বর, গোপ, গোপী ও গো সমূহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, কল্পবৃক্ষ লতার মূলে অবস্থিত, দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত, রক্তপদ্মের মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্ট এবং যমুনা জলের তরঙ্গ সংসর্গি বায়ু কর্ত্তৃক সেবিত, এই প্রকার সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ৬৯ ॥

মৃত্যুঞ্জয় সংহিতার অনুসারে শারদাতিলকেও
ধ্যান কথিত হইয়াছে যথা ॥

যে সহস্র সহস্র গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে স্বস্ব নয়ন ভ্রমর

গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।
আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ।
মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ।
দন্তপঙ্ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তী র্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ ॥ ৭০ ॥
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।

অক্ষিমধুব্রতা যাভিস্তাঃ। বিলোভয়ন্তী গোঁবিন্দমেব ॥ ৭০ ॥

আদিশব্দেন ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রসনৎকুমারকল্পাদিতন্ত্রাঃ। তস্য গোবিন্দস্য পরঞ্চ ধ্যানং প্রসিদ্ধমেব অত্র গ্রন্থেঽপ্যগ্রতো লেখ্যং ক্রমদীপিকোক্তমথ প্রকটসৌরভেত্যাদি শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে চ পীতাম্বরধর ইত্যাদি তত্র ধ্যানে যস্য যৎ প্রিয়ং স্যাৎ তৎ সংসেবতাং। তত্র শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে নবীননীরদশ্যামমিত্যাদিকং সুপ্রসিদ্ধমেব। সম্মোহনতন্ত্রেচ শ্রীশিবেনোক্তং। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং ভুবনেশ্বরি। তবৈব পৌরুষং রূপং গোপিকাবদনামৃতং। সদা নিষেবিতং রাগাদ্ভবদ্বিরহভীরুণা। সত্যভামাদিরূপাভির্মায়ামূর্ত্তিভিরষ্টভিঃ।

নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কামবাণে বিবশ হইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, মুক্তাহার শোভিত স্থূল উচ্চস্তনে অবনত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের কেশবন্ধন বিগলিত, মত্ততা হেতু বাক্য স্খলিত, দন্ত পঙ্ক্তির প্রভা দ্বারা কম্পিত অধরে সুশোভিত এবং যাঁহারা বিবিধ শৃঙ্গারাদি ভাব গর্ব্বিত বিভ্রম দ্বারা গোবিন্দকে প্রলোভিত করিতেছেন, রমণীয় বৃন্দাবন মধ্যে সেই সকল গোপকন্যাবিমোহনকারি পুণ্ডরীকলোচন গোবিন্দকে স্মরণ করিবে ॥ ৭০ ॥

যাঁহার প্রফুল্ল নীলপদ্মের ন্যায় কান্তি, চন্দ্র তুল্য মনোহর বদন, ময়ূরপুচ্ছের ভূষণে অতিশয় প্রীত এবং যিনি শ্রীবৎস লাঞ্ছিত, শোভমান কৌস্তুভধারী, পীতাম্বর, সুন্দর, মনোহর গোপীদিগের নয়ন পদ্ম-

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং।
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং বিদ্যাঙ্গভূষং ভজে ইতি॥

ধ্যায়েন্মদনগোপালং সংজ্ঞয়া ভুবনত্রয়ে। ধ্যানং তস্য প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপ প্রণাশনং। সর্ব্ব-রোগোপশমনং সৎপুত্রাবাপ্তি কারকং। সৌভাগ্যদায়কং নৃণাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ। কিমত্র বহুনোক্তেন ধ্যানেনানেন ভাবিনি। যদ্যদিচ্ছতি তৎ সর্ব্বং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং। শ্রীমদ্বালার্ক সঙ্কাশং পদ্মরাগারুণপ্রভুং। বন্ধূকবন্ধুরালোকং সন্ধ্যারাগোপমদ্যুতিং। মুকুটা-নেক মাণিক্যপ্রভাপল্লবিতাম্বরং। কিরীটোপান্তবিন্যস্ত বর্হিবর্হাবতংসকং। কস্তূরীতিলকা-ক্রান্ত কমনীয়ালকস্থলং। স্মরকোদণ্ড বিন্যস্ত সুসান্দ্র কুটিল ভ্রুবং। স্মেরগণ্ডস্থলং শ্রীমদু-ন্নতায়তনাসিকং। করুণালহরী পূর্ণকর্ণান্তায়তলোচনং। কর্ণাবলম্বি সৌবর্ণ কর্ণিকায়াবতং সিনং। নিস্তল স্থূল মাণিক্য চারুমৌক্তিককুণ্ডলং। দন্তাংশু সুসমাশ্লিষ্টকোমলাধরপল্লবং। অসাধারণসৌভাগ্যচিবুকোদ্দেশশোভিতং। শশাঙ্কবিম্বাহঙ্কারশ্লাঘামন্দকরাননং। অনর্ঘ্য-রত্নগ্রৈবেয়বিলসৎ কম্বুকন্ধরং। সৌরভালোলরোলম্বৈঃ শুভৈর্মন্দারদামভিঃ। তদংশু-মৌক্তিকৈর্হারৈ র্বৈজয়ন্ত্যাচ মালয়া। শ্রীবৎসকৌস্তভাভ্যাঞ্চ পরিস্কৃতভুজান্তরং। রত্নকঙ্কণ-কেয়ূরৈর্ভূষিতৈ র্দশভি র্ভুজৈঃ। চক্রং পুষ্পশরং পদ্মং শূলং শঙ্খেন্দুকার্ম্মুকং। গদাং পাশঞ্চ মুরলীং বিভ্রাণং মোহনাকৃতিং। নিম্ননাভিং রোমরাজিবলিমৎপল্লবোদরং। বিশঙ্কট কটীদেশং বাচালমণিমেখলং। স্ফুরৎ সৌদামিনীচ্ছায়াদায়াদকনকাম্বরং। মণিমঞ্জীর কিরণৈঃ কিঞ্জল্কিতপদাম্বুজং। শাণোল্লীঢ়মণিশ্রেণীরম্যাঙ্ঘ্রি নখমণ্ডলং। আপাদকণ্ঠমা-মুক্ত ভূষাশত মনোহরং। কল্পবৃক্ষ মহারামে মহিতে রত্নমণ্ডপে। চিন্তামণিমহাপীঠে মধ্যে হৈমসরোরুহে। কর্ণিকোপরি সংদীপ্তে শ্রীমচ্চক্রাসনে শুভে। তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গী ললিতাকৃতিং। বামাংসশিখরোপান্তব্যালোলমণিকুণ্ডলং। উদঞ্চিতভ্রুবং কিঞ্চিৎ সুশোনাধরপল্লবং। গানবাজ্জামৃতরসৈ র্ব্যঞ্জিতশ্রুতিবৈভবৈঃ। ততৎ স্বরানুগুণ্যেন বেণু রন্ধ্রাণ্যনুক্রমাৎ। আবৃণ্বন্তং বিবৃণ্বন্তং মুহুরঙ্গুলি পল্লবৈঃ। উপাস্যমানমানন্দাৎ সদারৈ-র্দিবিসদ্গণৈঃ। কৃতদুন্দুভিনির্ঘোষৈ র্মুক্তপ্রসববৃষ্টিভিঃ। ধ্যায়েন্মদনগোপালং মন্ত্রী শুচিরলঙ্কৃতঃ। সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দুর্ল্লভানপ্যযত্নত ইতি। তত্রৈবান্যত্র। ধ্যায়েৎ বৃন্দাবনে সম্যক্ সিদ্ধচারণবেষ্টিতে। গো-গোপ-গোপিকাক্রান্তে কল্পপাদপশোভিতে।

দ্বারা পূজিত দেহ, গো এবং গোপগণে আবৃত, সেই অব্যক্ত মধুরধ্বনি সম্পন্ন বেণুবাদনতৎপর, দিব্য অঙ্গভূষাধারী গোবিন্দকে ভজনা করি॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রাদৌ তদ্ধ্যানং প্রথিতং পরং।
অগ্রতোঽত্রাপি সংলেখ্যং যদিষ্টং তত্র তদ্ভজেৎ ॥ ৭১ ॥

অথ ধ্যানমাহাত্ম্যং ॥

তত্র পাপপ্রণাশনত্বং বৃহৎশাতাতপস্মৃতৌ ॥

পক্ষোপবাসাৎ যৎ পাপং পুরুষস্য প্রণশ্যতি।
প্রাণায়ামশতেনৈব যৎপাপং নশ্যতে নৃণাং।

তন্মধ্যে দ্বিভুজং ধ্যায়েৎ পঞ্চবর্ষমথাচ্যুতং। স্নিগ্ধেন্দ্র নীলরুচিরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননং। প্রসন্নবদনং শান্তং স্নিগ্ধনীলালকাবৃতং। কাকপক্ষধরং মন্ত্রী দামভূষিতমূর্দ্ধজং। কিঙ্কিণীজাল সদ্রত্নকটিসূত্রবিভূষিতং। মুক্তাদামলসদ্গাত্রং হরিচন্দনচর্চ্চিতং। কেয়ূরকটকানদ্ধং রত্নোল্লসিত কুণ্ডলং। দধানং দক্ষিণে পাণৌ নবনীতং সুশোভনং। বামে হাটকসন্নদ্ধাং যষ্টিমিষ্টাং সুশোভনাং। হেমপদ্মোপরি স্বৈরং নৃত্যন্তং বনমালিনমিতি। অস্মিংশ্চ ধ্যানে পঞ্চবর্ষত্বাদিনা পূর্ব্বস্মিংশ্চারুণকান্তি--দশভুজত্বাদিনা নিজমনোঽতৃপ্ত্যা ধ্যানদ্বয়মিদং মূলে ন লিখিতমিতি জ্ঞেয়ং। অত্র চান্যত্র সৌন্দর্য্যবিশেষাদ্যুক্ত্যাপেক্ষয়া লিখিতং সনৎকুমারকল্পে চ। কহ্লারকুসুম শ্যামমম্ভোরুহনিভেক্ষণং। বেণুনাদরতং দেবং বর্হিবর্হাবতংসকং। দিব্যপীতাম্বধরং পূর্ণচন্দ্রনিভাননং। বন্যোত্তমালকুসুমৈঃ শোভিতং বনমালয়া। নেত্রোৎপলৈশ্চ গোপীনামর্চ্চিতং সুন্দরাকৃতিং। হার--কেয়ূর--মুকুট--কুণ্ডলোদরবন্ধনৈঃ। বিরাজমানং শ্রীবৎসকৌস্তুভোদ্ভাসিতোরসং। গোপীজনৈঃ পরিবৃতং মূলে কল্পতরোঃ স্থিতং। গোপালৈর্গোপনিবহৈঃ শুদ্ধসত্ত্বৈরমৎসরৈঃ। আবৃতং দেবতাবৃন্দৈঃ পুষ্পাঞ্জলিকরৈর্দিবি। বেণুনাদ সমাবিষ্ট চিত্ত বৃত্তিভিরন্বিতং। দিব্যেন বেণুনাদেন নয়ন্তং স্ববশং জগদিতি। এতচ্চ পূর্ব্বাচার্য্যৈ র্লিখিতত্বাদত্র ন লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৭১ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান প্রসিদ্ধ আছে। এই গ্রন্থেও পরে লিখিত হইবে, তন্মধ্যে যাঁহার যে ধ্যানে প্রীতি হইবে তিনি তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবেন ॥ ৭১ ॥

অথ ধ্যানের মহিমা॥

তন্মধ্যে ধ্যানের পাপনাশকারিত্বযথা বৃহৎশাতাতপ স্মৃতিতে ॥

একপক্ষ উপবাস করিলে পুরুষের যে পাপ বিনষ্ট হয়, একশত

প্রাণায়াম সহস্রেণ যৎপাপং নশ্যতে নৃণাং।
ক্ষণমাত্রেণ তৎপাপং হরের্ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে ॥
সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ ॥
বিষ্ণুপুরাণে চ ॥
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কর্ম্মসু।
প্রায়শ্চিত্তং হি সর্ব্বস্য দুষ্কৃতস্যেতি নিশ্চিতং ॥
কলিদোষহরত্বং বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে ॥
সমস্ত জগদাধারং পরমার্থস্বরূপিণং ॥
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নসীদতি ॥

ভূয়োঽধিকং যথা স্যাত্তথা। পঙ্‌ক্তেঃ পাবনাদপি পাবনঃ পরমপাবন ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

প্রাণায়াম করিলে মনুষ্যের যে পাপ নষ্ট হয়, এক সহস্র প্রাণায়াম করিলে মনুষ্যদিগের যে পাপ ক্ষয় হয়, শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিলে ক্ষণ মাত্রে সেই পাপ নষ্ট হইয়া যায় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত পাপ যুক্ত হইয়াও নিমিষ কাল মাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ধান করে, তাহা হইলে সে পুনরায় তপস্বী হইয়া স্বীয় শ্রেণীর পবিত্রকারকদিগেরও পবিত্রকারী হয় ॥

বিষ্ণুপুরাণেতেও ॥

স্নানাদি কর্ম্ম সকলে নারায়ণদেবকে ধ্যান করিবে, নারায়ণের ধ্যান সমস্ত দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইহা নিশ্চিত ॥

শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের কলিজন্য দোষহরত্ব যথা বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রস্তাবে ॥

ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি সমস্ত জগতের আধার, পরমার্থস্বরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করেন, তিনি কখন ক্লেশভোগ করিবেন না ॥

সর্ব্বকর্ম্মাধিকারিত্বং স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অগস্ত্যোক্তৌ ॥

কিন্তস্য বহুভিস্তীর্থৈঃ কিং তস্য বহুভির্ব্রতৈঃ।

যো নিত্যং ধ্যায়তে দেবং নারায়ণমনন্যধীঃ ॥ ৭২ ॥

মোক্ষপ্রদত্বং ॥

বৃহন্নারদীয়ে প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যান্তে ॥

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা

নারায়ণং সুরগুরুং সততং স্মরন্তি।

ধ্যানেন তেন হতকিল্বিষবেদনাস্তে

মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥ ৭৩ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপকত্বং স্কান্দে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ ॥

বিগতরাগাশ্চ তে পরাপরজ্ঞাশ্চ কারণকার্য্যাভিজ্ঞাঃ পরমেশ্বরজীবতত্ত্বজ্ঞা বা ধ্যানরূপেণ তেন স্মরণেন সতত স্মরণাৎ। অত্রচ বামনপুরাণে। তে ধৌতপাণ্ডরপটা ইব রাজহংসাঃ সংসারসাগরজলস্য তরন্তি পারমিতি পরার্দ্ধং ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের সর্ব্বকর্ম্মের অধিকারিত্ব যথা—

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে অগস্ত্যের বাক্যে ॥

যিনি একান্তচিত্ত হইয়া সর্ব্বদা নারায়ণদেবকে ধ্যান করেন, তাঁহার বহু তীর্থে ও বহু ব্রতে প্রয়োজন কি ? ॥ ৭২ ॥

শ্রীকৃষ্ণধ্যানের মোক্ষপ্রদত্ব যথা—

বৃহন্নারদীয়ে প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যের পর ॥

যাঁহাদিগের বিষয়রাগ নিবৃত্ত হইয়াছে ও যাঁহারা পরমেশ্বরের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, এরূপ যে সকল মনুষ্য দেবগুরু নারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন, সেই ধ্যান করাতেই তাঁহাদিগের পাপ যাতনা নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগকে আর জননীর স্তন্য পান করিতে হয় না ॥ ৭৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণধ্যানের বৈকুণ্ঠপ্রাপকত্ব যথা—

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে ॥

মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ॥ ৭৪॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ সম্বাদে।
ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতঞ্চ স্মরন্তি যে।
লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা পুরাতনী॥ ৭৫॥
সারূপ্যপ্রাপণং একাদশস্কন্ধে॥

অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ সন্ সতীমুত্তমাং সতাং বা ভক্তানাং গতিং গম্যং প্রাপ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকং॥ ৭৪॥

ধ্যায়ন্তি শ্রীপাদাব্জতলমারভ্য শ্রীকেশাগ্রপর্য্যন্তং তত্তৎ সৌন্দর্য্যাদিসহিতং চিন্তয়ন্তি। অপ্যর্থে চকারঃ। ধ্যায়ন্তীত্যেতদস্তু যে স্মরন্ত্যপি যথা কথঞ্চিৎ ভগবতি মনঃ সংযোজয়ন্তি তেঽপি। এবং ধ্যানস্মরণয়োর্ভেদঃ কল্পনীয়ঃ ধ্যায়ন্তীতি স্মরন্তীতি পৃথক্ প্রয়োগাৎ। অত-এবাগ্রে লেখ্যং ভেদঃ কল্প্যোত সামান্য বিশেষাভ্যাং তয়োরিতি কেচিচ্চ কল্পয়ন্তি লঘু লঘূচ্চা-রণং স্মরণং কীর্ত্তনন্তুচ্চৈরিতি কুত্রচিন্নামকীর্ত্তনপ্রসঙ্গেঽস্মরণোক্তেঃ। তচ্চাসঙ্গতমিব। শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণমিত্যাদৌ বাগুপসনারূপাৎ কীর্ত্তনান্মানসোপাসনারূপস্য স্মরণস্য পৃথ-গুক্তেঃ। এবঞ্চ নাম কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে স্মরণং নাম্ন এব মনসি চিন্তনমিতি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥৭৫॥

যে ব্যক্তি অলস পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকালও নারায়ণকে ধ্যান করেন, তিনিও সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন। যিনি নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ তিনি যে প্রাপ্ত হইবেন তাহার কথা আর কি বলিব॥ ৭৪॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে।
যমব্রাহ্মণ সম্বাদে॥

যাঁহারা দিব্যপুরুষ অচ্যুতকে ধ্যান করেন ও স্মরণ করেন, তাঁহারা সেই অচ্যুতের স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এই প্রাচীন বেদবাক্য॥ ৭৫॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে সারূপ্যমুক্তি প্রাপ্ত করায়
যথা একাদশস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে॥

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল সাল্ব-
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎ সাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিং॥ ৭৬॥
স্বতঃ পরমফলত্বং চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথূক্তৌ॥
ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়া গুণবিভ্রমোদয়ং।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যৎ ভগবন্ন বিদ্মহে॥
স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোক্তৌ চ

শয়নাদৌ বৈরেণাপি যং ভগবন্তং ধ্যায়ন্তঃ গত্যাদিভিঃ আকৃতধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাং তথা ভূতাঃ সন্তস্তৎসাম্যং সারূপ্যং প্রাপুঃ ততোঽনুরক্তধিয়াং তৎসাম্যপ্রাপ্তি র্ভবতীতি কিং বাচ্যং॥ ৭৬॥

নারদ কহিলেন হে বসুদেব! শিশুপাল, সাল্ব ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুভাবে শয়নাসনাদি কালে গতি, বিলাস ও বিলোকনাদি সহকারে যাঁহার আকৃতি ধ্যান করত সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদিগের কথা আর কি বলিব॥ ৭৬॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান স্বয়ংই পরমফল স্বরূপ॥
চতুর্থস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে॥

পৃথু কহিলেন হে ভগবন্! আপনি দীনবৎসল, মায়া গুণের যে কার্য্য তাহা আপনাতে নাই, অতএব নিষ্কাম সাধুপুরুষেরা জ্ঞানোদয়ের পরেও আপনার ভজন করেন কিন্তু তাঁহাদের ঐ প্রকার ভজনের প্রয়োজন, আপনার চরণ পঙ্কজের স্মরণ মাত্র, তদ্ব্যতীত অন্য কোন ফল দেখিতে পাই না॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মার বাক্য যথা॥

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥
অতএবোক্তং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণব্যূহস্তবে ॥
যে ত্যক্ত লোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ ইতি ॥
স্মরণে যত্তু মহাত্ম্যং তদ্ধ্যানেঽপ্যখিলং বিদুঃ।
ভেদঃ কল্প্যেত সামান্যবিশেষাভ্যাং তয়োঃ কিয়ান্ ॥ ৭৭ ॥
অথ শ্রীভগবৎপ্রবোধনং ॥
ততো দেবালয়ে গত্বা ঘণ্টাদ্যুদ্ঘোষপূর্ব্বকং।

সামান্যং ভগবতি মনঃসংযোজনমাত্রং বিশেষঃ শ্রীমূর্ত্ত্যঙ্গলাবণ্যাদি ভাবনা তাভ্যাং তয়োঃ স্মরণধ্যানয়োঃ কিয়ান্ অল্পএব ভেদঃ কল্প্যতে এতচ্চ বিবিচ্য লিখিতমেব ॥ ৭৭ ॥
স্তুতিভিঃ শ্রুতি স্তুত্যা অন্যাভিশ্চ প্রবোধনোপযুক্তাভিঃ। নীরাজ্য প্রথমং দীপমাত্রেণ

বারম্বার সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন (মন্থন) এবং বিচার করিয়া ইহাই সুন্দর রূপে নিষ্পন্ন হইল যে, সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যান করা উচিত ॥

অতএব হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে নারায়ণ ব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে ॥

ইহলোকে যে সকল ব্যক্তি লোকধর্ম্ম ত্যগ করিয়া বিষ্ণুভক্তির বশীভূত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন, নিত্য তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করার যে মাহাত্ম্য, ধ্যানেরও সেই মহাত্ম্য জানিতে হইবে। কেবল সামান্য ও বিশেষ দ্বারা এই দুইয়ের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ কল্পিত হয় ॥

তাৎপর্য্য। সামান্য শব্দে ভগবানে মনঃ সংযোগ মাত্র। আর বিশেষ শব্দে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গ সমুদায়ের লাবণ্যাদি ভাবনা, অতএব স্মরণ ও ধ্যানের অল্পমাত্র ভেদ কল্পিত হয় ॥ ৭৭ ॥

অথ শ্রীভগবানের প্রবোধন অর্থাৎ জাগরণ করণ ॥

তদনন্তর শৌচ, আচমন, স্মরণ ও ধ্যানের পর দেবালয়ে গমন

প্রবোধ্য স্তুতিভিঃ কৃষ্ণং নীরাজ্য প্রার্থয়েদিদং ॥ ৭৮ ॥

সোহসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুতেতি ॥ ৭৯ ॥

দেবালয়ং প্রবিশ্যাথ স্তোত্রানীষ্টানি কীর্ত্তয়ন্।
কৃষ্ণস্য তুলসীবর্জ্জং নির্ম্মাল্যমপসারয়েৎ ॥

নীরাজনং কৃত্বা ॥ ৭৮ ॥

বিজৃম্ভন্ বিজৃম্ভয়ন্ প্রকাশয়ন্ ॥ ৭৯ ॥

ইষ্টানি স্বস্য কৃষ্ণস্য বা প্রিয়াণি সহস্র নামাদীনি। দেবস্য মাল্যং নির্ম্মাল্যং তস্য অপ-

করিয়া ঘণ্টাদি বাদ্য পূর্ব্বক দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়োক্ত "জয় জয় জহ্যযামজিত" ইত্যাদি বেদস্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগরিত করিয়া নীরাজন করত এই প্রার্থনা করিবে ॥ ৭৮ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান্ অতিশয় দয়াবান্, তিনি প্রসিদ্ধ প্রেমসহ হাস্য দ্বারা আপনার নয়নাম্বুজ বিকসিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে আমার বিষাদ অপনয়ন করুন ॥

হে দেব! হে প্রপন্নজনভয়ভঞ্জন! হে কেশব! আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করুন। হে অচ্যুত! পুনরায় অবলোকন দান দ্বারা আমাকে পবিত্রিত করুন ॥ ৭৯ ॥

অনন্তর দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিজের মনোজ্ঞ স্তোত্র অথবা শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামাদি কীর্ত্তন করিতে ২ তুলসী ভিন্ন অন্য নির্ম্মাল্য সকল অপসারণ করিবে ॥

অথ নির্ম্মাল্যোত্তারণং। অত্রিস্মৃতৌ ॥

প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যান্নির্ম্মাল্যোত্তারণং বুধঃ ॥
তৃষিতাঃ পশবোবদ্ধাঃ কন্যকাচ রজস্বলা।
দেবতাচ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥

নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ ॥

দেবমাল্যাপনয়নং দেবাগারে সমূহনং।
স্নাপনং সর্ব্বদেবানাং গোপ্রদানসমং স্মৃতং ॥ ৮০ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং, নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতাচ, নাকালমৃত্যু র্নচ রোগমাত্রং ॥
অরুণোদয়বেলায়াং নির্ম্মাল্যং শল্যতাং ব্রজেৎ।

নয়নমুত্তারণং সমূহনং মার্জ্জন্যা তৃণাদ্যপসারণং ॥ ৮০ ॥

অথ নির্ম্মাল্য অপসারণ। অত্রিস্মৃতিতে যথা—

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাতঃকালে সর্ব্বদা নির্ম্মাল্য অপসারণ করিবেন। তৃষ্ণান্বিত পশু যদি বন্ধনগ্রস্ত থাকে, অবিবাহিতা কন্যা যদি রজস্বলা হয় এবং দেবতা যদি নির্ম্মাল্য যুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁরা পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট করেন ॥

নৃসিংহপুরাণে শ্রীযমের বাক্যে ॥

দেবতার নির্ম্মাল্য উত্তারণে, সম্মার্জনী দ্বারা দেবগৃহের মার্জনে এবং সকল দেবতাকে স্নান করায়, গোদানের তুল্য ফল কথিত হইয়াছে ।৮০॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্য উত্তারণ করেন, তাঁহার দুঃখ হয় না, দরিদ্রতা ঘটে না এবং রোগমাত্র থাকে না ॥

অরুণোদয় বেলায় নির্ম্মাল্য শল্য হয়, প্রাতঃকালে মহাশল্য তুল্য

প্রাতস্তু স্যান্মহাশল্যং ঘটিকামাত্রযোগতঃ।
অতিশল্যং বিজানীয়াত্ততো বজ্রপ্রহারবৎ॥
অরুণোদয়বেলায়াং শল্যং তৎ ক্ষমতে হরিঃ।
ঘটিকায়ামতিক্রান্তৌ ক্ষুদ্রং পাতকমাবহেৎ।
মুহূর্ত্তে সমতিক্রান্তে পূর্ণং পাতকমুচ্যতে।
অতিপাতকমেব স্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
মুহূর্ত্তত্রিতয়ে পূর্ণে মহাপাতকমুচ্যতে।
ততঃ পরং ব্রহ্মবধো মহাপাতকপঞ্চকং।
প্রহরে পূর্ণতাং যাতে প্রায়শ্চিত্তং ততো নহি॥
নির্ম্মাল্যস্য বিলম্বেতু প্রায়শ্চিত্তমথোচ্যতে।
অতিক্রান্তে মুহূর্ত্তার্দ্ধে সহস্রং জপমাচরেৎ।
পূর্ণে মুহূর্ত্তে সংজাতে সহস্রং সার্দ্ধমুচ্যতে।
সহস্রদ্বিতয়ং কুর্য্যাৎ ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে।
মুহূর্ত্তত্রিতয়েঽতীতে অযুতং জপমাচরেৎ।

হইয়া থাকে, এক ঘটিকা কাল গত হইলে অতিশল্য এবং তাহার পর বজ্রের প্রহার সদৃশ জানিতে হইবে॥

অরুণোদয়বেলায় নির্ম্মাল্য উত্তারণ না করায় যে শল্য হয়, ভগবান্ হরি তাহা ক্ষমা করেন। এক ঘটিকা অতীত হইলে নির্ম্মাল্য ক্ষুদ্রপাতক উপস্থিত করে। মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হইলে পূর্ণপাতক বলা যায়। চারি দণ্ডে অতিপাতক হয়। তিন মুহূর্ত্ত পূর্ণ হইলে মহাপাতক বলে। তাহার পর ব্রহ্মহত্যা ও পঞ্চ মহাপাতক তুল্য। আর যদি এক প্রহর পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই॥

নির্ম্মাল্য অপসারণ করিতে বিলম্ব হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে॥

অর্দ্ধমুহূর্ত্ত অর্থাৎ একদণ্ড গত হইলে এক সহস্র জপ করিবে, মুহূর্ত্ত পূর্ণ হইলে সার্দ্ধসহস্র জপ উক্ত হইয়াছে, চারি দণ্ড অতিবাহিত হইলে দুই সহস্র জপ করিবে। তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে দশ সহস্র জপ

প্রহরে পূর্ণতাং যাতে পুনশ্চরণমুচ্যতে।
প্রহরে সমতিক্রান্তে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥
অথ শ্রীমুখপ্রক্ষালনং ॥
শ্রীহস্তাঙ্ঘ্রি মুখাম্ভোজক্ষালনায় পতদ্গ্রহে।
গণ্ডূষাণি জলৈ র্দত্ত্বা দন্তকাষ্ঠং সমর্পয়েৎ।
জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা পাদুকে শুদ্ধমৃত্তিকাং।
সলিলঞ্চ পুনর্দদ্যাদ্বাসোঽপি মুখমার্জনং।
ততঃ শ্রীতুলসীং পুণ্যামর্পয়েৎ ভগবৎপ্রিয়াং।
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ তন্মুখ্য প্রসঙ্গে লেখ্যমগ্রতঃ ॥ ৮১ ॥
অথ দন্তকাষ্ঠাদ্যর্পণমাহাত্ম্যং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
দন্তকাষ্ঠপ্রদানেন দন্তসৌভাগ্যমৃচ্ছতি।

ভগবৎপ্রিয়ামিতি মুখপ্রক্ষালনাবসরে হৃপ্যাস্মিন্ তৎ সমর্পণে তথা তুলসীব্যতিরিক্ত-নির্ম্মাল্যোত্তারণে চ কারণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮১ ॥

করিবে! প্রহর পূর্ণ হইতে হইতে প্রায়শ্চিত্ত আছে কিন্তু প্রহর পূর্ণ হইলে আর প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রক্ষালন ॥

শ্রীহস্ত, শ্রীপাদ ও মুখপদ্ম প্রক্ষালনের নিমিত্ত পতদ্গ্রহ (পিক-দানি) মধ্যে জল দ্বারা গণ্ডূষ প্রদান করিয়া দন্তকাষ্ঠ সমর্পণ করিবে ॥

জিহ্বোল্লেখনিকা অর্থাৎ জিহ্বামার্জনিকা, পাদুকাদ্বয় ও শুদ্ধমৃত্তিকা প্রদান করিয়া পুনরায় জল এবং মুখমার্জন বস্ত্র অর্পণ করিবে ॥

তাহার পর ভগবৎপ্রিয়তমা পবিত্র স্বরূপা শ্রীতুলসী সমর্পণ করিবে। ইহার মাহাত্ম্য ইহার পর মুখ্য প্রস্তাবে লিখিত হইবে ॥৮১॥

অথ দন্তকাষ্ঠ অর্পণকরা মাহাত্ম্য ॥

যথা—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দন্তকাষ্ঠ অর্পণ করিলে দন্তসৌভাগ্য লাভ হয়,

জিহ্বোল্লেখনিকাং দত্ত্বা বিরোগস্তুভিজায়তে।
পাদুকায়াঃ প্রদানেন গতিমিষ্টামবাপ্নুয়াৎ।
মৃদ্ভাগদানাদ্দেবস্য ভূমিমাপ্নোত্যনুত্তমাং।
অথ মঙ্গলনীরাজনং ॥
পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিস্বনৈঃ।
প্রভোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতং ॥
নীরাজনন্ত্বিদং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যং শুচিবিগ্রহৈঃ।
পরমশ্রদ্ধয়োত্থায় দ্রষ্টব্যঞ্চ সদা নরৈঃ।
স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ সর্ব্বেষামেতৎ সর্ব্বেষ্টপূরকং।
সমস্তদৈন্যদারিদ্র্যদুরিতাদ্যুপশান্তিকৃৎ ॥ ৮২ ॥
অথ প্রাতঃস্নানার্থোদ্যমঃ ॥
ততোঽরুণোদয়স্যান্তে স্নানার্থং নিঃসরেদ্বহিঃ।

শ্লোকান্ বর্হাপীড়ং ক্বচিদিতি বিনাশয়েত্যাদীন্। অমঙ্গলমিত্যাখ্যা যস্য তৎ ॥ ৮২ ॥

জিহ্বোল্লেখনিকা দান করিলে রোগ শূন্য হয়, পাদুকা দান করিলে অভীষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে, মৃত্তিকা ভাগ সমর্পণ করিলে উৎকৃষ্ট ভূমি লাভ হয় ॥

অথ মঙ্গলনীরাজন অর্থাৎ মঙ্গল আরাত্রিক ॥

অনন্তর প্রিয়শ্লোক সকল পাঠ করিয়া তুমুল বাদ্যধ্বনি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের জগতের হিত সাধক মঙ্গল আরাত্রিক করিবে ॥

সকলে পবিত্রদেহ হইয়া এই মঙ্গল আরাত্রিক করিবে, নর মাত্রই গাত্রোত্থান করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে সর্ব্বদা ইহা দর্শন করিবে, ইহা স্ত্রী পুরুষ সকলেরই সমুদায় অভীষ্ট পূর্ণ করে এবং সমস্ত দুঃখ, দরিদ্রতা ও পাপ নাশ করে ॥ ৮২ ॥

অথ প্রাতঃস্নানের উদ্যোগ ॥

তাহার পর অরুণোদয় বেলা অতীত হইলে স্নানের নিমিত্ত বাহিরে নির্গত হইবে, পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম সকল কীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থে

কীর্ত্তয়ন্ কৃষ্ণনামানি তীর্থং গচ্ছেদনন্তরং।
তথাচ শুক্রস্মৃতৌ ॥
ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
স্বাস্তিকাদ্যাসনং বদ্ধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং।
ততো নির্গত্য নিলয়ান্নামানীমানি কীর্ত্তয়েৎ।
শ্রীবাসুদেবানিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নাধোক্ষজাচ্যুত।
শ্রীকৃষ্ণানন্ত গোবিন্দ সঙ্কর্ষণ নমোঽস্তু তে।
গত্বা তীর্থাদিকং তত্র নিঃক্ষিপ্য স্নানসাধনং।
বিধিনাচর্য্য মৈত্রাদি কৃত্যং শৌচং বিধায়চ।
আচম্য খানি সম্মার্জ্য স্নানং কুর্য্যাৎ যথোচিতং ॥ ৮৩ ॥

বিধিনেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। মৈত্রাং পুরীষোৎসর্গস্তদাদিকং খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি। যথোচিতং বর্ণাশ্রমাদ্যনুরূপং। অত্রচ প্রায়ো গৃহস্থস্যৈব লেখ্য শ্রীভগবৎপূজাবিধিযোগ্যত্বাৎ তস্যৈবায়মাচারো জ্ঞেয়ঃ। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তানি প্রায়ো গৃহিধর্ম্মবচনান্যেব লিখিতানীতি দিক্ ॥ ৮৩ ॥

অর্থাৎ পবিত্র জলাশয়ে গমন করিবে ॥

এই বিষয় শুক্রস্মৃতিতে বলিয়াছেন যথা ॥

ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তে উত্থান পূর্ব্বক শুচি ও স্থিরচিত্ত হইয়া স্বস্তিকাসনে উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিবে। তাহার পর, গৃহ হইতে নির্গত হইয়া এই সকল নাম কীর্ত্তন করিবে। যথা—শ্রীবাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, অধোক্ষজ, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, অনন্ত, গোবিন্দ ও সঙ্কর্ষণ তোমাকে নমস্কার করি ॥

এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে তীর্থাদিতে গমন করিয়া সেই স্থানে স্নানোপযুক্ত সামগ্রী রাখিয়া বিধিপূর্ব্বক মল ত্যাগাদি কার্য্য, শৌচ, আচমন এবং ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল ধৌত করিয়া যথোচিত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাদির অনুরূপ স্নান করিবে ॥ ৮৩ ॥

অথ মৈত্রাদিকৃত্যবিধিঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসম্বাদে গৃহিধর্ম্মকথনে ॥

ততঃ কল্যে সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈঋর্ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং গৃহাৎ ॥ ৮৪ ॥
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥ ৮৫ ॥
আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।

কল্যে উষসি গ্রামস্য নৈঋর্ত্যাং দিশি ॥ ৮৪ ॥
তদসম্ভবে স্বগৃহাদ্দূরে মূত্রাদ্যুৎসর্গং কুর্য্যাৎ ॥ ৮৫ ॥
গবাদীন্ গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ প্রতি তদভিমুখো ন মেহেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

অথ মলত্যাগাদিকার্য্য বিধি ॥

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব ও সগররাজের সম্বাদে গৃহিধর্ম্মকথনে যথা ॥

হে নরেশ্বর! অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামের নৈঋর্ত কোণে গৃহ হইতে বাণক্ষেপের দূরতা অতিক্রম করিয়া অধিক দূরে গিয়া মল ত্যাগ করিবে ॥ ৮৪ ॥

গ্রামের নৈঋত কোণে বাণ ক্ষেপের দূরতা যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে দিকেই হউক গৃহ হইতে দূরে গমন করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। পাদধৌত জল এবং উচ্ছিষ্ট গৃহপ্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিবে না ॥ ৮৫ ॥

আপনার ছায়াতে ও বৃক্ষের ছায়াতে তথা গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, আর গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কখন মলমূত্র ত্যাগ করিবেন না ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ষণ করা ক্ষেত্রে, শস্যমধ্যে, গোচারণস্থানে,

ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদি তীর্থেষু পুরুষর্ষভ।
নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনং॥
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদিপ্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব।
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥ ৮৬॥
তথা কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং॥
নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদঙ্মুখঃ।
অন্তর্দ্ধাপ্য মহীং কাষ্ঠৈঃ পত্রৈর্লোষ্ট্রৈ স্তৃণেন বা।
প্রাবৃত্যতু শিরঃ কুর্য্যাদ্বিন্মূত্রস্য বিসর্জনং।
ন চৈবাভিমুখঃ স্ত্রীণাং গুরুব্রাহ্মণয়োর্গবাং।
ন দেবদেবালয়য়ো র্নাপামপি কদাচন॥ ৮৭॥

তথেতি গৃহিধর্ম্মকথন এবেত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণতঃ কিঞ্চিদ্বিশেষমপেক্ষ্য শ্রীকূর্ম্মপুরাণ-কাশীখণ্ডবচনানি লিখতি নিধায়েত্যাদি। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বমূহ্যং॥ ৮৭॥

জনসমাজে, পথমধ্যে, নদীপ্রভৃতি তীর্থ সকলে, জলমধ্যে, জলের তীরে ও শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না॥

হে রাজন্! আপদ্ উপস্থিত না হইলে প্রাজ্ঞব্যক্তি দিবায় উত্তর-মুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া তৃণদ্বারা ভূমি আচ্ছাদন এবং বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে, তথায় অধিকক্ষণ থাকিবে না এবং কোন কথাও কহিবে না॥ ৮৬॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় ঐ প্রকার উক্ত হইয়াছে॥

দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত অর্পণ পূর্ব্বক উত্তর মুখ হইয়া কাষ্ঠ, পত্র লোষ্ট্র ও তৃণদ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করিয়া এবং আবৃত মস্তক হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিবে॥

স্ত্রী, গুরু, ব্রাহ্মণ, গো, দেব, দেবালয় এবং জল এ সকলের সম্মুখীন হইয়া॥ ৮৭॥

নদীং জ্যোতীংষি বীক্ষিত্বা নবায়্বগ্নিমুখোঽপি বা।
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতিসোমং তথৈব চ ॥
কাশীখণ্ডে শ্রীস্কন্দাগস্ত্যসম্বাদে ॥
ততশ্চাবশ্যকং কর্ত্তুং নৈঋর্তীং দিশমাশ্রয়েৎ।
গ্রামাদ্ধনুঃশতং গচ্ছেন্নগরাচ্চ চতুর্গুণং।
কর্ণোপবীত্যুদঙ্বক্ত্রো দিবসে সন্ধ্যয়োরপি।
বিণ্মূত্রে বিসৃজেন্মৌনী নিশায়াং দক্ষিণামুখঃ।
নালোকয়েদ্দিশো ভাগান্ জ্যোতিশ্চক্রং নভোঽমলং ॥
বামেন পাণিনা শিশ্নং ধৃত্বোত্তিষ্ঠেৎ প্রযত্নবান্ ॥
তত্রৈবাগ্রে ॥

বীক্ষিত্বেত্যার্ষং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। প্রত্যাদিত্যমিতি তত্তদভিমুখঃ সন্ন কুর্য্যাদিতি পূর্ব্ববদর্থঃ ॥ ৮৮ ॥

তথা নদী ও নক্ষত্র সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং বায়ু যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছে সেই দিকে সম্মুখ হইয়া, অথবা সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া কখন মলমূত্র ত্যাগ করিবে না ॥

কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকেয় ও অগস্ত্য সম্বাদে ॥

অনন্তর আবশ্যক কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত নৈঋর্ত দিকে গমন করিবে। গ্রাম হইতে একশত ধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত এবং নগর হইতে তাহার চতুর্গুণ গমন করিবে ॥

কর্ণে যজ্ঞোপবীত দিয়া দিবসে এবং উভয় সন্ধ্যায় উত্তর মুখ হইয়া আর রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবে ॥

দিক্ সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, নক্ষত্র চক্র এবং আকাশ অবলোকন করিবে না। যত্নপূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা শিশ্ন ধারণ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে ॥

ঐ স্থলের কিঞ্চিৎ অগ্রে ॥

ন মূত্রং গোব্রজে কুর্য্যান্ন বল্মীকে ন ভস্মনি।
ন গর্ত্তেষু সসত্ত্বেষু ন তিষ্ঠন্ন ব্রজন্নপি।
যথাসুখমুখো রাত্রৌ দিবাচ্ছায়ান্ধকারয়োঃ।
ভীতিষু প্রাণবাধায়াং কুর্য্যান্মলবিসর্জনং ॥ ৮৮ ॥

অথ শৌচবিধিঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব ॥

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জলাত্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাং ॥ ৮৯ ॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে।

লেপসম্ভবাং ভিত্তিগতাং ॥ ৮৯ ॥

অন্তর্মধ্যে প্রাণিভিঃ কীটৈঃ অবপন্নাং উপহতাং। পাঠান্তরে অণুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ প্রাণিভিরবপন্নাং ॥ ৯০ ॥

গোচারণ স্থানে, বল্মীকে, ভস্মে, কিম্বা প্রাণিবিশিষ্ট গর্ত্তে, তথা দণ্ডায়মান হইয়া অথবা গমন করিতে করিতে, মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। প্রাণনাশের ভয় উপস্থিত হইলে দিবা ও রাত্রিতে যে দিকে সুবিধা হয় সেই দিকে মুখ করিয়া ও ছায়াতে এবং অন্ধকারেতেও মল ত্যাগ করিবে ॥ ৮৮ ॥

অথ শৌচবিধি ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের সেই স্থলেই অর্থাৎ
ঔর্ব্ব ও সগররাজার সম্বাদে গৃহিধর্ম্মপ্রসঙ্গে ॥

হে রাজন্! বল্মীক এবং মূষিক কর্ত্তৃক উত্তোলিত, জলমধ্যগত, শৌচের অবশিষ্ট এবং গৃহের ভিত্তিস্থিত মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না ॥৮৯॥

অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র কীকটগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত, লাঙ্গল দ্বারা উত্থাপিত এই প্রকার সমস্ত মৃত্তিকা শৌচ কর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে।

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥ ৯০ ॥
যমস্মৃতৌ ॥
তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ।
কিঞ্চ।
তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা তু নখশোধনং ॥ ৯১ ॥
কাশীখণ্ডে চ তত্রৈব ॥
গুহ্যে দদ্যান্মৃদং চৈকাং পায়ৌ পঞ্চাম্বুসান্তরাঃ।
দশ বামকরে চাপি সপ্ত পাণিদ্বয়ে মৃদঃ।
একৈকাং পাদয়োর্দ্দ্যাৎ তিস্রঃ পাণ্যোর্মৃদঃ স্মৃতাঃ।

এবং মতভেদঃ সপাদুকনিষ্পাদুকাদিভেদেন কল্প্যঃ। পাদয়োরিতি প্রত্যেকং তিস্র ইতি জ্ঞেয়ং। দেয়া হস্তয়োরিতি শেষঃ ॥ ৯১ ॥
অম্বুসান্তরাঃ মধ্যে মধ্যে জলসহিতাঃ ॥ ৯২ ॥

হে রাজন্! শৌচ সাধন মৃত্তিকা লিঙ্গে একবার, গুহ্য দ্বারে তিন বার, বাম হস্তে দশবার এবং দুই হস্তে সাত বার মর্দ্দন করিবে ॥ ৯০ ॥

যমস্মৃতিতে ॥

যে ব্যক্তি শুদ্ধি কামনা করিবেন, তিনি নিত্য দুই পদে তিন তিন বার মৃত্তিকা প্রদান করিবেন ॥

আরও বলিয়াছেন ॥

নখ শোধনের নিমিত্ত তিন তিন বার মৃত্তিকা প্রদান করিবে ॥ ৯১ ॥

কাশীখণ্ডেরও সেই স্থানে অর্থাৎ কার্ত্তিকের ও অগস্ত্যের সম্বাদে ॥

লিঙ্গে একবার, পায়ুদেশে অর্থাৎ মলদ্বারে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুই হস্তে সাতবার এবং দুইপদে এক এক বার, পুনরায় দুই হস্তে তিনবার জলযুক্ত মৃত্তিকা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ॥

ইত্থং শৌচং গৃহী কুর্য্যাদ্গন্ধলেপক্ষয়াবধি।
ক্রমাদ্দ্বিগুণমেতত্তু ব্রহ্মচর্য্যাদিষু ত্রিষু।
দিবাবিহিতশৌচাচ্চ রাত্রাবর্দ্ধং সমাচরেৎ।
রুজার্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ পথি চৌরাদিপীড়িতে।
তদর্দ্ধং যোষিতাঞ্চাপি স্বাস্থ্যে ন্যূনং ন কারয়েৎ।
আর্দ্রধাত্রীফলোন্মানা মৃদঃ শৌচে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯২॥

শঙ্খস্মৃতৌ॥

মৃত্তিকাতু সমুদ্দিষ্টা ত্রিপর্বী পূর্য্যতে যয়া॥ ৯৩॥

দক্ষস্মৃতৌ॥

অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রা তু প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা।

ত্রিপর্ব্বী মধ্যবর্ত্ত্যঙ্গুলিত্রয়স্যাদিপর্ব্বত্রয়ং। এষাচ গুদব্যতিরিক্তে জ্ঞেয়া॥ ৯৩॥
অতএব লিখতি অর্দ্ধেতি। প্রথমা গুদে দেয়া নামাদ্যা॥ ৯৪॥

গৃহস্থ ব্যক্তি যতক্ষণ গন্ধলেপ দূরীভূত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রকার শৌচ করিবেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি তিন আশ্রমে এই শৌচ ক্রমশঃ দ্বিগুণ অর্থাৎ গৃহস্থের যে রূপ শৌচ ব্যবস্থা ব্রহ্মচারী তদপেক্ষা দ্বিগুণ, বানপ্রস্থ তিন গুণ ও ভিক্ষুক চতুর্গুণ শৌচ করিবেন॥

দিবাভাগে যে শৌচের বিধান করা হইয়াছে, রাত্রিকালে তাহার অর্দ্ধ করিবে। পীড়িত অবস্থাতেও অর্দ্ধ। চৌরাদি দ্বারা আক্রান্ত পথে তাহার অর্দ্ধ। স্ত্রীদিগের তাহার অর্দ্ধ। শরীর সুস্থ থাকিতে শৌচের অল্পতা করিবে না। একএক বারে আর্দ্র আমলকীফল পরিমিত মৃত্তিকা শৌচ কার্য্যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে॥ ৯২॥

শঙ্খস্মৃতিতে॥

যাহাতে মধ্যবর্ত্তি অঙ্গুলিত্রয়ের প্রথম গ্রন্থি পরিপূর্ণ হয় তাবন্মাত্র মৃত্তিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে॥ ৯৩॥

দক্ষস্মৃতিতে॥

প্রথম বারের মৃত্তিকার পরিমাণ অর্দ্ধপ্রসৃতি অর্থাৎ অর্দ্ধ অঞ্জলি,

দ্বিতীয়াচ তৃতীয়াচ তদর্দ্ধং পরিকীর্ত্তিতা। ৯৪ ॥

অথ কেবলমূৎসর্গে দক্ষঃ ॥

একা লিঙ্গে তু সব্যে ত্রিরুভয়োর্মৃদ্দ্বয়ং স্মৃতং।

ব্রাহ্মে ॥

পাদয়োর্দ্বে গৃহীত্বাচ সুপ্রক্ষালিতপাণিনা।

আচম্য তু ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনং ॥ ৯৫ ॥

অথ আচমনবিধিঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব ॥

অচ্ছেনাগন্ধফেণেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।

আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ।

সব্যে হস্তে উভয়োর্হস্তয়োঃ ॥ ৯৫ ॥

আচামেতেত্যাচমনং প্রস্তুত্য তস্য পূর্ব্বাঙ্গমাহ মৃদমিতি। অন্যাং মৃদমাদদ্যাৎ তথাচ নিষ্পাদিতমঙ্ঘ্রিশৌচং যেন সঃ। যদ্বা। ভূয়োঽন্যাং মৃদং দদ্যাৎ পাদয়োরিতি শেষঃ ততশ্চাচামে

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের ব্যবস্থা তাহার অর্দ্ধ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥৯৪॥

কেবল মূত্রত্যাগ বিষয়ে দক্ষ কহিয়াছেন ॥

লিঙ্গে একবার, বামহস্তে তিনবার এবং দুই হস্তে দুইবার মৃত্তিকার ব্যবস্থা জানিতে হইবে ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

দুই পদে দুইবার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া উত্তম রূপে ধৌত করা হস্ত দ্বারা আচমন করত সনাতন বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া শুদ্ধ হইবে ॥ ৯৫ ॥

অথ আচমনবিধি ॥

বিষ্ণুপুরাণের সেই স্থানে অর্থাৎ

ঔর্ব্ব ও সগর সম্বাদে ॥

স্বচ্ছ, গন্ধশূন্য, ফেণহীন, বুদ্বুদরহিত জল দ্বারা আচমন করিবে। পুনর্ব্বার সাবধান হইয়া পদে মৃত্তিকা দান করিবে। পাদশৌচ সমাপন

লিপ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥ ৯৬ ॥
শীর্ষণ্যানি ততঃ খানি মূর্দ্ধানঞ্চ মৃদালভেৎ।
বাহু নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥
অত্র চ বিশেষো দক্ষেণোক্তঃ ॥
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং।
সংবৃত্তাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং।
সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃ শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিং হৃদয়ন্তু তলেন বৈ।

তেত্যর্থঃ। তেন পাদাভ্যুক্ষণ-ত্রিঃপানশেষসলিলেন দ্বিঃ পরিমার্জয়েন্মুখমিতি শেষঃ ॥ ৯৬ ॥
আলভেৎ স্পৃশেৎ। অসঙ্গুপন্নিতি পাঠে গৌনী, ভূস্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

করিয়া পুনর্ব্বার উভয় পদ ধৌত করিয়া তিনবার জল পান (আচমন) করিবে এবং ঐ জল দ্বারা দুইবার মুখ প্রক্ষালন করিবে ॥ ৯৬ ॥

তাহার পর শীর্ষণ্য ছিদ্র অর্থাৎ চক্ষু নাসিকা ইত্যাদিতে ও মস্তকে মৃত্তিকা স্পর্শ করাইয়া বাহু, নাভি ও হৃদয়ে জল স্পর্শ করাইবে ॥

এই বিষয়ে দক্ষ বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন ॥

হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দৃষ্টি দ্বারা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তিন বার জলপান অর্থাৎ আচমন করিবে, পরে আকুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখ মার্জনা করিবে ॥

প্রথমতঃ তিন অঙ্গুলি একত্র করিয়া মুখমণ্ডল স্পর্শ করিবে, তাহার পর অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিবে, তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় কর্ণদ্বয় বারম্বার স্পর্শ করিবে। পরে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নাভি, তাহার পর করতলদ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। তৎ পশ্চাৎ সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকএবং ঐ সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ-

সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ ॥

তথা কাশীখণ্ডে তত্রৈব ॥

প্রাগাস্য উদগাস্যো বা সূপবিষ্টঃ শুচৌ ভুবি।
উপস্পৃশেদ্বিহীনায়াং তুষাঙ্গারাস্থিভস্মভিঃ।
অনুষ্ণাভিরফেণাভিরদ্ভি র্হৃদ্গাভিরত্বরঃ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মতীর্থেন দৃষ্টিপূতাভিরাচমেৎ।
কণ্ঠগাভির্নৃপঃ শুদ্ধ্যেত্তালুগাভিস্তথোরুজঃ।
স্ত্রীশূদ্রাবাস্য সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিশুদ্ধ্যতঃ ॥ ৯৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ ॥

পাদক্ষালনশেষেণ নাচামেৎ বারিণা দ্বিজঃ।
যদ্যাচামেৎ স্রাবয়িত্বা ভূমৌ বৌধায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৯৮ ॥

ভূমৌ স্রাবয়িত্বা কিঞ্চিদ্বারি প্রক্ষিপ্য ॥ ৯৮ ॥

দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে ॥

এই প্রকার কাশীখণ্ডের সেই স্থানে
অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় ও অগস্ত্য সম্বাদে ॥

পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া তুষ, অঙ্গার, অস্থি, ও ভস্মবিহীন পবিত্র ভূমিতে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক শীতল, ফেণবর্জিত দুর্গন্ধশূন্য, সুমিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবে ॥

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতীর্থ অর্থাৎ হৃৎপদ্মের মূল পর্য্যন্ত গামি দৃষ্টিপূত জল দ্বারা আচমন করিবেন, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত জলদ্বারা শুদ্ধ হইবেন, বৈশ্য তালুগামি জলদ্বারা শুদ্ধ হইবেন, আর স্ত্রী ও শূদ্র জলসংস্পর্শমাত্রেই পবিত্র হইবেন ॥ ৯৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ॥

ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনের অবশেষ জল দ্বারা আচমন করিবেন না, যদি আচমন করেন, তাহা হইলে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া আচমন করিবেন, এই কথা বৌধায়ন বলিয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

ভরদ্বাজস্মৃতৌ ॥

পাণিনা দক্ষিণেনৈব সংহতাঙ্গুলিনাচমেৎ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠেন নখস্পৃষ্টা অপস্ত্যজেৎ ॥

কৌর্ম্মে চ ব্যাসগীতায়াং ॥

ভুক্ত্বা পীত্বাচ সুপ্ত্বাচ স্নাত্বা রথ্যোপসর্পণে।
ওষ্ঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্ট্বা বাসোবিপরিধায় চ।
রেতোমূত্রপুরীষাণামুৎসর্গেঽনৃতভাষণে।
ষ্ঠীবিত্বাধ্যয়নারম্ভে কাশশ্বাসাগমে তথা।
চত্বরং বা শ্মশানং বা সমভ্যস্থ দ্বিজোত্তমঃ।
সন্ধ্যয়োরুভয়োস্তদ্বদাচান্তো ঽপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ৯৯ ॥

কিঞ্চ ॥

শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা।

সমভ্যস্থ পরিভ্রমণেন সম্যক্ স্পৃষ্ট্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

ভরদ্বাজস্মৃতিতে ॥

অঙ্গুলি সঙ্কোচ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচমন করিবেন, জল যদি নখ স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির সংযোগ বিশ্লেষ করিয়া ত্যাগ করিবে ॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় ॥

ভোজন করিয়া, পান করিয়া, নিদ্রা হইতে উত্থান করিয়া, স্নান করিয়া, পথভ্রমণকালে, বিপরীত ক্রমে ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিয়া, বস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্র, মূত্র ও মল ত্যাগ করিয়া,মিথ্যা বাক্য কহিয়া, নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলাইয়া, ধ্যানের আরম্ভে, কাশ ও শ্বাসের সমাগমে, চত্বর অর্থাৎ অঙ্গনে বা শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া তথা উভয় সন্ধ্যায় দ্বিজ শ্রেষ্ঠ আচান্ত হইলেও পূর্ব্বের ন্যায় আচমন করিবেন ॥ ৯৯ ॥

আরও বলি ॥

মস্তক আবরণ বা কণ্ঠ আবরণ করিয়া কিম্বা কচ্ছ ও শিখা মুক্ত

অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচি র্ভবেৎ ॥ ১০০ ॥

সোপানৎকো জলস্থো বা নোষ্ণীষী চাচমেদ্বুধঃ।

ন চৈব বর্ষধারাভি র্হস্তোচ্ছিষ্টে তথা বুধঃ।

নৈকহস্তার্পিতজলৈ র্বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ।

ন পাদুকাসনস্থো বা বহির্জানুরথাপি বা ॥ ১০১ ॥

অথ বৈষ্ণবাচমনং ॥

ত্রিঃ পানে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।

প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো র্গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যুভৌ ॥ ১০২ ॥

পাদয়োঃ শৌচমকৃত্বেতি ভোজনপানশয়নাদৌ পাদয়োরশুদ্ধাভাবেঽপ্যাচমনসাঙ্গতার্থং শৌচমুক্তং ॥ ১০০ ॥

হস্তে উচ্ছিষ্টে সতি সদ্ভির্বার্যঃ ॥ ১০১ ॥

তত্র লিখিতাচমনবিধৌ শ্রীভগবন্নামজপেন কিঞ্চিদ্বিশেষং তান্ত্রিকসম্মতং লিখতি ত্রিঃ পান ইত্যাদি ষড়্ভিঃ। ত্রিঃ পানাদৌ কেশবাদিকং কৃষ্ণান্তং চতুর্বিংশতিসংখ্যং শ্রীভগবন্নাম নমোঽন্তং চতুর্থ্যন্তঞ্চ কেশবায় নমঃ ইত্যাদি প্রয়োগেণ ক্রমাজ্জপন্ সন্ যথাবিধি আচমনং কুর্য্যাদিতি সর্ব্বৈরন্বয়ঃ ত্রিঃপাদে বারত্রয় জলাচমনে কেশবাদি ত্রয়ং ॥ ১০২ ॥

করিয়া অথবা পাদদ্বয়ে মৃত্তিকাশৌচ না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি হয় ॥ ১০০ ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পাদে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া, জলে অবস্থিতি করিয়া মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন না করিয়া আচমন করিবেন না। তদ্রূপ পণ্ডিত জন বৃষ্টির ধারার জলে আচমন করিবেন না। উচ্ছিষ্টহস্তে তথা এক হস্তে অর্পিত জল দ্বারা কিম্বা যজ্ঞসূত্র বিহীন হইয়া আচমন করিবেন না। পাদুকাসনে অর্থাৎ পাদুকার উপর উপবেশন করিয়া কিম্বা জানুকে বহির্ভাগে রাখিয়া আচমন করিবে না ॥ ১০১ ॥

অথ বৈষ্ণব আচমন ॥

যথাবিধি তিন বার আচমন কালে কেশব, নারায়ণ ও মাধবকে, দুইবার হস্ত প্রক্ষালন সময়ে গোবিন্দ ও বিষ্ণু এই উভয়কে ॥ ১০২ ॥

মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমং ॥ ১০৩ ॥
উন্মার্জনেঽপ্যধরয়ো র্বামনশ্রীধরাবুভৌ ॥ ১০৪ ॥
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যোর্হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণেতু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ ॥ ১০৫ ॥
বাসুদেবং মুখে সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমং।
অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতং ॥ ১০৬ ॥
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ।

মধুসূদনমেকমন্যঞ্চ ত্রিবিক্রমমিত্যুভাবিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

অপিশব্দাদধরয়োর্মার্জ্জন ইতি জ্ঞেয়ং। উভাবপি পুংস্ত্বং সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরভেদবিবক্ষয়া ॥১০৪॥

পাণ্যোর্দ্বয়োঃ প্রক্ষালনে হৃষীকেশমেকমেব। পাদয়োশ্চ প্রক্ষালনে পদ্মনাভমেকং। ততস্তদনন্তরং মূর্দ্ধ্নঃ প্রোক্ষণে দামোদরমেকং ॥ ১০৫ ॥

নাসয়োস্তু দ্বয়োঃ সঙ্কর্ষণং প্রদ্যুম্নঞ্চেতি দ্বৌ। নাভিতঃ নাভৌ ॥ ১০৬ ॥

যথাবিধীতি পূর্ব্বলিখিতাচমনবিধ্যনুসারেণ। ত্রিপানপ্রকারঃ মার্জনাদাবঙ্গুলিনিয়মশ্চ তথা ওষ্ঠমার্জনমূর্দ্ধোষ্ঠক্রমেণ নাসাদিস্পর্শশ্চ দক্ষিণক্রমেণেত্যাদিপ্রকারশ্চ সদাচারতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। তথা চাগমতঃ শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। কেশবাদ্যৈস্ত্রিভিঃ পীত্বা দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ। দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংমার্জ্য দ্বাভ্যামুন্মার্জনং তথা। একেন হস্তৌ প্রক্ষাল্য

মার্জনে মধুসূদন ও ত্রিবিক্রমকে ॥ ১০৩ ॥

অধর ও ওষ্ঠের মার্জনে বামন এবং শ্রীধর এই উভয়কে ॥ ১০৪ ॥

পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় প্রক্ষালনে হৃষীকেশকে, পদদ্বয়ের প্রক্ষালনে পদ্মনাভকে, মস্তক প্রক্ষালনে দামোদরকে ॥ ১০৫ ॥

মুখপ্রক্ষালনে বাসুদেবকে, নাসাদ্বয় প্রক্ষালনে সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন এই উভয়কে, নেত্রযুগলে অনিরুদ্ধ ও পুরুষোত্তমকে, কর্ণদ্বয়ে অধোক্ষজ ও নৃসিংহকে, নাভিদেশে অচ্যুতকে ॥ ১০৬ ॥

হৃদয়ে জনার্দ্দনকে, মস্তকে উপেন্দ্রকে, দক্ষিণ বাহুতে হরিকে এবং

দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্ ॥ ১০৭ ॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথাচ বাক্।
কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ ॥ ১০৮ ॥

অথ দন্তধাবনবিধিঃ ॥

তত্র কাত্যায়নঃ।

পাদাবপি তথৈকতঃ। সংপ্রোক্ষ্যৈকেন মূর্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ। আস্যনাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যুরঃস্কন্ধকান্ স্পৃশেৎ। এবমাচমনং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ। কেশব নারায়ণ মাধব গোবিন্দ বিষ্ণু মধুসূদন ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ পুরুষোত্তম অধোক্ষজ নৃসিংহ অচ্যুত জনার্দ্দন উপেন্দ্র হরি কৃষ্ণ ভগবন্নামভিরেভিশ্চতুর্থ্যন্তৈর্নমোঽন্তকৈরিত্যাদি ॥ ১০৭ ॥

ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাদি মার্জনেচ অশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া স্মৃত্যুক্তং পক্ষান্তরং লিখতি অশক্ত ইতি। রোগাদিনা অসমর্থশ্চেৎ তর্হি কেবলং দক্ষং নিজদক্ষিণকর্ণং স্পৃশেৎ। নন্বু তত্র কিং প্রমাণং তত্র লিখতি। তথাচ বাগিতি। যতস্তথৈব বচনমস্তীত্যর্থঃ। তামেব মার্কণ্ডেয়পুরাণে শ্রীমদালসোক্তাং লিখতি কুর্ব্বীতেতি। আলভনং স্পর্শনং বৈ প্রসিদ্ধৌ তচ্চ স্মৃতি পুরাণাদিবৎ সুপ্রসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ। কেচিচ্চ ত্রির্জলাচমনাশক্তাবপি পক্ষমেতং মন্যন্তে। তত্র চ জলাদ্যসম্ভবেঽপি। এতচ্চ কেবলমিত্যনেনাপি সূচিতং। তচ্চ তত্রৈবোক্তং। যথা বিভবতো হ্যেতৎ পূর্ব্বাভাবে ততঃ পরমিতি। অস্যার্থঃ। বিভবঃ সামর্থ্যাদিঃ পূর্ব্বোক্তত্রিরাচমনাসম্ভবে ততো ঽনন্তরমুক্তং দক্ষিণকর্ণালভনাদিকং কার্য্যং নার্দ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

বাম বাহুতে কৃষ্ণকে ক্রমে ক্রমে চতুর্থী বিভক্তি সংযোগ পূর্ব্বক নমঃ-শব্দ অন্তে দিয়া জপ করত আচমন করিবে ॥ ১০৭ ॥

রোগাদি দ্বারা অশক্ত হইলে কেবল দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে। অতএব এই বিষয়ে বচন আছে, অথবা অশক্ত ব্যক্তি কেবল দক্ষিণ কর্ণমাত্র স্পর্শ করিবে ॥ ১০৮ ॥

অথ দন্তধাবনবিধি ॥

তদ্বিষয়ে কাত্যায়ন বলিয়াছেন ॥

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং ॥
মন্ত্রশ্চায়ং ॥
আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজা পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে ॥
অস্যা নিত্যতা কাশীখণ্ডে ॥
অথো মুখবিশুদ্ধ্যর্থং গৃহ্ণীয়াদ্দন্তধাবনং।
আচান্তোঽপ্যশুচি র্যস্মাদকৃত্বা দন্তধাবনং ॥

শ্রীভগবৎপূজানিরতাঃ শয়নাদুত্থায়ৈব দন্তধাবনমাচরেয়ুরিতি পূর্ব্বং লিখিতং অধুনা শৌচবর্গবিধিপ্রসঙ্গে তদ্বিধি র্লিখাতে উত্থায়েত্যাদিনা। প্রক্ষাল্য মার্জনাদিনা নেত্রে উন্মীল্য। এবঞ্চ প্রাতঃকৃত্যমেবেদং ব্যক্তং। তথাচ ব্যাসঃ। শুদ্ধ্যর্থং প্রাতরুত্থায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনমিতি। অশক্তৌ চ স্নানকালেঽপি দন্তধাবনং ন দোষাবহং বিরক্তানাং সতাং কেষাঞ্চিৎ তাদৃশাচারদর্শনাৎ। অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াং। প্রক্ষাল্য দন্তকাষ্ঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ। আচম্য প্রযতো নিত্যং স্নানং প্রাতঃ সমাচরেদিতি প্রাতঃস্নানকাল এবোক্তং। মার্কণ্ডেয়পুরাণেচ। কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনং। পূর্ব্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি ইতি পূর্ব্বাহ্ণমাত্রকৃত্যমিত্যুক্তং। যচ্চোক্তং। যো মোহাৎ স্নানবেলায়াং ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং। নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথেতি তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ং জ্ঞেয়ং ॥ ১০৯ ॥

শয়ন হইতে উত্থান পূর্ব্বক নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করত শুচি ও স্থির চিত্তে মন্ত্র জপ করিয়া দন্তধাবন করিবে ॥

মন্ত্রও এই ॥

হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ু, বল, যশঃ, তেজঃ, সন্তান, পশু, প্রাণ, ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদবিষয়কজ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রদান কর॥

দন্তধাবনের নিত্যতা যথা—কাশীখণ্ডে ॥

অনন্তর মুখ শোধনের নিমিত্ত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে, যে হেতু দন্তধাবন না করিয়া আচমন করিলেও অশুচি থাকে ॥

বারাহে চ ॥

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥

অথ দন্তকাষ্ঠনিষিদ্ধদিনানি। মনুঃ ॥

চতুর্দ্দশ্যষ্টমীদর্শপৌর্ণমাস্যর্কসংক্রমঃ।
এষু স্ত্রীতৈলমাংসানি দন্তকাষ্ঠানি বর্জয়েৎ ॥

সম্বর্ত্তকঃ ॥

আদ্যে তিথৌ নবম্যাঞ্চ ক্ষয়ে চন্দ্রমসস্তথা।
আদিত্যবারে শৌরে চ বর্জয়েদ্দন্তধাবনং ॥ ১০৯ ॥

কাত্যায়নঃ ॥

প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।

বিশেষত ইত্যনেন কচিচ্চতুর্দ্দশ্যাদৌ কচিচ্চ ব্যতীপাতজন্মদিনাদৌ কৃতদন্তকাষ্ঠনিষেধা-পেক্ষয়া প্রতিপদাদিষু তন্নিষেধাধিক্যং বোধ্যতে অতএব দহতীত্যাদিনা তত্র দোষোঽপি

বরাহপুরাণেও ॥

বরাহদেব পৃথিবীকে কহিয়াছেন, দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ না করিয়া যে আমার উপাসনা করে, সেই এক কর্ম্ম দ্বারাই তাহার সর্ব্বকাল কৃত কর্ম্ম বিনষ্ট হয় ॥

যে যে দিবস দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবে না, তাহার বিধি যথা—মনু ॥

চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবাস্যা, পৌর্ণমাসী এবং সূর্য্যসংক্রম অর্থাৎ সংক্রান্তি, এই সকল দিনে স্ত্রী, তৈল, মাংস ও দন্তকাষ্ঠ বর্জন করিবে ॥

সম্বর্ত্তক বলিয়াছেন ॥

প্রতিপৎ, নবমী, চন্দ্রমার ক্ষয় দিবসে অর্থাৎ অমাবাস্যায়, তথা, রবিবারে ও শনিবারে দন্তধাবন করিবে না ॥ ১০৯ ॥

কাত্যায়ন বলিয়াছেন ॥

প্রতিপৎ, অমাবাস্যা ও ষষ্ঠীতে, বিশেষ করিয়া নবমীতে দন্ত সক-

দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলং ॥ ১১০ ॥
বৃদ্ধবশিষ্ঠঃ ॥
উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনং।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি সপ্তকুলানি বৈ ॥
অন্যত্র চ ॥
প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যেকাদশীরবৌ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ১১১ ॥
অথ তত্র প্রতিনিধিঃ ॥
দিনেষ্বেতেষু কাষ্ঠৈর্হি দন্তানাং ধাবনস্য তু।
নিষিদ্ধত্বাত্তৃণৈঃ কুর্য্যাত্তথা কাষ্ঠেতরৈশ্চ তৎ ॥ ১১২ ॥
তথাচ ব্যাসঃ ॥
প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং দন্তধাবনং।

মহান্ দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ১১০ ॥
নবম্যামেকাদশ্যাং রবিবারে চেত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥
এতেষু প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু কাষ্ঠৈঃ কৃত্বা দন্তানাং ধাবনস্য নিষিদ্ধত্বাৎ নিষেধনাৎ।

লের কাষ্ঠ সংযোগ সপ্তম কুল অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশ দগ্ধ করে ॥ ১১০ ॥

বৃদ্ধবশিষ্ঠ ॥

উপবাস দিবসে ও শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ করিবে না, ঐ ঐ দিবসে দন্তসকলের যে কাষ্ঠ সংযোগ তাহা সপ্তম কুল বিনাশ করে ॥

অন্যত্রও ॥

প্রতিপৎ, অমাবাস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, একাদশী তথা রবিবার এই সকল দিনে দন্তসকলের কাষ্ঠ সংযোগ পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট করে ॥ ১১১ ॥

নিষিদ্ধ দিনে দন্তকাষ্ঠের প্রতিনিধি।

অর্থাৎ যাহা ব্যবহার করিতে হইবে ॥

এই সকল দিনে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করা নিষেধ হেতু তৃণ তথা

পর্ণৈরন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি।

পৈঠীনসিঃ॥

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং।

পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈব হি॥ ১১৩॥

অথ তত্রৈবাপবাদঃ॥

কাষ্ঠৈঃ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনং।

তৃণপর্ণৈস্তু তৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা॥ ১১৪॥

তত্তদ্দন্তধাবনং তৃণৈঃ কাষ্ঠাদিতরৈরন্যৈশ্চ ত্বগাদিভিঃ কুর্য্যাৎ। যদ্বা। কাষ্ঠেতরৈরিতি হেতৌ বিশেষণং। ততশ্চ কাষ্ঠৈরেব নিষেধনাৎ তৃণাদীনাঞ্চ কাষ্ঠেতরত্বাৎ তৈর্দন্তধাবনমদুষ্টমিত্যর্থঃ॥ ১১২॥

অন্যত্র প্রতিপদাদিব্যতিরিক্তদিনেষু অত্র চ রবিবারাদপি পর্ণৈরেব তথা তৃণৈশ্চাপীতি পূর্ব্বাপরবচনানুসারেণ বোদ্ধব্যং॥ ১১৩॥

অমাং অমাবাস্যাং একাদশীমিত্যুপবাসদিনং লক্ষয়তি কদাচিদ্দ্বাদশীষু জন্মাষ্টম্যাদিষু চোপবাসাৎ অমাবাস্যায়াং দন্তকাষ্ঠগ্রহণং ন কার্য্যং। তথাচ মৎস্যবিষ্ণুপুরাণয়োঃ। ছিনত্তি বিরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে। পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতীতি॥ ১১৪॥

বৃক্ষের ত্বক্ ও পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে॥ ১১২॥

অতএব ব্যাস বলিয়াছেন॥

প্রতিপৎ, অমাবাস্যা, ষষ্ঠী, নবমী এবং রবিবারে পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে, কিন্তু সকল দিবসেই কাষ্ঠদ্বারা জিহ্বোল্লেখ করিবে॥

পৈঠীনসি বলিয়াছেন॥

দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার নিষিদ্ধ দিবসে পবিত্র পত্রদ্বারা দন্তধাবন করিবে, কিন্তু নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ সকল দিবসেই জিহ্বোল্লেখ করিবে॥ ১১৩॥

অথ তদ্বিষয়ে বিশেষ বিধি॥

প্রতিপদাদি তিথিতে কাষ্ঠদ্বারা যে দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পত্রদ্বারা করিবে কিন্তু অমাবাস্যা ও একাদশীতে তৃণ পত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিবে না॥ ১১৪॥

অতএব ব্যাসস্য বচনান্তরং ॥

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধায়াং তথা তিথৌ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বিদধ্যাদ্দন্তধাবনং ॥

কাশীখণ্ডেচ তত্রৈব ॥

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং নিষিদ্ধে বাথ বাসরে।
গণ্ডূষা দ্বাদশ গ্রাহ্যা মুখস্য পরিশুদ্ধয়ে ॥ ইতি ॥ ১১৫ ॥

তৃণপর্ণাদিনা কেচিদুপবাসদিনেষ্বপি।
দন্তধাবনমিচ্ছন্তি মুখশোধনতৎপরাঃ ॥

তথাচ কাশীখণ্ডে তত্রৈব ॥

নিষিদ্ধায়ামিতি পূর্ব্বং প্রতিপদাদিষু নিষিদ্ধদিনেষু পর্ণৈর্দন্তধাবনস্যানুজ্ঞাতত্বাৎ পুনশ্চ অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈরিত্যনুজ্ঞাতত্বাদেকাদশ্যাদ্যুপবাসদিনেষু অপাং গণ্ডূষৈরিতি ব্যবস্থাপয়িতব্যং। এবঞ্চ অমায়েকাদশীং বিনেতি বাক্যং সুসঙ্গতমিতি দিক্ ॥ ১১৫ ॥

উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদিতি বচনঞ্চ স্বমতেঽপ্যন্তর্বীবিষয়কং জ্ঞেয়ং তত্রাঞ্জনাদিনিষেধনাৎ। অতএব কেচিদিচ্ছন্তীতি লিখিতং। ব্রতদিনে পর্ণাদিনা দন্তানাং ধাবনে দাক্ষিণাত্য-শ্রীবৈষ্ণবানাং ব্যবহারোঽপি প্রমাণমিতি দিক্ ॥ ১১৬ ॥

এই কারণেই ব্যাসের অন্য বচন ॥

দন্তকাষ্ঠ না পাইলে অথবা যে তিথিতে দন্তধাবন করিতে হয় না, সেই তিথিতে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা দন্ত ধাবন বিধান করিবে ॥

কাশীখণ্ডেও ঐ স্থলেই অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় ও অগস্ত্য সম্বাদে ॥

দন্তকাষ্ঠের অভাবে অথবা নিষিদ্ধ দিবসে মুখ শুদ্ধির নিমিত্ত দ্বাদশ গণ্ডূষ জল গ্রহণ করিবে ॥ ১১৫ ॥

যাঁহাদের মুখশোধন কার্য্য অতিশয় প্রয়োজনীয় এমত কোন কোন ব্যক্তি উপবাস দিবসে তৃণ পত্রাদি দ্বারা দন্তধাবন ইচ্ছা করেন ॥

উক্ত বিষয়ও কাশীখণ্ডের ঐ স্থলেই
অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় ও অগস্ত্যসম্বাদে ॥

মুখে পর্য্যুষিতে যস্মাৎ ভবেদশুচিভাগ্ নরঃ।
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শুদ্ধ্যর্থং দন্তধাবনং।
উপবাসেঽপি নো দুষ্যেদ্দন্তধাবনমঞ্জনং।
গন্ধালঙ্কারসদ্বস্ত্রপুষ্পমালানুলেপনং।
অথ দন্তকাষ্ঠানি স্মৃতৌ॥
সর্ব্বে কণ্ঠকিনঃ পুণ্যাঃ আয়ুর্দ্দাঃ ক্ষীরিণঃ স্মৃতাঃ।
কটু-তিক্ত-কষায়াশ্চ বলারোগ্য-সুখপ্রদাঃ॥
কিঞ্চ॥
পলাশানাং দন্তকাষ্ঠং পাদুকে চৈব বর্জয়েৎ।
বর্জয়েচ্চ প্রযত্নেন বটং বাশ্বত্থমেব চ॥ ১১৬॥
কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং॥
মধ্যাঙ্গুলিসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলিসম্মিতং।

সত্বচমিতি। অদন্তত্বচশব্দোঽপ্যস্তি আবন্তো বা। ত্বচাসহিতমিত্যর্থঃ॥ ১১৭॥

যে হেতু মুখ পর্য্যুষিত থাকিলে মনুষ্য অপবিত্র হয়, এই কারণ শুদ্ধির নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। উপবাস দিবসেও দন্ত ধাবন, অঞ্জন, চন্দন, অলঙ্কার, উত্তমবস্ত্র, পুষ্পমালা ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিলে দোষ হয় না॥

যে যে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিতে হইবে তাহার
ব্যবস্থা যথা স্মৃতিতে॥

কথিত আছে, যে সকল বৃক্ষ কণ্ঠকযুক্ত তাহাদের দন্তকাষ্ঠ পবিত্র, ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করে এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসসম্পন্ন বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ বল, আরোগ্য ও সুখ প্রদান করিয়া থাকে॥

আরও বলি॥

পলাশ বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ ও পাদুকা বর্জন করিবে, বট ও অশ্বত্থ এই দুইকে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে॥ ১১৬॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায়॥

যে দন্তকাষ্ঠ মধ্যমাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল, পরিমাণে দ্বাদশ অঙ্গুল ও

সত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রে নতু ধারয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
ক্ষীরিবৃক্ষসমুদ্ভূতং মালতীসম্ভবং শুভং।
অপামার্গঞ্চ বিল্বং বা করবীরং বিশেষতঃ।
বর্জয়িত্বা নিন্দিতানি গৃহীত্বৈকং যথোদিতং।
পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদ্বৈ বিধানবিৎ।
ন পাটয়েদ্দন্তকাষ্ঠং নাঙ্গুল্যগ্রেণ ধারয়েৎ।
প্রক্ষাল্য ভুক্ত্বা তজ্জহ্যাৎ শুচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ ১১৮ ॥
কাশীখণ্ডেচ তত্রৈব ॥
কনিষ্ঠাগ্রপরীণাহং সত্বচং নির্ব্রণং ঋজুং।
দ্বাদশাঙ্গুলমানঞ্চ সার্দ্রং স্যাদ্দন্তধাবনং।
জিহ্বোল্লেখনিকাং বাপি কুর্য্যাচ্চাপাকৃতিং শুভাং ॥ ১১৯ ॥

নিন্দিতানি অর্ককর্পূরাদীনি। পাপং বর্জ্যং দিনং প্রতিপদাদি ॥ ১১৮ ॥
পরীণাহঃ স্থৌল্যং। সার্দ্রং আর্দ্রতাযুক্তং ॥ ১১৯ ॥

তদ্দ্বারা দন্তধাবন করিবে কিন্তু ঐ কাষ্ঠের অগ্র দিক্ ধারণ করিবে না, মূলের দিকে ধারণ করিয়া অগ্রের দিকে দন্তধাবন করিবে ॥ ১১৭ ॥

ক্ষীরিবৃক্ষ অর্থাৎ বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষজাত, পবিত্র মালতীবৃক্ষজাত, অপামার্গ, বিল্ব, বিশেষতঃ করবীর ও নিন্দিত কাষ্ঠ অর্থাৎ আকন্দ ও পারুলকাষ্ঠ, এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকথিত লক্ষণসম্পন্ন একটী দন্তকাষ্ঠ লইয়া বিধানজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিপদাদি নিষিদ্ধদিনের ভিন্ন দিনে চর্ব্বণ করিবেন ॥

পাটিত অর্থাৎ দ্বিধাকৃত (ফাড়া) দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে না এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা ধারণ করিবে না। স্থিরচিত্তে দন্তকাষ্ঠ ধৌত করিয়া চর্ব্বণ করত পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিবেন ॥ ১১৮ ॥

কাশীখণ্ডের কার্ত্তিকেয় ও অগস্ত্যসম্বাদে ॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, ত্বক্‌যুক্ত, ব্রণহীন, সরল, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত, আর্দ্র অর্থাৎ রসসমন্বিত কাষ্ঠই দন্তকাষ্ঠের উপযুক্ত,

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াঞ্চ ॥

দন্তোল্লেখো বিতস্ত্যা ভবতি পরিমিতাদম্নমিত্যাদি মন্ত্রাৎ
প্রাতঃ ক্ষীর্য্যাদিকাষ্ঠাদ্বটখদিরপলাশৈর্ব্বিনার্কাম্রবিল্বৈঃ।
ভুক্ত্বা গণ্ডূষষট্কং দ্বিরপি কুশমৃতে দেশিনীমঙ্গুলীভি-
র্নন্দাভূতাষ্টপর্ব্বণ্যপি ন খলু নবম্যর্কসংক্রান্তিপাতে ॥ ১২০ ॥

অথ কেশপ্রসাধনাদিঃ ॥

ততশ্চাচম্য বিধিবৎ কৃত্বা কেশপ্রসাধনং।

বটাদিকাষ্ঠৈর্ব্বিনা ক্ষীর্য্যাদিকাষ্ঠাৎ প্রাতর্দ্দন্তানামুল্লেখো ধাবনং ভবতি। কীদৃশাৎ বিতস্ত্যা দ্বাদশাঙ্গুলৈঃ পরিমিতাৎ কুশং দেশিনীঞ্চ বিনা অঙ্গুলীভির্গণ্ডূষষট্কং দ্বির্ভুক্ত্বা দ্বাদশজলগণ্ডূষাণি গৃহীত্বেত্যর্থঃ। নন্দাদিষু চ দন্তোল্লেখো ন ভবতি তত্র নন্দা প্রতিপৎ ষষ্ঠী একাদশী চ ভূতচতুর্দ্দশী অষ্টমী পর্ব্ব অমাবস্যা পৌর্ণমাস্যাদি। পাতো ব্যতীপাতো। দ্বৈন্দ্বক্যং। এবং নিষেধবৈবিধ্যং বিবিধবেদশাখাসেবিনাং কর্ম্মপরাণাং নানাদেবতাভক্তানাং মতভেদেন। মন্ত্রশ্চ শ্রৌতোঽয়ং। অন্নাদ্যায়াদ্যাপূ্যুহং। সোমোরাজায়মাগমন্ স মে মুখং সংমার্জ্যতে যশসা চ ভগেন বেতি ॥ ১২০ ॥

এই লক্ষণাক্রান্তই ধনুকাকৃতি শুভজিহ্বোল্লেখনিকা করিবে ॥ ১১৯ ॥

রামার্চ্চনচন্দ্রিকাতেও ॥

কুশ ও তর্জনী ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গুলি সকলের দ্বারা দুই ছয় অর্থাৎ বার গণ্ডূষ জল মুখে দিয়া "সোমো রাজা" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত বট, খদির, পলাশ, আকন্দ, আম্র ও বিল্ব ভিন্ন অন্যান্য ক্ষীরি বৃক্ষজাত দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠদ্বারা প্রাতঃকালে দন্তমার্জন করিতে হয় কিন্তু প্রতিপৎ, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী তথা অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে এবং নবমী, সংক্রান্তি ও ব্যতিপাত যোগে দন্তধাবন করিতে হয় না ॥ ১২০ ॥

অথ কেশসংস্করণাদি ॥

অনন্তর দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দন্তধাবনের পর আচ-

স্মৃত্বা প্রণবগায়ত্র্যৌ নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং দ্বিজঃ ॥ ১২১ ॥

তথাচোক্তং।

ন দক্ষিণামুখো নোর্দ্ধং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনং।

স্মৃত্বোঙ্কারঞ্চ গায়ত্রীং নিবধ্নীয়াচ্ছিখাং ততঃ ॥ ১২২ ॥

অথ স্নানং বিষ্ণুপুরাণে তত্রৈব ॥

নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ।

নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ।

কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।

স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে ॥

দ্বিজ ইতি স্নানে শূদ্রস্য মুক্তশিখত্বাৎ ॥ ১২১ ॥

বিধিবদিতি লিখিতং তং বিধিমেব লিখতি ন দক্ষিণেতি ॥ ১২২ ॥

কূপেষু কলসাদিভিরুদ্ধৃততোয়েন ভুবি তত্তত্তটভূমৌ স্নায়াৎ গমনাদ্যশক্ততয়া। তত্তট-ভুবি স্নানাসম্ভবে কূপাদুদ্ধৃতেন শীতোদকেন স্নায়াৎ তত্রাপ্যশক্তৌ উষ্ণোদকেন স্নায়াৎ ইতি জ্ঞেয়ং। তথা চোক্তং। আপঃ স্বভাবতো মেধ্যাঃ কিং পুনর্ব্বহ্নিসংযুতাঃ। তস্মাৎ সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণেতি ॥ ১২৩ ॥

মন করিয়া পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে কেশসংস্কার করিয়া প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ পূর্ব্বক শিখা বন্ধন করিবেন ॥ ১২১ ॥

অতএব উক্ত হইয়াছে ॥

দক্ষিণমুখ অথবা ঊর্দ্ধমুখ হইয়া কেশসংস্কার করিবে না। পরে প্রণব ও গায়ত্রী স্মরণ করিয়া শিখা বন্ধন করিবে ॥ ১২২ ॥

অথ স্নান ॥

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব ও সগরের সম্বাদে ॥

নদী, নদ, দীর্ঘিকায় এবং দেবখাত জলে ও পর্ব্বত-প্রস্রবণে স্নান করিবে। অথবা কূপ হইতে কলসাদি দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া তাহার তটে স্নান করিবে। তটের সম্ভাবনা না থাকিলে উত্তোলিত শীতল জলে অথবা তাহাতে অশক্ত হইলে ঐ উষ্ণজলে স্নান করিবে ॥

অথ স্নাননিত্যতা ॥

তত্র কাত্যায়নঃ ॥

যথাহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃ স্নানং বিশোধনং ॥

দক্ষঃ ॥

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১২৩ ॥
সর্ব্বে চাপি সকৃৎ কুর্য্যুরশক্তৌ চোদকং বিনা ॥ ১২৪ ॥

কিঞ্চ ॥

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিণাং সদা।

অশক্তৌ সত্যাং। অপি নিশ্চিতং সকৃদপীতি বা কুর্য্যুরেব। তত্রাপ্যশক্তৌ উদকং বিনেতি মন্ত্রস্নানাদিকং কুর্য্যুরিত্যর্থঃ। যদ্বা। অশক্তৌ সত্যাং উদকং বিনা জলাভাবে চ সতি সকৃৎ কুর্য্যুঃ। এবং স্নানস্য নিত্যতা সিদ্ধৈব ॥ ১২৪ ॥

অশিরস্কমিত্যাদিনাপি নিত্যতৈবাভিপ্রেতা ॥ ১২৫ ॥

অথ স্নানের নিত্যতা ॥

তদ্বিষয়ে কাত্যায়ন বলিয়াছেন ॥

সুস্থ ব্যক্তি যেমন দিবাভাগে তদ্রূপ প্রাতঃকালে নিত্য স্নান করিবেন। শরীর অতিশয় মলযুক্ত এবং নবচ্ছিদ্র সম্পন্ন, দিবারাত্রই তাহা হইতে মল ক্ষরণ হইতেছে, প্রাতঃস্নান করিলে শরীরের শুদ্ধি হয় ॥

দক্ষ বলিয়াছেন ॥

বানপ্রস্থ এবং গৃহস্থের প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান, যতির ত্রিসন্ধ্যায় স্নান এবং ব্রহ্মচারির একবার মাত্র স্নান কর্ত্তব্য ॥ ১২৩ ॥

অশক্ত হইলে সকলের পক্ষেই একবার মাত্র স্নান, তাহাতেও অশক্ত হইলে কেবল মন্ত্র স্নানাদি করিবে ॥ ১২৪ ॥

আরও ॥

অশক্ত হইলে কর্ম্মিব্যক্তির সকলকালেই মস্তক ব্যতীত স্নান হইতে

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জনং ॥
শঙ্খশ্চ ॥
অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাদিহবনাদিষু ॥
কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসগীতায়াং ॥
প্রাতঃস্নানং বিনা পুংসাং পাপিত্বং কর্ম্মসু স্মৃতং।
হোমে জপে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥
কাশীখণ্ডে ॥
প্রস্বেদলালাদ্যাক্লিন্নো নিদ্রাধীনো যতো নরঃ।
প্রাতঃস্নানাত্ততোঽর্হঃ স্যান্মন্ত্রস্তোত্রজপাদিষু।
পাদ্মেচ দেবহূতিবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥
স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনোঽশুচেস্তস্য বিমুখাঃ পিতৃদেবতাঃ।

পারে আর্দ্র বস্ত্র বা আর্দ্র হস্ত দ্বারা গাত্রমার্জন করিলেও স্নান হয় ॥

শঙ্খও বলিয়াছেন ॥

স্নান না করিলে মনুষ্য জপ ও হোমাদি কর্ম্মে যোগ্য হইতে পারে না ॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় ॥

প্রাতঃস্নান ব্যতিরেকে মনুষ্যের কর্ম্ম সকলে বিশেষতঃ জপ এবং হোমাদিকার্য্যে শুদ্ধি হয় না, সুতরাং প্রাতঃস্নান করিবে ॥

কাশীখণ্ডে ॥

যে হেতু মনুষ্য নিদ্রার বশীভূত হইলে ঘর্ম্ম ও লালাদি দ্বারা ক্লেদ যুক্ত হয় অতএব প্রাতঃস্নান করিলে মন্ত্র স্তব ও জপাদিতে যোগ্য হইতে পারে ॥

পদ্মপুরাণে দেবহূতি ও বিকুণ্ডল সম্বাদে ॥

যে মনুষ্য স্নান ব্যতিরেকে ভোজন করে, সে সকল কালেই মল ভোজন করিয়া থাকে, যে স্নান না করে সে অশুচি, পিতৃলোক ও দেব

স্নানহীনো নরঃ পাপী স্নানহীনোঽশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্ত্বা পুক্কশাদিষু জায়তে ॥ ১২৫ ॥

অথ স্নানমাহাত্ম্যং মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি শ্রীবিদুরোক্তৌ ॥

গুণা দশ স্নানশীলং ভজন্তে, বলং রূপং স্বরবর্ণপ্রসিদ্ধিঃ।
স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ বিশুদ্ধতাচ, শ্রীঃ সৌকুমার্য্যং প্রবরাশ্চ নার্য্যঃ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব ॥

যাম্যং হি যাতনাদুঃখং নিত্যস্নায়ী ন পশ্যতি।
নিত্যস্নানেন পূয়ন্তে অপি পাপকৃতো নরাঃ।
প্রাতঃস্নানং হরেদ্বৈশ্য সবাহ্যাভ্যন্তরং মলং।

স্বরবর্ণয়োঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধিরিতি। মহাপাতকাদিকং হরতি ॥ ১২৬

লোক তাহার প্রতি বিমুখ হয়েন। স্নানহীন নর পাপী, স্নানহীন নর সর্ব্বদা অশুচি, যে স্নান করে না, সে নরক ভোগ করিয়া পুক্কশাদি অন্ত্যজ জাতি সকলে জন্ম গ্রহণ করে ॥ ১২৫ ॥

অথ স্নানমাহাত্ম্য মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে
শ্রীবিদুরের উক্তিতে ॥

যে ব্যক্তি নিত্য স্নান করে দশটী গুণ তাহাকে ভজন করে অর্থাৎ নিত্য স্নান করিলে শরীরে দশটী গুণ প্রকাশ পায়। যথা বল, রূপ, কণ্ঠের স্বর, বর্ণের উত্তমতা, স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শশক্তির পটুতা, সুগন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী অর্থাৎ শোভা, সুকুমারতা এবং উত্তমা স্ত্রী সকল অর্থাৎ তাহাদিগের অনুরাগ ভাজন হয় ॥

পদ্মপুরাণের সেই স্থানেই অর্থাৎ দেবহূতি ও বিকুণ্ডল সম্বাদে ॥

নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিত্যস্নান করে সে কখন যম-যাতনাজনিত দুঃখও অনুভব করে না, অধিক কি, পাপকারী মনুষ্যেরাও নিত্যস্নান দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকে। হে বৈশ্য! প্রাতঃস্নান

প্রাতঃস্নানেন নিষ্পাপো নরো ন নিরয়ং ব্রজেৎ।
যে পুনঃ স্রোতসি স্নানমাচরন্তীহ পর্ব্বণি।
তেনৈব দুর্গতিং যান্তি ন জায়ন্তে কুযোনিষু।
দুঃস্বপ্নং দুষ্টচিন্তা চ বন্ধ্যা ভবতি সর্ব্বদা।
প্রাতঃস্নানবিশুদ্ধানাং পুরুষাণাং বিশাং বর ॥
অত্রিস্মৃতৌ ॥ স্নানে মনঃ প্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখাঃ সদা।
সৌভাগ্যং শ্রীঃ সুখং পুষ্টিঃ পুণ্যং বিদ্যা যশো ধৃতিঃ।
মহাপাপান্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতং।
শোকদুঃখাদি হরতে প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ ॥ ১২৬ ॥
কৌর্ম্মে তত্রৈব ॥
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।

দৃষ্টাদৃষ্টকরং ঐহিকামুষ্মিকশুভকারি।

বাহ্য ও অন্তরের মল নাশ করে। মনুষ্য প্রাতঃস্নান দ্বারা নির্ম্মল হয়, আর তাহাকে নরক গমন করিতে হয় না ॥

অপর যে সকল ব্যক্তি পর্ব্ব দিবসে স্রোতের জলে স্নান করে, তাহারা কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং বিবিধ কুযোনিতেও জন্মগ্রহণ করে না ॥

হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! যে সকল পুরুষ প্রাতঃস্নানে বিশুদ্ধ হয়, দুঃস্বপ্ন ও দুষ্টচিন্তা তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা বন্ধ্য (নিষ্ফল) হয় অর্থাৎ কোন হানি করিতে পারে না ॥

অত্রিস্মৃতিতে ॥

স্নান করিলে মনঃ প্রসন্ন হয়, দেবতা সকল সর্ব্বদা সম্মুখবর্ত্তিনী থাকেন এবং সৌভাগ্য, শোভা, সুখ, পুষ্টি, পুণ্য, বিদ্যা, যশঃ ও ধৈর্য্য এ সকল উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নান সমস্ত মহাপাতক, অলক্ষ্মী, পাপ এবং দুষ্টচিন্তা হরণ করে ॥ ১২৬ ॥

কূর্ম্মপুরাণের সেই স্থানে অর্থাৎ ব্যাসগীতায় ॥

পণ্ডিতগণ প্রাতঃস্নানকে প্রশংসা করিয়া থাকেন, যে হেতু উহা

প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়স্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
কাশীখণ্ডেচ ॥
প্রাতঃস্নানাদযতঃ শুদ্ধ্যেৎ কায়োঽয়ং মলিনঃ সদা।
ছিদ্রিতো নবভিশ্ছিদ্রৈঃ স্রবত্যেব দিবানিশং।
উৎসাহমেধাসৌভাগ্যরূপসম্পৎপ্রবর্ত্তকং।
মনঃপ্রসন্নতাহেতুঃ প্রাতঃস্নানং প্রশস্যতে।
প্রাতঃ প্রাতস্তু যৎ স্নানং সংজাতে চারুণোদয়ে।
প্রাজাপত্যসমং প্রাহুস্তন্মহাঘবিঘাতকৃৎ।
প্রাতঃস্নানং হরেৎ পাপমলক্ষ্মীং গ্লানিমেবচ।
অশুচিত্বঞ্চ দুঃস্বপ্নং তুষ্টিং পুষ্টিং প্রযচ্ছতি।
নোপসর্পন্তি বৈ দুষ্টাঃ প্রাতঃস্নায়িজনং ক্বচিৎ।

পূয়ন্তে নশ্যন্তি ॥ ১২৭ ॥

দৃষ্টাদৃষ্ট ফলকর, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভফল প্রদান করে। প্রাতঃস্নানের দ্বারা পাপ সমুদায় নষ্ট হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

কাশীখণ্ডেও ॥

এই শরীর সর্ব্বদা মলিন এবং নবচ্ছিদ্রে ছিদ্রিত, ঐ সকল ছিদ্র দিয়া দিবারাত্র মলস্রাব হইতেছে অতএব প্রাতঃস্নান করিলে পবিত্র হয় ॥

প্রাতঃস্নান উৎসাহ, মেধা, সৌভাগ্য, রূপ ও সম্পৎ এই সকলের জনক ও মনঃ প্রসন্নতার হেতুস্বরূপ, একারণ ইহাকে প্রশংসা করা যায় ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রাতঃকালে অরুণোদয় সময়ে যে স্নান তাহা প্রাজাপত্য ব্রতের সমান এবং সর্ব্ব মহাপাতক বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥

প্রাতঃস্নান পাপ, অলক্ষ্মী, গ্লানি, অশুচি ও দুঃস্বপ্ন নষ্ট করে এবং সন্তোষ ও পুষ্টি প্রদান করে ॥

যে ব্যক্তি প্রাতঃস্নান করে কোন কষ্ট তাহার নিকট যাইতে পারে না, প্রাতঃস্নান ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই শুভফল প্রদান করে,

দৃষ্টাদৃষ্টফলং তস্মাৎ প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
স্নানমাত্রং তথা প্রাতঃস্নানং চাত্র নিযোজিতং।
যদ্যপ্যন্যোন্যমিলিতে পৃথগ্‌জ্ঞেয়ে তথাপ্যমূ॥ ১২৭॥
অথ স্নানবিধিঃ॥
অথ তীর্থগতস্তত্র ধৌতবস্ত্রং কুশাংস্তথা।
মৃত্তিকাঞ্চ তটে ন্যস্য স্নায়াৎ স্বস্ববিধানতঃ।
অধৌতেন তু বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকীং ক্রিয়াং।
কুর্ব্বন্ন ফলমাপ্নোতি কৃতা চেন্নিষ্ফলা ভবেৎ।
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণিরাচান্তঃ কৃত্বা সঙ্কল্পমাদরাৎ।
গঙ্গাদিস্মরণং কৃত্বা তীর্থায়ার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ।

ইদানীং স্নানবিধিং লিখন্ আদৌ বৈদিকবৈষ্ণবপ্রবরশ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিসম্মতং বৈদিক-তান্ত্রিকবিধিবিমিশ্রিতং স্নানবিধিং লিখতি অথেত্যাদিনা। স্বস্ববিধানতঃ নিজনিজবর্ণাশ্রম-শাখাদ্যাচারানুসারেণ॥ ১২৮॥

অতএব প্রাতঃস্নান করিবে॥

এই প্রকরণে স্নান মাত্রের এবং প্রাতঃস্নানের বিধান করা হইয়াছে, যদিচ দুইটীই এক তথাপি পরস্পর ভেদ অর্থাৎ সামান্য স্নান অপেক্ষা প্রাতঃস্নানের আতিশয্য জানিতে হইবে॥ ১২৭॥

অথ স্নানবিধি॥

অনন্তর তীর্থে গমন করিয়া ধৌত বস্ত্র, কুশ ও মৃত্তিকা তীরে স্থাপন পূর্ব্বক স্ব স্ব বিধানানুসারে অর্থাৎ নিজ নিজ বর্ণ, আশ্রম ও শাখাদির আচার অনুসারে স্নান করিবে। অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিলে ফল প্রাপ্ত হয় না, যদি করে তাহা হইলে সে কর্ম্ম নিষ্ফল হয়॥

পাদ ও হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া আদর সহকারে সঙ্কল্প করত গঙ্গাদি স্মরণ করিয়া তীর্থকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে॥

সাগরস্বননির্ঘোষদণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্ট র্জ্জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর।
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তীর্থস্নানং সমাচরেৎ।
অন্যথা তৎফলস্যার্দ্ধং তীর্থেশো হরতি স্বয়ং।
নত্বাথ তীর্থং স্নানার্থমনুজ্ঞাং প্রার্থয়েদিমাং।
দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবেণ ॥ ইতি ॥ ১২৮ ॥
বিধিবন্মৃদমাদায় তীর্থতোয়ে প্রবিশ্য চ।
প্রবাহাভিমুখো নদ্যাং স্যাদন্যত্রার্কসংমুখঃ।
দিগ্বন্ধং বিধিনাচর্য্য তীর্থানি পরিকল্প্য চ।
আবাহয়েদ্ভগবতীং গঙ্গামাদিত্যমণ্ডলাৎ।

অন্যত্র নদীপ্রবাহব্যতিরিক্তে ॥ ১২৯ ॥

হে সাগরধ্বনিতুল্য-ভীষণশব্দশালিন্! হে দণ্ডহস্ত! হে অসুরান্তক! হে জগৎস্রষ্টিকারিন্! হে জগদ্বিনাশকারিন্! হে দেবেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তীর্থে স্নান করিবে, ইহার অন্যথা করিলে তীর্থের ঈশ্বর স্বয়ং তীর্থস্নানের অর্দ্ধ ফল হরণ করেন॥

পরে নমস্কার করিয়া তীর্থে স্নান করিবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত প্রকারে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে॥

হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে শঙ্খচক্রগদাধর! হে বিষ্ণো! আমি তোমার তীর্থ সেবন করিব, আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর ॥১২৮॥

অনন্তর বিধি অনুসারে গাত্রে মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক তীর্থজলে প্রবেশ করিয়া নদী হইতে স্রোতের দিকে মুখ করিবে, অন্যত্র অর্থাৎ নদীভিন্ন জলাশয় হইলে সূর্য্যের দিকে মুখ করিবে॥

বিধানানুসারে দিক্ বন্ধন করিয়া তীর্থ সকল কল্পনা করত সূর্য্যমণ্ডল হইতে ভগবতী গঙ্গাকে আহ্বান করিবে॥

দর্ভপাণিঃ কৃতপ্রাণায়ামঃ কৃষ্ণপদাম্বুজং।
ধ্যাত্বা তন্নাম সংকীর্ত্ত্য নিমজ্জেৎ পুণ্যবারিণি।
আচম্য মূলমন্ত্রঞ্চ স প্রাণায়ামকং জপন্।
কৃষ্ণং ধ্যায়ন্ জলে ভূয়ো নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ।
কৃত্বাঘমর্ষণান্তঞ্চ নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
তত্র দ্বাদশধা তোয়ে নিমজ্জ্য স্নানমাচরেৎ॥ ১২৯॥
তত্র বিশেষঃ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে॥
প্রসিদ্ধেষু চ তীর্থেষু যদ্যন্যস্যাভিধাং স্মরেৎ।
স্নাতকং তস্ত তত্তীর্থমভিশপ্য ক্ষণাদ্ব্রজেৎ॥ ইতি॥

অন্যোন্যস্য তীর্থস্যাভিধাং নাম। ক্ষণাৎ সদ্য এবেত্যর্থঃ। অতঃ অপ্রসিদ্ধতীর্থেষু বিষ্ণুতীর্থমিতি প্রসিদ্ধেষু চ তত্তন্নামৈব স্মরেদিত্যর্থঃ। অতএব নিমজ্জনাৎ প্রাক্ মৃদ্গ্রহণং তথাঘমর্ষণাদিকঞ্চ বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃষ্ণধ্যানাদিকং মূলমন্ত্রজপনং কেশবাদিনামভির্দ্বাদশ-

কুশ হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ ধ্যান ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করত পবিত্র জলে নিমগ্ন হইবে॥

পরে আচমন পূর্ব্বক প্রাণায়াম সহকারে মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া পুনরায় জলে নিমগ্ন হইয়া স্নান করিবে॥

তৎপরে কেশবাদি নাম সহকারে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া সেই জলে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশ বার স্নান করিবে॥ ১২৯॥

স্নান বিষয়ের বিশেষ বিধি যথা—নারদপঞ্চরাত্রে॥

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ সকলে যদি অন্য তীর্থের নাম স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই সেই তীর্থ স্নানকারিকে অভিশাপ দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেন॥

এই স্নানবিধি বৈদিক ও তান্ত্রিক মিশ্রিত অর্থাৎ স্নানের পূর্ব্বে মৃত্তিকা গ্রহণ, তৎপরে অঘমর্ষণাদি কার্য্য করিবে, ইহাই বৈদিক, আর কৃষ্ণধ্যানাদি, মূলমন্ত্র জপ, কেশবাদি নামোচ্চারণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বার

ইতি বৈদিকতান্ত্রিকমিশ্রিতো বিধিঃ ॥ ১৩০ ॥

অথ তত্রৈব বিশেষঃ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসম্বাদে ॥

এবমুচ্চার্য্য তত্তীর্থে পাদৌ প্রক্ষাল্য বাগ্যতঃ।
স্মরন্নারায়ণং দেবং স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ।
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্ধীমান্ মূলমন্ত্রমিমং পঠন্ ॥
ওঁ। নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ।
দর্ভপাণিস্তু বিধিবদাচান্তঃ প্রণতো ভুবি।
চতুর্হস্তসমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।

বার নিমজ্জনাদিকঞ্চেত্যেবং মিশ্রিতং বিবেচনীয়ং ॥ ১৩০ ॥

এবং বিমিশ্রিতস্নানবিধিং লিখিত্বা ইদানীং তত্রৈব তীর্থকল্পনাদৌ পুরাণোক্তং কঞ্চিদ্বিশেষং লিখতি এবমিত্যাদিনা। দেবদেব জগন্নাথ ইত্যাদিকমেতদুচ্চার্য্য উক্তেন মূলমন্ত্রেণৈব সপ্ত বারান্ যদভিজপ্তমভিমন্ত্রিতং জলং তৎ। তৃতীয়ান্তপাঠে ভাবে ক্তপ্রত্যয়ঃ। মৃদ্গ্রহণানন্তরং পুনঃ স্নানাদিকন্তু সমানমেবেতি বিশেষেণ তত্র লিখিতং ॥ ১৩১ ॥

নিমজ্জন ইহা তান্ত্রিক ॥ ১৩০ ॥

অথ স্নান বিষয়ে বিশেষ বিধি ॥

পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদ ও অম্বরীষের সম্বাদে যথা—

এই প্রকারে ঐ তীর্থে পাদদ্বয় প্রক্ষালন করত বাক্য সংযমন পূর্ব্বক নারায়ণদেবকে স্মরণ করিতে করিতে বিধানানুসারে স্নান করিবে ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ কল্পনা করিবেন। প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ, নমো নারায়ণায়" অর্থাৎ নারায়ণকে নমস্কার, ইহাই মূলমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥

হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক বিধিবৎ আচমন করিয়া পৃথিবীতে প্রণাম করিবে। পরে চতুর্দ্দিকে চারি হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ রচনা করিয়া মানব বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে আহ্বান করিবে ॥

প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গাং মন্ত্রেণানেন মানবঃ।
বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাৎ আজন্মমরণান্তিকাৎ॥ ইত্যাদি॥
সপ্তবারাভিজপ্তন্তু করসংপুটযোজিতং।
মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা জলং ভূয়শ্চতুর্ব্বা পঞ্চ সপ্ত বা॥
স্নানং কুর্য্যান্মৃদা তদ্বদামন্ত্র্য তু বিধানতঃ।
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে॥
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥ ইতি॥ ১৩১॥
গুরোঃ সন্নিহিতস্যাথ পিত্রোশ্চ চরণোদকৈঃ।

তুমি বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপন্না হইয়াছ, তুমি বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুই তোমার দেবতা অতএব জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে পাপ করিব, তাহা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর॥

অঞ্জলিতে জল গ্রহণ করিয়া উহাতে "দেবদেব জগন্নাথ" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করত চারি পাঁচ অথবা সাতবার মস্তকে করিয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবে। বিধানানুসারে আবাহন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারাও ঐ প্রকার করিবে॥

হে বসুন্ধরে! তুমি অশ্ব কর্তৃক আক্রান্ত, রথ দ্বারা আক্রান্ত এবং বিষ্ণু কর্তৃক আক্রান্ত॥

হে মৃত্তিকে! আমি যে পাপ করিয়াছি, তুমি আমার সেই পাপ হরণ কর॥

হে সুব্রতে! শতবাহু বরাহ রূপী শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তুমি সকল ভূতের পুনর্জ্জন্ম নিবারণ করিয়া থাক তোমাকে নমস্কার॥ ১৩১॥

অনন্তর যদি তৎকালীন গুরুবর্গ নিকটে উপস্থিত থাকেন, তাহা

বিপ্রাণাঞ্চ পদাম্ভোভিঃ কুর্য্যান্মূর্দ্ধ্নাভিষেচনং ॥
তথাচ পাদ্মে ॥
গুরোঃ পাদোদকং পুত্র তীর্থকোটিফলপ্রদং।
কিঞ্চ ॥
বিপ্রপাদোদকক্লিন্নং যস্য তিষ্ঠতি বৈ শিরঃ।
তস্য ভাগীরথীস্নানমহন্যহনি জায়তে ॥
তথা গৌতমীয়তন্ত্রে ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সসাগরাণি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে ॥ ইতি ॥ ১৩২ ॥
শঙ্খে বসন্তি সর্ব্বাণি তীর্থানি চ বিশেষতঃ।
শঙ্খেন মূলমন্ত্রেণাভিষেকং পুনরাচরেৎ ॥ ১৩৩ ॥

সন্নিহিতস্যেতি। যদি তদানীং তত্র সন্নিধৌ গুর্ব্বাদয়ো বর্ত্তেরন্ তহীত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

সর্ব্বাণি তীর্থানি শঙ্খে বসন্তীতি হেতোঃ পুনরভিষেকং শঙ্খেন বিশেষতঃ কুর্য্যাৎ তচ্চ নিজমূলমন্ত্রেণৈব ॥ ১৩৩ ॥

হইলে গুরু ও পিতা মাতার চরণোদক দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণের পাদজল দ্বারাও মস্তকে অভিষেক করিবে ॥

পদ্মপুরাণে ॥

হে পুত্র! গুরুপাদোদক কোটিতীর্থের ফল প্রদান করে ॥

আরও বলি ॥

যাঁহার মস্তক ব্রাহ্মণের পাদোদক দ্বারা আর্দ্রীভূত থাকে, তাঁহার প্রতিদিবস ভাগীরথীতে স্নান করা হয় ॥

ঐ প্রকার গৌতমীয়তন্ত্রেও কথিত হইয়াছে ॥

পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সে সমুদায়ই সাগরে অবস্থিত, সাগর সহিত সমস্ত তীর্থ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ চরণে বিদ্যমান ॥ ১৩২ ॥

সমস্ত তীর্থ বিশেষ করিয়া শঙ্খের মধ্যে বাস করেন, অতএব মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনরায় শঙ্খ দ্বারা স্নান করিবে ॥ ১৩৩ ॥

তথৈব তুলসীমিশ্রশালগ্রামশিলাম্ভসা।
অভিষেকং বিদধ্যাচ্চ পীত্বা তৎকিঞ্চিদগ্রতঃ॥
তদুক্তং গৌতমীয়তন্ত্রে॥
শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীগন্ধমিশ্রিতং।
কৃত্বা শঙ্খে ভ্রাময়ংস্ত্রিঃ প্রক্ষিপেন্নিজমূর্দ্ধনি।
শালগ্রামশিলাতোয়মপীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে।
বিষ্ণুপাদোদকাৎ পূর্ব্বং বিপ্রপাদোদকং পিবেৎ।
বিরুদ্ধমাচরন্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥
শ্রীচরণামৃতধারণমন্ত্রঃ॥
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥ ইতি।১৩৪॥

তৎ শ্রীশালগ্রামশিলাম্ভঃ কিঞ্চিদাদৌ পীত্বা প্রাশ্য॥ ১৩৪॥

এই প্রকার শালগ্রামশিলার তুলসী মিশ্রিত জল অগ্রে কিঞ্চিৎ পান করিয়া তদ্দ্বারাও স্নান করিবে॥

এই বিষয় গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে॥

তুলসী গন্ধ মিশ্রিত শালগ্রামশিলার জল শঙ্খে করিয়া তিন বার ভ্রমণ করাইয়া স্বীয় মস্তকে নিক্ষেপ করিবে॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জল পান না করিয়া মস্তকে নিক্ষেপ করেন, তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতী বলা যায়॥

বিষ্ণুপাদোদকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিবে, যে ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ ইহার বিপরীত আচরণ করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলা গিয়া থাকে॥

অথ চরণামৃতধারণের মন্ত্র॥

আমি, অকাল-মৃত্যু-অপহারক, সর্ব্বব্যাধি বিনাশক বিষ্ণুর পাদোদক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছি॥ ১৩৪॥

লেখ্যোঽগ্রে কৃষ্ণপাদাব্জতীর্থধারণপানয়োঃ।
মহিমাত্র তু তত্তীর্থেনাভিষেকস্য লিখ্যতে ॥ ১৩৫ ॥

অথ শ্রীচরণোদকাভিষেকমাহাত্ম্যং পদ্মপুরাণে ॥

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ।
গঙ্গা গোদাবরী রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ।
নিবসন্তি সতীর্থাস্তাঃ শালগ্রামশিলাজলে।
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনং।
তীর্থং যদি ভবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলোদ্ভবং।

তত্রৈব শ্রীগৌতমাম্বরীষসম্বাদে ॥

কৃষ্ণপাদাব্জয়োঃ তীর্থং স্নানোদকং তস্য ধারণং পানঞ্চ তয়োঃ। তেন কৃষ্ণপাদাব্জস্নানোদকরূপেণ তীর্থেন যোঽভিষেকস্তস্য মহিমা মাহাত্ম্যং অত্র অস্মিন্ প্রসঙ্গে লিখ্যতে ॥ ১৩৫ ॥ গঙ্গাগোদাবরীত্যাদিষু যেষু শ্লোকেষ্বভিষেকশব্দো নাস্তি তেঽপ্যত্র পাদোদকাভিষেকমাহাত্ম্যে

শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত ধারণের ও পানের মাহাত্ম্য পরে লেখা যাইবে, এস্থলে চরণামৃত দ্বারা স্নানের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে ॥ ১৩৫ ॥

অথ শ্রীচরণামৃত দ্বারা স্নান মাহাত্ম্য যথা—পদ্মপুরাণে ॥

যিনি শালগ্রামশিলার স্নানোদক দ্বারা স্নান করিবেন, তাঁহার সর্ব্ব তীর্থে স্নান ও সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া হইবেক ॥

গঙ্গা, গোদাবরী ও রেবা প্রভৃতি যে সকল নদী মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত নদী স্বস্ব অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সহিত শালগ্রামশিলার স্নান জলে বাস করেন ॥

যদি শালগ্রামশিলোৎপন্ন পবিত্র জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে আর সহস্র কোটি তীর্থের সেবা করিবার প্রয়োজন কি? ॥

যথা—পদ্মপুরাণে গৌতম ও অম্বরীষের সম্বাদে ॥

যেষাং ধৌতানি গাত্রাণি হরেঃ পাদোদকেন বৈ।
অম্বরীষ কুলে তেষাং দাসোঽস্মি বশগঃ সদা।
রাজন্তে তানি তাবচ্চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
যাবন্ন প্রাপ্যতে তোয়ং শালগ্রামাভিষেকজং॥
স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে॥
গৃহেঽপি বসতস্তস্য গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈ র্যোঽভিষিঞ্চতি মানবঃ।
তত্রৈবান্যত্র চ॥
যানি কানিচ তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যা দেবতাস্তথা।
বিষ্ণুপাদোদকস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।
উভয়োঃ স্নানতোয়েন ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে॥

কেচিল্লিখিতাঃ স্নানে তীর্থাপেক্ষয়া তেষু চ শ্লোকেষু পাদোদকস্য তীর্থত্বাদ্যুক্তেরিতিদিক্॥১৩৬

হে অম্বরীষ! যাঁহাদিগের শরীর শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত দ্বারা প্রক্ষালিত আমি সর্ব্বদা তাঁহাদিগের বংশের বশীভূত দাস॥

যে পর্য্যন্ত শালগ্রাম-শিলার স্নান জল প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ত্রিভুবনে সমস্ত তীর্থ সেই পর্য্যন্তই মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে॥

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলার স্নান জল দ্বারা প্রত্যহ স্নান করেন, তিনি গৃহে বাস করিয়া থাকিলেও তাঁহার দিন২ গঙ্গাস্নান হইয়া থাকে॥

ঐ স্কন্দপুরাণের অন্য স্থলে॥

যে কোন তীর্থ আছেন এবং যে সকল ব্রহ্মাদি দেবতা আছেন, ইহাঁরা বিষ্ণুপাদোদকের ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য নহেন॥

শালগ্রামশিলোৎপন্ন দেব এবং দ্বারকাশিলাজাত দেব এই দুইয়ের স্নানজল দ্বারা ব্রহ্মহত্যা নাশ পায়॥

কিঞ্চ ॥
সর্বৈ চাবভৃথস্নাতঃ সচ গঙ্গাজলাপ্লুতঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং কৃত্বা শঙ্খে যঃ স্নাতি মানবঃ ॥
শ্রীনৃসিংহপুরাণে ॥
গঙ্গা-প্রয়াগ-গয়-নৈমিষ-পুষ্করাণি
পুণ্যানি যানি কুরুজাঙ্গল-যামুনানি।
কালেন তীর্থসলিলানি পুনন্তি পাপং
পাদোদকং ভগবতঃ প্রপুণাতি সদ্যঃ ॥
স্মৃতৌ চ ॥
ত্রিরাত্রিফলদা নদ্যো যাঃ কাশ্চিদসমুদ্রগাঃ।
সমুদ্রগাশ্চ পক্ষস্য মাসস্য সরিতাং পতিঃ।
ষণ্মাসফলদা গোদা বৎসরস্তু জাহ্নবী।
পাদোদকং ভগবতো দ্বাদশাব্দফলপ্রদং ॥ ১৩৬ ॥

আরও বলি ॥

যে মনুষ্য শঙ্খে করিয়া বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা স্নান করেন, তাঁহার যজ্ঞের অবভৃত স্নান করা হইল এবং তিনি গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হইলেন ॥

শ্রীনৃসিংহপুরাণে ॥

গঙ্গা, প্রয়াগ, গয়া, নৈমিষ, পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি যে সকল পবিত্র তীর্থ জল, তাঁহারা অধিক কালে পাপ নাশ করেন, কিন্তু ভগবানের পাদোদক ক্ষণমাত্রে পবিত্র করেন ॥

স্মৃতিতেও ॥

যে সকল নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় নাই, তাহারা এক দিবস স্নান করিলে তিন দিবসের স্নানের ফল প্রদান করে। যে সকল নদী সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছে, তাহারা এক পক্ষের অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবসের, সমুদ্র এক মাসের এবং গঙ্গা এক বৎসরের স্নানের ফল প্রদান করেন, আর ভগবানের পাদোদক দ্বাদশ বৎসরের স্নানের ফল প্রদান

তন্নিত্যতা চ গরুড়পুরাণে ॥

জলঞ্চ যেষাং তুলসীবিমিশ্রিতং
পাদোদকং চক্রশিলাসমুদ্ভবং।
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্লবতে ন গাত্রং
খগেন্দ্র তে ধর্ম্মবহিষ্কৃতা নরা ॥ ইতি ॥

ততো জলাঞ্জলীন্ ক্ষিপ্ত্বা মূর্দ্ধ্নি ত্রীন্ কুম্ভমুদ্রয়া।
মূলেনাথ বিশেষেণ কুর্য্যাদ্দেবাদি তর্পণং ॥ ১৩৭ ॥

অথ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং। তচ্চ বৈদিকেষু প্রসিদ্ধমেব।

চক্রশিলা শ্রীশালগ্রামশিলা শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কশিলা চ তৎ স্নানাদুদ্ভূতং পাদোদকঞ্চ। ন প্লবতে ন স্নাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

মূলমন্ত্রেণ কুম্ভমুদ্রয়া ত্রীন্ জলাঞ্জলীন্ নিজমূর্দ্ধ্নি প্রক্ষিপ্য অথানন্তরং অবিশেষেণ সামান্যতো দেবাদিতর্পণং কুর্য্যাৎ আদিশব্দেন ঋষীণাং পিতৃণাঞ্চ তত্তন্নামভিঃ। বিশেষতো

করিয়া থাকেন ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত দ্বারা স্নানের নিত্যতা যথা—

গরুড়পুরাণে ॥

হে পক্ষিরাজ! শালগ্রামশিলা হইতে উৎপন্না তুলসীমিশ্রিত, চরণামৃত, নিত্য ত্রিসন্ধ্যা যাহাদিগের গাত্র অভিষিক্ত না করেন, সেই সকল নর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত ॥

তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কুম্ভমুদ্রা * দ্বারা তিন বার মস্তকে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া বিশেষ রূপে দেবতাদির তর্পণ করিবে ॥ ১৩৭ ॥

অথ সামান্য রূপে দেবাদির তর্পণ ॥

ঐ দেবাদিতর্পণ বেদাচারি সম্প্রদায়িদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যথা—

* দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দুই হস্তে এমত একটী মুষ্টিবন্ধন করিবে, যেন তাহার ভিতরে শূন্য থাকে, ইহারই নাম কুম্ভমুদ্রা॥

ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাস্তান্ দেবান্ তর্পয়ামি। ভূর্দ্দেবাংস্তর্পয়ামি ভুবর্দেবাং স্তর্পয়ামি স্বর্দেবাং স্তর্পয়ামি ভূর্ভুবঃ স্বর্দেবাং স্তর্পয়ামি ইত্যাদি ॥ ১৩৮ ॥

আচম্যাঙ্গানি সংমার্জ্য স্নানবস্ত্রান্যবাসসা।
পরিধায়াংশুকে শুক্লে নিবিশ্যাচমনং চরেৎ ॥ ১৩৯ ॥
বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ।

দেবাদিতর্পণমগ্রে লেখ্যমেব ॥

ইত্যাদীত্যাদি শব্দেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয় স্তানৃষীন্ তর্পয়ামি। ভূর্ঋষীং স্তর্পয়ামি ভূবর্ঋষীং স্তর্পয়ামি। স্বর্ঋষীং স্তর্পয়ামি। ভূর্ভুবঃ স্বর্ঋষীং স্তর্পয়ামি। সোমঃ পিতৃমান্যমো-ঙ্গিরোঽগ্নিস্বত্তাঃ কব্যবাহনাদয়ো যে পিতর স্তান্ পিতৃঃ স্তর্পয়ামীত্যেবং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৩৮ ॥

স্নানস্তু যদ্বস্ত্রং যং পরিধায় স্নানং কৃতং তস্মাদন্যেন বাসসা। এতেন স্নানসাট্যঞ্চলেন পাণিনা বা গাত্রং ন সংমার্জয়েদিত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে সদাচারকথনে। স্নাতো নাঙ্গানি মার্জেত স্নানশাট্যা ন পাণিনেতি। বিধিবত্তত্তদ্বিধিযুক্তং যথা স্যাদিতি সর্ব্বত্রৈ-বানুবর্ত্তয়িতব্যং ॥ ১৩৯ ॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সকল দেব তাঁহাদিগকে তর্পণ করিতেছি, ভূর্লোকের দেবতাদিগকে তর্পণ করিতেছি, ভুবর্লোকের দেবতাদিগকে তর্পণ করিতেছি, স্বর্গলোকের দেবতাদিগকে তর্পণ করিতেছি, ভূর্ভুবঃ স্বর্গলোকের দেবতাদিগকে তর্পণ করিতেছি। আদি শব্দ প্রয়োগ হেতু ভূর্লোকের ঋষি, ভুবর্লোকের ঋষি, স্বর্গলোকের ঋষি এবং ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকের ঋষি তথা অগ্নিস্বত্তাদি পিতৃগণেরও তর্পণ করিবে ॥ ১৩৮ ॥

যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হইয়াছিল, প্রথমতঃ আচমন করিয়া সেই বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে, পরে শুক্ল পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া উপবেশনানন্তর আচমন করিবে। এতদ্দ্বারা উক্ত হইল স্নানবস্ত্রের অঞ্চল অথবা হস্ত দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে না ॥ ১৩৯ ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি পরের লিখিত বিধানানুসারে তিলক নির্ম্মাণ করিয়া

বিধায় বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীং ॥ ১৪০ ॥
অথ বৈদিকী সন্ধ্যা। কৌর্ম্মে তত্রৈব ॥
প্রাক্কূলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
প্রাণায়াম ত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ।
মনুস্মৃতিঃ ॥
* ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা নচ বৈষ্ণবাঃ।
যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরং।
যাচ সন্ধ্যা জগৎসূতির্ম্মায়াতীতা হি নিষ্কলা।
ঐশ্বরী কেবলা শক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা।
ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ।
প্রঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥ ১৪১ ॥
কিঞ্চ ॥

প্রাকৃকূলেষু প্রাগগ্রেষিত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন ॥ ১৪০ ॥

অথ বৈদিকীসন্ধ্যা ॥

কূর্ম্মপুরাণের ব্যাসগীতায় ॥

তদনন্তর পূর্ব্বাগ্র কুশের উপর স্থির চিত্তে উপবেশন করিয়া তিন বার প্রাণায়াম করত সন্ধ্যা করিবে, এই বেদবাক্য ॥

মনুস্মৃতিতে ॥

ব্রাহ্মণ মাত্রেই যখন বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসনা করেন, তখন তাঁহারা শৈবও নহেন বৈষ্ণবও নহেন, সকলেই শাক্তেয়, যিনি সন্ধ্যা তিনিও জগৎপ্রসবিনী, মায়াতীতা, বিশুদ্ধা, তত্ত্বত্রয় হইতে উৎপন্না, অখণ্ড ঐশ্বরী শক্তি। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখে উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী গায়ত্রীকে জপ করিয়া পরে সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন ॥ ১৪১ ॥ আরও বলি ॥ *

* "ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে" এই শ্লোকটী কোন ২ হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে দেখা যায় না।

সহস্র পরমাং নিত্যং শতমধ্যাং দশাবরাং।
সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ স্থিতঃ ॥ ১৪২ ॥
কিঞ্চ ॥
সন্ধ্যাহীনোঽশুচি র্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ।
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতং ॥ ১৪৩ ॥
অনন্যচেতসঃ শান্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বে পরাং গতিং ॥ ১৪৪ ॥
অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ॥

সহস্রং সহস্রবার জপঃ পরমঃ জপে শ্রেষ্ঠপক্ষো যস্যা ইতি তথাভূতামিত্যর্থঃ ॥ ১৪২ ॥
এবং সন্ধ্যোপাসনস্য বিধিং লিখিত্বা নিত্যতাঞ্চ লিখতি সন্ধ্যাহীন ইতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৪৩ ॥
মাহাত্ম্যং লিখতি অনন্যেতি ॥ ১৪৪ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি স্থির চিত্তে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। সহস্রবার জপ শ্রেষ্ঠপক্ষ, শতবার জপ মধ্যপক্ষ ও দশবার জপ নিকৃষ্টপক্ষ ॥ ১৪২ ॥

আরও বলি ॥

যিনি সন্ধ্যা করেন না, তিনি নিত্য অশুচি, নিত্য নৈমিত্তিক কোন কর্ম্মে অধিকারী হইতে পারেন না এবং সন্ধ্যা না করিয়া অন্য যে কোন কর্ম্ম করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হয়েন না ॥

যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দনা না করিয়া অন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে যত্ন করেন, তিনি দশ সহস্র নরকে গমন করেন ॥ ১৪৩ ॥

একান্ত চিত্ত, শান্তগুণশালী, বেদপারগ, পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণগণ বিধানানুসারে কেবল সন্ধ্যার উপাসনা করিয়াই সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৪৪ ॥

অথ তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ॥

ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাং ॥
তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ ॥
তথাচ বৌধায়নস্মৃতৌ ॥
হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈ র্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিং।
অর্চ্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে ॥
পাদ্মে চ তত্রৈব ॥
সূর্য্যে চাভ্যর্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ॥
অথ তদ্বিধিঃ ॥
মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে।
শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক্ তর্পয়েৎ কৃতী।
ধ্যানোদ্দিষ্ট স্বরূপায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।

অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি ॥ ১৪৫ ॥

তদনন্তর জলে উত্তম রূপে আপনার মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পূজা করিয়া তাঁহার আবরণ সকলকেও যথা বিধি তর্পণ করিবেন ॥

বৌধায়ন স্মৃতিতে ঐ রূপ কথিত হইয়াছে ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি সকল অগ্নিতে ঘৃত দ্বারা, জলমধ্যে পুষ্প দ্বারা, হৃদয় মধ্যে ধ্যান দ্বারা এবং সূর্য্যমণ্ডলে জপ দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিবেন ॥

পদ্মপুরাণেরও ঐ স্থলেই অর্থাৎ ব্যাস ও অম্বরীষ সম্বাদে ॥

সূর্য্যমণ্ডলে অর্চ্চনা শ্রেষ্ঠ, জলের মধ্যে জল দ্বারা অর্চ্চনা কর্ত্তব্য ॥

অথ তান্ত্রিকীসন্ধ্যার বিধি ॥

অনন্তর কৃতী ব্যক্তি মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম ধ্যান করতঃ "শ্রীকৃষ্ণকে তর্পণ করি" এই বলিয়া তিন বার সম্যক্ রূপে তর্পণ করিবেন ॥

অনন্তর ধ্যানে যাঁহার স্বরূপকে উদ্দেশ করা হইয়াছে, সূর্য্যমণ্ডল

কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরং ॥ ১৪৫ ॥
কামগায়ত্রী চোক্তা শ্রীসনৎকুমারকল্পে ॥
আদৌ মন্মথমুদ্ধৃত্য কামদেবপদং বদেৎ।
আয়ান্তে বিদ্মহে পুষ্পবাণায়েতি পদং বদেৎ।
ধীমহীতি ততোক্ত্বাথ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি ॥ ১৪৬ ॥
অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ।
ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে ॥ ১৪৭ ॥
বিধিস্তান্ত্রিকসন্ধ্যায়া জলেঽর্চ্চায়াশ্চ কশ্চন।

মন্মথং কামবীজং আদৌ বদেৎ ততঃ কামদেবেতি তত আয়েতি তদন্তে বিদ্মহে ইতি ততঃ পুষ্পবাণায়েতি ততশ্চ ধীমহীতি ততশ্চ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি বদেদিত্যর্থঃ। ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদিতি ভবতি ॥ ১৪৬ ॥
এতাং কামগায়ত্রীং দশধা দশবারান্ জপন্ সন্ তং কৃষ্ণং ॥ ১৪৭ ॥

বর্ত্তী সেই শ্রীকৃষ্ণকে কামগায়ত্রী উচ্চারণ করত অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥ ১৪৫ ॥

সনৎকুমারকল্পে কামগায়ত্রী উক্ত হইয়াছে যথা—

প্রথমে মন্মথ অর্থাৎ “ক্লীং” বীজ উচ্চারণ করিয়া পরে কামদেব শব্দ বলিবে, তাহার পর “আয়” তাহার পর “বিদ্মহে” তাহার পর “পুষ্পবাণায়” উচ্চারণ করিবে, পরে “ধীমহি” উচ্চারণ করিয়া তাহার পর “তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ” উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ “ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ, ইহার অর্থ এই যে, কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদিগের অন্তঃকরণে সেই পরমাত্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন ॥ ১৪৬ ॥

অথবা সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া এই কামগায়ত্রী দশবার জপ করিবেন। পরে “ক্ষমস্ব” অর্থাৎ ক্ষমা করুন এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিসর্জন করিয়া শেষে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন ॥ ১৪৭ ॥

তান্ত্রিক সন্ধ্যা এবং জলে পূজাকরণ, এই দুইয়ের যে অন্য কোনও

যোঽন্যো মন্যেত সোঽপ্যত্র তদ্বিশেষায় লিখ্যতে ॥ ১৪৮ ॥

অথ মতান্তর-তান্ত্রিকসন্ধ্যাবিধিঃ ॥

আদৌ দক্ষিণহস্তেন গৃহ্নীয়াদ্বারি বৈষ্ণবঃ।
ততো হৃদয়মন্ত্রেণ বামপাণিতলেঽর্পয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥
তদঙ্গুলীবিনির্যাতাম্ভঃকণৈর্দক্ষপাণিনা।
মস্তকে নেত্রমন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ সংপ্রোক্ষণং ততঃ।
শিষ্টং তচ্চাস্ত্রমন্ত্রেণাদায়াম্ভোদক্ষপাণিনা।
অধঃক্ষিপেৎ পুনশ্চৈবমিতি বারচতুষ্টয়ং ॥ ১৫০ ॥
পুনর্হৃদয়মন্ত্রেণাদায়াম্ভোদক্ষপাণিনা।

তয়োস্তান্ত্রিকসন্ধ্যাজলার্চ্চয়োর্বিধিবিশেষজ্ঞাপনায়েত্যর্থঃ ॥ ১৪৮ ॥

অর্পয়েৎ স্থসেৎ তদ্বার্য্যেব ॥ ১৪৯ ॥

তস্ত বামপাণেরঙ্গুলিভ্যো বিনির্যাতৈঃ বিনিঃসৃতৈঃ অম্ভঃকণৈঃ জলবিন্দুভির্দক্ষেণ দক্ষিণেন পাণিনা। শিষ্টং অবশিষ্টং। যদ্বামপাণিতলস্থং তৎ। ইতি বারচতুষ্টয়ং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫০ ॥

পুনঃ অম্ভো জলং দক্ষপাণিনা আদায় গৃহীত্বা বামেন নাসাপুটেনাঘ্রায়েতি আঘ্রাণে-

বিধির ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহাও ঐ দুইয়ের বিশেষ বিধি জানাইবার নিমিত্ত এই স্থলে লিখিত হইতেছে ॥ ১৪৮ ॥

অথ মতান্তরে তান্ত্রিকসন্ধ্যার বিধি ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রথমতঃ জল গ্রহণ করিবেন, পরে হৃদয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ জল বামকরতলে অর্পণ করিবেন, ॥ ১৪৯ ॥

তাহার পর নেত্রমন্ত্র উচ্চারণ করত ঐ বাম হস্তের অঙ্গুলির মধ্য দিয়া বিনির্গত জলকণা সকল দক্ষিণ হস্তের দ্বারা মস্তকে প্রোক্ষণ করিবেন। অবশিষ্ট ঐ জল অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিম্নে নিঃক্ষেপ করিবেন, পুনর্ব্বারও এই প্রকার করিবেন, এই রূপ চারি বার ॥ ১৫০ ॥

পুনর্ব্বার হৃদয়মন্ত্র উচ্চারণ করত দক্ষিণহস্তে জল লইয়া বাম

নাসাপুটেন বামেনাঘ্রায়ান্যেন বিসর্জয়েৎ ॥ ১৫১ ॥
অথাম্ভোহঞ্জলিমাদায় সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনে।
অর্ঘ্যং গোপালগায়ত্র্যা কৃষ্ণায় ত্রি র্নিবেদয়েৎ ॥
সাচোক্তা ॥
ব্রূয়াদ্গোপীজনং ঙেন্তং বিদ্মহে ইত্যতঃ পরং।
পুনর্গোপীজনং তদ্বদ্ধীমহীতি ততঃ পরং।
তন্নঃ কৃষ্ণ ইতি প্রান্তে প্রপূর্ব্বং চোদয়াদিতি ॥ ১৫২ ॥
মূর্দ্ধ্নি ন্যসেৎ তদঙ্গানি ললাটে নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।

নান্তর্গত দোষং প্রক্ষাল্য। অন্যেন দক্ষিণেন নাসাপুটেন নিঃসার্য্য বিসৃজেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥
ঙে ইতি চতুর্থ্যেকবচনং অন্তে যস্য তং গোপীজনং। তদ্বচ্চতুর্থ্যন্তমিত্যর্থঃ। প্রান্তে সর্ব্বশেষে প্রশব্দ পূর্ব্বকং চোদয়াদিতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চৈবং স্যাৎ। গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াদিতি ॥ ১৫২ ॥

নাসারন্ধ্র দ্বারা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৫১ ॥

অনন্তর জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া গোপালগায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে তিন বার অর্ঘ্যদান করিবেন ॥

গোপালগায়ত্রী উক্ত হইয়াছে যথা—

"গোপীজন" এই শব্দটী চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত করিয়া উচ্চারণ করিবে, তৎপরে "বিদ্মহে" এইপদ, পুনরায় সেই প্রকার "গোপীজন" এই পদ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত করিয়া তাহার পর "ধীমহি" এই পদ, সর্ব্ব শেষে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ" এই পদ প্রয়োগ করিবে। অর্থাৎ "গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ"। ইহার অর্থ এই যে, আমরা গোপীজনকে অবগত হই, গোপীজনকে চিন্তা করি, কৃষ্ণ আমাদিগের অন্তঃকরণে পরম তত্ত্ব প্রেরণ করুন ॥ ১৫২ ॥

তৎপরে ক্রম পূর্ব্বক গোপাল গায়ত্রীর অঙ্গ সকলকে অর্থাৎ ছয়

ভুজয়োঃ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গেষু তথা ক্রমাৎ ॥ ১৫৩ ॥
তানি চোক্তানি ॥
পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিশ্চৈব পঞ্চভিশ্চ ত্রিভিঃ পুনঃ ॥
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ কুর্য্যাদঙ্গানি বর্ণকৈরিতি ॥ ১৫৪ ॥
রাসক্রীড়ারতং কৃষ্ণং ধ্যাত্বা চাদিত্যমণ্ডলে।
তৎ সম্মুখোৎক্ষিপ্তভুজো গায়ত্রীং তাং জপেৎ ক্ষণং ॥ ১৫৫ ॥
অথ তত্র জলে শ্রীভগবৎপূজাবিধিঃ ॥
অঙ্গন্যাসং স্বমন্ত্রেণ কৃত্বাথাব্জং জলান্তরে।

অস্যা গোপালগায়ত্র্যাঃ অঙ্গানি ষট্ মূর্দ্ধাদি ষট্স্থানেষু ক্রমান্ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥
অঙ্গান্যেব বিভজ্য দর্শয়তি পঞ্চভিরিতি বর্ণকৈ র্ব্বর্ণৈঃ স্বার্থে কঃ ॥ ১৫৪ ॥
তস্য আদিত্যমণ্ডলস্য সংমুখে অভিমুখে উৎক্ষিপ্তৌ ভুজৌ যেন তথাভূতঃ সন্ ॥ ১৫৫ ॥
এতস্মিন্ অব্জে মানসান্ মনঃ কল্পিতান্ গন্ধাদীন্ পঞ্চোপচারান্ ॥ ১৫৬ ॥

অঙ্গকে আপনার মস্তক, ললাট, চক্ষুর্দ্বয়, দুই বাহু, দুই পদ এবং সর্ব্বাঙ্গ এই ছয় অঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ১৫৬ ॥

গোপালগায়ত্রীর ছয় অঙ্গ উক্ত হইয়াছে যথা—

পাঁচ তিন, পুনরায় পাঁচ তিন, পরে চারি চারি বর্ণে অঙ্গ কল্পনা করিবে অর্থাৎ পাঁচ বর্ণে "গোপীজনায়" তিন বর্ণে "বিদ্মহে" পুনরায় পাঁচ বর্ণে "গোপজনায়" তিন বর্ণে "ধীমহি"। চারি চারি বর্ণে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" "প্রচোদয়াৎ"। পূর্ব্বে ক্রমানুসারে ন্যাস করিবে এই কথা বলা হইয়াছে, তাহার ক্রম এই যে, মস্তকে "গোপীজনায়" ললাটে 'বিদ্মহে" চক্ষুর্দ্বয়ে "গোপীজনায়" বাহুদ্বয়ে "ধীমহি" পদদ্বয়ে "তন্নঃ কৃষ্ণঃ" এবং সর্ব্বাঙ্গে "প্রচোদয়াৎ" এইরূপ ন্যাস করিবে ॥ ১৫৪ ॥

অনন্তর সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে রাসক্রীড়ায় আসক্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করত তাঁহার সম্মুখে দুইবাহু উত্তোলন করিয়া ক্ষণকাল ঐ গায়ত্রী জপ করিবেন ॥ ১৫৫ ॥

সেই জলে ভগবানের পূজাবিধি ॥

নিজের ইষ্টমন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস করিয়া জলমধ্যে পদ্ম চিন্তা করত

সঞ্চিন্ত্য পীঠমন্ত্রেণ তর্পয়েচ্চ সকৃৎ সকৃৎ।
তস্মিংশ্চ কৃষ্ণমাবাহ্য সকলীকৃত্যমানসান্।
পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বাপ্সু ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৫৬ ॥
তজ্জলং চামৃতং ধ্যাত্বা স্বমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য চ।
অষ্টোত্তরশতং কৃষ্ণোত্তমাঙ্গে তর্পয়েৎ কৃতী।
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ বারান্ বৈ পঞ্চবিংশতিং।
অভিজপ্তেনোদকেনাচমনং বিধিনাচরেৎ ॥ ১৫৭ ॥
অথ বিশেষতো দেবাদিতর্পণং ॥
পাদ্মে তত্রৈব ॥

অমৃতরূপং চিন্তয়িত্বা। কৃতীত্যনেন আবরণ তর্পণাদিকমুদ্বাসনঞ্চ পূর্ব্বানুসারেণ কুর্য্যাদেবেতি বোধ্যতে ॥ ১৫৭ ॥ ১৫৮ ॥

পীঠমন্ত্র সহকারে এক এক বার তর্পণ করিবেন। পরে ঐ পদ্মমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া ষড়ঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস করত মনঃকল্পিত গন্ধাদি পঞ্চোপচার জলে সমর্পণ পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা * অবলোকন করাইবেন ॥ ১৫৬ ॥

কর্ম্মকুশল ব্যক্তি সেই জলকে অমৃত ভাবনা করত তদুপরি স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া একশত অষ্টবার শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে তর্পণ করিবেন। তাহার পর জলের উপরে পঞ্চবিংশতিবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জল দ্বারা পূর্ব্ব দর্শিত বিধি অনুসারে আচমন করিবেন। কৃতী এই পদ প্রয়োগ হেতু সূর্য্যমণ্ডলে আরাধনা করিতে হইলে যেরূপ করিতে হয় তদনুসারে আবরণ তর্পণাদি ও বিসর্জন করিবেন ॥ ১৫৭ ॥

অথ বিশেষরূপ দেবতাদির তর্পণ ॥

পদ্মপুরাণের ব্যাসাম্বরীষসম্বাদে যথা—

* দুই হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আর তর্জনী ও মধ্যমা এই চারি অঙ্গুলিকে পরস্পর মুখে মুখে যোজনা করিলে ধেনুমুদ্রা হয় ॥

ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
দেবা যক্ষাস্তথানাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপকর্ম্মরতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া॥
কৃতোপবীতী দৈবেতু নিবীতী চ ভবেন্নরঃ।
মানুষাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রান্ ঋষীংস্তথা॥
ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ।

প্রথমতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিবে। তৎপরে দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নির্দ্দয়-প্রাণিগণ, সুপর্ণগণ, বৃক্ষগণ, বক্রগামী জীবগণ, পক্ষিগণ, বিদ্যাধরগণ, জলের আধার-স্বরূপ মেঘগণ, তথা আকাশচারিগণ, আর যে সকল জীব আহার করে না ও যাহারা পাপকর্ম্মে একান্ত আসক্ত, আমি তাহাদিগের তৃপ্তি নিমিত্ত এই জল দান করিলাম॥

মনুষ্য দেবতর্পণ কার্য্যে যজ্ঞসূত্রাদি দ্বারা বামস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ এবং অন্য তর্পণাদি কার্য্যে কণ্ঠলম্বিত উত্তরীয় ধারণ করিবেন। ভক্তি-সহকারে মনুষ্য, ঋষিপুত্র ও ঋষিদিগেরও তর্পণ করিবেন॥

তৎপরে সনক, সনন্দ তৃতীয় সনাতন, আর কপিল, আসুরি, বোঢু এবং পঞ্চশিখ-ইহাঁরা সকল আমার প্রদত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন॥

পরে আতপ তণ্ডুল দ্বারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ, তথা সমস্ত দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-

দেব ব্রহ্মঋষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ।
অপসব্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সব্যং জানু চ ভূতলে।
অগ্নিষ্বাত্তাস্তথা সৌম্যা বর্হিষ্বন্তস্তথোষ্মপাঃ।
কব্যানলৌ বর্হিষদস্তথা চৈবাজ্যপাঃ পুনঃ।
তর্পয়েৎ পিতৃভক্ত্যা চ সতিলোদকচন্দনৈঃ॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
দর্ভপাণিঃ সুপ্রযতঃ পিতৄন্ স্বান্ তর্পয়েত্ততঃ॥
পিত্রাদীন্ নামগোত্রেণ তথা মাতামহানপি।
সন্তর্প্য বিধিনা সর্ব্বান্ ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
যে হবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।

দিগের তর্পণ করিবে॥

তৎপরে যজ্ঞসূত্র দ্বারা দক্ষিণদিকে উত্তরীয় ধারণ করিয়া বামজানু ভূতলে সংস্থাপন করত সতিল জল ও চন্দন দ্বারা পিতৃভক্তি অনুসারে অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপ, বর্হিষ্বন্ত, উষ্মপ, কব্য, অনল, বর্হিষদ ও আজ্যপ এই সকল পিতৃগণের তর্পণ করিবে॥

তদনন্তর যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র এবং চিত্রগুপ্ত এই সকলকে নমস্কার করিবে॥

অনন্তর যত্নবান্ হইয়া হস্তে কুশ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পিতৃগণের তর্পণ করিবে। পিত্রাদি ও মাতামহ প্রভৃতির নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক বিধি অনুসারে তর্পণ করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে॥

যাঁহারা বান্ধব নহেন এবং যাঁহারা বান্ধব, তথা যাঁহারা অন্য জন্মে

তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণ ইতি॥ ১৫৮॥
সন্ধ্যোপাসনতঃ পূর্ব্বং কেচিদ্দেবাদিতর্পণং।
মন্যন্তে সকৃদেবেদং পুরাণোক্তানুসারতঃ॥ ১৫৯॥
তথাচ পাদ্মে। স্নানে মৃদ্গ্রহণানন্তরং॥
এবং স্নাত্বা ততঃ পশ্চাদাচম্য সুবিধানতঃ।
উত্থায় বাসসী শুক্লে শুদ্ধেতু পরিধায় বৈ।
ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যাপায়নায় বৈ॥ ১৬০॥
অতএব শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং॥

ইদং তত্তন্নামভির্বিশেষতো দেবাদিতর্পণং। তচ্চ সকৃদেব মনাস্তে নতু সামান্যবিশেষাভ্যাং বারদ্বয়মিত্যর্থঃ কুতঃ পুরাণানি পাদ্মকৌর্ম্মাদীনি তদুক্তানুসারাৎ॥ ১৫৯॥

ততস্তু তর্পণং কুর্য্যাদিতি সামান্যতস্তর্পণং ন স্যাৎ তন্নিরস্তমেব ব্রহ্মাণং ইত্যাদি বিশেষোক্তেঃ। তথা কৌর্ম্মেঽপি। স্নাত্বা সন্তর্পয়েদ্দেবান্ ঋষীন্ পিতৃগণাংস্তথা। আচম্য মন্ত্রবিত্তাং পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ। সংমার্জ্য মন্ত্রৈরাত্মানং কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আপোহিষ্ঠা ব্যাহৃতিভিঃ সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ। ওঁকার ব্যাহৃতিযুতাং গায়ত্রীং বেদমাতরং। জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাৎ ভাস্করং প্রতি তন্মনা ইতি। ভাস্করোপস্থানঞ্চ সন্ধ্যোপাসনানন্তরং অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিত ইত্যাদিনা তত্রৈবোক্তমস্তি। এবং মতভেদঃ শাখাদিভেদেনোক্তঃ॥ ১৬০॥

বান্ধব আর যাঁহারা আমার নিকট জল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তি লাভ করুন॥ ১৫৮॥

কূর্ম্মপুরাণ ও পদ্মপুরাণের ব্যবস্থানুসারে কোন পণ্ডিত সন্ধ্যাবন্দনার পূর্ব্বে এই দেবাদির তর্পণ একবারমাত্র করিবে, এইরূপ সম্মতি প্রকাশ করেন॥ ১৫৯॥

অতএব পদ্মপুরাণে। স্নান বিষয়ে মৃত্তিকাগ্রহণের পর॥

এই প্রকার স্নান করিয়া তাহার পর তর্পণ করিবে, পশ্চাৎ বিধি অনুসারে আচমন করত, জল হইতে উত্থান পূর্ব্বক পবিত্র শুক্লবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া তৎপরে ত্রৈলোক্য তৃপ্তি নিমিত্ত তর্পণ করিবে॥১৬০

অতএব রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়॥

নিষ্পীড়য়িত্বা বস্ত্রন্তু পশ্চাৎ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
অন্যথা কুরুতে যস্তু স্নানং তস্যাফলং ভবেৎ॥ ১৬১॥
কিঞ্চ॥
বস্ত্রং ত্রিগুণিতং যস্তু নিষ্পীড়য়তি মূঢ়ধীঃ।
বৃথা স্নানং ভবেত্তস্য নিষ্পীড়য়তি চাম্বুনি॥ ১৬২॥
অথ স্নানাদৌ সদ্ভাবাপেক্ষা॥
কাশীখণ্ডে॥
অপি সর্ব্ব নদীতোয়ৈর্ম্মৃৎকূটৈশ্চাথ গোরসৈঃ।
আপাতমাচরেচ্ছৌচং ভাবদুষ্টো ন শুদ্ধিভাক্।
নক্তং দিনং নিমজ্জ্যাপ্সু কৈবর্ত্তাঃ কিমু পাবনাঃ।

নিষ্পীড়য়িত্বেত্যার্ষং নিষ্পীড্য॥ ১৬১॥
প্রসঙ্গাদ্বস্ত্রনিষ্পীড়নে বিধিবিশেষং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকোক্তমেব লিখতি বস্ত্রমিতি॥ ১৬২॥
আপাতং মরণপর্য্যন্তমাচরন্নপি। ভাবদুষ্টো নাস্তিক ইত্যর্থঃ॥ ১৬৩॥

অগ্রে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া অর্থাৎ নেঙ্গরাইয়া পশ্চাৎ সন্ধ্যা করিবে, যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা করেন তাঁহার স্নান বিফল হয়॥ ১৬১॥

আরও বলি॥

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি বস্ত্রকে তিনভাগ করিয়া একত্র নিষ্পীড়ন করে, অথবা জলের মধ্যে বস্ত্রনিষ্পীড়ন করে, তাহার স্নান বৃথা হয়॥ ১৬২॥

স্নানাদিতে সদ্ভাবের অপেক্ষা অর্থাৎ বিশ্বাস করার আবশ্যক॥

কাশীখণ্ডে॥

সকল নদীর জল, মৃত্তিকারাশি ও গোরস দ্বারা নাস্তিক ব্যক্তি মরণ পর্য্যন্ত শৌচবিধান করিলেও পবিত্র হইতে পারে না॥

কৈবর্ত্তগণ দিবারাত্র জলে মগ্ন হইতেছে, তাহাতে কি তাহারা পবিত্র হইতে পারে?। এইরূপ নাস্তিকগণ শত ২ স্নান করিলেও শুদ্ধ

শতশোঽপি তথা স্নাতা ন শুদ্ধা ভাবদূষিতাঃ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসম্বাদে ॥

পুণ্যেন গাঙ্গেন জলেন কালে
দেশেঽপি যঃ স্নানপরঃ কথঞ্চিৎ।
আজন্মনো ভাবহতোঽপি দাতা
ন শুদ্ধ্যতীত্যেব মতং মমৈতৎ ॥
প্রজ্বাল্য বহ্নিং ঘৃততৈলসিক্তং
প্রদক্ষিণাবর্ত্তশিখং স্বকালে।
প্রবিশ্য দগ্ধঃ কিল ভাবদুষ্টো
ন স্বর্গমাপ্নোতি ফলং নচান্যৎ ॥ ৬৩ ॥

অতএব ভবিষ্যোত্তরে ॥

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ বাঙ্মনশ্চ সুসংযতং।

যস্যেতি হস্তাদি সংযমেন তীর্থে পাপানুৎপত্তেঃ বিদ্যাদিনাচ শ্রদ্ধাবিশেষাদ্যুৎপত্তে-

হইতে পারে না ॥

পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে
শ্রীনারদ ও অম্বরীষসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি জন্ম অবধি নাস্তিক, সে যদি পুণ্যকালে ও পুণ্যদেশে পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা স্নানপরায়ণ হইয়া দানশীল হয়, তাহা হইলেও সে কোন ক্রমে পবিত্র হয় না, এই আমার মত ॥

ভাবদুষ্ট অর্থাৎ নাস্তিক ব্যক্তি আপনার কাল উপস্থিত হওয়ায় যদি ঘৃত ও তৈল দ্বারা সিক্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলন করে এবং তাহার শিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করত দগ্ধ হয়, তথাপি সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না এবং অন্য প্রকার ফলও লাভ করিতে পারে না॥১৬৩

অতএব ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে ॥

যাঁহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, বাক্য ও মনঃ সুন্দর রূপে বশীকৃত এবং

বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমাপ্নুয়াৎ।
অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ ১৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শৌচীয়ো নাম তৃতীয়োবিলাসঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

যথোক্ত ফললাভঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি তৃতীয়বিলাসঃ ॥ * ॥

যাঁহাদের বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি আছে তিনিই তীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়েন, শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক এবং যাঁহার সন্দেহ ছেদন হয় নাই, যিনি কেবল কুতর্কনিষ্ঠ এই পাঁচ জন তীর্থের ফলভাগী হন না ॥ ১৬৪ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে তৃতীয়ো বিলাসঃ ॥ * ॥ ৩ ॥ * ॥

চতুর্থ বিলাসঃ।

স্নাত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামতীর্থোত্তমে সকৃৎ।
নিত্যাশুচিঃ শুচীন্দ্রঃ সন্ স্বধর্ম্মং বক্তুমর্হতি ॥ ১ ॥
অথ স্বগৃহমাগচ্ছেদাদৌ নত্বেষ্টদেবতাং।
গুরূন্ জ্যেষ্ঠাংশ্চ পুষ্পৈধঃকুশাম্ভোধারকেতরান্ ॥
তথাচ নৃসিংহপুরাণে ॥

এতাদৃশ স্নানাদপি ভগবন্নাম সেবনমেব পরমশোধনমিত্যভিপ্রেত্য তেন চানধিকারি-গোপ্যাত্মনো ভগবদ্ধর্ম্ম লিখনে যোগ্যতাং সম্ভাবয়ন্ লিখতি স্নাত্বেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেতি নামৈব তীর্থোত্তমং তস্মিন্ সকৃদপি স্নাত্বা কদাচিত্তৎ সেবিত্বেত্যর্থঃ নিত্যাশুচিঃ জাত্যাদিনা পরমাপবিত্রোঽপি জনঃ শুচিগণশ্রেষ্ঠঃ সন্ বক্তুমর্হতি প্রবচনযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
এধঃ কাষ্ঠং। পুষ্পাদীনাং ধারকেভ্যঃ ইতরান্ অন্যান্। তথাচ বৃহন্নারদীয়ে সদাচার-প্রসঙ্গে। তথা স্নানং প্রকুর্ব্বন্তং সমিৎ পুষ্পহরং তথা। উদপাত্রধরঞ্চৈব ভুঞ্জন্তং নাভিবাদ-য়েদিতি ॥ ২ ॥

যে ব্যক্তি নিত্য অশুচি সেও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম রূপ পবিত্র তীর্থে একবার মাত্র স্নান করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করে এবং স্বধর্ম্ম বলিতে যোগ্য হয় ॥

অনন্তর অর্থাৎ স্নানাদির পর প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে এবং যাঁহারা পূজার্থ পুষ্প, যজ্ঞনিমিত্ত কাষ্ঠ, কুশ তথা জল আনয়ন করিতেছেন, সেই সকল ভিন্ন অন্য গুরুজনকে ও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সকলকে প্রণাম করিয়া নিজগৃহে আগমন করিবে ॥

অতএব নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥

জলে দেবং নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেদ্‌গৃহং পুমান্।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন ততো বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ॥

অথ শ্রীভগবন্মন্দিরসংস্কারঃ ॥

মন্দিরং মার্জ্জয়েদ্বিষ্ণোর্বিধায়াচমনাদিকং।
কৃষ্ণং পশ্যন্ কীর্ত্তয়ংশ্চ দাস্যেনাত্মানমর্পয়েৎ ॥ ২ ॥
শুদ্ধং গোময়মাদায় ততো মৃৎস্নাং জলং তথা।
ভক্ত্যা তৎপরিতো লিম্পেদভ্যুক্ষেচ্চ তদঙ্গনং ॥ ৩ ॥

তথাচ নবমস্কন্ধে শ্রীমদম্বরীষোপাখ্যানে ॥

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।

তৎ বিষ্ণুমন্দিরং তস্যাঙ্গনং অভ্যুক্ষেচ্চ ॥ ৩ ॥

আদিশব্দেন উপলেপনাদীনি। শ্রুতিং শ্রোত্রং। অচ্যুতস্য সৎ কথানাং উদয়ে শ্রবণে

মনুষ্য জল মধ্যে দেবতাকে নমস্কার করিয়া তাহার পর গৃহে আগমন করিবে। পরে পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করিবে ॥

অথ ভগবন্মন্দিরসংস্কার ॥

আচমনাদি করিয়া বিষ্ণুর মন্দির মার্জন করিবে, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ও তদীয় নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে দাস্যভাবে আত্মসমর্পণ করিবে ॥ ২ ॥

তাহার পর শুদ্ধ গোময়, উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা এবং জল লইয়া বিষ্ণু মন্দিরের চতুর্দ্দিকে লেপন এবং প্রাঙ্গন অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ ছড়া দিবে ॥ ৩

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে
৪ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে অম্বরীষের উপাখ্যানে যথা—

সেই রাজর্ষি অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য সকলকে নিয়োগ করিয়াছিলেন হরিমন্দির

করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥ ৪ ॥

একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ভগবদ্ধর্ম্মকথনে ॥

সংমার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া ॥ ৫ ॥

অথ তত্র সংমার্জনমাহাত্ম্যং ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

নরসিংহগৃহে নিত্যং যঃ সংমার্জনমাচরেৎ।
সমস্তপাপনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে স মোদতে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

প্রাদুর্ভাবে বা চকার ॥ ৪ ॥

সংমার্জনং রজসোপাকরণং উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং। সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং। মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিরচনং। যথা মহ্যং মম গৃহশুশ্রূষণং আলয়সংস্কারঃ ॥৫॥

মার্জনাদিতে করদ্বয়কে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং অচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে
শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ভগবদ্ধর্ম্মকথনে ॥

সংমার্জন, গোময়লেপন, জলসেক ও সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি নির্ম্মাণ করণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা ভৃত্যের ন্যায় অকপট ভাবে আমার গৃহ শুশ্রূষা করা ॥ ৫ ॥

অথ ঐ কার্য্যের মধ্যে বিষ্ণুমন্দির সংমার্জনের মাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যিনি প্রতিদিন নৃসিংহদেবের গৃহমার্জন করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দ লাভ করেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

সংমার্জনন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুরুষঃ কেশবালয়ে।
রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।
পাংশূনাং যাবতাং রাজন্ কুর্য্যাৎ সংমার্জনং নরঃ।
তাবন্ত্যব্দানি স সুখী নাকমাসাদ্য মোদতে॥
বারাহে॥
যাবৎকানি প্রহারাণি ভূমিসংমার্জনে দদুঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শাকদ্বীপে মহীয়তে॥ ৬॥
জায়তে মম ভক্তশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বিতঃ।
শুচির্ভাগবতঃ শুদ্ধো হ্যপরাধবিবর্জিতঃ।
ততো ভুক্ত্বা সর্ব্বভোগান্ তীর্ত্বা সংসারসাগরং।
শাকদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।
নন্দনং বনমাশ্রিত্য মোদন্তে চাপ্সরৈঃ সহ।

যাবৎকানি প্রহারাণি নপুংসকত্বমার্ষং। যাবতঃ সংমার্জন্যা প্রহারান্। ভূমেঃ সংমার্জনে। হে ভূমীতি পৃথক্ পদং বা॥ ৬॥

যে পুরুষ কেশবের আলয় সংমার্জন করেন, তিনি রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবেন সংশয় নাই॥

হে রাজন্! মনুষ্য যত পরিমাণে ধূলি মার্জন করিবেন তত বৎসর স্বর্গে থাকিয়া সুখে আনন্দানুভব করিবেন॥

বরাহপুরাণে॥

বরাহদেব কহিলেন, হে পৃথিবি! ভূমিসংমার্জনে সম্মার্জনী দ্বারা যতবার প্রহার করিয়াছিলেন, তত সহস্র বৎসর শাকদ্বীপে আনন্দিত হইবেন॥৬

পরে আমার ভক্তরূপে জন্ম গ্রহণ করত সর্ব্ব—ধর্ম্ম—সম্পন্ন, শুচি, ভগবৎপ্রিয়, শুদ্ধ ও অপরাধ বর্জিত হইবেন। তদনন্তর তিনি সমুদায় ভোগ উপভোগ পূর্ব্বক সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া, শাকদ্বীপ হইতে ভ্রষ্ট হওত স্বর্গলোকে গমন করিবেন॥

অনন্তর তথায় নন্দনবনে বাস করিয়া অপ্সরঃ সকলের সহিত আনন্দ

নন্দনাচ্চ পরিভ্রষ্টো মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকস্তু গচ্ছতি ॥ ৭ ॥
অথোপলেপনমাহাত্ম্যং ॥
তত্রৈব ॥
গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমি মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
যাবতস্তু পদাংস্তত্র সমন্তাদুপলেপয়েৎ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি মদ্ভক্তো জায়তে তথা।
সমীপে যদি বা দূরে যশ্চালয়তি গোময়ং।
যাবত্তস্য পদাগ্রাণি তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৮ ॥
শাল্মলৌ তৎপরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্ম্মিকঃ।
মদ্ভক্তশ্চৈব জায়েত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।

মম কর্ম্মব্যবস্থিতঃ মদ্ভক্তিনিষ্ঠঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
গৃহ্য গৃহীত্বা। যাবতঃ পদানিতি পুংস্ত্বমার্ষং ॥ ৮ ॥
তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ॥ ৯ ॥

অনুভব করিবেন, পরে নন্দনবন হইতে বিচ্যুত হইয়া আমার ভক্তিতে নিষ্ঠা লাভ পুরঃসর সমুদায় বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমার লোকে গমন করিবেন ॥ ৭ ॥

অথ বিষ্ণুমন্দিরলেপনমাহাত্ম্য ॥

ঐ বরাহপুরাণে ॥

হে ভূমে! গোময় গ্রহণ করিয়া অমার যে মন্দিরলেপন করিবেন। সেই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যত পদ লেপন করিবেন, তত সহস্র বৎসর আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিবেন। সমীপে হউক বা দূরেই হউক যিনি গোময় দ্বারা লেপন করেন তাঁহার ঐ লেপন কার্য্যে পদের যত অগ্রভাগ পাত হইবে তত বৎসর স্বর্গে আনন্দিত হইবেন ॥ ৮ ॥

পরে সেই স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া শাল্মলিদ্বীপে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা হওত আমার ভক্ত হইয়া সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইবেন ॥

যশ্চালেপয়তে ভূমিং গোময়েন দৃঢ়ব্রতঃ।
তস্য দৃষ্ট্বানুলেপন্তু মম তুষ্টিঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥
গোশ্চ যস্যাঃ পুরীষেণ ক্রিয়তে ভূমিলেপনং।
একেনৈব তু লেপেন গোযোন্যা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ১০ ॥
স্থানোপলেপনে ভূমে সলিলং যো দদাতি মে।
তস্য পুণ্যং মহাভাগে শৃণু তত্ত্বেন নিষ্কলং ॥ ১১ ॥
যাবন্তি জলবিন্দূনি লিপ্যমানস্য সুন্দরি।
তাবৎ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
যাবন্তো বিন্দবঃ কেচিৎ পানীয়স্য বসুন্ধরে।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহীয়তে ॥ ১২ ॥

সা গৌর্বিশেষেণ প্রকর্ষেণ চ মুচ্যতে। গোলোকং যাতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
নিষ্কলং শুদ্ধং ॥ ১১ ॥
যাবন্তি জলবিন্দূনীতি নপুংসকত্বমার্ষং। স্থানস্য লিপ্যমানস্য সতঃ যত্র যাবন্তো জলবিন্দবো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যিনি একান্ত ব্রতপরায়ণ হইয়া গোময় দ্বারা ভূমিলেপন করেন, তাঁহার সেই লেপন কার্য্য অবলোকন করিয়া আমার সন্তোষ জন্মে। ৯।

যাহার গোময় দ্বারা ভূমিলেপন করা হয়, সে গোও একবার লেপন মাত্রেই বিশিষ্টরূপে গোযোনি হইতে মুক্ত হয় ॥ ১০ ॥

হে ভূমে! আমার স্থানলেপন-কার্য্যে যে ব্যক্তি জলদান করে, হে মহাভাগ্যবতি! তাহার যথার্থরূপে বিশুদ্ধ পুণ্য বলি শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

হে সুন্দরি! লেপনকারি ব্যক্তির যত সংখ্যা জলবিন্দু প্রদত্ত হয়, তিনি তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে সুখী হয়েন ॥

হে বসুন্ধরে! কোন ব্যক্তি লেপনকার্য্যে জল প্রদান করিলে তাহাতে যত সংখ্যক বিন্দু হইতে পারে, তিনি তত সহস্র বৎসর ক্রৌঞ্চদ্বীপে আনন্দানুভব করিবেন ॥ ১২ ॥

ক্রৌঞ্চদ্বীপাৎ পরিভ্রষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য মম লোকঞ্চ গচ্ছতি ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
কৃত্বোপলেপনং বিষ্ণো র্নরস্ত্বায়তনে সদা ।
গোময়েন শুভাঁল্লোকানযত্নাদেব গচ্ছতি ।
হস্তপ্রমাণং ভূভাগমুপলিপ্য নরাধিপঃ ।
দেবরামাশতং নাকে লভতে সততং নরঃ ॥
নারসিংহে ॥
গোময়েন মৃদা তোয়ৈ র্যঃ কুর্য্যাদুপলেপনং ।
চান্দ্রায়ণফলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৩ ॥
তত্রৈব শ্রীধর্ম্মরাজস্য দূতানুশাসনে ॥

পশ্চাচ্চ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ সন্ ক্রৌঞ্চদ্বীপে গতো মহীয়তে তত্রত্যৈঃ পূজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পরে ক্রৌঞ্চদ্বীপ হইতে বিচ্যুত হইয়া সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মে নিষ্ঠা লাভ করিয়া সমুদায় বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করত আমার লোকে গমন করিবেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মনুষ্য বিষ্ণুমন্দির সর্ব্বদা গোময় দ্বারা লেপন করিয়া বিনা যত্নে পবিত্র লোকে গমন করেন ॥

পুরুষ একহস্ত পরিমিত ভূমিলেপন করিলে রাজা হইয়া স্বর্গে গমন করত তথায় সর্ব্বদা শত শত দেবরমণী প্রাপ্ত হয়েন ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যিনি গোময়, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা লেপন করেন, তিনি চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দ অনুভব করেন ॥ ১৩ ॥

ঐ নৃসিংহপুরাণে দূতের প্রতি যমরাজার শাসন বিষয়ে ॥

সংমার্জনং যঃ কুরুতে গোময়েনোপলেপনং।
করোতি ভবনে বিষ্ণোস্ত্যাজ্যং তেষাং কুলত্রয়ং।
অথাভ্যুক্ষণমাহাত্ম্যং।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ পানীয়েন সুরালয়ে।
স শান্ততাপো ভবতি নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥ ১৪ ॥
অভ্যুক্ষণন্তু যঃ কুর্য্যাদ্দেবদেবাজিরে নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বারুণং লোকমশ্নুত ইতি ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বতোভদ্রপদ্মাদীনভিজ্ঞঃ স্বস্তিকানি চ।
বিরচয্য বিচিত্রাণি মণ্ডয়েদ্ধরিমন্দিরং ॥

উপলেপকস্য পাপক্ষয়াদিকং কিং বাচ্যং তস্য সম্বন্ধিনামপি তথৈব স্যাদিতি লিখতি সংমার্জনমিতি। কুলত্রয়ং পিতৃকুলং মাতৃকুলং ভার্য্যাকুলং চেতি ॥ ১৪ ॥
দেবদেবস্য অজিরে অঙ্গণে ॥ ১৫ ॥

যমরাজ কহিলেন, হে দূতগণ! যিনি বিষ্ণুমন্দির মার্জন ও গোময় দ্বারা লেপন করেন, তাঁহাদিগের তিনকুলকে পরিত্যাগ করিবা অর্থাৎ আমার আলয়ে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবা না ॥

অথ অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ জলসেচনের মাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যিনি দেবমন্দিরে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ অর্থাৎ ছড়া দেন, তাঁহার তাপ শান্ত হইবে এ বিষয়ে কোন বিচারের আবশ্যক করে না ॥ ১৪ ॥

যে মনুষ্য দেবদেব বিষ্ণুর অঙ্গণে অভ্যুক্ষণ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া বরুণলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সকল বিষয়ে পারদর্শী তিনি সর্ব্বতোভদ্র ও পদ্মাদিমণ্ডল তথা স্বস্তিকাদি রচনা করিয়া হরিমন্দির চিত্র বিচিত্র করিবেন ॥

তথাচ নারসিংহে ॥

সংমার্জনোপলেপাভ্যাং রঙ্গপদ্মাদিশোভনং।

কুর্য্যাৎ স্থানং মহাবিষ্ণোঃ সোজ্জ্বলাঙ্গং মুদান্বিতঃ॥ ১৬ ॥

অথ মণ্ডলমাহাত্ম্যং।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

অগম্যাগমনে পাপমভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণে।

সর্ব্বং তন্নাশমাপ্নোতি মণ্ডয়িত্বা হরে গৃহং।

অণুমাত্রন্তু যঃ কুর্য্যান্মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ।

মৃদা ধাতুবিকারৈশ্চ দিবি কল্পশতং বসেৎ।

রঙ্গং বিবিধবর্ণচিত্রং পদ্মাদি চ যদ্বা রঙ্গৈ র্বিচিত্রবর্ণচূর্ণৈ র্যৎ পদ্মাদি তেন শোভিতং আদিশব্দেন স্বস্তিকাদি। উজ্জ্বলানি শোভনানি অঙ্গানি ভিত্তিপ্রাকারাদীনি তৎসহিতঞ্চ কুর্য্যাৎ। অঙ্গান্যপি বিভূষয়েদিত্যর্থঃ ক্রিয়াবিশেষণং বা তথাপি স এবার্থঃ॥ ১৬ ॥

মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রাদি। কেশবাগ্রতো মণ্ডলং করোতীতি শেষঃ। কুরুত ইতি পূর্ব্বেণৈবানুষঙ্গঃ॥ ১৭ ॥

অতএব নৃসিংহপুরাণে ॥

আনন্দ সহকারে মহাবিষ্ণুর মন্দির বিচিত্র বর্ণ চূর্ণে বিরচিত পদ্মাদি দ্বারা শোভিত করিবেন এবং সম্মার্জন ও উপলেপন দ্বারা তাহার ভিত্তি সকলকে উজ্জ্বল করিবেন॥ ১৬॥

অথ মণ্ডলমাহাত্ম্য।

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

অগম্যাগমনে ও অভক্ষ্যভক্ষণে যে যে পাপ হয়, হরিমন্দির অলঙ্কৃত করিলে তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়॥

যিনি কেশবের অগ্রে মৃত্তিকা অথবা বিবিধ ধাতু বিকারদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও শোভা রচনা করেন,তিনি একশত কল্প স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন॥

শালগ্রামশিলাগ্রে তু যঃ কুর্য্যাৎ স্বস্তিকং শুভং।
কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ পুণাত্যাসপ্তমং কুলং॥
মণ্ডলং কুরুতে নিত্যং যা নারীকেশবাগ্রতঃ।
সপ্তজন্মানি বৈধব্যং ন প্রাপ্নোতি কদাচন।
গৃহীত্বা গোময়ং যাতু মণ্ডলং কেশবাগ্রতঃ।
ভর্ত্তুর্বিয়োগং নাপ্নোতি সন্ততেশ্চ ধনস্য চ।
প্রাঙ্গণং বর্ণকোপেতং স্বস্তিকৈশ্চ সমন্বিতং।
দেবস্য কুরুতে যস্তু ক্রীড়তে ভুবনত্রয়ে॥ ১৭॥
নারদীয়ে॥
মৃদা ধাতুবিকারৈর্ব্বা বর্ণকৈর্গোময়েন বা।
উপলেপনকৃদ্যস্তু নরো বৈমানিকো ভবেৎ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে চ॥

উপলেপনং মণ্ডলাদিকং করোতীতি তথা সঃ॥ ১৮॥

যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে মঙ্গলস্বরূপ স্বস্তিকরচনা করেন, বিশেষ করিয়া যিনি কার্ত্তিক মাসে ঐ প্রকার নির্ম্মাণ করেন, তিনি আপনার সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন॥

যে স্ত্রী প্রতিদিবস কেশবের অগ্রে মণ্ডল নির্ম্মাণ করেন, তিনি সপ্ত জন্মের মধ্যে কখনই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইবেন না॥

যে স্ত্রী গোময় গ্রহণ করিয়া কেশবের সম্মুখে মণ্ডলরচনা করেন, তিনি স্বামী, সন্তান ও ধনের বিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন না॥

যিনি দেবের প্রাঙ্গণকে বিচিত্র বর্ণ সংযুক্ত এবং স্বস্তিকাদি দ্বারা ভূষিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে আনন্দসহকারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥ ১৭

নারদপুরাণে॥

যে মনুষ্য মৃত্তিকা, ধাতুবিকার, নানাবিধ বর্ণক এবং গোময়দ্বারা উপলেপন করেন, তিনি বিমানচারী দেবতা হইয়া থাকেন॥

হরিভক্তিসুধোদয়েও॥

উপলিপ্যালয়ং বিষ্ণোশ্চিত্রয়িত্বাথ বর্ণকৈঃ ।
বিষ্ণুলোকেঽথ তত্রস্থৈঃ সস্পৃহং বীক্ষ্যতে সুখী ॥ ১৮ ॥
অথ স্বস্তিকলক্ষণং ॥
আগমে ॥
বিদিগ্‌গতচতুষ্কাণি ভিত্বা ষোড়শধা সুধীঃ ।
মার্জয়েৎ স্বস্তিকাকারং শ্বেতপীতারুণাসিতৈঃ ॥
তত্র চ পঞ্চরাত্রবচনং ॥
রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থং হি কারয়েৎ ।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন শুক্লং বা যবসম্ভবং ।
রক্তকুঙ্কুমসিন্দূরগৈরিকাদিসমুদ্ভবং ।
হরিতালোদ্ভবং পীতং রজনীসম্ভবং ক্বচিৎ ।
কৃষ্ণং দগ্ধৈর্হরিদ্যবৈর্হরিৎপীতৈর্ব্বিমিশ্রিতং ॥ ১৯ ॥

শ্বেতাদিবর্ণৈশ্চূর্ণৈঃ হরিদ্যবৈর্হরিদ্বর্ণযবৈর্দগ্ধৈঃ কৃষ্ণবর্ণং স্যাৎ। তচ্চ পীতৈর্বিমিশ্রিতং হরিদ্বর্ণং স্যাদিত্যর্থঃ এবং বর্ণপঞ্চকমুক্তং ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আলয় লেপন এবং বিবিধ রঙ্গদ্বারা চিত্রিত করেন তিনি সুখী হয়েন, বিষ্ণুলোকবাসিগণ তাঁহার প্রতি সস্পৃহভাবে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন ॥ ১৮ ॥

অথ স্বস্তিকলক্ষণ ॥

আগমে ॥

পণ্ডিতব্যক্তি চারিকোণের চারি চতুষ্কোণকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণদ্বারা লেপন করিবেন, ইহারই নাম স্বস্তিক ॥

এই বিষয়ে পঞ্চরাত্রের বচন ॥

মণ্ডলের নিমিত্ত পঞ্চবর্ণের চূর্ণ প্রস্তুত করাইবে। শালিতণ্ডুল চূর্ণ অথবা যবচূর্ণদ্বারা শুক্ল, কুঙ্কুম, সিন্দূর কিম্বা গৈরিকাদিজাত দ্বারা রক্ত, হরিতাল এবং কোথাও বা হরিদ্রা চূর্ণদ্বারা পীত, দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবদ্বারা কৃষ্ণ, আর দগ্ধ হরিদ্বর্ণ যবচূর্ণে পীত মিশ্রিত করিলে হরিদ্বর্ণ হইবে॥১৯

অথ তত্র ধ্বজপতকাদ্যারোপণং।

ততোধ্বজপতাকাদি বিন্যস্য হরিমন্দিরে।
বিচিত্রং ভূষয়েত্তচ্চ ভগবদ্ভক্তিমান্নরঃ॥

অথ ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যং॥

স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয়প্রদ্যুম্নসম্বাদে॥

ধ্বজমারোপয়েদ্যস্তু প্রাসাদোপরিভক্তিতঃ।
তস্য ব্রহ্মপদে বাসঃ ক্রীড়তে ব্রহ্মণা সহ॥

বৃহন্নারদীয়ে॥

যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমং।
স পূজ্যতে বিরিঞ্চাদ্যৈঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ॥

তত্রৈবাগ্রে চ॥

তৎ হরিমন্দিরঞ্চ বিচিত্রং যথা স্যাত্তথা ভূষয়েৎ॥ ২০॥

অথ বিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপিত করার মাহাত্ম্য॥

ভগবানে ভক্তিমান্ মনুষ্য তাহার পর হরিমন্দিরে ধ্বজপতাকাদি আরোপণ করিয়া বিচিত্ররূপে ভূষিত করিবেন॥

অথ ধ্বজ আরোপণ করার মাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণে দ্বারকা মাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও প্রদ্যুম্নসম্বাদে॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্দিরের উপরে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং তিনি ব্রহ্মার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন॥

বৃহন্নারদীয়ে॥

যিনি বিষ্ণুমন্দিরে উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড আরোপণ করেন, অন্য আর অধিক কি বলিব, ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণের ঐ স্থলের কিঞ্চিৎ অগ্রে॥

পটোধ্বজস্য বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চলতি বায়ুনা।
তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
মহাপাতকযুক্তোবা যুক্তো বা সর্ব্বপাতকৈঃ।
ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি ধার্ম্মিকাঃ
তেঽপি সদ্যো বিমুচ্যন্তে হ্যুপপাতককোটিভিরিতি।
এবং বৃহন্নারদীয়ে খ্যাতং যচ্চান্যদদ্ভুতং।
ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যং তদ্দ্রষ্টব্যমিহাখিলং॥
অথ পতাকারোপণমাহাত্ম্যং॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে। তত্রৈব॥
কৃষ্ণালয়ং যঃ কুরুতে পতাকাভিশ্চ শোভিতং।
সদৈব তস্য লোকেতু বাসস্তস্য নচান্যতঃ।

হে বিপ্রেন্দ্র! ধ্বজদণ্ডের বস্ত্র বায়ু দ্বারা যত বিচলিত হয়, পাপরাশিও তত বিনষ্ট হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥

মহাপাতকে যুক্ত হউক অথবা সর্ব্বপাতকেই যুক্ত হউক, বিষ্ণুগৃহে ধ্বজদণ্ড অরোপণ করিলে সমস্ত পাতক হইতে বিমুক্ত হয়॥

যে সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরে আরোপিত ধ্বজদণ্ড অবলোকন করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ধ্বজদণ্ড আরোপণ করিবার এইরূপ অন্যান্য যে অদ্ভুত মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে, সেই সমস্তই এই বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে॥

অথ পতাকা অরোপণ করিবার মাহাত্ম্য॥

বৃহন্নারদীয়ে দ্বারকামাহাত্ম্যে॥

যিনি পতাকা সকল দ্বারা কৃষ্ণমন্দিরকে শোভিত করেন, তাঁহার সর্ব্বদাই সেই কৃষ্ণধামে বাস হয়, অন্যত্র হয় না॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

পতাকাঞ্চ শুভাং দত্ত্বা তথা কেশববেশ্মনি।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি বহূনব্দগণান্ দ্বিজঃ।
দোধূয়তে যথা সাতু বায়ুনা কেশবালয়ে।
তথা তস্যাপি সকলং দেহাৎ পাপং বিধূয়তে ॥ ২০ ॥

অথ বন্দনমালা কদলীস্তম্ভারোপণমাহাত্ম্যং ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব ॥

ভূপ বন্দনমালান্তু কুরুতে কৃষ্ণবেশ্মনি।
দেবকন্যাবৃতৈর্লক্ষৈঃ সেব্যতে সুরনায়কৈঃ ॥ ২১ ॥
যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণভবনং কদলীস্তম্ভশোভিতং।
নন্দতে চাপ্সরোযুক্তঃ স্বাগতং তস্য দেবরাট্ ॥

ধ্বজপতাকাদি বিন্যসেদিত্যাদ শব্দেন গৃহীতস্য বন্দনমালাদেরপি বিন্যাসমাহাত্ম্যং লিখতি ভূপেতি দ্বাভ্যাং ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ব্রাহ্মণ কেশবমন্দিরে মঙ্গলময়ী পতাকারোপণ করিয়া বহু বৎসরের জন্য বায়ুলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥

কেশবগৃহে সেই পতাকা যত বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইবে, ততই তাঁহার দেহ হইতে পাপ সমুদায় দূরে পলায়ন করিবে ॥ ২০ ॥

অথ বন্দনমালা এবং কদলীস্তম্ভ আরোপণ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যের ঐ স্থলেই ॥

হে রাজন্! যিনি বিষ্ণুর গৃহে বন্দন মালা আরোপণ করেন, দেবশ্রেষ্ঠ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

যিনি কৃষ্ণমন্দিরকে কদলীস্তম্ভ দ্বারা শোভিত করেন, তিনি অপ্সরোগণের সহিত আনন্দ অনুভব করেন এবং দেবরাজ তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন ॥

অথ পীঠ পাত্র বস্ত্রাদি সংস্কারঃ ॥

তত্র তাম্রাদিপাত্রং যৎ প্রভোর্বস্ত্রাদিকঞ্চ যৎ।
পীঠাদিকঞ্চ তৎ সর্ব্বং যথোক্তঞ্চ বিশোধয়েৎ ॥

তত্র পীঠস্য নারসিংহে ॥

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ।
উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥

অথ তৈজসাদিপাত্রাণাং ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ॥

উড়ুম্বরাণামম্লেন ক্ষারেণ ত্রপুসীসয়োঃ।

তস্য স্বাগতং যথা স্যাত্তথা নন্দতে তমভিনন্দতি হৃষ্টো ভবতি ইতি বা। যদ্বা। তস্য শুভাগমনমভিনন্দতি বন্দত ইতি বা পাঠঃ ॥ ২২ ॥

উক্তবিধিং লিখতি উড়ুম্বরাণামিত্যাদিনা। শুচিতামিয়াদিত্যন্তেন উড়ুম্বরাণাং তাম্রাণাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ। ত্রপুরঙ্গং। ভস্মযুক্তৈরম্বুভিঃ দ্রবস্য গোরসাদেঃ। প্লাবো প্লাবনং। তথা চোক্তং বশিষ্ঠেন। দ্রবাণাং প্লাবনেনৈবেতি তদ্বিশেষোঽগ্রে ব্যক্তোভাবী ॥ ২৩ ॥

অথ পীঠ পাত্র ও বস্ত্রাদির সংস্কার ॥

তন্মধ্যে প্রভুর তাম্রাদি নির্ম্মিত পাত্র এবং বস্ত্র প্রভৃতি ও পীঠাদি এ সমুদায় যথোক্ত বিধানানুসারে মার্জনা করিবে ॥

তন্মধ্যে পীঠশোধনের বিধি যথা—

নৃসিংহপুরাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ বিল্বপত্রদ্বারা মার্জন করিবে, উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২২ ॥

অথ ধাতুপাত্রাদির শোধন ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ॥

অম্লদ্বারা তাম্রপাত্র, ভস্মদ্বারা রঙ্গ ও সীসপাত্র এবং ভস্মযুক্ত জল-দ্বারা কাংস্যপাত্র সকলের শোধন হইয়া থাকে, আর দ্রবদ্রব্যের প্লাবন,

ভস্মাম্বুভিশ্চ কাংস্যানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্য চ ॥ ২৩ ॥

বায়ুপুরাণে চ ॥

মণিবজ্রপ্রবালানাং মুক্তাশঙ্খোপলস্য চ।

সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন তিলকল্কেন বা পুনঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মে ॥

সুবর্ণরূপ্য শঙ্খাশ্ম শুক্তিরত্নময়ানি চ।

কাংস্যায়স্তাম্ররৈত্যানি ত্রপুসীসময়ানি চ।

নির্লেপানি তু শুদ্ধ্যন্তি কেবলেনোদকেন তু।

শূদ্রোচ্ছিষ্টানি শোধ্যানি ত্রিধা ক্ষারাম্লবারিভিরিতি ॥ ২৫ ॥

মুক্তায়াঃ শঙ্খস্য উপলস্য চ পাষাণস্য দ্বন্দ্বৈক্যং। সিদ্ধার্থকানাং সর্ষপাণাং। শুদ্ধিরিতি শেষঃ প্রকরণবলাৎ ॥ ২৪ ॥

রত্নময়ানি স্ফটিকাদি ঘটিতানি পাত্রাণীতি শেষঃ। রৈত্যানি পিত্তলরচিতানি নির্লেপানি অন্নাদি লেপরহিতানি। শুদ্রোচ্ছিষ্টানি শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পৃষ্টানীত্যর্থঃ। যদ্যপি শ্রীভগবৎপাত্রেষু শূদ্রোচ্ছিষ্টস্পর্শোঽপি ন সম্ভবেৎ। তথাপি কথঞ্চিৎ ভ্রমপ্রমাদতঃ স্যাদিতি তচ্ছুদ্ধিরুক্তা। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রোহ্যং। ত্রিধা বারত্রয়মিত্যর্থঃ। ক্ষারোভস্ম ॥ ২৫ ॥

অর্থাৎ তাপদ্বারা গলাইলে শোধন হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বায়ুপুরাণেও ॥

মণি, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ ও প্রস্তরের পাত্র শ্বেতসর্ষপের কল্ক (খৈল) অথবা তিলের কল্কদ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥২৪

ব্রহ্মপুরাণে ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, শঙ্খ, প্রস্তর, শুক্তি, স্ফটিকাদি রত্ন, কাংস্য, লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসকের পাত্র সকল যদি অন্নাদি দ্বারা লিপ্ত না হয় তাহা হইলে কেবল জলদ্বারাই শুদ্ধ হইয়া থাকে, আর যদি ঐ সকল পাত্রে শূদ্রের উচ্ছিষ্ট সংস্পর্শ হয় তাহা হইলে তিনবার ভস্ম, অম্ল ও জলদ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইবে ॥ ২৫ ॥

অতিদুষ্টন্তু পাত্রাদি বিশোধ্যাতিথ্যকর্ম্মণে।
যুঞ্জ্যাত্তৎপরিবর্ত্তায় প্রভুকর্ম্মান্তরায় বা।
এতস্য পরিবর্ত্তেন প্রভবেহন্যৎ সমর্পয়েৎ।
ইত্যয়ং সর্ব্বতোলোকে সদাচারোবিরাজতে॥

মনুঃ॥

তাম্রায়ঃ কাংস্য রৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।
শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ॥ ২৬॥

শঙ্খঃ॥

অম্লোদকেন তাম্রস্য সীসস্য ত্রপুণস্তথা।
ক্ষারেণ শুদ্ধিং কাংস্যস্য লৌহস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ॥ ২৭॥

কিঞ্চ॥

যথার্হং মলাপগমানুসারেণেত্যর্থঃ। অম্লোদকং জম্বীরাদি রসঃ। তত্রাম্লোদকেন তাম্রস্য ক্ষারেণেতরেষাং বারিণা তু তত্তৎ সমুচিতেনোভয়েষামেবেতি জ্ঞেয়ং যথার্হমিত্যুক্তেঃ॥ ২৬॥
তদেবাভিব্যঞ্জয়তি অম্লোদকেনেতি॥ ২৭॥

পাত্রাদি অতিশয় দূষিত হইলে তাহাকে শোধন করিয়া আতিথ্যাদি কর্ম্মে অথবা তৎপরিবর্ত্তে প্রভুর অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। এই পাত্রের পরিবর্ত্তে প্রভুকে অন্যপাত্র অর্পণ করিবে, লোক মধ্যে সর্ব্বত্র এই সদাচার প্রচলিত আছে॥

মনু বলিয়াছেন॥

ভস্ম, অম্লোদক অর্থাৎ জম্বীরাদির রস এবং জলদ্বারা তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসের পাত্র শোধন করিবে॥ ২৬॥

শঙ্খ বলিয়াছেন॥

অম্লরসদ্বারা তাম্র, সীস, রঙ্গ, আর ভস্মদ্বারা কাংস্য ও লৌহের শুদ্ধি বিধান করিবে॥ ২৭॥

আরও বলি॥

সূতিকোচ্ছিষ্টভাণ্ডস্য সুরাদ্যুপহতস্য চ।
ত্রিঃসপ্ত মার্জনাচ্ছুদ্ধি র্নতু কাংস্যস্য তাপনং॥

অন্যত্র চ॥

তাম্রমম্লেন শুদ্ধ্যেত নচেদামিষলেপনং।
আমিষেণ তু যল্লিপ্তং পুনর্দ্দাহেন শুদ্ধ্যতি॥ ২৮॥

ব্রাহ্মে॥

সূতিকাশববিন্মূত্ররজঃস্বলহতানি চ।

এতচ্চ সর্ব্বং স্বল্পোপহতিবিষয়কং। অত্যন্তোপহতৌ শুদ্ধিং লিখতি সূতিকেতি ত্রিভিঃ। সূতিকা নবপ্রসূতা অজাতশৌচা। যদ্বা। প্রসবকারয়িত্রী তদুচ্ছিষ্টস্য তদুচ্ছিষ্টস্পৃষ্টস্য তয়া বা যত্র ভুক্তং তস্য ভাণ্ডস্য তৈজসপাত্রস্য তৎপ্রকরণাৎ। আদিশব্দাৎ শোণিতাদি। ত্রিঃসপ্ত একবিংশতিবারান্ মার্জনাদিত্যর্থঃ॥

কেচিদাহুঃ। সপ্তভির্যবগোধুম কলায়মাসাদিচূর্ণৈঃ প্রত্যেকং ত্রির্ম্মার্জ্জনাচ্ছুদ্ধিরিতি। কাংস্যপাত্রস্য তু ন তথা শুদ্ধিঃ কিন্তু তস্য তাপনং দহনমেব। ভাজন ইতি পাঠঃ সুগমঃ॥২৮॥

দাহেবিশেষং লিখতি সূতিকেতি। রজস্বলেত্যাকারাভাব আর্ষঃ। সূতিকাদিভির্হতানি

সামান্য অপবিত্র বিষয়ে এই সকল শুদ্ধি বলা হইল, কিন্তু যদি গুরুতর দোষে পাত্র দূষিত হয় তাহা হইলে তাহার শুদ্ধির ব্যবস্থা এই যে, যে স্ত্রী সদ্যঃ প্রসূতা হইয়াছে, অশৌচ নিবৃত্তি হয় নাই, তাহার উচ্ছিষ্ট পাত্র, অথবা ধাত্রীর উচ্ছিষ্ট যে পাত্রে সংস্পৃষ্ট হইয়াছে, সেই পাত্র, আর মদ্য ও রক্ত দ্বারা দূষিত পাত্র, এই সকলের একবিংশতি-বার মার্জন দ্বারা শুদ্ধি হয়, কিন্তু কাংস্যের এরূপ নহে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে উহার শুদ্ধি হয়॥

অন্য স্থলেও বলিয়াছেন॥

যদি আমিষ দ্বারা লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হইবে, আর যাহা আমিষ লিপ্ত তাহাকে পুনরায় দগ্ধ করিলে পবিত্র হইবে॥ ২৮॥

ব্রহ্মপুরাণে॥

নবপ্রসূতা স্ত্রী, শব অথবা মদ্য, বিষ্ঠা, মূত্র এবং রজস্বলা কর্ত্তৃক

প্রক্ষেপ্তব্যানি তান্যগ্নৌ যচ্চ যাবৎ সহেদপি ॥ ২৯ ॥
অতএব দেবলঃ ॥
লৌহানাং দাহনাচ্ছুদ্ধি র্ভস্মনা গোময়েন বা।
দহনাৎ খননাদ্বাপি শৈলানামম্ভসাপি বা।
কাষ্ঠানাং তক্ষণাচ্ছুদ্ধি র্ম্মৃদ্গোময়জলৈরপি।
মৃণ্ময়ানান্তু পাত্রাণাং দহনাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥ ৩০ ॥

তত্র সূতিকা রজস্বলোপহতত্বং তত্তদুচ্ছিষ্টস্পর্শাং তত্র তদ্ভোজনাদ্বা। সবেতি দন্ত্যাদি পাঠে আসবো মদ্যং। যাবদিতি যাবন্তমগ্নিং কালং বা যদ্দ্রব্যং সহেত তাবত্যগ্নৌ তাবন্তং বা কালং তদ্দ্রব্যং প্রক্ষেপ্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ন্যূনাধিকতয়া লিখিতং তত্তৎ সর্ব্বং দেবলোক্ত্যা সম্বাদয়তি লৌহানামিতি। সুবর্ণাদীনাং ধাতূনাং তন্ময়পাত্রাণামিত্যর্থঃ। অত্যন্তোপহতৌ দহনাৎ। অন্যথা চ ভস্মাদিনেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। খননং ভূমিং খাত্বা দোষানুসারেণ সপ্তাহাদিকালং তস্যাং নিক্ষেপণং তস্মাৎ। শৈলানাং শিলাদি নির্ম্মিতানাং দহনাৎ পুনঃ পাকাৎ। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পুনঃ

দূষিতপাত্র সকল, যে পাত্র যত উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে তাহা ততক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া রাখিবে ॥ ২৯ ॥

অতএব দেবল বলিয়াছেন ॥

লৌহ অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু পাত্র সকলের দাহন, অথবা ভস্ম ও গোময়দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ অল্প দূষিত হইলে ভস্ম ও গোময়-দ্বারা, আর গুরুতর দোষে দূষিত হইলে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে। অপর শিলানির্ম্মিত পাত্র সকল দূষিত হইলে তাহার দহন, খনন ও জল দ্বারা শুদ্ধি হয় অর্থাৎ অল্প দুষ্ট হইলে কেবল জল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইবে, আর যদি গুরুতর দোষে দূষিত হয় তাহা হইলে সপ্তাহ মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখিবে অথবা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। এইরূপ দোষের গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া তক্ষণ (চাঁচিয়া ফেলা) অথবা মৃত্তিকা, গোময় ও জলদ্বারাও কাষ্ঠপাত্রের শুদ্ধি জন্মে। কিন্তু মৃণ্ময়পাত্র সকলকে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥৩০॥

মনুঃ ॥

মদ্যৈর্মূত্রপুরীষৈর্ব্বা শ্লেষ্মপূয়াস্থিষ্ঠীবনৈঃ।
সংস্পৃষ্টং নৈব শুদ্ধ্যেত পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ং ॥ ৩১ ॥

বৃদ্ধশাতাতপঃ ॥

সংহতানান্তু পাত্রাণাং যদেকমুপহন্যতে।
তস্যৈব শোধনং প্রোক্তং সামান্যদ্রব্যশুদ্ধিকৃৎ ॥ ৩২ ॥

অথ বস্ত্রাদীনাং ॥

পাকান্মহীময়মিতি ॥ ৩০ ॥

তত্র চাল্পোপহতৌ অত্যন্তোপহতৌ চ মৃণ্ময়ং ত্যাজ্যমেবেতি লিখতি মদ্যৈরিতি। ষ্ঠীবনৈঃ লালাপ্রক্ষেপৈঃ। পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ৩১ ॥

সংহতানাং অন্যোন্যং মিলিত্বা সংঘশঃ স্থিতানাং। তস্যৈব তৎলিখিতং শোধনং প্রোক্তং নতু তেন স্পৃষ্টানামন্যেষামিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে সামান্যং সমানৈকদ্রব্যবিষয়কং শোধনং দ্রব্যাণাং সর্ব্বেষামেবান্যেষাং শুদ্ধিকৃদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শাতাতপেনৈব। অশুচিং সংস্পৃশেদ্যস্তু একএব স দুষ্যতি। তং স্পৃষ্টান্যো ন দুষ্যেত্তু সর্ব্বদ্রব্যেষ্বয়ং বিধিরিতি ॥ ৩২ ॥

মনু বলিয়াছেন ॥

মৃণ্ময়পাত্র যদি মদ্য, মূত্র, বিষ্ঠা অথবা কফ, পূয়, কিম্বা নিষ্ঠীবন অর্থাৎ লালাপ্রক্ষেপ দ্বারা দূষিত হয়, তাহা পুনর্ব্বার দাহন করিলেও শুদ্ধ হয় না ॥ ৩১ ॥

বৃদ্ধশাতাতপ বলিয়াছেন ॥

পরস্পর মিলিত হইয়া অবস্থিত অনেক পাত্রের মধ্যে যদি একটী দূষিত হয়, তাহা হইলে ঐ এক দূষিতপাত্রের শোধন সকল দ্রব্যের শুদ্ধি কারক হয় ॥

তাৎপর্য্য। এই কারণে শাতাতপ বলিয়াছেন, যে অশুচি সংস্পর্শ করে, সেই মাত্রই দূষিত হয়, তাহার স্পর্শে অন্য দুষ্ট হইতে পারে না, সর্ব্ব প্রকার দ্রব্যের এইরূপ বিধি জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

অথ বস্ত্রাদির শোধন ॥

তত্র শঙ্খঃ ॥

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ।
অংশুভিঃ শোধয়িত্বা বা বায়ুনা বা সমাহরেৎ ॥
ঊর্ণপট্টাংশুক ক্ষৌম দুকূলাবিকচর্ম্মণাং।
অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণপ্রোক্ষণাদিভিঃ।
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্গৌরসর্ষপৈঃ।
ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈরসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ।
তূলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ।
শোধয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জয়েন্মুহুঃ।
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ।

তান্তবং কার্পাসিকসূত্রনির্ম্মিতং বস্ত্রাদি। অংশুভিঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ বায়ুনা বা শোষয়িত্বা। শুষ্কং কৃত্বা ঊর্ণাংশুকাবিকয়োঃ পশুরোমভেদেন দ্রব্যভেদেন বা ভেদঃ। অল্পেঽশৌচে অশুদ্ধৌ সত্যাং শোষণং সূর্য্যাংশু বাতাদিনা নেনিজ্যাৎ শোধয়েৎ। ফলবল্কলৈঃ তজ্জৈরিত্যর্থঃ।

তদ্বিষয়ে শঙ্খ বলিয়াছেন ॥

কার্পাস সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি যাহা পূর্ব্বে মল দ্বারা দূষিত হইয়াছে, তাহাকে ক্ষার এবং জলদ্বারা শোধন করিবে, পরে সূর্য্যকিরণ অথবা বায়ুর দ্বারা শুষ্ক করিয়া উত্তোলন করিয়া লইবে ॥

লোমজবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌমবস্ত্র, মেষলোমজাত বস্ত্র এবং চর্ম্ম এই সকলের অল্প অশুদ্ধি হইলে শুষ্ক করণ ও জল প্রোক্ষণাদি দ্বারা শোধন হইবে। আর ঐ সকল দ্রব্য যদি অপবিত্র বস্তুতে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে শ্বেতসর্ষপ, ধান্যের কল্ক, পত্রের কল্ক, ফলের বল্কলজাত রস-দ্বারা শোধন করিবে ॥

তূলিকা অর্থাৎ তূল নির্ম্মিত শয্যা (তোষক) ও উপধান (বালিশ) পুষ্পরস রঞ্জিত ও স্বর্ণ রত্নাদি খচিত বস্ত্রসকলকে রৌদ্রে কিঞ্চিৎকাল শুষ্ক করত হস্তদ্বারা বারম্বার ঘর্ষণ করিবে। পশ্চাৎ উহার উপরে জল প্রোক্ষণ করিয়া “পবিত্র” এই কথা বলিবে। আর ঐ সকল বস্ত্র যদি

তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ ॥ ৩৩ ॥

শাতাতপঃ ॥

কুসুম্ভ কুঙ্কুমারক্তা স্তথা লাক্ষারসেনচ।
প্রক্ষালনেন শুদ্ধ্যন্তি চণ্ডালস্পর্শনে তথা ॥ ৩৪ ॥

যমঃ ॥

কৃষ্ণাজিনানাং বাতৈশ্চ বালানাং মৃদ্ভিরম্ভসা।
গোমূত্রেণাস্থিদন্তানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ ॥ ৩৫ ॥

শঙ্খঃ ॥

সিদ্ধার্থকানাং কল্কেন দন্তশৃঙ্গময়স্য চ।

পুষ্পরত্নাম্বরাণি চিত্রপুষ্পময়াম্বরাণি স্বর্ণরত্নখচিতাম্বরাণি চেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কুসুম্ভেন কুঙ্কুমেন বা আরক্তা রঞ্জিতাঃ। লাক্ষারসেন বা রক্তাঃ পটাঃ চণ্ডালেনান্যে-নাপ্যস্পৃশা উপলক্ষ্যাঃ তৎস্পর্শে সতি প্রক্ষালনেন শুদ্ধ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

বালানাং চামরাণাং। অস্থি শঙ্খাদিঃ। দন্তঃ হস্ত্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥

ফলপাত্রাণাং নারিকেলাদিপাত্রাণাং। অস্থ্নাং শঙ্খাদীনাং। শৃঙ্গবদিতি সর্ষপাণাং কল্কেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অতিশয় মল যুক্ত হয় তাহা হইলে যথোক্ত বিধানে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শোধনের বিধান ক্রমে শোধন করিবে ॥ ৩৩ ॥

শাতাতপ বলিয়াছেন ॥

কুসুম্ভ, কুঙ্কুম এবং অলক্তক দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রসকল যদি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে ॥ ৩৪

যম বলিয়াছেন ॥

বায়ুদ্বারা কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মের, মৃত্তিকা ও জলদ্বারা চামরের, গোমূত্র দ্বারা শঙ্খাদি অস্থির ও গজাদি দন্তের এবং শ্বেতসর্ষপ দ্বারা চীনাদি-বস্ত্রের শুদ্ধি জন্মে ॥ ৩৫ ॥

শঙ্খ বলিয়াছেন ॥

শ্বেত সর্ষপের কল্ক দ্বারা দন্ত নির্ম্মিত ও শৃঙ্গ নির্ম্মিত বস্তুর এবং গোপুচ্ছদ্বারা নারিকেলাদি ফলনির্ম্মিত পাত্রের শুদ্ধি হয়, অস্থির শুদ্ধি

গোবালৈঃ ফলপাত্রাণামস্থ্নাং স্যাচ্ছৃঙ্গবত্তথা ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ ॥

নির্যাসানাং গুড়ানাঞ্চ লবণানাং তথৈব চ ।

কুসুম্ভ কুসুমানাঞ্চ ঊর্ণাকার্পাসয়োস্তথা ।

প্রোক্ষণাৎ কথিতা শুদ্ধিরিত্যাহ ভগবান্ যমঃ ॥ ৩৭ ॥

মনুঃ ॥

অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহুনাং ধান্যবাসসাং ।

প্রক্ষালনেন স্বল্পানামদ্ভিরেব বিধীয়তে ।

চেলবচ্চর্ম্মণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ ।

শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ।

প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠানি পলালঞ্চ বিশুদ্ধ্যতি ।

নির্যাসানাং হিঙ্গ্বাদীনাং ॥ ৩৭ ॥

বৈদলানাং বিদারিতবেণুবেত্রদলনির্ম্মিতানাং । মার্জনৈঃ রজ্জঃশোধনৈঃ উপাঞ্জনৈঃ লেপনৈশ্চ ॥ ৩৮ ॥

শৃঙ্গের ন্যায় শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা করিবে ॥ ৩৬ ॥

আরও বলি ॥

হিঙ্গু প্রভৃতি নির্যাস, গুড়, লবণ, কুসুম্ভ, পুষ্প, পশুর লোম এবং কার্পাসের জলপ্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হয়, ভগবান্ যম এই কথা বলিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

মনু বলিয়াছেন ॥

ধান্য ও বস্ত্র বহু পরিমাণে হইলে জলপ্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে, অল্প হইলে জল দ্বারা প্রক্ষালনের বিধান করা হয় । বস্ত্রের যে প্রকার, চর্ম্ম এবং বিদারিত বংশ বা বেত্রজাত বস্তুরও শুদ্ধি সেই প্রকার । শাক, মূল এবং ফলের শুদ্ধি ধান্যের ন্যায় কথিত হইয়াছে । তৃণকাষ্ঠ এবং পলাল অর্থাৎ শস্যশূন্য তৃণ (খড়) প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হয় । মার্জন

মার্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ং ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ ॥

যাবন্নাপৈত্যমেধ্যাক্তাদ্গন্ধো লেপশ্চ তদ্গতঃ।

তাবন্মৃদ্বারি বা দেয়ং সর্ব্বাসু দ্রব্যশুদ্ধিষু ॥

বৃহস্পতিঃ ॥

বস্ত্রবৈদলচর্ম্মাদেঃ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনং স্মৃতং।

অতিদুষ্টস্য তন্মাত্রং ত্যজেচ্ছিত্বা তু শুদ্ধয়ে ॥

বিষ্ণুঃ ॥

মৃৎপর্ণতৃণকাষ্ঠানাং শ্বাস্থি-চাণ্ডাল-বায়সৈঃ।

স্পর্শনে বিহিতং শৌচং সোমসূর্য্যাংশুমারুতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

বৌধায়নঃ ॥

তন্মাত্রমিতি যাবদত্যন্তদুষ্টং তাবন্মাত্রমেব নত্বস্তুদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ও উপলেপনদ্বারা গৃহ এবং পুনর্ব্বার দাহনদ্বারা মৃণ্ময়পাত্র শুদ্ধ হয়॥৩৮

আরও বলি ॥

সমস্ত দ্রব্য শোধন বিষয়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অপবিত্র বস্তু দ্বারা লিপ্ত দ্রব্য হইতে সেই দ্রব্যস্থিত লেপ ও গন্ধ দূরীভূত না হয়,তাবৎ পর্য্যন্ত জল ও মৃত্তিকা প্রদান করিবে ॥

বৃহস্পতি বলিয়াছেন ॥

বস্ত্র, বিদলিত বংশজাত দ্রব্য এবং চর্ম্ম-প্রভৃতির শুদ্ধি প্রক্ষালন করিলে হয়। যদি অতিশয় রূপে দূষিত হয় তাহা হইলে যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে শুদ্ধির নিমিত্ত তাবন্মাত্র ছেদন করিয়া ত্যাগ করিবে ॥

বিষ্ণু বলিয়াছেন ॥

মৃত্তিকা, পত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ এই সকল যদি কুক্কুর,অস্থি, চণ্ডাল এবং কাক কর্তৃক স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের চন্দ্রকিরণ, সূর্য্যরশ্মি ও বায়ু দ্বারা শুদ্ধি বিহিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

বৌধায়ন বলিয়াছেন ॥

আসনং শয়নং যানং নাবঃ পন্থাস্তৃণানি চ।
মারুতার্কেণ শুদ্ধ্যন্তি পক্কেষ্টরচিতানি চ ॥
অথ ধান্যাদীনাং ॥
তত্র বৌধায়নঃ ॥
ব্রীহয়ঃ প্রোক্ষণাদদ্ভিঃ শাকমূল ফলানি চ।
তন্মাত্রস্যাপহারাদ্বা নিস্তুষীকরণেন চ ॥ ৪০ ॥
শঙ্খঃ ॥
ত্রপণং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।
ভাণ্ডানি প্লাবয়েদদ্ভিঃ শাকমূলফলানি চ ॥

মারুতযুক্তেন অর্কেণ তদংশুনা। পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ৪০ ॥

ত্রপণং প্লাবনং। প্লাবনমেব বিবৃণোতি। অদ্ভিস্তত্তদ্ভাণ্ডানি প্লাবয়েৎ অপ্সু নিমজ্জয়েদিত্যর্থঃ। ঘৃতাদীনামপি ত্রপণাসম্ভবে সজাতীয় দ্রব্য প্লাবনেন শুদ্ধির্বোদ্ধব্যা ॥ ৪১ ॥

আসন, শয্যা, যান, নৌকা, পথ, তৃণ ও পক্ক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদি সূর্য্যকিরণ এবং বায়ুদ্বারা শুদ্ধ হয় ॥

অথ ধান্যাদির শুদ্ধি ॥

তদ্বিষয়ে বৌধায়ন বলিয়াছেন ॥

ধান্য, শাক, মূল এবং ফল সকল জলপ্রোক্ষণদ্বারা কিম্বা যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে তাবন্মাত্র পরিত্যাগ অথবা তুষশূন্যকরণ দ্বারা শুদ্ধ হয় ॥ ৪০ ॥

শঙ্খ বলিয়াছেন ॥

প্লাবন * দ্বারা ঘৃত, তৈল এবং গোরসের শুদ্ধি হয়, জল দ্বারা ভাণ্ড সকল প্লাবিত করিবে আর শাক, মূল ও ফল এ সকলকে জলদ্বারা

* প্লাবন শব্দের অর্থ এই যে ঘৃতাদির প্লাবন সম্ভব হয় না একারণ ঐ ঘৃতাদির পাত্র জলে ডুবাইলে তাহাকেই প্লাবন বলে, কারণ সজাতীয় দ্রব্যের প্লাবনদ্বারা শুদ্ধি জানিতে হইবে ॥

ব্রাহ্মে ॥

দ্রবদ্রব্যাণি ভূরীণি পরিপ্লাব্যানি চাম্ভসা ॥ ৪১ ॥

শস্যানি ব্রীহয়শ্চৈব শাকমূলফলানি চ।

ত্যক্ত্বা তু দূষিতং ভাগং প্লাব্যান্যথ জলেন তু ॥ ৪২ ॥

বৃহস্পতিঃ ॥

তাপনং ঘৃততৈলানাং প্লাবনং গোরসস্য চ।

তন্মাত্রমুদ্ধৃতং শুধ্যেৎ কঠিনন্তু পয়োদধি।

অবিলীনং তথা সর্পি র্বিলীনং স্রপণেন তু ॥ ৪৩ ॥

আধারদোষে তু নয়েৎ পাত্রাৎ পাত্রান্তরং দ্রবং।

দূষিতং ভাগং ত্যক্ত্বেতি অত্যল্পোপহতৌ ॥ ৪২ ॥

তন্মাত্রং যাবদুপহতং তন্মাত্রমিত্যর্থঃ এতচ্চানাকরবিষয়ং ॥ ৪৩ ॥

আকরভাণ্ডে বিশেষং লিখতি। আধারেতি। আধারঃ আকরভাণ্ডং তদ্দোষেণ। পায়সং পয়োনির্বৃত্তং দধি শূদ্রভাণ্ডস্থিতমপি পাত্রান্তরং নীতং সৎ ন দূষ্যতীত্যর্থঃ। তথাচ

প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হইবে ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

দ্রব দ্রব্য অধিক পরিমাণ হইলে জলদ্বারা প্লাবিত করিবে অর্থাৎ পাত্র সহ দ্রব্য জলে ডুবাইবে ॥ ৪১ ॥

ধান্য ও অন্যান্য শস্য এবং শাক, মূল ও ফল সকলের দূষিত ভাগ পরিত্যাগ করিয়া পরে জলে প্লাবিত করিবে ॥ ৪২ ॥

বৃহস্পতি বলিয়াছেন ॥

ঘৃত ও তৈলকে উত্তপ্ত করিলে এবং গোরসকে প্লাবন করিলে উহাদের শুদ্ধি হয়। যে পরিমাণে দূষিত হইয়াছে তাবন্মাত্র উত্তোলন করিয়া পরিত্যাগ করিলে কঠিন দুগ্ধ ও দধি শুদ্ধ হয়। ঘৃত দ্রব না হইলে এই প্রকারেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। আর দ্রব হইলে প্লাবন দ্বারা শুদ্ধ হইবে ॥ ৪৩ ॥

আধার দূষিত হইলে দ্রব দ্রব্যকে পাত্র হইতে পাত্রান্তর করিবে।

ঘৃতঞ্চ পায়সং ক্ষীরং তথৈক্ষবরসো গুড়ঃ।
শূদ্রভাণ্ডস্থিতং তক্রং তথা মধু ন দূষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
কিঞ্চ। মনুঃ ॥
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টো দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন।
অনিধায়ৈব তদ্দ্রব্যমাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ। ইতি ॥
অন্যেঽপি শুদ্ধিবিধয়ো দ্রব্যাণাং স্মৃতিশাস্ত্রতঃ।
অপেক্ষ্যা বৈষ্ণবৈ র্জ্ঞেয়া স্তত্তদ্বিস্তারণৈরলং ॥ ৪৫ ॥

যমঃ। আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ। ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দুষ্যা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতা ইতি। অন্যত্র চ আকরাঃ শুচয়ঃ সর্ব্ব ইতি ॥ ৪৪ ॥

শুচিতামিয়াৎ। দ্রব্যং চাত্রান্নব্যতিরিক্তং জ্ঞেয়ং সদাচারাৎ। অন্নবিষয়ে চোক্তমাপস্তম্বেন। কৃত্বা মূত্রং পুরীষঞ্চ দ্রব্যহস্তঃ কথঞ্চন। ভূমাবন্নং প্রতিষ্ঠাপ্য কৃত্বা স্নানং যথাবিধি। তৎ সংযোগাত্তু পক্বান্নমুপস্পৃশ্য ততঃ শুচিরিতি। বৃহস্পতিনা চ। শৌচন্তু কুর্য্যাৎ প্রথমং পাদৌপ্রক্ষালয়েত্ততঃ। উপস্পৃশ্য তদভ্যুক্ষ্য গৃহীতং শুচিতামিয়াদিতি। যদ্যপি ভগবদ্দ্রব্যেষু তত্তদুপঘাতো ন ঘটতে তথাপি ভগবদর্থ তত্তদ্দ্রব্যার্পণাপেক্ষয়া কিম্বা ভ্রমপ্রমাদাদিনা তত্তদুপঘাতসম্ভাবনয়া তত্তচ্ছুদ্ধির্লিখিতেতি দিক্। বৈষ্ণবৈরপেক্ষ্যাশ্চেৎ তর্হি স্মৃতিশাস্ত্রেভ্যো জ্ঞেয়াঃ। তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে। নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি র্ন দুষ্যতি। গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ। অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চেত্যাদ্যুক্তেঃ। তত্তস্মাত্তেষাং বিস্তারণৈর্বিস্তরেণ লিখনৈরলং অত্র প্রয়োজনং নাস্তি গ্রন্থবিস্তারভয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, তক্র ও মধু, এ সকল শূদ্রের পাত্রে থাকিলে দূষিত হয় না ॥ ৪৪ ॥

আরও মনু বলিয়াছেন ॥

দ্রব্যহস্তে করিয়া যদি কোনও প্রকারে উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে তাহা হইলে ঐ দ্রব্য না রাখিয়াই আচমন করিলে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥

দ্রব্য সকলের অন্যান্য শোধন বিধি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া বৈষ্ণবগণ জ্ঞাত হইবেন, তৎসমুদায় এস্থলে বিস্তার করার

অথ পূজার্থতুলসীপুষ্পাদ্যাহরণং ॥

প্রণম্যাথ মহাবিষ্ণুং প্রার্থ্যানুজ্ঞান্তু বৈষ্ণবঃ।
সমাহরেৎ শ্রীতুলসীং পুষ্পাদি চ যথোদিতং ॥

যচ্চ হারীতবচনং ॥

স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং গৃহ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহন্তি ভস্মীভবতি কাষ্ঠবৎ। ইতি ॥

তচ্চ মধ্যাহ্নস্নানবিষয়ং ॥

যত উক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥

অস্নাত্বা তুলসীং চিত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি।
কিং তত্র বাক্যান্তরং মৃগ্যং ॥ ৪৬ ॥

পুষ্পং আদিশব্দেন পত্রাঙ্কুরাদি ॥ ৪৬ ॥

যথোদিতং তত্র নিষিদ্ধবর্জনাদ্যনুসারেণ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

প্রয়োজন নাই ॥ ৪৫ ॥

অথ পূজার নিমিত্ত তুলসী পুষ্পাদি আহরণ ॥

অনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে প্রণাম করত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া শ্রীতুলসী ও যথোচিত পুষ্পাদি আহরণ করিবেন ॥

এই স্থলে হারীতবচন ॥

যে কোন দ্বিজ স্নান করিয়া যদি পুষ্প আহরণ করেন, তাহা হইলে দেবতা সকল সে পুষ্প গ্রহণ করেন না, উহা কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মীভূত হয়। ইহা মধ্যাহ্ন স্নান বিষয় জানিতে হইবে ॥

অতএব পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে ॥

দেবতার নিমিত্ত এবং পিতৃকর্ম্মে স্নান না করিয়া তুলসী চয়ন করিলে তৎসমুদায় নিষ্ফল হয়, পঞ্চগব্য স্পর্শ করাইলে শুদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ে অন্য বচন অন্বেষণ করিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

অথ গৃহস্নানবিধিঃ ॥

স্বগৃহে বা চরন্ স্নানং প্রক্ষাল্যাঙ্ঘ্রী করৌ তথা।
আচম্যাযম্য চ প্রাণান্ কৃতন্যাসো হরিং স্মরেৎ
ততো গঙ্গাদিকং স্মৃত্বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ।
পূর্ণে পাত্রে সমস্তানি তীর্থান্যাবাহয়েৎ কৃতী ॥

আবাহনমন্ত্রশ্চায়ং ॥

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ইতি ॥

অথবা জাহ্নবীমেব সর্ব্বতীর্থময়ীং বুধঃ।
আবাহয়েদ্দ্বাদশভি র্নামভি র্জলভাজনে ॥

তানি চোক্তানি ॥

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গাত্রিপথগামিনী।

প্রাণান্ আযম্য প্রাণায়ামং কৃত্বা ॥ ৪৭ ॥

অথবা নিজগৃহে স্নান করত হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন-প্রাণায়াম ও ন্যাস করিয়া হরিকে স্মরণ করিবে ॥

কৃতী ব্যক্তি তাহার পর গঙ্গাদিকে স্মরণ করিয়া তুলসী মিশ্রিত জলদ্বারা পরিপূরিত পাত্রে সমস্ত তীর্থকে আহ্বান করিবেন ॥

আবাহন মন্ত্র এই ॥

হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! এই জলে অধিষ্ঠান করুন ॥

অথবা পণ্ডিতব্যক্তি জাহ্নবীকেই দ্বাদশ নামদ্বারা জলপাত্রে আহ্বান করিবেন ॥

দ্বাদশ নাম যথা—

নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা,

ভাগিরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী ॥
পদ্মপুরাণে চ। বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বনাথা শিবামৃতা।
বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদনী।
ক্ষমাবতী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তিপ্রদায়িনীতি ॥ ৪৭ ॥
অথাচম্য গুরুং স্মৃত্বাঽনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ।
কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধ্নি চিন্তয়েৎ ॥
তথাচোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥
স্বস্থিতং পুণ্ডরীকাক্ষং মন্ত্রমূর্ত্তিং প্রভুং স্মরেৎ।
অনন্তাদিত্যসঙ্কাশং বাসুদেবং চতুর্ভুজং।

পূর্ব্ববদিতি দেবদেবজগন্নাথেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগিরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী ও ত্রিদশেশ্বরী ॥

পদ্মপুরাণেও বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥

দেবলোকে তোমার নাম নন্দিনী, নলিনী, দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বনাথা, শিবা, অমৃতা, বিদ্যাধরী, মহাদেবী, লোকপ্রসাদনী, ক্ষমাবতী, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিপ্রদায়িনী ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর আচমন পূর্ব্বক গুরুকে স্মরণ ও পূর্ব্ববৎ তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, ভাবনা করিবে, গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে স্বীয় মস্তকে পতিত হইতেছেন ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে ॥

যথা হৃদয়স্থিত মন্ত্রমূর্ত্তি পদ্মলোচন, অসংখ্য সূর্য্য সমতুল্য প্রভু নারায়ণ গগনমণ্ডলে অবস্থিত আছেন। তিনি চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী,

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরং পীতাম্বরাবৃতং।
শ্যামলং শান্তবদনং প্রসন্নং বরদেক্ষণং।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুহাসমুখাম্বুজং।
অনেকরত্নসংচ্ছন্নজ্বলন্মকরকুণ্ডলং।
বনমালাপরিবৃতং নারদাদিভিরর্চ্চিতং।
কেয়ূরবলয়োপেতং সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেবং সর্ব্বাভরণভূষিতং।
তৎপাদপঙ্কজাদ্ধারাং নিপতন্তীং স্বমূর্দ্ধনি।
চিন্তয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকাং তনুং।
তয়া সংক্ষালয়েৎ সর্ব্বমন্তর্দ্দেহগতং মলং।
তৎক্ষণাদ্বিরজা মন্ত্রী জায়তে স্ফটিকোপমঃ।
ইদং স্নানবরং মন্ত্রাৎ সহস্রমধিকং স্মৃতমিতি ॥ ৪৮ ॥
সকৃন্নারায়ণেত্যাদি বচনং তত্র কীর্ত্তয়েৎ।

সকৃন্নারায়ণেত্যাদ্যুক্ত্বা। আদিশব্দেন ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবমিত্যাদিলক্ষণাদ্বচনাদ্ধেতোঃ তস্য নারায়ণস্য নাম কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

পীতবসনে আবৃত, শ্যামবর্ণ, শান্তবদন, প্রসন্ন, তাঁহার নয়ন দেখিলে বোধ হয়, যেন বরপ্রদান করিতেছেন। তদীয় অঙ্গ সমস্ত দিব্যচন্দন দ্বারা লিপ্ত, মুখপদ্মে মনোহর হাস্য শোভিত। তাঁহার কর্ণে বহু বহু রত্ন খচিত মকরকুণ্ডল প্রজ্বলিত হইতেছে। গলদেশে বনমালা পরিবৃত, নারদাদি ঋষিগণ পূজা করিতেছেন। তিনি কেয়ুর ও বলয়ে বিভূষিত, সুবর্ণ মুকুটে সাতিশয় উজ্জ্বল, ক্রীড়ারত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ॥

চিন্তা করিবে, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে গলিত ধারা নিজের মস্তকে পতিত হইতেছে এবং ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া স্বীয় শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তদ্দ্বারা দেহের অভ্যন্তরস্থ মল সকল ক্ষালন করিবে। এই রূপ ভাবনা করিলে দীক্ষিত ব্যক্তি তৎক্ষণমাত্রে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইবেন। কথিত আছে স্নানের শ্রেষ্ঠ এই স্নানমন্ত্র অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ॥৪৮

এই স্নানকালে একবার "নারায়ণায়" ইত্যাদি "ধ্যায়েন্নারায়ণং

স্নানকালে তু তন্নাম সংস্মরেচ্চ মহাপ্রভুং ॥

তথাচ কূর্ম্মপুরাণে ॥

আপো নারায়ণোদ্ভূতাস্তা এবাস্যায়নং যতঃ।

তস্মান্নারায়ণং দেবং স্নানকালে স্মরেদ্বুধঃ ॥ ইতি ॥ ৪৯ ॥

স্নায়াদুষ্ণোদকেনাপি শক্তোঽপ্যামলকৈস্তথা।

তিলৈস্তৈলৈশ্চ সম্মর্জ্য প্রতিসিদ্ধদিনানি তু ॥

অথোষ্ণোদকস্নানং। ষট্‌ত্রিংশন্মতে ॥

আপঃ স্বভাবতো মেধ্যা বিশেষাদগ্নিযোগতঃ।

তেন সন্তঃ প্রশংসন্তি স্নানমুষ্ণেন বারিণা ॥

যমশ্চ ॥

আপঃ স্বয়ং সদা পূতা বহ্নিতপ্তা বিশেষতঃ।

দেবং” এবং সেই নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিবে, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভুকে স্মরণ করিবে ॥

অতএব কূর্ম্মপুরাণে ॥

যে হেতু জল নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং যে হেতু ঐ জলই তাঁহার বাসস্থান, এই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি স্নানের সময় শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

সুস্থশরীর হইলেও নিষিদ্ধ দিন পরিত্যাগ করত আমলকী অথবা তিল কিম্বা তৈল মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলেও স্নান করিতে পারে ॥

অথ উষ্ণজলে স্নান। ষট্‌ত্রিংশন্মতে ॥

জল স্বভাবতই পবিত্র, অগ্নিসংযোগ হইলে বিশেষ রূপে পবিত্র হয়, সেই কারণে সাধুগণ উষ্ণজলে স্নান করার গুণ কীর্ত্তন করেন ॥

যমও বলিয়াছেন ॥

জল স্বয়ং সর্ব্বদা পবিত্র, অগ্নিতে তপ্ত হইলে অধিকতর পবিত্র হয়,

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু উষ্ণাম্ভঃ পাবনং স্মৃতং ॥

যচ্চোক্তং শঙ্খেন ॥

স্নাতস্য বহ্নিতপ্তেন তথৈবাতপবারিণা।
শরীরশুদ্ধির্বিজ্ঞেয়া নতু স্নানফলং ভবেদিতি ॥

তত্তু কাম্যনৈমিত্তিকবিষয়ং ॥ ৫০ ॥

অতএবোক্তং গর্গেণ ॥

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেব চ।
নিত্যং যাদৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥

অথ তত্র নিষিদ্ধদিনানি ॥

তত্র যমঃ ॥

ন কেবলং শীতোদকেন। উষ্ণোদকেনাপি তত্রাপি ন কেবলমশক্তঃ শক্তো রোগাদিহীনোঽপীত্যর্থঃ। রোগিণস্তু সদৈবোষ্ণোদকেন স্নানমুক্তং যমেন। আদিত্যকিরণৈস্তপ্তং পুনঃ পূতঞ্চ বহ্নিনা। আমাতমাতুরস্নানে প্রশস্তন্তু শৃতোদকমিতি। প্রতিসিদ্ধদিনান্যগ্রে লেখ্যানি ॥ ৫০ ॥

নিত্যস্নানঞ্চ যাদৃচ্ছিকং অনিয়তং। অতো নিজরুচ্যনুসারেণ শীতাভিরুষ্ণাভির্ব্বাদ্ভিস্তৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। যাদৃচ্ছিকং সুখার্থস্নানমিতি বা ॥ ৫১ ॥

অতএব সকল সময়েই উষ্ণ জল পবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥

যিনি অগ্নিতপ্ত অথবা রৌদ্রতপ্ত জল দ্বারা স্নান করেন, জানিতে হইবে তাঁহার কেবল শরীর মাত্র পবিত্র হয়, স্নানের ফল হয় না। এই যাহা শঙ্খ বলিয়াছেন, তাহা কাম্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিষয়ক ॥ ৫০ ॥

এই কারণে গর্গ বলিয়াছেন ॥

নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান শীতল জল দ্বারা করিবে, নিত্য স্নানের নিয়ম নাই, রুচি অনুসারে শীতল ও উষ্ণ সকল জল দ্বারাই স্নান করিতে পারে ॥

উষ্ণজল দ্বারা স্নান বিষয়ে নিষিদ্ধ দিন সকল ॥

তদ্বিষয়ে যম বলিয়াছেন ॥

পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা।
বৃদ্ধমনুঃ॥
পৌর্ণমাস্যাং তথা দর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণবারিণা।
স গোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ॥
অথামলকস্নানং॥
তত্র মার্কণ্ডেয়ঃ॥
তুষ্যত্যামলকৈর্বিষ্ণুরেকাদশ্যাং বিশেষতঃ।
শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ।
সপ্তম্যাং ন স্পৃশেত্তৈলং নীলিবস্ত্রং ন ধারয়েৎ।
নচাপ্যামলকৈঃ স্নায়ান্ন কুর্য্যাৎ কলহং ভৃগুঃ।
অমাং ষষ্ঠীং সপ্তমীঞ্চ নবমীঞ্চ ত্রয়োদশীং।

পুত্রের জন্মসময়ে, সংক্রান্তি দিবসে, চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণকালীন এবং অস্পৃশ্য স্পর্শন করিলে উষ্ণ জল দ্বারা স্নান করিবে না॥

বৃদ্ধমনু বলিয়াছেন॥

যে ব্যক্তি পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় উষ্ণ জল দ্বারা স্নান করে, তিনি ইহ লোকে অসংশয় গোবধ জন্য পাপ প্রাপ্ত হয়েন॥

অথ আমলক দ্বারা স্নান॥

তদ্বিষয়ে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন॥

বিষ্ণু আমলকীতে পরিতুষ্ট হয়েন, বিশেষতঃ একাদশীতে পরিতোষ লাভ করেন। যিনি লক্ষ্মী কামনা করেন, তিনি নিত্য আমলক দ্বারা স্নান করিবেন॥

সপ্তমীতে তৈলস্পর্শ করিবে না, নীলরঙ্গের বস্ত্র পরিধান করিবে না, আমলক দ্বারাও স্নান এবং কলহ করিবে না, ভৃগু বলিয়াছেন॥

অমাবস্যা, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী, সংক্রান্তি এবং রবিবারে

সংক্রান্তৌ রবিবারেচ স্নানমামলকৈস্ত্যজেৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

ধাত্রীফলৈরমাবস্যাসপ্তমীনবমীষু চ।

যঃ স্নায়াত্তস্য হীয়ন্তে তেজশ্চায়ুর্ধনং সুতাঃ॥

অথ তিলস্নানং॥

তত্র বৃহস্পতিঃ॥

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুনর্ব্যাসো ঽব্রবীন্মুনিঃ॥

ষট্‌ত্রিংশন্মতে॥

তথা সপ্তম্যমাবস্যা-সংক্রান্তি-গ্রহণেষু চ।

ধনপুত্রকলত্রার্থী তিলস্পৃষ্টং ন সংস্পৃশেৎ॥

অথ তৈলস্নানং॥

তত্রৈব॥

আমলক দ্বারা স্নান পরিত্যাগ করিবে॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন॥

যিনি অমাবস্যা, সপ্তমী ও নবমীতে আমলক দ্বারা স্নান করেন, তাঁহার তেজঃ, আয়ুঃ, ধন ও পুত্র নষ্ট হয়॥

অথ তিলস্নান॥

তদ্বিষয়ে বৃস্পতি বলিয়াছেন॥

ব্যাসমুনি পুনর্ব্বার সকল কালেই তিলস্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন॥

ষট্‌ত্রিংশন্মতে॥

তথা যে ব্যক্তি ধন, পুত্র ও স্ত্রী কামনা করেন তিনি সপ্তমী, অমাবস্যা, সংক্রান্তি দিবসে এবং গ্রহণকালীন, যে তিলস্পর্শ করিয়াছে তাহাকে স্পর্শ করিবেন না॥

অথ তৈলস্নানের বিধি॥

ঐ ষট্ ত্রিংশন্মতে॥

ষষ্ঠ্যাং তৈলমনায়ুষ্যং চতুর্ষ্বপি চ পর্ব্বসু ॥ ৫১ ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

দশম্যাং তৈলমস্পৃষ্ট্বা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ-প্রজ্ঞা-যশো-ধনং ॥ ৫২ ॥
মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা।
তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে।
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সপ্তম্যাং রবিসংক্রমে।
দ্বাদশ্যাং সপ্তমীং ষষ্ঠীং তৈলস্পার্শং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

অন্যচ্চ ॥

সপ্তম্যাং ন সংস্পৃশেত্তৈলং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যাং বিশেষতঃ ॥ ৫৪ ॥

দশম্যামস্পৃষ্ট্বেতি তস্যাং তৈলস্নানস্যাবশ্যকতোক্তা ॥ ৫২ ॥

চতুর্ভিঃ পূর্ব্বোক্তৈরায়ুরাদিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশেষত ইত্যনেন সপ্তম্যাদৌ তৈলত্যাগাবশ্যকতাভিপ্রেতা ॥ ৫৪ ॥

ষষ্ঠী এবং চারি পর্ব্বদিবসে তৈল পরমায়ুর হানি করে ॥ ৫১ ॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ॥

যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি দশমীতে তৈলস্পার্শ না করিয়া স্নান করে, তাহার আয়ু, বুদ্ধি, যশঃ ও ধন এই চারিটী নাশ পায় ॥ ৫২ ॥

যিনি অজ্ঞান বশতঃ প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, অমাবস্যা এবং রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে অঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করেন, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত চারিটী নষ্ট হয় ॥

পঞ্চদশী, চতুর্দ্দশী, সপ্তমী, সূর্য্যসংক্রমণ, দ্বাদশী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই সকল দিবসে তৈলস্পার্শ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৩ ॥

অন্যও বলি ॥

সপ্তমী, নবমী, প্রতিপৎ, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং বিশেষতঃ অমাবস্যায় তৈলস্পার্শ করিবে না ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ ॥

স্নানে বা যদি বাস্নানে পক্কতৈলং ন দুষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাত্রিস্মৃতৌ ॥

তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিণ্মূত্রে কুরুতে দ্বিজঃ।

অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৫৬ ॥

অথাঙ্গমলমুত্তার্য্য স্নাত্বা বিধিবদাচরেৎ।

নাসালগ্নেন চুলুকোদকেনৈবাঘমর্ষণং।

ততো গুর্ব্বাদিপাদোদৈঃ প্রাগ্বৎ কৃত্বাভিষেচনং।

কার্য্যোঽভিষেকঃ শঙ্খেন তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥

অথ তুলসীজলাভিষেকমাহাত্ম্যং ॥

পক্কতৈলঞ্চ কদাচিদপি ন দোষাবহমিতি পূর্ব্বোক্তেঽপবাদং লিখতি স্নানেবেতি ॥ ৫৫ ॥

কৃততৈলাভ্যঙ্গস্তু বিণ্মূত্রোৎসর্গং ন কুর্য্যাদিতি প্রসঙ্গাল্লিখতি তৈলেতি অহোরাত্রং উষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যপানেন শুদ্ধো ভবেৎ। পাঠান্তরে তু অন্ত্যজস্পর্শং তদানীং যত্নেন বর্জয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

আরও বলি ॥

স্নান করাতেই হউক বা স্নান না করাতেই হউক, পক্কতৈল ব্যবহার করিলে কোন দোষ হয় না ॥ ৫৫ ॥

আরও অত্রিস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে ॥

দ্বিজ যদি তৈল ম্রক্ষণ বা ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে এক দিবারাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিলে শুদ্ধ হয়েন ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর গাত্রমার্জন করিয়া যথাবিধি স্নান করত নাসাসংস্পৃষ্ট জলগণ্ডূষ-দ্বারা অঘমর্ষণ কার্য্য করিবেন। পরে গুরুপ্রভৃতির পাদোদকদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় স্নান করত শঙ্খে করিয়া তুলসীমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করিবেন ॥

অথ তুলসী জলদ্বারা স্নান করিবার মাহাত্ম্য ॥

গারুড়ে ॥

মার্জয়ত্যভিষেকে তু তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে।
তুলসীদলজ স্নানে একাদশ্যাং বিশেষতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ।
তন্মূলমৃত্তিকাভ্যঙ্গং কৃত্বা স্নাতি দিনে দিনে।
দশাশ্বমেধাবভৃতং লভতে স্নানজং ফলং ॥
তুলসীদলসংমিশ্রং তোয়ং গঙ্গাসমং বিদুঃ।
যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং ধৃতা ভবতি জাহ্নবী।
তুলসীদলসংমিশ্রং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
সর্ব্বতীর্থাভিষেকস্তু তেন প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ।
পাদোদকং তাম্রপাত্রে কৃত্বা সতুলীদলং।

গরুড়পুরাণে ॥

হে দ্বিজ! যদি বৈষ্ণব ব্যক্তি স্নানকালীন দেহে তুলসীমার্জন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহ তৎক্ষণাৎ সর্ব্বতীর্থময় হয় ॥

যদি ব্রহ্মহত্যাও করিয়া থাকে তথাপি তুলসীদল-সংস্পৃষ্ট জল-দ্বারা স্নান করিলে বিশেষতঃ একাদশীতে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয় ॥

যদি প্রতিদিন তুলসীর মূলমৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের ফল লাভ হয় ॥

পণ্ডিতগণ তুলসীসংমিশ্রিত জলকে গঙ্গাতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি নিত্য মস্তকে বহন করেন, তাঁহার গঙ্গাধারণ করা ফল হয় ॥

যিনি তুলসীদল সংমিশ্রিত জল মস্তকে ধারণ করেন, তিনি অসংশয় সমুদায় তীর্থস্নানের ফলপ্রাপ্ত হয়েন ॥

তাম্রপাত্রে করিয়া, তুলসীপত্র সমন্বিত বিষ্ণুচরণামৃত শঙ্খে ঢালিয়া

শঙ্খে কৃত্বাভিষিঞ্চেত মূলেনৈব স্বমূর্দ্ধনি ॥
তন্মাহাত্ম্যং চোক্তং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥
দ্বারকাচক্রসংযুক্তশালগ্রামশিলাজলং।
শঙ্খে কৃত্বা তু নিঃক্ষিপ্তং স্নানার্থং তাম্রভাজনে।
তুলসীদলসংযুক্তং ব্রহ্মহত্যাবিনাশনমিতি ॥ ৫৭ ॥
স্নানশাটীতরেণৈব বাসসাম্ভাংসি গাত্রতঃ।
সংমার্জ্য বাসসী দধ্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে ॥ ৫৮ ॥
অথ বস্ত্রধারণবিধিঃ ॥
তত্রাত্রিঃ ॥
অধৌতং কারুধৌতং বাপরেদ্যুর্ধৌতমেব বা।
কাষায়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ।

স্নানশাট্যাঃ ইতরেণ অন্যেন ॥ ৫৮ ৫৯ ॥

মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবে ॥

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

যে দ্বারকাচক্রসংযুক্ত শালগ্রামশিলার জল স্নান নিমিত্ত শঙ্খে করিয়া তাম্রপাত্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং যাহা তুলসীপত্র মিশ্রিত আছে তাহা ব্রহ্মহত্যা নাশ করে ॥ ৫৭ ॥

যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য বস্ত্রদ্বারা গাত্র হইতে জলমার্জন করিয়া পরিধেয় এবং উত্তরীয় বসন ধারণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

অথ বস্ত্রধারণবিধি ॥

তদ্বিষয়ে অত্রি বলিয়াছেন ॥

অধৌত অথবা রজকধৌত কিম্বা অন্য দিবস ধৌত করা হইয়াছে, আর কাষায়, মলিনবস্ত্র, কি কৌপীন পরিধান করিবে না, আর বস্ত্র

ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন ॥ ৫৯ ॥
নগ্নো মলিনবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নশ্চার্দ্ধপটঃ স্মৃতঃ।
নগ্নো দ্বিগুণবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নো রক্তপটস্তথা।
নগ্নশ্চ শৃতবস্ত্রঃ স্যান্নগ্নঃ স্নিগ্ধপটস্তথা।
দ্বিকচ্ছোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এব চ ॥
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়েদপি।
মোহাৎ কুর্ব্বন্নধো গচ্ছেত্তদ্ভবেদাসুরং কৃতং।
জপহোমোপবাসেষু ধৌতবস্ত্রধরো ভবেৎ।
অলঙ্কৃতঃ শুচির্ম্মৌনী শ্রাদ্ধাদৌ চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
গোভিলঃ ॥
একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং।

নগ্নো দিগম্বরো জৈনভেদো বা ॥ ৬০ ॥

আর্দ্র থাকিতে কখন পরিধান করিবে না ॥ ৫৯ ॥

যাঁহার বস্ত্র মলিন তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বস্ত্র সাধারণ পরিমাণে অর্দ্ধ, তিনি উলঙ্গ, যাঁহার দ্বিগুণ বস্ত্র তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বস্ত্র রক্তবর্ণ, তিনি উলঙ্গ, যাঁহার বস্ত্র পক্ক ঘৃত ও পক্ক দুগ্ধ লিপ্ত, তিনি উলঙ্গ, যাঁহার দুইটী কচ্ছ (কাছা) তিনি উলঙ্গ এবং যাঁহার বস্ত্র পরিধান নাই তিনি উলঙ্গ ॥

উলঙ্গ ব্যক্তি বেদোক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম মনোমধ্যে চিন্তাও করিবে না, অজ্ঞান বশতঃ যদি করে, তাহা হইলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, আর যে কার্য্য করা হয় তাহা অসুরগণের নিমিত্ত হইবে ॥

জপ, হোম, উপবাস এবং শ্রাদ্ধ কর্ম্মে ইন্দ্রিয় সংযম ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে ॥

গোভিল বলিয়াছেন ॥

এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করিবে না এবং এক বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনপঞ্চরাত্রে ॥

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জয়েৎ ॥ ৬০ ॥

অঙ্গিরাঃ ॥

শৌচং সহস্ররোমাণাং বায়্বগ্ন্যর্কেন্দুরশ্মিভিঃ।

রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকং নৈব দুষ্যতি ॥

অন্যত্র চ ॥

ছিন্নং বা সন্ধিতং দগ্ধমাবিকং ন প্রদুষ্যতি।

আবিকেন তু বস্ত্রেণ মানবঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।

গয়াশ্রাদ্ধসমং প্রোক্তং পিতৃভ্যো দত্তমক্ষয়ং ॥

ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেবকর্ম্মণি ভূমিপ।

ন দগ্ধং নচ বৈ ছিন্নং পারক্যং নতু ধারয়েৎ।

সহস্রাণি অসংখ্যেয়ানি রোমাণি যেষু তেষাং ঊর্ণাদিনির্ম্মিতানাং কম্বলাদীনামিত্যর্থঃ। আবিকং মেষরোমনির্ম্মিতং কম্বলাদি ॥ ৬১ ॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনপঞ্চরাত্রে ॥

সর্ব্বদা শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে, রক্তবস্ত্র ধারণ করিবে না ॥ ৬০ ॥

অঙ্গিরাঃ বলিয়াছেন ॥

যে বস্ত্র সহস্র রোমদ্বারা নির্ম্মিত তাহার শুদ্ধি বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণদ্বারা হইয়া থাকে। মেষলোম নির্ম্মিত কম্বলাদি বস্ত্র রেতঃস্পৃষ্ট ও শবস্পৃষ্ট হইলে দূষিত হয় না ॥

অন্যত্রও ॥

মেষলোমের বস্ত্র ছিন্নই হউক বা সন্ধিতই অর্থাৎ সেলাই করাই হউক, কিম্বা দগ্ধই হউক, তথাচ অপবিত্র হয় না ॥

মনুষ্য মেষলোমজাত বস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন, সেই শ্রাদ্ধ গয়াশ্রাদ্ধের সমান, পিতৃগণকে প্রদত্ত হইলে অক্ষয় হয় ॥

হে রাজন্! দৈবকর্ম্মে সন্ধিত অর্থাৎ সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিবে না, দগ্ধ, বা, ছিন্ন কিম্বা পারক্য অর্থাৎ পরের বস্ত্র পরিধান

কাকবিষ্ঠাসমং হ্যুক্তমবিধৌতঞ্চ যদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচি।
কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতং।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জয়েৎ।
আবিকন্তু সদা বস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ক্রিয়ায়াঞ্চ প্রশস্যতে।
ধৌতাধৌতং তথা দগ্ধং সন্ধিতং রজকাহৃতং।
শুক্রমূত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচি।
অগ্নিরাবিকবস্ত্রঞ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৬১ ॥
কিঞ্চান্যত্র ॥

করিবে না ॥

যে বস্ত্র জলদ্বারা ধৌত করা নহে, তাহা কাকবিষ্ঠার তুল্য, আর যে বস্ত্র রজকের গৃহ হইতে আনা হয় তাহাও শুচি নহে ॥

কীট যে বস্ত্র স্পর্শ করিয়াছে আর যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগ অথবা স্ত্রীসম্ভোগ করা হইয়াছে,তাহাও পরিত্যাগ করিবে॥

কিন্তু হে রাজন্! মেষলোমজাত বস্ত্র সকল সময়েই পবিত্র, পিতৃ-কর্ম্ম, দেবকর্ম্ম ও মানুষকর্ম্মে ইহাকে প্রশংসা করা যায় ॥

মেষলোমজাত বস্ত্র ধৌত হউক, অধৌত হউক, দগ্ধ হউক, সন্ধিত (সেলাই করা) হউক, রজকের গৃহ হইতে আনীত হউক, আর শুক্র, মূত্র কিম্বা বিষ্ঠা লিপ্ত হউক, তথাপি পরমপবিত্র ॥

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা অগ্নি, মেষলোমজাত বস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কুশ এই চারিকে অপবিত্র করেন নাই ॥ ৬১ ॥

আরও অন্যস্থলে ॥

ধারয়েদ্বাসসী শুদ্ধে পরিধানোত্তরীয়কে।
অচ্ছিন্নস্বদশে শুক্লে আচমেৎ পীঠসংস্থিতঃ॥ ৬২॥
অথ পীঠং॥
বহ্বৃচপরিশিষ্টে॥
যতীনামাসনং শুক্লং কূর্ম্মাকারন্তু কারয়েৎ।
অন্যেষান্তু চতুষ্পাদং চতুরস্রন্তু কারয়েৎ।
গো-শকৃন্মৃণ্ময়ং ভিন্নং তথা পালাশপৈপ্পলং।
লোহবদ্ধং সদৈবার্কং বর্জ্জয়েদাসনং বুধঃ॥
অথাসনবিধিঃ॥
তত্রৈব॥
দানমাচমনং হোমং ভোজনং দেবতার্চ্চনং।

অচ্ছিন্না সুশোভনা চ দশা যয়োস্তে॥ ৬২॥
বস্ত্রপরিধানানন্তরং পীঠে সংস্থিতঃ সন্নাচামেদিত্যুক্তং। তৎ পীঠমেব লিখতি যতীনামিত্যাদিনা॥ ৬৩॥

যাহা ছিন্ন নহে এবং যাহার দশা গুলি অতিশয় মনোহর এরূপ পরিধেয় ও উত্তরীয় ধারণ করিবে। পীঠে বসিয়া আচমন করিবে॥৬২

অথ পীঠ॥

বহ্বৃচপরিশিষ্টে॥

যতিদিগের আসন শুক্লবর্ণ এবং কচ্ছপের আকার করিবে, অন্য আশ্রমিদিগের চারিচরণ বিশিষ্ট চতুষ্কোণ করিবে॥

জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি গোময়রচিত, মৃত্তিকানির্ম্মিত, বিদীর্ণ, পলাশ-কাষ্ঠনির্ম্মিত, পিপ্পল অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষনির্ম্মিত, লোহ দ্বারা বদ্ধ এবং আকন্দকাষ্ঠ নির্ম্মি আসন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন॥

অথ আসন বিধি॥

ঐ গ্রন্থেই॥

প্রৌঢ়পাদ হইয়া দান, আচমন, হোম, ভোজন, দেবতার অর্চ্চন,

প্রৌঢ়পাদো ন কুর্ব্বীত স্বাধ্যায়ঞ্চৈব তর্পণং।
আসনারূঢ়পাদস্তু জানুনোর্ব্বাথ জঙ্ঘয়োঃ।
কৃতাবসক্থিকো যস্তু প্রৌঢ়পাদ স উচ্যতে॥ ইতি॥ ৬৩॥
ততো ভূমিগতাঙ্ঘ্রিঃ সন্ নিবিশ্যাচম্য দর্ভভৃৎ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীগোপীচন্দনাদিনা॥ ৬৪॥
তত্রাদাবনুলেপেন ভগবচ্চরণাব্জয়োঃ।
নির্ম্মাল্যেন প্রসাদেন সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জ্জয়েৎ॥
তদুক্তং ব্রাহ্মে শ্রীভগবতা॥
শালগ্রামশিলালগ্নং চন্দনং ধারয়েৎ সদা।
সর্ব্বাঙ্গেষু মহাশুদ্ধিসিদ্ধয়ে কমলাসনেতি॥ ৬৫॥
ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।

দর্ভভৃৎ কুশপাণিঃ সন্। যদ্যপূর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণানন্তরমেবাচমনং যুক্তং তথাপ্যত্র পূজার্থ-তিলকবিশেষাদিনিমিত্তমাদাবাচমনং সংসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখিতং। তিলকানন্তরমাচ-মনঞ্চ পূর্ব্বং বহিঃস্নানে লিখিতমেবাস্তি॥ ৬৪॥

প্রসাদরূপেণ নির্ম্মাল্যেন॥ ৬৫॥

কেশবাদিভিমূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসোক্তৈর্দ্বাদশভির্নামভিঃ ক্রমেণ ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গেষু

বেদাধ্যয়ন ও তর্পণ করিবে না। যে ব্যক্তি আসনে পদ রাখিয়া জানু বা জঙ্ঘার মধ্যভাগে বসিয়া থাকে, তাহাকে প্রৌঢ়পাদ বলে॥ ৬৩॥

তাহার পর ভূমিতে পদ রাখিয়া উপবেশন ও কুশ ধারণ পূর্ব্বক আচমন করত গোপীচন্দনাদি দ্বারা ঊর্দ্ধ পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিবে॥ ৬৪॥

ঐ বিষয়ে অগ্রে ভগবানের চরণপদ্ম বিলিপ্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদ চন্দন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে॥

ব্রহ্মপুরাণে ভগবান্ ঐ কথাই বলিয়াছেন॥

হে ব্রহ্মন্! মহতী শুদ্ধি লাভ নিমিত্ত শালগ্রামশিলা সংলগ্ন চন্দন সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবে॥ ৬৫॥

অনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি কেশব প্রভৃতি দ্বাদশ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক

দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥ ৬৬ ॥

অথ দ্বাদশতিলকবিধিঃ ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ॥

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাণি দ্বাদশ কুর্য্যাৎ বৈষ্ণব ইতি বিশেষতো বৈষ্ণবস্য বিধেয়ত্বং সূচয়তি। বিধির্যথান্যাদিত্যত্রায়ং বিধিঃ। মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসানুসারেণ প্রণবপূর্ব্বকং সবিন্দুকারাদিদ্বাদশবর্ণৈর্দ্বাদশাদিত্যৈশ্চ সহিতান্ কেশবাদীন্ দ্বাদশ ন্যসেৎ। তত্র কেচিৎ কেশবাদিন্যাসোক্তঃ কীর্ত্ত্যাদিদ্বাদশশক্তিভিরপি সহ ন্যস্যন্তি দ্বাদশাদিত্যাশ্চোক্তাঃ। ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশু র্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্য্যন্যঃ ত্বষ্টা বিষ্ণব ইতি। ততশ্চায়ং প্রয়োগঃ। ওঁ অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ললাটে ইত্যাদি। কিঞ্চ। ললাটোর্দ্ধপুণ্ড্রমালাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অন্যাঙ্গোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাঞ্চ কেচিদ্দীপশিখাকারতয়া কেচিচ্চ বাহ্বোর্বক্ষঃস্থলে পুণ্ড্রমষ্টাঙ্গুল প্রমাণমন্যত্র চতুরঙ্গুলপ্রমাণমিত্যেবং তত্রাপি কেচিন্মধ্যে ছিদ্রতয়েচ্ছন্তীতি। বিবিধোবিধিস্তত্র চ নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ। ইত্যাদ্যভিপ্রায়েণৈবাগ্রে লেখ্যং সম্প্রদায়ানুসারত ইতি ॥ ৬৬ ॥

তত্তন্নামানি অঙ্গানি চ বিভজ্য দর্শয়তি ললাটেতি ত্রিভিঃ। ধ্যায়েৎ ন্যসেৎ ॥ ৬৭ ॥

বিধানানুসারে দ্বাদশ অঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবেন ॥

তাৎপর্য্য, বিধি এই যে, মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাসের অনুসারে প্রণব পূর্ব্বক, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বার সমন্বিত অকারাদি দ্বাদশ বর্ণ দ্বাদশ সূর্য্যের সহিত কেশবাদি দ্বাদশকে দ্বাদশ অঙ্গে ন্যাস করিবে। কেহ কেহ বলেন কেশবাদি দ্বাদশের সহিত কীর্ত্তি প্রভৃতি দ্বাদশ শক্তিকেও ন্যাস করিবে। দ্বাদশসূর্য্য যথা—ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশু, ভগ, বিবস্বান্, ইন্দ্র, পূষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। অতএব ন্যাসের প্রকার যথা—ওঁ ধাতৃ সহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ললাটে। এইরূপে উত্তরোত্তর অন্যান্য অঙ্গে প্রয়োগ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

অথ দ্বাদশতিলকের বিধান ॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ॥

ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে, নারায়ণকে উদরে, বক্ষঃস্থলে

বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥ ৬৭ ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরেতু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্ত কন্ধরে ॥
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥ ৬৮ ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥
কিঞ্চ ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটেতু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতং।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়ত ইতি ॥ ৬৯ ॥
এবং ন্যাসং সমাচর্য্য সম্প্রদায়ানুসারতঃ।

ত্রিবিক্রমং দক্ষিণে কন্ধরে। হৃষীকেশং বামে কন্ধরে ॥ ৬৮ ॥

এবং কেশবাদ্যানাং দামোদরান্তানাং দ্বাদশানাং ন্যাসমুক্ত্বা মস্তকে শ্রীবাসুদেবস্য ন্যাসমাহ তদিতি। বাসুদেবেতি বাসুদেবায় নমঃ ইতি এতচ্চ সমস্তস্বরৈঃ সহ ন্যসেদিতি জ্ঞেয়ং। কেচিচ্চ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রং মূর্দ্ধ্নি বিন্যসন্তি। অত্রাপি সৎসম্প্রদায়াচার এব গতিরিতি দিক্ ॥ ৬৯ ॥

সম্প্রদায়ানুসারত ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং ॥ ৭০ ॥

মাধবকে, কণ্ঠকূপে গোবিন্দকে ॥ ৬৭ ॥

দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ কন্ধরে ত্রিবিক্রমকে বামপার্শ্বে বামনকে, বাম বাহুতে শ্রীধরকে, বামকন্ধরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিতে দামোদরকে ন্যাস করিবে ॥ ৬৮ ॥

তিলকের প্রক্ষালন (উভয় হস্ত সংমৃষ্ট) জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া অকারাদি দ্বাদশ স্বরের সহিত মস্তকে ন্যাস করিবে ॥

আরও বলি ॥

সকল ব্যক্তিরই অগ্রে ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করার বিধান আছে, ললাটাদি ক্রম অনুসারেই ধারণের বিধান করা হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

এই প্রকারে সম্প্রদায় অনুসারে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া সর্ব্বপ্রকার

ন্যসেৎ কিরীটমন্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধ্নি সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে।

অথ কিরীটমন্ত্রঃ ॥

ওঁ শ্রী-কিরীট-কেয়ূর-হার-মকরকুণ্ডল-চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-হস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল! শ্রীভূমি-সহিত স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমো নমঃ ॥ ইতি ॥ ৭০ ॥

অথোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনিত্যতা ॥

পাদ্মে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থম্বা রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎপূজাহোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ভয়াপহং ॥ ৭১ ॥

তত্রৈব শ্রীনারদোক্তৌ ॥

নিত্যং ধারয়েদিতি নিত্যতা সিদ্ধা ॥ ৭১ ॥

অর্থ সিদ্ধির উদ্দেশে মস্তকে কিরীটমন্ত্র ন্যাস করিবে ॥

অথ কিরীটমন্ত্র ॥

যিনি মনোহর কিরীট, কেয়ূর ও কুণ্ডলে শোভমান, যাঁহার হস্ত শঙ্খচক্র গদাপদ্মে সুশোভিত, যিনি পীতবসনধারী, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, শ্রীভূমি সহিত স্বীয় সুন্দর জ্যোতির প্রকাশক এবং সহস্র সূর্য্যতুল্য তেজঃশালী, তাহাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৭০ ॥

অথ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণের নিত্যতা ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার ভক্ত ব্যক্তি, চিত্ত স্থির করিয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার পূজা এবং হোম সময়ে আমার প্রিয়সাধনের নিমিত্ত অথবা মঙ্গল ও রক্ষার জন্য ভয় নিবারক উর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবে ॥ ৭১ ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীনারদের উক্তিতে ॥

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতং॥
তত্রৈবোত্তরখণ্ডে॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্ব্বিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্ব্বিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ।
তৎসর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকং চাধিগচ্ছতি॥ ৭২॥
অন্যচ্চ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ।
ভঙ্‌ক্ত্বা বিষ্ণুগ্রহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবং॥
অতএব পাদ্মে শ্রীনারদোক্তৌ॥
যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতং।

অধুনা অকরণে প্রত্যবায়পুঞ্জং দর্শয়তি যজ্ঞ ইত্যাদিনা। চরেৎ আচরেৎ॥ ৭২॥
বিষ্ণুগ্রহং হরিমন্দিরং॥ ৭৩॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্যতিরেকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃলোকের তর্পণ, যাহা কিছু করাযায় সে সমুদায়ই বৃথা হইয়া থাকে॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে॥

যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া ইষ্ট ও পূর্ত্ত প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করে,তাহার সে সমুদায়ই বিফল হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করে, তৎ সমুদায় নিত্য রাক্ষসের নিমিত্ত হয় এবং নরকে গমন করে॥ ৭২॥

অপিচ,—

যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র রচনা করে, সে নরাধম। যে পুণ্ড্র স্বরূপ হরিমন্দির ভগ্ন করে সে নিশ্চয় নরকে যায়॥

অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের বাক্যে॥

মনুষ্যদিগের যে শরীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হীন, তাহাকে দর্শন করিবে না,

দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধরেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ।

ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন ॥ ৭৪ ॥

স্কান্দে ॥

তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপিচ।

নৈবান্যন্নাম চ ক্রূয়াৎ পুমান্নারায়ণাদৃতে।

ধারয়েদ্বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং ধূপশেষং বিলেপনং।

বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দনসম্ভবং।

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে নো নরস্য হি।

তদ্দর্শনং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ৭৫ ॥

অন্যত্রাপি

ধরেৎ ধারয়েৎ ॥ ৭৪ ॥

বৈষ্ণবং হরিমন্দিরলক্ষণমূর্দ্ধপুণ্ড্রং। ললাট ইতি ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য তত্রৈব বিহিতত্বাৎ ॥ ৭৫ ॥

তাহা শ্মশানের তুল্য ॥ ৭৩ ॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে ॥

বৈদিক ব্রাহ্মণ শুভ্র মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিবেন, আপদ্ উপস্থিত হইলেও বিদ্বান্ ব্যক্তি কখন বক্র পুণ্ড্র করিবেন না ॥ ৭৪ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

পুরুষ মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও বক্রপুণ্ড্র ধারণ করিবে না, নারায়ণ ব্যতীত অন্য নামও উচ্চারণ করিবে না। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য ধূপাবশেষ ও চন্দন ধারণ করিবে ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

যে মনুষ্যের ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় না, তাহাকে অবলোকন করা কর্ত্তব্য নহে, দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিবে ॥ ৭৫ ॥

অন্যস্থলেও ॥

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানাং ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিধীয়তে।
অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকং।
কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্তস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥ ৭৬॥

অতএবোত্তরখণ্ডে॥

অশ্বত্থপত্রসংকাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা।
পদ্মকুট্মলসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতং॥ ৭৭॥

ব্রাহ্মণানাঞ্চ অন্যেষাং অবৈষ্ণবশূদ্রাণাং॥ ৭৬॥

এবমত্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণস্য বিহিতত্বাদগ্রে চ বক্ষোবাহুমূলাদৌ। খড়্গচক্রাদিমুদ্রাধারণস্য বিহিতত্বাদবৈষ্ণবস্মার্ত্তসম্মতমশ্বত্থপত্রাকারাদিকং বক্ষঃস্থলাদৌ ন বিধেয়মিতি লিখতি অশ্বত্থেতি। মোহনং অসুরানুসারি শুক্রাদিমায়ানিহিতমিত্যর্থঃ॥ ৭৭॥

বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের ব্যবস্থা, অন্যের অর্থাৎ অবৈষ্ণব শূদ্রের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্রের ব্যবস্থা, বেদজ্ঞেরা এই প্রকার বিধান করিয়াছেন॥

যে ব্রাহ্মণের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায়, ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় না, তাঁহাকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিলে, পরিধেয় বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে॥

বৈষ্ণবগণ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র স্থলে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না, যিনি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম হরির প্রীতির নিমিত্ত হয় না ৭৬

অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে॥

অশ্বত্থপত্রের আকার, বংশপত্রের আকার, আর পদ্মকলিকার আকার এই তিন প্রকার তিলক বক্ষঃস্থলাদিতে ধারণ করিবে না, ইহা অবৈষ্ণব স্মৃতি সম্মত ও মোহন স্বরূপ, অর্থাৎ অসুরগণের মতানুযায়ী, শুক্রাচার্য্যাদি মায়া প্রকাশ পূর্ব্বক ঐরূপ তিলকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই তিন তিলকের কোন ফল নাই॥ ৭৭॥

অথোর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং। স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রো মৃদা শুভ্রো ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চাণ্ডালোঽপি বিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্মসনাতনং।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতং যশঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তিরূর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ ॥
পদ্মপুরাণে ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালোঽপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৮ ॥
অত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবোমাসম্বাদে ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যেতু বিশালে সুমনোহরে।
লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ইতি পুংস্বমার্ষং ॥ ৭৮ ॥
সমাসীনোঽস্তি ॥ ৭৯ ॥

অথ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

যাহার ললাটে মৃত্তিকা দ্বারা শুভ্রবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে যদি চণ্ডালও হয়, তথাপি তাহার আত্মা পবিত্র, সে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে যশঃ অবস্থিত, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে মুক্তি অবস্থিতি করে এবং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে হরি অবস্থিত হয়েন ॥

পদ্মপুরাণে ॥

যাঁহার ললাটে মৃত্তিকা দ্বারা বিরচিত মনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, সে যদি চণ্ডালও হয় তথাপি তাঁহার আত্মা পবিত্র, তাহাকে অবশ্য পূজা করা উচিত, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৭৮ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব এবং উমার সম্বাদে ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অতিশয় মনোহর বিস্তৃত মধ্যভাগে দেবদেব নারায়ণ

তস্মাদ্‌যস্য শরীরেতু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতং।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো বিপ্রঃ সূর্য্যলোকেষু পূজিতঃ।
বিমানবরমারুহ্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
নাম স্মৃত্বা তথা ভক্ত্যা সর্ব্বদানফলং লভেৎ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
আকল্পকোটিপিতরস্তস্য তৃপ্তা ন সংশয়ঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ।
যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যা জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ।

লক্ষ্মীর সহিত উপবেশন করিয়া থাকেন। একারণ যাঁহার শরীরে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা থাকে, কথিত আছে তাঁহার শরীর নারায়ণের বিশুদ্ধ মন্দির স্বরূপ ॥

যে ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তিনি সূর্য্যলোকে পূজিত হয়েন এবং বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর পরম ধামে গমন করেন ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারি-ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ভক্তিসহকারে তাঁহার নাম স্মরণ করিলে সর্ব্বপ্রকার দানের ফল হইয়া থাকে ॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকর্ম্মে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারি-ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেন, তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্প পর্য্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

হে শুভাননে! যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সহস্র কোটিকল্প বৈকুণ্ঠে বাস করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ এবং হোম প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করা হয়, সেই সকল কর্ম্মের পুণ্য অনন্ত অর্থাৎ তাহার

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকং ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥
অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ ॥
তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনং ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো ম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপি বিমানস্থো মম লোকে মহীয়তে ॥ ৭৯ ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমশ্নুতে।
তদা বিংশৎকুলং তস্য নরকাদুদ্ধরাম্যহং ॥ ৮০ ॥
অথোর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণবিধিঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

বিংশৎকুলং বিংশতিকুলানি ॥ ৮০ ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য ললাটে মুখ্যত্বাৎ তত্রত্যোর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণপ্রকারং লিখতি বীক্ষ্যেত্যাদিনা ॥৮১॥

সংখ্যা হয় না ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

অশুচিই হউক বা আচাররহিতই হউক কিম্বা মনে মনে পাপ কর্ম্মই আচরণ করুক, মনুষ্য ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিলে সর্ব্বদাই পবিত্র থাকে ॥

ঐ ব্রহ্মপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য ॥

মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যে কোন স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করুক, সে যদি শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালও হয় তথাপি সে বিমানে আরোহণ করিয়া আমার লোকে আনন্দানুভব করিবে ॥ ৭৯ ॥

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী মনুষ্য যাহার গৃহে অন্ন ভোজন করেন, আমি সেই গৃহির বিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥ ৮০ ॥

অথ ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রনির্ম্মাণ বিধি ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং ॥ ৮১ ॥
দশাঙ্গুলং প্রমাণস্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে।
নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাৎ অষ্টাঙ্গুলমতঃ পরং।
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ ॥ ৮২ ॥
পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে তত্রৈব ॥
একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥ ৮৩ ॥
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভং।

অতঃপরং কনিষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥
সান্তরালং মধ্যে ছিদ্রান্বিতং তদেবাহ হরিপদাকৃতীতি ॥ ৮৩ ॥

হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি আদর্শে (দর্পণে) অথবা জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া যত্ন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার পরম গতি লাভ হয় ॥ ৮১ ॥

যে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের পরিমাণ দশ অঙ্গুল তাহাকে অত্যুত্তম বলা যায়। নয় অঙ্গুল পরিমাণ মধ্যম, আর অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ কনিষ্ঠ। এই ত্রিবিধ অঙ্গুলি পরিমাণে নির্ম্মাণ করিবে, নখ দ্বারা স্পর্শ করিবে না ॥ ৮২ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের ঐ শিব ও উমা সম্বাদে ॥

একান্ত চিত্ত, সর্ব্বপ্রাণির হিতসাধনে তৎপর, মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তি-সকল হরিপাদপদ্মের আকার, মধ্যে ছিদ্র বিশিষ্ট পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন॥৮৩

পণ্ডিতগণ শ্যামবর্ণ পুণ্ড্রকে শান্তিপ্রদ, রক্তবর্ণ পুণ্ড্রকে বশ্য কারক, পীতবর্ণ পুণ্ড্রকে সম্পত্তি দায়ক এবং শ্বেতবর্ণ পুণ্ড্রকে মঙ্গল জনক ও মোক্ষপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥

বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু।
বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতং।
অশুভ্রং রূক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতং।
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকং ॥ ৮৪ ॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্ম্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৮৫ ॥
অথোর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যচ্ছিদ্রনিত্যতা তত্রৈব ॥
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি ॥ ৮৬ ॥

তত্তমিতি পাঠে বিস্তৃতং। পদচ্যুতং স্থানভ্রষ্টং। অশুভ্রং মলিনং আসক্তমন্যোন্যসংলগ্নং। পাঠান্তরং সুগমং। বিগন্ধং দুর্গন্ধি। অপসব্যং বামহস্তকল্পিতং ॥ ৮৪ ॥
ত্রয়োভাগাস্তৃতীয়ো বিভাগ ইত্যর্থঃ। তথা সদাচারদর্শনাৎ ॥ ৮৫ ॥
ব্যপোহতি নিরস্যতীতি মহাদোষোক্ত্যা নিত্যতা বোধিতা। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ৮৬ ॥

অপর, বর্ত্তুলাকার, তির্য্যক্ (বক্র), ছিদ্রশূন্য, খর্ব্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে সংলগ্ন, মূলভাগে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পুণ্ড্রের নিম্নভাগ পৃথক্, স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রূক্ষ, পরস্পর সংলগ্ন, অপিচ, অঙ্গুলি-ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা রচিত পুণ্ড্রকে বিফল বলিয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

নাসিকার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে, নাসিকার তৃতীয় ভাগকে নাসিকার মূল কহে। ভ্রূদ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিবে ॥ ৮৫ ॥

অথ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যচ্ছিদ্রের নিত্যতা ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব ও উমাসম্বাদে ॥

যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করে, সে নিশ্চয় তত্রস্থ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দেয় ॥ ৮৬ ॥

অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ।
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনং।
বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥
অতএবোক্তং হরিমন্দিরলক্ষণং॥
নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণেতু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥
বায়ুপুরাণে সেবাপরাধে॥
অধৃত্বা চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঞ্চ হরেঃ পূজাং করোতি যঃ।
তির্য্যক্পুণ্ড্রধরো যস্তু যজেদ্দেবং জনার্দ্দনং।
অচ্ছিদ্রেণোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রেণ ভস্মনা তির্য্যগঙ্কিনা।

যে সকল দ্বিজাধম ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করে, তাহাদিগের ললাটে সর্ব্বদাই কুক্কুরের পদ অবস্থিত থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই, অতএব হে শুভদর্শনে! দণ্ডাকৃতি, ছিদ্রযুক্ত, সুশোভন পুণ্ড্র, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীদিগের সর্ব্বদা ধারণ করা কর্ত্তব্য॥

এই কারণেই হরিমন্দিরের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে॥

নাসা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অতিশয় মনোহর এবং মধ্যে ছিদ্রযুক্ত যে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করেন, অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না॥

বায়ুপুরাণে সেবাপরাধপ্রসঙ্গে॥

যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া অথবা ছিদ্রবিহীন ভস্ম রচিত, বক্রভাবে অঙ্কিত ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া, কিম্বা শঙ্খ চক্র ধারণ না

অধৃত্বা শঙ্খচক্রে চেত্যাদিনা দোষ উক্তঃ ॥

শ্রুতিশ্চ।

যজুর্ব্বেদস্য হিরণ্যকেশীয়শাখায়াং ॥

হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ

স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্।

মধ্যে চ্ছিদ্রমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ভবতীতি ॥

তিলক-রচনাঙ্গুলি-নিয়মে স্মৃতিঃ ॥

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।

অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জনী মোক্ষসাধনী ॥

অথোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমৃত্তিকাঃ ॥

পদ্মপুরাণে তত্রৈব ॥

পর্ব্বতাগ্রে নদীতীরে বিল্বমূলে জলাশয়ে।

সিন্ধুতীরে চ বল্মীকে হরিক্ষেত্রে বিশেষতঃ।

করিয়া বিষ্ণুর পূজা করেন ইত্যাদি দ্বারা দোষ উক্ত হইয়াছে ॥

যজুর্ব্বেদীয় হিরণ্যকেশীয় শাখাতে শ্রুতিও আছে ॥

যিনি দেহেতে হরির পাদচিহ্ন ধারণ করেন তিনি পরমেশ্বরের প্রিয় হন এবং তিনি পুণ্যবান্। যিনি মধ্যভাগে ছিদ্র সমন্বিত পুণ্ড্র ধারণ করেন তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥

তিলক রচনায় অঙ্গুলিনিয়ম বিষয়ে স্মৃতি যথা—

অনামিকাকে অভীষ্টপ্রদায়িনী বলা যায়, মধ্যমা পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং তর্জনী মোক্ষপ্রদান করে ॥

অথ উর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের মৃত্তিকা ॥

পদ্মপুরাণের ঐ উত্তরখণ্ডে শিব ও উমা সম্বাদে ॥

পর্ব্বতের অগ্রভাগ অর্থাৎ শিখরদেশ, নদীর তীর, বিল্বমূল, জলাশয়, সমুদ্রের তীর, বাল্মীক (উইমাটী), বিশেষতঃ হরিক্ষেত্র এবং যে

বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্নীয়াত্তত্র মৃত্তিকাং।
শ্রীরঙ্গে বেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্ম্মে দ্বারকে শুভে।
প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে।
গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ।
ধৃত্বা পুণ্ড্রাণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥
তত্রৈব॥
যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ॥
তত্র শ্রীগোপীচন্দনমাহাত্ম্যং॥
উক্তঞ্চ পাদ্মে শ্রীনারদেন।
ব্রহ্মঘ্নো বাথ গোঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।

দ্বারকে দ্বারকায়াং। বারাহে শূকরক্ষেত্রে॥ ৮৭॥

স্থানে প্রতিদিবস বিষ্ণুর স্নান জল নিক্ষিপ্ত হয়, পুণ্ড্র নির্ম্মাণ নিমিত্ত ঐ সকল স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে॥

শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কট পর্ব্বত, শ্রীকূর্ম্ম, মঙ্গলরূপা দ্বারকা, প্রয়াগ, নরসিংহ ক্ষেত্রাদি, বরাহক্ষেত্র নামক স্থান এবং তুলসীবন হইতে ভক্তি পূর্ব্বক মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর চরণামৃতের সহিত অঙ্গে পুণ্ড্র ধারণ করিলে বিষ্ণুসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিবে॥

উক্ত গ্রন্থেই॥

যাহা উৎকৃষ্ট হরিক্ষেত্র সেই স্থান হইতেই মৃত্তিকা আহরণ করিতে হইবে॥

ঐ সকল মৃত্তিকার মধ্যে গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য যথা—

পদ্মপুরাণে নারদ বলিয়াছেন॥

ব্রহ্মঘাতক হউক, বা গোঘাতক হউক, কিম্বা কুতর্কী হউক অথবা সর্ব্ব পাপকারীই হউক, গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র

গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥
গোপীচন্দনখণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।
কুলমেকোত্তরং তেন সন্তবেল্লারিতং শতং ॥
স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ ॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ ॥ ৮৭ ॥
গোপীমৃত্তুলসীশঙ্খঃ শালগ্রামঃ সচক্রকঃ।
গৃহেঽপি যস্য পঞ্চৈতে তস্য পাপভয়ং কুতঃ ॥
কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন ॥
শ্রীখণ্ডে ক্ব স আমোদঃ স্বরো বর্ণঃ ক্ব তাদৃশঃ।
তৎপাবিত্র্যং ক্ব বৈ তীর্থে শ্রীগোপীচন্দনে যথা ॥ ৮৮ ॥

শালগ্রামঃ শালগ্রামশিলা। সচক্রকঃ দ্বারকাচক্রাঙ্কসহিতঃ ॥ ৮৮ ॥ ৮৯ ॥

হয় ॥

যিনি বৈষ্ণবকে একখণ্ড গোপীচন্দন দান করেন, তিনি একশত এককুল উদ্ধার করেন ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন ॥

যাঁহার শরীরে শঙ্খ চক্র অঙ্কিত, মস্তকে তুলসীমঞ্জরী ধারণ এবং অঙ্গে গোপীচন্দন লিপ্ত, তাঁহাকে দর্শন করিলে তাহার পাপ ভয় আর কোথায় থাকে ॥ ৮৭ ॥

গোপীমৃত্তিকা, তুলসী, শঙ্খ এবং দ্বারকাচক্রের সহিত শালগ্রাম-শিলা, এই পাঁচটী পদার্থ যাঁহার গৃহেতে অবস্থিতি করেন, তাঁহার পাপ ভয় কোথায় ? ॥

কাশীখণ্ডেতেও শ্রীযম বলিয়াছেন ॥

গোপীচন্দনে যেরূপ, চন্দনে সে সৌরভ কোথায়, তৎসদৃশ স্বর ও বর্ণই বা কোথায় এবং তত্তুল্য তীর্থেই বা পবিত্রতা কোথায় ? ।৮৮॥

অথ গোপীচন্দনোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং ॥

উক্তঞ্চ গরুড়পুরাণে নারদেন ॥

যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং
করে সমাদায় ললাটপট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথ চোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং
ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

ক্রিয়াবিহীনং যদি মন্ত্রহীনং
শ্রদ্ধাবিহীনং যদি কালবর্জিতং।
কৃত্বা ললাটে যদি গোপিচন্দনং
প্রাপ্নোতি তৎকর্ম্মফলং সদাক্ষয়ং ॥ ৯০ ॥

গোপীচন্দনসম্ভবং সুরুচিরং পুণ্ড্রং ললাটে দ্বিজো
নিত্যং ধারয়তে যদি দ্বিজপতে রাত্রৌ দিবা সর্ব্বদা।

গোপিচন্দনমিতি হ্রস্বত্বমার্ষং। যদীত্যস্য পূর্ব্বার্দ্ধেনৈব সম্বন্ধঃ। যদ্যপি ক্রিয়াদিহীনং কর্ম্ম স্যাত্তথাপি গোপীচন্দনং ললাটে কৃত্বা তেনোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং নির্ম্মায় তৎফলমক্ষয়ং প্রাপ্নোতীর্থঃ ॥ ৯০ ॥

দ্বিজপতে হে শ্রীগরুড় ॥ ৯১ ॥

অথ গোপীচন্দননির্ম্মিত ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য ॥

গরুড়পুরাণে নারদ বলিয়াছেন ॥

যে ব্যক্তি দ্বারাবতীসমুৎপন্না মৃত্তিকা হস্তে গ্রহণ করিয়া নিত্য ললাট ফলকে ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তিনি যে কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার ফল সর্ব্বদা কোটিগুণ হয় ॥ ৮৯ ॥

কর্ম্ম যদি ক্রিয়া হীন বা মন্ত্রহীন, কিম্বা শ্রদ্ধাহীন অথবা কালবহির্ভূতই হয়, কিন্তু যদি ললাটে গোপীচন্দন ধারণ করিয়া করা হয় তাহা হইলে কর্ত্তা সকল সময়েই উহার অক্ষয় ফল লাভ করেন ॥ ৯০ ॥

হে গরুড়! ব্রাহ্মণ যদি প্রতিদিবস রাত্রি দিবা সর্ব্বদা ললাটে গোপীচন্দনের মনোহর পুণ্ড্র ধারণ করেন, কুরুক্ষেত্রে, সূর্য্যগ্রহণে এবং

যৎ পুণ্যং কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে মাঘ্যাং প্রয়াগে তথা
তৎ প্রাপ্নোতি খগেন্দ্র বিষ্ণুসদনে সন্তিষ্ঠতে দেববৎ॥

যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং
ভক্ত্যা ললাটে মনুজো বিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা হরিঃ
শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম॥ ৯১॥
যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরী-সমুদ্ভবাং
সদা পবিত্রাং কলিকিল্বিষাপহাং।
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রসংযুতাং
যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপসংবৃতঃ॥
যস্যান্তকালে খগ গোপীচন্দনং
বাহ্বো র্ললাটে হৃদি মস্তকেচ।
প্রয়াতি লোকং কমলালয়ং প্রভো-
র্গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ৯২॥

কৃষ্ণপুরী শ্রীদ্বারকা তৎসমুদ্ভবাং মৃদমিতি শেষঃ॥ ৯২॥

মাঘী পূর্ণিমায় প্রয়াগে যে পুণ্য হয়, তিনি সেই পুণ্য প্রাপ্ত হন এবং বিষ্ণুলোকে দেবতার ন্যায় বাস করেন॥

যে গৃহে গোপীচন্দন থাকে এবং যে গৃহে মনুষ্য ভক্তি পূর্ব্বক ললাটে গোপীচন্দন ধারণ করে, হে বিহঙ্গম! সেই গৃহে কংসহা হরি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন॥ ৯১॥

যিনি কলিপাপনাশিনী সর্ব্বদা পবিত্র স্বরূপা হরিমন্ত্রসংযুতা দ্বারকা মৃত্তিকা নিত্য ললাটে ধারণ করেন, তিনি যদি পাপে পরিবেষ্টিতও হয়েন, তথাপি যমকে অবলোকন করিবেন না॥

হে বিহঙ্গম! মৃত্যু কালে যাঁহার দুই বাহুতে, ললাটে, হৃদয়ে এবং মস্তকে গোপীচন্দন থাকে তিনি যদি গোঘাতী, বালঘাতী অথবা ব্রহ্মঘাতীই হয়েন তথাপি লক্ষ্মীর আবাসস্থান বিষ্ণুধামে গমন করিবেন॥৯২

গ্রহা ন পীড়ন্তি ন রক্ষসাং গণা
যক্ষাঃ পিশাচোরগভূতদানবাঃ।
ললাটপট্টে খগ গোপীচন্দনং
সন্তিষ্ঠতে যস্য হরেঃ প্রসাদতঃ ॥
পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতমেন ॥
অম্বরীষ মহাযস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণং।
ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকং ॥ ৯৩ ॥
কাশীখণ্ডে চ শ্রীযমেন ॥
দূতাঃ শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দনলাঞ্ছিতং।
জলদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ ॥ ইতি ॥
অথ তস্যোপরি শ্রীমত্তুলসীমূলমৃৎস্নয়া।
তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্য্যমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মনোহরং ॥ ৯৪ ॥

ন পীড়ন্তি ন পীড়য়ন্তি ॥ ৯৩ ॥
ইন্ধনমঙ্গারঃ ॥ ৯৪ ॥

হে খগেন্দ্র! যাঁহার ললাটফলকে গোপীচন্দন অবস্থিতি করে, হরির প্রসন্নতা হেতু গ্রহ, রাক্ষস, যক্ষ, সর্প, ভূত এবং দানবগণ তাঁহাকে পীড়া দিতে সমর্থ হয় না ॥

পদ্মপুরাণে গৌতম বলিয়াছেন ॥

হে অম্বরীষ! যাঁহারা প্রতি দিবস ললাটে গোপীচন্দনের পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, মহাপাপক্ষয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দর্শন কর। ৯৩

কাশীখণ্ডে শ্রীযম কহিয়াছেন ॥

দূতগণ! শ্রবণ কর, যাঁহার ললাট গোপীচন্দনে অঙ্কিত, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে দূরে পরিত্যাগ করিবা ॥

অনন্তর বৈষ্ণবগণ তুলসীমূলের মৃত্তিকা দ্বারা তাহার উপরে ঐ স্থানেই মনোহর ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিবেন ॥ ৯৪ ॥

অথ শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাপুণ্ড্রমাহাত্ম্যং ॥

তন্মৃদং গৃহ্য যৈঃ পুণ্ড্রং ললাটে ধারিতং নরৈঃ।
প্রমাণকং কৃতং তৈস্তু মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ৯৫ ॥

তত্রৈবচ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
দেহং ন স্পৃশ্যতে পাপং ক্রিয়মাণন্তু নারদ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং যঃ করোতি দিনে দিনে।
তস্যাবলোকনাৎ পাপং যাতি বর্ষকৃতং নৃণামিতি ॥ ৯৬ ॥

তস্যোপরিষ্টাদ্ভগবন্নির্ম্মাল্যমনুলেপনং।

তন্মৃদং শ্রীতুলসীমূলমৃত্তিকাং তৎপ্রসঙ্গাৎ। গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ৯৫ ॥

অপ্যর্থে তু শব্দঃ ক্রিয়মাণমপি পাপং কর্ত্তৃদেহমপি ন স্পৃশতি কুতো মন আদীতার্থঃ ॥ ৯৬ ॥ ॥ ৯৭ ॥

অথ শ্রীতুলসী মূলের মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য ॥

তুলসী মূলের মৃত্তিকা লইয়া যে সকল ব্যক্তি ললাটে পুণ্ড্র রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা যে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাই তাহার প্রমাণ দেখাইতেছেন ॥ ৯৫ ॥

ঐ কাশীখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

হে নারদ! যাঁহার ললাটে তুলসী মৃত্তিকার পুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, তিনি পাপ করিলেও সে পাপ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতে পারে না ॥

গরুড়পুরাণে ॥

যিনি প্রতিদিন তুলসীর মূল মৃত্তিকা দ্বারা পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তাঁহাকে অবলোকন করিলে মনুষ্যদিগের এক বৎসরের কৃত পাপ সমুদায় বিনাশ পায় ॥ ৯৬ ॥

তাহার উপরে ভগবানের নির্ম্মাল্য চন্দন ঐ প্রকারেই ধারণ

তত্রৈব ধার্য্যমেবং হি ত্রিবিধং তিলকং স্মৃতং।
ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ॥
মৎস্য কূর্ম্মাদি চিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ॥
অথ মুদ্রাধারণ নিত্যতা॥
স্মৃতৌ॥
অঙ্কিতঃ শঙ্খ চক্রাভ্যামুভয়ো র্ব্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥
আদিত্যপুরাণে॥
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদি রহিতং ব্রহ্মণাধমং।
গর্দ্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ॥
গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ॥
সর্ব্বকর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ।
শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়াম্মদীয়ায়ুধধারণাৎ॥

করিবে। কথিত আছে, তিলক এইরূপে তিন প্রকার॥

তাহার পর হরির প্রীতি নিমিত্ত নারায়ণী মুদ্রা, মৎস্য কূর্ম্মাদি চিহ্ন ও চক্রাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিবে॥

অথ মুদ্রাধারণের নিত্যতা॥

স্মৃতিতে॥

সর্ব্বদা বাহুদ্বয়ের মূলে শঙ্খ ও চক্র অঙ্কিত করিয়া হরির পূজা করিবে, তাহা না করিলে পূজা হইবে না॥

আদিত্যপুরাণে॥

যে ব্রাহ্মণাধম শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বর্জিত, রাজা তাহাকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন॥

গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের উক্তিতে॥

যাহারা শুচি, সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্মে তাঁহাদিগেরই অধিকার। আরও জানিতে হইবে আমার অস্ত্র ধারণ করিলেই শুচিতা জন্মায়॥

পাদ্মেচোত্তরখণ্ডে ॥

শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৯৭ ॥

শ্রুতৌচ যজুঃকঠশাখায়াং ॥

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী, বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তং ॥

অথর্ব্বণিচ ॥

এভির্ব্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেম।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ ॥ ইত্যাদি ॥

অতএব ব্রহ্মপুরাণে ॥

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা সম্মানং ন করোতি যঃ।

কৃতং গোপীচন্দনাদিনা নির্ম্মিতমঙ্কিতং চক্রং ধর্ত্তুং শীলমস্যেতি তথা সঃ। কিং বক্তব্যং মুদ্রাধারণস্য নিত্যত্বং তদ্ধারক সন্মাননস্যাপি নিত্যতা ব্রাহ্মবচনেন গম্যত ইতি

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

ব্রাহ্মণ হরির প্রিয়তম শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন রহিত হইলে সমুদায় ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া নরকে গমন করেন ॥ ৯৭ ॥

যজুর্ব্বেদীয় কঠশাখাতেও বলিয়াছেন—

যে মহাত্মা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং গোপীচন্দনাদি দ্বারা অঙ্কিত চক্র ধারণ করিয়া মহতের মহৎ সেই হৃদয়স্থ পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্বর ও মন্ত্রযোগে ধ্যান করেন (তিনিই ধন্য) ॥

অথর্ব্ববেদেও ॥

আমরা ত্রিবিক্রমের এই সকল চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হইয়া লোক মধ্যে সৌভাগ্য শালী হইব। যাঁহারা এই সকল চিহ্নে চিহ্নিত তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ পরম ধামে গমন করেন, ইত্যাদি ॥

অতএব ব্রহ্মপুরাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঙ্কিত মনুষ্যকে দর্শন করিয়া যিনি সম্মান না করেন,

দ্বাদশাব্দার্জ্জিতং পুণ্যং চাফলায়োপগচ্ছতি ॥ ৯৮

অথ মুদ্রাধারণমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে সনৎকুমার মার্কণ্ডেয় সম্বাদে ॥

যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র শঙ্খচক্রাদি চিহ্নিতঃ।

স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জ্জিতং ॥

তত্রৈবান্যত্রচ ॥

নারায়ণায়ুধৈর্নিত্যং চিহ্নিতং যস্য বিগ্রহং।

পাপকোটিপ্রযুক্তস্য তস্য কিং কুরুতে যমঃ।

শঙ্খোদ্ধারেতু যৎ প্রোক্তং বসতাং বর্ষকোটিভিঃ ॥

তৎফলং লিখিতে শঙ্খে প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে।

যৎফলং পুষ্করে নিত্যং পুণ্ডরীকাক্ষদর্শনে ॥

শঙ্খোপরি কৃতে পদ্মে তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ।

লিখতি কৃষ্ণেতি ॥ ৯৮ ॥

মৃদং গৃহীত্বা চিহ্নং কুরুতে ॥ ৯৯ ॥

তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের উপার্জিত পুণ্য বিফল হইয়া যায় ॥ ৯৮ ॥

অথ মুদ্রাধারণ মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীসনৎকুমার মার্কণ্ডেয় সম্বাদে ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি নিশ্চয় দাহ ও প্রলয় বর্জ্জিত বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণের অন্য স্থলে ॥

যাহার শরীর সর্ব্বদা নারায়ণের অস্ত্র সকলে চিহ্নত থাকে, তিনি কোটি পাপ যুক্ত হইলেও যম তাঁহার কি করিতে পারেন? কোটি বৎসর শঙ্খোদ্ধার তীর্থে বাসকারি ব্যক্তির যে ফল বলা হইয়াছে প্রত্যহ দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খ অঙ্কিত করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে॥ নিত্য পুষ্করক্ষেত্রে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে যে ফল হয়, শঙ্খের উপর পদ্ম লিখিলে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

বামে ভুজে গদা যস্য লিখিতা দৃশ্যতে কলৌ।
গদাধরো গয়াপুণ্যং প্রত্যহং তস্য যচ্ছতি।
যচ্চানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রস্বামিসমীপতঃ।
গদাধরো লিখেচ্চক্রে তৎ ফলং কৃষ্ণদর্শনে ॥ ৯৯ ॥
শ্রীভগবদুক্তৌচ ॥
যঃ পুনঃ কলিকালেতু মৎপুরীসম্ভবাং মৃদং।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকং চিহ্নং গৃহীত্বা কুরুতে নরঃ।
দেহে তস্য প্রবিষ্টোঽহং জানন্তু ত্রিদশোত্তমাঃ।
তস্য মে নান্তরং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ১০০ ॥
মমাবতারচিহ্নানি দৃশ্যন্তে যস্য বিগ্রহে।
মর্ত্তৈর্ম্মর্ত্ত্যো ন বিজ্ঞেয়ঃ স নূনং মামকী তনূঃ ॥ ১০১ ॥
পাপং সুকৃতরূপন্তু জায়তে তস্য দেহিনঃ।

মে ময়া সহ অন্তরং ভেদং ন কর্ত্তব্যং ॥ ১০০ ॥
মামকী তনূঃ মদবতার ইত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

কলিযুগে যাঁহার বাম বাহুতে গদা লিখিত দৃষ্ট হয়, গদাধর তাঁহাকে প্রত্যহ গয়াধামোৎপন্ন পুণ্য প্রদান করেন ॥

আনন্দপুরে চক্রস্বামির সমীপে কৃষ্ণদর্শনে যে ফল কথিত হইয়াছে গদার নিম্নদিকে চক্র অঙ্কিত করিলে সেই ফল হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

শ্রীভগবানের উক্তিতে ॥

কলিকালে যে মনুষ্য আমার দ্বারকাপুরী সম্ভূত মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া মৎস্য কূর্ম্মাদি চিহ্ন অঙ্কিত করেন, হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! অবগত হও আমি তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া থাকি। যিনি মঙ্গল ইচ্ছা করিবেন, তিনি কখনই তাঁহাতে এবং আমাতে ইতর বিশেষ করিবেন না ॥ ১০০ ॥

যাঁহার দেহে আমার অবতার চিহ্ন সকল দেখা যায়, মানবগণ তাঁহাকে মানুষ বলিয়া জানিবেন না, তিনি আমারই অবতার ॥ ১০১ ॥

কলিযুগে যাঁহার অঙ্গে আমার আয়ুধ সকল লিখিত থাকে, সেই

মমায়ুধানি তস্যাঙ্গে লিখিতানি কলৌ যুগে ॥
উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোঽঙ্কিতো মৎস্যমুদ্রয়া।
কূর্ম্ময়াপি স্বকং তেজো নিক্ষিপ্তং তস্য বিগ্রহে ॥
শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং, মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে।
করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং,পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জিতস্য ॥১০২
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদ সম্বাদে ॥
কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্ক,কবচং দুর্ভেদ্যং দেবদানবৈঃ।
অদৃশ্যং সর্ব্বভূতানাং শত্রূণাং রক্ষসামপি।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী হরিবল্লভা।
নিত্যং তস্য বসেদ্দেহে যস্য শঙ্খাঙ্কিতা তনুঃ।
গঙ্গা গয়া কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করাদিচ।
নিত্যং তস্য সদা তিষ্ঠেদ্ যস্য পদ্মাঙ্কিতং বপুঃ।

নিক্ষিপ্তং ময়া। যঃ স্বদেহে রচিতং করোতি স সুকৃত বৃদ্ধ্যাদি করোতীত্যর্থঃ। সমাসস্থস্যাপি পাপশব্দস্য জন্মশতার্জিতস্যেতি বিশেষণমার্ষং ॥ ১০২ ॥

দেহধারির পাপ সমুদায় পুণ্যস্বরূপ হইয়া উঠে ॥

যিনি মৎস্য মুদ্রা ও কূর্ম্মমুদ্রা এই দুই মুদ্রায় অঙ্কিত হয়েন,আমার তেজ তাঁহার দেহে নিক্ষিপ্ত হয় ॥

যাহার স্বীয় দেহে শঙ্খ, পদ্ম, গদা, চক্র, মৎস্য এবং কূর্ম্ম রচিত হয়, তাহার নিত্য পুণ্যের বৃদ্ধি এবং শত জন্মের অর্জিত পাপ সকল ক্ষয় করে ॥ ১০২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মনারদ সম্বাদে ॥

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র রূপ বর্ম্ম দেব দানবগণ ভেদ করিতে পারে না এবং সমুদায় ভূতগণ, শত্রুগণ ও রাক্ষস সকল দেখিতে সমর্থ হয় না।

যাঁহার দেহ শঙ্খ চিহ্নে চিহ্নিত, গঙ্গা গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ এবং পুষ্করাদি তীর্থ সকল তাঁহার দেহে সর্ব্বদা বাস করেন ॥

যস্য কৌমোদকীচিহ্নং ভুজে বামে কলিপ্রিয়।
প্রত্যহং তত্র দ্রষ্টব্যো গঙ্গাসাগরসঙ্গমঃ।
সব্যে করে গদাধস্তাদ্রথাঙ্গং তিষ্ঠতে যদি।
কৃষ্ণেন সহিতং তত্র ত্রৈলোক্যং স চরাচরং।
ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানিচ।
নিবসন্তি সদা তস্য যস্য দেহে সুদর্শনং॥
কিঞ্চ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য নারায়ণী করে।
ঊর্দ্ধলোকাধিকারী চ স জ্ঞেয়স্ত্রিদশাম্পতিঃ।
কৃষ্ণমুদ্রাপ্রযুক্তস্তু দৈবং পিত্র্যং করোতি যঃ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহং চাক্ষয়ং ভবেৎ।
পীড়য়ন্তি ন বৈ তত্র গ্রহা ঋক্ষাণি রাশয়ঃ।

ত্রিদশাং ত্রিদশানামিত্যর্থঃ।

হে কলিপ্রিয়! যাঁহার বাম ভুজে কৌমোদকী অর্থাৎ গদা চিহ্ন, সেই স্থানে প্রত্যহ গঙ্গাসাগর সঙ্গম দেখিবে॥

বাম হস্তে গদা এবং তাহার তলে যদি চক্র থাকে, তাহা হইলে চরাচর লোকত্রয় শ্রীকৃষ্ণের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে অবস্থিতি করেন।

যাঁহার দেহে সুদর্শনচক্রের চিহ্ন বিদ্যমান, তাঁহার তিন অগ্নি অর্থাৎ গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, তিন দেবতা অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং বিষ্ণুর তিন পদ অর্থাৎ ত্রিবিক্রমের তিন চরণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন॥

আরও বলি॥

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঙ্কিত নারায়ণী মুদ্রা যাঁহার হস্তে বিদ্যমান, ঊর্দ্ধলোকে তাঁহার অধিকার লাভ হয়, তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবে॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণমুদ্রা সকল ধারণ করিয়া, দৈব, পিত্র্য, নিত্য, নৈমিত্তিক অথবা কাম্য কর্ম্ম করেন সেই কর্ম্মের ফল অক্ষয় হয়॥

অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী করে ॥

বারাহে শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ ॥

কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতং দেহং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া।

প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু স গত্বা কিং করিষ্যতি ॥

যদা যস্য প্রপশ্যেত দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং।

তদা তস্য জগৎস্বামী তুষ্টো হরতি পাতকং।

ভবতে যস্য দেহেতু অহোরাত্রং দিনে দিনে।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মং লিখিতং সোঽচ্যুতঃ স্বয়ং ॥ ১০৩ ॥

নারায়ণায়ুধৈর্যুক্তং কৃত্বাত্মানং কলৌ যুগে।

কুরুতে পুণ্যকর্ম্মাণি মেরুতুল্যানি তানি বৈ।

শঙ্খাদীনাং কৃতো ভক্ত্যা শ্রাদ্ধং যঃ কুরুতে দ্বিজ।

প্রপশ্যেতেত্যার্ষমাত্মনেপদং। ভবতে ইতি চ ॥ ১০৩ ॥

আত্মানং দেহং ॥ ১০৪ ॥

অষ্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রদ্বারা অঙ্কিত ধাতুময়ী মুদ্রা যাঁহার হস্তে অবস্থিতি করে, গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশি সকল তাহার কোন অপকার করিতে পারে না ॥

বরাহপুরাণে শ্রীসনৎকুমারের বাক্যে ॥

যাঁহার দেহ উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা গোপীচন্দন দ্বারা বিরচিত কৃষ্ণায়ুধে অঙ্কিত তিনি আর প্রয়াগাদি তীর্থ সকল গমন করিয়া কি করিবেন ॥

যখন মনুষ্যের দেহকে শঙ্খাদি চিহ্নে চিহ্নিত দেখা যায়, তখন জগৎস্বামী হরি তুষ্ট হইয়া তাহার পাপ হরণ করেন ॥

যাঁহার দেহে প্রতিদিন দিবারাত্র শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম অঙ্কিত থাকে, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ ॥ ১০৩ ॥

কলিযুগে দেহকে নারায়ণের অস্ত্র সকলে অঙ্কিত করিয়া যে সকল পুণ্যকর্ম্ম করা হয়, তাহার ফল সুমেরু তুল্য হইয়া থাকে ॥

হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি শঙ্খাদি চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করেন, সে শ্রাদ্ধ বিধিহীন হইলেও সম্পূর্ণ এবং পিতৃগণের সম্বন্ধে

বিধিহীনন্তু সম্পূর্ণং পিতৃণাস্তু গয়াসমং ॥ ১০৪ ॥
যথাগ্নির্দহতে কাষ্ঠং বায়ুনা প্রেরিতো ভৃশং।
তথা দহন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণায়ুধানি বৈ ॥
ব্রাহ্মে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
বিষ্ণুনামাঙ্কিতাং মুদ্রামষ্টাক্ষরসমন্বিতাং।
শঙ্খায়ুধাদিকৈর্যুক্তাং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপি।
ধত্তে ভাগবতো যস্তু কলিকালে বিশেষতঃ।
প্রহ্লাদস্য সমো জ্ঞেয়ো নান্যথা কলিবল্লভ!।
কিঞ্চ—
শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ১০৫ ॥
কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতো যস্তু শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।

দহন্তি দহন্তি পাপানি স্বস্থান্যেষাং বা দহন্তে স্বয়মেব নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥
যদীতি ন শ্মশানে ম্রিয়ত এব যদি কদাচিন্ম্রিয়েত ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

গয়াশ্রাদ্ধ তুল্য হইয়া থাকে ॥ ১০৪ ॥

যেমন বায়ু দ্বারা বিচলিত হইয়া অগ্নি অতিশয়রূপে কাষ্ঠ দগ্ধ করে তদ্রূপ কৃষ্ণায়ুধ সকলকে দর্শন করিয়া যাবদীয় পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ॥

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ সম্বাদে ॥

বিষ্ণুনামে অঙ্কিতা অষ্টাক্ষর সমন্বিতা, শঙ্খাদি আয়ুধযুক্তা স্বর্ণ এবং রৌপ্যময়ী মুদ্রা যে ভগবদ্ভক্ত বিশেষতঃ কলিযুগে ধারণ করেন, হে কলিবল্লভ অর্থাৎ কলহপ্রিয় নারদ! তাঁহাকে প্রহ্লাদের সমান জানিবা, ইহাতে অন্যথা নাই ॥

আরও বলি ॥

যে ব্রাহ্মণের শরীর শঙ্খ চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি যাঁহার গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং কেশব তাঁহার সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ১০৫ ॥

যে ব্যক্তির দেহ শ্রীকৃষ্ণের আয়ুধ সকলে অঙ্কিত, তিনি যদিও শ্মশানে

প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য নারদ ॥ ১০৬ ॥
কৃষ্ণায়ুধৈঃ কলৌ নিত্যং মণ্ডিতং যস্য বিগ্রহং।
তত্রাশ্রয়ং প্রকুর্ব্বন্তি বিবুধা বাসবাদয়ঃ ॥ ১০৭ ॥
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ।
কৃত্বা কাষ্ঠময়ং বিম্বং কৃষ্ণশস্ত্রৈস্তু চিহ্নিতং।
যো হ্যঙ্কয়তি চাত্মানং তৎসমো নাস্তি বৈষ্ণবঃ।
পাষণ্ডপতিতব্রাত্যৈর্নাস্তিকালাপপাতকৈঃ।
ন লিপ্যতে কলিকৃতৈঃ কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ ॥

বিগ্রহমিতি নপুংসকত্বমার্ষং ॥ ১০৭ ॥

কাষ্ঠময়মিতি কাষ্ঠেত্যুপলক্ষণং তাম্রাদিধাতুময়মিত্যপি জ্ঞেয়ং স্বর্ণরূপ্যময়ীমপীত্যাদিনা মুদ্রায়া অপি তাদৃশত্বোক্তেঃ। অনেন বচনেন চৈষা মুদ্রা প্রতিবিম্বনীয়েতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্তং ॥ ১০৮ ॥

প্রাণত্যাগ করেন, হে নারদ! তথাপি প্রয়াগমরণে যে গতি কথিত হইয়াছে তাহাই তাঁহার লাভ হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

কলিযুগে যাঁহার দেহ সর্ব্বদা কৃষ্ণের আয়ুধ সকলে ভূষিত থাকে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করেন ॥ ১০৭ ॥

যে মনুষ্য কৃষ্ণের আয়ুধ সকলে অঙ্কিত হইয়া হরির পূজা করেন, কেশব সর্ব্বদা তাঁহার সহস্র পাপ হরণ করিয়া থাকেন ॥

কৃষ্ণের আয়ুধ সকলে অঙ্কিত কাষ্ঠময় বিম্ব অর্থাৎ ছাপা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা যিনি আপনার দেহকে বিভূষিত করেন, তাঁহার সমান বৈষ্ণব নাই ॥

যে মনুষ্য কৃষ্ণের আয়ুধ সকলে চিহ্নিত, তিনি কলি জন্য পাষণ্ডতা, পাতিত্য, ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীনতা এবং নাস্তিকের সহিত আলাপরূপ পাতক সকলে লিপ্ত হয়েন না ॥

কিঞ্চ—

অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী ভবেৎ।
শঙ্খপদ্মাদিভির্যুক্তা পূজ্যতেঽসৌ সুরাসুরৈঃ ॥ ১০৮ ॥
ধৃতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহ্লাদেন পুরা কৃতে।
বিভীষণেন বলিনা ধ্রুবেণ চ শুকেন চ ॥ ১০৯ ॥
মান্ধাতৃণাম্বরীষেণ মার্কণ্ডপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহে কৃত্বা কলিপ্রিয় ! ।
আরাধ্য কেশবাৎ প্রাপ্তং সমীহিতফলং মহৎ ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ—

গোপীচন্দনমৃৎস্নায়া লিখিতং যস্য বিগ্রহে।
শঙ্খপদ্মাদিচক্রং বা তস্য দেহে বসেদ্ধরিঃ ॥

কৃতে সত্যযুগে নারায়ণাঙ্কিতা মুদ্রা প্রহ্লাদেন ধৃতা। পুরেতি কচিৎ পাঠঃ॥ ১০৯॥
মান্ধাতৃণেতি মার্কণ্ডেতি চার্ষং ছন্দোঽনুরোধেন। শস্ত্রৈঃ সহ দেহে কৃত্বা মুদ্রামিতি শেষঃ।
আরাধ্য তেনৈব কেশবং সন্তোষ্য ॥ ১১০ ॥

আরও বলি ॥

যাঁহার শঙ্খ পদ্মাদি যুক্তা অষ্টাক্ষর চিহ্নিতা ধাতুময়ী মুদ্রা থাকে, সুর অসুর সকলেই তাঁহার পূজা করেন ॥ ১৯৮ ॥

পূর্ব্বে সত্য যুগে প্রহ্লাদ, তৎপরে বিভীষণ, বলি, ধ্রুব এবং শুকদেব প্রভৃতি সকলে নারায়ণী মুদ্রা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১০৯ ॥

হে কলহপ্রিয় ! মান্ধাতা, অম্বরীষ ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি দ্বিজগণ শঙ্খাদি শস্ত্র সকলের চিহ্ন দ্বারা দেহকে চিহ্নিত করিয়া কেশবের নিকট হইতে অভিলষিত মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১১০ ॥

আরও বলি ॥

যাঁহার দেহে অত্যুত্তম মৃত্তিকা গোপীচন্দন দ্বারা শঙ্খ পদ্মাদি অথবা চক্র লিখিত থাকে হরি তাঁহার দেহে বাস করেন ॥

তত্রৈব শ্রীসনৎকুমারোক্তৌ ॥

যস্য নারায়ণী মুদ্রা, দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতং।
ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসী কাষ্ঠসম্ভবা।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ সচ বৈষ্ণবঃ ॥

কিঞ্চ ॥

যস্য নারায়ণী মুদ্রা দেহে শঙ্খাদিচিহ্নিতা।
সর্ব্বাঙ্গং চিহ্নিতং যস্য শস্ত্রৈর্নারায়ণোদ্ভবৈঃ ॥
প্রবেশোনাস্তি পাপস্য কবচং তস্য বৈষ্ণবং ॥

অন্যত্র চ ॥

এভি র্ভাগবতৈশ্চিহ্নৈঃ কলিকালে দ্বিজাতয়ঃ।
ভবন্তি মর্ত্ত্যলোকে তে শাপানুগ্রহকারকাঃ ॥

অথ মুদ্রাধারণবিধিঃ গৌতমীয়ে ॥

সেই ব্রহ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমারের বাক্য ॥

যে ব্রাহ্মণের দেহে নারায়ণী মুদ্রা ও যাঁহার দেহ শঙ্খচক্রাদি দ্বারা চিহ্নিত, আমলকী ফলের মালা, তুলসী কাষ্ঠের মালা এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের সহিত অস্ত্র সকল অঙ্কিত হয়, তিনি আমার সমান বৈষ্ণব ॥

আরও বলি ॥

যাঁহার দেহে শঙ্খাদি চিহ্নিতা নারায়ণী মুদ্রা থাকে এবং যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নারায়ণের অস্ত্রদ্বারা অঙ্কিত তাঁহার দেহে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না, ঐ সমস্ত আয়ুধ চিহ্ন তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণবকবচ ॥

অন্য স্থানেও বলিয়াছেন ॥

কলিকালে যে সকল দ্বিজ ভগবানের এই সমুদায় আয়ুধ চিহ্নে চিহ্নিত হয়েন, তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে শাপ এবং অনুগ্রহের কর্ত্তা ॥

অথ মুদ্রাধারণ বিধি ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে ॥

চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ।
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ সশরং শীর্ষ্ণি ধারয়েৎ॥ ১১১॥
ইতি পঞ্চায়ুধান্যাদৌ ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ।
মৎস্যঞ্চ দক্ষিণে হস্তে কূর্ম্মং বামকরে তথা॥ ১১২॥
তথা চোক্তং॥
দক্ষিণেতু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং।
মৎস্যং পদ্মং চাপরেঽথ শঙ্খং পদ্মং গদাং তথেতি॥ ১১৩॥

দক্ষিণেঽপি শঙ্খং ধারয়েৎ। যদ্যপি দক্ষিণেতু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনমিত্যাদিবচনেন বামে শঙ্খস্য ধারণমুক্তং তথাপি শঙ্খোদ্ধারে তু যৎ প্রোক্তমিত্যাদিলিখিতবচনানুসারেণ দক্ষিণেঽপি পুনঃ শঙ্খধারণাদিকং লিখিতং। খড়্গস্য বক্ষসি সশরচাপস্য চ মূর্দ্ধ্নি ধারণং। ললাটে চ গদা ধার্যা মূর্দ্ধ্নি চাপশরস্তথা। নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রভুজদ্বয়ে। ইতি সপ্তমুদ্রাধারণং বারাহবচনানুসারেণ লিখিতং। কিন্তু নিজরুচ্যনুসারেণ সর্ব্বাণি সর্ব্বত্রৈব ধারয়েদিত্যগ্রে স্বয়ং লেখ্যমেবেতি দিক্॥ ১১১॥

শঙ্খচক্রো গদাখড়্গাশ্চাপশ্চেত্যেতানি পঞ্চায়ুধানি॥ ১১২॥

মৎস্যং পদ্মঞ্চ দক্ষিণে। অথানন্তরং অপরে বামে পাণৌ শঙ্খাদিকং বিভৃয়াৎ॥ ১১৩॥

দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম বাহুতে এবং দক্ষিণ বাহুতেও শঙ্খ, বাম বাহুতে গদা এবং গদার নীচে পুনর্ব্বার চক্র ধারণ করিবে। শঙ্খের উপরে পদ্ম, পুনরায় দক্ষিণ বাহুতে পদ্ম, বক্ষঃস্থলে খড়্গ এবং মস্তকে শর সহিত ধনু ধারণ করিবে॥ ১১১॥

বৈষ্ণব জন অগ্রে এই পঞ্চ আয়ুধ ধারণ করিবেন, পরে দক্ষিণ হস্তে মৎস্য এবং বাম হস্তে কূর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিবেন॥ ১১২॥

অতএব উক্ত হইয়াছে॥

ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বাহুতে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম, আর বাম বাহুতে শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করিবেন॥ ১১৩॥

সাম্প্রদায়িকশিষ্টানামাচারাচ্চ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ।
ভক্ত্যা নিজেষ্টদেবস্য ধারয়েল্লক্ষণান্যপি ॥ ১১৪ ॥
চক্রশঙ্খৌ চ ধার্য্যেতে সংমিশ্রাবেব কৈশ্চন ॥ ১১৫ ॥
শ্রীগোপীচন্দনেনৈবং চক্রাদীনি বুধোঽন্বহং।

লক্ষণানি বেণুপ্রভৃতীনি। যচ্চ পঞ্চায়ুধেতরভগবচ্চিহ্নানাং ধারণং নিষিদ্ধং। তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে। অন্যৈর্ন দাহয়েৎ গাত্রং ব্রাহ্মণো হরিলাঞ্ছনাং। শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গাদিভৈ-র্হরেরপীতি তত্তু তপ্তমুদ্রাদিবিষয়ং ॥ ১১৪ ॥

যদ্যপি নিত্যপার্ষদস্য শ্রীভাগবতপ্রবরস্য শ্রীশঙ্খস্য মুদ্রাধারণে কথঞ্চিদপি দোষো ন ঘটতে। তথাপি তন্নাদস্রস্তপত্নীগর্ভস্য কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্য শাপসত্যতার্থমসুরযোনৌ পাঞ্চজন্য সংজ্ঞয়াঽবতীর্ণস্য শঙ্খস্য তস্যাসুরত্বমুদ্ভাব্য কৈশ্চিদ্বৈষ্ণবৈস্তচ্চিহ্নং কেবলং পৃথক্ ধার্য্যতে ইতি তন্মতং লিখতি চক্রশঙ্খৌ চেতি ॥ ১১৫ ॥

সাম্প্রদায়িক শিষ্টদিগের আচার অনুসারে আপনার অভিরুচি ক্রমে শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন। এবং নিজ ইষ্ট দেবতার চিহ্ন সকলও সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিবেন ॥ ১১৪ ॥

কোন কোন ব্যক্তি শঙ্খ এবং চক্র এই দুইকে পরস্পর সংলগ্ন করিয়াই ধারণ করেন ॥

তাৎপর্য্য। যদ্যপি নিত্যপার্ষদ ভগবদ্ভক্ত প্রধান শ্রীশঙ্খের মুদ্রা ধারণে কোন ক্রমেও দোষ ঘটে না, তথাপি ঐ শঙ্খের শব্দে কোন ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভস্রাব হইয়াছিল, তাহাতে তাহার পতি ব্রাহ্মণ শঙ্খকে শাপ দেন তোমার অসুর যোনিতে জন্ম হউক, শঙ্খ ঐ শাপ সত্য করিবার নিমিত্ত পাঞ্চজন্য নাম ধারণ পূর্ব্বক শঙ্খরূপে অবতীর্ণ হয়েন, কোন কোন বৈষ্ণব ঐ শঙ্খের অসুরত্ব উদ্ভাবন করিয়া তদীয় চিহ্নকে পৃথক্‌রূপে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১১৫ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দন দ্বারা চক্রাদি আয়ুধ সকল অঙ্কিত করিবেন এবং শয়নদ্বাদশী ও উত্থানদ্বাদশীতে ঐ সকল মুদ্রা

ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি ॥ ১১৬ ॥

অথ চক্রাদীনাং লক্ষণানি ॥

দ্বাদশারস্তু ষট্কোণং বলয়ত্রয়সংযুতং।
চক্রং স্যাদ্দক্ষিণাবর্ত্তঃ শঙ্খশ্চ শ্রীহরেঃ স্মৃতঃ।
গদাপদ্মাদিকং লোকসিদ্ধমেব মতং বুধৈঃ।
মুদ্রা বা ভগবন্নাম্নাঙ্কিতাবাষ্টাক্ষরাদিভিঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ মালাদিধারণং ॥

ততঃ কৃষ্ণার্পিতা মালা ধারয়েত্তুলসীদলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈস্তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলৈর্ধাত্র্যাশ্চ নির্ম্মিতাঃ।
ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ।

তানি চক্রাদীনি তু তপ্তানি বহ্নৌ বিধিবৎ সন্তপ্য শয়নদ্বাদশ্যাং আদিশব্দাত্থানাদি-দ্বাদশীষু চ ধারয়েৎ। অতোহত্র নিত্যকর্ম্মলিখনে তদ্বিধ্যাদিকং ন লিখিতমিতি ভাবঃ। কিলেতি তত্র শ্রুতিস্মৃত্যাদিবাক্যপ্রামাণ্যং বোধয়তি ॥ ১১৬ ॥

লোকসিদ্ধমেব যথা লোকে দৃশ্যতে তদাকারমেবেত্যর্থঃ। ভগবন্নাম্না কৃষ্ণরামেত্যাদিনা অষ্টাক্ষরমন্ত্রাদিভির্বাঙ্কিতা। আদিশব্দেন পঞ্চাক্ষরাদি ॥ ১১৭ ॥

তপ্ত করিয়া ধারণ করিবেন ॥ ১১৬ ॥　　অথ-চক্রাদি লক্ষণ ॥

দ্বাদশ আর অর্থাৎ চাকার দ্বাদশ পাখী, ছয় কোন এবং তিনটী বলয় সংযুক্ত হইলে চক্র হয়, কথিত হইয়াছে হরির শঙ্খ দক্ষিণাবর্ত্ত অর্থাৎ উহার দক্ষিণদিক্ হইতে আবর্ত্ত আরম্ভ হইয়াছে। গদা ও পদ্মাদির যেরূপ লোকে নির্ম্মাণ প্রসিদ্ধ আছে, পণ্ডিতগণ তদনুরূপই গ্রাহ্য করেন। অথবা মুদ্রা ভগবানের রামকৃষ্ণাদি নাম সকল দ্বারা কিম্বা অষ্টাক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥

অথ মালাদি ধারণ ॥

অনন্তর তুলসীপত্র, পদ্মবীজ, তুলসীকাষ্ঠ এবং আমলকী ফল দ্বারা গ্রথিত মালা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া ধারণ করিবে। বৈষ্ণব ব্যক্তি,

মস্তকে কর্ণয়োর্বাহ্বোঃ করয়োশ্চ যথারুচি ॥

অথ মালাধারণবিধিঃ ॥

স্কান্দে ॥

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।
হরয়ে নার্পয়েদ্যস্তু তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবং।
ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতাং ধূপয়েচ্চ তাং।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।

মস্তকে, দুই কর্ণে, দুই বাহুতে এবং দুই হস্তে রুচি অনুসারে তুলসী-কাষ্ঠের ভূষণ ধারণ করিবেন ॥

মালাধারণের বিধি ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা হরিকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ধারণ করেন তিনি নিশ্চয় ভগবদ্ভক্তের প্রধান ॥

যে মূঢ় তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা হরিকে নিবেদন করে না, নিজে ধারণ করে, সে নিশ্চয় নরকে গমন করিবে ॥

মালা নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা ক্ষালন করিবে, পরে উহার উপর মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক অষ্টবার গায়ত্রী জপ করিবে, তৎপরে ধূপের ধুম স্পর্শ করাইয়া সদ্যোজাত মন্ত্র দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে পূজা করিবে ॥

হে মালে! তুমি তুলসীকাষ্ঠে নির্ম্মিতা হইয়াছ, কৃষ্ণভক্তগণ তোমাতে প্রীতি করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি,

বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং।
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণো নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং।
দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভে।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে।
এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং।
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং ॥ ১১৮ ॥
মাল্যধারণনিত্যতা ॥
তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥
ধাত্রীফলকৃতাং মালাং কণ্ঠস্থাং যো বহেন্ন হি।

তুলসীদলাদিভির্নির্ম্মিতা মালাঃ কৃষ্ণার্পিতাঃ সতীর্দ্ধারয়েৎ ॥ ১১৮ ॥

আমাকে কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র কর ॥

হে হরিবল্লভে ! যেমন তুমি কৃষ্ণের প্রিয়া এবং যেমন কৃষ্ণভক্তগণ তোমাকে সর্ব্বদা প্রীত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাকে কৃষ্ণভক্তজনের প্রিয়পাত্র কর ॥

দান অর্থ বুঝাইতে লাধাতুর প্রয়োগ হইয়া থাকে, হে হরিবল্লভে ! তুমি আমাকে সমস্ত ভক্তজনকে দান করিলা, একারণ তোমাকে মালা বলিয়া উল্লেখ করা যায় ॥

বিধানানুসারে এরূপ প্রার্থনা করিয়া যে বৈষ্ণব অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে মালা অর্পণ করিয়া পশ্চাৎ ধারণ করেন, তিনি বিষ্ণুপদে গমন করেন ॥ ১১৮ ॥

অথ মালাধারণ নিত্যতা ॥

ঐ স্কন্দপুরাণের কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

যিনি আমলকীফলগ্রথিত মালা কণ্ঠে ধারণ না করেন, তিনি যদিও

বৈষ্ণবো ন স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুপূজারতো যদি ॥ ১১৯ ॥

গারুড়ে ॥

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।

নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ ॥ ১২০ ॥

অতএব স্কান্দে ॥

ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।

মহাপাতকসংহর্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীং ॥ ১২১ ॥

অথ মালাধারণমাহাত্ম্যং।

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

নির্ম্মাল্যতুলসীমালাযুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিং।

যদি যদ্যপি ॥ ১১৯ ॥

হৈতুকা হেতুবাদনিষ্ঠাঃ ॥ ১২০ ॥

ন জহ্যাৎ নিত্যত্বাৎ ধাত্রীমালাঞ্চ। নিত্যত্বেঽপি ফলং দর্শয়তি বিশেষতঃ সম্যক্ত্বয়েত্যর্থঃ। যদ্বা বিশেষতো ধাত্রীমালাং ন জহ্যাদিতি তন্নিত্যত্বং নিতরামভিপ্রেতং ॥ ১২১ ॥

বিষ্ণু পূজায় রত হয়েন, তথাপি তাঁহাকে বৈষ্ণব জ্ঞান করিবে না ॥ ১১৯॥

গরুড়পুরাণে ॥

যে সকল হেতুবাদরত, পাপবুদ্ধি মনুষ্য মালা ধারণ না করে, তাহারা বিষ্ণুর কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয় এবং নরক হইতে আর ফিরিয়া আইসে না ॥ ১২০ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে ॥

তুলসীর মালা, বিশেষতঃ আমলকী ফলের মালা পরিত্যাগ করিবে না, উহা মহাপাতক নাশ করে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১২১ ॥

অথ মালাধারণমাহাত্ম্য

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

ভগবানে যাহা নিবেদন করা হইয়াছে এমত তুলসীমালা ধারণ

যদ্ যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ ॥ ১২২ ॥

নারদীয়ে ॥

যে কণ্ঠলগ্ন তুলসী নলিনাক্ষমালা
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাঃ ।
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রা-
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥ ১২৩ ॥

কিঞ্চ ॥

ভুজযুগমপি চিহ্নৈরঙ্কিতং যস্য বিষ্ণোঃ
পরমপুরুষনাম্নাং কীর্ত্তনং যস্য বাচি ।
ঋজুতরমপি পুণ্ড্রং মস্তকে যস্য কণ্ঠে
সরসিজমণিমালা যস্য তস্যাস্মি দাসঃ ॥ ১২৪ ॥

নির্ম্মাল্যং ভগবচ্ছেষস্তদ্রূপা যা তুলসীমালা তয়া যুক্তঃ সন্ ॥ ১২২ ॥

লসৎ শ্রীহরিমন্দিরতয়া শোভমানমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যেষাং তে ॥ ১২৩ ॥

বিষ্ণোশ্চিহ্নৈঃ । যস্য বাচি নাম্নাং কীর্ত্তনমিত্যত্র দৃষ্টান্তত্বেন জ্ঞেয়ং । এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং ॥ ১২৪ ॥

করিয়া যিনি হরিকে অর্চ্চনা করেন এবং অন্যান্য যে যে কর্ম্ম করেন, তৎসমুদায় অনন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১২২ ॥

যাঁহাদিগের কণ্ঠে তুলসীমালা এবং পদ্মবীজের মালা সংলগ্ন, আর যাঁহাদিগের ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেদীপ্যমান,তথা যাঁহাদের বাহুমূলে শঙ্খ চক্রের চিহ্ন সেই সকল বৈষ্ণব, শীঘ্র ভুবন পবিত্র করেন ॥ ১২৩ ॥

আরও বলি ॥

যাঁহার বাহুদ্বয় বিষ্ণুর আয়ুধাদি চিহ্ন সকলে চিহ্নিত, যাঁহার বাক্যে বিষ্ণুর পরম পুরুষের নাম সকল কীর্ত্তিত হয়, যাঁহার মস্তকে অতিশয় সরল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং কণ্ঠে পদ্মবীজের মালা থাকে আমি তাঁহার দাস॥১২৪

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥

স্কান্দে ॥

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা।
দৃশ্যতে যস্য দেহে তু স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ১২৫ ॥
তুলসীদলজাং মালাং কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
বিষ্ণোর্নিবেদিতাং বিশেষেণ স নমস্যো দিবৌকসাং।
তুলসীদলজা মালা ধাত্রীফলকৃতাপি চ।
দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্ব্বিষ্ণুসেবিনাং ॥

তত্রৈব কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা চ ॥ ১২৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

যিনি কণ্ঠস্থিতা তুলসীকাষ্ঠের মালা বহন করেন, তিনি অশুচিই হউন আর অনাচারই হউন, আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহার দেহে ধাত্রীফল গ্রথিতা মালা ও তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা দৃষ্ট হয়, তিনি নিশ্চয় ভগবদ্ভক্ত জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১২৫ ॥

যিনি তুলসীপত্রগ্রথিতা মালা বিশেষতঃ বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া কণ্ঠদেশে বহন করেন, তিনি দেবতাদিগের নমস্য হয়েন ॥

যাঁহারা বিষ্ণুর সেবা করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব, তুলসীদল নির্ম্মিতা মালা এবং আমলকীফলগ্রথিতা মালা পাপিদিগকেও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥

ঐস্থলে স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে ॥

যঃ পুনস্তুলসীমালাং কৃত্বা কণ্ঠে জনার্দ্দনং।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতং॥ ১২৬॥
যাবল্লুঠতি কণ্ঠস্থা ধাত্রীমালা নরস্য হি।
তাবত্তস্য শরীরে তু প্রীত্যা লুঠতি কেশবঃ।
স্পৃশেচ্চ যানি লোমানি ধাত্রীমালা কলৌ নৃণাং।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বসতে কেশবালয়ে।
যাবদ্দিনানি বহতে ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ।
তাবদ্যুগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ।
মালাযুগ্মঞ্চ যো নিত্যং ধাত্রীতুলসিসম্ভবং।
বহতে কণ্ঠদেশে চ কল্পকোটি দিবং বসেৎ॥ ১২৭॥
গারুড়ে চ মার্কণ্ডেয়োক্তৌ॥

গবাযুতং অযুতসংখ্যাগোদানফলমিত্যর্থঃ॥ ১২৬॥
তুলসিসম্ভবমিতি হ্রস্বত্বমার্ষং॥ ১২৭॥

যিনি কণ্ঠে তুলসীমালা ধারণ করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি প্রত্যেক পুষ্প অর্পণে দশ সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়েন॥ ১২৬॥

ধাত্রীমালা কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া যত কাল মনুষ্যের দেহে লুণ্ঠিত হয়, কেশবও প্রীতিসহকারে তত কাল তাহার দেহে লুণ্ঠিত হয়েন॥

কলিযুগে ধাত্রীফলের মালা মনুষ্যদিগের যত লোম স্পর্শ করে, তাঁহারা তত সহস্র বৎসর কেশবের আলয়ে বসতি করেন॥

কলিযুগে মনুষ্য যত দিন আমলকী ফলের মালা বহন করেন, তত সহস্র যুগ তাঁহার বৈকুণ্ঠে বসতি হয়॥

ধাত্রীর মালা আর তুলসীর মালা, এই দুই মালা যিনি প্রত্যহ কণ্ঠদেশে বহন করেন, তাঁহার কোটিকল্প স্বর্গলোকে বাস হয়॥ ১২৭॥

গরুড়পুরাণে মার্কণ্ডেয়ের বাক্যে॥

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তু যঃ।
পত্রে পত্রে হশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবং।
নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তস্য বৈ নাস্তি পাতকং।
সদা প্রীতমনাস্তস্য কৃষ্ণো দেবকিনন্দনঃ।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্য ভূষণং।
বাহ্বোঃ করে চ মর্ত্ত্যস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ॥ ১২৮॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভি র্ভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ।

দ্বারকোদ্ভবং দ্বারকানিবাসজং ফলং তস্মৈ প্রযচ্ছতি॥ ১২৮॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের গলদেশ হইতে উত্তীর্ণ তুলসী পত্রজাত মালা বহন করেন, ঐ মালায় যত পত্র থাকে, তাহার প্রতি পত্রে তিনি দশ দশ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়েন॥

যে মনুষ্য তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা প্রত্যহ ধারণ করেন, দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দ্বারকাবাসের ফল প্রদান করেন॥

যে মনুষ্য তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ধারণ করেন, তাঁহার পাপ থাকে না, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন॥

যে মানব তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা বহন করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না এবং তাঁহার দেহে পাপ থাকে না॥

তুলসীকাষ্ঠ রচিত ভূষণ যে মনুষ্যের মস্তকে, দেহে, বাহুদ্বয়ে এবং হস্তে থাকে, হরি সর্ব্বদা তাঁহার দেহে বিরাজ করেন॥ ১২৮॥

কলিযুগে তুলসীকাষ্ঠের মালাসমূহে বিভূষিত হইয়া পুণ্য কর্ম্ম এবং

পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ॥ ১২৯ ॥
তুলসীকাষ্ঠমালাস্তু প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধূতং যথা দলং।
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ ॥ ১৩০ ॥
অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসনবিধিঃ ॥
সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ যথাবিধি।
কৃষ্ণপাদোদকেনৈব তত্র দেবাদিতর্পণং ॥ ১৩১ ॥
শিরসা বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং পাদোদেনাপি তর্পণং।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ বৈষ্ণবৈস্তু সমং মতং ॥ ১৩২ ॥

পুণ্যং পুণ্যকর্ম্ম পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ তৎসম্বন্ধি কর্ম্ম কৃতং কোটিগুণং ভবেৎ। বিশেষতঃ কলৌ ॥ ১২৯ ॥ নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি পলায়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩০ ॥

পূর্ব্বং বহিস্তীর্থস্নানে সন্ধ্যোপাসনাদিকং লিখিতং, ইদানীং গৃহবিষয়কং তল্লিখতি সন্ধ্যেতি। তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি ॥ ১৩১ ॥

বিষ্ণুনির্ম্মাল্যং তদ্বহনমিত্যর্থঃ। তদ্দ্বয়ং সমং তুল্যং মতং ॥ ১৩২ ॥

পিতৃলোকের ও দেবগণের কর্ম্ম আচরণ করিলে, তাহাতে কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে ॥ ১২৯ ॥

যমরাজের দূত সকল তুলসীকাষ্ঠের মালা দেখিয়া দূর হইতে বায়ু-বিচালিত পত্রের ন্যায় পলায়ন করে। যদি তুলসী কাষ্ঠের মালা সকলে বিভূষিত হইয়া ভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার কোথাও দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা এবং শস্ত্র জন্য ভয় থাকে না ॥ ১৩০ ॥

অথ গৃহে সন্ধ্যোপাসনার বিধি ॥

অনন্তর অর্থাৎ মালা ধারণের পর যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম ও ঐ কর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত দ্বারা দেবাদির তর্পণ করিবে ॥ ১৩১ ॥

মস্তকে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য ধারণ, বিষ্ণুপাদোদক দ্বারা পিতৃ ও দেবতা-দিগের তর্পণ করণ বৈষ্ণবগণ এই দুইকে তুল্য বিধান করিয়াছেন ॥১৩২

সন্ধ্যোপাস্তৌ চ বশিষ্ঠবচনং ॥

গৃহে ত্বেকগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা।

শতসাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণুসন্নিধৌ।

অথ শ্রীগুরুপূজা ॥

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুং।

প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদুপায়নং ॥

স্মৃতিমহার্ণবে ॥

রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুং।

নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।

কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

পশ্যেত পশ্যেৎ। নিরীক্ষয়েৎ স্বার্থে ইন্ নিরীক্ষেত ॥ ১৩৩ ॥

এবং কিঞ্চিদুপায়নং দত্ত্বেত্যত্র প্রমাণবচনং সংগৃহ্যাধুনা সন্নিহিতং সন্তং গুরুমাদৌ পূজয়েদিতি শ্রীভগবদ্বচনাদিনা প্রমাণয়তি প্রথমমিতি দ্বাভ্যাং। পূজ্য পূজয়িত্বা ॥ ১৩৪ ॥

সন্ধ্যোপাসনা বিষয়ে বশিষ্ঠের বচন যথা—

সন্ধ্যোপাসনা গৃহে এক গুণ, গোষ্ঠে দশ গুণ, নদীতে শত সহস্র গুণ এবং বিষ্ণুর সমীপে করিলে অসংখ্য গুণ হইয়া থাকে ॥

অথ গুরুপূজা ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়া অগ্রে সমীপবর্ত্তি-শ্রীগুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া ভক্তি সহকারে পূজা করিবে ॥ স্মৃতিমহার্ণবে ॥

রিক্তহস্তে রাজা, গুরু এবং চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না, আর উপায়ন হস্তে লইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যকে দেখিবে না ॥ ১৩৩॥

আরও বলি। শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

প্রথমে গুরুর পূজা করিয়া তৎপরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা না করিলে পূজার ফল হয় না ॥

শ্রীনারদেন চ ॥

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।

স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলং ॥ ১৩৪ ॥

অথ শ্রীগুরুমাহাত্ম্যং। শ্রুতিষু ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।

তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ১৩৫ ॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৩৬ ॥

অর্থাঃ পুরুষার্থাঃ ॥ ১৩৫ ॥

নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ ॥ ১৩৬ ॥

নারদও বলিয়াছেন ॥

গুরু নিকটে থাকিতে যিনি অগ্রে অন্যের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন এবং তাঁহার পূজা বিফল হয় ॥ ১৩৪ ॥

অথ শ্রীগুরুর মাহাত্ম্য। শ্রুতি সকলে ॥

যাঁহার দেবতার প্রতি পরমা ভক্তি এবং যেমন দেবতার প্রতি তদ্রূপ গুরুরও প্রতি ভক্তি, আমি যে সকল পুরুষার্থের কথা কহিলাম সেই মহাত্মাই ঐ সকল বুঝিতে পারেন ॥ ১৩৫ ॥

একাদশস্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

আচার্য্যকেও আমাকে অভেদ জানিবেন, কখন তাঁহার অবমাননা করিবে না এবং মনুষ্যবোধে কখন তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবেন না; যে হেতু গুরু সর্ব্বদেবময় ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীদশমস্কন্ধে চ ॥

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন চ।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ১৩৭ ॥

সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তৌ ॥

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥ ১৩৮ ॥

অন্যত্রাপি ॥

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যন্নোতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবং ॥

ইজ্যা যজ্ঞো গার্হস্থধর্ম্মঃ। প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টজন্ম উপনয়নং। তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে তাভ্যাং। তথা তপসা বানপ্রস্থধর্ম্মেণ বা অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুঃ শুশ্রূষয়া ॥ ১৩৭ ॥

গুর্ব্বভক্ত্যা পরমানর্থোক্ত্যা গুরুভক্তিমেব দ্রঢ়য়তি যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভূতে। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি অসদ্বুদ্ধিঃ। শ্রুতং শাস্ত্রাভ্যাসঃ কুঞ্জরশৌচবৎ ব্যর্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

দশমস্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

আমি সর্ব্বভূতের আত্মা, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা আমি যে রূপ তুষ্ট হই, গার্হস্থ ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও যত্যাচারেও তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না ॥ ১৩৭

সপ্তমস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্যে ॥

হে রাজন্! জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ, যে ব্যক্তি ঐ গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি করে, তাহার সমুদায় শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয় ॥ ১৩৮ ॥

অন্যস্থলেও ॥

যে হেতু শিষ্য গুরুতে অবিচল ভক্তি করিয়া আমাদিগকে অতিক্রম করত বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইবে, এই কারণে দেবগণ, সাধকের গুরুতে ভক্তি

মনুস্মৃতৌ ॥

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ

অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদং ॥

কিঞ্চ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥ ১৩৯ ॥

বামনকল্পে ব্রহ্মণো বাক্যং ॥

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।

গুরু র্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং।

গুরোঃ সমাসনেনৈব নচৈবোচ্চাসনে বসেৎ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

সংপূজয়েদ্গুরুমেব ॥ ১৩৯ ॥

মন্দীভূত করিয়াদেন ॥

মনুস্মৃতিতে ॥

যিনি অজ্ঞান তিনিই বালক, যিনি মন্ত্র দান করেন তিনিই পিতা, পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, জ্ঞানহীন ব্যক্তি নিশ্চয় বালক এবং মন্ত্রদাতা নিশ্চয়ই পিতা ॥

আরও বলি ॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর এবং গুরুই পরম ব্রহ্ম, অতএব সর্ব্বদা গুরুকেই পূজা করিবে ॥ ১৩৯ ॥

বামনকল্পে ব্রহ্মার বাক্য ॥

যাহা মন্ত্র, তাহাই সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু, তিনিই হরি। গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন, স্বয়ং হরিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। গুরুর সমান আসনে, অথবা গুরু অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন যথাবিধি তথা গুরুং।
অভেদেনার্চ্চয়েদযস্তু স মুক্তিফলমাপ্নুয়াৎ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভাগবতে চ হরিশ্চন্দ্রস্য ॥
গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং।
তস্মাৎ ধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে।
কামক্রোধাদিকং যদযদাত্মনো হনিষ্টকারণং।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥
পাদ্মে ॥
পিতুরাধিক্যভাবেন যে হর্চ্চয়ন্তি গুরুং সদা।
ভবন্ত্যতিথয়ো লোকে ব্রহ্মণস্তে বিশাম্বর ॥
তত্রৈব দেবহূতিস্তুতৌ ॥
ভক্তির্যথা হরৌ মে হস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।

অতএব যেরূপ বিধি আছে, তদনুসারে যিনি সর্ব্বপ্রকার যত্ন করিয়া গুরুকে বিষ্ণুর সহিত অভেদ জ্ঞানে পূজা করেন তিনি মুক্তি-ফল প্রাপ্ত হইবেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে হরিশ্চন্দ্রের বাক্য ॥

গুরু শুশ্রূষা করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম, ঐ ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্ট বা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই। আত্মার অনিষ্ট কারক যে যে কাম ক্রোধাদি আছে, মনুষ্য গুরুতে ভক্তি করিলে অনায়াসে তৎসমুদায় জয় করিতে পারেন ॥

পদ্মপুরাণে ॥

হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা গুরুকে পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে সর্ব্বদা পূজা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের অতিথি হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গতি হয় ॥

ঐ পদ্মপুরাণে দেবহূতির স্তবে ॥

হরিতে আমার যে প্রকার ভক্তি আছে, গুরুতে যদি তদ্রূপ নিষ্ঠা

মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥
আদিত্যপুরাণে ॥
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ।
অন্যত্রেচ ॥
হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।
অপি ঘ্নন্তঃ শপন্তো বা বিরুদ্ধা অপি যে ক্রুধা।

গুরব ইতি বহুবচনং গৌরবেণ। যদ্বা প্রসঙ্গাদন্যেষামপি গুরূণাং সংগ্রহার্থং। তে চোক্তাঃ কৌর্ম্মে। উপাধ্যায়ঃ পিতা জেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরঃ স্থতো মাতামহ-পিতামহৌ। বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ সর্ব্বে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ। গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পূজ্যাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ। তেষামাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং মাতা সুপূজিতা। কিঞ্চ। যো ভাবয়তি যা স্থতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তাচ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ। আত্মনঃ সর্ব্ব-

---

থাকে তাহা হইলে সেই সত্যতা দ্বারা হরি আমাকে নিজমূর্ত্তি দর্শন দান দিউন ॥

আদিত্যপুরাণে ॥

অবিদ্বান্ হউন বা বিদ্বান্ই হউন, গুরুই জনার্দ্দন। স্বপথে থাকুন বা বিপথেই গমন করুন, সর্ব্বদা গুরুই গতি ॥

অন্যস্থলেতেও ॥

হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করিয়া থাকেন, গুরু রুষ্ট হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারে না, অতএব সম্যক্ প্রকার যত্ন করিয়া গুরুকেই প্রসন্ন করিবে ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ॥

প্রহার করুন, অথবা শাপই প্রদান করুন এবং বিরুদ্ধ হউন বা

গুরবঃ পূজনীয়াস্তে গৃহং নত্বা নয়েত তান্।
তৎ শ্লাঘ্যং জন্ম ধন্যং তদ্ দিনং পুণ্যাথ নাড়িকা।
যস্যাং গুরুং প্রণমতে সমুপাস্য তু ভক্তিতঃ॥ ১৪০ ॥
কিঞ্চ॥
উপদেষ্টারমাম্নায়াগতং পরিহরন্তি যে।
তান্ মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্নোপভুঞ্জতে॥ ১৪১ ॥
বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং

যত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ। পূজনীয়া বিশেষেণ পঙ্‌ক্তৌ ভূতিমিচ্ছতেতি॥ ১৪০ ॥

গুরুত্যাগেন পরমানর্থং দর্শয়ন্ গুরুমাহাত্ম্যমেব দ্রঢ়য়তি উপদেষ্টারমিতি ত্রিভিঃ। আম্নায়াগতং কুলক্রমায়াতং বেদবিহিতম্বা॥ ১৪১ ॥

বোধো জ্ঞানং বিদ্যা বা॥ ১৪২ ॥

ক্রুদ্ধই হউন, তাঁহারা গুরুজন, তাঁহাদিগকে পূজা করত নমস্কার করিয়া গৃহে আনয়ন করিবে *॥

সেই শ্লাঘ্য জন্ম, সেই ধন্য দিন, সেই পবিত্র ঘটিকা, যাহাতে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া গুরুকে নমস্কার করা যায়॥ ১৪০ ॥

আরও বলি॥

যাহারা কুলক্রমাগত অথবা বেদবিহিত গুরুকে পরিত্যাগ করে, তাহারা কৃতঘ্ন, মরিলে মাংসভোজী পশু পক্ষীরাও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না॥ ১৪১ ॥

যে গুরুকে পরিত্যাগ করিল সে অগ্রে হরিকে পরিত্যাগ করিয়াছে'

* প্রথমতঃ মন্ত্রদাতা গুরুর কথা উপস্থিত করিয়া প্রসঙ্গাধীন অন্যান্যও গুরুর কথা বলিতেছেন। কূর্ম্মপুরাণে গুরুবর্গের উল্লেখ আছে যথা,—

উপাধ্যায় অর্থাৎ যিনি বেদ অধ্যয়ন করান, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, সূত অর্থাৎ পুরাণবক্তা, মাতামহ, পিতামহ, বর্ণজ্যেষ্ঠ এবং পিতৃব্য (পিতার ভ্রাতা), ইহাঁরা সকলেই গুরু বলিয়া কথিত হইয়াছেন॥

গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥ ১৪২ ॥

অন্যত্রচ ॥

প্রতিপদ্য গুরুং যস্তু মোহাদ্বিপ্রতিপদ্যতে ।
স কল্পকোটিং নরকে পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ১৪৩ ॥

অত্রাপবাদঃ পঞ্চরাত্রে ॥

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥ ১৪৪॥

অথ শ্রীগুরুভক্তিফলং ॥

গুরুং প্রতিপদ্য গুরুত্বেন স্বীকৃত্য ॥ ১৪৩ ॥

মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থ ইত্যনেন উপদেষ্টারমিত্যাদিনাচ কথঞ্চিদপি গুরুর্নত্যজ্য ইতি লিখিতং অধুনা তত্র মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেত্তর্হি স পরিত্যজ্য ইতি প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি অবৈষ্ণবেতি । গ্রাহয়েদিতি স্বার্থে ইন্ মন্ত্রং গৃহ্ণীয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা সাধুজনস্তাদৃশং জনং কৃপয়া মন্ত্রং গ্রাহয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ং পূর্ব্বং গুরুলক্ষণে তথা লিখনাৎ ॥ ১৪৪ ॥

এতদ্দ্বারা তাহার জ্ঞানকে দূষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশ করা হইল ॥১৪২

অন্যস্থানেতেও ॥

যে একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনরায় সেই গুরুকে পরিত্যাগ করে সে নরাধম, কোটিকল্প কাল নরকে পচে ॥ ১৪৩ ॥

এই বিষয়ের বিশেষ বিধি ॥

পঞ্চরাত্রে ॥

যিনি বৈষ্ণব নহেন তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়, পুনরায় বিধি অনুসারে বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে ॥

অথ শ্রীগুরুকে ভক্তি করার ফল ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

যে গুর্ব্বাজ্ঞাং ন কুর্ব্বন্তি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
ন তেষাং নরকক্লেশনিস্তারো মুনিসত্তম।
যৈঃ শিষ্যৈঃ শশ্বদারাধ্যা গুরবো হ্যবমানিতাঃ।
পুত্রমিত্রকলত্রাদিসম্পদ্ভ্যঃ প্রচ্যুতা হি তে।
অধিক্ষিপ্য গুরুং মোহাৎ পুরুষং প্রবদন্তি যে।
শূকরত্বং ভবত্যেব তেষাং জন্মশতেম্বপি।
যে গুরুদ্রোহিণো মূঢ়াঃ সততং পাপকারিণঃ।
তেষাঞ্চ যাবৎ সুকৃতং দুষ্কৃতং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥
অতঃ প্রাগ্‌গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্‌।

শ্রীগুরুভক্তের্দার্ঢ্যায়ৈব তদভক্তানাং দুর্গতিদোষান্‌ লিখতি যে গুর্ব্বাজ্ঞামিত্যাদিনা। অতএব সততং পাপকারিণো ভবন্তি ॥ ১৪৫ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

হে মুনিসত্তম! যে সকল পাপিষ্ঠ নরাধম গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে না, তাঁহাদের নরক যন্ত্রণায় নিস্তার নাই ॥

শিষ্যগণের উচিত সর্ব্বদা গুরুদিগকে আরাধনা করা, সেই শিষ্যগণ যদি গুরুদিগের অবমাননা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের পুত্র, মিত্র, স্ত্রী ও সম্পত্তি সকল বিনাশ পায় ॥

যাহারা অজ্ঞানবশতঃ গুরুকে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে সামান্য মানুষ বলে, তাহাদের শত জন্ম পর্য্যন্ত শূকরত্ব লাভ হইবে ॥

সর্ব্বদা পাপ কর্ম্মান্বিত যে সকল মূঢ়, গুরুর দ্রোহ আচরণ করে, তাহাদিগের যে কিছু পুণ্য থাকে তৎ সমুদায় পাপরূপে পরিগণিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৪৫ ॥

অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণবোধে সর্ব্বাগ্রে গুরুর অর্চ্চনা করিয়া

ত্র্যবরানসমান্ কুর্য্যাৎ প্রণামান্ দণ্ডপাতবৎ ॥
অতএব কৌর্ম্মে শ্রীব্যাসবচনং ॥
ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ ॥ ইতি ॥ ১৪৬ ॥
অথ শ্রীগুরুপাদানাং প্রাপ্যানুজ্ঞাঞ্চ সাধকঃ।
প্রাক্ সংস্কৃতং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যন্ পাদুকে ত্যজেৎ ॥
তথা চাপস্তম্বঃ ॥
অগ্ন্যাগারে গবাং গোষ্ঠে দেবব্রাহ্মণসন্নিধৌ।
জপে ভোজনকালেচ পাদুকে পরিবর্জয়েদিতি ॥ ১৪৭ ॥

ত্রয়োঽবরা অন্ত্যা যেষু তান্ ত্রিভ্যোঽন্যূনানিত্যর্থঃ অসমান্ অযুগ্মান্। উপসংগ্রহণং শ্রীপদদ্বয়ধারণং তৎপ্রকারমেবাহ সব্যেনেতি। নিজসব্যপাণিনা গুরোঃ সব্যপাদ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীগুরুপাদানামিতি গৌরবেণ বহুত্বং। সাধকঃ শ্রীভগবদারাধকঃ। প্রবেক্ষ্যান্ প্রবেশং করিষ্যন্ প্রবেশাৎ পূর্ব্বমেবেত্যর্থঃ। পরিবর্জয়েদগ্ন্যাগারাদিভ্যো দূরতস্ত্যজেদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥

দণ্ডের ন্যায় পতিত হওত তিনের অন্যূন অযুগ্ম প্রণাম করিবেন ॥

অতএব কূর্ম্মপুরাণে শ্রীব্যাসের বাক্য ॥

ব্যত্যস্ত হস্তে অর্থাৎ দুই হস্ত উল্টা পাল্টা করিয়া গুরুর পাদপদ্ম স্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিবে। অর্থাৎ বাম করে বাম চরণ ও দক্ষিণ করে দক্ষিণ চরণ স্পর্শ করিবে ॥ ১৪৬ ॥

অনন্তর সাধক গুরুচরণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মার্জিত করা হরিমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পাদুকা পরিত্যাগ করিবেন ॥

অতএব আপস্তম্ব বলিয়াছেন ॥

যে গৃহে আহবনীয় অগ্নি স্থাপিত আছে সেই গৃহে, গোপ্রচার স্থানে, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সন্নিকটে, জপ কালে এবং ভোজন সময়ে, পাদুকা পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৪৭ ॥

ততঃ শ্রীভগবৎপূজামন্দিরস্যাঙ্গনংগতঃ।
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ দ্বিরাচমনমাচরেৎ ॥
তথাচ মার্কণ্ডেয়ে ॥
দেবার্চ্চনাদিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনং।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদেব ভুজিক্রিয়াং ॥ ইতি ॥ ১৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কারো নাম চতুর্থো বিলাসঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

সম্যগাচম্যেতি দ্বিরাচমনং বোধয়তি তত্রৈব সমাকৃষ্টত্বাৎ ॥ ১৪৮ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে চতুর্থঃ ॥ * ॥

তাহার পর শ্রীভগবানের পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া হস্ত পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক দুই বার আচমন করিবে ॥

অতএব মার্কণ্ডেয়পুরাণে ॥

দেবতার অর্চ্চন প্রভৃতি কর্ম্ম এবং গুরু-নমস্কার তথা ভোজনকর্ম্ম যথাবিধানে আচমন করিয়া করিবে ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদিতে শ্রীবৈষ্ণবালঙ্কারনামক চতুর্থ বিলাস সম্পূর্ণ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

পঞ্চমবিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ—
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং পূজাক্রমার্ণবং ॥ ১ ॥
শ্রীমদ্গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রতঃ।
লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধির্গূঢ়ঃ ক্রমদীপিকয়েক্ষিতঃ।
আগমোক্তেন মার্গেণ ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরপি।
সদৈব পূজ্যোঽতো লেখ্যঃ প্রায় আগমিকো বিধিঃ ॥ ২ ॥

শ্রীচৈতন্যায় নমঃ। বালোঽজ্ঞঃ পক্ষে শিশুঃ। নানাবিধমতান্যেব গ্রাহা স্তৈর্ব্যাপ্তং। পূজায়াঃ ক্রমো বিধিঃ বিধ্যনুক্রমো বা সএবার্ণবস্তং ॥ ১ ॥

অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ যোঽর্চ্চাবিধিঃ পূজাপ্রকারঃ স লিখ্যতে যদ্যপি দশাক্ষরাদিনাপি পূজাবিধৌ ভেদো নাস্তি তথাপি ন্যাসাদিভেদাপেক্ষয়া তথা লিখিতং। গূঢ়োঽপি ক্রমদীপিকয়া শ্রীকেশবাচার্য্যবিরচিতয়া ঈক্ষিতঃ দর্শিতঃ সন্। অতঃ ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ লেখ্যইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

পূজাবিধি সমুদ্রস্বরূপ কিন্তু নানাবিধ মতরূপি কুম্ভীরাদি হিংস্র জন্তুতে পরিব্যাপ্ত। যাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলে বালকও ঐ সমুদ্র পার হইতে পারে, আমি সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি ॥১॥

শ্রীমান্ গোপালদেবের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র অনুসারে যে পূজার বিধি তাহাই লিখিত হইতেছে, ইহা ক্রমদীপিকার মতানুযায়ী। ব্রাহ্মণেরাও সর্ব্বদা তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারেই পূজা করিবেন অতএব প্রায় তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারেই পূজাবিধি লিখিত হইবে ॥ ২ ॥

তথাচ বিষ্ণুযামলে ॥

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবেভ্যো দত্ত্বা পাদ্যাদিকং ততঃ।
গন্ধপুষ্পৈরর্চ্চয়েত্তান্ যথাস্থানং যথাক্রমং ॥ ৪ ॥
দ্বারাগ্রে সপরীবারান্ ভূপীঠে কৃষ্ণপার্ষদান্।

তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনেত্যনেন তৈরপি আগমিকবিধিনৈব পূজাকার্যেতি ভাবঃ। তথা চৈকাদশস্কন্ধে। নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ইতি। তত্র শ্রীধর স্বামিপাদাঃ। নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রধান্যং দর্শয়তীতি ॥ ৩ ॥

তান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবান্। প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকমিত্যগ্রে লেখ্যত্বাদত্রৈষ প্রয়োগঃ। শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পাদ্যার্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা গন্ধাদিভিঃ পুনর্বিশেষেণ পূজয়েদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি সপরিবারেভ্যঃ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদেভ্যো নম ইত্যাদি প্রয়োগো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪ ॥

এবং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব পূজাবিধি লিখিত্বা ইদানীং যথা স্থানং যথাক্রমমিতি

অতএব বিষ্ণুযামলে কথিত হইয়াছে ॥

সত্যযুগে বেদোক্ত বিধি, ত্রেতাযুগে স্মৃতিসম্মত, দ্বাপরে পুরাণোক্ত এবং কলিতে তন্ত্র প্রতিপাদিত। কলিজাত ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য অশুচি, আগমোক্ত বিধি দ্বারা তাঁহাদের শুদ্ধি জন্মে, বেদোক্ত বিধান দ্বারা শুদ্ধি হয় না ॥ ৩ ॥

অথ দ্বারপূজা ॥

(গুরুপূজার পর) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারস্থ দেবতাদিগকে পাদ্যাদি প্রদান করিয়া যথাস্থানে এবং যথাক্রমে গন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিবে ॥ ৪ ॥

প্রথমতঃ দ্বারের অগ্রে যে পৃথিবীরূপ পীঠ, তাহাতে সপরিবারে

তদগ্রে গরুড়ং দ্বারস্যোর্দ্ধে দ্বারশ্রিয়ং যজেৎ।
প্রাগ্দ্বারোভয়পার্শ্বে তু যজেচ্চণ্ডপ্রচণ্ডকৌ।
দ্বারেচ দক্ষিণে ধাতৃবিধাতারৌ চ পশ্চিমে।
জয়ঞ্চ বিজয়ঞ্চৈব বলং প্রবলমুত্তরে।
দ্বন্দ্বশস্ত্বেবমভ্যর্চ্চ্য দেহল্যাং বাস্তুপূরুষং ॥ ৫ ॥
দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাং যমুনাঞ্চ ততোঽর্চ্চয়েৎ।
তৎপার্শ্বয়োঃ শঙ্খনিধিং তথা পদ্মনিধিং যজেৎ ॥ ৬ ॥
গণেশং মন্দিরস্যাগ্নিকোণে দুর্গাঞ্চ নৈর্ঋতে।

যল্লিখিতং তদেব বিবিচ্য লিখতি দ্বারাগ্র ইতি দ্বাভ্যাং। তত্রাপ্যাদৌ দ্বারস্যাগ্রে যৎ ভূরূপং পীঠং তত্র সমস্তপরিবারান্বিতান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদান্ যজেৎ পূজয়েৎ। অনন্তরং তস্য দ্বারস্যাগ্রে গরুড়ং। যদ্যপি দ্বারশ্রিয়োঽর্চ্চনং প্রবলার্চ্চনানন্তরমেব ক্রমদীপিকায়ামুক্তং তথাপি ইষ্টৈ্বতি ক্ত্বা প্রত্যয়েন চণ্ডাদিপূজাতঃ পূর্ব্বকাল এবেতি বোধিতং তথৈব সদাচারাৎ। কিঞ্চ দ্বন্দ্বশঃ ইত্যগ্রে লিখনাৎ চণ্ডপ্রচণ্ডাভ্যাং নম ইত্যেবং যুগ্মত্বেন প্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বারস্যান্তঃ অভ্যন্তরে তৎপার্শ্বদ্বয়ে তয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ পার্শ্বদ্বয়ে ॥ ৬ ॥

আগ্নেয়ে কোণে গণেশমর্চ্চয়েৎ। তথাচোক্তং ক্রমদীপিকায়াং পরিবারাঃ কৃতাঃ সর্ব্বে

কৃষ্ণপার্ষদদিগের, তাহার সম্মুখে গরুড়ের এবং তাহার পর দ্বারের ঊর্দ্ধ দেশে দ্বারলক্ষ্মীর পূজা করিবে ॥

বহির্দ্বারের উভয়পার্শ্বে চণ্ড ও প্রচণ্ডের, দ্বারদেশের দক্ষিণভাগে ধাতা ও বিধাতার, পশ্চিম ভাগে জয় ও বিজয়ের, উত্তরভাগে বল ও প্রবলের পূজা করিবে। এইরূপে একএক দ্বারে দুই দুই দেবতার পূজা করিয়া দেহলী দেশে অর্থাৎ দ্বারের সম্মুখবর্ত্তি স্থানে বাস্তুপুরুষের পূজা করিয়া ॥ ৫ ॥

পরে দ্বারের অভ্যন্তর ভাগের দুইপার্শ্বে গঙ্গা ও যমুনার অর্চ্চনা করিবে। তাঁহাদিগের পার্শ্বে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

মন্দিরের অগ্নিকোণে গণেশের, নৈর্ঋত কোণে দুর্গার, বায়ুকোণে

বাণীং বায়ব্য ঐশানে ক্ষেত্রপালং তথার্চ্চয়েৎ ॥ ৭ ॥
দ্বাঃশাখামাশ্রয়ন্ বামাং সঙ্কোচ্যাঙ্গানি দেহলীং।
অস্পৃষ্ট্বা প্রবিশেদ্বেশ্ম ন্যস্যন্ প্রাগ্ দক্ষিণং পদং ॥ ৮ ॥
তথাচ শারদাতিলকে ॥
কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং দেহলীং লঙ্ঘয়ন্ গুরুঃ।
অঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা ॥
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

পুনঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ। দ্বারাগ্রাবলি পীঠে হর্চ্চ্যাঃ পক্ষীন্দ্রশ্চ তদগ্রতঃ। চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্ধাতৃবিধাতারৌ চ দক্ষিণে। জয়শ্চ বিজয়ঃ পশ্চাদ্ বলঃ প্রবল উত্তরে। ঊর্দ্ধে দ্বার শ্রিয়ং চেষ্ট্বা দ্বার্গোতান্ যুগ্মশোহর্চ্চয়েৎ। পূজ্যো বাস্তুপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃপীঠমধ্যতঃ। দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োরর্চ্চ্যা গঙ্গা চ যমুনানদী। কোণেষু বিষ্ণুং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রে সমর্চ্চয়েদিতি ॥ ৭ ॥

বামাং স্ববামভাগবর্ত্তিনীং দ্বারশাখাং আশ্রয়ন্ ঈষৎ স্পৃশন্। নিজাঙ্গানি সঙ্কোচ্য দেহলীং অস্পৃষ্ট্বা ন লঙ্ঘয়িত্বেত্যর্থঃ। দক্ষিণং পদং প্রাক্ আদৌ ন্যসান্। দক্ষিণপাদন্যাস ক্রমেণেত্যর্থঃ। বেশ্ম শ্রীভগবন্মন্দিরং হরের্গেহং প্রবেক্ষ্যান্নিতি পূর্ব্বলিখনাৎ। প্রবিশেৎ তন্মধ্যং শনৈঃ পূজকো গচ্ছেৎ ॥ ৮ ॥

গুরুরিতি দীক্ষাবিধানোক্তঃ ॥ ৯ ॥

সরস্বতীর এবং ঈশানকোণে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে ॥ ৭ ॥

নিজের বামভাগ স্থিত দ্বারশাখা অর্থাৎ চৌকাঠের সহিত সংলগ্ন ভূমিভাগ ঈষৎ স্পর্শ করত অঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া দেহলী স্পর্শ না করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ পাদ প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিবে ॥ ৮ ॥

অতএব শারদাতিলকে বলিয়াছেন ॥

গুরু বাম শাখা অর্থাৎ বামদিকের দুয়ারের বাজু ঈষৎ স্পর্শ করত দেহলী লঙ্ঘন এবং অঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া দক্ষিণ পাদ প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিবেন ॥

গৃহ প্রবেশের মাহাত্ম্য যথা—হরিভক্তি সুধোদয়ে ॥

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোরর্চ্চনার্থং সুভক্তিমান্ ।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ ॥ ৯ ॥

অথ গৃহান্তঃপূজা ॥

নৈঋর্তে বাস্তুপুরুষং ব্রহ্মাণমপি পূজয়েৎ ।
আসনস্থো যজেত্তাংস্তানন্যত্র ভগবদ্গৃহাৎ ॥ ১০ ॥

তত্তৎপূজামন্ত্রশ্চোক্তঃ ॥

প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোঽন্তকং ।
পূজামন্ত্রমিদং প্রোক্তং সর্ব্বত্রার্চ্চনকর্ম্মণি ॥ ইতি ॥ ১১ ॥

ভগবদ্গৃহাৎ দেবালয়াদন্যত্র পরস্মিন্ স্থানে তাংস্তান্ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদাদীন্ সর্ব্বান্ । আসনস্থঃ আসনে উপবিষ্টঃ সন্নেব পূজয়েৎ যতএব তথাগ্রে লেখ্যং বিঘ্ননিবারণং । পূজারম্ভে দ্বারদেবতাপূজায়াঃ প্রাগেব ভগবদ্গৃহে তু তিষ্ঠন্নেব তাংস্তান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ ভগবদগ্রেঽন্য-পূজার্থাসনাযোগ্যত্বাৎ । যদ্বা তত্তৎ পূজার্থং তত্তদগ্রে গমনেন পুনঃ পুনরাসনাসম্ভবাৎ । মুহুরাসনেন কালাপেক্ষাচ্চ । অতএব পার্ষ্ণিপ্রহারাদিনা বিঘ্ননিবারণমত্রালিখিত্বা নিশ্চলাসনাবসরেঽগ্রে লিখিষ্যতে ॥ ১০ ॥

অত্র প্রায়োদেবালয়ান্তঃপূজাবিধিলিখনাৎ কেচিচ্চ দ্বারপূজানন্তরং গৃহান্তঃপ্রবেশাৎ

পূজার নিমিত্ত ভক্তি সহকারে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিকে আর জননীর কুক্ষিরূপ কারাগারে প্রবেশ করিতে হয় না। ॥ ৯

অথ গৃহের মধ্যে পূজা ॥

গৃহের নৈঋর্তকোণে বাস্তুপুরুষের এবং ব্রহ্মারও পূজা করিবে। ভগবান্ যে গৃহে অবস্থিত আছেন, তথা হইতে অন্য স্থানে আসনে উপবেশন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ ২ পার্ষদগণের পূজা করিবে ॥ ১০

সেই সেই পার্ষদদিগের পূজার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে যথা—

অগ্রে প্রণব, তাহার পর পূজ্য দেবতার চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম, শেষে নমঃ শব্দ অর্থাৎ "ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ"। সমুদায় পূজা কর্ম্মে পূজার এইরূপ মন্ত্র কথিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

অথ কৃষ্ণাগ্রতস্তিষ্ঠন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং ক্ষিপেৎ।
পুষ্পাক্ষতান্ সমস্তাসু দিক্ষু তন্ত্রোক্তমন্ত্রতঃ ॥ ১২ ॥
অথ পূজার্থাসনং ॥
ততশ্চাসনমন্ত্রেণাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ্য চাসনং।
তস্মিন্নুপবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা ॥ ১৩ ॥

প্রাগেব বিঘ্ননিবারণমিচ্ছন্তি। অত্র সংসম্প্রদায়াচার এবংরীতিরিতিদিক্। দেবস্য পূজ্যাস্ত নাম। পূজা মন্ত্রমিতি নপুংসকত্বমার্ষং ॥ ১১ ॥

অত্র দিগ্বন্ধনে পুষ্পক্ষেপণে চ উক্তঃ শাস্ত্রে যো মন্ত্রঃ ওঁ শার্ঙ্গায় সশরায় হুং ফট্ নম ইতি তেনেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যর্চ্চ্য ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি সংপূজ্য। তস্মিন্ আসনে। তত্র পদ্মাসনং সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ। তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ। বিষ্টভ্য কটুরোগ্রীবা নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ। পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বেষামপি পূজিতমিতি। ক্বচিচ্চ। বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তত ইত্যাদি। স্বস্তিকং চোক্তং। জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ইতি ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপবেশন করিয়া দিগ্বন্ধন করত তন্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্থাৎ "ওঁ শার্ঙ্গায় হুং ফট্" এই বলিয়া সকল দিকে পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে ॥ ১২ ॥

অথ পূজার নিমিত্ত আসন ॥

অনন্তর আসন মন্ত্র, অর্থাৎ "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" ইহার দ্বারা আসনকে আমন্ত্রণ ও অর্চ্চনা করিয়া সেই আসনের উপর পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে * উপবেশন করিবে ॥ ১৩ ॥

* বাম পাদ লইয়া দক্ষিণ পদের উপর এবং দক্ষিণ পদ লইয়া বাম পদের উপর স্থাপন করিবে। কটিদেশ, বক্ষঃস্থল ও গ্রীবাদেশ স্থির করিয়া রাখিবে চক্ষুঃ নাসার অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিবে, এইরূপ উপবেশন করার নাম পদ্মাসন।

জানুদেশ ও উরুদেশের মধ্যভাগে উভয় পদতল স্থাপন করত সরল ভাবে উপবেশন করার নাম স্বস্তিকাসন ॥

তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখো ভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যাস্তু-স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখঃ ॥
তথাচৈকাদশস্কন্ধে ॥
আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেৎ স্থিরায়াত্বথ সন্মুখঃ ॥
অথাসনমন্ত্রঃ ॥
আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ স্তুতলং ছন্দঃ
কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ॥
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥ ১৪ ॥
অথাসনানি। নারদপঞ্চরাত্রে ॥
বংশাশ্মদারুধরণীতৃণপল্লবনির্ম্মিতং।

তত্র আসনে। প্রায় ইতি দিবা প্রাঙ্মুখত্বস্য নক্তং চোদঙ্মুখত্বস্য প্রশস্তত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণপূজক নিশ্চল দেহ এবং সন্মুখীন হইয়া দিবা ভাগে প্রায় পূর্ব্ব মুখে এবং রাত্রিকালে প্রায় উত্তর মুখে উপবেশন করিবে ॥

অতএব একাদশ স্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু প্রতিমা থাকিলে তাঁহাকে সন্মুখ করিয়া উপবিষ্ট হইবে ॥

অথ আসন মন্ত্র ॥

আসন মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, ছন্দঃ স্তুতল এবং দেবতা কূর্ম্ম, আসন অভিমন্ত্রণ বিষয়ে প্রেরণ। হে পৃথিবি! তুমি সমস্ত লোক ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও সর্ব্বদা আমাকে ধারণ এবং আসনকে পবিত্র কর ॥ ১৪ ॥

অথ নানাবিধ আসন। নারদপঞ্চরাত্রে ॥

বংশ, প্রস্তর, কাঠ, মৃত্তিকা কুশ ভিন্ন তৃণ এবং পত্রনির্ম্মিত আসন

বর্জয়েদাসনং বিদ্বান্ দারিদ্র্যব্যাধিদুঃখদং।
কৃষ্ণাজিনং কম্বলম্বা নান্যদাসনমিষ্যতে ॥ ১৫ ॥
অন্যত্র চ ॥
কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম কৌশেয়ং বেত্রনির্ম্মিতং ॥
বস্ত্রাজিনং কম্বলম্বা কল্পয়েদাসনং মৃদু ॥ ১৬ ॥
অথ বিশেষত আসনদোষগুণৌ ॥
নারদপঞ্চরাত্রে ॥
বংশাদাহু র্দরিদ্রত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবং।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে।
তৃণাসনে যশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমং।

তৃণাসনঞ্চ দর্ভাতিরিক্ততৃণনির্ম্মিতং জ্ঞেয়ং। একাদশস্কন্ধে প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসন ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণাজিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মেত্যাদিনা আসনাদৌ মতভেদ আশ্রমাদিভেদেন। তত্র বহুনাং যন্মতং তদেব স্বসংপ্রদায়ানুসারেণ গ্রাহ্যমিতি দিক্ ॥ ১৬ ॥

দারিদ্র্য, রোগ ও দুঃখ প্রদান করে, একারণ পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল আসন পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম এবং কম্বল ভিন্ন অন্য আসন গ্রহণ করা উচিত নহে ॥ ১৫ ॥

অন্যস্থানেও বলিয়াছেন ॥

কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, বেত্রনির্ম্মিত, অথবা কম্বল এতদ্দ্বারা কোমল আসন প্রস্তুত করিবে ॥ ১৬ ॥

অথ বিশেষরূপে আসনের দোষগুণ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন বংশে দরিদ্রতা, পাষাণে রোগোৎপত্তি, মৃত্তিকায় দুঃখসম্ভব, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, তৃণাসনে যশোহানি, পত্রাসনে

দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং দুঃখমোচনং ॥

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরমিতি ॥ ১৭ ॥

যথোক্তমুপবিশ্যাথ সংপ্রদায়ানুসারতঃ।

শঙ্খাদিপূজাসম্ভারান্ ন্যস্যেত্তত্তৎপদেষু তান্ ॥ ১৮ ॥

তত্র পাত্রাসাদনং ॥

স্বস্য বামাগ্রতঃ শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ।

তত্রৈবার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ন্যস্যেচ্চ দ্বারি ভাগশঃ ॥

চৈলাজিনকুশোত্তরমিতি প্রথমং প্রাগগ্রকুশাস্তদুপরি কৃষ্ণাজিনং তদুপরি চীরমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সম্প্রদায়ানুসারত ইতি বিবিধমতভেদাভিপ্রায়েণ। তত্তৎ পদেষু তেষাস্তেষামুচিত স্থানেষু তান্ প্রসিদ্ধান্ অগ্রে লেখ্যান্ বা ॥ ১৮ ॥

তদেব বিবিচ্য লিখতি স্বস্যেতি সার্দ্ধত্রয়েণ আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়স্তৎসহিতং। তত্র স্ব-বামাগ্রে এব আদিশব্দেন পাদ্যাচমনীয় মধুপর্কাঃ। ভাগশঃ পৃথক্ পৃথগিত্যর্থঃ। দক্ষিণে

চিত্তবিভ্রম, কুশাসনে রোগনাশ এবং কম্বলাসনে দুঃখমোচন হয় ॥

আরও ভগবদ্গীতায় ॥

অতিশয় উচ্চ না হয় এবং অতিশয় নীচও না হয় এই প্রকারে প্রথমে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ বিশিষ্ট কুশ, তাহার উপরে কৃষ্ণসার চর্ম্ম ও তাহার উপরে পট্টবস্ত্র বিস্তৃত করিয়া আপনার নিশ্চল আসন পবিত্র দেশে স্থাপন করিবেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর সম্প্রদায় অনুসারে উল্লিখিত আসনে উপবেশন করিয়া শঙ্খ প্রভৃতি পূজার দ্রব্য সকল নিম্নলিখিত উচিত ২ স্থানে স্থাপন করিবে॥১৮

সেই বিষয়ে পাত্রের গ্রহণ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি আপনার বামদিকের সম্মুখে আধারের সহিত শঙ্খ স্থাপন করিবেন, সেই স্থানেই অর্ঘ্যাদির অর্থাৎ অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়

তুলসীগন্ধপুষ্পাদিভাজনানি চ দক্ষিণে।
বামে চ স্থাপয়েৎ পার্শ্বে কলসং পূর্ণমম্ভসা।
দক্ষিণে ঘৃতদীপঞ্চ তৈলদীপঞ্চ বামতঃ।
সম্ভারানপরান্ন্যস্যেৎ স্বদৃষ্টিবিষয়ে পদে।
করপ্রক্ষালনার্থঞ্চ পাত্রমেকং স্বপৃষ্ঠতঃ॥
অত্র পাত্রাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ দেবীপুরাণে—
নানাবিচিত্ররূপাণি পুণ্ডরীকাকৃতীনি চ।
শঙ্খনীলোৎপলাভানি পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ।
রত্নাদিরচিতান্যেব কাঞ্চীমূলযুতানি চ।
যথাশোভং যথালাভং তথা পত্রাণি কারয়েৎ॥

তুলস্যাদি পত্রাণি। কলসঃ প্রোক্ষণীয়জলকুম্ভং। অপরান্ বস্ত্রালঙ্কারাদীন্। স্বস্যাত্মনো দৃষ্টের্বিষয়ে গোচরে যৎ পদং স্থানং তস্মিন্॥ ১৯॥

ও মধুপর্কের পাত্র সকল স্থানে ২ বিভাগ করিয়া রাখিবেন। দক্ষিণদিকে তুলসী, চন্দন ও পুষ্পাদির পাত্র সকল রাখিবেন। আর বামদিকে জলপূর্ণ কলস সংস্থাপন করিবেন। দক্ষিণে ঘৃতের দীপ ও বামদিকে তৈলের দীপ রাখিবেন। অপর অন্যান্য পূজা সামগ্রী সকল, যে স্থানে আপনার দৃষ্টিপাত হয়, এরূপ স্থানে স্থাপন করিবেন। আর হস্তপ্রক্ষালন নিমিত্ত আপনার পৃষ্ঠদেশে একটী পাত্র রাখিবেন॥

অথ নানাবিধ পাত্র এবং ঐ সকল পাত্রের মাহাত্ম্য দেবীপুরাণে॥

পাত্র সকল নানাবিধ আশ্চর্য্য রূপ করিবে তন্মধ্যে কতক গুলির আকার পদ্মের ন্যায়, কতক গুলি শঙ্খের মত, আর কতক গুলি নীলোৎপলের তুল্য॥

ঐ সকল পাত্র রত্নাদি দ্বারা নির্ম্মিত হইবে এবং তাহাতে মেখলার মূলভাগ সংযুক্ত থাকিবেক, অথবা যাহাতে শোভা হয় এবং যাহা অনা-

কিঞ্চ—

হৈমপাত্রেণ সর্ব্বাণি চেপ্সিতানি লভেন্মুনে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা তথা রৌপ্যেণায়ূরাজ্যং শুভং ভবেৎ।
তাম্রপাত্রেণ সৌভাগ্যং ধর্ম্মং মৃণ্ময়সম্ভবং॥

বারাহে॥

সৌবর্ণং রাজতং কাংস্যং যেন দীয়েত ভাজনং।
তান্ সর্ব্বান্ সংপরিত্যজ্য তাম্রন্তু মম রোচতে।
পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।
বিশুদ্ধানাং শুচিশ্চৈব তাম্রং সংসারমোক্ষণং॥ ১৯॥
দীক্ষিতানাং বিশুদ্ধানাং মম কর্ম্মপরায়ণঃ।
সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমেবং ভূমি মম প্রিয়মিতি॥ ২০॥

দীক্ষিতানাং মধ্যে যো মৎকর্ম্মপরায়ণস্তেন সদা তাম্রেণ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

য়াসে পাওয়া যায় তাহার দ্বারাই পাত্র প্রস্তুত করাইবে॥

আরও বলিয়াছেন॥

হে মুনে! স্বর্ণপাত্রে অর্ঘ্য দান করিলে সর্ব্বপ্রকার ইষ্ট লাভ হয়, রৌপ্যপাত্রে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি, রাজ্যলাভ ও মঙ্গল হয়, আর তাম্রপাত্রে সৌভাগ্য এবং মৃণ্ময়পাত্রে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়॥

বরাহপুরাণে॥

সুবর্ণ, রজত বা কাংস্য, যাহার দ্বারাই পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিউক, আমি সে সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকি, তাম্রপাত্রেই আমার প্রীতি জন্মে, তাম্র সমুদায় পবিত্র বস্তু অপেক্ষা পবিত্র, সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ এবং সমুদায় শুদ্ধ অপেক্ষা অধিক শুদ্ধ ও সংসারমোচক॥ ১৯॥

দীক্ষিত বিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি আমার পূজাপরায়ণ, হে পৃথিবি! তিনি তাম্রদ্বারা পাত্রনির্ম্মাণ করিবেন, এইরূপ পাত্রই আমার প্রিয়॥ ২০॥

কেচিচ্চ তাম্রপাত্রেষু গব্যাদের্যোগদোষতঃ।
তাম্রাতিরিক্তমিচ্ছন্তি মধুপর্কস্য ভাজনং ॥ ২১ ॥
তথৈব শঙ্খমেবার্ঘ্যপাত্রমিচ্ছন্তি কেচন।
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সলিলাক্ষতং।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্যেত্যেবং স্কান্দেঽভিধানতঃ ॥ ২২ ॥

অথ মঙ্গলঘটস্থাপনং ॥

মঙ্গলার্থঞ্চ কলসং সজলং করকান্বিতং।
ফলাদিসহিতং দিব্যং ন্যসেদ্ভগবতোঽগ্রতঃ ॥

তথাচ স্কান্দে ॥

গব্যস্য ঘৃতব্যতিরিক্তস্য দুগ্ধাদিগোরসস্য। আদিশব্দান্মধুনশ্চ যোগে দোষাদ্ধেতোঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। তাম্রপাত্রে স্থিতং গব্যং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনেতি। মধুনশ্চ সুরাপরিবর্ত্তেন তাম্র পাত্রে দেয়ত্বাৎ। কেচিদিতি স্বমতং ব্যাবর্ত্তয়তি। দধিসর্পির্মধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মমেতি সাক্ষাদ্ভগবদ্বরাহোক্তেঃ ॥ ২১ ॥

কেচনেচ্ছন্তীত্যত্র হেতুং লিখতি শঙ্খে কৃত্বেতি। স্কান্দেঽভিধানতঃ স্কন্দপুরাণোক্তেঃ ॥২২॥ পূর্ব্বং প্রোক্ষণীয়ঘটস্থাপনং লিখিতং ইদানীং মঙ্গলঘটন্যাসং লিখতি মঙ্গলার্থমিতি। আদি-শব্দেন কর্পূরাক্ষতাদি। দিব্যং পরমসুন্দরং ॥ ২৩ ॥

কেহ ২ বলেন গব্যাদির সহিত সংযুক্ত হইলে তাম্রপাত্র দূষিত হয়, একারণ তাঁহারা তাম্র ভিন্ন মধুপর্কের পাত্র ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥২১॥

ঐরূপ কেহ ২ ইচ্ছা করেন যে, শঙ্খকেই অর্ঘ্যপাত্র করিবেন, যে হেতু স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন, শঙ্খে করিয়া বিশুদ্ধ জল, পুষ্প, আতপ-তণ্ডুল ও তিল লইয়া কৃষ্ণকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে ॥ ২২ ॥

অথ মঙ্গলঘটস্থাপন ॥

মঙ্গল বিধানের উদ্দেশে ভগবানের সম্মুখে জল পূরিত, প্রস্তর খণ্ড সহিত, ফলাদি সমন্বিত দিব্য কলস স্থাপন করিবে ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন ॥

কুম্ভং সকরকং দিব্যং ফলকর্পূর সংযুতং।
ন্যসেদর্চ্চনকালে তু কৃষ্ণস্যাতীববল্লভমিতি ॥ ২৩ ॥
কিঞ্চ ॥
সনীরঞ্চ সকর্পূরং কুম্ভং কৃষ্ণায় যো ন্যসেৎ।
কল্পং তস্য ন পাপেক্ষাং কুর্ব্বন্তি প্রপিতামহাঃ ॥ ২৪ ॥
অথার্ঘ্যাদিপাত্রাণি ॥
প্রক্ষিপেদর্ঘ্যপাত্রে তু গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ যবান্।
কুশাগ্রতিলদূর্ব্বাশ্চ সিদ্ধার্থানপি সাধকঃ।
কেচিচ্চাত্র জলাদীনি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বদন্তি হি ॥
যত উক্তং ভবিষ্যে ॥
আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধ্যক্ষততিলাস্তথা।

কল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য পাপে ঈক্ষাং দৃষ্টিং ন কুর্ব্বন্তি ক্রিয়মাণমপি পাপং ন গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ ॥২৪
অত্র অর্ঘ্যপাত্রে ॥ ২৫ ॥

পূজাকালে প্রস্তরখণ্ড সংযুক্ত ফল ও কর্পূর সমন্বিত দিব্য কলস স্থাপন করিবে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২৩ ॥

আরও বলিয়াছেন ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সজল এবং সকর্পূর কলস স্থাপন করেন, যত দিন ব্রহ্মার পরমায়ু, তত দিনের মধ্যে তিনি পাপ করিলেও প্রপিতামহগণ তাঁহার সে পাপ গ্রহণ করেন না ॥ ২৪ ॥

অথ অর্ঘ্যাদি পাত্র সকল ॥

অর্ঘ্যপাত্রে চন্দন, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, কুশের অগ্রভাগ, তিল, দূর্ব্বা এবং শ্বেতসর্ষপ প্রক্ষেপ করিবে। কেহ কেহ ঐ অর্ঘ্যপাত্রে জল প্রভৃতি অষ্টদ্রব্যের ব্যবস্থা করেন ॥

যে হেতু ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন ॥

জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপতণ্ডুল, যব, আর শ্বেতসর্ষপ, কথিত

যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈবমর্ঘ্যোঽষ্টাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পাদ্যপাত্রেচ কমলং দূর্ব্বাং শ্যামাকমেব চ।
বিনিক্ষিপেদ্বিষ্ণুপত্রীত্যেবং দ্রব্যচতুষ্টয়ং।
তথৈবাচমনীয়ার্থপাত্রে দ্রব্যত্রয়ং বুধঃ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলমপি নিক্ষিপেৎ।
মধুপর্কীয়পাত্রে চ গব্যং দধি পয়ো ঘৃতং।
মধুখণ্ডমপীত্যেবং নিক্ষিপেদ্দ্রব্য পঞ্চকং॥ ২৫॥
কেচিত্ত্রীণ্যেব পাত্রেঽস্মিন্ দ্রব্যাণীচ্ছন্তি সাধবঃ॥
যত উক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে॥
ঘৃতং দধি তথা ক্ষৌদ্রং মধুপর্কো বিধীয়তে॥
আদিবারাহে চ॥
দধিসর্পির্ম্মধুসমং পাত্রে ঔড়ুম্বরে মম।
মধুনস্তু অলাভেতু গুড়েন সহ মিশ্রয়েৎ।

অস্মিন্ মধুপর্কপাত্রে॥

আছে যে, অর্ঘ্যের এই অষ্ট অঙ্গ॥

পাদ্যপাত্রে পদ্ম, শ্যামাক (শ্যামা ধান্য) এবং তুলসী নিক্ষেপ করিবে এইরূপ ইহাতে দ্রব্য চতুষ্টয়। আর পণ্ডিত ব্যক্তি আচমনীয় পাত্রে, জাতীফল, লবঙ্গ এবং কক্কোল এই তিন দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন। মধুপর্কপাত্রে গব্যদধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই পাঁচ দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন॥ ২৫॥

কতকগুলি সাধু ব্যক্তি ঐ পাত্রে তিনটী দ্রব্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন॥

যে হেতু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলিয়াছেন॥

ঘৃত, দধি ও মধু এই তিন দ্রব্যে মধুপর্ক হইয়া থাকে॥

আদিবরাহপুরাণেও॥

আমার মধুপর্কে তাম্রপাত্রে দধি, ঘৃত ও মধু নিক্ষেপ করিবে। মধুর

ঘৃতস্যালাভে সুশ্রোণি লাজৈশ্চ সহ মিশ্রয়েৎ।
তথা দধ্নোঽপ্যলাভে তু ক্ষীরেণ সহ মিশ্রয়েৎ॥ ইতি॥ ২৬॥
তেষামভাবে পুষ্পাদি তত্তদ্ভাবনয়া ক্ষিপেৎ।
নারদস্ত্বাহ বিমলেনোদকেনৈব পূর্য্যতে॥ ২৭॥
মূলেন পাত্রৈনৈকৈকমষ্টকৃত্বোঽভিমন্ত্রয়েৎ।
কুর্য্যাচ্চ তেষাং পাত্রাণাং রক্ষণং চক্রমুদ্রয়া।
পূজামারভমাণো হি যথোক্তাসনমাস্থিতঃ।
পঠেন্মঙ্গলশান্তিং তাং যার্চ্চনে সম্মতা সতাং।

ঔড়ুম্বরে তাম্রে। অত্র চ ঘৃতং বিনেতি স্মৃত্যুক্ত্যা ঘৃতসহিতেন তাম্রেঽপি গব্যস্য সংযোগো দ্রব্যান্তরসংযোগেন চ মধুনোঽপি ন দুষ্যতোবেতি সূচিতং॥ ২৬॥

ননু গুড়াদ্যভাবে তথান্যস্যাপি কস্যচিদভাবে সতি কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ তেষামিতি। উক্তানামর্ঘ্যাদিদ্রব্যাণামভাবে সতি তত্তদ্ভাবনয়েতি তেষাং তেষাং দ্রব্যাণাং মধ্যে যদ্যন্ন লভ্যতে তস্য তস্য ভাবনয়া তত্তদিদমিতি চিন্তয়িত্বা তত্তৎপরিবর্ত্তেন তত্তৎপাত্রেষু পুষ্পাদিকং নিক্ষিপেদিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন তুলসীপত্রাদি। ননু পুষ্পাদ্যভাবেঽপি কিং কার্য্যং তত্র লিখতি নারদস্ত্বিতি। পূর্য্যতে তত্তৎপরিপূর্ণতা ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

মূলেন মূলমন্ত্রেণ॥ ২৮॥

অভাবে গুড় মিশ্রিত করিবে। হে সুশ্রোণি! ঘৃতের অলাভ হইলে লাজ (খৈ) সহ মিশ্রিত করিবে তথা দধির অলাভ হইলে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে॥ ২৬॥

উক্ত দ্রব্য সকলের অভাব হইলে তত্তৎ স্বরূপ ভাবনা করিয়া পুষ্পাদি নিক্ষেপ করিবে, নারদ বলিয়াছেন কেবল নির্ম্মল জল দ্বারাই সমস্ত পরিপূর্ণ হইবে॥ ২৭॥

প্রত্যেক পাত্রের উপর আট বার করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে এবং চক্রমুদ্রা দ্বারা ঐ সকল পাত্রের রক্ষা বিধান করিবে। পূজা আরম্ভ করিয়াই যথোক্ত আসনে উপবেশন করত, সাধুগণ অর্চ্চনা কার্য্যে যে মঙ্গল শান্তির বিধান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিবে॥

অথ মঙ্গলশান্তিঃ ॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবান্
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষাঃ বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাত্বিতি পঠন্ ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবত্বিতি ॥ ২৮ ॥

অথ বিঘ্ননিবারণং ॥

অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।

অস্ত্রমন্ত্রঃ অস্ত্রায় ফড়িতি। যদ্বা। অস্মিন্ মন্ত্রে যোঽস্ত্রমন্ত্রস্তেনৈব। পার্ষ্ণি না যে ঘাতাঃ

অথ মঙ্গলশান্তি ॥

হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে সম্যক্ শুনিতে পাই, হে যাজ্ঞিক গণ! আমরা যেন নয়নে সম্যক্ দেখিতে পাই, আর সুস্থ অঙ্গ ও দেহ লাভ করাতে তুষ্ট থাকিয়া যেন দেবগণের হিত অথচ সমান আয়ুঃ বশ করিতে পারি, বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্র আমাদিগের মঙ্গল করুন। পুষা আমাদিগের মঙ্গল করুন। বিশ্বদেবগণ আমাদিগের মঙ্গল করুন। অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য আমাদিগের মঙ্গল করুন এবং বৃহস্পতি আমাদিগের মঙ্গল করুন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ শান্তিঃ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মারাধনে শান্তির্ভবতু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ২৮ ॥

অথ বিঘ্ননিবারণ ॥

যে সকল ভূত পৃথিবীতে অবস্থিত আছেন, তাহারা দূরে গমন করুক। যে সকল ভূত বিঘ্নকারক, শিবের আজ্ঞায় তাহারা নষ্ট

ইত্যুদীর্য্যাস্ত্রমন্ত্রেণ বামপাদস্য পার্ষ্ণিনা।
ঘাতৈস্ত্রিভির্বুধো বিঘ্নান্ ভৌমান্ সর্ব্বান্নিবারয়েৎ ॥ ২৯ ॥
আন্তরীক্ষাংশ্চ তেনৈবোর্দ্ধোর্দ্ধ তালত্রয়েণ হি।
নিরস্যোৎসারয়েদ্দিব্যান্ মান্ত্রিকো দিব্যদৃষ্টিতঃ ॥ ৩০ ॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদি-নতিঃ ॥

ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ বামে শ্রীগুরুং পরমং গুরুং।
পরমেষ্ঠিগুরুঞ্চেতি নমেদ্গুরুপরম্পরাং।
গণেশং দক্ষিণে ভাগে দুর্গামগ্রেহথ পৃষ্ঠতঃ।

প্রহারৈস্তৈঃ ॥ ২৯ ॥

তেন অস্ত্রমন্ত্রেণ। দিব্যদৃষ্টিত ইতি মূলমন্ত্রসঞ্চিন্তিত দিব্যদৃষ্ট্যা। দিব্যান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বামে গুরুপরম্পরাং নমেৎ। অত্র প্রয়োগঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, গাং গণেশায় নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৩১ ॥

হউক। পণ্ডিত ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ "অস্ত্রায় ফট্" উচ্চারণ করত তিন বার বামপদের পার্ষ্ণি প্রহার করিয়া সমস্ত ভূমিগত বিঘ্ন নিবারণ করিবেন ॥ ২৯ ॥

তান্ত্রিক ব্যক্তি "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারাই অন্তরীক্ষের বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা দিব্য দৃষ্টি ভাবনা করত সেই দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সকল বিনাশ করিবেন ॥ ৩০ ॥

অথ শ্রীগুর্ব্বাদি নমস্কার ॥

তাহার পর কৃতাঞ্জলি হইয়া বাম ভাগে শ্রীগুরু, পরম গুরু ও পরমেষ্ঠি গুরু, ইত্যাদি গুরু পরম্পরাকে নমস্কার করিবে। তৎপরে দক্ষিণ ভাগে গণেশকে, সম্মুখে দুর্গাকে, পৃষ্ঠভাগে ক্ষেত্রপালকে এবং মধ্যভাগে অপরাপর অভীষ্ট দেবতাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিবে ইহার প্রয়োগ এইরূপে করিতে হইবে "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, গাং গণেশায় নমঃ"

ক্ষেত্রপালং নমেদ্ভক্ত্যা মধ্যে চাস্মেষ্টদৈবতং ॥
ততশ্চাস্ত্রেণ সংশোধ্য করৌ কুর্ব্বীত তেন হি।
তালত্রয়ং দিশাং বন্ধমগ্নিপ্রাকারমেব চ ॥ ৩২ ॥
অথ ভূতশুদ্ধিঃ ॥
শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥ ৩৩ ॥
ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।

এবার্থো হিশব্দস্তেন অস্ত্রমন্ত্রেণৈব উর্দ্ধোর্দ্ধতালত্রয়াদি কুর্য্যাৎ। তত্রাগ্নিপ্রাকারমাত্মনঃ পরিতঃ কুর্য্যাৎ॥ ৩২ ॥

অথ ভূতশুদ্ধিং লিখিষ্যন্নাদৌ তদর্থং লিখতি শরীরেতি। শরীরস্য আকারভূতানাং আকৃতিত্বং প্রাপ্তানাং শরীরতয়া পরিণতানামিত্যর্থঃ পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বেষামেব দৈহিকতত্ত্বানাং অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ তদাত্মকতয়া। যদ্বা। শ্রীভগবতোংশত্বেন সম্বন্ধাদ্ধেতো র্বিশোধনং কার্য্যকারণাদিভিন্নতয়া বিজ্ঞানং যদিয়মেব ভূতশুদ্ধির্মতাহভিজ্ঞৈঃ॥ ৩৩॥

অধুনা ভূতশুদ্ধের্নিত্যতাং লিখতি ভূতশুদ্ধিমিতি। কর্ত্তুর্জপাদিকারিণঃ। যথাবিধানতিক্রমেণ অনুষ্ঠিতা নিষ্পাদিতা অপি নিষ্ফলা ভবন্তি আত্মশোধনং বিনা মূলাশুদ্ধেঃ॥ ৩৪॥

ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

তদনন্তর অস্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ করত হস্তদ্বয় সংশোধন করিয়া সেই অস্ত্র মন্ত্র সহকারেই উর্দ্ধে উর্দ্ধে তিনটী করতালি, দিক্ বন্ধন ও অগ্নির প্রাচীর অর্থাৎ আপনার শরীরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিবে ॥ ৩২ ॥

অথ ভূতশুদ্ধি ॥

শরীরের উপাদান স্বরূপ ভূত সকল অক্ষয় ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং তিনি কারণ ও ইহারা কার্য্য অতএব তাঁহা হইতে ভিন্ন, এই প্রকার যে অবধারণ তাহার নাম ভূতশুদ্ধি ॥ ৩৩ ॥

জপাদিকারি ব্যক্তির জপাদি কর্ম্ম, যথা বিধানে অনুষ্ঠিত হইলেও

ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎপ্রকারশ্চায়ং ॥

করকচ্ছপিকাং কৃত্বাত্মানং বুদ্ধ্যা হৃদম্বুজতঃ।
শিরঃসহস্রপত্রাব্জে পরমাত্মনি যোজয়েৎ।
পৃথিব্যাদীনি তত্ত্বানি তস্মিন্ লীনানি ভাবয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

আত্মানং জীবাত্মানং প্রদীপকলিকাকারং সোঽহমিতি মন্ত্রেণ হৃৎপদ্মাৎ শিরঃস্থিতসহস্র দলকমলমধ্যবর্ত্তিপরমাত্মনি বুদ্ধ্যা ভাবনয়া বিচারেণ বা যোজয়েৎ। তদংশত্বাত্তদভিন্নত্বেন তদীয়ত্বেন বা স্বাত্মানং বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি সোঽহমিতি। সঃ শ্রীভগবদংশঃ শুদ্ধ-বদ্ধমুক্তস্বভাবোঽহং। যদ্বা। তদংশত্বেন তদধীনো নিত্যসেবকোঽস্মীত্যর্থঃ। ততশ্চ তস্মিন্ পরমাত্মন্যেব পৃথিব্যাদীনি কার্য্যকারণতত্ত্বানি সর্ব্বাণ্যেব তদেকমূলত্বেন লীনানি তদাত্মকানি তন্মায়াময়ানি বা বিভাবয়েদিত্যর্থঃ। অত্র চ প্রলয়রীত্যা সাংখ্যোক্তসৃষ্টিপ্রাতিলোম্যেন কার্য্যস্য কারণে লয়দ্বারা তেষাং সর্ব্বেষামেব পরমকারণেঽবধিভূতে ভগবতি লয়ো দ্রষ্টব্য ইতি দিক্ ॥ ৩৫ ॥

ভূতশুদ্ধি ব্যতিরেকে সমুদায় নিষ্ফল হয় ॥ ৩৪ ॥

ভূতশুদ্ধির প্রকারও এই ॥

করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া প্রদীপ শিখাকার জীবাত্মাকে ভাবনা যোগে, হৃৎপদ্ম হইতে লইয়া মস্তকস্থিত সহস্রদল পদ্মের মধ্যবর্ত্তি পরমাত্মাতে যোজনা করিবে, তৎপর ভাবনা করিবে, পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সমুদায়, তাঁহাতে লীন হইবে ॥

তাৎপর্য্য। পূজক ব্যক্তি প্রথমতঃ চিন্তা করিবেন, "সোঽহং" অর্থাৎ আমি সেই শ্রীভগবানের অংশ, শুদ্ধ, জ্ঞানময় ও মুক্তস্বভাব অথবা সেই শ্রীভগবানের অংশ প্রযুক্ত, আমি তাঁহার অধীন, নিত্য সেবক এইরূপ নিশ্চয় করিবেন। অনন্তর সেই পরমাত্মায় পৃথিব্যাদি কার্য্য কারণ রূপ তত্ত্ব সমুদায় ঐ পরমাত্মাই মূল হওয়াতে তাঁহাতে লীন হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবে অথবা তৎসমুদায় তদীয় মায়াময় এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ৩৫ ॥

বামহস্তং তথোত্তানমধো দক্ষিণবন্ধিতং।
করকচ্ছপিকামুদ্রা ভূতশুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৬ ॥
দেহং সংশোষ্য দগ্ধ্বা দমাপ্লাব্যামৃতবর্ষতঃ।

করকচ্ছপিকাং কৃত্বেতি লিখিতং তামেব দর্শয়তি বামহস্তমিতি ॥ ৩৬॥

অধুনা ভূতশুদ্ধিপ্রকারমেব লিখতি দেহমিতি দ্বাভ্যাং। বিধিনেত্যস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ইদং পাঞ্চভৌতিকং পাপময়ং দেহং সংশোষ্য সম্যক্ শোষং নীত্বা ততো দগ্ধ্বা তদেব ততশ্চামৃতবৃষ্ট্যা আপ্লাব্য পশ্চাদুৎপাদ্য তচ্চামৃতবৃষ্ট্যৈবেত্যুভয়োরপ্যেককারণত্বাদমৃতবর্ষত ইতি কারণোল্লেখঃ। অনন্তরং দৃঢ়ীকৃত্য এতচ্চ সর্ব্বং ভাবনয়ৈব ততঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তত্র চায়ং বিধিঃ। আদৌ পাপপুরুষং চিন্তয়েৎ। তথা চোক্তং। মূলাজ্ঞানং ততঃ পাপং জন্মাদিদুঃখদঞ্চ যৎ। প্রাণাপানৌ নিরুধ্যাথ তস্য রূপং বিচিন্তয়েৎ। মহাপাতকপঞ্চাঙ্গং পাতকোপাঙ্গসংশ্রয়ং। উপপাতকরোমাণং কৃষ্ণং ক্রূরাতিভীষণমিতি। অন্যত্র চ। ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং। সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ং। তৎসংযোগি পদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকং। উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনং। খড়্গা চর্ম্মধরং পাপমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকং। অধোমুখং কৃষ্ণবর্ণং দক্ষকুক্ষৌ বিচিন্তয়েদিতি। তন্নাশার্থ-

ভূতশুদ্ধি কর্ম্মে যে করকচ্ছপিকা মুদ্রা বিহিত হইয়াছে, উহা এই, বামহস্ত উত্তান করিয়া এবং তাহার নিম্নদিকে দক্ষিণ হস্ত সম্বদ্ধ ॥ ৩৬ ॥

বিধি পূর্ব্বক দেহ শুদ্ধ করত দাহ করিবে, পুনরায় অমৃত বর্ষণদ্বারা উহাকে শীঘ্র উৎপাদন করত দৃঢ়ীভূত করিয়া উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে ॥

তাৎপর্য্য। প্রথমতঃ পাপপুরুষ ভাবনা করিবে। পাপ পুরুষ জন্মাদি দুঃখদাতা, পঞ্চ মহাপাতক তাঁহার পঞ্চ অঙ্গ। পাতক সমূহ তাঁহার উপাঙ্গ এবং উপপাতক সকল তাঁহার রোম, তিনি কৃষ্ণবর্ণ, ক্রূর ও অতি ভয়ানক। অন্যত্র বর্ণিত আছে ব্রহ্মহত্যা তাঁহার মস্তক, স্বর্ণচৌর্য্য ভুজদ্বয়, গুরুপত্নী গমন কটিদেশ, পাতক সকল তাঁহার পাদদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উপপাতক সকল তাঁহার রোম। তাঁহার শ্মশ্রু ও নয়ন রক্তবর্ণ। তিনি খড়্গ ও চর্ম্ম ধারী। তাঁহার দেহের পরিমাণ বৃদ্ধাঙ্গু-

মাদৌ যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং পরমশোষণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য নাভিমণ্ডলে বীজং মনসা নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা যং বীজোত্থ-বায়ুনা সপাপপুরুষং সর্ব্বশরীরং সংশোষ্য যং বীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসাপুটেন তং বায়ুং রেচয়েৎ। ততো রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণংবায়ুসম্বন্ধং দক্ষিণনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য মূলাধারে বীজং নীত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বীজোত্থবহ্নিনা সপাপপুরুষং সমস্তদেহং দগ্ধ্বা দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন ভস্মনা সহিতং বায়ুং বামনাসাপুটেন রেচয়েৎ। ততশ্চ ঠমিতি চন্দ্রবীজং শ্বেতবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুমাপূর্য্য বীজং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং চন্দ্রং নীত্বা তচ্চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে বমিতি বরুণবীজং ধ্যাত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা ঠং বীজাত্মকচন্দ্রাদ্বর্ণময়ীমমৃত-

ষ্ঠের সমান। তিনি অধোমুখ ও কৃষ্ণবর্ণ। এইরূপ ভাবনা করিয়া, বাম নাসাপুট মধ্যে "যং" এই ধূম্রবর্ণ পরমশোষণ বায়ুবীজ ভাবনা করত ষোড়শ বার উহা জপ করত বায়ুপূর্ণ করিয়া মনো দ্বারা ঐ বীজকে নাভিমণ্ডলে লইয়া যাইবে এবং চতুঃষষ্টি বার জপ করত কুম্ভক করিলে পরে "যং" বীজ হইতে যে বায়ু উত্থিত হইবে তদ্দ্বারা পাপ-পুরুষের সহিত দেহকে শুষ্ক করিবে। পরে দ্বাত্রিংশদ্বার "যং" বীজ জপ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ঐ বায়ু রেচন করিবে। তাহার পর "রং" এই রক্ত বর্ণ, বায়ু সহ বহ্নিবীজ দক্ষিণ নাসাপুট মধ্যে ভাবনা করিবে। ষোড়শ বার ঐ বীজ জপ করত বায়ু পূর্ণ করিয়া বীজকে মূলাধারে লইয়া গিয়া চতুঃষষ্টি বার জপ করত বায়ু পূর্ণ করিয়া বীজকে মূলাধারে লইয়া অগ্নি উত্থিত হইবে, উহার দ্বারা পাপপুরুষের সহিত ঐ দেহ দগ্ধ করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করত ভস্মের সহিত ঐ বায়ুকে বাম নাসাপুট দ্বারা রেচন করিবে। পরে "ঠং" এই শ্বেতবর্ণ চন্দ্র-বীজকে বামনাসাপুট মধ্যে ভাবনা করিয়া ষোড়শ বার জপ করিবে। পরে বায়ু পূর্ণ করিয়া বীজকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রে লইয়া ঐ চন্দ্রমণ্ডলের "বং" এই বরুণবীজ ধ্যান করিবে। এবং ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ

বৃষ্টিমুৎপাদ্যাতয়াপ্লাব্য ততঃ শরীরমুৎপন্নং বিভাব্য পুনরকারাদিবর্ণরূপয়া তয়া মাতৃকান্যাসানুসারেণ মুখকরচরণাদিকমুৎপাদ্য লমিতি পৃথিবীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন সমস্তং শরীরং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্ দক্ষিণনাসাপুটেন বায়ুং রেচয়েদিতি। অত্র চ তত্র তত্র দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন পূরণং রেচনঞ্চ ষোড়শবারজপেনেতি। রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেদিতি বচনাৎ। এতচ্চ কস্যচিদেব মতং নতু বহূনামিত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি। প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিশ্চায়ং। প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজু সামানি চ্ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষু-

---

করত কুম্ভক করিয়া "ঠং" এই বীজময় চন্দ্র হইতে বর্ণময়ী অমৃতধারা উৎপাদন করিবে। ঐ অমৃতধারা দ্বারা দগ্ধ শরীরকে প্লাবিত করিয়া ভাবনা করিবে,শরীর উৎপন্ন হইল। তাহার পর যেমন মাতৃকান্যাস কথিত হইয়াছে, সেই অনুসারে অকারাদি বর্ণময়ী সেই অমৃতধারায় পুনরায় কর চরণাদি উৎপাদন করিয়া "লং" এই পীতবর্ণ পৃথিবী বীজ দ্বাত্রিংশদ্ বার জপ করত সমস্ত শরীরকে দৃঢ় করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিবে ॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধি এই যে—

"প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ ঋক্‌যজুঃ সামানি চ্ছন্দাংসি অতিচ্ছন্দো বা ছন্দঃ ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠার্থে বিনিয়োগঃ"। অর্থাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের ঋষি, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র। ঋক্ যজুঃসাম কিম্বা ক্রিয়াময় অতিচ্ছন্দ ইহার ছন্দঃ। প্রাণ নামে ইহার দেবতা। এই মন্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠা কালে প্রয়োগ করিতে হয়।

ওঁ কং খং গং ঘং ঙং অং পৃথিব্যাকাশবায়্বাত্মনে আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চং ছং জং ঝং ঞং ইং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাত্মনে ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ টং ঠং ডং ঢং ণং উং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুঃজিহ্বাঘ্রাণাত্মণে ঊং শিখায়ৈ

উৎপাদ্য দ্রঢ়য়িত্বাসুপ্রতিষ্ঠাং বিধিনাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥

র্জিহ্বাঘ্রাণাত্মনে উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ আং নাভেরধঃ। ওঁ হ্রীং হৃদয়াদানাভি। ওঁ হ্রৌঁ মস্তকাদাহৃদয়ং। ততঃ ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ হৃদি। ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ দক্ষিণাংশে। ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ ককুদি। ওঁ বং মেদআত্মনে নমঃ বামাংশে। ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাণিপর্য্যন্তং। ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাণিপর্য্যন্তং। ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্দক্ষিণপাদপর্য্যন্তং। ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ হৃদয়াদ্বামপাদপর্য্যন্তং। ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্নাভিপর্য্যন্তং। ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ হৃদয়ান্মস্তকপর্য্যন্তং। তত্র ধ্যানং।

বষট্। ওঁ তং থং দং ধং নং এং বাক্ পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মনে ঐং কবচায় হুং। ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ বচনাদানগমনবিসর্গানন্দাত্মনে ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অং মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাত্মনে অঃ অস্ত্রায় ফট্। এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পর নাভির অধোভাগে "ওঁ আং" ন্যাস করিবে। এবং হৃদয় হইতে নাভিস্থান পর্য্যন্ত "ওঁ হ্রীং" মস্তক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত "ওঁ হ্রৌং" ন্যাস করিবে। তাহার পর হৃদয়ে "ওঁ যং ত্বগাত্মনে নমঃ"। দক্ষিণস্কন্ধে "ওঁ রং অসৃগাত্মনে নমঃ"। ককুদ্ভাগে "ওঁ লং মাংসাত্মনে নমঃ" বামস্কন্ধে "ওঁ রং মেদাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যন্ত ভাগে "ওঁ শং অস্থ্যাত্মনে নমঃ। হৃদয় হইতে বাম হস্ত পর্য্যন্ত ভাগে "ওঁ ষং মজ্জাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদপর্য্যন্ত ভাগে "ওঁ সং শুক্রাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে বামপাদপর্য্যন্ত ভাগে "ওঁ হং প্রাণাত্মনে নমঃ"। হৃদয় হইতে নাভিপর্য্যন্ত ভাগে "ওঁ লং জীবাত্মনে নমঃ"। এবং হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভাগে "ওঁ ক্ষং পরমাত্মনে নমঃ"। এইরূপ ন্যাস করিবে ॥

বক্ত্রাম্ভোধিস্থ-পোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাব্জৈঃ পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথ গুণমপ্যং- কুশং পুষ্পবাণান্। বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা ন ইতি। অথ হৃদি হস্তং নিধায়োচ্চারয়েৎ ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হৌং হং সঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণা ইতি। পুনস্তান্যেব বীজা- ন্যুচ্চার্য্য মম জীব ইহ স্থিত ইতি পুনস্তান্যেবোচ্চার্য্য মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণীতি। পুনস্তান্যুচ্চার্য্য মম বাঙ্মনস্ত্বক্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহায়ান্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা ইতি মন্ত্রঃ। ততো জন্মাদিকষ্বাষ্টসংস্কারসিদ্ধয়ে ষোড়শপ্রণবাবৃত্তীঃ কৃত্বা শক্তিং পরাং স্মরেদিতি ॥ ৩৭ ॥

তাহার পর ধ্যান করিবে যথা—

"বক্ত্রাম্ভোধিস্থ-পোতোল্লসদরুণসরোজাধিরূঢ়া করাব্জৈঃ
পাশং কোদণ্ডমিক্ষূদ্ভবমথ গুণমপ্যঙ্কুশং পুষ্পবাণান্।
বিভ্রাণাসৃক্কপালং ত্রিনয়নললিতা পীনবক্ষোরুহাঢ্যা
দেবী বালার্কবর্ণা ভবতু শুভকরী প্রাণশক্তিঃ পরা নঃ" ॥

ইহার অর্থ এই যে, বর্ণময়ী পরমা প্রাণশক্তি দেবী মুখরূপ সমুদ্রে ভাসমান তরণীতে দীপ্তিমৎ-রক্তপদ্মে অধিরোহণ করিয়াছেন। হস্তে পাশ, ইক্ষুদণ্ডজাত ধনু, গুণ, অঙ্কুশ, পুষ্পবাণ ও রক্তপূর্ণ নর-কপাল ধারণ করিতেছেন। তিনি নয়নত্রয়ে বিভূষিতা; তাঁহার বক্ষঃস্থলে অতি স্থূল দুই পয়োধর। বর্ণ উদয়শীল সূর্য্যের ন্যায়। তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া পরে হৃদয়ে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক উচ্চারণ করিবে "ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং হৌং হংসঃ মম প্রাণা ইহ প্রাণাঃ" অর্থাৎ আমার এই প্রাণ এই স্থানে। পুনরায় ঐ সকল বীজই উচ্চারণ করিয়া কহিবে 'মম জীব ইহ স্থিতঃ' অর্থাৎ আমার জীব এই স্থানে অবস্থিত হইল। পুনর্ব্বার ঐ সকল বীজই উচ্চারণ করিয়া বলিবে "মম সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" অর্থাৎ আমার সমুদায় ইন্দ্রিয় এই স্থানে, আবার ঐ সকল বীজই উচ্চারণ করিয়া বলিবে "মম বাঙ্মনস্ত্বক্ চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণাঃ ইহায়ান্তু স্বস্তয়ে চিরং সুখেন তিষ্ঠন্তু স্বাহা"

আত্মানমেবং সংশোধ্য নীত্বা কৃষ্ণার্চ্চনার্হতাং।
বাৎসল্যাদ্ধৃদ্গতং কৃষ্ণং যষ্টুং হৃৎপুনরানয়েৎ॥ ৩৮॥
তথাচ ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে॥
নাভিস্থবায়ুনা দেহং সপাপং শোষয়েদ্বুধঃ।

এবং লিখিতপ্রকারেণ আত্মানং সম্যক্ শোধয়িত্বা তেনচ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্চ্চনার্হতাং পূজাযোগ্যতাং নীত্বা সম্পাদ্য পুনস্তং হৃদয়কমলমানয়েৎ। কিমর্থং কৃষ্ণং যষ্টুং পূজয়িতুং। নম্নু ভগবান্ পরমাত্মরূপোঽসৌ মূর্দ্ধ্নি সহস্রদলকমলে বর্ত্ততে তত্র লিখতি বাৎসল্যাৎ ভক্তবাৎসল্যেন হৃৎ হৃদব্জে· গতং প্রাপ্তমিতি অতএব ভগবতো ধ্যানাদিকং হৃদয় এব সর্ব্বতো নির্দ্দিশ্যত ইতি দিক্॥ ৩৮॥

এতদেব প্রমাণয়ন্ ভূতশুদ্ধিপ্রকারঞ্চ কিঞ্চিৎ প্রপঞ্চ্য দর্শয়তি তথা চেতি। সপাপং

অর্থাৎ আমার এই বাক্যাদি প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত এই স্থানে থাকুক, মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সুখে বাস করুক॥

তৎপরে জন্ম প্রভৃতি দশ সংস্কার সিদ্ধির নিমিত্ত ষোড়শ বার প্রণব আবৃত্তি করিয়া পরমা শক্তি স্মরণ করিবে॥ ৩৭॥

এই প্রকারে শোধন করিয়া জীবাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ পূজার উপযুক্ত করত ভক্তবাৎসল্য হেতু হৃৎপদ্মে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত ঐ আত্মাকে পুনরায় হৃদয়ে আনয়ন করিবে॥

তাৎপর্য্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মস্বরূপ, তিনি মস্তকস্থ সহস্র দল কমলে অবস্থিত আছেন, তাঁহার হৃদয়ে থাকার সম্ভাবনা কি?। এই আশঙ্কায় হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, তিনি ভক্তবৎসল, একারণ হৃৎপদ্মে আসিয়া থাকেন। অতএব ভগবানের ধ্যান করিতে হইলে হৃদয়ে করিবে॥ ৩৮॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রেও এই কথাই উক্ত হইয়াছে॥

পণ্ডিত ব্যক্তি নাভিস্থল গত বায়ুদ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহকে শোষণ করিবেন এবং ঐ দেহকে হৃদয়স্থ অগ্নি দ্বারা দাহ করিবেন।

বহ্নিনা হৃদয়স্থেন দহেত্তচ্চ কলেবরং।
সহস্রারে মহাপদ্মে ললাটস্থে স্থিতং বিধুং।
সম্পূর্ণমণ্ডলং শুদ্ধং চিন্তয়েদমৃতাত্মকং।
তস্মাদ্গলিতধারাভিঃ প্লাবয়েদ্ভস্মসাদ্বপুঃ।
আভির্বর্ণময়ীভিশ্চ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
পূর্ব্ববদ্ভাবয়েদ্দেবীমিত্যাদি ॥ ৩৯ ॥
কিঞ্চাগ্রে ॥
ততস্তস্মাৎ সমাকৃষ্য প্রণবেন তু মন্ত্রবিৎ।
তত্তেজো হৃদয়ে ন্যস্য চিন্তয়েদ্বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ৪০ ॥
কিম্বা চিন্তনমাত্রেণ ভূতশুদ্ধিং বিধায় তাং।

পাপপুরুষসহিতং পূর্ব্বং দাহেন ভস্মসাদ্ভূতং আভির্দ্ধারাভিঃ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ শরীরোৎপত্ত্যাদ্যনন্তরং তস্মাৎ সহস্রদলকমলাৎ পরমাত্মনো বা সকাশাৎ তৎ-শুদ্ধাত্মতত্ত্বরূপং তেজঃ ॥ ৪০ ॥

তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি কিম্বেতি। চিন্তনমাত্রেণেতি পূরককুম্ভকাদিকং বিনা কেবলং ভাবনয়ৈব দেহশোষণাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। সংপ্রদায়ানুসারতঃ ইতি ভূতশুদ্ধৌ

পরে চিন্তা করিবেন, ললাটস্থিত সহস্রদল পদ্মে অবস্থিত বিশুদ্ধ পূর্ণ-চন্দ্র অমৃতময়। সেই চন্দ্র হইতে বিগলিত ধারাদ্বারা ভস্মীভূত দেহকে প্লাবিত করিবেন। তৎপরে ভাবনা করিবেন, এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ ঐ সকল বর্ণময়ী ধারার সহযোগে যেন পূর্ব্বের ন্যায় হইয়াছে ইত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

আরও ইহার পরে ॥

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহার পর বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব স্বরূপ তেজ ঐ সহস্রদল পদ্ম হইতে প্রণব (ওঁ) দ্বারা আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক অব্যয় বিষ্ণুকে চিন্তা করিবেন ॥ ৪০ ॥

কিম্বা অর্থাৎ যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার করিতে সমর্থ না হয়েন, তবে

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যাৎ সম্প্রদায়ানুসারতঃ॥ ৪১॥
অথ প্রাণায়ামঃ॥
রেচঃ ষোড়শমাত্রাভিঃ পূরো দ্বাত্রিংশতা ভবেৎ।
চতুঃষষ্ট্যা ভবেৎ কুম্ভ এবং স্যাৎ প্রাণসংযমঃ।
বিরেচ্য পবনং পূর্ব্বং সঙ্কোচ্য গুদমণ্ডলং।
পূরয়িত্বা বিধানেন স্বশক্ত্যা কুম্ভকে স্থিতঃ॥ ৪২॥
তত্র প্রণবমভ্যস্যন্ বীজং বা মন্ত্রমূর্দ্ধগং।

মতভেদান্নানাপ্রকারত্বেন তথা প্রাণায়ামেষু চ কেষাঞ্চিন্মতে হস্মিন্নবসরে হকরণাৎ কেষাঞ্চিন্মতে করণেহপি প্রণবস্য জপাৎ কেষাঞ্চিন্মতে বীজস্য তত্রাপি কেষাঞ্চিন্মতে বারত্রয়ং কেষামপিমতে বহুবারানিত্যেবং মতভেদান্নানাপ্রকারত্বেনানৈকান্তত্বাৎ নিজসংপ্রদায়ব্যবহার- এবানুসর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। এবমন্যত্রাপি॥ ৪১॥

মাত্রাভিশ্চ ষোড়শভীরেচঃ দ্বাত্রিংশতাচ পূরোভবেৎ এবং যত্রাদৌ রেচনং অন্তে পূরণং তত্রৈবৈষা ব্যবস্থা জ্ঞেয়া যত্র চাষ্টাঙ্গযোগান্তর্গতপ্রাণায়ামাদৌ তয়োর্বিপর্য্যয়স্তত্র মাত্রাবৈপরীত্যমপি জ্ঞেয়ং অতএব ভূতশুদ্ধৌ তথা লিখিতং। মাত্রা চোক্তা। কালেন যাবতা স্বীয়ো হস্তঃ স্বং জানুমণ্ডলং। পর্য্যেতি মাত্রা সা জ্ঞেয়া স্বীয়ৈকশ্বাসমাত্রিকা॥ ইতি॥ ৪২॥

কেবল ভাবনা দ্বারাই অর্থাৎ পূরক কুম্ভকাদি না করিয়াও কথিত প্রকার ভূতশুদ্ধি করিয়া পরে সম্প্রদায় অনুসারে প্রাণায়াম করিবেন॥ ৪১॥

অথ প্রাণায়াম॥

ষোড়শমাত্রায় * রেচক, † দ্বাত্রিংশন্মাত্রায় পূরক এবং চতুঃষষ্টি মাত্রায় কুম্ভক হয়, এইরূপ করিলে প্রাণবায়ু দমন করা হইয়া থাকে॥

প্রথমতঃ বায়ু বিরেচন করিয়া গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত করিবে। নিজ শক্তি পূর্ব্বক বিধানানুসারে বায়ু পূর্ণ করিয়া কুম্ভক করিবে॥ ৪২॥

যদি কামবীজ কিম্বা বীজমন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে ঋষি প্রভৃতি §

* যত সময়ে আপনার হস্ত আপনার জানু মণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে পারে, তত সময়ের নাম মাত্রা।

† শরীর হইতে বায়ু নিঃসারণের নাম রেচক। শরীরে বায়ুপূরণ করার নাম পূরক। শরীরমধ্যে বায়ু রোধ করার নাম কুম্ভক॥

§ প্রণবমন্ত্রের ঋষিপ্রজাপতি। ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা পরমাত্মা। বীজ আকার। শক্তি উকার। আধার দণ্ড মকার। প্রাণায়াম কার্য্যে এই মন্ত্র প্রয়োগ হয়॥

ঋষ্যাদিস্মরণং কৃত্বা কুর্য্যাদ্ধ্যানমতন্দ্রিতঃ ॥

তদ্ধ্যানঞ্চোক্তং ॥

বিষ্ণুং ভাস্বৎকিরীটাঙ্গদবলয়কলাকল্পহারোদরাঙ্ঘ্রি-

শ্রোণীভূষং সবক্ষোমণিমকরমহাকুণ্ডলামৃষ্টগণ্ডং।

হস্তোদ্যচ্ছঙ্খচক্রাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসং

বিদ্যোতদ্ভাসমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্ম-সংস্থং নমামি ॥ ৪৩ ॥

ক্বচিচ্চ ॥

রুদ্রস্তু রেচকে ব্রহ্মা পূরকে ধ্যেয়দেবতা।

শ্রীবিষ্ণুঃ কুম্ভকে জ্ঞেয়ো ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাৎ ॥

মন্ত্রমূর্দ্ধগং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রশিরঃস্থিতং মান্মথং বীজং বা অভ্যস্তন্। মনসা আবর্ত্তয়ন্ প্রণবাভ্যাসে চ ঋষ্যাদিকমুক্তং। অস্ত প্রণবমন্ত্রস্ত প্রজাপতির্ঋষি র্দেবী গায়ত্রীচ্ছন্দঃ পর-মাত্মা দেবতা অকারো বীজং উকারঃ শক্তি র্মকারঃ কীলকং প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। ইতি বীজাভ্যাসে চ তন্মন্ত্রস্থ ঋষ্যাদিকং ধ্যানঞ্চ তদ্দেবতায়া এবেত্যহং বিকল্পশ্চ মুক্তিভুক্ত্যাদি-ফলভেদেন বর্ণাশ্রমাদিভেদেন বেতি দিক্ ॥ ৪৩ ॥

স্মরণ করিয়া অনলস হইয়া ধ্যান করিবে ॥

উহার ধ্যানও কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহার উজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, বলয় ও শ্রেষ্ঠহার, যাঁহার উদর, চরণ ও শ্রোণীদেশ অলঙ্কারে বিভূষিত, যাঁহার গণ্ডস্থল বক্ষোমণি সংলগ্ন মহৎ শ্রেষ্ঠ মকরকুণ্ডলে চুম্বিত। যাঁহার হস্তে উদ্যত শঙ্খ চক্র ও গদা। যিনি অতি নির্ম্মল পীত পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। যাঁহার অঙ্গ হইতে দিব্য দীপ্তি উদ্গত হইতেছে। যিনি দেখিতে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের তুল্য এবং যিনি পদ্মমধ্যে অবস্থিত আছেন, আমি সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

কোন স্থানেও কথিত হইয়াছে ॥

রেচক কার্য্যে রুদ্রকে, পূরক কার্য্যে ব্রহ্মাকে এবং কুম্ভক কার্য্যে বিষ্ণুকে দেবতা ভাবনা করিবে। ধ্যানের স্থান শ্রীগুরুদেবের নিকটে

তথাহি ॥

নাভিস্থানে পূরকেণ চিন্তয়েৎ কমলাসনং ।
ব্রহ্মাণং রক্তগৌরাঙ্গং চতুর্ব্বক্ত্রং পিতামহং ।
নীলোৎপলদলশ্যামং হৃদি মধ্যে প্রতিষ্ঠিতং ।
চতুর্ভুজং মহাত্মানং কুম্ভকেন তু চিন্তয়েৎ ।
রেচকেনৈশ্বরং ধ্যানং ললাটে সর্ব্বপাপহং ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কুর্য্যাদ্বৈ নির্ম্মলং বুধঃ ॥ ইতি ॥ ৪৪ ॥
একান্তিভিশ্চ ভগবান্ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ ।

ধ্যানস্থানং গুরোর্মুখাদেব জ্ঞেয়মিত্যুক্তং তদেব অন্যত্র ত্য-বচনৈর্বিজ্ঞাপয়ন্ তত্তদ্ধ্যানমেব বিশিষ্য লিখতি নাভিস্থান ইতি ত্রিভিঃ । ঐশ্বরং শ্রীরুদ্রসম্বন্ধি ॥ ৪৪ ॥

নন্থ শ্রীমদনগোপালদেবৈকভক্তিনিষ্ঠে কথমেবং বিবিধধ্যানং রোচেত তত্র লিখতি একান্তিভিশ্চেতি । একান্তিভিঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দৈকভক্তিনিষ্ঠৈস্তু কৃষ্ণএব সর্ব্বত্রৈব ধ্যেয়ঃ সচ প্রিয়জনৈর্গোপগোপ্যাদিভিরুপেত এব নত্বেকাকী ভক্তিরসবিশেষবিঘাতাপত্তেঃ । নন্থ তত্র তত্র তত্তদ্দেবতায়া ধ্যানাভাবেনাসম্পূর্ণতা স্যাত্তত্র লিখতি ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বদেবময়প্রভুশ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ বেতি । এবমেকান্তিনামগ্রেঽপি সর্ব্বত্রৈব বুদ্ধ্যাবগন্তব্যঃ । অতঃ পূর্ব্বলিখিতদ্বারপূজাদাবপ্যেকান্তিনাং শ্রীগরুড়াদিপরিবর্ত্তেন তত্র তত্র শ্রীদামাদিগোপানাং দ্বারশ্রীগঙ্গাদিপরিবর্ত্তেন চ শ্রীগোপীনাং পূজোহ্যা, অন্যথা তদেক কনিষ্ঠানাং তদন্যরুচ্যাসম্ভবাদ্ভক্তিবিশেষহান্যা পূজালক্ষণকর্ম্মণ এব যথোক্তফলাসিদ্ধেঃ । এবং শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানাঞ্চ গোকুলে শ্রীগোপালদেবস্য তদন্যাখিলরাগবিস্মারকাণাং তত্তং

জানিতে হইবে ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি পূরকের সহিত পদ্মাসনস্থিত, রক্তমিশ্রিত শুভ্রবর্ণ, চতুর্মুখ পিতামহ ব্রহ্মাকে নাভিস্থলে চিন্তা করিবেন । কুম্ভক সহযোগে, নীলোৎপলদল-শ্যাম, চতুর্ভুজ, পরমাত্মা বিষ্ণুকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিবে । রেচক সহ সর্ব্বপাপহর, বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল রুদ্রকে ললাটদেশে চিন্তা করিবেন ॥ ৪৪ ॥

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে একান্ত ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহাদিগের সকল

কৃষ্ণঃ প্রিয়জনোপেতশ্চিন্তনীয়ো হি সর্ব্বতঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রাণায়াম-মাহাত্ম্যং ॥

পাদ্মে দেবহূতিবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

যমলোকং ন পশ্যন্তি প্রাণায়াম-রতা নরাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণস্তৈরেব হতকিল্বিষাঃ ॥ ৪৬ ॥
দিবসে দিবসে বৈশ্য প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ।
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃ কৃতাঃ।
তপাংসি যানি তপ্যন্তে ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
গোসহস্রপ্রদানন্তু প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ।

পরিচ্ছদপরিবারাদীনামতিক্রমেণান্যপরিজনাদিপূজনাদিকং কেবলং কামিনাং জয়দং প্রধানোভয়দং বিপিন ইত্যাদ্যুক্ততত্তৎফলাবাপ্তয়ে তান্ত্রিকাঃ সমাদিশন্তীতি জ্ঞেয়ং। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৪৫ ॥

তৈঃ প্রাণায়ামৈরেব ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মেই গোপ গোপী প্রভৃতি অভিমত জনবেষ্টিত সর্ব্বদেবময় ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকেই ভাবনা করা উচিত ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রাণায়ামের মাহাত্ম্য ॥

পদ্মপুরাণে দেবহূতিবিকুণ্ডল সম্বাদে ॥

যে সকল মনুষ্য প্রাণায়াম করেন তাঁহারা যদিও দুষ্কর্ম্মান্বিতও হয়েন, তথাপি তাঁহাদিগকে যমলোক দর্শন করিতে হয় না, যে হেতু ঐ প্রাণায়াম কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহাদিগের পাপ সমুদায় বিনাশ পায় ॥ ৪৬ ॥

হে বৈশ্য! একমাস কাল প্রতিদিন ষোড়শবার প্রাণায়াম করিলে, অহরহঃ ভ্রূণহত্যাকারী ব্যক্তিও পবিত্র হয় ॥

যত প্রকার তপস্যা, যত প্রকার ব্রত নিয়ম করা যায় এবং যে সহস্র গোদান করা যায়, প্রাণায়াম সে সকলের সমান ॥

মনুষ্য কিঞ্চিৎ অধিক সম্বৎসর শত কাল যাবৎ প্রতিমাসের অন্তে

অম্বুবিন্দুং কুশাগ্রেণ মাসে মাসে নরঃ পিবেৎ।
সম্বৎসরশতং সাগ্রং প্রাণায়ামস্তু তৎসমঃ।
পাতকন্তু মহদযচ্চ তথা ক্ষুদ্রোপপাতকং।
প্রাণায়ামৈঃ ক্ষণাৎ সর্ব্বং ভস্মসাৎ স্যাদ্বিশাম্বরেতি ॥ ৪৭ ॥
ন্যাসান্ বিনা জপং প্রাহুরাসুরং বিফলং বুধাঃ।
অতো যথাসংপ্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদযথাবিধি ॥ ৪৮ ॥
তত্রাদৌ মাতৃকান্যাসঃ ॥
ঋষিচ্ছন্দোদেবতাদি স্মৃত্বাদৌ মাতৃকামনোঃ।
শিরোবক্তু হৃদাদৌ চ ন্যস্য তদ্ধ্যানমাচরেৎ ॥

সাগ্রং সম্বৎসরং পিবেৎ ॥ ৪৭ ॥

আসুরং অসুরদৈবত্যং অতএব বিফলং প্রাহুঃ ॥ ৪৮ ॥

ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তং ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতীদেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়োঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগ ইতি শিরোবক্তাদৌ ক্রমেণ ঋষ্যাদিকমেব ন্যস্য তথা চোক্তং। উচ্চার্য্যৈবং ঋষিচ্ছন্দো দেবতা বীজশক্তয়ঃ। শিরোবদনহৃদ্গুহ্যপাদেষু ক্রমতো ন্যসেদিতি। অত্র ন্যস্য ইতি বক্তব্যে ন্যসেদিত্যার্ষং ॥

কুশের অগ্রভাগে করিয়া জলবিন্দু পান করিলে যে ফল হয়, প্রাণায়াম করিলে সেই ফল লাভ হয় ॥

যে কিছু মহাপাতক, ক্ষুদ্রপাতক ও উপপাতক আছে, হে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ! প্রাণায়াম দ্বারা সে সমস্ত ক্ষণকালের মধ্যে নাশ পায় ॥ ৪৭ ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ন্যাস ব্যতিরেকে যে জপ, তাহা অসুরের জপ অতএব সম্প্রদায় অনুসারে যথাবিধানে ন্যাস করিবে ॥ ৪৮ ॥

তন্মধ্যে প্রথমত মাতৃকান্যাস ॥

অগ্রে মাতৃকামন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতাদি * স্মরণ করিয়া উহার

* মাতৃকামন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃগায়ত্রী, দেবতা সরস্বতীদেবী। বীজ হল বর্ণ, মাতৃকা ন্যাস কার্য্যে ইহার প্রয়োগ হয় ॥

তচ্চোক্তং ॥

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীং।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে ॥ ৪৯ ॥

অকারাদীন্ ক্ষকারান্তান্ বর্ণানাদৌতু কেবলান্।
ললাটাদিষু চাঙ্গেষু ন্যস্যেদ্বিদ্বান্ যথাক্রমং ॥

তচ্চ বিবিচ্যোক্তং ॥

ললাট মুখবিম্বাক্ষি শ্রুতিঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ।
ওষ্ঠদন্তোত্তমাঙ্গাস্যে দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষুচ।

পঞ্চাশল্লিপিভিরিতি বর্ণানামেকপঞ্চাশত্ত্বেঽপি লকারদ্বয়স্যৈক্যাভিপ্রায়েণ। ভাস্বতি প্রভাযুক্তে মৌলৌ নিতরাং বদ্ধশ্চন্দ্রশকলং চন্দ্রার্দ্ধং যয়া তাং ॥ ৪৯ ॥

তং ন্যাসবিধিং লিখতি অকারাদীনিতি। কেবলান্ অনুস্বারাদি হীনান্ প্রথমং ন্যস্যেৎ।

ধ্যান করিবে ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

পঞ্চাশৎ বর্ণ বিভাগ করিয়া দেবী সরস্বতীর মুখমণ্ডল, বাহুযুগল, পদদ্বয়, কটিদেশ ও বক্ষঃস্থল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা দীপ্তি পাইতেছে। স্তনদ্বয় অতি স্থুল ও উন্নত। তিনি কর-কমলে মুদ্রা অক্ষসূত্র, অমৃতপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন। তিনি শুভ্রবর্ণা ও ত্রিনয়নী, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ৪৯॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি অনুস্বার সংযোগ না করিয়া কেবল অকারাদি ক্ষকা-রান্ত বর্ণ গুলিকে যথাক্রমে ললাটাদি অঙ্গ সকলে ন্যাস করিবেন ॥

ঐ ক্রম বিভাগ করিয়া কথিত হইয়াছে ॥

ললাট, মুখমণ্ডল, চক্ষু, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, গণ্ডস্থল, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখচ্ছিদ্র, হস্তসন্ধি, পদসন্ধি, হস্তাগ্র, পদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ, নাভি,

পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংসকে।
ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্বং পাণিপাদযুগে ততঃ।
জঠরাননয়োর্ন্যস্যেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং ॥ ইতি ॥ ৫০ ॥

কং কুত্র ন্যস্যেদিত্যপেক্ষায়াং লিখতি ললাটেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন। মাতৃকায়া লিপিসংস্থায়া অর্ণান্ বর্ণান্ যথাক্রমং ললাটাদিষু ন্যস্যেদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র চৈকপঞ্চাশদ্বর্ণেষু মধ্যে অকারাদীন্ অন্তস্থবকারান্তান্ পঞ্চচত্বারি-শদ্বর্ণান্ ললাটাদিষু বামাংসান্তেষু পঞ্চচত্বারিংশদবয়বেষু ন্যস্যেৎ। তথাহি ললাটমেকং মুখবিম্বং মুখমণ্ডলঞ্চৈকং অক্ষ্যাদিদন্তান্তানাং প্রত্যেকং দ্বয়মিত্যেবং দ্বাদশ। তত্র দন্তানাং পঙ্‌ক্তের্দ্বিত্বেন দ্বিত্বং জ্ঞেয়ং। কিঞ্চ উত্তমাঙ্গং মস্তকমেকং আস্যং মুখচ্ছিদ্রমেকং ইত্যেবং ষোড়শস্থ ষোড়শ স্বরান্। ততঃ দোষ্ণোর্ভুজয়োঃ সন্ধয়ঃ প্রত্যেকং মূলকর্পূরমণিবন্ধাঙ্গুলিমূলভেদেন চত্বারঃ এবং দ্বয়োরষ্টৌ পদোশ্চ সন্ধয়ঃ উরুমূলজানুগুল্‌ফাঙ্গুলি মূলভেদেন প্রত্যেকং চত্বার এবং দ্বয়োরষ্টৌ। তথা দোষ্ণোরগ্রদ্বয়ং পদোশ্চাগ্রদ্বয়মিত্যেবং দোঃপৎসম্বন্ধিবিংশত্যঙ্গেষু ব্যঞ্জনানাং মধ্যে ককরাদিনকারান্তবিংশতিবর্ণান্ ততশ্চ পার্শ্বাদিষু দিক্ষু নবস্বঙ্গেষু যকারাদীন্ বকারান্তান্ নব বর্ণান্ ন্যস্যেৎ তত্র পার্শ্বয়োরিতি তয়োর্দ্বিত্বমেব অংসস্য দক্ষিণবামতয়া দ্বিত্বাৎ পুনরুক্তিরিতি। হৃৎ পূর্ব্বমিতি অবশিষ্টান্ শকারাদিক্ষকারান্তান্ ষট্‌বর্ণান্ হৃদয়মারভ্য কক্ষাদিপাণিযুগলপাদযুগলজঠরানন-পর্য্যন্তং ব্যাপষ্য তত্তৎস্থানষট্‌কে ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ। অং নমঃ ইত্যাদিঃ ॥ ৫০ ॥

জঠর, হৃদয়, দক্ষিণস্কন্ধ। ককুৎ, বামস্কন্ধ, হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া করতলদ্বয়, পদতলদ্বয়, জঠর ও আনন এই সকল অঙ্গে অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত মাতৃকা বর্ণ সকল যথাক্রমে ন্যাস করিবে ॥

তাৎপর্য্য। ললাট ১। মুখমণ্ডল ১। চক্ষুঃ ২। কর্ণ ২। নাসারন্ধ্র ২। গণ্ড ২। ওষ্ঠ ২। দুই পঙ্‌ক্তি হেতু দন্ত ২। এবং মস্তক ১। ও মুখচ্ছিদ্র ১। সর্ব্ব সমেত এই ষোড়শ অঙ্গ। এই সকল অঙ্গে ষোড়শ স্বর ন্যাস করিবে। বাহুসন্ধি ৪। অর্থাৎ বাহুমূল ১। কফোণি (কনুই) ১। মণিবন্ধ (কবজি) ১। ও অঙ্গুলিমূল ১। পদসন্ধি ৪। অর্থাৎ উরুমূল ১। জানু ১। গুল্‌ফ ১। ও অঙ্গুলি ১। অতএব দুই বাহু ও দুই পদের

সানুস্বারান্ বিসর্গাঢ্যান্ সানুস্বারবিসর্গকান্।
ন্যস্যেদ্ভূয়োঽপি তান্ বিদ্বানেবং বারচতুষ্টয়ং ॥ ৫১ ॥

অথ মাতৃকান্যাসঃ ॥

কণ্ঠহৃন্নাভিগুহ্যেষু পায়ু ভ্রূমধ্যয়োস্তথা।

ভূয়োঽপীত্যস্য সর্ব্বত্রৈবান্বয়ঃ। বারচতুষ্টয়মিতি লিখনাৎ তান্ মাতৃকার্ণান্ তত্রৈব ভূয়োঽপি সানুস্বারান্ অনুস্বারেণ সহিতান্ ন্যসেৎ তত্র প্রয়োগঃ অং নম ইত্যাদি। ভূয়োঽপি তত্রৈব বিসর্গাঢ্যান্ বিসর্জনীয়যুক্তান্ ন্যস্যেত্তত্র। প্রয়োগঃ। অঃ নম ইত্যাদি। ভূয়োঽপি তত্রৈব সানুস্বারবিসর্গকান্ অনুস্বারবিসর্গাভ্যাং যুগপদেব সহিতান্ ন্যসেৎ। তত্র প্রয়োগঃ। অঁঃ নম ইত্যাদিঃ। এবং লিখিতপ্রকারেণ কেবলসংযুক্তভেদেন বারচতুষ্টয়ং মাতৃকাবর্ণান্ ন্যস্যেদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

কণ্ঠাদিষট্সু স্থানেষু ক্রমেণ স্থিতে ষোড়শপত্রাদিকমলষট্কে তৎপঞ্চাশৎপত্রেষু এক-

সন্ধি সমুদায়ে ষোড়শ। আর হস্তাগ্র ২। এবং পদাগ্র ২। সাকল্যে ৪। অতএব সর্ব্বসমেত বিংশতি অঙ্গ। এই বিংশতি অঙ্গে ককারাদি নকার পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। আর ককুৎ প্রভৃতি ৯ অঙ্গে পকারাদি অন্তাস্থ বকার পর্য্যন্ত ৯ বর্ণ ন্যাস করিবে করতলদ্বয়, পদতলদ্বয়, উদর ও আনন এই ৬ অঙ্গে শকারাদি ক্ষকারান্ত ছয় বর্ণের ন্যাস করিবে। অঙ্গের মধ্যে ললাট ও বর্ণের মধ্যে অকার লইয়া ন্যাস আরম্ভ করিবে, ক্রমে পর পর ন্যাস করিবে ॥ ৫০ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া, বিসর্গ সংযুক্ত করিয়া এবং অনুস্বার ও বিসর্গ এক কালীন উভয় সংযুক্ত করিয়া, আবার ঐ সকল বর্ণ ঐ ঐ অঙ্গে ন্যাস করিবেন, এই প্রকারে চারিবার করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমতঃ অনুস্বার না দিয়া অ নমঃ আ নমঃ। দ্বিতীয়ত অনুস্বার দিয়া অং নমঃ আং নমঃ। তৃতীয়তঃ বিসর্গ দিয়া অঃ নমঃ আঃ নমঃ। চতুর্থ বিসর্গ ও অনুস্বার দিয়া অং নমঃ আং নমঃ ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

অথ মাতৃকান্যাস ॥

কণ্ঠ, হৃদয়, নাভি, লিঙ্গ, পায়ু এবং ভ্রূমধ্য এই ছয় স্থানে যথাক্রমে

স্থিতে ষোড়শপত্রাব্জে ক্রমেণ দ্বাদশচ্ছদে।
দশপত্রে চ ষট্‌পত্রে চতুঃপত্রে দ্বিপত্রকে।
ন্যসেদেকৈকপত্রান্তে সবিন্দ্বেকৈকমক্ষরং ॥ ৫২ ॥
অথ কেশবাদিন্যাসঃ ॥
স্মৃত্বা ঋষ্যাদিকং বর্ণান্ মূর্ত্তিভিঃ কেশবাদিভিঃ।

কস্মিন্ পত্রে বিন্দুসহিতমেকৈকমক্ষরমিতি পঞ্চাশদ্বর্ণান্ তত্তৎপত্রান্তে মনসা ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

ঋষ্যাদিকঞ্চোক্তং। অস্য কেশবাদিন্যাসস্য প্রজাপতি র্ঋষি র্দেবী গায়ত্রী ছন্দো লক্ষ্মীনারায়ণো দেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ আত্মনোঽচ্যুতায়ত্বে বিনিয়োগ ইতি তান্ একপঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণান্ কেশবাদিভিরেকপঞ্চাশন্মূর্ত্তিভিঃ তাবতীভিরেব কীর্ত্ত্যাদিভি শ্চ শক্তিভিঃ সহ পূর্ব্ববৎ ললাটাদিষু অনুস্বারসহিতান্ তথৈব ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ষোড়শদল, দ্বাদশদল, দশদল, ছয়দল, চতুর্দ্দল ও দ্বিদল পদ্ম থাকে, ঐ সকল পদ্মের প্রত্যেক দলের অগ্রভাগে অনুস্বার সহিত এক একটী বর্ণ ন্যাস করিবে, অর্থাৎ ঐ ছয়টী পদ্মের দল সমুদায়ে পঞ্চাশৎ। প্রত্যেক দল, হল ও স্বরের পঞ্চাশৎ বর্ণের প্রত্যেকটীকে অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে ॥ ৫২ ॥

অথ কেশবাদি ন্যাস ॥

ঋষি প্রভৃতি * স্মরণ করিয়া কেশব প্রভৃতি মূর্ত্তি এবং শক্তি সকলের সহিত পূর্ব্বোক্ত বর্ণ সকলকে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রম অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় ন্যাস করিবে। মূর্ত্তি ও শক্তি সকলকে চতুর্থী বিভক্তি এবং নমঃ

* কেশবাদি ন্যাসের ঋষি প্রজাপতি। ছন্দঃ দেবী গায়ত্রী। দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ, বীজ হলবর্ণ, শক্তি স্বরবর্ণ, আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ করণ কার্য্যে ইহার প্রয়োগ হয় ॥

কেশবাদি এক পঞ্চাশৎ মূর্ত্তি, কীর্ত্তি প্রভৃতি একপঞ্চাশৎ শক্তির সহিত পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ গুলিকে অনুস্বার সংযুক্ত করিয়া ললাটাদি পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ সকলে ন্যাস করিবে। প্রয়োগ যথা। অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি ॥

কীর্ত্ত্যাদিভিঃ শক্তিভিশ্চ ন্যসেত্তান্ পূর্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ৫৩ ॥
ন্যসেচ্চতুর্থী নত্যন্তা মূর্ত্তীঃ শক্তীশ্চ যাদিভিঃ।
সপ্ত ধাতূন্ প্রাণজীবৌ ক্রোধমপ্যাত্মনেঽন্তকান্ ॥ ৫৪ ॥
তত্র ধ্যানং ॥
উদ্যৎ প্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং।

অত্র মূর্ত্তয়ঃ শক্তয়শ্চ কথং ন্যাস্যা ইত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারং লিখন্ তত্রৈব কাঞ্চিচ্চান্যং বিশেষং লিখতিন্যসেদিতি। মূর্ত্তিঃ শক্তিশ্চ চতুর্থ্যন্তা নম ইত্যন্তাশ্চ ন্যসেৎ। তত্র প্রয়োগঃ। অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ আং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নম ইত্যাদিঃ। যাদিভিরিতি তত্র যকারাদি দশ বর্ণৈঃ সহ যা মূর্ত্তীঃ পুরুষোত্তমাদ্যা দশ শক্তীশ্চ বসুধাদ্যা স্তান্যসেৎ। তত্র ত্বঙ্মাংস-মেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণীতি সপ্ত ধাতূন্ তথা প্রাণং জীবঞ্চ ক্রোধমপীত্যেবং দশ ন্যসেদিত্যর্থঃ কথম্ভূতান্ ত্বগাদীন্ প্রাণাদীংশ্চ আত্মনে ইতি অন্তে যেষাং তান্ বহুব্রীহৌ কঃ। এতচ্চ সর্ব্বেষামেব বিশেষণমপিশব্দাৎ। অত্র প্রয়োগঃ। যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নম ইত্যাদিঃ ॥ ৫৪ ॥

প্রদ্যোতনঃ সূর্য্যঃ। বিশ্বধাত্র্যা শ্রীধরণ্যা ॥ ৫৫ ॥

শব্দ অন্তে দিয়া ন্যাস করিবে ॥ ৫৩ ॥

যকারাদি বর্ণের সহিত যে সকল মূর্ত্তি ও শক্তি ন্যাস করিতে হইবে সেই সকল মূর্ত্তি ও শক্তিকে যকারাদি অর্থাৎ যকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত দশ বর্ণ এবং আত্মনে পদ অন্তে দিয়া সপ্ত ধাতু অর্থাৎ ত্বক্, মাংস মেদ, অস্থি, মজ্জা, শোণিত ও শুক্র, আর প্রাণ, জীব ও ক্রোধের সহিত ন্যাস করিবে। অর্থাৎ "যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ। রং মাংসাত্মনে বলিনে পরায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

এই বিষয়ে ধ্যান ॥

যাঁহার কান্তি নবোদিত শত সূর্য্যের প্রভার ন্যায়, যিনি উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণশালী। এক পার্শ্বে লক্ষ্মী ও অপর পার্শ্বে ধরণী যাঁহার

পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যাচ জুষ্টং ।
নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং ।
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং ॥ ৫৫ ॥
অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ॥
প্রথমং কেশবো নারায়ণঃ পশ্চাচ্চ মাধবঃ ।
গোবিন্দশ্চ তথা বিষ্ণুর্ম্মধুসূদন এবচ ।
ত্রিবিক্রমো বামনোঽথ শ্রীধরশ্চ ততঃ পরং ।
হৃষীকেশঃ পদ্মনাভস্ততো দামোদরস্তথা ।
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽথানিরুদ্ধকঃ ।
চক্রী গদী তথা শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী তথা ।
মুষলীচ তথা শূলী পাশী চৈবাঙ্কুশী তথা ।
মুকুন্দো নন্দজশ্চৈব তথা নন্দী নরস্তথা ।
নরকজিদ্ধরিঃ কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্বত এবচ ।
ততঃ শৌরিস্তথা শূরস্ততঃ পশ্চাজ্জনার্দ্দনঃ ।
ভূধরো বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ।
বলী বলানুজো বালো বৃষঘ্নো বৃষ এবচ ।

সেবা করিতেছেন, যিনি নানা রত্ন খচিত দীপ্তিশালি-আভরণ সকলে বিভূষিত, যাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র এবং হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ সেই বিষ্ণুকে বন্দনা করি ॥ ৫৫ ॥

অথ মূর্ত্তি সকল ॥

কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, চক্রী, গদী শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী, পাশী, অঙ্কুশী, মুকুন্দ, নন্দনন্দন, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্বত, শৌরি, শূর, জনার্দ্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্ত্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী,

হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহশ্চেতি মূর্ত্তয়ঃ ॥
অথ শক্তয়ঃ ॥
কীর্ত্তিঃ কান্তিস্তুষ্টিপুষ্টী ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া।
মেধা হর্ষা তথা শ্রদ্ধা লজ্জা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
প্রীতী রতির্জয়া দুর্গা প্রভা সত্যাচ চণ্ডিকা
বাণী বিলসিনী চৈব বিজয়া বিরজা তথা।
বিশ্বাচ বিনদাচৈব সুনন্দাচ স্মৃতিস্তথা।
ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ শুদ্ধিশ্চ বুদ্ধির্মুক্তির্নতিঃ ক্ষমা।
রমোমা ক্লেদিনী ক্লিন্না বসুদা বসুধা পরা।
পরায়ণাচ সূক্ষ্মা চ সন্ধ্যা প্রজ্ঞা প্রভা নিশা।
অমোঘা বিদ্যুতেত্যেক পঞ্চাশৎ শক্তয়ো মতাঃ।
দদাত্যয়ং কেশবাদিন্যাসোঽত্রাখিলসম্পদং।
অমুত্রাচ্যুতসারূপ্যং নয়তি ন্যাসমাত্রতঃ ॥ ৫৬ ॥
তদুক্তং ॥

অত্র অস্মিন্ লোকে অমুত্র পরলোকে শ্রীকৃষ্ণসারূপ্যং প্রাপয়তি ॥ ৫৬ ॥

বলরামানুজ, বাল, বৃষঘ্ন, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল এবং নৃসিংহ, এই একপঞ্চাশৎ মূর্ত্তি ॥

অথ শক্তি সকল ॥

কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, হর্ষা, শ্রদ্ধা লজ্জা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি, রতি, জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্যা, চণ্ডিকা, বাণী, বিলসিনী, বিজয়া, বিরজা, বিশ্বা, বিনদা, সুনন্দা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, মুক্তি, নতি, ক্ষমা, রমা, উমা, ক্লেদিনী, ক্লিন্না, বসুদা, বসুধা, পরা, পরায়ণা, সূক্ষ্মা, সন্ধ্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা,নিশা, অমোঘা ও বিদ্যুতা, এই এক পঞ্চাশৎ শক্তি ॥

এই কেশবাদি ন্যাস একবার মাত্র করিলে ইহলোকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে এবং পর লোকে শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্তি করায় ॥ ৫৬ ॥

এই বিষয়ে উক্ত হইয়াছে ॥

ধ্যাত্বৈবং পরমপুমাংসমক্ষরৈ-
র্যোবিন্যস্যেদ্দিনমনু কেশবাদিযুক্তৈঃ।
মেধায়ুঃস্মৃতিধৃতিকীর্তিকান্তিলক্ষ্মী
সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ॥
অন্যত্র চ॥
কেশবাদিরিয়ং ন্যাসো ন্যাসমাত্রেণ দেহিনঃ।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ইতি॥ ৫৭॥
যশ্চ কুর্য্যাদিমং ন্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরং।
ভক্তিং মুক্তিঞ্চ ভুক্তিঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ লভতে হচিরাৎ॥ ৫৮॥
তথা চোক্তং॥
অমুমেব রমাপুরঃসরং, প্রভজেদ্যো মনুজো বিধিং বুধঃ।

এবং উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিমিত্যাদি প্রকারেণ। পরমপুমাংসং শ্রীভগবন্তং দিনমনু অনুদিনং॥ ৫৭॥

ইমং কেশবাদি ন্যাসং। লক্ষ্মীবীজং শ্রীশব্দস্তৎপূর্ব্বকং যঃ কুর্য্যাৎ সোহচিরাৎ ভক্ত্যাদিকং লভতে॥ ৫৮॥

যিনি প্রতিদিন এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত পরমপুরুষের ধ্যান করিয়া কেশবাদি যুক্ত অক্ষরের সহিত ন্যাস করেন, তিনি চিরকাল মেধা, স্মৃতি, শক্তি, ধৈর্য্য, কান্তি, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যের সহিত বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন॥

অন্যস্থানেও বলিয়াছেন॥

এই কেশবাদি ন্যাস, কেবল ন্যাস করা মাত্রেই মনুষ্য সকলকে বিষ্ণুর সারূপ্য দান করে, সত্য সত্য ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৫৭॥

যে ব্যক্তি লক্ষ্মীবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই কেশবাদি ন্যাস করেন তিনি অচিরকাল মধ্যে ভক্তি, মুক্তি, ভোগ ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন॥৫৮

ইহাই উক্ত হইয়াছে॥

যে পণ্ডিত ব্যক্তি লক্ষ্মীবীজ পূর্ব্বক এই বিধিই আচরণ করেন, তিনি

সমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং পুনরন্তে হরিতাং ব্রজত্যসৌ ।৫৯॥

অথ তত্ত্বন্যাসঃ ॥

মকারাদিককারান্তবর্ণৈর্যুক্তং সবিন্দুকৈঃ।
নমঃ পরায়েতি পূর্ব্বমাত্মনে নম ইত্যনু।
নামজীবাদিতত্ত্বানাং ন্যস্যেত্তত্তৎপদে ক্রমাৎ।
ন্যাসেনানেন লোকোহি ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ॥ ৬০ ॥

হরিতাং শ্রীকৃষ্ণত্বমিতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ৫৯ ॥

জীবাদিতত্ত্বানাং নাম জীবেত্যাদিকং তত্তৎপদে তস্মিন্ তস্মিন্ লেখ্যস্থানে ক্রমাৎ লিখন্ ক্রমেণ ন্যস্যেৎ। আদি শব্দেন অগ্রে লেখ্যানি প্রাণমহদহঙ্কারাদীনি তত্ত্বানি। কথ-মিত্যপেক্ষায়াং তদেব বিশিনষ্টি সবিন্দুকৈঃ অনুস্বারসহিতৈস্তৈর্মকারাদিভিঃ ককারান্তৈর্ব্বর্ণৈ র্যুক্তং। মকারাদীনাং ককারান্ততা চাত্র প্রাতিলোম্যেন জ্ঞেয়া। কিঞ্চ নমঃ পরায়েতি বাক্যং পূর্ব্বং যস্মিন্ তৎ। তথা আত্মনে নম ইতি অনু পশ্চাৎ যস্মিন্ তৎ। যদ্বা। নমঃ পরায়েতি নাম্নঃ পূর্ব্বং ন্যস্যেৎ। আত্মনে নম ইতি চ অনু পশ্চাৎ ন্যস্যেৎ হি যতঃ অনেন তত্ত্বন্যাসা-খ্যেন ন্যাসেন পূজায়ামধিকারী জনো ভবতি তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। ইতি কৃতেঽধিকৃতো ভবতি ধ্রুবং সকলবৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিম্বিতি। তত্র প্রয়োগঃ মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নম ইত্যাদিঃ। কেচিচ্চ জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ

ইহলোকে বিখ্যাত লক্ষ্মীলাভ পুরঃসর অন্তে শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫৯ ॥

অথ তত্ত্বন্যাস ॥

অগ্রে "নমঃ পরায়" এই পদে, পরে "আত্মনে নমঃ" এই পাদ দিয়া অনুস্বার সংযুক্ত মকারাদি ককার পর্য্যন্ত অর্থাৎ ম, ভ, ব, ইত্যাদি বর্ণ সকলের সহিত বক্ষ্যমাণ বিশেষ বিশেষ স্থান সকলে জীবাদি তত্ত্ব সকল ন্যাস করিবে, এই ন্যাস করিলে লোকপূজা করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবে। প্রয়োগ যথা—মং নমঃ পরায় জীবাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণাত্মনে নমঃ। কেহ কেহ জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ। প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ ইত্যাদি প্রকারে "তত্ত্ব" শব্দও ব্যবহার করেন ॥ ৬০ ॥

তত্রাদৌ সকলে ন্যস্যেজ্জীবপ্রাণৌ কলেবরে ।
হৃদয়ে মত্যহঙ্কারমনাংসীতি ত্রয়স্ততঃ ॥ ৬১ ॥
শব্দং স্পর্শং ততোরূপং রসং গন্ধঞ্চ মস্তকে ।
মুখে হৃদিচ গুহ্যেচ পাদয়োশ্চ যথাক্রমং ॥ ৬২ ॥
শ্রোত্রং ত্বচং দৃশং জিহ্বাং ঘ্রাণং স্বস্বপদে ততঃ ।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি স্বস্বপদে তথা ॥ ৬৩ ॥
আকাশবায়ুতেজাংসি জলং পৃথ্বীঞ্চ মূর্দ্ধনি ।

ইত্যাদি তত্ত্বশব্দমপি প্রযুঞ্জন্তি ॥ ৬০ ॥

তানি তত্ত্বান্যেব লিখন্ তত্ত্বন্যাসস্থানং বিবিচ্য লিখতি তত্রাদাবিতি । তস্মিন্ তত্ত্বন্যাসে সকলে কলেবরে সর্ব্বশরীরে জীবং প্রাণঞ্চেতি তত্ত্বদ্বয়ং ন্যস্যেৎ । ততো হৃদয়ে মত্যাদি তত্ত্ব ত্রয়ং ন্যস্যেৎ । তত্র প্রয়োগঃ বং পরায় মত্যাত্মনে নমঃ ইত্যাদিঃ । এবমগ্রে প্রয়োগঃ সর্ব্বত্রোহ্যঃ ॥ ৬১ ॥

ন্যস্যেদিত্যনুবর্ত্তত এব ততঃ শব্দাদিপঞ্চকং মস্তকাদিপঞ্চকে যথাক্রমং লিখিত ক্রমেণ ন্যস্যেৎ ॥ ৬২ ॥

ততঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকং যথাক্রমমেব স্বস্বপদে নিজনিজস্থানে শ্রোত্রাদিপঞ্চকএব তত্রৈব রাগাদি পঞ্চকঞ্চ ন্যস্যেৎ । তত্র চ যস্ত দ্বিত্বং তস্য তয়োর্দ্বয়োরেব ন্যাসঃ । এবঞ্চ শ্রোত্রয়োর্দৃশোঃ পাণ্যোঃ পাদয়োশ্চ তত্ত্বস্যৈকস্যৈব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদগ্রেচ পাদয়োরিতি লিখনাৎ ॥ ৬৩ ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ সমস্ত শরীরে জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্ব ন্যাস করিবে, মতি, অহঙ্কার ও মন এই তিন তত্ত্ব হৃদয়ে ন্যাস করিবে ॥ ৬১ ॥

অনন্তর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধতত্ত্ব, মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পাদদ্বয়ে যথাক্রমে ন্যাস করিবে ॥ ৬২ ॥

তদনন্তর শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও ঘ্রাণতত্ত্বকে ইহাদিগের নিজ নিজ স্থানে এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থকে উহাদিগের স্বীয় স্বীয় স্থানে ন্যাস করিবে ॥ ৬৩ ॥

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীতত্ত্ব মস্তক, বদন, হৃদয়, লিঙ্গ ও

বদনে হৃদয়ে লিঙ্গে পাদয়োশ্চ যথাক্রমং ॥ ৬৪ ॥
হৃদি হৃৎপুণ্ডরীকঞ্চ দ্বিষট্ দ্ব্যষ্ট দশাদিকং।
কলাব্যাপ্তেতি পূর্ব্বঞ্চ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিমণ্ডলং।
বর্ণৈঃ সহ সরেফৈশ্চ ক্রমান্ন্যস্যেৎ সবিন্দুকৈঃ ॥ ৬৫ ॥

আকাশাদি পঞ্চকঞ্চ মূর্দ্ধাদিপঞ্চকে ন্যসেৎ এবং মকারাদি ককারান্তানাং পঞ্চবিংশতি-বর্ণানাং ন্যাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ৬৪ ॥

অধুনাবশিষ্টানাং ব্যঞ্জনবর্ণানাং দশানাং ন্যাসং লিখতি হৃদীতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। হৃৎ পুণ্ডরীকমিত্যেকং তথা সূর্য্যমণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলং অগ্নিমণ্ডলং চেতি ত্রয়ং। এতচ্চতুষ্টয়ং বিন্দু সহিতৈঃ শকারাদিচতুর্ব্বর্ণৈঃ সহ ক্রমেণ হৃদ্যেব ন্যস্যেৎ। কথম্ভূতং। সূর্য্যাদিমণ্ডলং। কলাব্যাপ্তেতি শব্দঃ পূর্ব্বমাদ্যং যস্মিন্ তৎ। পুনঃ কথম্ভূতং দ্বিষট্দ্বাদশদ্ব্যষ্টষোড়শক্রমেণ দ্বিষট্ ইত্যাদি আদৌ যস্য তৎ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। বিম্বানি দ্বিষড়ষ্টযুগশকল-ব্যাপ্তানি সূর্য্যোড়ুরাড়্ বহ্নীনাঞ্চ যতস্ত ভূত বসু মুন্যক্ষ্যক্ষরৈর্ম্মন্ত্রবিদিতি। অস্যার্থঃ। সূর্য্য-চন্দ্রবহ্নীনাং মণ্ডলানি ক্রমেণ দ্বাদশষোড়শদশকলাব্যাপ্তানি চ তত্তৎকলাব্যাপ্তেত্যেতান্যপি। যতঃ যকারাৎ যো ভূতাক্ষরং পঞ্চবর্ণঃ শকারঃ বস্বক্ষরং অষ্টমোবর্ণঃ হকারঃ মুন্যক্ষরং সপ্তম বর্ণঃ সকারঃ অক্ষ্যক্ষরং দ্বিতীয়বর্ণোরেফঃ এতৈঃ সহেতি। তত্র প্রয়োগঃ। শং নমঃ পরায় হৃৎ পুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশ কলাব্যাপ্ত সূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শ কলাব্যাপ্ত চন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত বহ্নি মণ্ডলাত্মনে নম ইতি ॥ ৬৫ ॥

পাদদ্বয়ে যথাক্রমে ন্যাস করিবে ॥ ৬৪ ॥

হৃদয় পুণ্ডরীক, দ্বাদশকলাব্যাপ্ত সূর্য্যমণ্ডল, ষোড়শকলা ব্যাপ্ত চন্দ্র মণ্ডল এবং দশকলাব্যাপ্ত অগ্নিমণ্ডল, বিন্দুসংযুক্ত রকার ও অন্যান্য বর্ণ সকলের সহিত হৃদয়ে ন্যাস করিবে ॥

প্রয়োগ যথা—শং নমঃ পরায় পুণ্ডরীকাত্মনে নমঃ। হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলাত্মনে নমঃ। সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা-ব্যাপ্ত চন্দ্রমণ্ডলাত্মনে নমঃ। রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলা-ত্মনে নমঃ ॥ ৬৫ ॥

বাসুদেবং ষকারেণ পরমেষ্ঠিযুতঞ্চ কে।
যকারেণ মুখে সঙ্কর্ষণং ন্যস্যেৎ পুমন্বিতং ॥ ৬৬ ॥
হৃদি ন্যস্যেল্লকারেণ প্রদ্যুম্নং বিশ্বসংযুতং।
অনিরুদ্ধং নিবৃত্ত্যাঢ্যং বকারেণ চ গুহ্যকে।
নারায়ণঞ্চ সর্ব্বাঢ্যং লকারেণৈব পাদয়োঃ ॥ ৬৭ ॥

অধুনাঽবশিষ্ট ষড়্বর্ণৈঃ সহ পঞ্চোপনিষদাদিন্যাসং লিখতি বাসুদেবমিতি ত্রিভিঃ। মূর্দ্ধন্যষকারেণ সহ পরমেষ্ঠিযুতং পরমেষ্ঠীতি সহিতং বাসুদেবং কে মস্তকে ন্যসেৎ। অত্র প্রয়োগঃ। ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নম ইতি। পুমন্বিতং পুংসা সহিতং। তত্র প্রয়োগঃ। যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নম ইতি ॥ ৬৬ ॥

লকারেণ সহ প্রদ্যুম্নং ন্যসেদিত্যত্র কেচিদ্রেফেণ সহ ন্যাসং মন্যন্তে তদযুক্তমেব যতঃ পূর্ব্বং বহ্নিমণ্ডলেন সহ রেফস্য ন্যাসো বৃত্তঃ অত্রাপি পুনস্তস্যৈব ন্যাসাত্তস্য দ্বিত্বং প্রসজ্যেত তচ্চ ন সম্ভবেদেব বর্ণ সমাম্নায়েত্তস্যৈকত্বাৎ অতোঽত্র লকারস্যৈব ন্যাসো যুক্তঃ। অগ্রে নারায়ণেন সহ তস্য পুনর্ন্যাসশ্চৈক পঞ্চাশন্মাতৃকা বর্ণেষু তস্য দ্বিত্বাদযুক্ত এবেতি অতএব ক্রম দীপিকায়াং। যোপরবলার্ণকৈঃ সলবকৈরিতি। অস্যার্থঃ যেতি যকার উপরেতি রেফস্য উপ সমীপে তিষ্ঠতীতি যকারো লকারশ্চ তথা বকারো লকারশ্চ দ্বিতীয়ঃ। এবং পঞ্চভির্ব্বর্ণৈঃ সলবকৈঃ সানুস্বারৈরিতি। যো যবলবর্ণৈরিতি পাঠস্তু চিন্ত্যঃ। আর্য্যাভেদঃ স্কন্ধকচ্ছন্দসি চতুষ্কল ভঙ্গ দোষাপত্তেঃ। তথা তত্ত্বন্যাসেঽস্মিন্ প্রথমতঃ প্রস্তুতানাং পঞ্চত্রিংশৎ ব্যঞ্জন বর্ণানাং মধ্যে যো ইত্যস্য বা ইত্যস্য চ কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ। অন্তে ন্যস্যস্য ক্ষকারস্য চ রেফৌকার সংযোগঃ নৃসিংহবীজত্বেন তস্য তাদৃশত্বাদেব। অতঃ পূর্ব্বং পঞ্চবর্গ্যাণাং বর্ণানাং ন্যাসঃ ততঃ পরমন্ত্যাস্থাদীনাং মধ্যে সকারাদি চতুর্ণাং অগ্রে ন্যাসঃ ততঃ পরমন্ত্যাস্থাদীনাং মধ্যে শকারাদি চতুর্ণাং অগ্রে নৃসিংহবীজময়স্য ক্ষকারস্যান্ত্যেব। অত্র চ পঞ্চোপনিষৎসু অবশিষ্টানাং যকারাদীনাং পঞ্চানামেব যুক্ত ইতি দিক্। অত্র প্রয়োগঃ। লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নম ইতি ॥ ৬৭ ॥

পরমেষ্ঠিশব্দসংযুক্ত বাসুদেবকে ষকারের সহিত মস্তকে ন্যাস করিবে। পুং শব্দপূর্ব্বক সঙ্কর্ষণকে যকারের সহিত মুখেন্যাস করিবে ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বশব্দসংযুক্ত প্রদ্যুম্নকে লকারের সহিত হৃদয়ে ন্যাস করিবে। নিবৃত্তিশব্দসংযুক্ত অনিরুদ্ধকে বকারের সহিত গুহ্যে ন্যাস করিবে। সর্ব্বশব্দসংযুক্ত নারায়ণকে লকারের সহিত দুই পদে ন্যাস করিবে ॥৬৭

নৃসিংহং কোপসংযুক্তং তদ্বীজেনাখিলাত্মনি।
তত্ত্বন্যাসোঽয়মচিরাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ ॥ ৬৮ ॥
তথাচোক্তং ॥
অতত্ত্বব্যাপ্যরূপস্য তৎপ্রাপ্তের্হেতুনা পুনঃ।
তত্ত্বন্যাসমিতি প্রাহুর্ন্যাসতত্ত্ববিদো বুধাঃ ॥ ৬৯ ॥
যঃ কুর্য্যাত্তত্ত্ববিন্যাসং স পূতো ভবতি ধ্রুবং।
তদাত্মনানুপ্রবিশ্য ভগবানিহ তিষ্ঠতি।

নমোদিতানুবর্ত্তত এব। তস্য নৃসিংহস্য বীজেন সহ অখিলাত্মনি সর্ব্বগাত্রেষু। অত্র প্রয়োগঃ। ক্ষৌঁ নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ ইতি। এবং তত্ত্বন্যাসফলং লিখতি তত্ত্বেতি। কৃষ্ণসান্নিধ্যকারকঃ কৃষ্ণং সন্নিধৌ কারয়তি প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

অতত্ত্বঞ্চ তৎ অতএব ব্যাপ্য রূপঞ্চ তস্য পুনঃ তৎপ্রাপ্তেস্তত্ত্বাবাপ্তের্হেতোঃ ॥ ৬৯ ॥

তদাত্মনা ন্যাসকর্ত্তৃরূপেণ বা ইহ শরীরে লোকে বা ॥ ৭০ ॥

কোপশব্দ সহিত নৃসিংহকে তদীয় বীজের অর্থাৎ ক্ষকারের সহিত সর্ব্বগাত্রে ন্যাস করিবে। উপরি উক্ত এই তত্ত্বন্যাস শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণকে সন্নিকটে উপস্থিত করায় ॥

উক্ত ন্যাস সকলের প্রয়োগ যথা—

"ষং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ। যং নমঃ পরায় সঙ্কর্ষণায় পুমাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় প্রদ্যুম্নায় বিশ্বাত্মনে নমঃ। বং নমঃ পরায় অনিরুদ্ধায় নিবৃত্ত্যাত্মনে নমঃ। লং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ। ক্ষৌং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপাত্মনে নমঃ" ॥৬৮॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

যে সকল পণ্ডিত ন্যাস কার্য্যের তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা এই ন্যাসকে তত্ত্বন্যাস কহিয়া থাকেন, কারণ যাহা বস্তু নহে সুতরাং যাঁহার স্বরূপ অনুমেয়, তাঁহাকে বস্তুতা প্রাপ্ত করায় ॥ ৬৯ ॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বন্যাস করেন তিনি নিশ্চয়ই পবিত্র হয়েন। ভগবান্ ন্যাসরূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শরীরে অবস্থিতি করেন, যে হেতু

যতঃ স এব তত্ত্বানি সর্ব্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৭০ ॥

অথ পুনঃ প্রাণায়ামবিশেষঃ ॥

প্রাণায়ামাংস্ততঃ কুর্য্যান্মূলমন্ত্রং জপন্ ক্রমাৎ।
বারৌ দ্বৌ চতুরঃ ষট্ চ রেচপূরককুম্ভকে ॥ ৭১ ॥
অথবা রেচকাদীংস্তান্ কুর্য্যাদ্বারাংস্তু ষোড়শ।
দ্বাত্রিংশচ্চ চতুঃষষ্টিং কামবীজং জপন্ ক্রমাৎ ॥ ৭২ ॥

তথাচ ক্রমদীপিকায়াং ॥

রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ

ততস্তত্ত্বন্যাসানন্তরং। ক্রমাদপি রেচকে দ্বৌ বারৌ পূরকে চতুরো বারান্ কুম্ভকে ষট্ বারান্ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রং জপন্নিত্যর্থঃ। রেচকপূরককুম্ভক ইতি দ্বন্দৈক্যং ॥ ৭১ ॥

তত্রাশক্তৌ প্রকারান্তরং লিখতি। অথবেতি কামবীজং ক্রমাৎ রেচকপূরক-কুম্ভকেষু পূর্ব্ববৎ ক্রমেণ ষোড়শদ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টি বারান্ জপন্ তান্ রেচকপূরককুম্ভকাংস্ত্রীন্ কুর্য্যাৎ॥৭২

তদেব ক্রমদীপিকোক্ত্যা সম্বাদয়ন্ তত্রৈব কিঞ্চিদ্বিশেষঞ্চ দর্শয়তি রেচয়েদিতি দক্ষয়া

সেই ভগবানই সমুদায় তত্ত্ব, সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৭০ ॥

অথ পুনরায় বিশেষ ॥

অনন্তর অর্থাৎ তত্ত্বন্যাস করণানন্তর মূলমন্ত্র অর্থাৎ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র রেচক, পূরক ও কুম্ভক কার্য্যে ক্রমান্বয়ে দুই, চারি ও ছয়বার অর্থাৎ রেচকে দুইবার, পূরকে চারিবার ও কুম্ভকে ছয়বার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিবে ॥ ৭১ ॥

অথবা অশক্ত হইলে ক্রমান্বয়ে ষোড়শ, দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃষষ্টি বার কামবীজ অর্থাৎ "ক্লীঁ" জপ করিয়া রেচকাদি করিবে ॥ ৭২ ॥

অতএব ক্রমদীপিকাতে ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি দক্ষিণ নাড়ী দ্বারা বায়ু নিঃসারণ করিবেন, বাম নাড়ী

পূরয়েদ্বাময়া চ মধ্য নাড্যা পুনঃ।
ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং
স্যাৎ কলাদন্তবিদ্যাখ্যমাত্রাত্মকং ॥ ৭৩ ॥
তত্র কালং সংখ্যাদিকঞ্চ তত্রৈব ॥
পুরতো জপস্য পরতোঽপি
বিহিতমথ তত্ত্রয়ং বুধৈঃ।
ষোড়শ য ইহাচরেদ্দিনশঃ
পরিপূয়তে স খলু মাসতোঽংহসঃ ॥ ৭৪ ॥

দক্ষিণনাড্যা। দক্ষিণঃ বিদ্বান্ জনঃ। মধ্যনাড্যা সুষুম্নয়া ধারয়েৎ। এবং রেচকপূরককুম্ভকাখ্যং ত্রয়ং স্যাৎ। রেচকাদিষু ত্রিষু ক্রমেণাবধিকালমাহ কলাঃ। ষোড়শ দন্তা দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যা চতুঃষষ্টি তত্তৎসংখ্যাক মাত্রাত্মকমিত্যর্থঃ। মাত্রা চ বামাঙ্গুষ্ঠেন বামকনিষ্ঠাদ্যঙ্গুলীনাং প্রত্যেকং পর্ব্বত্রয়সম্পর্ককালঃ বামহস্তেন বামজানুমণ্ডলস্য প্রাদক্ষিণ্যেন স্পর্শ কালো বা তত্রাপ্যঙ্গুলিনিয়মোঽপ্যুক্তঃ। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ র্যন্নাসাপুটধারণং। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জনীমধ্যমে বিনেতি। তত্র তেষু প্রাণায়ামেষু পূর্ব্বং রেচকাদিষু সংখ্যোক্তা অত্র চ প্রাণায়ামেষ্বিতি ভেদঃ ॥ ৭৩ ॥

জপস্য পুরত আদৌ পরতঃ অন্তে চ ইতি. প্রাণায়ামেষু কালঃ। তত্ত্রয়ং প্রাণায়ামত্রয়মিতি সংখ্যা। যো জনো দিনশঃ প্রত্যহং ষোড়শ প্রাণায়ামানাচরেৎ স মাসতঃ মাসেনৈকেন অংহসঃ পাপাৎ পরিপূয়তে শুদ্ধো ভবতীতি সামান্যতঃ ফলং। পরঞ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ৭৪ ॥

দ্বারা পূরণ করিবেন ও মধ্য নাড়ী সুষুম্না দ্বারা ধারণ করিবেন এই তিন কার্য্যের নাম রেচক, পূরক ও কুম্ভক, ইহাদের পরিমাণ কালক্রমে ষোড়শ, দ্বাত্রিংশৎ ও চতুঃষষ্টি মাত্রা ॥ ৭৩ ॥

প্রাণায়াম কার্য্যে কাল ও সংখ্যাদি ক্রমদীপিকাতেই
কথিত হইয়াছে ॥

পণ্ডিত ব্যক্তিরা জপের পূর্ব্বে এবং জপের পরেও এই প্রাণায়ামের বিধান করেন, প্রত্যেক সময়ে তিন তিন বার। ইহলোকে যিনি প্রতি দিন ষোড়শ প্রাণায়াম করেন তিনি এক মাসের মধ্যেই পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

অথ পীঠন্যাসঃ ॥

ততো নিজতনূমেব পূজাপীঠং প্রকল্পয়ন্।
পীঠস্যাধারশক্ত্যাদীন্ ন্যস্যেৎ স্বাঙ্গেষু তারবৎ ॥ ৭৫ ॥
আধারশক্তিং প্রকৃতিং কূর্ম্মানন্তৌ চ তত্র তু।
পৃথিবীং ক্ষীরসিন্ধুঞ্চ শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরং।
শ্রীরত্নমণ্ডপঞ্চৈব কল্পবৃক্ষং তথা হৃদি।
ন্যস্যেৎ প্রদক্ষিণত্বেন ধর্ম্মজ্ঞানে ততোহংসয়োঃ ॥ ৭৬ ॥
ঊর্ব্বোর্বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তথৈবাধর্ম্মমাননে।

তারঃ প্রণবস্তদ্বৎ তৎসহিতং যথা স্যাৎ ॥ ৭৫ ॥

তদেব বিবিচ্য লিখতি আধারেত্যাদিনা ক্রমাদিত্যন্তেন। তত্র তস্মিংস্তু পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদিকল্পবৃক্ষপর্য্যন্তান্ নব হৃদি ন্যস্যেৎ ভাস্বরং প্রকাশস্বভাবং শ্রীমন্তং রত্নমণ্ডপং। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। ন্যস্যেদাধারশক্তি-প্রকৃতি-কমঠ-শেষ-ক্ষমা-ক্ষীরসিন্ধূন্ শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্নোজ্জ্বলসহিতমহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষমিতি। অত্র প্রয়োগঃ। ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদিঃ। প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং দেবনাম নমোহন্তকমিতি প্রাগ্‌লিখনাৎ। ততস্তদনন্তরং ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চেতি-দ্বয়ং প্রদক্ষিণত্বেন প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ স্কন্ধদ্বয়ে ন্যস্যেৎ ॥ ৭৬ ॥

ন্যস্যেদিত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তত এব। তথৈব প্রদক্ষিণত্বেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চেতি দ্বয়মূরুদ্বয়ে

অথ পীঠন্যাস ॥

অনন্তর আপনার শরীরকেই পূজাপীঠরূপে কল্পনা করিয়া পীঠের আধার শক্তি প্রভৃতিকে প্রণবের সহিত নিজের অঙ্গসকলে ন্যাস করিবে ॥ ৭৫ ॥

আধার শক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র প্রকাশ স্বভাব, শ্বেতদ্বীপ, শ্রীযুক্ত রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষকে হৃদয়ে ন্যাস করিবে। তাহার পর প্রদক্ষিণ ভাবে অর্থাৎ হস্ত ঘুরাইয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানকে ন্যাস করিবে ॥ ৭৬ ॥

ঐ প্রকারে দুই ঊরুতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য, মুখে অধর্ম্ম, কটিদেশে

ত্রিকেঽজ্ঞানমবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৭৭ ॥
হৃদজেঽনন্তপদ্মঞ্চ সূর্য্যেন্দুশিখিনাং তথা।
মণ্ডলানি ক্রমাদ্বর্ণৈঃ প্রণবাংশৈঃ সবিন্দুকৈঃ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাত্মান্তরাত্মানৌ চ তত্র হি।
পরমাত্মানমপ্যাত্মাদ্যাদ্যবর্ণৈঃ সবিন্দুকৈঃ ॥ ৭৮ ॥

ন্যস্তেৎ। অধর্ম্মং মুখে। ত্রিকে কট্যামজ্ঞানং। অবৈরাগ্যমনৈশ্বর্য্যঞ্চেতি দ্বয়ং তথৈব পার্শ্বদ্বয়ে ন্যস্তেৎ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। অংসদ্বয়োরুদ্বয়-বদন-কটী-পার্শ্বযুগ্মেষু ভূয় ইতি। তথা ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদি চ পাদগাত্রচতুষ্টয়মিতি। অস্যার্থঃ। পাদগাত্রয়োশ্চতুষ্টয়মিতি পাদচতুষ্টয়ং গাত্রচতুষ্টয়ঞ্চেতি। অংসদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ধর্ম্মাদিরূপং পাদচতুষ্টয়ং আদিশব্দেন জ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি তথা অধর্ম্মাদিরূপঞ্চ গাত্রে চতুষ্টয়ং ন্যস্তেৎ আদিশব্দেনাত্রাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যং তত্রচ প্রদক্ষিণক্রমেণেতি বোদ্ধব্যং। অংসোরুযুগ্ময়োর্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ। ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চ ন্যসেৎ ক্রমাদিতি শারদাতিলকোক্তেরিতি ॥ ৭৭ ॥

বিন্দুসহিতৈঃ প্রণবাংশৈঃ অকারোকারমকারৈঃ সহ ক্রমেণ সূর্য্যেন্দুবহ্নীনাং মণ্ডলানি চ হৃদজ এব ন্যস্তেৎ। প্রয়োগঃ। ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নম ইত্যাদিঃ। সত্ত্বাদিপঞ্চকঞ্চ বিন্দুসহিতৈঃ আত্মাদ্যৈঃ স্বস্বপ্রথমৈর্ব্বর্ণৈঃ সহ তত্র হৃদজ এব ন্যস্তেৎ। প্রয়োগঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ৭৮ ॥

অজ্ঞান, দুই পার্শ্বে অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ॥ ৭৭ ॥

এবং হৃদয়ে অনন্ত পদ্ম ন্যাস করিবে। সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল ও অগ্নিমণ্ডলকে অনুস্বার যুক্ত প্রণবের অংশত্রয়ের অর্থাৎ অ, উ, মকারের সহিত যথাক্রমে ঐ হৃদয়েতেই ন্যাস করিবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাকেও প্রত্যেকের আদিবর্ণ অনুস্বারের সহিত ঐ হৃদয়ে ন্যাস করিবে ॥

প্রয়োগ যথা—

ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। ওঁ রং রজসে নমঃ। ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ। ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ॥৭৮

জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সংযুতং।
তস্যাষ্টদিক্ষু মধ্যেঽপি নবশক্তীশ্চ দিক্‌ক্রমাৎ ॥
তাশ্চোক্তাঃ ॥
বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগেতি শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতেতি।
ন্যস্যেত্তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতং।
ঋষ্যাদিকং স্মরেদস্যাষ্টাদশার্ণমনোস্ততঃ ॥ ৭৯ ॥
জ্ঞেয়াশ্চৈকান্তিভিঃ ক্ষীরসমুদ্রাদিচতুষ্টয়ং।

ভুবনেশ্বরীবীজং হ্রীঁ তৎসহিতং জ্ঞানাত্মানঞ্চ হৃদব্জ এব ন্যস্যেৎ। চকারস্ত্বোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ তস্য হৃদব্জস্য অষ্টসু দিক্ষু অষ্টদলেষু কেশরমধ্যে দিক্‌ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিক্রমেণ বিমলাদ্যাঃ শক্তীরষ্ট ন্যস্যেৎ যথোদিতং ক্রমদীপিকাদিশাস্ত্রোক্তানুসারেণেত্যগ্রে লিখনাৎ ॥ ৭৯ ॥

নম্বু আধারশক্ত্যাদিপঞ্চকং শ্রীমথুরায়া অপ্যাশ্রয়ভূতমিতি তত্তন্ন্যাস একান্তিনাং মতেনাপি ন বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তান্তর্ব্বর্ত্তিনাং শ্রীগোপালদেবস্য নিরন্তরপ্রেমবিহাররসময়ীং শ্রীমথুরাবৃন্দাবনাদিব্রজভূমিং বিহায় কথং তৈঃ ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসঃ কার্য্যঃ। তত্র লিখতি জ্ঞেয়াশ্চেতি। ক্রমাদিতি। ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরেতি শ্বেতদ্বীপঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি রত্নমণ্ডপ-

ভুবনেশ্বরীর (হ্রীং) বীজের সহিত জ্ঞানাত্মাকে এবং অষ্টশক্তিকে ঐ হৃৎপদ্মের অষ্টদলে ও মধ্যভাগে পূর্ব্বাদি দিক্ অনুসারে ন্যাস করিবে ॥

ঐ সকল শক্তি উক্ত হইয়াছে যথা—

বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা ও অনুগ্রহা এই নয় শক্তি ॥

তাহার উপরিভাগে যথোক্ত পীঠমন্ত্র ন্যাস করিবে। তৎপরে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি স্মরণ করিবে ॥ ৭৯ ॥

যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানিবেন ক্ষীরসমুদ্রাদি চারিটী ক্রমান্বয়ে শ্রীমথুরা, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনস্থ

ক্রমাচ্ছ্রীমথুরা বৃন্দাবনং তৎকুঞ্জনীপকাঃ ॥ ৮০ ॥

স্তস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য শ্রীকুঞ্জলতামণ্ডপ ইতি কল্পবৃক্ষশ্চ শ্রীবৃন্দাবনবর্ত্তিশ্রীনীপবৃক্ষ ইতি জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। গোসমৃদ্ধিং শ্রিয়াজুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষমিত্যাদি শ্রীহরিবংশাদ্যুক্ত্যা শ্রীমথুরায়াঃ গোপ্রধানদেশতয়া ক্ষীরময়ত্বাৎ ক্ষীরসমুদ্রত্বং শ্রীবৃন্দাবনস্য চ তত্রত্যব্রজভূমিপ্রধানস্থানস্য বিশেষতঃ ক্ষীরস্রাবকৃতধাবল্যাদিনা শ্বেতদ্বীপত্বাদিত্যগ্রে ব্রহ্মসংহিতাবচনতোঽভিব্যক্তং ভাবি রত্নমণ্ডপকল্পদ্রুমৌ চ ভূমিশ্চিন্তামণিগুণময়ীতি ব্রহ্মসংহিতাস্তোত্রোক্তেঃ। ততঃ প্রভৃতি নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্। হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপেত্যাদি শ্রীদশমস্কন্ধাদ্যুক্তেশ্চ শ্রীবৃন্দাবনান্তর্ঘটিত এব। তেন যদ্যপি তয়োরেকান্তিমতেনাপি ন বিরোধঃ স্যাৎ তথাপি সদা বনবন্যজনপ্রিয়ায় ভগবতে শ্রীগোপালদেবায় শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জকদম্বাদিবনিকাবিহার এব নিতরাং রোচতে। অতঃ শ্রীভাগবতাদিষু তাদৃশ এব শ্রূয়তে। অত একান্তিভ্যোঽপি স এব প্ররোচ্যত ইত্যেবং রত্নমণ্ডপকল্পদ্রুমৌ শ্রীবৃন্দাবননিকুঞ্জনীপৌ জ্ঞেয়াবিতি লিখিতং। কিঞ্চ। তত্রত্যলতাদিপুষ্পাণাং বিচিত্রবর্ণগুণত্বেন রত্নসাদৃশ্যাৎ পুষ্পময়ং কুঞ্জং রত্নমণ্ডপ এব তথা তত্রত্য কদম্বাদিপাদপাশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপূরণাৎ কল্পদ্রুমা এব ॥ তথাচ দশমস্কন্ধে ॥ অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং। সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥ ইত্যাদি॥ যদ্যপি চম্পকাদয়োঽপি বহবো বৃক্ষা বৃন্দারণ্যে বিরাজন্তে তথাচ তত্রৈব শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগপুন্নাগ-চম্পকা ইত্যাদি। তথাপি কদম্বপাদপপ্রায়মিতি শ্রীহরিবংশোক্তেঃ। বিশেষতো ভগবৎপ্রিয়ত্বেন অতএব কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥ ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্তেশ্চাত্র নীপো লিখিতঃ। অথ ধর্ম্মাদীনাং শ্রীভগবদাসনপাদৈকাশ্রয়ত্বাৎ অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য বা কস্যচিদ্ভক্তবাৎসল্যেন কদাচিৎ ধর্ম্মাতিক্রমণাদিলক্ষণানাং তদেকাশ্রয়ত্বাৎ অধর্ম্মাদীনামপি ভগবতো ভক্তবর্গস্য ন্যাসো নৈকান্তিনাং মতেঽপি বিরুদ্ধঃ স্যাৎ। হৃদব্জে ন্যস্যোঽনন্তঃ শ্রীবলদেবঃ। সূর্য্যাদিমণ্ডলরূপঞ্চ সর্ব্বতঃ প্রসৃমরং অশীতানুষ্ণং মনোনয়নাহ্লাদক পরস্পরমিলিতসূর্য্যচন্দ্রাদিতেজ ইব সহজং শ্রীভগবত্তেজ এব সত্ত্বাদীনাঞ্চ নিজভক্ত্যাদ্যর্থং স্বীকৃতানাং তথা আত্মাদীনাঞ্চ তদংশত্বাদিনা স্বতএব সেবকাদিরূপাণাং তদেকাশ্রয়তাপি নৈব বিরুধ্যতে তান্ত্রিকৈস্তু কেবলং বিচিত্রতত্তৎফলাভিসন্ধিসকামতান্ত্রিকভক্তেষু শ্রীভগবদৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রদর্শনেন শ্রদ্ধাতিশয়োৎপাদনায় ক্ষীরসিন্ধ্বাদিন্যাসো বিহিতঃ নতু সাক্ষাৎ শ্রীমথুরাদীনামনির্দ্দেশাদিকং কৃতং। ইত্যতি অলমতিবিস্তরেণ॥ ৮০ ॥

কুঞ্জ এবং কদম্ববৃক্ষের স্বরূপ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়ামাদিপুরুষরহস্য স্তোত্রে।

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহা-

ক্ষীরসিন্ধুঃ শ্রীমথুরাশ্বেতদ্বীপশ্চ শ্রীবৃন্দাবনমিতি শ্রীব্রহ্মসংহিতাবচনেন সাধয়তি স যত্রেতি। তং শ্বেতদ্বীপং ভজে আশ্রয়ে যং শ্বেতদ্বীপং গোলোকং বৈকুণ্ঠলোকোপরি স্থিতং গবাং লোকমিতি বিদন্তঃ তে অনির্ব্বচনীয়াঃ কতিপয়ে অল্প এব ভবন্তি নতু বহবঃ, অতঃ

তাৎপর্য্য। অহে যদি এরূপ বিতর্ক কর, আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত এবং পৃথিবী এই পঞ্চশক্তি শ্রীমথুরারও আশ্রয় স্বরূপ, সুতরাং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত তাঁহারা পীঠে এই পাঁচ শক্তি ন্যাস করিতে পারেন, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্বর্ত্তিনী শ্রীগোপালদেবের নিরন্তর প্রেমবিহার রসময়ী শ্রীমথুরা বৃন্দাবনাদি ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেন পূজাপীঠে ক্ষীর-সাগর, শ্বেতদ্বীপ, রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ ন্যাস করিতে যাইবেন। ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরসমুদ্রাদি চারিটী অর্থাৎ ক্ষীরসাগর দুগ্ধময়, অসংখ্য পয়স্বিনী গাভীর আধারস্থান হওয়াতে শ্রীমথুরা ক্ষীরসাগর স্বরূপ। বৃন্দাবন, ঐ মথুরা প্রদেশের প্রধানস্থান, দুগ্ধে নিরন্তর অভি-ষিক্ত থাকাতে দেখিতে শ্বেতবর্ণ, শ্বেতকায় মনুষ্যের আবাসস্থান এবং যমুনাবেষ্টিত বলিয়া দেখিতে দ্বীপের ন্যায়, সুতরাং শ্বেতদ্বীপ সদৃশ। বিবিধ মণিরত্ন খচিত রত্নমণ্ডপের সহিত মনোহর কুসুমশোভিত শ্রীবৃন্দাবনের লতামণ্ডপের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং রত্নমণ্ডপ লতামণ্ডপের স্বরূপ। আর কল্পবৃক্ষ অভিলষিত ফল প্রদান করে। শ্রীবৃন্দাবনের কদম্ব বৃক্ষও তদ্রূপ বাঞ্ছা পূর্ণ করে। সুতরাং পরস্পর ঐক্য ॥ ৮০ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায় আদিপুরুষের গুহ্যস্তবে ॥

ক্ষীরসমুদ্র শ্রীমথুরা এবং শ্বেতদ্বীপ শ্রীবৃন্দাবন ইহাই ব্রহ্মসংহিতার

নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং

ক্ষিতিবিরলচারাঃ পরমদুর্ল্লভা ইত্যর্থঃ। যদ্বা। পরমগোপ্যপ্রকাশশঙ্কয়া প্রেমবিশেষোদয়াপাদিতসর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন বা লোকেষু নিভৃতং চরন্তীত্যর্থঃ। ননু শাকদ্বীপে ক্ষীরসিন্ধৌ বর্ত্তমানং প্রপঞ্চান্তর্গতং প্রসিদ্ধং শ্বেতদ্বীপং নিত্যপরমানন্দরসাত্মকানন্তক্ষীরসাগরাকীর্ণপ্রপঞ্চাতীতগোলোকমিতি কথং তে জ্ঞাতুমর্হন্তি পরস্পরবিরোধেনৈক্য সম্ভবাৎ। সত্যং সোঽপি তাদৃশ এবেতি বিশেষণদ্বয়েন সাধয়তি। সঃ অনির্ব্বনীয় ইত্যপ্রাকৃতত্বং পরমানন্দরসময়ত্বাদিকঞ্চ সূচিতং। সুরভীভ্যঃ কামধেনুভ্যঃ প্রসরতীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাদিনা নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং। কিঞ্চ। সুমহান্ বৎসরাবৃত্ত্যা পরার্দ্ধাখ্যো বা নিমেষার্দ্ধাখ্যঃ অত্যন্তসূক্ষ্মো বা সময়কালোঽপি ন যত্র ব্রজতি যত্রত্যান্ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। মথুরায়াশ্চ তাদৃশত্বাৎ শ্রীমথুরৈব শ্রীগোলোক ইতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে গোলোকমাহাত্ম্যে বিস্তরেণোক্তমেবাস্তি। এবং গোলোকস্থ শ্বেতদ্বীপেন সহাভেদাৎ ক্ষীরসিন্ধুশ্বেতদ্বীপন্যাসোঽপি ন বিরুদ্ধ ইতি ভাবঃ। যদ্বা। গবাং লোকঃ নিবাসস্থানং গোকুলমিতি প্রসিদ্ধা শ্রীবৃন্দাবনাদিশ্রীনন্দব্রজভূমিঃ। যং গোলোকং শ্বেতদ্বীপমিতি বিদন্তঃ। তং গোলোকং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। এবং শ্রীগোলোকস্থ মাহাত্ম্যবিশেষসম্পত্ত্যা দুরন্বয়োঽপি সোঢ়ব্যঃ। ননু শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্রো নিত্যং বর্ত্ততে ভগবদেকনিষ্ঠানাং শ্বেতমহাপুরুষাণাং নিবাসেন কালভয়ঞ্চ নাস্তীত্যাশঙ্ক্য গোলোকস্যাপ্যস্থ তাদৃশত্বং বিশেষণাভ্যামাহ যত্র যস্মিন্ গোলোকে স ইত্যনেন সুরভীভ্যঃ সরতীত্যাদিনাচ শ্বেতদ্বীপতোঽপ্যস্থ বিশেষ উক্তঃ। অন্যৎ সমানং। এবং শ্রীবৃন্দাবনাদিব্রজভূমে মথুরান্তর্গতত্বেন শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুস্তদ্ব্রজভূমিপ্রধানঞ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনাদিব্যাপি বৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ ইতি সিদ্ধং। যদ্বা।

বচন দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। আমি সেই শ্বেতদ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ করি। পৃথিবীতে যাঁহাদিগের সংখ্যা অতিবিরল অর্থাৎ এরূপ সাধু, সংসারে অতি দুর্ল্লভ। অথবা পাছে গোপনীয় বিষয় প্রকাশের আশঙ্কায় কিম্বা হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসের আবির্ভাব হওয়াতে অগ্রাহ্য করিয়া সমুদায় বিষয় ত্যাগ করিয়াছেন এতাদৃশ কএক জন সাধু ঐ শ্বেতদ্বীপকে ইহলোকে গোলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের উপরিস্থিত

বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৮১ ॥

অথ পীঠমন্ত্রঃ ॥

ক্রমদীপিকায়াং ॥

তারো হৃদয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্বিতশ্চ ভূতাত্মা।

আর্য্যাবর্ত্তান্তর্ব্বর্ত্তিশ্রীবৃন্দাবনমেবেদং শ্বেতদ্বীপঃ তচ্চ পরমোর্দ্ধতরগোলোকমিতি বিদন্ত ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। বৃন্দাবনস্য শ্বেতদ্বীপত্বে হেতুঃ স যত্রেতি। অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবং সন্ততানন্ত শ্রীনন্দগোপরাজ-ব্রজকামধেনুযূথ-নিবাসতোঽনুক্ষণ ক্ষীরধারা-পরিক্ষরণেন ধবলিতত্বাৎ শ্রীকালিন্দীবেষ্টিতত্বেন মণ্ডলাকারতয়া দ্বীপবদ্দৃশ্যমানত্বাচ্চ তথা সর্ব্বথা বিশুদ্ধানাং লোকানাং শ্রীনন্দাদীনামাশ্রয়ত্বাচ্চ তথা তদ্দেশাধিকারিণঃ শ্বেতবর্ণস্য নিবাসত্বাদপি শ্রীবৃন্দাবনমেব শ্বেতদ্বীপ ইতি যুক্তমেব অন্যথা শাকদ্বীপে নিত্যং ক্ষীরসমুদ্র-সিদ্ধেঃ শ্বেতদ্বীপে সুরভীভ্যঃ সরতীত্যুক্তেরঘটনাদিতি দিক্। তস্য গোলোকত্বেন বেদনেঽপ্যেষ এব হেতুরূহ্যঃ গোলোকস্যাপি তস্য তথাভূতত্বাৎ এবং প্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তিশ্রীমথুরা-মণ্ডলস্থ-শ্বেতদ্বীপাখ্যশ্রীবৃন্দাবনমিদং প্রপঞ্চাতীত-বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত-গোলোকমিতি যে বিদন্তি তে ক্ষিতিবিরলচারা ইতি পূর্ব্ববদেবার্থঃ এবং শ্রীবৃন্দাবনং শ্বেতদ্বীপ এব তৎপ্রধানক-ব্রজভূমিময়ত্বাৎ শ্রীমথুরা ক্ষীরসিন্ধুরিতি সিদ্ধং ॥ ৮১ ॥

তারঃ প্রণবঃ। ততো হৃদয়ং নম ইতি পদং ততশ্চ ভগবানিতি বিষ্ণুরিতি চ। সর্ব্বান্বিতঃ সর্ব্বশক্ত্যুক্তঃ ভূতাত্মা সর্ব্বভূতাত্মেতি এতে ত্রয়ঃ সবাসুদেবাঃ বাসুদেবসহিতাঃ প্রত্যেকং ঙেন্তাঃ চতুর্থ্যন্তাঃ। ততশ্চ সর্ব্বাত্মনা যুতং সংযোগং সর্ব্বাত্মসংযোগমিতি নপুংসকত্বমার্ষং।

গো সকলের লোক বলিয়া জানেন। আর ক্ষীরসাগর, কামধেনু, সকলের স্তন হইতে দুগ্ধ প্রসূত হইয়া ঐ শ্বেতদ্বীপে প্রবাহিত হইতেছে। পরার্দ্ধ নামক বা নিমেষার্দ্ধ নামক কাল শ্বেতদ্বীপের অধিবাসিদিগকে বশীভূত করিতে পারে না, অর্থাৎ সে স্থানে কালের বিক্রম নাই, উহা নিত্যধাম ॥ ৮১ ॥

অথ পীঠমন্ত্র ॥

ক্রমদীপিকায় ॥

প্রথমে প্রণব, তৎপরে হৃদয় অর্থাৎ নমঃ শব্দ তাহার পর চতুর্থী

ঙেন্তাঃ সবাসুদেবাঃ সর্ব্বাত্মযুতঞ্চ সংযোগং ॥
যোগবিধৌ চ পদ্মং পীঠাত্মা ঙেযুতো নতিশ্চান্তে।
পীঠমহামনুরুক্তঃ পর্য্যাপ্তোঽয়ং সপর্য্যাসু ॥ ৮২ ॥

অথ ঋষ্যাদিস্মরণং ॥

ওঁ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রস্য শ্রীনারদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সকললোকমঙ্গলো নন্দতনয়ো দেবতা ক্লীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতি দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতাঽভিমতার্থে বিনিয়োগঃ ॥

ততশ্চ যোগস্যাবধৌ অন্তে পদ্মং যোগপদ্মমিতি। তদন্তে ঙেযুক্তশ্চতুর্থ্যন্তঃ পীঠাত্মা তদন্তে চ নতিঃ নমঃ-শব্দ এবং ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-পদ্মপীঠাত্মনে নম ইতি সিদ্ধং। তথাচ শারদাতিলকে। নমো ভগবতে ব্রূয়াৎ বিষ্ণবে চ পদং বদেৎ। সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায়েতি বদেত্ততঃ। সর্ব্বাত্মসংযোগপদাদ্যোগপদ্ম পদং পুনঃ। পীঠাত্মনে হৃদন্তোঽয়ং মন্ত্রস্তারাদিরীরিত ইতি। সনৎকুমারকল্পে চ। ওঁ নমঃ পদমাভাষ্য তথা ভগবতে পদং। বাসুদেবায় ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বাত্মেতি পদং তথা। সংযোগ-যোগেত্যুক্ত্বা চ তথা পীঠাত্মনে পদং। বহ্নিপত্নীসমাযুক্তঃ পীঠমন্ত্র ইতীরিত ইতি ॥ ৮২ ॥

বিভক্তিযুক্ত ভগবান্, বিষ্ণু, সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেব শব্দ, তদনন্তর চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত সর্ব্বাত্মসংযোগ পদ্ম পীঠাত্মা পদ এবং সর্ব্বশেষে নমঃ শব্দ। ইহাই মহৎ পীঠমন্ত্র। পূজাকার্য্য মাত্রে ইহার বিধান করা হইয়াছে। প্রয়োগ যথা। "ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতাত্মসংযোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ" ॥ ৮২ ॥

অথ ঋষ্যাদিস্মরণ ॥

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী, সকল লোকের মঙ্গল দাতা নন্দনন্দন দেবতা, ক্লীং বীজ, স্বাহা শক্তি, কৃষ্ণ প্রকৃতি এবং দুর্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাঞ্ছিত প্রাপ্তির নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥

তথাচ সন্মোহনতন্ত্রে শিবোমাসম্বাদে ॥

ঋষির্নারদ ইত্যুক্তো গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে ।
গোপবেশধরঃ কৃষ্ণো দেবতা পরিকীর্ত্তিতঃ ।
বীজং মন্মথসংজ্ঞন্তু প্রিয়াশক্তি র্হবির্ভুজঃ ।
ত্বমেব পরমেশানি, অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
চতুর্ব্বর্গফলাবাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

অথাঙ্গন্যাসঃ ॥

চতুশ্চতুর্ভির্ব র্ণৈশ্চ চত্বার্য্যঙ্গানি কল্পয়েৎ ।
দ্বাভ্যামস্ত্রাখ্যমঙ্গঞ্চ তস্যেত্যঙ্গানি পঞ্চ বৈ ॥ ৮৩ ॥
ন্যস্যেচ্চ ব্যাপকত্বেন তান্যঙ্গানি করদ্বয়ে ।

দ্বাভ্যামন্ত্যাভ্যাং বর্ণাভ্যাং অস্ত্রাখ্যং পঞ্চমমঙ্গং কল্পয়েৎ । ইতি অনেন প্রকারেণ তস্যাষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য প্রঞ্চাঙ্গানি ভবন্তি । বৈ পসিদ্ধৌ ॥ ৮৩ ॥

ব্যাপকত্বেনেতি । করয়োরন্তর্ব্বহিঃ পার্শ্বে চ ব্যাপয্য তানি পঞ্চাঙ্গানি সর্ব্বমেব মন্ত্রমিত্যর্থঃ করদ্বয়ে ন্যস্যেৎ । অত্র প্রণবসম্পুটিতমিতি কেচিদাহুঃ । অথানন্তরং তানি পঞ্চাঙ্গানি ক্রমেণ করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীষু ন্যস্যেৎ । কেচিচ্চ তৈঃ পঞ্চাঙ্গৈঃ সহ করদ্বয়াঙ্গুলীষ্বেব মহাবাণপঞ্চকস্যানঙ্গপঞ্চকস্য চ ন্যাসমিচ্ছন্তীতি লিখতি কেচিদিতি । অপি-শব্দস্যাত্র

অতএব সন্মোহনতন্ত্রে শিব ও উমাসম্বাদে যথা—

শিব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি ! কথিত আছে, নারদ এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, গোপবেশধারী কৃষ্ণ ইহার দেবতা, কামবীজ ইহার বীজ, স্বাহা ইহার শক্তি এবং তুমিই ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, এবং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥

অথ অঙ্গন্যাস ॥

চারি চারি বর্ণে চারি অঙ্গ কল্পনা করিবে, আর দুই বর্ণে, অস্ত্রনামক অঙ্গ কল্পনা করিবে। প্রসিদ্ধ আছে, এই মন্ত্রের পাঁচ অঙ্গ ॥৮৩॥

এই পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মন্ত্র, প্রথমতঃ দুই হস্তের ভিতরে, বাহিরে ও পার্শ্ব সকলে, পরে দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলী সকলে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। এই স্থলে কেহ কেহ প্রণব (ওঁ) সম্পুটিত

তান্যঙ্গুলীষু পঞ্চাথ কেচিদ্বর্ণান্ স্বরানপি ॥ ৮৪ ॥

তে চোক্তাঃ ॥

দ্রাবণ-ক্ষোভণাকর্ষ-বশীকৃৎ-স্রাবণাস্তথা।

শোষণো মোহনঃ সন্দীপনস্তাপনমাদনৌ ॥ ইতি ॥ ৮৫ ॥

কিঞ্চ ॥

সমুচ্চয়ার্থত্বাৎ তানি পঞ্চাঙ্গানি পঞ্চ বাণান্ পঞ্চ স্মরাংশ্চানঙ্গান্ তাস্বেবাঙ্গুলীষু যুগপন্ন্যস্যন্তীত্যর্থঃ। তত্রচ বীজপূর্ব্বকং ন্যস্যন্তি। তত্রাপি বাণেষু বাণশব্দং বীজত্বেনাদ্যাক্ষরঞ্চ তথাহনঙ্গেষু চ শোষণানঙ্গমোহনমদনাদিশব্দং প্রযুঞ্জন্তি ॥ ৮৪ ॥

দ্রাবণাদয়ঃ পঞ্চ বাণাঃ। অত্র আকর্ষঃ আকর্ষণঃ। বশীকৃৎ বশীকরণঃ। শোষণাদয়ঃ পঞ্চ শরাঃ। প্রয়োগঃ। ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং হ্রাং দ্রাবণায় ক্লীং শোষণানঙ্গায় নমঃ। ক্লীঁ গোবিন্দায় হ্রীঁ ক্ষৌঁ ক্ষোভণায় নমঃ। হ্রীঁ মোহনমদনায় নমঃ। হ্রীঁ গোপীজনায় হ্রীঁ আং আকর্ষণায় ক্লীঁ সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ। হ্রীঁ বল্লভায় হ্রীঁ বশীকরণবাণায় হ্রীঁ তাপনরত্যনঙ্গায় নমঃ। হ্রীঁ স্বাহা হ্রীঁ স্রাং স্রাবণায় নমঃ। হ্রীঁ মাদনমকরধ্বজায় নমঃ। এষু চ মধ্যে নমঃ-শব্দং কেচিন্ন প্রযুঞ্জতে। অত্র স্বসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুস্মর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বং লিখিতমেব। তচ্চান্যত্রাপ্যূহং। কেচিদিতি ক্রমদীপিকায়াং। অথানুযুগরন্ধ্রার্ণস্যাহং মনোর্ন্যাসনং ব্রুবে। রচয়তু করদ্বন্দ্বে পঞ্চাঙ্গমঙ্গুলিপঞ্চকে, তনুমনুমনুং ব্যাপয্যাথো ত্রিশঃ প্রণবং সকৃৎ। মনুজনি পয়োহন্যস্যা ভূয়ঃ পদানি চ সাদরং, ইত্যুক্তৈর্মহাবাণানঙ্গাদিন্যাসপ্রতিপাদনাৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥ ৮৫ ॥

করিয়া প্রয়োগ করার বিধান করেন। কেহ কেহ অঙ্গুলী সকলে পঞ্চাঙ্গ ন্যাসের সহিত পঞ্চ বাণ এবং পঞ্চ অনঙ্গেরও ন্যাস বিধান করেন ॥৮৪॥

ঐ সকল বাণ ও অনঙ্গ কথিত হইয়াছে যথা—

দ্রাবণ, ক্ষোভণ, আকর্ষণ, বশীকরণ ও স্রাবণ, এই পঞ্চ বাণ, আর শোষণ, মোহন, সন্দীপন, তাপন ও মাদন, এই পঞ্চ অনঙ্গ ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ হ্রাং দ্রাবণায় ক্লীঁ শোষণানঙ্গায় নমঃ। ক্লীঁ গোবিন্দায় হ্রীঁ ক্ষৌঁ ক্ষোভণায় নমঃ। হ্রীঁ মোহনমদনায় নমঃ। হ্রীঁ গোপীজনায় হ্রীঁ আং আকর্ষণবাণায় ক্লীঁ সন্দীপনমদনাতুরায় নমঃ। হ্রীঁ স্বাহা হ্রীঁ স্রাং স্রাবণায় নমঃ। হ্রীঁ মাদনমকরধ্বজায় নমঃ ॥ ৮৫ ॥ আরও বলি ॥

নমোঽন্তং হৃদয়ঞ্চাঙ্গৈঃ শিরঃ স্বাহান্বিতং শিখাং।
বষড়্‌যুতঞ্চ কবচং হুংযুগস্ত্রং চ ফড়্‌যুতং ॥ ৮৬ ॥
ন্যস্যন্তি পুনরঙ্গুষ্ঠৌ তর্জন্যৌ মধ্যমে তথা।
অনামিকে কনিষ্ঠে চ ক্রমাদঙ্গৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৮৭ ॥
পুনশ্চ হৃদয়াদীনি তথাঙ্গুষ্ঠাদিকানি চ।

অন্যদপি পরমতমেব লিখতি নমোঽন্তমিতি ত্রিভিঃ। অঙ্গৈস্তৈরেব পঞ্চভিঃ সহ নমঃ-শব্দান্তহৃদয়াদিপঞ্চকং ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ। ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় কবচায় হুঁ স্বাহা অস্ত্রায় ফড়িতি। অত্রচ হৃদয়াদীনাং হৃদয়াদিস্থানেষ্বেব ন্যাসঃ। কবচস্য সর্ব্বগাত্রেষু অস্ত্রস্য চ চতুর্দ্দিক্ষু জ্ঞেয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

পুনঃ পঞ্চভিরঙ্গৈস্তৈঃ সহ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়াদিপঞ্চকং ক্রমান্ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম ইত্যাদিঃ। এষাঞ্চ তত্তদঙ্গুলীষ্বেব ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

পুনশ্চ তৈরেব পঞ্চভিরঙ্গৈঃ সহ তানি হৃদয়াদীনি চ অঙ্গুষ্ঠাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যুগপৎ এক-

এই পঞ্চ অঙ্গের সহিত নমঃ-শব্দান্ত হৃদয়, স্বাহা শব্দযুক্ত শিরঃ, বষট্ শব্দযুক্ত শিখা, হুংশব্দযুক্ত কবচ ও ফট্‌যুক্ত অস্ত্র ন্যাস করিবার বিধান আছে ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা। গোপীজন শিখায়ৈ বষট্। বল্লভায় কবচায় হুং। স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৮৬ ॥

পরে ঐ পঞ্চাঙ্গের সহিত ক্রমান্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি ন্যাস করিয়া থাকে ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজনায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুং। স্বাহা অস্ত্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ ॥ ৮৭ ॥

পুনর্ব্বার হৃদয়াদি এবং অঙ্গুষ্ঠাদি ঐ পঞ্চ অঙ্গের সহিত ক্রম অনুসারে ন্যাস করিবে ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবি-

ন্যস্যন্তি যুগপৎ সর্ব্বাণ্যঙ্গৈস্তৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৮৮ ॥
ন্যস্যন্তি চ ষড়ঙ্গানি হৃদয়াদীনি তন্মনোঃ।
হৃদয়াদিষু চৈতেষাং পঞ্চৈকং দিক্ষু চ ক্রমাৎ ॥ ৮৯ ॥
ষড়ঙ্গানি চোক্তানি সংমোহনতন্ত্রে সনৎকুমারকল্পে ॥
বর্ণেনৈকেন হৃদয়ং ত্রিভিরেব শিরো মতং।
চতুর্ভিশ্চ শিখা প্রোক্তা তথৈব কবচং মতং।
নেত্রং তথা চতুর্ব্বর্ণৈরস্ত্রং দ্বাভ্যাং তথা মতমিতি ॥ ৯০ ॥

দৈব ন্যস্যন্তি। প্রয়োগঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নম ইত্যাদিঃ। এতেষাঞ্চ করাঙ্গুলিষ্বেব ন্যাসঃ ॥ ৮৮ ॥

এবং পঞ্চাঙ্গন্যাসং সংলিখ্য ষড়ঙ্গন্যাসং পরমতমেব লিখতি ন্যস্যন্তি চেতি। তেষাং ন্যাসস্থানং দর্শয়তি হৃদয়েতি। এতেষাং ষড়ঙ্গানাং পঞ্চাঙ্গানি হৃদয়-শিরঃ-শিখা-কবচ-নেত্রাখ্যানি ক্রমেণ হৃদয়াদিষু নিজহৃদয়শিরঃশিখাকবচনেত্রেষ্বেব ন্যস্যন্তি। অত্র চ কবচস্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে ন্যাসো জ্ঞেয়ঃ। এবমন্ত্যমঙ্গমস্ত্রাখ্যঞ্চ সর্ব্বদিক্ষু ন্যস্যন্তি ॥ ৮৯ ॥

তথৈবেতি চতুর্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ন্দায় শিরসে স্বাহা তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ইত্যাদি ॥ ৮৮ ॥

কেহ কেহ ঐ মন্ত্রের ষড়ঙ্গ ও ন্যাস করিয়া থাকেন। ঐ ষড়ঙ্গের মধ্যে হৃদয়াদি পঞ্চ অঙ্গ অর্থাৎ হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ ও নেত্র ক্রমান্বয়ে হৃদয়াদি পঞ্চ স্থানে ন্যাস করেন, আর অবশিষ্ট এক অঙ্গ সর্ব্বদিকে ন্যাস করেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত এই পাঁচ অঙ্গ নিজের ঐ পাঁচ অঙ্গে ন্যাস করিবে। কবচ পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে। অস্ত্রও সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিবে ॥ ৮৯ ॥

সম্মোহন তন্ত্রে সনৎকুমার কল্পে ষড়ঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন—

একবর্ণে হৃদয়, তিনবর্ণে মস্তক, চারিবর্ণে শিখা, চারিবর্ণে কবচ, চারিবর্ণে নেত্র এবং দুইবর্ণে অস্ত্র কল্পনা করিতে হয় ॥ ৯০ ॥

ততশ্চাপাদমা কেশান্ন্যস্যেদ্দোর্ভ্যামিমং মনুং।
বারাংস্ত্রীন্ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেচ্চ প্রণবং সকৃৎ॥ ৯১॥
অথাক্ষরন্যাসঃ॥
ততোঽষ্টাদশ বর্ণাংশ্চ মন্ত্রস্যাস্য যথাক্রমং।
দন্তে ললাটে ভ্রূমধ্যে কর্ণয়োর্নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
নাসয়োর্ব্বদনে কণ্ঠে হৃদি নাভৌ কটিদ্বয়ে।
গুহ্যে জানুদ্বয়ে চৈকং ন্যস্যেদেকঞ্চ পাদয়োঃ॥ ৯২॥
সন্তো ন্যস্যন্তি তারাদি-নমোঽন্তাংস্তান্ সবিন্দুকান্।

এবমঙ্গন্যাসং লিখিত্বা অধুনা মন্ত্রাক্ষরন্যাসং লিখিষ্যন্ তন্ন্যমন্ন্যমন্নুং ব্যাপয়েতিক্রম-দীপিকোক্তানুসারেণ মন্ত্রস্য ব্যাপকন্যাসমাদৌ লিখতি ততশ্চেতি। কেশমারভ্য পাদ-পর্য্যন্তং ব্যাপকত্বেন ইমমষ্টাদশাক্ষরং মূলমন্ত্রং দোর্ভ্যাং কৃত্বা বারত্রয়ং ন্যস্যেৎ প্রণবঞ্চ সকৃদ্বারমেকং তথৈব ন্যস্যেৎ॥ ৯১॥

দ্বয়োরিত্যনেন কর্ণাদিত্রয়ে প্রত্যেকং দ্বৌ বর্ণৌ তথা কটিদ্বয়েঽপি দ্বাবেব অগ্রে জানু-দ্বয়াদাবেকমিতি লিখনাৎ॥ ৯২॥

তেষামেব ন্যাসপ্রকারং সৎসম্প্রদায়ানুসারেণ লিখতি সন্ত ইতি। তান্ অষ্টাদশ

তাহার পর, দুই হস্তে, বেষ্টন করণ ভাবে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গের চতুর্দ্দিকে তিনবার ন্যাস করিবে। ঐ ভাবে একবার প্রণব (ওঁ) ন্যাস করিবে॥ ৯১॥

অথ অক্ষর ন্যাস॥

অঙ্গন্যাসের পর ঐ মন্ত্রের অষ্টাদশ বর্ণ যথাক্রমে দন্তে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে, কর্ণদ্বয়ে, নেত্রদ্বয়ে, নাসাদ্বয়ে অর্থাৎ দুই কর্ণে দুই বর্ণ ও দুই নাসায় দুই বর্ণ তথা বদনে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিস্থলে, কটিদ্বয়ে অর্থাৎ দুই কটিতে দুই বর্ণ, আর গণ্ডদেশে এবং জানুদ্বয়ে এক একটী ন্যাস করিবে॥ ৯২॥

সাধুগণ ঐ সকল অক্ষরের আদিতে প্রণব (ওঁ) ও অন্তে নমঃ-শব্দ দিয়া এবং প্রত্যেকটীকে অনুস্বরযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করেন। ওঁ ক্লীঁ নমঃ কং নম ইত্যাদি॥

শ্রীশক্তিকামবীজৈশ্চ সৃষ্ট্যাদিক্রমতোঽপরে ॥ ৯৩ ॥

অথ পদন্যাসঃ ॥

তারং শিরসি বিন্যস্য পঞ্চ মন্ত্রপদানি চ।
ন্যস্যেন্নেত্রদ্বয়ে বক্ত্রে হৃদ্‌গুহ্যাঙ্ঘ্রিষু চ ক্রমাৎ।
দেহে চ ব্যাপকত্বেন ন্যস্যেত্তান্যখিলে পুনঃ।

বর্ণান্ বিন্দুসহিতানেব ন্যস্যন্তি তথা তারঃ প্রণবঃ আদৌ যেষাং নম ইতি অন্তে যেষাং তাংশ্চ তান্। প্রয়োগঃ। ওঁ ক্লীঁ নমঃ কং নম ইত্যাদিঃ। অপরে কেচিচ্চ তানেব লক্ষ্মীশক্তিকামানাং বীজৈঃ সহ তথা চকারস্যোক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ পূর্ব্ববৎ তারনমোবিন্দু-সহিতানেব চ তত্র চ সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিক্রমেণৈব ন্যস্যন্তি। তত্র সৃষ্টির্মস্তকাদিক্রমেণৈব স্থিতিশ্চ হৃদয়াদিকণ্ঠান্তা সংহৃতিশ্চ সৃষ্টিবিপর্য্যয়েণ পাদাদিকা। এবং ন্যাসানাং নানা-প্রকারতাভিপ্রায়েণৈব পূর্ব্বং লিখিতং যথাসম্প্রদায়ং ন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি ॥ ৯৩ ॥

আদৌ তারং প্রণবং স্বশিরসি বিন্যস্য পশ্চান্মন্ত্রস্য পদপঞ্চকং ক্রমান্নেত্রদ্বয়াদ্যঙ্গপঞ্চকে ন্যস্যেৎ। পুনশ্চ তানি পঞ্চ পদানি অখিলে দেহে ব্যাপকত্বেন সর্ব্বগাত্রং ব্যাপয্য ন্যস্যেৎ। তত্রৈব মতান্তরং লিখতি কেচিদিতি। তানি পঞ্চ পদানি আদ্যাক্ষরৈস্তত্তৎপদপ্রথমা-

কেহ কেহ ঐ প্রকার করিয়া শ্রীবীজ, শক্তিবীজ ও কামবীজের সহিত সৃষ্ট্যাদিক্রমে অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারক্রমে * ন্যাস করেন ॥ ৯৩ ॥

অথ পদন্যাস ॥

প্রথমতঃ স্বীয় মস্তকে প্রণব (ওঁ) ন্যাস করিয়া মন্ত্রের পঞ্চ পদ ক্রমান্বয়ে নেত্রদ্বয়ে, মুখে, গুহ্যে ও পাদদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তৎপরে বেষ্টনকরণ-ভাবে, সমস্ত শরীরে ঐ পঞ্চ পদ পুনর্ব্বার ন্যাস করিবে। কেহ কেহ নমঃ শব্দ অন্তে দিয়া আদ্য অক্ষরের সহিত ঐ সকল ন্যাস করিবার বিধান করেন ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ ক্লীঁ নমঃ। ক্লী কৃষ্ণায় নমঃ। গোং গোবিন্দায়

* তন্মধ্যে,—সৃষ্টি মস্তকাদিক্রম, স্থিতি হৃদয়াদি কণ্ঠান্তক্রম, আর সংহৃতি সৃষ্টি বিপর্য্যয় অর্থাৎ পাদাদিক্রম ॥

কেচিত্তানি নমোঽন্তানি ন্যস্যন্ত্যাদ্যাক্ষরৈঃ সহ ॥ ৯৪ ॥
স্বাহান্তানি তথা ত্রীণি সংমিশ্রাণ্যুত্তরোত্তরৈঃ।
গুহ্যাদ্গলান্মস্তকাচ্চ ব্যাপয্য চরণাবধি ॥ ৯৫ ॥
ন্যাসোঽত্র জ্ঞাননিষ্ঠানাং গুহ্যাদিবিষয়স্তু যঃ।

ক্ষরৈঃ সহ। প্রয়োগঃ। ক্লীঁ ক্লীঁ নমঃ ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ গোং গোবিন্দায় নমঃ গোং গোপীজনবল্লভায় নমঃ স্বাং স্বাহা নম ইতি ॥ ৯৪ ॥

তথেতি সমুচ্চয়ে। পূর্ব্ববদাদৌ তারং শিরসি বিন্যস্য পশ্চাৎ ত্রীণি মন্ত্রপদানি ক্রমেণ গুহ্যাদিস্থানত্রয়মারভ্য পাদপর্য্যন্তং কেচিন্ন্যস্যন্তি। উত্তরোত্তরসংমিশ্রাণীতি পূর্ব্বপূর্ব্বপদেন উত্তরোত্তরপদং সংযোজ্যেত্যর্থঃ। প্রয়োগঃ। ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ইতি ॥ ৯৫ ॥

নন্থ পূর্ব্বং কেশবাদিন্যাসে মুকুন্দানাং পাদমূলাদৌ তত্ত্বন্যাসে চানিরুদ্ধস্য গুহ্যে বর্ণপদন্যাসেঽপ্যত্র কেষাঞ্চিদ্বর্ণপদানাং গুহ্যাদৌ ন্যাসো বৃত্তঃ শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জভক্তিনিষ্ঠৈশ্চ সাধুভিস্তত্র তেন তেন প্রকারেণ কথং ন্যাসঃ কার্য্যঃ অস্থানেষু, তত্ত্বন্যাসেন মহাদোষশঙ্কাপত্তেঃ। তত্র লিখতি ন্যাস ইতি। অত্র ন্যাসপ্রকরণে এষু লিখিতেষু ন্যাসেষু মধ্যে ইতি বা জ্ঞাননিষ্ঠানামিতি জ্ঞানপরৈর্বিধীয়মান ইত্যর্থঃ। তেষামদ্বৈতজ্ঞানতো ভেদাভাবেন। তত্র তত্র তত্তন্ন্যাসে দোষশঙ্কাপি নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। স গুহ্যাদিবিষয়ো ন্যাসঃ বৈষ্ণবৈঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরৈস্তু স্বস্ববর্ণতনোঃ ভূতশুদ্ধ্যা নিজপূর্ব্বশরীরং দগ্ধ্বা বর্ণময়ামৃতবৃষ্ট্যা সমুৎপাদিতস্য মাতৃকার্ণময়স্য শরীরস্য তত্তদ্বর্ণেষু মাতৃকান্যাসব্যবস্থয়া গুহ্যপদাদিন্যাসেষু

নমঃ। গোপীজন বল্লভায় নমঃ। স্বাং স্বাহা নমঃ ॥ ৯৪ ॥

আবার কেহ কেহ পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া স্বাহা শব্দ অন্তে দিয়া এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বের সহিত পর পর সংযুক্ত করিয়া তিন পদ ক্রমান্বয়ে হস্ত, গলদেশ ও মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চরণ পর্য্যন্ত ন্যাস করেন ॥

প্রয়োগ যথা—ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। ক্লীঁ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ৯৫ ॥

এই ন্যাস প্রকরণে নিজের গুহ্য আদিস্থানে যে ন্যাসের কথা কহিলাম, যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদিগের ভেদজ্ঞান নাই, তাঁহারাই

স্বস্ববর্ণতনোঃ কার্য্যস্তত্তদ্বর্ণেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৯৬ ॥

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ ॥

ঋষ্যাদীন্ সপ্ত ভাগাংশ্চ ন্যস্যেদস্য মনোঃ ক্রমাৎ।
মূর্দ্ধাস্য-হৃৎসু কুচয়োঃ পুনর্হৃদি পুনর্হৃদি ॥ ৯৭ ॥

তত্তদঙ্গরূপেষ্বক্ষরেষ্বেব কার্য্য ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ ভাবনয়া তত্তদ্বর্ণেষ্বেব ন্যাসান্ন কাপি দোষ-শঙ্কা তথা তেষামেব বর্ণানাং নিজাঙ্গতয়া স্বস্মিন্নেব ন্যাসোঽপি সিদ্ধ ইতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি দিক্ ॥ ৯৬ ॥

ঋষ্যাদীনাং মূর্দ্ধাদিত্রয়ে ত্রীন্ স্তনদ্বয়ে দ্বৌ পুন র্হৃদয় এব দ্বাবিত্যেবং স্থানসপ্তকে ক্রমেণ এতদষ্টাক্ষরমন্ত্রস্য ঋষ্যাদিভাগসপ্তকং ন্যস্যেদিত্যর্থঃ। অত্রচ প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তমিত্যাদি-পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ সর্ব্বত্র চতুর্থীনমোঽন্ততা জ্ঞেয়া। প্রয়োগঃ। অষ্টাদশাক্ষরশ্রীগোপাল-মন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ। গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ। সকললোকমঙ্গলশ্রীনন্দনন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নম ইত্যাদিঃ ॥ ৯৭ ॥

সেই প্রকার ন্যাস করিবেন অর্থাৎ নিজের গুহ্য আদিস্থানে অনিরুদ্ধা-দিকে ন্যাস করিতে তাঁহাদিগের বাধা নাই। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ বর্ণজাত শরীরের অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি দ্বারা শরীরকে দাহ করার পর বর্ণময়ী অমৃতধারা দ্বারা মাতৃকা বর্ণময় যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে সেই শরীরের বিশেষ বিশেষ বর্ণে ন্যাস করিবেন। সুতরাং পাদমূলে মুকুন্দের ন্যাস এবং গুহ্যে অনিরুদ্ধের ন্যাস ইত্যাদি যে অস্থানে ন্যাস বলা হইয়াছে তাহা করিতে বৈষ্ণবগণের আর কোনও আশঙ্কা বা আপত্তি থাকিতেছে না ॥ ৯৬ ॥

অথ ঋষ্যাদিন্যাস ॥

অনন্তর এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি সাত ভাগ অর্থাৎ ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাত্রী ক্রমান্বয়ে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, দুই স্তনে এবং পুনরায় দুইবার হৃদয়ে ন্যাস করিবে ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নমঃ-শব্দ পরে দিয়া ও চতুর্থী বিভক্তি সংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। সেই বিধান এই

অথ মুদ্রাপঞ্চকং ॥

বেণ্বাখ্যাং বনমালাখ্যাং মুদ্রাং সংদর্শয়েত্ততঃ।
শ্রীবৎসাখ্যাং কৌস্তুভাখ্যাং বিল্বাখ্যাঞ্চ মনোরমাং ॥ ৯৮ ॥
ইত্থং ন্যস্তশরীরঃ সন্ কৃত্বা দিগ্বন্ধনং পুনঃ।
করকচ্ছপিকাং কৃত্বা ধ্যায়েচ্ছ্রীনন্দনন্দনং ॥ ৯৯ ॥

বেণ্বাদিমুদ্রালক্ষণমগ্রে মুদ্রাসমুচ্চয়প্রসঙ্গে লেখ্যং। মনোরমামিতি যদ্যপি বহ্ব্যো মুদ্রাঃ সন্তি তথাপি বেণ্বাদিপঞ্চকমিদং ভগবৎপ্রিয়তমত্বাদাদৌ দর্শয়িতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯৮ ॥

দিগ্বন্ধনে মন্ত্রশ্চায়ং ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। প্রণবহৃদোরবসানে স চতুর্থি সুদর্শনং তথাস্ত্রপদং। উক্ত্বা ফড়ন্তমমুনা কলয়েন্মনুনাস্ত্রমুদ্রয়া দশ হরিত ইতি। অস্যার্থঃ। প্রণবঃ ওঁকারঃ হৃৎ নমঃ এতয়োরন্তে চতুর্থীবিভক্তিসহিতং সুদর্শনমিতি পদং তথা চতুর্থ্যন্তমেবাস্ত্রপদং কীদৃশং ফড়িতি শব্দান্তং। অনেন মন্ত্রেণ অস্ত্রমুদ্রয়া দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাদিতি। করকচ্ছপিকামুদ্রালক্ষণঞ্চ ভূতশুদ্ধৌ পূর্ব্বং লিখিতমেবাস্তি। স্বাঙ্কে করদ্বয়মুত্তানং বিন্যস্যেত্যর্থঃ। হস্তাবুৎসঙ্গমাধায়েতি শ্রীসূতোক্তেঃ ॥ ৯৯ ॥

স্থানেও গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে এইরূপ প্রয়োগ হয় যথা—অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্রস্য নারদায় ঋষয়ে নমঃ, গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ, সকললোকমঙ্গলশ্রীমন্নন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ॥ ৯৭ ॥

অথ পঞ্চমুদ্রা ॥

তাহার পর বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব এই পঞ্চ মনোরমা মুদ্রা * প্রদর্শন করিবে ॥ ৯৮ ॥

এই প্রকারে শরীরে ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা দিগ্ বন্ধন করিবে। তদনন্তর করকচ্ছপিকা মুদ্রা অর্থাৎ স্বীয় ক্রোড়ে করদ্বয় উত্তানরূপে রচনা করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের ধ্যান করিবে ॥ ৯৯ ॥

* মনোরমা অর্থাৎ অন্যান্য মুদ্রা অপেক্ষা বেণু প্রভৃতি এই পঞ্চমুদ্রা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ সন্তোষ সাধন করে। এই সকল মুদ্রার লক্ষণ গ্রন্থকার পরে স্বয়ং বলিবেন। একারণ এস্থলে আর বিস্তার করা হইল না।

অথ শ্রীনন্দনন্দনভগবদ্ধ্যানবিধিঃ ॥

অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিতমাধ্বিকোৎফুল্লসৎ-
প্রসূননবপল্লবপ্রকরনম্রশাখৈদ্রুর্মৈঃ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনং ॥ ১০০ ॥
বিকাসিসুমনোরসাস্বদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলীমুখমুখোদ্গতৈ মুর্খরিতান্তরং ঝঙ্কৃতৈঃ।

অথানন্তরং সিতমতিঃ শুদ্ধমনাঃ সন্ বৃন্দাবনং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং। দ্রুমৈঃ শিশিরিতং শীতলীকৃতং। কীদৃশৈঃ। প্রকটমুদ্ভটং সৌরভং যস্য তচ্চ তৎ উদ্গলিতমাধ্বিকঞ্চ প্রচ্যুতমধু উৎফুল্লঞ্চ বিকসিতং সচ্চ উত্তমং যৎ প্রসূনং পুষ্পং নবপল্লবঞ্চ তয়োঃ প্রকরঃ সমূহঃ তেন নম্রাঃ শাখা যেষাং তৈঃ। মাধ্বিকেতি হ্রস্বত্বং মহাকবিনিবদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যং। প্রকটসৌরভাকুলিত-মত্তভৃঙ্গোল্লসদিতি পাঠস্তু সুগম এব। পুনঃ কীদৃশৈঃ। প্রফুল্লাভি র্নবমঞ্জরীভি র্ললিতা মনো-হরা যা বল্লর্য্য অগ্রশাখাঃ লতা বা তাভির্ব্বেষ্টিতৈঃ। শিবং মঙ্গলরূপং, নির্ব্বাধত্বাৎ পরম-কল্যাণকরত্বাচ্চ ॥ ১০০ ॥

বৃন্দাবনমেব বিশিনষ্টি বিকাসীতি দ্বাভ্যাং। সঞ্চরতামিতস্ততো ভ্রমতাং শিলীমুখানাং

অথ শ্রীনন্দনন্দন ভগবানের ধ্যানবিধি ॥

অনন্তর বিশুদ্ধ মনে শ্রীবৃন্দাবন ভাবনা করিবে। শ্রীবৃন্দাবন মঙ্গল জনক নানা প্রকার বৃক্ষ থাকাতে ঐ পবিত্র স্থান অতিশয় শীতল হইয়া রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বৃক্ষের শাখা উদ্দাম সুগন্ধে পরিপূরিত, মধুস্রাবি ও প্রস্ফুটিত উৎকৃষ্ট কুসুম এবং নবপল্লবসমূহের ভারে অবনত আর প্রস্ফুটিত নবমঞ্জরীদ্বারা মনোহরণকারিণী লতা সকল উহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১০০ ॥

ভ্রমরগণ বিকাসোন্মুখপুষ্পের রসাস্বাদন করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রসাস্বাদনকালে মুখোত্থিত ঝঙ্কার দ্বারা বৃন্দাবনের

কপোতশুকশারিকাপরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্ব্বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলং ॥ ১০১ ॥
কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
র্ব্বিনিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োদ্ধূষরৈঃ।
প্রদীপিতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং
বিলোলনবিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ ॥ ১০২ ॥
প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌ-
ক্তিকপ্রকরকোরকং কমলরাগনানাফলং।

ভ্রমরাণাং মুখেভ্যঃ উদ্গতৈরুত্থিতৈঃ ঝঙ্কতৈঃ ঝঙ্কারশব্দৈঃ মুখরিতং মুখরতাং নীতং অন্তরং মধ্যং যস্য তৎ। কীদৃশৈঃ। বিকাসিনাং সুমনসাং পুষ্পাণাং রসস্য আস্বাদনং ভ্রমরৈরবলেহনং তেন মঞ্জুলৈর্মনোহরৈঃ। বিরাণিতং শব্দায়িতং। ভুজগশত্রো র্ময়ূরস্য নৃত্যেন আকুলং ব্যাপ্তং ॥ ১০১ ॥

যমুনায়াশ্চলন্তীনাং লহরীণাং বিপ্রুষঃ জলবিন্দবস্তাসাং বাহিভি র্নেতৃভিঃ মারুতৈঃ সততং সেবিতং। বিলোলনং সঞ্চালনং তদ্রূপবিহারবদ্ভিঃ বিলোলনপরৈরনারতনিষেবিত-মিতি পাঠঃ সুগম এব। বিশেষণত্রয়েণ মারুতস্য ক্রমেণ শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যান্যুক্তানি ॥ ১০২ ॥

তস্য বৃন্দাবনস্য অন্তর্মধ্যে কল্পবৃক্ষমপি চিন্তয়েৎ। প্রবালং বিদ্রুমমেব নবপল্লবং যস্য তৎ। মরকতং এব ছদঃ পত্রং যস্য তৎ। বজ্রস্য হীরকস্য মৌক্তিকস্য চ প্রকরঃ সমূহ এব

অভ্যন্তর ভাগ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, কপোত, শুক, শারিকা এবং কোকিল কুল নিরন্তর রব করিতেছে, ময়ূরগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে ॥১০১॥

যমুনাতরঙ্গের জলকণবাহি অর্থাৎ শীতল, প্রস্ফুটিত কমলের পরাগদ্বারা ধূষরীভূত এবং উত্তেজিত কামভাবাপন্ন গোপবিলাসিনী-দিগের বসনপ্রকম্পনকারী অর্থাৎ মন্দ মন্দ বায়ু বৃন্দাবনে সর্ব্বদা সঞ্চ-রণ করিতেছে ॥ ১০২ ॥

ঐ বৃন্দাবনের মধ্যে কল্পবৃক্ষ ভাবনা করিবে। প্রবাল ঐ বৃক্ষের নব-পল্লব, নীলকান্ত মণি উহার পত্র, হীরক ও মুক্তাসমূহ উহার কোরক,

স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ ॥ ১০৩ ॥
সুহেমশিখরাবলেরুদিতভানুবদ্ভাস্বরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাং বুধঃ ॥ ১০৪ ॥

কোরকঃ পুষ্পকলিকা যস্য তৎ। কমলরাগঃ পদ্মরাগমণিরেব নানাবিধং ফলং যস্য তৎ। স্থবিষ্ঠং স্থূলতরং। অখিলৈঃ ষড়্‌ভিরেব ঋতুভিঃ সততং সেবিতং। এতেন সর্ব্বদা সর্ব্বপুষ্পাঞ্চিত্বমুক্তং। উদঞ্চিতং উচ্ছ্রিতং ॥ ১০৩ ॥

অমৃতশীকরাসারিণঃ অমৃতবিন্দুবর্ষিণোঽস্য কল্পকাঙ্ঘ্রিপস্য অধঃ কনকস্থলীং চিন্তয়েৎ। শীকরাস্রাবিণ ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। কীদৃশীং। সুহেম্নঃ শোভনসুবর্ণস্য শিখরং শৃঙ্গং তস্য আবলিঃ পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ সকাশাদুদিতো যো ভানুস্তদ্বৎ ভাস্বরাং দেদীপ্যমানাং। যদ্বা। সুহেমময়ী শিখরাবলিঃ শাখাপঙ্‌ক্তির্যস্য তস্যেতি কল্পকাঙ্ঘ্রিপস্যৈব বিশেষণং। পুনঃ কীদৃশীং। প্রদীপ্তৈ র্দেদীপ্যমানৈর্মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ কুট্টিমং রত্নবদ্ধভূমি র্যস্যা স্তাং। অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ। বিগতা দূরীভূতাঃ ষট্ তরঙ্গা ঊর্ম্ময়ো যস্যাস্তাং। শোকমোহৌ জরা মৃত্যুঃ ক্ষুত্তৃট্ চেতি ষড়ূর্ম্ময়ঃ ॥ ১০৪ ॥

এবং পদ্মরাগমণি উহার বিবিধ ফল। উহা অতি স্থূল ও অতি উন্নত। অভিলষিত ফল প্রদান করে। সকল কালে সকল ঋতু উহাকে ভজনা করিতেছে অর্থাৎ সকল ঋতুর পুষ্প উহাতে সমকালে প্রস্ফুটিত ॥১০৩॥

পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার পর আলস্যশূন্য হইয়া অমৃতবর্ষণকারি ঐ কল্পবৃক্ষের তলভাগে রত্নময়ী ভূমি ভাবনা করিবেন। উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় শৃঙ্গের শ্রেণীর সন্নিকটে উদিত হইলে দিবাকরের যেরূপ আভা হয়, ঐ ভূমির আভাও সেইরূপ। উহার মণিবিনির্ম্মিত কুট্টিম অর্থাৎ স্বর্ণে বান্ধান ভূমি খণ্ড জ্বলিতেছে। কুসুমসমূহের পরাগরাশি পতিত হওয়াতে ঐ ভূমি উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। সংসারসাগরের ছয় তরঙ্গ অর্থাৎ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ঐ স্থানে নাই ॥ ১০৪ ॥

তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-
পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুষ্য মধ্যে
সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দং ॥ ১০৫ ॥
সূত্রামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-
প্রত্যগ্রনীলজলজন্মসমানভাসং।
সুস্নিগ্ধনীলঘনকুঞ্চিতকেশজালং
রাজন্মনোজ্ঞশিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ং ॥ ১০৬ ॥

তস্যাঃ কনকস্থল্যা যদ্রত্নকুট্টিমং রত্নবদ্ধভূভাগঃ তস্মিন্নিবিষ্টং স্থিতং যৎ মহিষ্ঠং মহত্তরং যোগপীঠং তস্মিন্। কীদৃশং কমলং। উদ্যতো বিরোচনস্য রবেঃ সরোচিঃ সমানপ্রভং অতএবারুণং। অমুষ্য কমলস্য মধ্যে সুখনিবিষ্টং সুখমাসীনং। যদ্বা। কুট্টিমনিবিষ্টেত্যত্র নিবিষ্টশব্দার্থানুসারেণাত্রাপি সুখস্থিতমিত্যর্থঃ। বিলম্বমানসন্তানকপ্রসবদামেত্যগ্রেবক্ষ্যমাণমালাবিলম্বমানতায়াঃ তথা মৎস্যাঙ্কুশেতি বর্ণয়িষ্যমাণভক্তজনৈকাশ্রয়শ্রীচরণকমলসন্দর্শনাসম্পত্তেশ্চ। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে। স্থিতং ব্রজন্তমাসীনং শয়ানম্বা গুহাশয়মিত্যত্র মুখ্যত্বাভিপ্রায়েণাদৌ শ্রীকপিলদেবেন নির্দ্দিষ্টং। সম্মোহনতন্ত্রে চ শ্রীশিবেনোক্তং। বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতমিতি। সম্যক্ত্রিভঙ্গললিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। যতস্তত্র তেনৈবোক্তং। তিষ্ঠন্তং দেবদেবেশং ত্রিভঙ্গললিতাকৃতিমিতি। অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। গোপালপ্রতিমাং কুর্য্যাদ্বেণুবাদনতৎপরাং। বর্হাপীড়াং ঘনশ্যামাং দ্বিভুজামূর্দ্ধসংস্থিতামিতি ॥ ১০৫ ॥

শ্রীমুকুন্দমেব বিশিনষ্টি সূত্রামেতি পঞ্চবিংশতিভিঃ। সূত্রামরত্নং ইন্দ্রনীলমণিঃ দলিতাঞ্জনং মৃষ্টকজ্জলং প্রত্যগ্রং নবং নীলজন্ম উৎপলং তৈঃ সমানা ভাঃ কান্তির্যস্য তং। রাজৎ শোভমানং মনোজ্ঞং শিতিকণ্ঠশিখণ্ডং ময়ূরপুচ্ছং তেন চূড়া মৌলির্যদ্বা তদেব চূড়ায়াং যস্য তং। ক্বচিচ্চ কেশজালরাজদিতি সমস্তপাঠঃ ॥ ১০৬ ॥

ঐ রত্নকুট্টিমে অবস্থিত একখানি শ্রেষ্ঠ যোগাসনে রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্ম ভাবনা করিবে। তৎপরে চিন্তা করিবে, উহার মধ্যভাগে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী শ্রীকৃষ্ণ সুখে বাস করিতেছেন ॥ ১০৬ ॥

তাঁহার কান্তি, নীলকান্তমণি, মর্দ্দিতাঞ্জন, মেঘপুঞ্জ এবং নূতন নীলপদ্মের সদৃশ এবং তাঁহার কেশজাল সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, ঘন ও আকুঞ্চিত, তাঁহার চূড়ায় মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে ॥ ১০৬ ॥

রোলম্বলালিতসুরদ্রুমসূনকল্পি-
তোত্তংসমুৎকচনবোৎপলকর্ণপূরং।
লোলালকস্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্ত-
গোরোচনাতিলকমুচ্চলচিল্লিমালং ॥ ১০৭ ॥
আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব-
কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রং।
রত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসং ॥ ১০৮ ॥
সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাঙ্গং।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবকৢপ্ত-

রোলম্বৈর্ভ্রমরৈর্লালিতং প্রীত্যা সেবিতং সুরদ্রুমপ্রসূনং পারিজাতপুষ্পং তেন কল্পিতঃ রচিতঃ উত্তংসঃ শিরোভূষণং যেন তং। উচ্চলে উদ্গতে নৃত্যন্তৌ বা চিল্লিমালে ভ্রূলতে যস্য তং ॥ ১০৭ ॥

আপূর্ণং শারদঞ্চ গতাঙ্কঞ্চ নিষ্কলঙ্কং যচ্ছশাঙ্কবিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং তস্মাদপি কান্তং সুন্দরমাননং যস্য তং ॥ ১০৮ ॥

তিনি ভ্রমরকুলসেবিত কল্পবৃক্ষপ্রসূনে বিরচিত আভরণ ধারণ করিয়া আছেন। বিকসিত নবপল্লব তাঁহার কর্ণপূর। আর চঞ্চল অলক দ্বারা সুশোভিত তদীয় ললাটমণ্ডলে গোরোচনা-বিরচিত তিলক দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার দুই ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে ॥ ১০৭ ॥

তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ কলঙ্কবিহীন শারদীয়শশাঙ্কের সদৃশ মনোহর। লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল। দর্পণতুল্য অর্থাৎ নির্ম্মল গণ্ডস্থল মণিবিরচিত মকরকুণ্ডল দ্বারা উদ্দীপিত। নাসিকা উন্নত ও মনোহর ॥ ১০৮ ॥

অধর দেখিতে সিন্দুর হইতেও অধিক সুন্দর। সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, কুন্দপুষ্প ও মন্দারপ্রসূন সদৃশ শুভ্র, ঈষৎ হাস্যে উজ্জ্বলীভূত। কণ্ঠ, নব

গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠং ॥ ১০৯ ॥
মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্টবিলম্বমান-
সন্তানকপ্রসবদামপরিষ্কৃতাংসং।
হারাবলী-ভগণ-রাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলীললিতকৌস্তুভভানুমন্তং ॥ ১১০ ॥
শ্রীবৎসলক্ষণসুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্তসুজাতবাহুং।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিং ॥ ১১১ ॥

প্রচলার্ককৢপ্তেতি পাঠে প্রচলার্কো ময়ুরপিচ্ছং ॥ ৩০৯ ॥

মত্তৈর্ভ্রমদ্ভির্ভ্রমরৈর্জুষ্টং সেবিতং। বিলম্বমানং আপাদলম্বি। পাঠান্তরে সুরভি সুগন্ধি। অবালং চাম্লানং যৎ সন্তানকপ্রসবদাম কল্পবৃক্ষপুষ্পমালা তেন পরিষ্কৃতৌ অলঙ্কৃতৌ অংসৌ যস্য তং। হারাবল্যেব ভগণঃ নক্ষত্রবর্গস্তেন রাজিতং শোভিতং পীবরং পীনং উরুঃ বক্ষ-এব ব্যোমস্থলী তয়া লসিতঃ শোভিতঃ কৌস্তুভ এব ভানুঃ সূর্য্যস্তদযুক্তং ॥ ১১০ ॥

শ্রীবৎসলক্ষণেন সুলক্ষিতং প্রব্যঞ্জিতং আজানু জানুপর্য্যন্তব্যাপিনৌ পীনৌ চ পরিবৃত্তৌ চ ক্রমবলিতৌ সুজাতৌ সুকুমারৌ নির্দ্দোষৌ বাহূ যস্য তং। আবন্ধুরং নিম্নোন্নতং অতি-শয়েন ভদ্রং বা উদরং যস্য তং ॥ ১২১ ॥

পল্লব ও পুষ্প দ্বারা বিরাজিত কণ্ঠাভরণে দীপ্তিমান্ ॥ ১০৯ ॥

দুই স্কন্ধ চঞ্চল মত্ত ভ্রমরনিকর বিরাজিত লম্বমান কল্পকুসুমের মালায় সুশোভিত। হারাবলীরূপ তারাগণে শোভমান তদীয় বক্ষো-রূপ নভোমণ্ডলে মনোহর কৌস্তুভরূপী সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে ॥ ১১০ ॥

শ্রীবৎসচিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে সুন্দররূপে চিনিতে পারা যাইতেছে, তাঁহার স্কন্ধদেশ উন্নত, বাহুযুগল জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, গোলাকার, পুষ্ট এবং সুন্দর। উদর ঈষৎ উন্নতানত। নাভিস্থল প্রশস্ত ও গভীর। রোমাবলী দেখিতে ভ্রমর-শ্রেণীর সদৃশ সুন্দর ॥ ১১১ ॥

নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি
গ্রৈবেয়সারসননূপুরতুন্দবন্ধং।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিবীতনিতম্ববিম্বং ॥ ১১২ ॥
চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘং
কান্তোন্নতপ্রপদনিন্দিতকূর্ম্মকান্তিং।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজ-
দ্রত্নাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মং ॥ ১১৩ ॥
মৎস্যাঙ্কুশার-দরকেতুযবাব্জবজ্র-

নানামণিভিঃ প্রকর্ষেণ ঘটিতাঃ কল্পিতাঃ অঙ্গদাদয়ো যস্য তৎ। তত্র ঊর্ম্মির্মুদ্রিকা। সারসনং রসনা। তুন্দবন্ধঃ উদরবন্ধনার্থস্বুবর্ণডোরকং। দিব্যৈরঙ্গরাগৈরনুলেপনৈঃ পরিপিঞ্জরিতা নানাবর্ণতাং নীতা অঙ্গযষ্টির্যস্য তৎ ॥ ১১২ ॥

মাণিক্যময়দর্পণেভ্যোঽপি বিলসতাং শোভমানানাং নখানাং রাজিস্তয়া রাজন্ত্যো রত্নাঙ্গুলয়ঃ তাশ্ছদাঃ পত্রাণি তৈঃ সুন্দরে পাদপদ্মে যস্য তৎ। রত্নেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ১১৩ ॥

মৎস্যাদিভীরেখাত্মকৈশ্চিহ্নৈঃ সংলক্ষিতং অরুণতরং চাতিরক্তং অঙ্ঘ্রিতলং। করাঙ্ঘ্রীতি পাঠে অরুণং করাঙ্ঘ্র্যোস্তলং তেন অভিরামং মনোরমং। আরং চক্রং দরঃ শঙ্খঃ। নির্জ্জিতে-

অঙ্গদ, কঙ্কণ, কবচ, রসনা, নূপুর এবং কটিবন্ধনের জন্য স্বর্ণরচিত ডোর বিবিধ মণিগণ দ্বারা নির্ম্মিত। দেহ দিব্য অঙ্গরাগে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট। নিতম্ব অতি পীতবস্ত্রে বেষ্টিত ॥ ১১২ ॥

ঊরু এবং জানু মনোহর। জঙ্ঘা সুন্দররূপে অনুবৃত্ত। মনোহর উন্নত পাদাগ্রভাগ কূর্ম্মের আকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নখরাজি মাণিক্যনির্ম্মিত দর্পণ হইতে অধিকতর শোভাশালিনী। সেই নখরাজি দ্বারা শোভমান রত্নাঙ্গুলিস্বরূপ পত্রনিকরে তাঁহার পাদপদ্ম-যুগল দীপ্তি পাইতেছে ॥ ১১৩ ॥

নিরতিশয় অরুণবর্ণ চরণতলে মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব,

সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রি তলাভিরামং ।
লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জিতমনোভবদেহকান্তিং ॥ ১১৪ ॥
আস্যারবিন্দপরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিং ॥ ১১৫ ॥
গোভির্মুখাম্বুজবিলীনবিলোচনাভি-
রূধোভরস্খলিতমন্থরমন্দগাভিঃ ।
দন্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্টতৃণাঙ্কুরাভি-

ত্যত্র নির্জ্জিতেতি ক্বচিৎ পাঠঃ । কান্তিঃ শোভা ॥ ১১৪ ॥

শশ্বৎ মুহুঃ দ্রবীকৃতা আর্দ্রিতা বিকৃষ্টা সমাকৃষ্টা চ সমস্তজন্তূনাং সন্তানসন্ততির্বংশসমূহো যেন তং ॥ ১১৫ ॥

অথানন্তরং গোভিঃ অভিতো বীতং বেষ্টিতং । ঊধোভরেণ স্তনগৌরবেণ স্খলিতং মন্থরং চালসং মন্দঞ্চ যথা স্যাত্তথা গচ্ছন্তীভিরিত্যর্থঃ । বালধিঃ পুচ্ছং ॥ ১১৬ ॥

পদ্ম ও বজ্রের চিহ্ন থাকাতে তিনি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছেন। তাঁহার দেহকান্তি লাবণ্যের সারসর্ব্বস্ব দ্বারা বিনির্ম্মিত, অঙ্গ সকলের সৌন্দর্য্যদ্বারা মীনকেতনের দেহকান্তি জয় করিয়াছে ॥ ১১৪ ॥

অনন্তর সুখের সাগরস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ মুখপদ্মদ্বারা পরিপূরিত বংশীর রন্ধ্র সমূহে হস্তের অঙ্গুলিনিচয় চালন করিয়া যে দিব্য রাগ সকল উদ্গিরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাবতীয় জন্তুর সন্তান সন্ততি অর্থাৎ বংশাবলী দ্রবীভূত ও আকৃষ্ট হইয়াছে ঊধোভারে ভারাক্রান্ত গাভী সকল মন্দ মন্দ স্খলিতগমনে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে ॥ ১১৫ ॥

ঐ গাভীদিগের লোচনসমূহ তাঁহার মুখপদ্মে লীন হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যে তৃণাঙ্কুর চর্ব্বণ করিতেছিল, তাহার অবশিষ্ট অংশ তাহাদিগের দন্তের অগ্রভাগেই সংলগ্ন রহিয়াছে, সকলের পুচ্ছ

রালম্বিবালধিলতাভিরথাভিবীতং ॥ ১১৬ ॥
সপ্রস্রবস্তনবিভূষণপূর্ণনিশ্চ-
লাস্যাবটক্ষরিতফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ।
বেণুপ্রবর্ত্তিতমনোহরমন্দ্রগীত-
দত্তোচ্চকর্ণযুগলৈরপি তর্ণকৈশ্চ ॥ ১১৭ ॥
প্রত্যগ্রশৃঙ্গমৃদুমস্তকসম্প্রহার-
সংরম্ভবল্গনবিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ।

তর্ণকৈর্নূতনবৎসৈশ্চাভিবীতমিত্যন্বয়ঃ। এবমগ্রেঽপি। কীদৃশৈঃ। প্রস্রবঃ দুগ্ধক্ষরণং তৎসহিতস্য স্তনস্য বিভূষণং দন্তৌষ্ঠেনাকৃষ্য পানং তেন পূর্ণঃ দুগ্ধভৃতো নিশ্চলশ্চ আস্যাবটো মুখবিবরং তস্মাৎ ক্ষরিতং যৎ ফেনিলং ফেনময়ং তেন মুগ্ধৈঃ সুন্দরৈঃ মন্দ্রো গম্ভীরধ্বনিঃ। ক্বচিন্মন্দেতি পাঠঃ ॥ ১১৭ ॥

প্রত্যগ্রং নবং শৃঙ্গং যস্মিন্ তেন মৃদুনা মস্তকেন সংপ্রহারঃ অন্যেন সহ যুদ্ধে অভিঘাতস্তস্মিন্ বা অন্যেন প্রহারস্তেন সংরম্ভঃ ক্রোধস্তস্মিন্ আবেশো বা তেন বল্গনং ইতস্ততো বিচলনং তেন বিলোলঃ খুরাগ্রপাতো যেষাং তৈঃ। আমেদুরৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ পুষ্টৈরিতি বা বহুলা স্থূলা সাস্না গলকম্বলঃ যস্মিন্ তাদৃশো গলো যেষাং তৈঃ। বৎস এব স্তনপানা-

গুলিও বিশেষ বিলম্বিত ॥ ১১৬ ॥

নবপ্রসূত বৎস সকল আসিয়াও বেষ্টন করিতেছে, ঐ সকল বৎস অতি মনোহররূপে দন্ত ও ওষ্ঠ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া যে স্তনক্ষরিত দুগ্ধ পান করিতেছে, সেই দুগ্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া তাহাদের মুখবিবর নিশ্চল হইয়া গিয়াছে, সেই নিশ্চল মুখবিবর দ্বারা দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। আর বংশী হইতে যে মনোহর গভীর গীতস্বর বহির্গত হইতেছে, কর্ণযুগল উন্নত করিয়া তাহারা একমনে সেই গীত শ্রবণ করিতেছে ॥ ১১৭ ॥

চিক্কণবর্ণ হৃষ্টপুষ্ট বৎসতর বৎসতরী অর্থাৎ তিন বৎসরের বৎস আর যাহারা দুগ্ধ পান করে না, তাহারা আসিয়াও তাঁহার চতুর্দ্দিকে একত্র হইতেছে। তাহাদিগের গলদেশে স্থূল গলকম্বল ও পুচ্ছ উন্নত।

আমেদুরৈর্ব্বহুলসাস্নগলৈরুদগ্র-
পুচ্ছৈশ্চ বৎসতরবৎসতরীনিকায়ৈঃ ॥ ১১৮ ॥
হম্বারবক্ষুভিতদিগ্বলয়ৈর্ম্মহদ্ভি-
রপ্যুক্ষভিঃ পৃথুককুদ্ভরভারখিন্নৈঃ ।
উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটীপরিবীতবংশ-
ধ্বানামৃতোদ্ধতবিকাশিবিশালঘোণৈঃ ॥ ১১৯ ॥
গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বরবেণুবীণৈঃ ।

বর্ষামতিক্রান্তো বৎসতরঃ ত্রৈবার্ষিকো বলীবর্দ্দ ইতি কেচিৎ তাদৃশ্যেব বৎসতরী তয়ো-র্নিকায়ৈঃ সমূহৈশ্চাভিবীতং ॥ ১১৮ ॥

উক্ষভিঃ বৃষৈরপ্যভিবীতং। পৃথুককুদ্ভর এব ভারস্তেন খিন্নৈঃ অলসৈঃ। উত্তম্ভিতয়া উর্দ্ধীকৃত্য স্তব্ধতাং প্রাপিতয়া শ্রুতিপুট্যা পরিবীতং যৎ শ্রীকৃষ্ণবংশধ্বানামৃতং তস্মিন্ উদ্ধতা উদ্ভটা তেন বা উর্দ্ধীকৃতা বিকাশিনীচ প্রস্ফুটপুটা বিশালা ঘোণা নাসা যেষাং তৈঃ ॥ ১১৯ ॥

গোপৈশ্চাভিবীতং গুণাঃ করুণাদয়ঃ শীলং স্বভাবঃ জগদানন্দকত্বাদি। মূর্চ্ছিতঃ মূর্চ্ছনং প্রাপিতঃ কলস্বনঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ। স্বরেতি পাঠে মধুরাস্ফুটরাগো যস্মিন্ তাদৃশো

মস্তকে অল্প অল্প শৃঙ্গ উদ্গত হইয়াছে। আসিবার সময় তাদৃশ মস্তক দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতেছে। তাহাতেই রত হওয়াতে চঞ্চল হইয়া বিচলিতভাবে ইতস্ততঃ ক্ষুরক্ষেপ করিতেছে ॥১১৮॥

ক্রমে অতিস্থূল ককুদ্ভারে আক্রান্ত মহৎ মহৎ বৃষ সকল হম্বারব দ্বারা দিঙ্মণ্ডল বিলোড়ন করত অলসগমনে আগমন করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে। উর্দ্ধীকৃত কর্ণবিবরে পরিপূরিত বেণুস্বর-রূপ অমৃতরস সংযোগে ঐ সকল বৃষের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ও উচ্চীকৃত হইয়াছে ॥ ২১৯ ॥

অনন্তর গোপসকল আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত হইতেছে। উহাদিগের করুণাদি গুণ, জগদানন্দত্বাদি স্বভাব, বয়ঃক্রম, বিলাস ও

মন্দ্রোচ্চতালপটুগানপরৈর্ব্বিলোল-
দোর্ব্বল্লরীললিতলাস্যবিধানদক্ষৈঃ ॥ ১২০ ॥
জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধ-
ব্যালোলকিঙ্কিণিঘটারটিতৈরটদ্ভিঃ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিতকণ্ঠভূষৈ-
রব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥ ১২১ ॥
অথ সুললিতগোপসুন্দরীণাং
পৃথু-নিবিবীষ-নিতম্বমন্থরাণাং।

বেণুর্বীণা চ যেষাং তৈঃ। মূর্চ্ছনা চোক্তা। স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে। মূর্চ্ছনামিতি তাং প্রাহুঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাং। সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিরিতি। মন্দ্রোচ্চতারৈর্ধ্বনিভেদৈঃ পটু ব্যক্তং যদ্গানং তৎপরৈঃ। লাস্যং নৃত্যং॥ ১২০ ॥

পৃথুকৈর্ব্বালকৈঃ পরীতং বেষ্টিতং। কীদৃশৈঃ। জঙ্ঘান্তে পীবরকটীরতট্যাং চ পীনকটীস্থল্যাং নিবদ্ধা চ ব্যালোলা চ কিঙ্কিণীনাং ঘটা সমূহঃ তস্যাঃ রটিতৈঃ শব্দৈঃ কৃত্বা রটদ্ভিঃ শব্দায়মানৈঃ। তরক্ষুর্ব্যাঘ্রঃ॥ ১২১ ॥

অথেত্যানন্তর্য্যে মাঙ্গল্যে বা। সুললিতানাং পরমমনোহরাণাং গোপসুন্দরীণাং গোপীনাং আলিভিঃ পঙ্ক্তিভিঃ সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সততং নিতরাং সেবিতমিতি অষ্টম-

বেশ তাঁহার নিজেরই সমান। উহাঁরা রাগ সম্মিলিত করিয়া মধুর অস্ফুটস্বরে বেণু ও বীণা বাদন করিতেছেন, একমনে তান-সহযোগে সুব্যক্ত গান করিতেছেন এবং মনোহর ভাবে বাহুলতাকে বিলম্বিত করিয়া সুপটুরূপে নৃত্য করিতেছেন ॥ ১২০ ॥

অস্ফুটবোধ বালকেরাও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ঐ সকল বালকের জঙ্ঘাপ্রান্তে এবং স্থূলকটিদেশে নিবদ্ধ চঞ্চলকিঙ্কিণী জালের শব্দ উদ্গত হইতেছে। উহাদিগের গলায় ব্যাঘ্রনখের ভূষণ; বাক্য অর্দ্ধস্ফুট অথচ মধুর ॥ ১২১ ॥

মনোহারিণী গোপকামিনী সকল চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া একাগ্র ভাবে তাঁহার সেবা করিতেছেন। উহাঁরা স্থূলমাংসল নিতম্বের ভারে

গুরু-কুচভর-ভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলিবিজৃম্ভিত-রোমরাজিভাজাং ॥ ১২২ ॥
তদতিমধুরচারুবেণুবাদ্যা-
মৃতরসপল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাং।
মুকুলবিসররম্যরূঢ়রোমো-
দ্গমসমলঙ্কৃতগাত্রবল্লরীণাং ॥ ১২৩ ॥
তদতিরুচিরমন্দহাসচন্দ্রা-
তপপরিজৃম্ভিতরাগবারিরাশেঃ।
তরলতরতরঙ্গভঙ্গবিপ্রুট্-

শ্লোকেনান্বয়ঃ। তা এব বিশিনষ্টি পৃথ্বাদিনা করাম্বুজানামিত্যনেন পাদদ্বয়োনশ্লোকাষ্টকেন নিবিবীষং নিবিড়ং অবলগ্নং মধ্যদেশঃ ॥ ১২২ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিমধুরং সুখদং চারু সুন্দরং বেণুবাদ্যমেবামৃতরসস্তেন পল্লবিতো বিস্তারিতোঽঙ্গজাঙ্ঘ্রিপঃ কামবৃক্ষো যাসাং তাসাং। অঙ্গজাঙ্ঘ্রিপস্যেতি পাঠে পরেণ সম্বন্ধঃ। মুকুলবিসরঃ কুট্মলসমূহস্তদ্বদ্রম্যঃ রূঢ়শ্চ জাতো যো রোমোদ্গমঃ পুলকং তেন সম্যগলঙ্কৃতা গাত্রবল্লরী দেহলতা যাসাং ॥ ১২৩ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিরুচিরো মন্দহাস এব চন্দ্রস্যাতপো রশ্মিতেন পরিজৃম্ভিতস্য বর্দ্ধিতস্য রাগবারিরাশেঃ প্রেমসমুদ্রস্য যে তরলতরা অতিচঞ্চলা স্তরঙ্গা উর্ম্মিকল্লোলা স্তরঙ্গপরম্পরা বা তেষাং বিপ্রুষো জলবিন্দবস্তাসাং প্রকরঃ সমূহস্তেন সমাস্তুল্যা যে শ্রমোৎপন্নস্বেদবিন্দবস্তৈঃ

উহাদিগের গুরুতর কুচের ভারে আনতকটিদেশের ত্রিবলিরেখাতে রোমরাজি অলসগতি হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১২২ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বেণুবাদ্যস্বরূপ অমৃতরসযোগে উহাদিগের মদনবৃক্ষ পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং উহাঁদিগের দেহলতা কুট্মলনিকর সদৃশ রোমোদ্ভেদে ভূষিত হইয়াছে ॥ ১২৩ ॥

সেই নন্দনন্দনের শোভমান হাস্য রূপ চন্দ্রকিরণে ঐ গোপীগণের অনুরাগসমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। উহাদিগের গাত্রে শ্রমজন্য স্বেদবিন্দু সংলগ্ন হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন, সে সকল অনুরাগ সাগরের

প্রকরসমশ্রমবিন্দুসন্ততানাং ॥ ১২৪ ॥
তদতিললিতমন্দচিল্লিতাপ-
চ্যুতনিশিতেক্ষণমারবাণবৃষ্ট্যা।
দলিতসকলমর্ম্মবিহ্বলাঙ্গ-
প্রবিসৃতদুঃসহবেপথুব্যথানাং ॥ ১২৫ ॥
তদতিসুভগকম্ররূপশোভা-
ঽমৃতরসপানবিধানলালসাভ্যাং।
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনা-
মলসবিলোলবিলোচনাম্বুজাভ্যাং ॥ ১২৬ ॥

সন্ততানাং ব্যাপ্তানাং। প্রসবেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। সন্ততীনামিতি পাঠে শ্রমবিন্দূনাং সন্ততিঃ পরম্পরা যাসাং ॥ ১২৪ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিললিতা পরমমনোহরা মন্দা চ আয়তপ্রগল্‌ভা বা যা চিল্লি ভ্রূঃ সৈব চাপঃ তস্মাৎ চ্যুতঃ নিশিতশ্চ তীক্ষ্ণ ঈক্ষণং মারবাণঃ কটাক্ষরূপঃ কামশরঃ তস্য বৃষ্ট্যা দলিতসকলমর্ম্মসু অতএব বিহ্বলেষু অঙ্গেষু প্রবিসৃতা বিস্তৃতা দুঃসহা বেপথুরূপা বেদনা যাসাং॥১২৫

অলসাভ্যাং লজ্জাদিনার্দ্ধমীলিতাভ্যাং বিলোলাভ্যাঞ্চ বিশিষ্টলোচনাম্বুজাভ্যাং কৃত্বা প্রেমজলপ্রবাহবহনশীলানাং। কথম্ভূতাভ্যাং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অতিসুভগাৎ পরমকমনীয়াদপি কম্রং কমনীয়ং রূপং তস্য শোভা কৈশোরে নবযৌবনোদ্ভেদে শ্রীঃ সৈব। যদ্বা। তদেব শোভাযুক্তামৃতরসস্তস্য পানবিধানে লালসা অত্যৌৎসুক্যং যয়োস্তাভ্যাং ॥ ১২৬ ॥

তরল তরঙ্গের জলকণা ॥ ১২৪ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর, আয়ত ভ্রূধনু হইতে যে কটাক্ষ রূপ বাণবৃষ্টি হইতেছে, তদ্দ্বারা ঐ গোপরমণীদিগের মর্ম্ম স্থল বিদলিত হইয়া গিয়াছে, অতএব অবশ হওয়াতে, সর্ব্বাঙ্গে দুঃসহ কম্পযাতনা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১২৫ ॥

উহাঁদিগের অলস ও চঞ্চল লোচনসকল শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় শোভনীয় বস্তু হইতেও সুশোভন রূপামৃতরস পান করিবার নিমিত্ত লালস।

বিস্রংসৎকবরীকলাপবিগলৎফুল্লপ্রসূনস্রব-
ন্মাধ্বীলম্পটচঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ।
মারোন্মাদমদস্খলন্মৃদুগিরামালোলকাঞ্চ্যুচ্ছ্বস-
ন্নীবীবিশ্লথমানচীনসিচয়ান্তাবির্নিতম্বত্বিষাং॥ ১২৭॥
স্খলিতললিতপাদাম্ভোজমন্দাভিঘাত-
ক্কণিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাং।
চলদধরদলানাং কুট্মলৎপক্ষ্মলাক্ষি-

মাধ্বী মাধ্বীকং। চঞ্চরীকঃ ভ্রমরঃ। মারোন্মাদেন যো মদঃ মত্ততা তেন স্খলন্তী অস্পষ্টাক্ষরা মৃদুঃ কোমলা গী র্বাণী যাসাং। উন্মাদলক্ষণং চোক্তং। শ্বাসপ্ররোদনোৎকম্পৈর্বহুধা লোকনৈরপি। ব্যাপারো জায়তে যস্ত স উন্মাদঃ স্মৃতো যথেতি। আলোলয়া সঞ্চলন্ত্যা কাঞ্চ্যা হেতুনা উচ্ছ্বসতী শ্লথীভবন্তী যা নীবী পরিধানবস্ত্রবন্ধস্তয়ৈব বিশ্লথমানঃ বিশ্লথীভবন্ চীনদেশোদ্ভবঃ সূক্ষ্মো বা সিচয়ঃ পট্টবস্ত্রবিশেষস্তস্যান্তে স্বরূপে আবিঃ প্রকটা নিতম্বত্বিট্ যাসাং। অন্তঃ স্বরূপে বিনাশে চান্তিকেঽপি চেতি কোষঃ॥ ১২৭॥

স্খলিতস্য স্খলনযুক্তস্য ললিতস্য চ পাদাম্ভোজস্য মন্দাভিঘাতেন ঈষদ্ভূভাগপ্রহারেণ ক্কণিতঃ কৃতশব্দঃ মণিময়ো যস্তুলাকোটির্নূপুরং তেন আকুলং শব্দব্যাপ্তং আশানাং দিশাং মুখং

উহাঁরা তাদৃশলোচনে প্রণয় জলরাশি বহন করিতেছেন॥ ১২৬॥

উহাঁদিগের কবরী স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি বিগলিত হইতেছে, সেই সকল কুসুম হইতে যে মধু ক্ষরিত হইতেছে, ভ্রমরকুল সেই মধুপানে লোলুপ হইয়া উহাঁদিগকে বারম্বার বেষ্টন করিতেছেন। আর কাঞ্চীদাম চঞ্চল হওয়াতে উহাঁদিগের বস্ত্রগ্রন্থি স্খলিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উহাঁদিগের নিতম্বের কান্তি প্রকাশিত হইয়াছে॥ ১২৭॥

উহাঁরা স্খলিত অথচ মনোহরভাবে যে চরণকমল দ্বারা ভূমিতলে আঘাত করিতেছেন, তাহাতে উহাঁদিগের মণিময় নূপুরের শব্দ হইতেছে, সেই শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়াছে। উহাঁদের অধর কম্পিত হইতেছে, নয়নসকল মুকুলিত এবং সুন্দর পক্ষ্মে সুশোভিত।

দ্বয়সরসিরুহাণামুল্লসৎকুণ্ডলানাং ॥ ১২৮ ॥
দ্রাঘিষ্ঠশ্বসনসমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠপল্লবানাং।
নানোপায়নবিলসৎকরাম্বুজানা-
মালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ ॥ ১২৯ ॥
তাসামায়াতলোলনীলনয়নব্যাকোষনীলাম্বুজ-
স্রগ্‌ভিঃ সম্পরিপূজিতাখিলতনুং নানাবিনোদাস্পদং।
তন্মুগ্ধাননপঙ্কজপ্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণয়োন্মদাক্ষিমধুকৃন্মালাং মনোহারিণীং ॥ ১৩০ ॥

যাভ্যস্তাসাং কুট্মলৎ মুকুলায়মানং পক্ষ্মলঞ্চ উৎকৃষ্টপক্ষ্মযুক্তং অক্ষিদ্বয়সরসিরুহং যাসাং ॥১২৮॥

দ্রাঘিষ্ঠোঽতিদীর্ঘঃ শ্বসনসমীরণঃ শ্বাসবায়ুস্তেন অভিতাপঃ সন্তাপস্তেন প্রম্লানীভবন্ অরুণোষ্ঠপল্লবো যাসাং ॥ ১২৯ ॥

ব্যাকোষং বিকসিতং। প্রণয়াদুন্মদে উদ্গতমদে অক্ষিণী এব মধুকৃন্মালা ভ্রমরপংক্তিঃ তাং বিভ্রাণং প্রকটয়ন্তং শ্রীলোচনয়োরিতস্ততো বহুধা নিপতনেন সর্ব্বতো দর্শনান্মালেত্যুক্তং কীদৃশীং। তাসাং যন্মুগ্ধং মনোহরমাননপঙ্কজং তস্মাৎ প্রবিগলিতো মাধ্বীরসস্তু মকরন্দস্তু আস্বাদনশীলাং। অতএব মনোহারিণীং ॥ ১৩০ ॥

উহাঁরা দীপ্তিমান্ কুণ্ডল পরিধান করিয়া আছেন ॥ ১২৮ ॥

যে অতি দীর্ঘনিশ্বাস বায়ু পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহার তাপে উহাঁদিগের ওষ্ঠপল্লব ম্লান হইয়া গিয়াছে। আর উহাঁরা করকমলে নানাবিধ উপঢৌকন ধারণ করিয়াছেন ॥ ১২৯ ॥

উহাঁদিগের বিস্ফারিত চঞ্চল নয়ন, বিকসিত নীলপদ্মের সদৃশ। তাদৃশ লোচনের আভায় সেই নন্দ-নন্দনের সমস্ত দেহ বিশেষরূপে বিভূষিত হইয়াছে। সেই গোপীনাথ বিবিধ আমোদের আধার। তাঁহার নয়নভৃঙ্গ প্রণয়মদে মত্ত। ঐ সকল গোপ-রমণীদিগের সলজ্জ মুখপদ্ম হইতে বিগলিত মধুধারা পান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ভ্রমরের মনোহারিণী মালা ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ১৩০ ॥

গোপ-গোপী-পশূনাং বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাং।
বিত্তার্থিনাং বিরিঞ্চিত্রিনয়নশতমন্যুপূর্ব্বিকাংস্তোত্রপরাং॥১৩১
তদ্দক্ষিণতো মুনিনিকরং দৃঢ়ধর্ম্মবাঞ্ছমাম্নায়পরং।
যোগীন্দ্রানথ পৃষ্ঠে মুমুক্ষমাণান্ সমাধিনা সনকাদ্যান্ ॥১৩২॥
সব্যে সকান্তানথ যক্ষসিদ্ধগন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যাঃ কামার্থিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ॥১৩৩॥
শঙ্খেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং

ইদানীং ক্রমেণ বিত্ত-ধর্ম্ম-মোক্ষ-কামাখ্য-পুরুষার্থ-চতুষ্টয়স্য তথা সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠস্য পঞ্চম-পুরুষার্থরূপায়া ভক্তেশ্চ বাঞ্ছায়াঃ প্রদানাং দেবাদীনাং ধ্যানমাহ গোপেতি পঞ্চভিঃ। অস্য কৃষ্ণস্য অগ্রতঃ সংমুখে ॥ ১৩১ ॥

দক্ষিণে চাস্য মুনিনিকরং স্মরেৎ দৃঢ়া ধর্ম্মে বাঞ্ছা যস্য তং ॥ ১৩২ ॥

সকান্তান্ পত্নীসহিতান্ যক্ষাদীংশ্চ স্মরেৎ। কথম্ভূতান্ নর্ত্তনাদ্যৈঃ কামার্থিনঃ নিজ-নিজাভীষ্টপ্রার্থকান্। মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশ্যাদ্যা অপ্সরসশ্চ স্মরেৎ ॥ ১৩৩ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপঙ্কজগতাং তদ্বিষয়িণীমিত্যর্থঃ। উজ্ঝিততরো নিতরাং পরিত্যক্তো-

তাহার পর ভাবনা করিবে, গোপ, গোপী এবং গোগণের সীমার বাহিরে এই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগে ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া অর্থাকাঙ্ক্ষী দেবগণ তাঁহার স্তবে নিরত রহিয়াছেন ॥ ১৩১ ॥

ধর্ম্মবিষয়ে যাঁহাদিগের দৃঢ় বাঞ্ছা এবং যাঁহারা বেদনিষ্ঠ, তাদৃশ মুনিগণ তাঁহার দক্ষিণদিকে রহিয়াছেন। সমাধিযোগে মুক্তি লাভের অভিলাষী সনক-সনন্দ-প্রভৃতি যোগীন্দ্রগণ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩২ ॥

বামভাগে স্ব স্ব পত্নীর সহিত যক্ষ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণ-গণ, আর কিন্নরগণ এবং প্রধান প্রধান অপ্সরাসকল নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা বাঞ্ছিত প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর আকাশপথে ব্রহ্মপুত্র মুনিবর নারদকে ভাবনা করিবে। তিনি শঙ্খ, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্প সদৃশ শুভ্রবর্ণ এবং তিনি সকল শাস্ত্রই

সৌদামিনীততিপিষঙ্গজটাকলাপং।
তৎ পাদপঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং
বাঞ্ছন্তমুজ্‌ঝিততরান্যসমস্তসঙ্গং॥ ১৩৪॥
নানাবিধ-শ্রুতিগণান্বিত-সপ্তরাগ-
গ্রামত্রয়ীগত-মনোহর-মূর্চ্ছনাভিঃ।
সংপ্রীণয়ন্তমুদিতাভিরমুং মহত্যা
সঞ্চিন্তয়েন্নভসি ধাতৃসুতং মুনীন্দ্রং॥ ১৩৫॥
শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে॥
অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপপ্রণাশনং।
পীতাম্বরধরং কৃষ্ণং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণং।

হন্যস্মিন্ ভক্তিব্যতিরিক্তে সমস্তে সঙ্গ আসক্তির্যেন তং॥ ১৩৪॥

অতএব অমুং শ্রীকৃষ্ণং মহত্যাখ্যয়া কচ্ছপিকয়া স্বকীয়বীণয়া প্রীণয়ন্তং। কাভির্নানাবিধঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাত্মকো যঃ শ্রুতিগণো নাদসমূহস্তেনান্বিতা যে সপ্তরাগা নিষাদাদি স্বরা মেঘনাদবসন্তাদিরাগা বা যেষু গ্রামত্রয়ী গ্রামাণাং ত্রয়াণাং সমাহারস্তস্যাং গতাঃ প্রাপ্তা যা মনোহরা মূর্চ্ছনাস্তাভিঃ। কথম্ভূতাভিঃ। উদিতাভিঃ স্বয়মেব প্রাকট্যং প্রাপ্তাভিঃ মহত্যোদিতাভিরিতি বা সম্বন্ধঃ। অতএব মুনীন্দ্রং মুনিগণশ্রেষ্ঠং ধাতৃসুতং শ্রীনারদং নভসি সম্যক্ চিন্তয়েৎ॥ ১৩৫॥

জানেন। তাঁহার জটাভার বিদ্যুৎ-মালার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে অচলাভক্তি, তিনি একভাবে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে অনুরাগ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন॥ ১৩৪॥

অতএব স্বীয় মহতী নাম্নী বীণার নাদ, সপ্তস্বর এবং গ্রামত্রয় জন্য যাবতীয় মূর্চ্ছনা উদ্ভাবন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন॥১৩৫॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে॥

অনন্তর ধ্যান বলি। ঐ ধ্যান সমুদায় পাপ নাশ করে। শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্র ধ্যান করিবে। তিনি পীতবস্ত্রধারী, কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার নয়ন

রক্তনেত্রাধরং রক্তপাণিপাদনখং শুভং।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং নানারত্নবিভূষিতং।
তদ্ধাম বিলসন্মুক্তাবদ্ধহারোপশোভিতং।
নানারত্নপ্রভোদ্ভাসি মুকুটং দিব্যতেজসং।
হারকেয়ূর-কটককুণ্ডলৈঃ পরিমণ্ডিতং।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারু নূপুরাদ্যুপশোভিতং।
নানারত্নবিচিত্রৈশ্চ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ।
বর্হিপত্রকৃতাপীড়ং বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতং॥
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতং।
সচন্দ্রতারকানন্দিবিমলাম্বরসন্নিভং।

শুভং জগন্মঙ্গলরূপং তস্য কৌস্তুভস্য ধাম্না তেজসা বিলসন্তীভি র্মুক্তাভিরাচ্ছন্নেন সম্বেষ্টিতেন হারেণ উপশোভিতং। মুক্তাবদ্ধেতি বা পাঠঃ। কটিসূত্রেণাঙ্গুলীয়কৈশ্চালঙ্কৃতং সচন্দ্রাভিস্তারাভিঃ আনন্দং সুখকরং যদ্বিমলং অম্বরং ব্যোম তৎসদৃশং। অত্র চন্দ্রস্থানে কৌস্তুভঃ তারাস্থানে কদম্বমালা অম্বরস্থানে শ্রীমদ্বক্ষঃস্থলমূহ্যং। স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্টানাং পরমসুন্দরীণা-

পদ্মের সদৃশ ও রক্তবর্ণ। অধর রক্তবর্ণ, করতল রক্তবর্ণ, পাদতল রক্তবর্ণ এবং নখর রক্তবর্ণ, তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভের প্রভায় দীপ্তি পাইতেছে। তিনি বিবিধ মণি দ্বারা বিভূষিত যে হার তাহার শোভা সাধন করিতেছেন, উহার মুক্তা সকল ঐ কৌস্তুভের প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাঁহার মুকুট নানা মণির আভায় প্রদীপিত এবং দিব্য-তেজঃসম্পন্ন। তিনি হার, কেয়ূর, কটক ও কুণ্ডলে বিভূষিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, মনোহর নূপুরাদি অলঙ্কার তাঁহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। তিনি বিবিধ রত্ন দ্বারা বহু প্রকারে চিত্রিত, কটিসূত্র ও অঙ্গুলীয়ক দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি ময়ূরপিচ্ছ ও নানা বন্যপুষ্পে বিভূষিত হইয়াছেন। কদম্ব পুষ্পদ্বারা গ্রথিত বনমালা তাঁহার ভূষা সম্পাদন করিয়াছে। অতত্রব তিনি

বেণুং গৃহীত্বা হস্তাভ্যাং মুখে সংযোজ্য সংস্থিতং।
গায়ন্তং দিব্যগানৈশ্চ গোষ্ঠমধ্যগতং হরিং।
স্বর্গাদিব পরিভ্রষ্ট-কন্যকাশতবেষ্টিতং।
সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্নং সৌন্দর্য্যেণাভিশোভিতং।
মোহনং সর্ব্বগোপীনাং সর্ব্বাসাঞ্চ গবামপি।
লেলিহ্যমানং বৎসৈশ্চ ধেনুভিশ্চ সমন্ততঃ।
সিদ্ধগন্ধর্ব্বযক্ষৈশ্চ অপ্সরোভির্বিহঙ্গমৈঃ।
সুরাসুরমনুষ্যৈশ্চ স্থাবরৈঃ পন্নগৈরপি।
মৃগৈর্বিদ্যাধরৈশ্চৈব বীক্ষ্যমাণং সুবিস্মিতৈঃ।
নারদেন বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
পরাশরেণ ব্যাসেন ভৃগুণাঙ্গিরসা তথা।
দক্ষেণ শৌনকাত্রিভ্যাং সিদ্ধেন কপিলেন চ।
সনকাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ ব্রহ্মলোকগতৈরপি।

মিত্যর্থঃ। তাদৃশীনাং কন্যানাং শ্রীগোপকুমারীণাং শতেন বেষ্টিতং। শতশব্দোঽত্রাসংখ্যত্বে॥১৩৬

দেখিতে চন্দ্র ও তারকাদি দ্বারা আনন্দজনক গগনতলের ন্যায় হইয়াছেন। দুই হস্তে বেণু ধারণ করিয়া মুখে যোজনা করত গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং দিব্য দিব্য গান সকল গাইতেছেন। যেন স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত শত শত কন্যাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিনি সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন এবং সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যে বিভূষিত। সমুদায় গোপী এবং গোপগণের মনোরঞ্জন করিতেছেন, ধেনু ও বৎস সকল চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে লেহন করিতেছে। সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, পক্ষী, দেবতা, অসুর, স্থাবর, পন্নগ, পশু ও বিদ্যাধর সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেছে॥

ধীশক্তি সম্পন্ন নারদ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরাশর, ব্যাস, ভৃগু, অঙ্গিরা, দক্ষ, শৌনক, অত্রি, সিদ্ধেশ্বর কপিল, ব্রহ্মলোকগত সনকাদি মুনীন্দ্র

অন্যৈরপি চ সংযুক্তং কৃষ্ণং ধ্যায়েদহর্নিশং ॥ ১৩৬ ॥

সংক্ষেপেণ শ্রীসনৎকুমারকল্পেঽপি ॥

অব্যান্মীলৎকলায়-দ্যুতিরহিরিপুপিচ্ছোল্লসৎকেশজালো

গোপীনেত্রোৎপলারাধিত ললিতবপুর্গোপগোবৃন্দবীতঃ।

শ্রীমদ্বক্ত্রারবিন্দ প্রতিহসিত শশাঙ্কাকৃতিঃ পীতবাসা

দেবোঽসৌ বেণুনাদক্ষপিতজনধৃতির্দেবকীনন্দনো নঃ ॥ ইতি ॥১৩৭

ধ্যাত্বৈবং ভগবন্তং তং সংপ্রার্থ্য চ যথাসুখং।

আদৌ সংপূজয়েৎ সর্ব্বৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

অথান্তর্যাগঃ ॥

অসৌ অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যঃ শ্রীদেবকীনন্দনো দেবঃ নঃ অস্মান্ অব্যাৎ রক্ষতু। কলায়স্ত তৎ পুষ্পস্যেব দ্যুতিঃ শ্যামা কান্তির্যস্য সঃ ॥ ১৩৭ ॥

যথাসুখমিতি যাবতাত্মমনস্তৃপ্তিঃ স্যাত্তাবতা প্রকারেণ তাবৎকালঞ্চ পূজয়েদিত্যর্থঃ। মানসৈঃ মনঃ কল্পিতৈঃ ॥ ১৩৮ ॥

এবং অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৩৬ ॥

সনৎকুমারকল্পেও সংক্ষেপে কহিয়াছেন ॥

দেবকীনন্দন আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহার দেহকান্তি স্ফুটিত-কলায় পুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কেশকলাপ ময়ূরপিচ্ছ দ্বারা শোভা পাইতেছে, গোপীগণ নয়নপদ্ম দ্বারা তাঁহার মনোহর শরীর অর্চ্চনা করিতেছেন, গোপ ও গো সকল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সুশোভন মুখপদ্ম হাস্যপ্রভা সংযোগে দেখিতে চন্দ্র তুল্য, তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র, এই দেব বেণুবাদ্য করিয়া জন সকলের ধৈর্য্য হরণ করিতেছেন ॥ ১৩৭ ॥

সেই ভগবানকে এইরূপে ধ্যান করত, যে প্রকারে মনের তৃপ্তি জন্মে সেই প্রকারে প্রার্থনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে সমুদায় মানস উপচার দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১৩৮ ॥

অথ অন্তর্যাগ অর্থাৎ মানসপূজা ॥

লেখ্যা যে বহিরর্চ্চায়ামুপচারা বিভাগশঃ।
তে সর্ব্বেঽপ্যন্তরর্চ্চায়াং কল্পনীয়া যথারুচি ॥ ১৩৯ ॥
তত্র প্রার্থনাবিধিঃ ॥
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥
স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
গৃহাণ মানসীং পূজাং যথার্থপরিভাবিতামিতি ॥ ১৪০ ॥
অথোপচারৈর্বাহ্যৈশ্চ স্বাত্মন্যেব স্থিতং প্রভুং।

তেচ কতি কীদৃশাঃ কথং বার্চ্চয়িতব্যা ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি লেখ্যা ইতি। যে যাবন্ত ইত্যর্থঃ। বিভাগশঃ পৃথক্ পৃথক্। যথা রুচীতি নিজরুচ্যনুসারেণ যাবন্তো যাদৃশা যথা চ কল্পয়িতুমুপযুজ্যন্তে তাবন্তস্তাদৃশা স্তথৈব তে কল্পয়িতব্যা ইত্যর্থঃ। তৎ প্রকারশ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ ব্যক্ত এবাস্তীতি বিস্তার্য্যাত্র ন লিখিতঃ ॥ ১৩৯ ॥

সংপ্রার্থ্যেতি লিখিতং কথং সংপ্রার্থ্যেতি তৎপ্রকারং তন্মন্ত্রদ্বারৈব লিখতি স্বাগতমিতি ॥ ১৪০

বাহ্যপূজার যে সকল সামগ্রী, ইহার পর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিব, নিজের অভিরুচি অনুসারে সেই সকল সামগ্রী মানস-পূজা কার্য্যেও ব্যবহার করিবে ॥ ১৩৯ ॥

মানসপূজায় প্রার্থনার বিধি ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

হে কেশব! সুখে আগমন করুন, সমীপে উপস্থিত হউন, আমি অকপট ভাবে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়াছি, আমার মানসী পূজা গ্রহণ করুন ॥ ১৪০ ॥

অনন্তর সাধুসম্প্রদায়ের আচার অনুসারে * বাহ্যপূজার সামগ্রী

* বাহ্য উপচারদ্বারা নিজশরীর মধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা কৃষ্ণভক্তিনিষ্ঠ সাধুদিগের মত। কোন কোন ব্যক্তি শ্রীভগবানের সহিত নিজের অভেদ ভাবনা করিয়া নিজের শরীরেই বাহ্য পূজা এবং নিজেরই পাদাদিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন ॥

পূজয়ন্ স্থাপয়েদাদৌ শঙ্খং সৎসম্প্রদায়তঃ ॥ ১৪১ ॥

অথ শঙ্খপ্রতিষ্ঠা ॥

স্বস্য বামাগ্রতোভূমাবুল্লিখ্য ত্র্যস্রমণ্ডলং।

পূজয়ন্ পূজয়িতুং তত্র তত্র বিবিধভেদাভিপ্রায়েণ লিখতি সৎসম্প্রদায়ত ইতি সৎসম্প্রদায়িকাচারানুসারত ইত্যর্থঃ। নন্থ বাহ্যোপচারৈররর্চ্চনং কথমন্তর্যাগমধ্যে লিখ্যতে। সত্যং। পূর্ব্বং মানসৈরুপচারৈরন্তঃপূজা অধুনা চ বাহৈরুপচারৈরন্তরেব স্থিতস্য পূজা অতোঽন্তর্যাগে ইয়মপি পর্য্যবস্যতি। বহিঃপূজা চ শ্রীমূর্ত্তিবিষয়িকাগ্রে লেখ্যা। এতচ্চ শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং সম্মতং অতএব লিখিতং সৎসম্প্রদায়ত ইতি। অন্যে চ শ্রীভগবতা সহাত্মনোঽভেদং ধ্যাত্বা নিজবপুষ্যেব বহিঃপূজাং কুর্ব্বন্তৌ নিজপাদাদাবেব পুষ্পাঞ্জলীন্ সমর্পয়ন্তীতি দিক্॥১৪১

অথ বাহ্যোপচারকরণকপূজনায় পূর্ব্বং জন্বাদি শোধনেন শোধিতানামপি দ্রব্যাণাং তথা স্নানাদিনা শোধিতস্যাপি যজমানদেহস্য প্রতিষ্ঠিতশঙ্খজলপ্রোক্ষণেন বিশেষতঃ শোধনার্থং শঙ্খপ্রতিষ্ঠাং লিখতি স্বস্যেতি। বামভাগে পুরস্তাৎ ত্র্যস্রং ত্রিকোণং মণ্ডলং উল্লিখ্য চতুষ্কোণং সিকতাভিরষ্কৈ নির্ম্মায় তত্র তস্মিন্মণ্ডলে অস্ত্রেণ অস্ত্রমন্ত্রেণ প্রক্ষালিতং সাধারং আধারঃ শঙ্খস্যাশ্রয়ঃ ত্রিপদিকাদিঃ তেন সহিতমিতি। আদৌ অস্ত্রমন্ত্রেণাধারং প্রক্ষাল্য ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইতি প্রতিষ্ঠাপ্য তদুপরি অস্ত্রক্ষালিতমেব শঙ্খং প্রতিষ্ঠাপয়েদিত্যর্থঃ। যতোবুধঃ তত্তৎপ্রকারং স্বতএব জানাতীত্যর্থঃ। বুধ ইতি সর্ব্বত্রাগ্রেঽপ্যনুবর্ত্তনীয়ং। যদ্বা। সতামাচারত ইত্যগ্রতো লেখ্যত্বাৎ শিষ্টাচারানুসারতস্তদূহ্যং। এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ১৪২ ॥

দ্বারাও নিজ শরীরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের পূজার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে শঙ্খ স্থাপনা করিবে ॥ ১৪১ ॥

অথ শঙ্খপ্রতিষ্ঠা ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের সম্মুখভাগে বামদিকে ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া আধার অর্থাৎ ত্রিপদী সহিত শঙ্খকে অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা ক্ষালন করত সেই মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। অর্থাৎ প্রথমতঃ "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা আধারকে ক্ষালন করত "ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আধার স্থাপন করিবে। তাহার পর "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা

তত্রাস্ত্রক্ষালিতং শঙ্খং সাধারং স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ১৪২ ॥
শঙ্খে হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতান্ ক্ষিপেৎ।
ব্যুৎক্রান্তৈর্মাতৃকার্ণৈস্তং শিরোন্তৈঃ কেন পূরয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
সবিন্দুনা মকারেণ তদাধারেঽগ্নিমণ্ডলং।
সংপূজয়েদকারেণ শঙ্খে চাদিত্যমণ্ডলং।
উকারেণ জলে সোমমণ্ডলঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ।

হৃদয়ায় নম ইতি হৃদয়মন্ত্রেণ গন্ধাদীন্ ক্ষিপেৎ নিক্ষিপেৎ। ব্যুৎক্রান্তৈঃ ব্যুৎক্রমাৎ প্রাপ্তৈঃ মাতৃকাক্ষরৈঃ ক্ষকারাদি ককারান্তৈর্ব্ব্যঞ্জনৈঃ ততঃ অঃ আদি অকারান্তৈশ্চ স্বরৈরিত্যর্থঃ সানুস্বারৈরিতি জ্ঞেয়ং। কেবলৈরিতি কেচিৎ। কীদৃশৈঃ শিরঃ শিরোমন্ত্রঃ শিরসে স্বাহেতি তদন্তে যেষাং তৈঃ এবচ শঙ্খপূরণে মন্ত্রঃ। তং শঙ্খং কেন জলেন পূরয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
তস্য শঙ্খস্য আধারে বিন্দুসহিতেন মকারেণ সহাগ্নিমণ্ডলং জলগন্ধাদিনা সংপূজয়েৎ। অত্র চ বহ্নিমণ্ডলাদের্দশকলাত্মাদিবিশেষণং পূর্ব্ববৎ বুধস্বাদ্রুষ্টব্যমেব। অতএবং প্রয়োগঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। শঙ্খে চ বিন্দুসহিতেনৈবাকারেণ সহাদিত্যমণ্ডলং

শঙ্খকে ক্ষালন করত ঐ আধারে স্থাপন করিবে ॥ ১৪২ ॥

হৃদয়মন্ত্র অর্থাৎ "হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত শঙ্খ মধ্যে চন্দন, পুষ্প ও দূর্ব্বা নিক্ষেপ করিবেন। শিরোমন্ত্র অর্থাৎ "শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্র অগ্রে উচ্চারণ করিয়া ব্যুৎক্রমে অর্থাৎ ক্ষকার হইতে ককার এবং বিসর্গ (ঃ) হইতে অকার * মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করত সেই জলদ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করিবেন ॥ ১৪৩ ॥

অনুস্বার সহিত মকার দ্বারা সেই আধারে অগ্নিমণ্ডলের, অকার দ্বারা শঙ্খে সূর্য্যমণ্ডলের এবং উকারদ্বারা জলে চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবেন। তাৎপর্য্য। মণ্ডল শব্দের পর দশ কলাত্মাদি বিশেষণ দিতে

* কেহ কেহ কহেন প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার দিবে, কেহ কেহ কহেন শুদ্ধ প্রয়োগ করিবে।

তীর্থমন্ত্রেণ তীর্থান্যাবাহয়েচ্চার্কমণ্ডলাৎ।
কৃষ্ণঞ্চাবাহ্য হৃৎপদ্মাদ্গালিনীং শিখয়েক্ষয়েৎ।
নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্যান্তঃ কবচেনাবগুণ্ঠয়েৎ।
কুর্য্যান্ন্যাসং জলে মূলমন্ত্রাঙ্গানাং ততোদিশঃ।
বদ্ধাস্ত্রেণামৃতীকুর্য্যাদথ তদ্ধেনুমুদ্রয়া।
তচ্চক্রমুদ্রয়ারক্ষ্য সলিলং মৎস্যমুদ্রয়া।

পূজয়েৎ। প্রয়োগঃ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। তথা সবিন্দুনৈবোকারেণ সহ। প্রয়োগঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নম ইতি। তীর্থমন্ত্রশ্চ পূর্ব্বং গৃহস্থানে লিখিতোঽস্তি গঙ্গে চ যমুনেচৈবেত্যাদিঃ। তেন শঙ্খজল এবাঙ্কুশমুদ্রয়া তীর্থান্যাবাহয়েৎ। কৃষ্ণঞ্চ তত্রৈব নিজহৃৎপদ্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহাগচ্ছেত্যাবাহ্য শিখয়া শিখায়ৈ বষড়িতি শিখামন্ত্রেণ গালিনীং মুদ্রাং ঈক্ষয়েৎ দর্শয়েৎ। অন্তঃ তৎজলং নেত্রাভ্যাং বৌষড়িতি নেত্রমন্ত্রেণ বীক্ষ্য। অত্র চ কেচিদাহুঃ। পঞ্চাঙ্গেঽষ্টাদশাক্ষরে মন্ত্রেঽস্মিন্ নেত্রমন্ত্রাভাবাৎ তন্ন কার্য্যমিতি। কবচায় হুমিতি কবচমন্ত্রেণ অন্তস্তদেব হস্তাভ্যামবগুণ্ঠয়েৎ। মূলমন্ত্রস্য অঙ্গানাং পঞ্চানাং ন্যাসং জলে তস্মিন্নেব কুর্য্যাৎ। কেচিচ্চ ষড়ঙ্গানাং হৃদয়াদীনাং অত্র ন্যাসমাহুঃ। ততস্তদনন্তরং অস্ত্রমন্ত্রেণ দিশোবদ্ধা দিগ্বন্ধনং কৃত্বা তজ্জলং ধেনুমুদ্রয়াঽমৃতী কুর্য্যাদিত্যত্রৈবং বিশেষো বুধত্বাৎ সদাচারতো জ্ঞেয়ঃ দিগ্বন্ধনানন্তরং গন্ধাদিকং দত্ত্বা ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্য কূর্চ্চেন জলং স্পৃষ্ট্বাঽমৃতবীজং দ্বাদশবারান্ সপ্রণবং জপ্ত্বা সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নম ইতি পুন-

হইবে। প্রয়োগ যথা—"মং অগ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" অং আদিত্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"॥

তীর্থমন্ত্র অর্থাৎ "গঙ্গেচ যমুনেচৈব" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ সকলকে অঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শন করত সেই জলেই আবাহন করিবেন। হৃৎপদ্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া শিখামন্ত্র অর্থাৎ "শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। নেত্রমন্ত্র অর্থাৎ "নেত্রাভ্যাং বৌষট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত জলে দৃষ্টি করিয়া কবচমন্ত্র অর্থাৎ "কবচায় হুং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করিবেন। জলে মূলমন্ত্রের অঙ্গ

আচ্ছাদ্য সংস্পৃশন্ শঙ্খং জপেন্মূলং ততোঽষ্টশঃ ॥ ১৪৪ ॥
তজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিৎক্ষিপ্ত্বা ত্রিরুক্ষয়েৎ।
তচ্ছেষেণার্চ্চনদ্রব্য জাতানি স্বতনূমপি ॥ ১৪৫ ॥
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরং।

গন্ধাদিনাভ্যর্চ্চয়েদিতি। তজ্জলং চক্রমুদ্রয়া আ সম্যক্ রক্ষিত্বা শঙ্খং সংস্পৃশন্ কূর্চ্চেন তজ্জলং সংস্পৃশ্য মূলমন্ত্রং অষ্টশো বারাষ্টকং জপেৎ ॥ ১৪৪ ॥

তৎ শঙ্খস্থজলং কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপ্য। তস্য প্রোক্ষণীপাত্রনিক্ষিপ্ত জলস্য শেষেণ শঙ্খস্থেন সর্ব্বাণি পূজোপকরণানি নিজশরীরঞ্চ বারত্রয়ং মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ এবং প্রোক্ষণেন প্রায়ো দ্রব্যশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চোক্তা ॥ ১৪৫ ॥

কনিষ্ঠেতি। বামকরে কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ সংলগ্নৌ কৃত্বা তয়োরন্তর্দ্দক্ষিণ করাঙ্গুষ্ঠং নিধায় তঞ্চ তৎ কনিষ্ঠয়া সংযোজ্য করয়োর্দ্বয়োরপি তর্জ্জনীমধ্যমানামিকাঃ সংহতা মিলিতাঃ

সকল ন্যাস করিবেন †। তাহার পর অস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণ করত দিগ্‌বন্ধন করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ জলকে অমৃত করিবেন * ॥

চক্রমুদ্রা দ্বারা ঐ জল সম্পূর্ণ প্রকারে রক্ষা করিয়া মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আচ্ছাদন করত শঙ্খ স্পর্শ করিয়া এবং কূর্চ্চ অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল দ্বারা জলস্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন ॥ ১৪৪ ॥

সেই জলের কিঞ্চিৎ অংশ প্রোক্ষণীপাত্রে অর্থাৎ যে পাত্র জল ফেলিবার জন্য পূজার সময় রাখা যায়, তাহাতে ফেলিয়া অবশিষ্ট শঙ্খস্থিত জল লইয়া পূজার সমুদায় সামগ্রীতে এবং আপনার শরীরে তিনবার প্রোক্ষণ করিবেন ॥ ১৪৫ ॥

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরস্পর মিলিত এবং তর্জ্জনী,

† কেহ কেহ পঞ্চাঙ্গ, কেহ কেহ ষড়ঙ্গ ন্যাস করেন।

* সদাচার অনুসারে এই স্থানে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। যথা দিগ্‌বন্ধনের পর চন্দনাদি অর্পণ করত ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া কূর্চ্চদ্বারা স্পর্শ করত ওঁকারের সহিত অমৃতবীজ দ্বাদশবার জপ করিয়া "সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক পুনরায় চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥

তর্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভুগ্নসজ্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা।
ততোঽপাস্যাবশিষ্টাম্ভঃ শঙ্খং বৰ্দ্ধনিকাম্বুনা।
পুনরাপূর্য্য কৃষ্ণাগ্রে ন্যসেদাচারতঃ সতাং ॥ ১৪৬ ॥
অথ স্বদেহে পীঠপূজা ॥
গুরূন্মূর্দ্ধ্নি গণেশঞ্চ মূলাধারেঽভিপূজ্য তং।

কৃত্বা ভুগ্নাশ্চ কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাঃ সজ্জিতাশ্চ পরস্পরং সক্তাগ্রাশ্চ কার্য্যা ইত্যর্থঃ। চালিতা সতী দেবপ্রীতিং সম্পাদয়েদিতি শেষঃ। ততঃ অর্চ্চনদ্রব্যজাতাভ্যুক্ষণানন্তরং তত্ক্ষণাবশিষ্টং শঙ্খস্থিতং জলং অপাস্য প্রক্ষিপ্য বৰ্দ্ধনী জলেন শঙ্খং তং পুনরাপূর্য্য ভগবদগ্রতঃ স্থাপয়েৎ। সতামাচারত ইতি যদ্যপি ক্রমদীপিকাদৌ ব্যক্তমেতন্নোক্তমস্তি তথাপি শিষ্টাচারানুসারেণ তৎ স্থাপনং কার্য্যমিত্যর্থঃ। তন্মাহাত্ম্যং চাগ্রে শঙ্খোদক পাদোদক গ্রহণানন্তরং পুনঃ শঙ্খস্থাপনে লেখ্যমেব। অতোঽগ্রে লেখ্যং ক্ষীরস্নপনাদিকং শঙ্খান্তরেণেতি জ্ঞেয়মিতি দিক্॥১৪৬

মধ্যমা ও অনামিকা পরস্পর একত্রিত ঈষৎ আকুঞ্চিত এবং পরস্পরের অগ্রভাগ মিলিত করিবে অর্থাৎ প্রথমতঃ বামকরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরস্পর মিলিত করিবে, পরে ঐ দুই অঙ্গুলির মধ্যে দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিবে, উহার সহিত ঐ করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংযুক্ত করিবে, এইরূপ করত অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া পরস্পর মিলিত এবং উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। ইহাই গালিনীমুদ্রা। শঙ্খের উপর ইহার প্রয়োগ হয়।

অনন্তর শঙ্খস্থিত অবশিষ্ট জল নিক্ষেপ করত পুনরায় বৰ্দ্ধনিকার অর্থাৎ ঘটী বা অন্য প্রকার জলপাত্রের জলদ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখভাগে স্থাপন করিবেন। ইহা সাধুদিগের আচার ॥১৪৬

অথ নিজদেহে পীঠপূজা ॥

মস্তকে গুরুবর্গের এবং মূলাধারে গণেশের অর্থাৎ "ওঁ গুরুভ্যো

পীঠন্যাসানুসারেণ পীঠং চাত্মনি পূজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥

অথ দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গাদিন্যাসঃ ॥

ততো জপন্ কামবীজং ত্রিস্থানস্থং পরং মহঃ।

অধুনা বাহ্যোপচার করণকান্তঃপূজার্থমেবাত্মদেহে পীঠপূজাং লিখতি গুরূনিতি। তং বিঘ্নবিঘাতকং। প্রয়োগঃ। ওঁ গুরুভ্যো নমঃ মূর্দ্ধ্নি। গং গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে। পীঠন্যাসানুসারেণেতি পূর্ব্বং পীঠন্যাসে আধারশক্ত্যাদীনাং যস্য যত্র যথা পূজা লিখিতাস্তি তদনুক্রমেণ আত্মনি স্ববপুষ্যেব জলগন্ধাক্ষতপুষ্প ধূপদীপৈঃ পীঠপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্বদেহমেব ভগবৎ পীঠত্বেনোপকল্প্য তত্রৈব পূর্ব্ববদাধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েদিতি ভাবঃ। অত্র প্রয়োগঃ আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদিঃ ॥ ১৪৭ ॥

তত্র চ মন্ত্রোপাসনেনৈব শ্রীভগবদুপাসনং তথা শ্রীভগবদুপাসনেনৈব মন্ত্রোপাসনমিতি বোধয়িতুং মন্ত্রমাহাত্ম্যবিশেষঞ্চ দর্শয়িতুং শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যাভেদমাপাদয়তি তত ইতি দ্বাভ্যাং। ত্রীণি স্থানানি নিজ মূলাধার হৃদয় ভ্রূমধ্যানি তৎস্থং মূলমন্ত্রাত্মকং পরং মহঃ আনন্দঘনং তড়িৎকোটিপ্রভং তেজঃ কামবীজেন সহৈকীভূতং ঐক্যং প্রাপ্তং বিচিন্তয়েৎ। শব্দ ব্রহ্মময়ত্বেন তত্তৎ স্থানে সূক্ষ্মতয়া বর্ত্তমানস্য মন্ত্রস্যাস্য প্রায়ো নামময়ত্বেন ভগবদাত্মকস্য বীজে চ মন্ত্রসম্বন্ধেন তাদৃশত্বং তস্যাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ। তত্র চ তত্তৎ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্য জলগন্ধাক্ষতপুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্য পশ্চাত্তৎ স্থানত্রয়গতং তন্মহঃ

নমঃ মর্দ্ধ্নি" "ওঁ গণপতয়ে নমঃ মূলাধারে" এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিয়া পীঠন্যাস অনুসারে নিজের দেহে পূজা করিবে ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বে পীঠন্যাস ও আধারশক্তি প্রভৃতির মধ্যে যাহার যে স্থানে পূজা লেখা হইয়াছে, তদনুসারে নিজের দেহে জল, চন্দন ও ধূপাদি দ্বারা পীঠপূজা করিবে। প্রয়োগ যথা—আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদি ॥ ১৪৭ ॥

অথ দেবতার অঙ্গে মন্ত্রের অঙ্গাদি ন্যাস ॥

তাহার পর কামবীজ জপ করিতে করিতে ভাবনা করিবেন, স্থানত্রয় অর্থাৎ মূলাধা[illegible] হৃদয় ও ভ্রূমধ্যস্থিত মূলমন্ত্র স্বরূপ পরমতেজ অর্থাৎ আনন্দঘন কোটি বিদ্যুৎপ্রভতেজ কামবীজের সহিত এক। এই-

মূলমন্ত্রাত্মকং বীজেনৈকীভূতং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪৮ ॥
তচ্চ পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারং স্বেষ্টদৈবতং।
বিচিন্ত্য পঞ্চাঙ্গাদীনি ন্যসেত্তস্মিন্ যথাত্মনি ॥ ১৪৯ ॥
কুর্য্যুর্ভগবতি প্রাদুর্ভূতে কৃষ্ণে চ বৈষ্ণবাঃ।

কামবীজেনৈকীভূতং ভাবয়েদিতি শিষ্টাচারাৎ বোধ্যং ॥ ১৪৮ ॥

পঞ্চাঙ্গানি মূলমন্ত্রসম্বন্ধীনি তেষাং তস্মিন্ ন্যাসে তৎপরং মহঃ সাকারং বিচিন্ত্য তচ্চ নিজেষ্টদৈবতঞ্চ পূর্ব্বধ্যাতাবির্ভূতং শ্রীকৃষ্ণদেবস্বরূপং বিচিন্ত্য। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। অথ মূলমন্ত্রতেজো নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রুবোশ্চ মধ্যে ত্রিতয়ং স্মরতঃ স্মরতঃ স্মরেণ কামবীজেনৈকীভূতং স্মরেৎ তদেকীভূতমানন্দঘনং তড়িল্লতাভং। তত্তেজঃ সাবয়বীকৃত্যেতি তস্মিন্ তাদৃশে নিজেষ্টদৈবতে মন্ত্রস্য পঞ্চাঙ্গানি আদিশব্দাদষ্টাদশাক্ষরাণি পঞ্চপদানি চ ন্যস্যেৎ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। যদাষ্টাদশলিপিনা স্বর্ণপদাঙ্গৈশ্চ বেণুপূর্ব্বৈর্বিধিঃ প্রোক্ত ইতি। অস্যার্থঃ। যদা অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজা তদা মন্ত্রাক্ষরপদপঞ্চকাঙ্গপঞ্চক ন্যাসৈর্বেণ্বাদিভিশ্চ বিধিঃ প্রোক্ত ইতি। তত্র চ কথং কুত্র কিং ন্যাস্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি যথাত্মনীতি। পূর্ব্বং যথা স্বদেহে তত্তন্ন্যাসো লিখিতঃ তদ্বদিত্যর্থঃ। তথাহি প্রথমং মূলমন্ত্রং ব্যাপকত্বেন বারত্রয়ং বিন্যস্য পশ্চাচ্ছ্রীকরদ্বয়ে ব্যাপকত্বেনাদৌ বিন্যস্য শ্রীকরদ্বয়াঙ্গুলিষু পঞ্চাঙ্গানি ন্যস্যেৎ। ততোঽষ্টাদশাক্ষরাণি মস্তকাদিষু পঞ্চ পদানি চ নেত্রদ্বয়াদিষু ক্রমেণ ন্যস্যেদিতি পূর্ব্ব লিখিতানুসারেণ জ্ঞেয়ং ॥ ১৪৯ ॥

ননু সচ্চিদানন্দবিগ্রহোঽখিলবেদমন্ত্রময়ো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ ধ্যানবিশেষবলাৎ পূর্ব্বমা-

রূপ ভাবনা করিয়া ঐ তেজে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করত চিন্তা করিবেন ॥ ১৪৮ ॥

এইরূপ ভাবনা করিয়া ঐ তেজে মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করত চিন্তা করিবেন, ঐ তেজে আকারবিশিষ্ট নিজ অভীষ্টদেবতা। তদনন্তর যেমন আপনাতে তেমন ঐ দেবতার অঙ্গে, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিবেন ॥

তাৎপর্য্য। এতদ্দ্বারা বলা হইল যে, মন্ত্রের পূজা করিলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে মন্ত্রের পূজা করা হয়, কারণ উভয়ই এক ॥ ১৪৯ ॥

বৈষ্ণবগণ ভগবানের সহিত মন্ত্রের একতা প্রতিপাদন করিবার

তত্তন্ন্যাসানভেদায় মনোর্ভগবতা সহ ॥ ১৫০ ॥
কেচিন্নস্যন্তি তত্ত্বাদীন্যব্যক্তানি যথোদিতং।

বির্ভূতো মানসোপচারৈরর্চ্চিতশ্চ অধুনা মূলমন্ত্রতেজস্তত্র তত্র তথা তথা চিন্তনং কিমর্থং। মন্ত্রস্য মাহাত্ম্য বিশেষায় শ্রীভগবতা সহ মন্ত্রস্যৈক্যবোধনায় চেতি চেত্তথাপি পঞ্চাঙ্গন্যাসেন সাকারতা চিন্তনাদিকং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বৈষ্ণবমতং লিখতি কুর্য্যুরিতি। ভগবতীতি। শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদ্ভগবত্বেন পরব্রহ্ম রূপত্বাৎ সর্ব্বমন্ত্রাদিময়ত্বাৎ মন্ত্রতেজ আদিকং ততোভিন্নং নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা মন্ত্রস্যাপি প্রায়ো নাম বিশেষময়ত্বেন পরমং ভগবদ্রূপত্বমেব অতো ভগবৎ প্রাদুর্ভাবেণ মন্ত্রস্যাপি প্রাদুর্ভাবো নূনং বৃত্তএব। অতঃ পুনস্তচ্চিন্তনস্য পৌনরুক্ত্যাপত্ত্যা ব্যর্থতৈব স্যাদিত্যর্থঃ। অতো ধ্যানভক্ত্যার্ব্বিভূতে ভগবত্যেব সাক্ষাত্তত্তন্ন্যাসান্ মন্ত্রপঞ্চাঙ্গন্যাসান্ কুর্য্যাৎ। নন্বু তর্হি তত্তন্ন্যাসকরণমপ্যনুপযুক্তমেব তত্র লিখতি। ভগবতা কৃষ্ণেন সহ মনোঃ মন্ত্রস্যাভেদায়েতি। সর্ব্বথা তন্ময় এবায়ং মন্ত্র ইত্যৈক্য জ্ঞানেন সর্ব্বেষাং মন্ত্রে ভক্তিবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। বৈষ্ণবা ইতি অয়মেব শ্রীভগবদ্ভক্তানাং পক্ষ ইতি সূচয়তীতি দিক্ ॥ ১৫০ ॥

অধুনা পরমহৃদ্যত্বেন শ্রীভগবদ্ভূষণোত্তমন্যাসং লিখতি কেচিদিতি। স্বরাঃ ষোড়শ। হংসেতি দ্বৌ বর্ণৌ। তে আদ্যা আদৌ বর্ত্তমানা যেষাং তৈঃ মন্ত্রস্য অর্ণৈঃ অষ্টাদশবর্ণৈঃ সহ তত্ত্বানি প্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভূষণেষু ক্রমাৎ যথাক্রমং কেচিদ্ভগবদ্ভক্ত্যা ন্যস্যন্তি অব্যক্তাদীনীতি বিশেষণং পূর্ব্বং তত্বন্যাসে লিখিততত্ত্বানাং ব্যাবৃত্ত্যর্থং। আদিশব্দেন

নিমিত্ত আবির্ভূত অর্থাৎ মন্ত্র বিশেষ ভাবনা দ্বারা পূজকের হৃদয়ে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সকল ন্যাস করিয়া থাকেন ॥ ১৫০ ॥

কেহ কেহ স্বরবর্ণ এবং "হংস" আদিতে প্রয়োগ করত মন্ত্রের বর্ণ সকলের সহিত, যথোক্ত প্রকারে * অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্ব সকল প্রভুর ভূষণ সকলে ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবেন ॥

প্রয়োগ যথা—কুণ্ডলে "ওঁ অং ক্লীঁ অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায়

* তন্ত্রোক্ত বিধান লঙ্ঘন না করিয়া সর্ব্বাগ্রে ওঁকার প্রয়োগ করিবে, প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার দিবে, প্রত্যেক তত্ত্বের শেষে আত্মনে পদ থাকিবে, তাহার পর "সহস্র শীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" প্রয়োগ করিবে।

মন্ত্রার্ণৈঃ স্বরহংসাদ্যৈর্ভূষণেষু প্রভোঃ ক্রমাৎ ॥ ১৫১ ।

মহদহঙ্কারমনোবুদ্ধ্যাদীনি। ক্রমাদিতি স্বরাদ্যষ্টাদশাক্ষরানন্তরং মন্ত্রস্থ বীজাদ্যষ্টাক্ষরাণাং তদনন্তরং চাব্যক্তাদীনামষ্টাদশতত্ত্বানাং কুণ্ডলাদ্যষ্টাদশভূষণেষু ক্রমেণ প্রয়োগ ইতি জ্ঞেয়ং। যথোদিতং তন্ত্রোক্তমনতিক্রম্যেতি প্রণবপূর্ব্বকং প্রত্যেকঞ্চ বিন্দুসহিতং তথা হংসেত্যস্থ সকারং সবিসর্গঞ্চ তথা অকারাদি ষোড়শস্বরান্ শিরসি ন্যস্থ বেণুমুদ্রাং মুখে প্রদর্শ্য মন্ত্রং তমনুস্মৃত্য পশ্চাত্তত্তদ্বর্ণ তত্ত্বময় ভূষণেষু ন্যস্যন্তি। তত্রচ তত্তদ্বর্ণ তত্ত্বাত্মকত্বং তস্য তস্থ ভূষণস্থানুচিন্ত্য তত্তন্মুদ্রাভি স্তত্র তত্র তত্ত্বন্যাসং কুর্ব্বন্তি। তত্রাপি আত্মসম্বন্ধি শব্দব্যতিরিক্তেষু সর্ব্বেষু তত্ত্বেষু আত্মনে ইতি পদং তদন্তে চ সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নম ইতি মন্ত্রোক্তানুসারেণ দ্রষ্টব্যং। প্রয়োগঃ। ওঁ অঁ ক্লীঁ অব্যক্তাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নম ইতি কুণ্ডলে ।১। সহস্রশীর্ষেত্যাদিকং সর্ব্বত্র তুল্যমেব। ওঁ আঁ ক্বঁ মহদাত্মনে শিখিপিচ্ছে পঞ্চাত্মকে ।২। ওঁ ইঁ ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে কর্ণোৎপলে ।২। ওঁ ঈং য়ং মন আত্মনে তিলকে ।৪। ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে মুক্তাকুণ্ডলে ।৫। ওঁ ঊং বিং অহঙ্কারাত্মনে বনমালায়াং তন্মাত্রাত্মনে পঞ্চাত্মনে ইতি ক্বচিৎ।৬। ওঁ ঋং দাং চিত্তাত্মনে হারে।৭। ওঁ ৠং য়ং আত্মনে কেয়ূরে।৮। ওঁ ৯ং গোং অন্তরাত্মনে বলয়ে ।৯। ওঁ ৡং পীং পরমাত্মনে কটকে।১০। ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে রত্নাঙ্গুলীয়কেষু।১১। ওঁ ঐং নং প্রাণাত্মনে শ্রীবৎসে কৌস্তুভেচ।১২। ওঁ ওং

পুরুষায় নমঃ" ।১। ময়ূরপিচ্ছে "ওঁ আং ক্বং মহদাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ।২। কর্ণোৎপলে "ওঁ ইং ষ্ণাং অহঙ্কারাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ।৩। তিলকে "ওঁ ইং য়ং মন আত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"।৪। মুক্তাকুণ্ডলে "ওঁ উং গোং বুদ্ধ্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"।৫। বনমালায় "ওঁ উং বিং অহঙ্কারাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ।৬। হারে "ওঁ ঋং দাং চিদাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"।৭। কেয়ূরে "ওঁ ৠং য়ং আত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"।৮। বলয়ে "ওঁ ৯ং গোং অন্তরাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" ।৯। কটকে "ওঁ ৡং পীং পরমাত্মনে সহস্র শীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"।১০। রত্নাঙ্গুরীয়কে "ওঁ এং জং জ্ঞানাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ"।১১। কৌস্তুভে ও শ্রীবৎসে "ওঁ ঐঁ নং প্রাণাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায়

অথ বাহ্যোপচারৈরন্তঃপূজা ॥

তস্মিন্ পীঠে তমাসীনং ভগবন্তং বিভাবয়ন্।
আসনাদ্যৈস্তু পুষ্পান্তৈর্যথাবিধ্যর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥ ১৫২ ॥
ততোমুখেঽর্চ্চয়েদ্বেণুং বনমালাঞ্চ বক্ষসি।

বং শক্ত্যাত্মনে উদরবন্ধে। ১৩। ওঁ ঔং লং জীবাত্মনে পীতবাসসি। ১৪। ওঁ অং ভাং রাগাত্মনে জঙ্ঘাভূষণে। ১৫। ওঁ অঃ যং যোন্যাত্মনে নূপুরে। ১৬। ওঁ হং স্বং আনন্দাত্মনে পদাঙ্গুলীয়কেষু। ১৭। ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে চক্রভ্রমণে ইতি। ১৮ ॥ ১৫১ ॥

তস্মিন্ স্বদেহবিষয়কপূজিতে পীঠে নিবিষ্টং তং কৃতন্যাসং প্রসাদাভিমুখং লিখিতলক্ষণং শ্রীকৃষ্ণং। আদ্যশব্দেন স্বাগতার্ঘ্য-পাদ্যাচমনীয়-স্নানীয়-বস্ত্রযুগল-পুনরাচমনীয় ভূষণানুলেপনানি। যথাবিধীতি। আসনাদ্যোর্ভূষণাদ্যৈরভ্যর্চ্চ্য ন্যাসস্থানেষু তত্তদক্ষরাদি ন্যাসাত্মকমন্ত্রেণ জলগন্ধাক্ষত পুষ্পৈরর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

নমঃ" ।১২। কটিবন্ধে "ওঁ ওং বং শক্ত্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" । ১৩। পীতবস্ত্রে "ওঁ ঔং লং জীবাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" । ১৪। জঙ্ঘাভূষণে "ওঁ অং ভাং রাগাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" । ১৫। নূপুরে "ওঁ অঃ য়ং যোন্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" । ১৬। পদের অঙ্গুরীয়কে "ওঁ হং স্বাং আনন্দাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" । ১৭। চক্রভ্রমণে "ওঁ সঃ হাং প্রকৃত্যাত্মনে সহস্রশীর্ষায় পুরুষায় নমঃ" । ১৮ ॥ ১৫১ ॥

অথ বাহ্য উপচার দ্বারা মানসপূজা ॥

সেই স্বদেহ বিষয়ক পূজিত পীঠে সেই ভগবান্ উপবেশন করিয়াছেন, এইরূপ ভাবনা করিয়া আসনাদি অর্থাৎ আসন, স্বাগতবাক্য, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্রযুগল, পুনরাচমনীয়, ভূষণ, জল, গন্ধ, আতপতণ্ডুল, ও পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধানে অর্চ্চনা করিবেন ॥ ১৫২ ॥
তাহার পর মুখে বেণু, বক্ষঃস্থলে বনমালা, দক্ষিণ স্তনের ঊর্দ্ধভাগে

দক্ষস্তনোর্দ্ধে শ্রীবৎসং সব্যে তত্রৈব কৌস্তুভং ॥ ১৫৩ ॥
বৈষ্ণবশ্চন্দনেনামুমালিপ্যোপকনিষ্ঠয়া।
প্রাগ্বদ্দীপশিখাকার-তিলকানি দ্বিষড়্ লিখেৎ ॥ ১৫৪ ॥
যথোক্তং পঞ্চভিঃ পুষ্পাঞ্জলিভিশ্চাভিপূজ্য তং।

তত্রৈব সব্যে বামস্তনোর্দ্ধে এবেত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

অমুং ভগবন্তং চন্দনেন আলিপ্য সম্যগনুলিপ্য শ্রীমদঙ্গেষু চন্দনেন ভক্তিচ্ছেদবিধিনা অনুলেপনং কৃত্বেত্যর্থঃ। প্রাগ্বদিতি পূর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রপ্রকরণে নিজাঙ্গেষু দ্বাদশতিলকনির্ম্মাণ-বিধির্যথা লিখিত স্তথৈব শ্রীভগবতো ভালাদিষু মূর্তিপঞ্জরন্যাসস্থানেষু মূর্ত্তিপঞ্জরমন্ত্রৈরনামিকয়া দীপশিখাকারাণি তিলকানি দ্বিষট্ দ্বাদশ লিখেৎ বিরচয়েদিত্যর্থঃ। বৈষ্ণব ইত্যস্যায়ং ভাবঃ। ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ যানি জ্ঞানপরৈঃ স্বাঙ্গেষ্বেব চন্দনালেপনাদীনি ক্রিয়ন্তে তানি শ্রীভগবদ্ভক্তিপরো ভগবত্যেব কুর্য্যাদিতি। এবং বৈষ্ণব ইত্যগ্রেঽপ্যনুবর্ত্ত্য তথৈব বোদ্ধব্যমিতি দিক্ ॥ ১৫৪ ॥

যথোক্তমিতি মূলমন্ত্রেণ পাদদ্বয়ে শ্বেতকৃষ্ণতুলসীভ্যামেকঃ পুষ্পাঞ্জলিঃ। তেনৈব হৃদয়ে শ্বেতরক্ত করবীরাভ্যামপরঃ। তেনৈব মূর্দ্ধ্নি শ্বেতরক্তপদ্মাভ্যাং তৃতীয়ঃ। তেনৈব পুনর্মূর্দ্ধ্নি তৈরেব তুলস্যাদিভিঃ ষট্ চতুর্থঃ। তেনৈব সর্ব্বতনৌ সর্ব্বৈরেব তৈঃ পঞ্চম ইত্যেবং পঞ্চভিঃ।

কৌস্তুভের পূজা করিবেন ॥ ১৫৩ ॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি চন্দন দ্বারা ইহাঁকে লেপন করিয়া অনামিকা দ্বারা ইহাঁর অঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রকরণে যেরূপ করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ দ্বাদশ তিলক রচনা করিবেন ॥

তাৎপর্য্য। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা ক্রমদীপিকার বিধানানুসারে নিজের অঙ্গে তিলক রচনা করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিনিষ্ঠ, তাঁহারা ভগবানের অঙ্গে করিয়া থাকেন ॥ ১৫৪ ॥

যথোক্ত বিধানে অর্থাৎ মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসীর সহিত পাদদ্বয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্বেত ও রক্ত করবীর পুষ্পের সহিত হৃদয়ে এক অঞ্জলি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক শ্বেত ও রক্ত-পদ্মের সহিত মস্তকে এক অঞ্জলি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ তুলসী প্রভৃতি

ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং মুখবাসাদি চার্পয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥
গীতাদিভিশ্চ সন্তোষ্য কৃষ্ণমস্মৈ ততোঽখিলং।
অশক্তো বহির্বর্চ্চায়ামর্পয়েজ্জপমাচরেৎ ॥ ১৫৬ ॥
অথান্তর্যাগমাহাত্ম্যং ॥
বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।

তত্রচ শ্বেতানি দক্ষিণভাগে অন্যানি চ বাম ইতি জ্ঞেয়ং। তং ভগবন্তং। ধূপাদিকঞ্চ যথোক্তমেবার্পয়েৎ। তত্তৎ প্রকারোঽগ্রে ব্যক্তো ভাবী। আদিশব্দেন তাম্বূলাদি ॥ ১৫৫ ॥

অনন্তরং গীতবাদ্যনৃত্যৈশ্চ কৃষ্ণং স্বদেহ এব সন্তোষ্য বহিঃ পূজায়ামশক্তশ্চেত্তর্হি ইদানীমেতস্মৈ কৃষ্ণায় অখিলং কর্ম্মাত্মানং চাগ্রে লেখ্যপ্রকারেণ সমর্পয়েৎ। ততোজপমাচরেৎ শক্তস্তু প্রত্যহং বহিঃ পূজানন্তরমেব কর্ম্মাদি সমর্পণং কৃত্বা জপং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

ধ্যানযোগস্য অন্তঃপূজালক্ষণস্য। ধ্যানযোগেঽস্যেতি বা পাঠঃ। ভাবাভাবকরঃ ভোগ-

দ্বারা পুনর্ব্বার মস্তকে ছয় অঞ্জলি (এই ছয় অঞ্জলি এক) এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত এক অঞ্জলি, এই পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা ইহাঁর পূজা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও মুখশোধন তাম্বূলাদি নিবেদন করিবেন ॥ ১৫৫ ॥

তাহার পর গীত বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি বিধান করিবেন। এইরূপ করিয়া, যদি বহিঃ পূজা আর করিতে না পারেন তাহা হইলে ইহাঁকেই সমস্ত সমর্পণ করিয়া জপ করিবেন ॥ ১৫৬ ॥

অথ অন্তর্যাগের মাহাত্ম্য ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥

সহস্র অশ্বমেধ এবং সহস্র বাজপেয় এক ধ্যানযোগের ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য হইতে পারে না ॥

একস্য ধ্যানযোগস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীবামনপ্রাদুর্ভাবে ॥

যন্নামোচ্চারণাদেব সর্ব্বে নশ্যন্ত্যুপদ্রবাঃ।

স্তোত্রৈর্ব্বা অর্হণাভির্ব্বা কিমু ধ্যানেন কথ্যতে ॥

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে ॥

অয়ং যো মানসোযাগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ।

সর্ব্বপাপৌঘশমনো ভাবাভাবকরো দ্বিজ।

সততাভ্যাসযোগেন দেহবন্ধাদ্বিমোচয়েৎ।

যশ্চৈবং পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে।

ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ॥ ইতি ॥ ১৫৭ ॥

স্মরণধ্যানয়োঃ পূর্ব্বং মাহাত্ম্যং লিখিতঞ্চ যৎ।

মোক্ষপ্রদ ইত্যর্থঃ। যদ্বা। ভাবাঃ বিবিধচিন্তাস্তাসামভাবকরঃ ॥ ১৫৭ ॥

তন্মাহাত্ম্যং ততোঽধিকং চাত্রান্তর্যাগে জ্ঞেয়ং বুধৈঃ। তত্র হেতুঃ তয়োঃ স্মরণ ধ্যান-

---

বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীবামনদেবের প্রাদুর্ভাব প্রকরণে ॥

যাঁহার কেবল নামোচ্চারণ, স্তব বা পূজা করিলেই সমুদায় উপদ্রব নষ্ট হইয়া যায়, তাহাঁকে ধ্যান করিলে যে কি হইবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥

নারদ পঞ্চরাত্রে শ্রীভগবান্ ও নারদ সম্বাদে ॥

হে ব্রহ্মন্! এই যে মানসীপূজা, ইহা জরা ব্যাধি ও ভয় নাশ করে, সমুদায় পাপ দমন করে ও সমুদায় চিন্তা দূর করে। যদি সর্ব্বদা করা যায় তাহা হইলে দেহবন্ধন হইতে মোচন করে। হে মহাবুদ্ধিশালিন্! হে মুনে! যিনি ক্রমবিহিত বিধানানুসারে পরমভক্তি সহকারে একবার মাত্র মানসীপূজা করেন, আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হই ॥ ১৫৭ ॥

পূর্ব্বে স্মরণ ও ধ্যানের যে মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, এই মানসী-

জ্ঞেয়ং তদধিকং চাত্রান্তর্যাগাঙ্গতয়া তয়োঃ।
এবং যথা সম্প্রদায়ং শক্ত্যা যাবন্মনঃসুখং।
অন্তঃপূজাং বিধায়াদাবারভেত বহিস্ততঃ॥ ১৫৮॥
তথা চোক্তং নারদেন॥
ধ্যাত্বা ষোড়শসংখ্যাতৈরুপচারৈশ্চ মানসৈঃ।
সম্যগারাধনং কৃত্বা বাহ্যপূজাং সমাচরেৎ॥
অথ বহিঃপূজা॥
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণমিত্যনুজ্ঞাপ্য বহিঃপূজাং সমাচরেৎ॥ ১৫৯॥
তত্র ত্বনেকশঃ সন্তি পূজাস্থানানি তত্র চ।

য়োরন্তর্যাগস্যাঙ্গত্বেন। অত্র শ্রীমূর্ত্তেশ্চিন্তনমপ্যস্তি পূজাদিকমপ্যস্তীত্যাধিক্যান্মাহাত্ম্যমপি ততোঽধিকমেব যুক্তমিতি ভাবঃ॥ ১৫৮॥

ধ্যাত্বা শ্রীভগবন্তং সঞ্চিন্ত্য॥ ১৫৯॥

তত্র বহিঃ পূজাচরণে তু পূজায়াঃ স্থানানি অধিষ্ঠানানি অনেকশঃ বহুপ্রকারাণি সন্তি। তত্র তেষু পূজাস্থানেষু শ্রীমূর্ত্তয়ঃ শ্রীভগবৎ প্রতিকৃতয়ো বহুবিধাঃ সন্তি। তথা বহুবিধা শাল-

পূজার মাহাত্ম্য তদপেক্ষা অধিক, যেহেতু স্মরণ ও ধ্যান ইহারই অঙ্গ॥

সম্প্রদায় ও মনস্তুষ্টি অনুসারে যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে অগ্রে মানসীপূজা সমাপন করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে॥ ১৫৮॥

নারদ ইহাই কহিয়াছেন॥

ধ্যান করত ষোড়শ মানস-উপচারে সম্যক্ প্রকারে আরাধনা করিয়া বাহ্যপূজা করিবে॥

অথ বহিঃ পূজা॥

হে ভগবন্! আমি বহিঃপূজা করিব তদ্বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বাহ্যপূজা আরম্ভ করিবে॥ ১৫৯॥

সেই সকল পূজাস্থানের মধ্যে আবার শ্রীমূর্ত্তি বহু প্রকার। শাল-

শ্রীমূর্ত্তয়ো বহুবিধাঃ শালগ্রামশিলাস্তথা ॥ ১৬০ ॥

অথ পূজাস্থানানি সংমোহনতন্ত্রে ॥

শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে স্থণ্ডিলে প্রতিমাদিষু।
হরেঃ পূজা তু কর্ত্তব্যা কেবলে ভূতলে ন তু ॥ ১৬১ ॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্রপূজাপদানি মে ॥ ১৬২ ॥
সূর্য্যেতু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাং।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোম্বঙ্গ যবসাদিনা ॥ ১৬৩ ॥

গ্রামশিলাশ্চ সন্তি ॥ ১৬০ ॥

স্থণ্ডিলং মন্ত্রাদিসংস্কৃতস্থলং তস্মিন্ ॥ ১৬১ ॥

মে মম ভদ্রাণি উত্তমানি পূজায়াঃ পদানি অধিষ্ঠানানি। ভদ্রেতি যন্ত্রাদ্যপেক্ষয়া। যদ্বা হে ভদ্র হে কল্যাণরূপোদ্ধবেতি পৃথক্ পদং ॥ ১৬২ ॥

তত্রৈবাধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনভেদানাহ সূর্য্যেত্বিতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া সূক্তোপস্থানাদিনা চ। অঙ্গ হে উদ্ধব ॥ ১৬৩ ॥

গ্রামশিলাও নানাবিধ ॥ ১৬০ ॥

অথ পূজার স্থান সকল যথা—সম্মোহনতন্ত্রে ॥

শালগ্রাম শিলায়, মন্ত্রে, যন্ত্রে, মন্ত্রাদি দ্বারা সংস্কৃতবেদিতে ও প্রতিমা প্রভৃতিতে হরির পূজা করিবে, কেবল ভূমিতলে করিবে না ॥ ১৬১ ॥

একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৪১—৪৫ শ্লোকে ॥

সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় ভূত, এই একাদশ পদার্থ আমার পূজার আধার স্বরূপ ॥১৬৩

হে উদ্ধব! ত্রয়ী বিদ্যোক্ত সূক্ত উপস্থানাদি দ্বারা সূর্য্যেতে, ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, অতিথি সৎকার দ্বারা ব্রাহ্মণেতে ও তৃণাদি দান দ্বারা গো সকলে আমাকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ১৬৩ ॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসংকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ।
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং॥ ১৬৪॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥ ১৬৫॥
অথ শ্রীমূর্ত্তয়ঃ॥
তত্রৈব॥
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

বন্ধুসংস্কৃত্যা বন্ধুসম্মাননেন। মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা। তোয়াদিভিদ্র্ব্যৈ স্তর্পণাদিনা তোয়ে। স্থণ্ডিলে ভুবি মন্ত্রহৃদয়ৈঃ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ। যদ্যপি তত্তৎ পূজায়াং গন্ধাদিকমপেক্ষ্যতে তথাপি তত্র তত্র ত্রয়ী বিদ্যাদীনাং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ তান্যেবোক্তানি॥ ১৬৪॥

সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু মধ্যে ধ্যেয়মাহ ধিষ্ণ্যেষ্বিতি। ইতি অনেনোক্তপ্রকারেণ এষু ধিষ্ণ্যেষু অধিষ্ঠানেষু মদ্রূপমেব ধ্যায়ন্নর্চ্চয়েৎ॥ ১৬৫॥

লৌহী লৌহং সুবর্ণাদি তন্ময়ী। লেপ্যা মৃচ্চন্দনাদিময়ী। হৃদি পূজায়াং মনোময়ী।

বন্ধুবৎ সংকার দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যান নিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়াকাশে, প্রাণ দৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জলাদি দ্রব্য দ্বারা জলে॥·

স্থণ্ডিলাধিকরণক মন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে, ভোগ দ্বারা আত্মাতে, ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সমভাব দ্বারা সর্ব্বভূতে আমার পূজা করিবে॥ ১৬৪॥

এইরূপে এই সকল অধিষ্ঠানেতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম যুক্ত চতুর্ভুজ শান্ত আমার বিগ্রহে সমাহিত চিত্তে ধ্যান করত অর্চ্চনা করিবে॥১৬৫॥

অথ শ্রীমূর্ত্তি সকল॥

একাদশস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে॥

শিলাময়ী, কাষ্ঠময়ী, ধাতুময়ী, লেপ্যা, লেখ্যা, বালুকাময়ী, মনোময়ী

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা মতা।
চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠাজীবমন্দিরং ॥ ১৬৬ ॥
উদ্বাসাবাহনে নস্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে।
অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ং।
স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনং।
গোপালমন্ত্রোদ্দিষ্টত্বাৎ তচ্ছ্রীমূর্ত্তিরপেক্ষিতা।
তথাপি বৈষ্ণবপ্রীত্যৈ লেখ্যাঃ শ্রীমূর্ত্তয়োঽখিলাঃ ॥ ১৬৭ ॥
অথ শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণানি ॥

যদ্যপি সর্ব্বাসামেব মনোময়ীত্বং ঘটতে তথাপি মনসি শ্রীভগবৎ পরিস্ফুর্ত্তির্বিশেষাপেক্ষয়া পৃথগুক্তা জীবয়তি চেতয়তীতি জীবো ভগবানেব তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানং। প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিমৈব। যদ্বা। প্রতিষ্ঠয়া কলান্যাসাদিনা ভগবন্মন্দিরং ভবতি ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীমূর্ত্তের্ভেদে বিশেষমাহ উদ্বাসেতি সার্দ্ধেন। উদ্বাসো বিসর্জনং স্থিরায়ামর্চ্চনে। অস্থিরায়াং শ্রীশালগ্রামশিলাদৌ বিকল্পঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়াং ন কুর্য্যাৎ অন্যত্র কুর্য্যাৎ অন্যত্র কুর্য্যাদ্বা ন বেতি অবিলেপ্যায়াং মৃণ্ময়লেখ্য ব্যতিরিক্তায়াং অন্যত্র বিলেপ্যায়াঞ্চ পরিমার্জনমেব ॥ ১৬৭ ॥

ও মণিময়ী, আমার প্রতিমা এই আট প্রকার হইয়া থাকে। চল ও অচল এই দুই প্রকার প্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন ॥ ১৬৬ ॥
হে উদ্ধব! তাহার মধ্যে স্থির প্রতিমার অর্চ্চনাতে আবাহন ও বিসর্জন নাই। অস্থির প্রতিমার অর্চ্চনাতে কোন কোন স্থানে আবাহন ও বিসর্জন আছে এবং চন্দনাদি নির্ম্মিত প্রতিমাকে বস্ত্র দ্বারা মার্জন করিবে ও তদ্ভিন্ন প্রতিমাকে জল দ্বারা স্নান করাইবে।
যাহা লেখা হইয়াছে, সমুদায়ই গোপালমন্ত্র উদ্দেশ করিয়া হইয়াছে। অতএব সেই শ্রীমূর্ত্তিই বর্ণন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের তুষ্টি জন্মিবে এই কল্পনা করিয়া সমুদায় শ্রীমূর্ত্তিই কীর্ত্তন করিব ॥ ১৬৭ ॥
অথ শ্রীমূর্ত্তির লক্ষণ সকল ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥

শ্রীভগবৎ শ্রীহয়শীর্ষ ব্রহ্ম সম্বাদে ॥

আদিমূর্ত্তির্বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণমথাসৃজৎ।
চতুর্মূর্ত্তিঃ পরং প্রোক্তমেকৈকো ভিদ্যতে ত্রিধা।
কেশবাদি প্রভেদেন মূর্ত্তির্দ্বাদশকং স্মৃতং ॥ ১৬৮ ॥
পঙ্কজং দক্ষিণে দদ্যাৎ পাঞ্চজন্যং তথোপরি।
বামোপরি গদা যস্য চক্রং চাধো ব্যবস্থিতং।
আদিমূর্ত্তেঽস্য ভেদোঽয়ং কেশবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১৬৯ ॥
অধরোত্তরভাবেন কৃতমেতত্তু যত্র বৈ।
নারায়ণাখ্যা সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা ভুক্তি মুক্তিদা ॥ ১৭০ ॥

অসৃজৎ পৃথক্ প্রকটয়ামাস ॥ ১৬৮ ॥

দক্ষিণে দক্ষিণাধঃ করে। তথোপরি দক্ষিণোর্দ্ধকরে। বামোপরি বামোর্দ্ধ করে। অধঃ বামাধঃ করে দদ্যাদিতি শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাবনবিধাবুক্তেঃ এবমন্যদগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ১৬৯ ॥

অধরোত্তরভাবেন কেশবস্য যদধঃ করস্থিতং নারায়ণস্য তদূর্দ্ধকরস্থমিত্যেবমিত্যর্থঃ ॥১৭০॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবান্ হয়গ্রীব ও ব্রহ্মসম্বাদে ॥

আদি মূর্ত্তি বাসুদেব, ইনি সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে চারিমূর্ত্তি প্রধান। এক এক মূর্ত্তির তিন তিন ভেদ। কেশবাদি ভেদে মূর্ত্তি দ্বাদশ প্রকার হয় ॥ ১৬৮ ॥

যে মূর্ত্তির দক্ষিণ নিম্নকরে পদ্ম ও দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং বাম নিম্নকরে চক্র ও বাম ঊর্দ্ধকরে গদা, সেই মূর্ত্তি আদি মূর্ত্তির এক ভেদ। উহাকে কেশবমূর্ত্তি কহে ॥ ১৬৯ ॥

যে মূর্ত্তিতে উক্ত ভাবের বিপর্য্যয় থাকে অর্থাৎ নিম্নের বস্তু ঊর্দ্ধে ও ঊর্দ্ধের বস্তু নিম্নে থাকে, সেই মূর্ত্তির নাম নারায়ণমূর্ত্তি, উহা স্থাপন করিলে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। তাৎপর্য্য। যে বস্তু কেশব মূর্ত্তির নিম্নকরে থাকে, সেই বস্তু নারায়ণমূর্ত্তিতে ঊর্দ্ধকরে থাকিবে॥১৭০

সব্যাধঃপঙ্কজং যস্য পাঞ্চজন্যং তথোপরি।
দক্ষিণোর্দ্ধং গদা যস্য চক্রং চাধোব্যবস্থিতং।
আদিমূর্ত্তেস্তু ভেদোঽয়ং মাধবেতি প্রকীর্ত্ত্যতে।
দক্ষিণাধঃস্থিতং চক্রং গদা যস্যোপরিস্থিতা।
বামোর্দ্ধসংস্থিতং পদ্মং শঙ্খং চাধো ব্যবস্থিতং।
সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং গোবিন্দেতি প্রকীর্ত্ত্যতে।
দক্ষিণোপরি পদ্মস্তু গদা চাধোব্যবস্থিতা।
সঙ্কর্ষণস্য ভেদোঽয়ং বিষ্ণুরিত্যভিশব্দ্যতে।
দক্ষিণোপরি শঙ্খঞ্চ চক্রং চাধঃ প্রদৃশ্যতে।
বামোপরি তথা পদ্মং গদাচাধঃ প্রদৃশ্যতে।
মধুসূদননামায়ং ভেদঃ সঙ্কর্ষণস্য চ।

শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণয়োর্ভেদং মূর্ত্তিষট্কমুক্ত্বা শ্রীপ্রদ্যুম্নস্য ভেদং মূর্ত্তিত্রয়ং ষট্শ্লোক্যা নির্দ্দিশন্ তত্রাদৌ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তিমাহ দক্ষিণোর্দ্ধমিতি সার্দ্ধেন। দক্ষিণোর্দ্ধং করং ব্যাপ্য দক্ষিণোর্দ্ধে ইতি সপ্তম্যন্তপাঠো বা। এবমগ্রেঽপি। শঙ্খমিত্যাদি নপুংসকত্বমার্ষং। এব-

যে মূর্ত্তির বাম নিম্নকরে পদ্ম এবং বাম ঊর্দ্ধকরে শঙ্খ, আর দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে গদা এবং দক্ষিণ নিম্নকরে চক্র, তাহাও আদিমূর্ত্তি বাসুদেবের ভেদ, উহাকে মাধবমূর্ত্তি বলে॥

যে মূর্ত্তির দক্ষিণ নিম্নকরে চক্র এবং দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে গদা, আর বাম ঊর্দ্ধকরে পদ্ম এবং বাম নিম্নকরে শঙ্খ, সেই মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণের একভেদ, তাঁহার নাম গোবিন্দ॥

যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে পদ্ম এবং দক্ষিণ নিম্নকরে গদা, তাহা সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তির ভেদ, ঐ মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি কহে॥

যে মূর্ত্তির দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে শঙ্খ ও দক্ষিণ নিম্নকরে চক্র এবং বাম ঊর্দ্ধকরে পদ্ম ও বাম অধঃকরে গদা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মূর্ত্তির নাম মধুসূদন। সেও সঙ্কর্ষণমূর্ত্তির ভেদ॥

বামোর্দ্ধসংস্থিতং চক্রমধঃশঙ্খং প্রদৃশ্যতে।
ব্রহ্মাণ্ডগং বামপদং দক্ষিণং শেষপৃষ্ঠগং ॥ ১৭১ ॥
বলিবঞ্চনসংযুক্তং বামনঞ্চাপ্যধঃ স্থিতং ॥ ১৭২ ॥
বামোর্দ্ধে কৌমুদী যস্য পুণ্ডরীকমধঃস্থিতং।
দক্ষিণোর্দ্ধং সহস্রারং পাঞ্চজন্যমধঃ স্থিতং।
সপ্ততালপ্রমাণেন বামনং কারয়েৎ সদা।
ঊর্দ্ধং দক্ষিণতশ্চক্রমধঃপদ্মং ব্যবস্থিতং।
পদ্মা পদ্মকরা বামে পার্শ্বে যস্য ব্যবস্থিতা।
স্থিতো বাপ্যুপবিষ্টো বা সানুরাগোবিলাসবান্।
প্রদ্যুম্নস্য হি ভেদোঽয়ং শ্রীধরেতি প্রকীর্ত্ত্যতে ॥ ১৭৩ ॥

মগ্রেঽপ্যন্তদূহং ॥ ১৭১ ॥

শ্রীবামনমূর্ত্তিমাহ্। বলীতি দ্বাভ্যাং। অধঃস্থিতং ভূতলে অবস্থিতমিত্যাদিকং ত্রিবিক্রমাদ্বিশেষঃ ॥ ১৭২ ॥

কৌমুদী কৌমোদকী গদা ॥ ১৭৩ ॥

যাঁহার বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র, বাম অধঃকরে শঙ্খ, বামপদ ব্রহ্মাণ্ডগামী ও দক্ষিণপদ অনন্তের পৃষ্ঠগত। ঐ মূর্ত্তির নাম ত্রিবিক্রম ॥ ১৭১ ॥

বামনমূর্ত্তি বলিকে ছলনা করিতেছেন এবং ভূমিতলে উপবেশন করিয়া আছেন ॥ ১৭২ ॥

ইহাঁর বাম ঊর্দ্ধকরে গদা, বাম অধঃকরে পদ্ম, দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে চক্র এবং দক্ষিণ অধঃকরে শঙ্খ। সপ্ততাল অর্থাৎ সাত বিস্তৃত করতলের পরিমাণে বামনমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে ॥

যে মূর্ত্তির দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে চক্র, দক্ষিণ অধঃকরে পদ্ম, লক্ষ্মী পদ্মহস্তে বামপার্শ্বে অবস্থিত। দণ্ডায়মান রহিয়াছেন অথবা উপবেশন করিয়া আছেন, অনুরাগে পরিপূর্ণ, বিলাসী, সেই মূর্ত্তির নাম শ্রীধরমূর্ত্তি, উহা প্রদ্যুম্নের ভেদ ॥ ১৭৩ ॥

দক্ষিণোর্দ্ধং মহাচক্রং কৌমুদী তদধঃ স্থিতা।
বামোর্দ্ধে নলিনং যস্য অধঃ শঙ্খং বিরাজতে।
হৃষীকেশেতি বিজ্ঞেয়ঃ স্থাপিতঃ সর্ব্বকামদঃ।
দক্ষিণোর্দ্ধে পুণ্ডরীকং পাঞ্চজন্যমধস্তথা।
বামোর্দ্ধে সংস্থিতং চক্রং কৌমুদী তদধঃ স্থিতা।
পদ্মনাভেতি সা মূর্ত্তিঃ স্থাপিতা মোক্ষদায়িনী ॥ ১৭৪ ॥
দক্ষিণোর্দ্ধে পাঞ্চজন্যমধস্তাত্তু কুশেশয়ং।
সব্যোর্দ্ধে কৌমুদী চৈব হেতিরাজমধঃস্থিতং।
অনিরুদ্ধস্য ভেদোঽয়ং দামোদর ইতি স্মৃতঃ।
এতেষান্ত স্ত্রিয়ৌ কার্য্যে পদ্মবীণাধরে শুভে।
ইতি ক্রমেণ মার্গাদিমাসাধিপাঃ কেশবাদয়ো দ্বাদশ ॥ ১৭৫ ॥
অথ সিদ্ধার্থসংহিতায়াং চতুর্বিংশতিমূর্ত্তয়ঃ।

অনিরুদ্ধস্য ভেদং শ্রীহৃষীকেশাদিত্রয়মাহ। দক্ষিণোর্দ্ধমিতি ত্রিভিঃ ॥ ১৭৪ ॥
কুশেশয়ং পদ্মং। হেতিরাজং চক্রং ॥ ১৭৫ ॥

যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে মহাচক্র, দক্ষিণ অধঃকরে গদা, বাম ঊর্দ্ধকরে পদ্ম এবং বাম অধঃকরে শঙ্খ, এই মূর্ত্তিকে হৃষীকেশ মূর্ত্তি কহে, ইনি স্থাপিত হইলে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করেন ॥

যাঁহার দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে পদ্ম, বাম অধঃকরে শঙ্খ এবং বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র ও বাম অধঃকরে গদা, সেই মূর্ত্তির নাম পদ্মনাভ। এই পদ্মনাভ মূর্ত্তি স্থাপনা করিলে মোক্ষ হয় ॥ ১৭৪ ॥

দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে শঙ্খ, দক্ষিণ অধঃকরে পদ্ম এবং বাম ঊর্দ্ধকরে গদা ও বাম অধঃকরে চক্র, এই মূর্ত্তির নাম দামোদর ইহা অনিরুদ্ধের ভেদ। এই সকল মূর্ত্তির পদ্মবীণাধারিণী মঙ্গলরূপা দুই ২ স্ত্রী করিবে। কেশবাদি মূর্ত্তি সকল পূর্ব্বোক্ত ক্রমে অগ্রহায়ণাদি দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১৭৫ ॥

অথ সিদ্ধার্থসংহিতায় চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি ॥

বাসুদেবো গদা শঙ্খ চক্র পদ্মধরো মতঃ।
পদ্মং শঙ্খং তথা চক্রং গদাং বহতি কেশবঃ।
শঙ্খং পদ্মং গদাঞ্চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ সদা।
গদাঞ্চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ।
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তেঽপ্যধোক্ষজঃ॥ ১৭৬॥
সঙ্কর্ষণো গদা শঙ্খ পদ্ম চক্রধরঃ স্মৃতঃ।
চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ।
গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ।
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ।
গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা।
শঙ্খং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ পদ্মমুদ্বহেৎ।
চক্রং শঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে।
পদ্মং কৌমোদকীং চক্রং শঙ্খং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা।

পুরুষোত্তমো ধত্তে॥ ১৭৬॥

ধরতে ধরতি। আত্মনেপদমার্ষং। যো বিভর্ত্তি স বিষ্ণুঃ এবমগ্রেঽপি॥ ১৭৭॥

বাসুদেব গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। নারায়ণ সর্ব্বদা শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন। মাধব গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম বহন করেন। পুরুষোত্তম চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা। অধোক্ষজ পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন॥ ১৭৬॥

সঙ্কর্ষণ গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র। গোবিন্দ চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ। বিষ্ণু গদা, পদ্ম, শঙ্খ ও চক্র। মধুসূদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা। অচ্যুত গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। উপেন্দ্র শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম। প্রদ্যুম্ন চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম। ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ। বামন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। শ্রীধর পদ্ম, চক্র, গদা ও

পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো বহতে ভুজৈঃ।
চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ।
পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ।
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদা শঙ্খ পদ্ম লসদ্ভুজঃ।
হৃষীকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ।
পদ্মনাভো বহেৎ শঙ্খং পদ্মং চক্রং গদাং তথা॥
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরঃ সদা।
শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ।
শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্ব্বিভর্ত্তি যঃ॥ ১৭৭॥
এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ॥ ১৭৮॥

দক্ষিণে যো হধঃস্থিতকরস্তৎ ক্রমাদিত্যেবমাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ পশ্চাদূর্দ্ধ দক্ষিণকরঃ ততো বামোর্দ্ধকরঃ ততো বামাধস্তনকরঃ ইতি ক্রমঃ। এবং শ্রীবাসুদেবস্থাধো দক্ষিণকরে গদা। ঊর্দ্ধ দক্ষিণকরে শঙ্খঃ। ঊর্দ্ধ বামকরে চক্রং। অধো বামকরে পদ্মমিতি জ্ঞেয়ং। তথা-চোক্তং শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যপাদৈঃ। কেমসংদাবাসুপ্রহ্যবিমানি পূর্ব্বধোজনাঃ। গোত্রি শ্রীহৃনৃ-সিংহাচ্যুতবানাপোপে হ কৃক্রমাদিতি। অস্যার্থঃ। কেশব মধুহূদন সঙ্কর্ষণ দামোদর বাসুদেব প্রহ্যম্ন বিষ্ণু মাধব অনিরুদ্ধ পুরুষোত্তমাধোক্ষজ জনার্দ্দন গোবিন্দ ত্রিবিক্রম শ্রীধর হৃষীকেশ

শঙ্খ। নরসিংহ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ। জনার্দ্দন পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা। অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম। হৃষীকেশ গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ। পদ্মনাভ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা। দামোদর পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ। হরি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা। বিষ্ণু শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র বাহুতে ধারণ করেন॥ ১৭৭॥

দক্ষিণ অধঃকর-ক্রমে এই সকল মূর্ত্তির শঙ্খাদি ধারণ জানিবে। তাৎপর্য্য। প্রথমতঃ দক্ষিণ অধঃকর, পরে দক্ষিণ বামকর, তাহার পর বাম ঊর্দ্ধকর, শেষে বাম অধঃকর। তাহা হইলে আদিবাসুদেব মূর্ত্তি দক্ষিণ অধঃকরে গদা, দক্ষিণ ঊর্দ্ধকরে শঙ্খ, বাম ঊর্দ্ধকরে চক্র এবং বাম

মৎস্যপুরাণে চ ॥

এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং প্রতিমালক্ষণন্তথা।
বিস্তরেণ ন শক্নোতি বৃহস্পতিরপি দ্বিজা ইতি ॥
সেবানিষ্ঠা হরেঃ শ্রীমদ্বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ।
প্রাকট্যাদখিলাঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তিং বহু মন্যতে।
সেব্যা নিজ নিজৈরেব মন্ত্রৈঃ স্বস্বেষ্টমূর্ত্তয়ঃ।
শালগ্রামাত্মকে রূপে নিয়মো নৈব বিদ্যতে।

নৃসিংহাচ্যুত বামন নারায়ণ পদ্মনাভোপেন্দ্র হরিকৃষ্ণাখ্যা শ্চতুর্বিংশতি শ্রীমূর্ত্তয়ঃ ক্রমাৎ জ্ঞেয়া ইতি। এষাং দক্ষিণোর্দ্ধকরমারভ্য ক্রমেণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মানি জ্ঞেয়ানি। তথাচ তৎ পিতৃ শ্রীরামাচার্য্যপাদৈরুক্তং। কেশবাদি কৃষ্ণান্তমূর্ত্তি ষট্‌ক চতুষ্টয়ে। সব্যাপসব্যে গণ-য়েৎ পুনঃ কোণাৎ তথৈবচ। সব্যমেত্য পুনঃ কোণাদপসব্যন্ত কোণত ইতি। অয়মর্থঃ। সব্যেন শঙ্খাদৌ গণ্যমানে কেশবঃ। অপসব্যেন মধুসূদনঃ। কোণগত্যা কোণাচ্চ তস্মাৎ সব্যেন সঙ্কর্ষণঃ। অপসব্যেন দামোদরঃ। সব্যমাগত্য কোণাদ্গণ্যমানে বাসুদেবঃ। অপ-সব্যমাগত্য কোণতঃ প্রদ্যুম্নঃ। এবং বামোর্দ্ধকরমারভ্য বিষ্ণুঃ মাধবঃ অনিরুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ অধোক্ষজঃ জনার্দ্দন ইতি ষট্ বামাধঃ করমারভ্য গোবিন্দস্ত্রিবিক্রমঃ শ্রীধরো হৃষীকেশঃ নৃসিংহঃ অচ্যুত ইতি ষট্। দক্ষিণাধঃ করমারভ্য বামনো নারায়ণঃ পদ্মনাভঃ উপেন্দ্রঃ হরিঃ কৃষ্ণ ইতি ষট্ গণয়েদিতি। ইত্থং তত্তন্নির্দ্ধারঃ কার্য্যঃ ॥ ১৭৮ ॥

ননু এতাবত্য এব শ্রীমূর্ত্তয়োঽন্যা বা লিখতি এতদিতি। বিস্তরেণ বক্তুং ন শক্নোতি। হে দ্বিজাঃ শৌনকাদয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

অধঃকরে পদ্ম ধারণ করেন ॥ ১৭৮ ॥

মৎস্যপুরাণে কহিয়াছেন ॥

এই সকল প্রতিমা লক্ষণ-উদ্দেশে উল্লেখ করিলাম। হে দ্বিজ-সকল! বিস্তার করিয়া বলিতে স্বয়ং বৃহস্পতিও সমর্থ হয়েন না ॥

যাবতীয় অবয়বের বিশেষ বিশেষ প্রকাশ আছে, একারণ হরিসেবা-তৎপর পঞ্চরাত্র মতাবলম্বী সাধু সকল বলিয়া থাকেন শ্রীমূর্ত্তি বিবিধ প্রকার। নিজ নিজ মন্ত্র দ্বারা শালগ্রামময় রূপে আপন আপন

দ্বিভুজা জলদশ্যামা ত্রিভঙ্গীমধুরাকৃতিঃ।
সেব্যা ধ্যানানুরূপৈশ্চ মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥ ১৭৯॥
অন্যাশ্চ বিবিধা শ্রীমদবতারাদিমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাদুর্ভাববিধাবগ্রে লেখ্যাস্তত্তদ্বিশেষতঃ॥ ১৮০॥
নিত্যকর্ম্ম প্রসঙ্গেঽত্রমূর্ত্তিজন্মপ্রতিষ্ঠয়োঃ।

নমু শঙ্খাদিধারি চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তয়ো লিখিতাঃ নতু শ্রীনৃসিংহ রঘুনাথাদি বিশেষমূর্ত্তয়ঃ তত্তত্তৈক্তেঃ কীদৃশী তত্তন্মূর্ত্তিরুপাস্যা বিশেষতশ্চাত্র শ্রীগোপালদেবস্য পূজাবিধিলিখনে তস্য প্রকৃতিরবশ্যং বিজ্ঞাতুমুপেক্ষ্যতে তত্র লিখতি। অন্যাশ্চেতি। আদিশব্দেন চতুর্ব্যূহ পার্ষদাদয়ঃ। অগ্রে লেখ্য শ্রীমূর্ত্তিপ্রাদুর্ভাববিধৌ লেখ্যাঃ। যদ্যপি শ্রীমদ্গোপালদেবস্যাষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রতঃ লিখ্যতেঽর্চ্চাবিধিরিত্যনেন এতদ্বিলাসারম্ভে শ্রীমদ্গোপালদেবস্যৈব পূজা. বিধি লিখনং প্রতিজ্ঞাতং তদেবাত্রোপাদেয়ঞ্চ অতস্তস্যৈব শ্রীমূর্ত্তিরপি লিখিতুমুপযুজ্যতে। তথাপি গ্রন্থারম্ভে শ্রীবৈষ্ণবানাং সর্ব্বেষামেব সামান্যতোঽবশ্য কৃত্যকর্ম্ম লিখনং প্রতিজ্ঞাতমস্তীত্যশেষ শ্রীমূর্ত্ত্যপেক্ষয়া তত্তদ্বিশেষ বিজ্ঞানার্থং তথা ইতস্ততো বর্ত্তমান বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি পরিচর্য্যার্থঞ্চ প্রসঙ্গাদন্যা অপি শ্রীমূর্ত্তয়োঽত্র লিখিতাঃ যথা নৃসিংহপরিচর্য্যাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্যাদিভিঃ সর্ব্বা এব তা ইতি। এবমন্যদপ্যূহ্যং॥ ১৮০॥

নমু প্রতিষ্ঠায়া ভগবন্মন্দিরং ভবতীত্যুক্তেঃ প্রতিষ্ঠা বিধিস্তথা শ্রীমুখাদ্যবয়ব পরিমাণাদিনা শ্রীমূর্ত্তি প্রাদুর্ভাব প্রকারশ্চাত্রাপেক্ষ্যতে তত্র লিখতি নিত্যেতি। অত্র অস্মিন্নিত্য কর্ম্ম লিখন প্রকরণে। মূর্ত্তেঃ প্রতিকৃতেঃ জন্ম প্রাদুর্ভাবঃ প্রতিষ্ঠা চ তয়োর্বিধিঃ লিখিতুমযোগ্যোঽতোঽগ্রে কদাচিৎক কৃত্য লিখনে॥ ১৮১॥

অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করিবে, তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম নাই॥

ধ্যানানুরূপ মূর্ত্তি সকলে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিবে। এই মূর্ত্তি মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, স্থান ত্রয়ে বক্র এবং মোহনাকৃতি॥১৭৯॥

ভগবানের অবতারাদি অন্যান্য বিবিধ মূর্ত্তি, ইহার পর প্রাদুর্ভাব বিধি লিখন স্থলে বিশেষ করিয়া লিখিব॥ ১৮০॥

উপস্থিত নিত্যকর্ম্ম প্রসঙ্গ, এস্থলে মূর্ত্তি সকলের প্রাদুর্ভাব ও

বিধি র্ন লিখিতুং যোগ্যঃ স তু লেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥ ১৮১ ॥

অথ শালগ্রামশিলাঃ।

গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

গণ্ডক্যাশ্চৈব দেশে চ শালগ্রামস্থলং মহৎ।
পাষাণং তদ্ভবং যত্তৎ শালগ্রামমিতি স্মৃতং ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

স্নিগ্ধা কৃষ্ণা পাণ্ডরা বা পীতা নীলা তথৈব চ।
বক্রা রুক্ষা চ রক্তা চ মহাস্থূলা ত্বলাঞ্ছিতা।
কপিলা দর্দ্দুরা ভগ্না বহু চক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ বা পুনঃ।
বদ্ধচক্রাথ বা কাচিদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী ॥

অথ তাসাং বর্ণাদি ভেদেন গুণদোষৌ ॥

তত্রৈব ॥

দর্দ্দুরা দর্দ্দুরো ভেকস্তদাকারেত্যর্থঃ কর্ব্বুরেতি পাঠে মিশ্রবর্ণা ॥ ১৮২ ॥

প্রতিষ্ঠা বিধি লেখা উচিত নহে, পরে লেখা যাইবে ॥ ১৮১ ॥

অথ শালগ্রামশিলা সকল ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

গণ্ডকীনদীর প্রদেশে বিস্তৃত শালগ্রামস্থলী আছে, সেই স্থলীতে যে প্রস্তর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শালগ্রাম ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

শালগ্রাম স্নিগ্ধবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, বক্র, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, অতিস্থূল, চিহ্ন শূন্য, কপিলবর্ণ, ভেকাকার, ভগ্ন, বহুবক্র বিশিষ্ট, এক চক্র বিশিষ্ট, বৃহন্মুখশালী, বৃহচ্চক্র সম্পন্ন, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র বা অধোমুখ ॥

অথ বর্ণাদিভেদে এই সকল শিলার গুণদোষ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে ॥

স্নিগ্ধা সিদ্ধিকরী মন্ত্রে কৃষ্ণা কীর্ত্তিং দদাতি চ।
পাণ্ডুরা পাপদহনী পীতা পুত্রফলপ্রদা।
নীলা সন্দিশতে লক্ষ্মীং রক্তা রোগপ্রদায়িকা।
রুক্ষা চোদ্বেগদা নিত্যং বক্রা দারিদ্র্যদায়িকা।
স্থূলা নিহন্তি চৈবায়ু র্নিষ্ফলা তু অলাঞ্ছিতা।
কপিলা কর্ব্বুরা ভগ্না বহু চক্রৈকচক্রিকা।
বৃহন্মুখী বৃহচ্চক্রা লগ্নচক্রাথ বা পুনঃ ॥ ১৮২ ॥
বদ্ধচক্রাথ বা যা স্যাদ্ভগ্নচক্রা ত্বধোমুখী।
পূজয়েদ্যঃ প্রমাদেন দুঃখমেব লভেত সঃ ॥ ১৮৩ ॥
অগ্নিপুরাণে চ ॥
তথা ব্যালমুখী ভগ্না বিষমা বদ্ধচক্রিকা।
বিকারাবর্ত্তনাভিশ্চ নারসিংহী তথৈব চ।

বদ্ধচক্রা অব্যক্তচক্রা রক্তাদিকা এতা যঃ পূজয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥

ব্যালমুখী ব্যালস্যেব মুখং যস্যাঃ সা। বিষমা পরস্পরাসম্মুখচক্রা বিকাররূপৈরাবর্ত্তৈ-

যে শিলা স্নিগ্ধবর্ণ তাহা মন্ত্রের সিদ্ধি দান করেন, কৃষ্ণবর্ণশিলা কীর্ত্তি দান করেন, পাণ্ডুবর্ণ পাপনাশক, পীতবর্ণ পুত্রফল প্রদান করেন, নীলবর্ণ লক্ষ্মী বৃদ্ধি এবং রক্তবর্ণ রোগোৎপাদন করেন। রুক্ষ নিরন্তর উদ্বেগ জন্মান। বক্র দরিদ্র করেন, স্থূল আয়ু নাশ করেন, চিহ্নশূন্যের পূজায় কোন ফল নাই। কপিলবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ, ভগ্ন, বহুচক্র, একচক্র, বৃহন্মুখ, বৃহচ্চক্র এবং লগ্নচক্র ॥ ১৮২ ॥

অথবা বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র ও অধোমুখ শালগ্রাম শিলা যে ব্যক্তি প্রমাদ বশতঃ পূজা করেন, তিনি নিশ্চয় দুঃখলাভ করেন ॥ ১৮৩ ॥

অগ্নিপুরাণেতেও ॥

যে শিলার মুখ সর্পমুখের ন্যায়, যে শিলা ভগ্ন, যাঁহার চক্র পরস্পর সম্মুখীন, যে শিলার চক্র বদ্ধ, যাহার নাভিস্থলে বিকার রূপ আবর্ত্ত

কপিলা বিভ্রমাবর্ত্তা রেখাবর্ত্তা চ যা শিলা।
দুঃখদা সা তু বিজ্ঞেয়া সুখদা ন কদাচন ॥ ১৮৪ ॥
স্নিগ্ধা শ্যামা তথা মুক্তাঽমায়া বা সমচক্রিকা।
ঘোণিমূর্ত্তিরনন্তাখ্যা গম্ভীরা সম্পুটা তথা।
সূক্ষ্মমূর্ত্তিরমূর্ত্তিশ্চ সংমুখা সিদ্ধিদায়িকা।
ধাত্রীফলপ্রমাণা যা করেণোভয়সম্পুটা।
পূজনীয়া প্রযত্নেন শিলা চৈতাদৃশী শুভা ॥ ১৮৫ ॥
ইষ্টা তু যস্য যা মূর্ত্তি স তাং যত্নেন পূজয়েৎ।

রূপলক্ষিতা নাভিশ্চক্রমধ্যোন্নতভাগো যস্যাঃ সা। বিভ্রমাবর্ত্তা সন্দিগ্ধাবর্ত্তা। রেখাবর্ত্তা রেখামণ্ডলময়াবর্ত্তা ॥ ১৮৪ ॥

মুক্তা মুক্তাফলাকৃতিবর্ত্তুলা। অমায়া অকৃত্রিমা ইতি সর্ব্বত্রান্বেতি। যদ্বা। সন্ধানাদি কর্ম্মরহিতা। ঘোণিঃ বরাহস্তদ্বন্মূর্ত্তি র্যস্যাঃ অগ্রে লেখ্যলক্ষণ-বরাহমূর্ত্তির্ব্বা। সম্পুটা সমপুটা। অমূর্ত্তি র্বাসুদেবমূর্ত্তিঃ। অকারো বাসুদেবঃ স্যাদিতি অভিধানাৎ। সম্মুখা সমমুখা। করেণোভয়সম্পুটা করপৃষ্ঠবদুন্নতা করতলং সমাচ ॥ ১৮৫ ॥

অর্থাৎ নাভিস্থল রীতিমত প্রকাশিত নহে এবং প্রকাশ না হওয়াতেই আবর্ত্ত (ঘুরাণ রেখা) হইয়াছে। যে শিলা নরসিংহমূর্ত্তি, যাহার বর্ণ কপিল, যে শিলার আবর্ত্ত বিষয়ে সন্দেহ জন্মে এবং যাহার আবর্ত্ত রেখাময়, সে শিলা অর্চ্চনা করিলে দুঃখ হয়, কখনই সুখলাভ হয় না ॥ ১৮৪ ॥

স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ, মুক্তাফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার, অকৃত্রিম, সমচক্র, বরাহাকৃতি, গভীরনাভি, সমপুট, সূক্ষ্মমূর্ত্তি, বাসুদেবমূর্ত্তি, সমমুখ, পরিমাণে আমলকীফলের সমান, করপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত এবং করতলের সমানাকৃতি শিলা সকল যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, এ সকল মঙ্গল প্রদান করেন ॥ ১৮৫ ॥

যাঁহার যে মূর্ত্তি অভীষ্ট, তিনি যত্ন পূর্ব্বক সেই মূর্ত্তি অর্চ্চনা করি-

পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥ ইতি ॥ ১৮৬ ॥

দোষাশ্চৈতে সকামার্চ্চনবিষয়াঃ ॥

যত উক্তং শ্রীভগবতা ব্রাহ্মে ॥

খণ্ডিতং স্ফুটিতং ভগ্নং পার্শ্বভিন্নং বিভেদিতং।

শালগ্রামসমুদ্ভূতং শৈলং দোষাবহং নহি ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীরুদ্রেণ চ স্কান্দে ॥

খণ্ডিতং ত্রুটিতং ভগ্নং শালগ্রামে ন দোষভাক্।

ইষ্টাতু যস্য যা মূর্ত্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ ॥ ১৮৮ ॥

তথা ॥

চক্রং বা কেবলং তত্র পদ্মেন সহ সংযুতং ॥

পূজিতে পূজনে কৃতে সতি॥ ১৮৬ ॥

শৈলং শিলায়াঃ সমূহঃ ॥ ১৮৭।

খণ্ডিতমিত্যাদি ভাবে ক্ত প্রত্যয়ান্তং ॥ ১৮৮ ॥

বেন। অর্চ্চনা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ফল পাইবেন ॥ ১৮৬ ॥

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা হইল তৎসমুদায় সকাম পূজা-বিষয়ক, যেহেতু ব্রহ্মপুরাণে ভগবান্ কহিয়াছেন। খণ্ডিত হউক, স্ফুটিত হউক, ভগ্ন হউক, পার্শ্বে ভগ্ন হউক বা বিভিন্নই হউক, শাল-গ্রামস্থলীতে উৎপন্ন শিলায় কোন দোষ নাই ॥ ১৮৭ ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীরুদ্র কহিয়াছেন ॥

খণ্ডিত হউক, স্ফুটিত হউক বা ভগ্ন হউক, শালগ্রামশিলার কোন দোষ নাই। যাহার যে মূর্ত্তি অভীষ্ট, তিনি যত্ন সহকারে সেই মূর্ত্তি পূজা করিবেন ॥ ১৮৮ ॥

আরও বলি ॥

শিলাতে যদি পদ্মচিহ্ন সংযুক্ত কেবল চক্রচিহ্ন অথবা কেবল বন-

কেবলা বনমালা বা হরি র্লক্ষ্ম্যা সহ স্থিতঃ ॥ ইতি ॥ ১৮৯ ॥
মুখ্যাঃ স্নিগ্ধাদয় স্তত্রামুখ্যা রক্তাদয়ো মতাঃ।
মুখ্যাভাবে ত্বমুখ্যাহি পূজ্যা ইত্যুচ্যতে পরৈঃ ॥ ১৯০ ॥
অথ তাসামেব লক্ষণবিশেষেণ সংজ্ঞাবিশেষঃ ॥
ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদে ॥
নিবসামি সদা ব্রহ্মন্ শালাগ্রামাখ্যবেশ্মনি।
তত্রৈব রথচক্রাঙ্কভেদনামানি মে শৃণু ॥ ১৯১ ॥
দ্বারদেশে সমে চক্রে দৃশ্যতে নান্তরীয়কে।
বাসুদেবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শুক্লাভশ্চাতিশোভনঃ ॥ ॥ ১৯২ ॥

তথাপি লক্ষ্ম্যা সহ ভগবান্ তত্র তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥

পূজ্যাপূজ্যত্বয়োঃ কেষাঞ্চিন্মতং লিখতি মুখ্যা ইতি। মুখ্যানাং স্নিগ্ধাদীনামভাবে সতি অমুখ্যা রক্তাদয় এব পূজ্যাঃ। যদিচ মুখ্যা লভ্যন্তে তদান্যপূজনে তত্তদ্দোষ এবেত্যর্থঃ ॥১৯০॥

রথস্যেব চক্রং রথচক্রাকারং যৎ সুদর্শনচক্রং তস্য অঙ্কে চিহ্নবিষয়ে যো ভেদস্তস্মিন্ সতি যানি নামানি নামভেদা ভবন্তি তানি মে মত্তঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ১৯১ ॥

নান্তরীয়কে অবান্তরে। যদ্বা। অন্তরং মধ্যং অন্তরা বিচ্ছেদো বা তদ্বিহীনে। অনতিমধ্যদেশস্থে সংলগ্নে বেত্যর্থঃ ॥ ১৯২ ॥

মালার চিহ্ন থাকে তাহা হইলে হরি লক্ষ্মীর সহিত তাহাতে বাস করেন ॥ ১৮৯ ॥

অন্যান্য পণ্ডিতেরা কহেন, স্নিগ্ধবর্ণাদি শিলা প্রধান, আর রক্তবর্ণাদি অপ্রধান। প্রধান না পাইলে অপ্রধানের পূজা করিতে হয় ॥ ১৯০ ॥

লক্ষণভেদে ঐ সকল শিলার নাম ভেদ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমি শালগ্রাম নামক গৃহে সর্ব্বদা বাস করি। ঐ শিলাতেই চক্রচিহ্নের ভেদ থাকিলে নামও ভিন্ন হয়, সেই সকল নাম আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৯১ ॥

যে শিলার দ্বারদেশে দুইটী সমান চক্র, নিতান্ত মধ্যদেশে অবস্থিত নহে, আর যাহা দেখিতে শুক্লবর্ণ ও অতি মনোহর তাঁহার

দ্বে চক্রে একলগ্নেতু পূর্ব্বভাগস্তু পুষ্কলঃ।
সংকর্ষণাখ্যো বিজ্ঞেয়ো রক্তাভশ্চাতিশোভনঃ।
প্রত্যুম্নঃ সূক্ষ্মচক্রস্তু পীতদীপ্তিস্তথৈবচ।
শুষিরং ছিদ্রবহুলং দীর্ঘাকারন্তু তদ্ভবেৎ।
অনিরুদ্ধস্তু নীলাভো বর্ত্তুলশ্চাতিশোভনঃ।
রেখাত্রয়ন্তু তদ্দ্বারি পৃষ্ঠং পদ্মেন লাঞ্ছিতং।
সৌভাগ্যং কেশবো দদ্যাৎ চতুষ্কোণো ভবেত্তু যঃ।
শ্যামং নারায়ণং বিদ্যান্নাভিচক্রং তথোন্নতং।
দীর্ঘরেখা সমোপেতং দক্ষিণে শুষিরং পৃথু।
ঊর্দ্ধং মুখং বিজানীয়াৎ দ্বারেচ হরিরূপিণং।
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব অর্থদঞ্চ বিশেষতঃ।

শুষিরং মুখচ্ছিদ্রং যৎ তদ্দীর্ঘাকারং ভবেৎ ছিদ্রবহুলঞ্চ অবান্তর-বহুচ্ছিদ্রযুক্তমিত্যর্থঃ। নাভিচক্রং চক্রস্থ নাভির্মধ্যভাগ ইত্যর্থঃ। তারং প্রণবরূপং ঊর্দ্ধমুখত্বাৎ মাহাত্ম্যাদ্বা।

নাম বাসুদেব ॥ ১৯২ ॥

যাঁহার দুইটী চক্র একভাগে সংযুক্ত কিন্তু অগ্রভাগে পৃথক্ পরিপুষ্ট এবং যাহা দেখিতে রক্তবর্ণ ও সাতিশয় শোভাশালী, তাঁহার নাম সংকর্ষণ ॥

প্রদ্যুম্নের চক্র সূক্ষ্ম এবং বর্ণ পীত। উহাঁর মুখছিদ্র দীর্ঘ এবং সেই ছিদ্রের অভ্যন্তরে অনেক ছিদ্র ॥

অনিরুদ্ধের বর্ণ নীল, আকার বর্ত্তুলের সদৃশ, দেখিতে অতিসুন্দর, উহাঁর মুখদ্বারে তিনটী রেখা এবং পৃষ্ঠ পদ্ম দ্বারা চিহ্নিত ॥

যিনি চতুষ্কোণ, তাঁহার নাম কেশব। কেশব সৌভাগ্য দান করেন। যিনি শ্যামবর্ণ, তাঁহার নাম নারায়ণ, নারায়ণের নাভিচক্র উন্নত, রেখা দীর্ঘ, দক্ষিণভাগে বিস্তৃত মুখছিদ্র ॥

যাঁহার বিবরদ্বার ঊর্দ্ধমুখ, তাঁহার নাম হরি। হরি অভীষ্ট ও মুক্তি এবং বিশেষত অর্থ দান করেন ॥

পরমেষ্ঠী লোহিতাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ।
বিল্বাকৃতিস্তথাপৃষ্ঠে শুষিরং চাতিপুষ্কলং।
কৃষ্ণবর্ণস্তথাবিষ্ণুঃ স্থূলে চক্রে সুশোভনঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যোঽসাবন্যথা বিঘ্নদো ভবেৎ॥
ক্বচিচ্চ॥
কপিলো নরসিংহোঽথ পৃথুচক্রে চ শোভনে।
ব্রহ্মচার্য্যধিকারী স্যান্নান্যথা পূজনং ভবেৎ।
নরসিংহস্ত্রিবিন্দুঃ স্যাৎ কপিলঃ পঞ্চবিন্দুকঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ পূজ্যঃ স্যাদন্যথা সর্ব্ববিঘ্নদঃ।
স্থূলং চক্রদ্বয়ং মধ্যে গুড়লাক্ষাসবর্ণকং।

যদ্বা তারয়তীতি তথা তং। উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে ইত্যেবং তত্রৈব পূর্ব্বকথিতৈর্দামোদর-লক্ষণৈর্যুক্তং। বারাহং বিজানীয়াদিতি পূর্ব্বক্রিয়য়ৈব সম্বন্ধঃ। এবমগ্রেঽপি ক্বচিৎ। সা বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাময়ী পঙ্‌ক্তি শ্চক্রাকারেণ বিশিষ্টা যত্র ভবেৎ। তং দূর্ব্বাভং দ্বারি

যাঁহার বর্ণ লোহিত এবং যাঁহার পদ্ম ও চক্র আছে, তাঁহার নাম পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠির আকার বিল্বের সদৃশ, ইহাঁর পৃষ্ঠভাগে স্পষ্টরূপে প্রকাশমান মুখছিদ্র॥

বিষ্ণু কৃষ্ণবর্ণ, ইনি দেখিতে ইহাঁর অতিসুন্দর এবং ইহাঁর দুইটী স্থূল চক্র, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়, নতুবা ইনি বিঘ্ন করেন॥ কোন স্থানেও লিখিত হইয়াছে॥

কপিল ও নরসিংহের দুইটী করিয়া স্থূল চক্র আছে, ব্রহ্মচারীই তাঁহাদিগের পূজা করিতে পারেন, অন্যপ্রকারে তাঁহাদিগের পূজা হয় না।

নরসিংহের তিন বিন্দু এবং কপিলের পাঁচ বিন্দু থাকে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ইহাঁদিগের পূজা করিতে হয়, তাহা না করিলে ইহাঁরা সর্ব্ব প্রকারে বিঘ্ন করেন॥

মুখের বিবরে দুইটী স্থূলচক্র, বর্ণ গুড় ও লাক্ষার সমান, মুখদ্বারের

দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা।
স্ফুটিতং বিষমং চক্রং নারসিংহস্তু কাপিলং।
সংপূজ্য মুক্তিমাপ্নোতি সংগ্রামে বিজয়ী ভবেৎ॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহত্ম্যে চ॥

যস্য দীর্ঘমুখং পূর্ব্বকথিতৈ র্লক্ষণৈর্যুতং।
রেখাশ্চ কেশরাকারা নারসিংহো মতো হি সঃ॥

ব্রাহ্মে॥

বারাহং শক্তিলিঙ্গে চ চক্রে চ বিষমে স্মৃতে।
ইন্দ্রনীলনিভং স্থূলং ত্রিরেখালাঞ্ছিতং শুভং॥

পাদ্মে চ তত্রৈব॥

বরাহাকৃতিরাভুগ্ন শ্চক্ররেখাস্বলঙ্কৃতঃ।
বারাহ ইতি স প্রোক্তো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ॥

উপরিভাগে পদ্মাকার অতিসুন্দর রেখা এবং চক্র বিভিন্ন ও বিষম। এইরূপ নরসিংহ ও কপিলের পূজা করিলে মুক্তি ও যুদ্ধে জয়লাভ হয়॥

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে॥

যাঁহার দীর্ঘ মুখবিবর। পূর্ব্বকথিত লক্ষণ সংযুক্ত এবং যাঁহাতে কেশরের ন্যায় কতকগুলি রেখা থাকে, তাঁহার নাম নরসিংহ॥

ব্রহ্মপুরাণে॥

যে শিলায় দুইটী শক্তিচিহ্ন এবং দুইটী বিষমচক্র থাকে, যাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির সমতুল, যাহা স্থূল, যাহাতে তিনটী রেখা থাকে এবং যাহা দেখিতে অতিসুন্দর, তাঁহার নাম বরাহ॥

পদ্মপুরাণের ঐ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও॥

যাঁহার আকৃতি বরাহের আকৃতির সদৃশ, যিনি বক্র এবং যিনি চক্রযুক্ত ও রেখাযুক্ত, তাঁহার নাম বরাহ। বরাহ ভোগ এবং মুক্তি দান করেন॥

ব্রাহ্ম এব ॥

দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা জ্ঞেয়া ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥

ক্বচিচ্চ ॥

মৎস্যরূপন্ত দেবেশং দীর্ঘাকারস্তু যদ্ভবেৎ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং বিশোভনং ॥

ব্রাহ্ম এব ॥

কূর্ম্ম স্তথোন্নতঃ পৃষ্ঠে বর্ত্তুলাবর্ত্তপূরিতঃ।
হরিতং বর্ণ মাধত্তে কৌস্তুভেন চ চিহ্নিতঃ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব ॥

কূর্ম্মাকারাচ চক্রাঙ্কা শিলা কূর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

যে শীলা দীর্ঘ, যাঁহার বর্ণ সুবর্ণের বর্ণতুল্য এবং যাহা তিনটী বিন্দুতে বিভূষিত, তাঁহার নাম মৎস্য, মৎস্য ভোগ এবং মুক্তিফল প্রদান করেন ॥

কোনস্থানেও বলিয়াছেন ॥

যাহা দীর্ঘাকার, যাহা বিন্দুত্রয় যুক্ত, যাহা কাংস্যবর্ণ ও অতিসুন্দর, তাঁহার নাম মৎস্য ॥ ব্রহ্মপুরাণেও ॥

যাঁহার পৃষ্ঠভাগ উন্নত, যিনি বর্ত্তুলাকার আবর্ত্তে পরিপূরিত, যাঁহার বর্ণ হরিত এবং যিনি কৌস্তুভ চিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহার নাম কূর্ম্ম ॥

পদ্মপুরাণের ঐ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

যে শীলার আকার কূর্ম্মের আকার সদৃশ এবং যাহাতে চক্রচিহ্ন আছে তাঁহার নাম কূর্ম্ম ॥

ব্রাহ্ম এব ॥

হয়গ্রীবোঽঙ্কুশাকারো রেখা চক্রসমীপগা।
বহুচক্রসমাযুক্তং পৃষ্ঠং নীরদনীলকং ॥

ক্বচিচ্চ ॥

হয়গ্রীবাঙ্কুশাকারে রেখাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি।
বহুবিন্দুমহাকীর্ণে দৃশ্যন্তে নীলরূপকাঃ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব ॥

হয়গ্রীবা যথা লম্বা রেখাঙ্কা যা শিলা ভবেৎ ॥
তথাঽসৌ স্যাদ্ধয়গ্রীবঃ পূজিতো জ্ঞানদো ভবেৎ ॥

কিঞ্চ ॥

অশ্বাকৃতিমুখং যস্য সাক্ষমালং শিরস্তথা।
পদ্মাকৃতি র্ভবেদ্বাপি হয়শীর্ষস্ত্বসৌ মতঃ ॥

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

যে শিলার আকার অঙ্কুশের আকার তুল্য, যাঁহার চক্রের নিকট রেখা থাকে, যাঁহাতে অনেক চক্র এবং যাঁহার পৃষ্ঠভাগ মেঘের ন্যায় নীল, তাঁহার নাম হয়গ্রীব ॥

কোথাও ॥

হয়গ্রীব অঙ্কুশাকার, তাঁহাতে পাঁচটী রেখা থাকে, তিনি বিন্দুচিহ্নে ব্যাপ্ত এবং তাহাতে নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় ॥

পদ্মপুরাণের সেই কার্ত্তিকপ্রসঙ্গেই ॥

অশ্বের গ্রীবা যেরূপ লম্বা, সেইরূপ লম্বা রেখা যে শিলায় থাকে, তাঁহার নাম হয়গ্রীব। পূজা করিলে হয়গ্রীব জ্ঞান প্রদান করেন ॥

আরও ॥

যাঁহার মুখছিদ্র অশ্বের মুখের ন্যায়, যাঁহার উপরিভাগে অক্ষমালার চিহ্ন, তাঁহার নাম হয়গ্রীব, হয়গ্রীবের আকার পদ্মের ন্যায়ও হয় ॥

ব্রাহ্ম এব ॥

বৈকুণ্ঠং মণিবর্ণাভং চক্রমেকং তথা ধ্বজং।
দ্বারোপরি তথা রেখা পদ্মাকারা সুশোভনা।
শ্রীধরস্তু তথা দেবশ্চিহ্নিতো বনমালয়া।
কদম্বকুসুমাকারো রেখাপঞ্চকভূষিতঃ।
বর্ত্তুলশ্চাতিহ্রস্বশ্চ বামনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অতসীকুসুমপ্রখ্যো বিন্দুনা পরিশোভিতঃ।

অন্যত্র চ।

বামনাখ্যো ভবেদ্দেবো হ্রস্বো যঃ স্যান্মহাদ্যুতিঃ।
ঊর্দ্ধচক্র স্ত্বধশ্চক্রঃ সোঽভীষ্টার্থপ্রদোঽর্চ্চিতঃ।

ব্রাহ্ম এব ॥

সুদর্শন স্তথা দেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ।
বামপার্শ্বে গদা চক্রে রেখে চৈব তু দক্ষিণে ॥

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

যাঁহার বর্ণ মণির বর্ণ সদৃশ, যাঁহাতে একটী চক্র, যাঁহাতে ধ্বজের চিহ্ন এবং যাঁহার মুখবিবরের উপরিভাগে পদ্মাকার সুন্দর রেখা, তাঁহার নাম বৈকুণ্ঠ ॥

শ্রীধরে বনমালার চিহ্ন থাকে, তাঁহার আকার কদম্বকুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং বিন্দুচিহ্নে শোভিত ॥

অন্যস্থলেও ॥

যিনি খর্ব্বাকৃতি, যাঁহার মহতী কান্তি এবং যাঁহার ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে চক্র, তিনি বামন, অর্চ্চনা করিলে বামন অভীষ্টফল প্রদান করেন ॥

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

যাঁহার বর্ণ শ্যাম ও কান্তি মহতী এবং বামপার্শ্বে গদা ও চক্র, আর দক্ষিণপার্শ্বে দুই রেখা, তিনি সুদর্শন ॥

পাদ্মে তত্রৈব ॥

চক্রাকারেণ পঙ্‌ক্তিঃ সা যত্র রেখাময়ী ভবেৎ।
স সুদর্শন ইত্যেবং খ্যাতঃ পূজাফলপ্রদঃ ॥
দামোদরস্তথা স্থূলো মধ্যে চক্রং প্রতিষ্ঠিতং।
দূর্ব্বাভং দ্বারি সঙ্কীর্ণং পীতা রেখা তথৈব চ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব ॥

উপর্য্যধশ্চ চক্রে দ্বে নাতিদীর্ঘং মুখে বিলং।
মধ্যে চ রেখা লম্বৈকা স চ দামোদরঃ স্মৃতঃ ॥

অন্যত্র চ ॥

স্থূলো দামোদরো জ্ঞেয়ঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রো ভবেত্তু যঃ।
চক্রে চ মধ্যদেশস্থে পূজিতঃ সুখদঃ সদা।
নানাবর্ণো হ্যনন্তাখ্যো নাগভোগেন চিহ্নিতঃ।
অনেকমূর্ত্তিসংভিন্নঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥

সঙ্কীর্ণং চ বিজানীয়াৎ। শালগ্রামসমুদ্ভবং লিঙ্গং চিহ্নং চক্রমিত্যর্থঃ। শিখরে যস্তোপরি

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেই ॥

যাঁহাতে সেই রেখাপঙ্‌ক্তি চক্রাকার, তিনি সুদর্শন, সুদর্শন পূজার ফল প্রদান করেন ॥

দামোদর স্থূল, ইহাঁর মধ্যে চক্র, বর্ণ দুর্ব্বার বর্ণ সদৃশ,মুখের বিবর দ্বার সঙ্কীর্ণ, ইহাঁতে একটী পীতবর্ণ রেখা থাকে ॥

পদ্মপুরাণের সেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেই ॥

উপরে এবং নিম্নে দুই চক্র, মুখের বিবর অতিদীর্ঘ নহে এবং মধ্যভাগে এক লম্বা রেখা, তাঁহার নাম দামোদর ॥

অন্যস্থলেও ॥

দামোদর স্থূল, তাঁহার মুখবিবর সঙ্কীর্ণ এবং তাঁহার মধ্যভাগে দুই চক্র, পূজা করিলে দামোদর সর্ব্বদা সুখ প্রদান করেন ॥

অনন্তের বর্ণ নানাবিধ। তাহাতে সর্পদেহের চিহ্ন এবং বিবিধমূর্ত্তি মিশ্রিত আছে, অনন্ত সমুদায় অভিলষিত ফল দান করেন ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব ॥

অনন্তচক্রো বহুভিশ্চিহ্নৈরপ্যুপলক্ষিতঃ।
অনন্তঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বপূজাফলপ্রদঃ।
দৃশ্যতে শিখরে লিঙ্গং শালগ্রামসমুদ্ভবং।
তস্য যোগেশ্বরো নাম ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥
আরক্তং পদ্মনাভাখ্যং পঙ্কজচ্ছত্রসংযুতং।
তুলস্যা পূজয়ন্নিত্যং দরিদ্রস্ত্বীশ্বরো ভবেৎ।
চন্দ্রাকৃতিং হিরণ্যাখ্যং রশ্মিজালং বিনির্দ্দিশেৎ।
সুবর্ণরেখা বহুলং স্ফটিকদ্যুতিশোভিতং ॥
কিঞ্চাত্র ॥
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্দেবো হৃষীকেশ উদাহৃতঃ।

দৃশ্যতে। হিরণ্যাখ্যং হিরণ্যগর্ভাখ্যং বিনির্দ্দিশেৎ। পাঠান্তরং সুগমং। যত্র যস্যাং সা।

পদ্মপুরাণের সেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেই

যাঁহার চক্র অনেক এবং চিহ্নও বিবিধপ্রকার তাঁহার নাম অনন্ত, অনন্ত সমস্ত পূজার ফল প্রদান করেন ॥

যাঁহার উপরিভাগে চক্র চিহ্ন দেখা যায়, তাঁহার নাম যোগেশ্বর, যোগেশ্বর ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ নাশ করেন ॥

যাঁহার বর্ণ ঈষৎ রক্ত এবং যাঁহাতে পদ্ম ও ছত্রের চিহ্ন থাকে, তাঁহার নাম পদ্মনাভ, দরিদ্র ব্যক্তি তুলসী দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে ধনবান্ হইবে ॥

যাঁহার আকৃতি চন্দ্রের ন্যায়, যিনি কিরণজাল বিস্তার করেন, যাঁহাতে স্বর্ণবর্ণের অনেক গুলি রেখা থাকে এবং যিনি স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণে শোভিত, তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ ॥

আরও এই স্থলে ॥

যাঁহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার নাম হৃষীকেশ, তাঁহাকে

তমর্চ্চ্য লভতে স্বর্গং বিষয়াংশ্চ সমীহিতান্ ।
বামপার্শ্বে সমে চক্রে কৃষ্ণবর্ণঃ সবিন্দুকঃ ।
লক্ষ্মীনৃসিংহো বিখ্যাতো ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ।
ত্রিবিক্রম স্তথাদেবঃ শ্যামবর্ণো মহাদ্যুতিঃ ।
বামপার্শ্বে তথা চক্রে রেখা চৈব তু দক্ষিণে ।
প্রদক্ষিণাবর্ত্তকৃতবনমালাবিভূষিতা ।
যা শিলা কৃষ্ণসংজ্ঞা সা ধনধান্যসুখপ্রদা ॥
গৌতমীয়ে ॥
বহুভির্জন্মভিঃ পুণ্যৈ র্যদি কৃষ্ণশিলাং লভেৎ ।
গোষ্পদেন তু চিহ্নেন জন্মস্তেন সমাপ্যতে ।
চতস্রো যত্র দৃশ্যন্তে রেখাঃ পার্শ্বসমীপগাঃ ।
দ্বে চক্রে ম্যধ্যদেশে তু সা শিলা তু চতুর্মুখা ॥ ইতি ॥

পূজা করিলে স্বর্গ এবং সমুদায় অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায় ॥

যাঁহার বামভাগে দুইটী সমান চক্র ও বর্ণ কৃষ্ণ এবং যাঁহাতে বিন্দু-চিহ্ন আছে, তাঁহার নাম লক্ষ্মীনৃসিংহ, ইনি ভোগফল ও মুক্তিফল দান করেন ॥

ত্রিবিক্রম শ্যাম বর্ণ, তাঁহার কান্তি মহতী, বামপার্শ্বে দুই চক্র এবং দক্ষিণ পার্শ্বে এক রেখা ॥

যে শিলায় দক্ষিণাবর্ত্তভাগে বনমালার চিহ্নের শোভা থাকে, তাঁহার নাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ধন, ধান্য ও সুখ প্রদান করেন ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

যিনি বহুজন্মের পর গোষ্পদ-চিহ্নিত কৃষ্ণশিলা লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ॥

যে শিলায় চারিটী রেখা পরস্পর নিকটস্থ দেখা যায় এবং যাঁহার মধ্যভাগে দুই চক্র, তাঁহার নাম চতুর্মুখ ॥

কিঞ্চ। পাদ্মে তত্রৈব ॥

বজ্রকীটোদ্ভবা রেখাঃ পঙ্ক্তীভূতাশ্চ যত্র বৈ।
শালগ্রামশিলা যা সা বিষ্ণুপঞ্জরসংজ্ঞিতা ॥ ১৯৩ ॥
নাগবৎ কুণ্ডলীভূতরেখাপঙ্ক্তিঃ স শেষকঃ।
পদ্মাকারে চ পঙ্ক্তী দ্বে মধ্যে লম্বা চ রেখিকা।
গরুড়ঃ স তু বিজ্ঞেয় শ্চতুশ্চক্রো জনার্দ্দনঃ।
চতুশ্চক্রঃ সূক্ষ্মদ্বারো বনমালাঙ্কিতোদরঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ শ্রীমান্ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ ॥ ১৯৪ ॥
এতল্লক্ষণযুক্তাস্তু শালগ্রামশিলাঃ শুভাঃ।
যাশ্চ তাস্বপি সূক্ষ্মাঃ স্যু স্তাঃ প্রশস্তকরাঃ স্মৃতাঃ।

শালগ্রামশীলা ॥ ১৯৩ ॥

এবং নামভেদেন বাসুদেবাদ্যা লক্ষ্মীনারায়ণান্তাঃ পঞ্চত্রিংশদ্ভেদাঃ। তত্রাপি কেষাঞ্চিল্লক্ষণভেদেন প্রত্যেকং বহুধা ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

শুভাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ ॥ ১৯৫ ॥

আরও ঐ পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেই ॥

যে শালগ্রাম শিলায় বজ্রকীটোৎপন্ন কতকগুলিন রেখা পঙ্ক্তি ক্রমে সজ্জিত, তাঁহার নাম বিষ্ণুপঞ্জর ॥ ১৯৩ ॥

যে শিলায় সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকার রেখা পঙ্ক্তি, অনন্তচিহ্ন, পদ্মাকার দুই রেখা পঙ্ক্তি এবং অধোভাগে এক লম্বরেখা ও চারিচক্র থাকে, তাঁহার নাম জনার্দ্দন গরুড় ॥

যাঁহার চারি চক্র। মুখদ্বার সঙ্কীর্ণ এবং অভ্যন্তর ভাগ বনমালায় শোভিত, তাঁহার নাম শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনি ভোগফল ও মুক্তিফল দান করেন ॥ ১৯৪ ॥

যে সকল শালগ্রাম-শিলায় উক্ত প্রকার লক্ষণ থাকে, সেই সকল শুভকর। তাঁহাদিগের মধ্যে আবার যে সকল ক্ষুদ্রাকার হয়, সেই সকল বিশেষ শুভকর ॥

তথাচ শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদে। তত্রৈব ॥

যথা যথা শিলা সূক্ষ্মা মহৎ পুণ্যং তথা তথা।
তস্মাত্তাং পূজয়েন্নিত্যং ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
তত্রাপ্যামলকী তুল্যা সূক্ষ্মা চাতীব যা ভবেৎ।
তস্যামেব সদা ব্রহ্মন্ প্রিয়াসহ বসাম্যহমিতি ॥ ১৯৫ ॥

অথ শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যং ॥

শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনং।
কিং পুনর্যজনং তত্র হরিসান্নিধ্যকারকং ॥

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে তত্রৈব ॥

যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরং।
যদামনন্তি বেদান্তা ব্রহ্ম নির্গুণমচ্যুতং।

অতএব সেই পদ্মপুরাণেই ভগবান্ ও ব্রহ্মার সম্বাদে ॥

শিলা যত ক্ষুদ্রাকার, ততই মঙ্গলকর। অতএব ধর্ম্মার্থকামলাভের উদ্দেশে সেই শিলার অর্চ্চনা করিবে ॥

ব্রহ্মন্! সেই সকলের মধ্যে আবার যে শিলা পরিমাণে আমলকীর তুল্য অতি ক্ষুদ্র, আমি প্রিয়া লক্ষ্মীর সহিত তাহাতে সর্ব্বদা বাস করি ॥ ১৯৫ ॥

অথ শালগ্রামশিলার মাহাত্ম্য ॥

শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিলে কোটি জন্মের পাপ নষ্ট হয়। পূজা করার কথা আর কি বলিব, উহাতে হরির নিকটে উপস্থিত হন ॥

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে ঐ ভগবান্ ও ব্রহ্মার সম্বাদে ॥

যিনি শালগ্রামজাত–শিলাচক্রে হরির আরাধনা করেন, তাঁহার প্রতি দিনই সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ করা হয় ॥

বেদান্তে যাঁহাকে নির্গুণ অচ্যুত ব্রহ্ম কহে, শালগ্রামশিলার

তৎপ্রসাদো ভবেন্নৃণাং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
মহাকাষ্ঠস্থিতো বহ্নি র্মথ্যমানঃ প্রকাশতে।
যথা তথা হরি র্ব্যাপী শালগ্রামে প্রকাশতে।
অপি পাপসমাচারাঃ কর্ম্মণ্যনধিকারিণঃ।
শালগ্রামার্চ্চকা বৈশ্য নৈব যান্তি যমালয়ং।
ন তথা রমতে লক্ষ্ম্যাং ন তথা নিজমন্দিরে।
শালগ্রামশিলাচক্রে যথা স রমতে সদা।
অগ্নিহোত্রং হুতং তেন দত্তা পৃথ্বী সসাগরা।
যেনার্চ্চিতো হরি শ্চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
কামৈঃ ক্রোধৈঃ প্রলোভৈশ্চ ব্যাপ্তো যোঽত্র নরাধমঃ।
সোঽপি যাতি হরে র্লোকং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
যঃ পূজয়তি গোবিন্দং শালগ্রামে সদা নরঃ।

অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্যদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হয়॥

মহাকাষ্ঠস্থিত অগ্নি যেমন মথ্যমান হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে, হরি তেমনি ব্যাপ্ত ভাবে শালগ্রাম শিলায় প্রকাশ পান॥

যাহারা পাপাচারী, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মে অনধিকারী, হে বৈশ্য! তাহারাও যদি শালগ্রাম অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে যমালয়ে যাইতে হয় না॥

শালগ্রাম-শিলায় নারায়ণের সর্ব্বদা যত মনস্তোষ হয়, লক্ষ্মীতে বা নিজ মন্দিরে তত হয় না॥

যিনি শালগ্রাম শিলোৎপন্ন চক্রে হরির আরাধনা করেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র যজ্ঞ এবং সসাগরা পৃথ্বী দান করা হয়॥

এই সংসারে যে নরাধম কাম ক্রোধ এবং লোভে পরিপূর্ণ, সেও যদি শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুলোকে গতি হয়॥

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা গোবিন্দের অর্চ্চনা করেন, যত

আহূতসংপ্লবং যাবৎ ন স প্রচ্যবতে দিবঃ॥ ১৯৬॥
বিনা তীর্থৈর্বিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিং।
মুক্তিং যাতি নরো বৈশ্য শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ॥ ১৯৭॥
নরকং গর্ব্ভবাসঞ্চ তির্য্যক্ত্বং কৃমিযোনিতাং।
ন যাতি বৈশ্য পাপোঽপি শালগ্রামেঽচ্যুতার্চ্চকঃ॥ ১৯৮॥
দীক্ষাবিধানমন্ত্রজ্ঞশ্চক্রে যো বলিমাহরেৎ।
স যাতি বৈষ্ণবং ধাম সত্যং সত্যং ময়োদিতং।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ র্ধূপৈর্দীপৈর্ব্বিলেপনৈঃ।

আহূতঃ কালগত্যা জীবকর্ম্মভির্ব্বা আকারিত ইব যঃ সংপ্লবঃ প্রলয়ঃ। যদ্বা। যজ্ঞভাগার্থং মন্ত্রৈরাহূতা যে দেবাদয়স্তেষাং সংপ্লবো নাম নাশঃ তৎপর্য্যন্তং। যদ্বা। ভকারস্থানে হকারঃ ছান্দসঃ। সর্ব্বভূতসংপ্লবপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। দিবঃ ঊর্দ্ধলোকাৎ বৈকুণ্ঠলক্ষণাৎ। ক্রমগত্যপেক্ষয়া স্বর্গাদেব বা॥ ১৯৬॥

মতিং জ্ঞানং॥ ১৯৭॥

হে বৈশ্য জাত্যা কর্ম্মণা চ সর্ব্বথা পাপোঽপি॥ ১৯৮॥

বলিং পূজাং উপহারম্বা। ধাম গৃহং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ॥ ১৯৯॥

দিন না সর্ব্বভূতের প্রলয় হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাহাকে স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না॥ ১৯৬॥

হে বৈশ্য! তীর্থ, দান, যজ্ঞ এবং জ্ঞানোপার্জ্জন ব্যতিরেকে, কেবল শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করিলেই মনুষ্য মুক্তি-লাভ করে॥ ১৯৭॥

হে বৈশ্য! পাপী ব্যক্তিও যদি শালগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে নরক, গর্ব্ভবাস, পশুযোনি বা কৃমিযোনি প্রাপ্ত হইতে হয় না॥ ১৯৮॥

দীক্ষাবিধানানুসারে যিনি মন্ত্র জানিতে পারিয়াছেন তিনি যদি শালগ্রামচক্রে উপহার সমর্পণ করেন, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হইবে॥

কলিতে যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিবিধ নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ,

গীতবাদিত্রস্তোত্রাদ্যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে সন্নিধৌ হরেঃ।
লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈ র্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু একেনাপীহ তৎ ফলং।
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি ॥ ১৯৯ ॥
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ং।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ।
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।

দীপ, বিলেপন এবং গীত, বাদ্য ও স্তোত্রাদি দ্বারা শালগ্রামের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তিনি সহস্র-কোটিকল্পকাল বিষ্ণুসন্নিধানে আনন্দ সম্ভোগ করেন ॥

সহস্র শিবলিঙ্গের দর্শন বা সেই সহস্র শিবলিঙ্গের পূজা করিলে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রামশিলাতেও সেই ফল হয় ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলারূপী কেশব অবস্থিতি করেন, দেব, অসুর, যক্ষ এবং চতুর্দ্দশভুবন সেই স্থানে অবস্থিত ॥

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া শতকল্প স্বর্গে অবস্থিতি করেন ॥ ১৯৯ ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলা থাকেন, সে স্থান তিন-যোজন পর্য্যন্ত তীর্থ, সে স্থানে দান, জপ এবং হোম যাহা কিছু করা যায় সমুদায়ই কোটিগুণ হয় ॥

শালগ্রামশিলার চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশের মধ্যে মরিলে কীকটদেশ

কীকটোঽপি মৃতে যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ ॥ ২০০ ॥
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমং।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননং।
স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসম্বাদে ॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
ময়া সহ মহাসেন লীনং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ২০১ ॥
দৃষ্ট্বা প্রণমিতা যেন স্নাপিতা পূজিতা তথা।
যজ্ঞকোটিসমং পুণ্যং গবাং কোটিফলং ভবেৎ।
কামাসক্তোঽপি যো নিত্যং ভক্তিভাববিবর্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং বিপ্র সংপূজ্যেবাচ্যুতো ভবেৎ ॥ ২০২ ॥

নর হে বৈশ্য। নর ইতি প্রথমান্তপাঠো বা। কীকটোঽপীতি কীকটদেশোদ্ভবঃ অধমোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥

মহাসেন হে কাৰ্ত্তিকেয় ॥ ২০১ ॥

ভক্তির্ব্বিশ্বাসলক্ষণা, ভাবঃ প্রেমা তাভ্যাং বিবিৰ্জ্জিতোঽপি। অচ্যুত ইব ভবেৎ সারূপ্যপ্রাপ্ত্যা ॥ ২০২ ॥

জাত অধম মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ২০০ ॥

যিনি শ্রেষ্ঠ শালগ্রামশিলা দান করেন, তাঁহার গিরি, কানন ও বন সহিত ভূমণ্ডল দান করার ফল হয় ॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিব ও কার্ত্তিকেয়সম্বাদে ॥

হে কার্ত্তিকেয়! আমার সহিত চরাচর ত্রৈলোক্য শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা লীন হইয়া আছে ॥ ২০১ ॥

যিনি শিলা দর্শন, প্রণাম, স্নাপন ও পূজা করিয়াছেন, তাঁহার কোটি যজ্ঞ এবং কোটি গোদান করার পুণ্য হইয়াছে ॥

যে ব্যক্তি নিত্য কামাসক্ত ও যাহার ভক্তিভাব নাই, শালগ্রামশিলা পূজা করিলেই সে ব্যক্তিও নারায়ণ-সারূপ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ২০২ ॥

শালগ্রামশিলাবিম্বং হত্যাকোটিবিনাশনং।
স্মৃতং সংকীর্ত্তিতং ধ্যাতং পূজিতঞ্চ নমস্কৃতং।
শালগ্রামশিলাং দৃষ্ট্বা যান্তি পাপান্যনেকশঃ।
সিংহং দৃষ্ট্বা যথা যান্তি বনে মৃগগণা ভয়াৎ।
নমস্করোতি মনুজঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
পাপানি বিলয়ং যান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ২০৩॥
কামাসক্তোঽথবা ক্রুদ্ধঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।
বৈবস্বতং ভয়ং নাস্তি তথা মরণজন্মনোঃ।
যঃ কথাং কুরুতে বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈস্তথা স্তোত্রৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং।

যান্তি অপযান্তি॥ ২০৩॥
মরণ জন্মনোঃ তাভ্যামপি ভয়ং নাস্তি॥ ২০৪॥

শালগ্রামশিলাকে স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, পূজা এবং নমস্কার করিলে কোটি-হত্যাজন্য পাপ দূরীভূত হয়॥

যেমন বনমধ্যে সিংহ দর্শন করিয়া মৃগগণ ভয়ে পলায়ন করে, তেমনি শালগ্রামশিলা দর্শন করিয়া নানাবিধ পাপ দূরীভূত হয়॥

যখন মনুষ্য শালগ্রামশিলা পূজা করিয়া নমস্কার করে, তখন, যেমন সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার নাশ পায়, তেমনি তাহার সমস্ত পাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়॥ ২০৩॥

কামাসক্ত বা ক্রোধাসক্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বকই হউক আর অভক্তি-পূর্ব্বকই হউক, শালগ্রাম অর্চ্চনা করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥

যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে হরিকথা কহেন তাঁহার যমভয় এবং জন্ম মরণভয় থাকে না॥

কুরুতে মানবো যস্তু কলৌ ভক্তিপরায়ণঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রমতে বিষ্ণুসদ্মনি ॥ ২০৪ ॥
শালগ্রাম-নমস্কারেঽভাবেনাপি নরৈঃ কৃতে।
ভয়ং নৈব করিষ্যন্তি মদ্ভক্তা যে নরা ভুবি।
মদ্ভক্তিবলদর্পিষ্ঠা মৎপ্রভুং ন নমন্তি যে।
বাসুদেবং ন তে জ্ঞেয়া মদ্ভক্তাঃ পাপিনো হি তে।

অভাবেন ভাবরাহিত্যেনাপি। মদ্ভক্তা ইতি পাঠে ময়া সহ কৃষ্ণভেদাপরাধতো ভয়ং নৈব করিষ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। মৎ মত্তঃ সংহারকাদপি। ভক্তাঃ কৃষ্ণভক্তাঃ ॥ ২০৫ ॥

কলিযুগে যে ব্যক্তি ভক্তিপরায়ণ হইয়া গীত, বাদ্য ও স্তোত্র দ্বারা শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করেন, তিনি সহস্র-কোটি কল্প কাল বিষ্ণুলোকে আনন্দ সম্ভোগ করেন ॥ ২০৪ ॥

শ্রীশিবের উক্তি। পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি, আমার ভক্ত, তাহারা যদি ভক্তিহীনভাবেও শালগ্রামশিলাকে নমস্কার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভয় করিতে হয় না ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীশিব কার্ত্তিককে কহিলেন, যাহারা আমার ভক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ও আমাকে ভিন্ন করিয়া কেবল আমারই উপাসনা করে, ভেদজ্ঞান করণ জন্য তাহাদিগের অপরাধ হয়, সুতরাং তাহাদিগের দণ্ড-ভয় থাকে। কিন্তু শালগ্রামশিলা নমস্কার করিলে তাহাদিগের সে অপরাধ খণ্ডন হয়, সুতরাং আর সে দণ্ডভয় থাকে না। অথবা যে সকল ব্যক্তি ভক্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তাহারা যদি অভক্তিভাবেও নমস্কার করে, তাহা হইলে আমা হইতেও অর্থাৎ সংহার-রূপী আমা হইতেও তাহাদিগের ভয় থাকে না ॥

আমাতে ভক্তি আছে সেই বলে দর্পিত হইয়া যাহারা আমার প্রভু বাসুদেবকে নমস্কার না করে, জানিবে তাহারা আমার ভক্ত নহে, তাহারা নিশ্চয় পাপী ॥

শালগ্রামশিলায়ান্তু সদা পুত্র বসাম্যহং।
দত্তং দেবেন তুষ্টেন স্বস্থানং মম ভক্তিতঃ।
পদ্মকোটিসহস্রৈস্তু পূজিতে ময়ি যৎ ফলং।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
পূজিতোঽহং ন তৈর্ম্মর্ত্ত্যৈর্নমিতোঽহং ন তৈর্নরৈঃ।
ন কৃতং মর্ত্যলোকে যৈঃ শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
শালগ্রামশিলাগ্রেতু যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
তেনার্চ্চিতোঽহং সততং যুগানামেকসপ্ততিং।
কিমর্চ্চিতৈর্লিঙ্গশতৈর্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতৈঃ।
শালগ্রামশিলাবিম্বং নার্চ্চিতং যদি পুত্রক।
অনর্হং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রামশিলালগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাং।

হে পুত্র! আমি শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা বাস করি। প্রভু আমার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া, আমাকে নিজ-বাসস্থান দান করিয়াছেন॥

সহস্রকোটি পদ্ম দ্বারা আমার পূজা করিলে যে ফল হয়, শালগ্রাম-শিলা অর্চ্চনা করিলে তদপেক্ষা কোটি-গুণ ফল হইয়া থাকে॥

মর্ত্যলোকে যাহারা শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করে নাই, তাহারা আমাকে পূজা বা নমস্কার করিলে, আমি তাহাদিগের সে নমস্কার ও পূজা গ্রহণ করি না॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার সম্মুখে আমার পূজা করে, তাহার এক সপ্ততিযুগ নিরন্তর আমার পূজা করা হয়॥

হে পুত্র! যাহারা শালগ্রামশিলা পূজা না করিয়াছে, বিষ্ণুতে তাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহারা একশত শিবলিঙ্গ পূজা করিলেও তাহাদিগের কোন ফল হয় না॥

আমার যে সকল নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অযোগ্য, শাল-গ্রামশিলা স্পর্শ হইলে তৎসমুদায় পবিত্র হয়॥

যোহি মাহেশ্বরো ভূত্বা বৈষ্ণবং লিঙ্গমুত্তমং।
দ্বেষ্টি বৈ যাতি নরকং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
সকৃদপ্যর্চ্চিতে বিম্বে শালগ্রামশিলোদ্ভবে।
মুক্তিং প্রযান্তি মনুজা নূনং সাংখ্যেন বর্জিতাঃ।
মল্লিঙ্গৈঃ কোটিভির্দৃষ্টৈ র্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু একেনাপি হি তদ্ভবেৎ।
তস্মাদ্ভক্ত্যা চ মদ্ভক্তৈঃ প্রীত্যর্থে মম পুত্রক।
কর্ত্তব্যং সততং ভক্ত্যা শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাঽসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥ ২০৫॥
শালগ্রামশিলাগ্রে তু সকৃৎপিণ্ডেন তর্পিতাঃ।

যেন সকৃদপি তর্পিতাঃ তস্য পিতরো যাবৎকালং তর্পিতা ভবন্তি তস্য সংখ্যা নাস্তীত্যর্থঃ।

যে ব্যক্তি শিবভক্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুমূর্ত্তির দ্বেষ করে, যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকে, তাহাকে তত দিন নরক যাতনা ভোগ করিতে হয়॥

যে সকল মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহারাও যদি একবার মাত্র শালগ্রামশিলার পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥

আমার কোটিলিঙ্গ দর্শন ও অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয়, একমাত্র শালগ্রামশিলাতে তাহাই হয়॥

হে পুত্র! এই সকল কারণে আমার ভক্তগণ আমার প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত, ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বদা শালগ্রামশিলার পূজা করিবেন॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলারূপী কেশব অবস্থিত আছেন, দেব, অসুর, যক্ষ ও চতুর্দ্দশভুবন তথায় অবস্থিত॥ ২০৫॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার অগ্রে একবার মাত্র পিণ্ডদান দ্বারা

ভবন্তি পিতরস্তস্য ন সংখ্যা তত্র বিদ্যতে ॥ ২০৬ ॥
প্রমাণমস্তি সর্ব্বস্য সুকৃতস্য হি পুত্রক।
ফলং প্রমাণহীনন্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
যো দদাতি ফলং বিষ্ণোঃ শালগ্রামসমুদ্ভবং।
বিপ্রায় বিষ্ণুভক্তায় তেনেষ্টং বহুভির্মখৈঃ।
মানুষ্যে দুর্ল্লভা লোকে শালগ্রামোদ্ভবা শিলা।
প্রাপ্যতে ন বিনা পুণ্যৈঃ কলিকালে বিশেষতঃ।
স ধন্যঃ পুরুষোলোকে সফলং তস্য জীবিতং।
শালগ্রামশিলা শুদ্ধা গৃহে যস্য চ পূজিতা।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
যঃ কুর্য্যান্মানবো ভক্ত্যা পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধভাক্।

বসন্তীতি পাঠে স্বর্গাদাবিতি শেষঃ ॥ ২০৬ ॥
প্রমাণং ইয়ত্তাং ॥ ২০৭ ॥

পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করেন, তাহার পিতৃগণ যে কতকাল পরিতৃপ্ত হয়েন, তাহার সংখ্যা নাই ॥ ২০৬ ॥

হে পুত্র! সমস্ত পুণ্যেরই পরিমাণ আছে, কিন্তু শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করিলে যে ফল হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই ॥

যিনি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে শালগ্রামশিলা দান করেন, তাঁহার বহু বহু যজ্ঞ করার ফল-লাভ হইয়া থাকে ॥

মনুষ্যলোকে শালগ্রামশিলা দুর্ল্লভ, পুণ্য ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না, বিশেষ আবার কলিকালে ॥

সংসারে সেই ধন্য পুরুষ, তাহারই জীবন সফল, যাহার গৃহে পবিত্র শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা হয় ॥

যে মনুষ্য ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্প দ্বারা শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করেন, তিনি প্রতি পুষ্পে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

কালে বা যদি বাঽকালে শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
ভক্ত্যা বা যদি বাঽভক্ত্যা যঃ করোতি স পুণ্যভাক্।
দ্বেষেণাপি চ লোভেন দম্ভেন কপটেন বা।
শালগ্রামোদ্ভবং দেবং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
অশুচির্ব্বা দুরাচারঃ সত্যশৌচবিবর্জিতঃ।
শালগ্রামশিলাং স্পৃষ্ট্বা সদ্য এব শুচির্ভবেৎ।
তিলপ্রস্থশতং ভক্ত্যা যো দদাতি দিনে দিনে।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং তোয়ং দুর্ব্বাক্ষতং সুত।
জায়তে মেরুণা তুল্যং শালগ্রামশিলার্পিতং ॥ ২০৭ ॥
বিধিহীনোপি যঃ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামন্ত্রবিবর্জিতঃ।

চক্রং শালগ্রামশিলারূপং তস্য পূজাং যঃ কুর্য্যাৎ ॥ ২০৮ ॥

কালেই হউক, আর অকালেই হউক, ভক্তি পূর্ব্বকই হউক, আর অভক্তি পূর্ব্বকই হউক, যিনি শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করেন, তিনি পুণ্যভাগী হয়েন ॥

দ্বেষবশতই হউক, আর লোভ বশতই হউক, দম্ভ বশতই হউক, আর কাপট্য বশতই হউক, শালগ্রামসমুৎপন্ন দেবকে দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥

যে ব্যক্তি অশুচি বা দুরাচার এবং যাহার সত্য বা শুদ্ধি নাই, শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় ॥

যে ব্যক্তি প্রতি দিন ভক্তি পূর্ব্বক শতপ্রস্থ তিল দান করিয়া থাকেন, তিনি শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

হে পুত্র! শালগ্রামশিলায় অর্পিত হইলে পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, জল, দুর্ব্বা ও আতপ-তণ্ডুল মেরুতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২০৭ ॥

যে ব্যক্তি বিধিহীন, ক্রিয়াহীন ও মন্ত্রহীন, সে শালগ্রামচক্রের পূজা

চক্রপূজামবাপ্নোতি সম্যক্ শাস্ত্রোদিতং ফলং ॥ ২০৮ ॥

তত্রৈব চান্যত্র ॥

স্কন্ধে কৃত্বা তু যোঽধ্বানং বহতে শৈলনায়কং।
তেনোঢ়স্তু ভবেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
ন পূজনং ন মন্ত্রাশ্চ ন জপো ন চ ভাবনা।
ন স্তুতি র্নোপচারশ্চ শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ং।
তত্র দানঞ্চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ।
শালগ্রামশিলায়াস্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতরস্তস্য তিষ্ঠন্তি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি।

অধ্বানং ব্যাপ্য পথীত্যর্থঃ। শৈলনায়কং শ্রীশালগ্রামশিলামিত্যর্থঃ ॥ ২০৯ ॥

করিলে শাস্ত্রোক্ত ফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয় ॥ ২০৮ ॥

সেই প্রসঙ্গেই অন্য স্থলে ॥

যিনি শালগ্রামশিলা স্কন্ধে লইয়া পর্য্যটন করেন, তাঁহার চরাচর ত্রৈলোক্য বহন করা হয় ॥

মনুষ্য ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ করে শালগ্রামশিলার পূজা তৎসমুদায় শীঘ্র দগ্ধ করিয়া ফেলেন ॥

পূজা, মন্ত্র, জপ, ধ্যান, স্তব, বা পূজা সামগ্রী, শালগ্রাম অর্চ্চনায় এ সকল কিছুরই আবশ্যক করে না ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলা থাকেন, তাহার তিন-যোজন তীর্থ, তথায় দান কি হোম, সমুদায় কোটিগুণ হয় ॥

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলায় শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া শতকল্পকাল স্বর্গে বাস করেন ॥

শালগ্রামসমীপেতু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীকটোঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ।
পাদ্মে চ॥
শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমং।
ভূচক্রং তেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননং॥ ২০৯॥
গরুড়পুরাণে॥
তিষ্ঠন্তি নিত্যং পিতরো মনুষ্যা-
স্তীর্থানি গঙ্গাদিকপুষ্করাণি।
যজ্ঞাশ্চ মেধাঽপি পুণ্যশৈলা-
শ্চক্রাঙ্কিতা যস্য বসন্তি গেহে॥ ২১০॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—
শ্রীযমধূম্রকেশসম্বাদে॥

যত্র যস্মিন্ গৃহে চক্রাঙ্কিতাঃ শ্রীশালগ্রামশিলাঃ বসন্তি তত্র পিত্রাদয়ো নিত্যং তিষ্ঠন্তি। তত্র যজ্ঞাঃ বিবিধপূজাঃ মেধাঃ হিংসালক্ষণা অশ্বমেধাদয়ঃ। যজ্ঞাশ্বেতি পাঠে অশ্বমেধযজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যদ্বা। যজ্ঞেঽশ্বানাং মেধা হিংসা অর্থস্তু স এব॥ ২১০॥

শালগ্রাম সন্নিকটে একক্রোশের মধ্যে মরিলে, কীকটদেশ-জাত মনুষ্যও বৈকুণ্ঠধামে গমন করে॥

পদ্মপুরাণেও॥

যিনি উত্তম শালগ্রামশিলাচক্র দান করেন, তাঁহার গিরি, কানন, বন সহিত ভূমণ্ডল দান করার ফল হয়॥ ২০৯॥

গরুড়পুরাণে॥

যাঁহার গৃহে চক্রচিহ্নিত পবিত্র শিলা বাস করেন, তাঁহার গৃহে পিতৃগণ, সমুদায় মনুষ্য, গঙ্গাদি পুষ্কর পর্য্যন্ত সকল তীর্থ এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি সমুদায় যজ্ঞ ও পুণ্যজনক পর্ব্বত সকল উপস্থিত হয়েন॥ ২১০

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যম ও ধূম্রকেশসম্বাদে॥

শালগ্রামশিলায়ান্তু যৈর্ন রৈঃ পূজিতো হরিঃ।
সংশোধ্য তেষাং পাপানি মুক্তয়ে বুদ্ধিদো ভবেৎ।
কার্ত্তিকে মথুরায়ান্তু সারূপ্যং দিশতে হরিঃ।
শালগ্রামশিলায়াং বৈ পিতৃনুদ্দিশ্য পূজিতঃ।
কৃষ্ণঃ সমুদ্ধরেত্তস্য পিতৃনেতান্ স্বলোকতাং।
বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে॥
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
ন বাধন্তেঽসুরাস্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ।
শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং তত্তপোবনং।
যতঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদন ইতি॥ ২১১॥
শালগ্রামশিলাস্তাশ্চ যদি দ্বাদশ পূজিতাঃ।

তত্র কার্ত্তিকমাসে তত্রাপি শ্রীমথুরায়াং বিশেষমাহ কার্ত্তিক ইতি॥ ২১১॥

যে সকল মনুষ্য শালগ্রামশিলায় হরির পূজা করেন, হরি তাঁহাদিগের সমস্ত পাপ সংশোধন করিয়া মুক্তি-লাভের নিমিত্ত বুদ্ধি দান করেন॥

মথুরায় কার্ত্তিকমাসে শালগ্রামশিলায় পূজিত হইলে, হরি সারূপ্য মুক্তি দান করেন॥

পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া শালগ্রামশিলার পূজা করিলে, কৃষ্ণ সেই সকল পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া আপনার লোকে লইয়া যান॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষভাগে॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলারূপী কেশব অবস্থিতি করেন, সে স্থানে অসুর,ভূত ও বেতাল প্রভৃতি কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলা অবস্থিতি করেন, সেই স্থানই তীর্থ, সেই স্থানই তপোবন, যে হেতু ভগবান্ মধুসূদন সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী॥ ২১১॥

পূর্ব্বোক্ত শালগ্রামশিলা সকলের দ্বাদশ বা একশত ভক্তি পূর্ব্বক

শতং বা পূজিতং ভক্ত্যা তদা স্যাদধিকং ফলং।

অথ বাহুল্যে তাসাং ফলবিশেষঃ—

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে॥

শিলা দ্বাদশ ভো বৈশ্য শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।
বিধিবৎ পূজিতা যেন তস্য পুণ্যং বদামি তে।
কোটিদ্বাদশলিঙ্গৈস্তু পূজিতৈঃ স্বর্ণপঙ্কজৈঃ।
যৎ স্যাদ্দ্বাদশকল্পেস্তু দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ।
যঃ পুনঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা শালগ্রামশিলাশতং।
উষিত্বা স হরের্লোকে চক্রবর্ত্তী হি জায়তে॥ ২১২॥

স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসম্বাদে॥

দ্বাদশৈব শিলা যো বৈ শালগ্রামসমুদ্ভবাঃ।

স্বর্ণপঙ্কজৈঃ কৃত্বা পূজিতৈঃ সদ্ভিঃ পূজিতৈম্বিত্যর্থঃ যৎ ফলং স্যাৎ। ইহ লোকে চক্রবর্ত্তী সন্ জায়তে শ্রীভগদ্ভক্তিপ্রচারণার্থ মাহাত্ম্যেচ্ছা বিশেষেণেতি জ্ঞেয়ং॥ ২১২॥

যদি পূজা করা যায়, তাহা হইলে অধিক ফল হয়॥

অথ বহুল পরিমাণে পূজাকরার ফলবিশেষ—

পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূত ও বিকুণ্ডলসম্বাদে॥

হে বৈশ্য! যিনি বিধি অনুসারে দ্বাদশ শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যের কথা তোমাকে বলি॥

দ্বাদশকোটি শিবলিঙ্গ দ্বাদশকল্পকাল স্বর্ণপদ্ম দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, একদিন মাত্র শালগ্রামশিলার পূজায় সেই ফল হইয়া থাকে॥

আর যিনি ভক্তি সহকারে একশত শালগ্রামশিলা পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া, পরে চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ রাজা হয়েন॥ ২১২॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিব ও কার্ত্তিকেয়সম্বাদে॥

যে বৈষ্ণব নিত্য দ্বাদশমাত্র শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করেন, আমি

অর্চ্চয়েদ্বৈষ্ণবো নিত্যং তস্য পুণ্যং বদামি তে।
কোটিলিঙ্গসহস্রৈস্তু পূজিতৈর্জাহ্নবীতটে।
কাশীবাসে যুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন তদ্ভবেৎ॥ ২১৩॥
কিং পুনর্ব্বহবো যস্তু পূজয়েদ্বৈষ্ণবো নরঃ।
নহি ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সংখ্যাং কুর্ব্বন্তি পুণ্যতঃ॥ ২১৪॥
অথ তৎক্রয়বিক্রয়নিষেধঃ॥
তত্রৈব॥
শালগ্রামশিলায়াং যো মূল্যমুদ্ঘাটয়েন্নরঃ।
বিক্রেতা চানুমন্তা চ যঃ পরীক্ষামুদীরয়েৎ।

জাহ্নবীতটে কোটিলিঙ্গসহস্রৈঃ পূজিতৈ র্যৎফলং। যুগান্যষ্টৌ ব্যাপ্য কাশীবাসে চ যৎ ফলং তৎ॥ ২১৩॥

বহবঃ বহ্বীঃ সুবহুরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। পুণ্যতঃ পুণ্যে বিষয়ে সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। পুণ্যতো হেতোঃ সংখ্যাং ন কুর্ব্বন্তি। অসংখ্যেয়স্য সংখ্যাকরণাপরাধেন পুণ্যক্ষয়াপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ২১৪॥

যশ্চ অনুমন্তা মূল্যে সম্মতিকর্ত্তা। যশ্চ তাং পরীক্ষ্য গুণদোষাদিকং বিচার্য্য তন্মূল্যমনুমোদয়েৎ। পাঠান্তরে মূল্যার্থং পরীক্ষা ক্রিয়তামিত্যুচ্চারয়েদপি যঃ। যদ্বা। বিচারেণ

তোমাকে তাঁহার পুণ্যের কথা বলি॥

গঙ্গাতীরে সহস্রকোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে এবং অষ্টযুগ কাশীবাস করিলে যে ফল হয়,একদিন মাত্রেই সেই ফল হইয়া থাকে॥২১৩

যে বৈষ্ণব তদপেক্ষা অধিক পূজা করেন, তাঁহার কথা আর অধিক কি বলিব, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে পারেন না॥ ২১৪॥

অথ শালগ্রাম ক্রয় বিক্রয় নিষেধ—

ঐ স্কন্দপুরাণেই॥

যে মনুষ্য শালগ্রামশিলার মূল্য করে, যে বিক্রয় করে, যে মূল্য করণে সম্মতি দেয় এবং যে শিলার গুণ দোষ পরীক্ষা করে, তাহারা

সর্ব্বে তে নরকং যান্তি যাবদাহূতসংপ্লবং।
অতঃ সংবর্জয়েদ্বিপ্র চক্রস্য ক্রয়বিক্রয়ং।
অথ প্রতিষ্ঠানিষেধঃ॥
তত্রৈব॥
শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে।
মহাপূজাস্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধ ইতি॥ ২১৫॥
অতোঽধিষ্ঠানবর্গেষু সূর্য্যাদিষ্বিব মূর্ত্তিষু।
শালগ্রামশিলৈব স্যাদধিষ্ঠানোত্তমং হরেঃ।
অথ সর্ব্বাধিষ্ঠানশ্রৈষ্ঠ্যং॥
পাদ্মে তত্রৈব॥
হৃদি সূর্য্যে জলে বাথ প্রতিমা স্থণ্ডিলেষু চ।
সমভ্যর্চ্চ্য হরিং যান্তি নরাস্তে বৈষ্ণবং পদং॥ ২১৬॥

গুণদোষাদিকমপি যো বদেদিত্যর্থঃ॥ ২১৫॥
মূর্ত্তিষু প্রতিকৃতিষ্বপি॥ ২১৬॥

সকলেই, যতদিন মহাপ্রলয় না হয়, তত দিন নরকে বাস করে। অতএব হে ব্রহ্মন্! শালগ্রামচক্র ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না॥

অথ শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠাকরণ নিষেধ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই॥

শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা নাই। সর্ব্বাগ্রে মহাপূজা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি পরে ঐ শিলাই পূজা করিবেন॥ ২১৫॥

অতএব সূর্য্যাদি অধিষ্ঠান সমূহের এবং প্রতিমূর্ত্তি সকলের মধ্যে শালগ্রামশিলাই হরির উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান হইল॥

অথ সমুদায় অধিষ্ঠান হইতে শালগ্রামের প্রাধান্য॥

পদ্মপুরাণের মাঘমাহাত্ম্যেই॥

মনুষ্যগণ হৃদয়ে, সূর্য্যে, জলে, প্রতিমায় অথবা স্থণ্ডিলে হরির অর্চ্চনা করিয়া বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হয়েন॥ ২১৬॥

অথবা সর্ব্বদা পূজ্যো বাসুদেবো মুমুক্ষুভিঃ।
শালগ্রামশিলাচক্রে বজ্রকীটবিনির্ম্মিতে।
অধিষ্ঠানাং হি তৎ বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনং।
সর্ব্বপুণ্যপ্রদং বৈশ্য সর্ব্বেষামপি মুক্তিদং॥ ২১৭॥
তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যমধূম্রকেশসম্বাদে॥
পূজা চ বিহিতা তস্য প্রতিমায়াং নৃপাত্মজ।
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী শ্রীমূর্ত্তিরষ্টধা স্মৃতা।
শালগ্রামশিলায়াস্তু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং সন্নিহিত স্তত্র বাসুদেবো জগদ্গুরুঃ॥ ২১৮॥
স্কান্দে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিবস্কন্দসম্বাদে॥

অথবেতি পূর্ব্বাপরিতোষে। সর্ব্বদা পূজ্যত্বে হেতুঃ অধিষ্ঠানং হীতি॥ ২১৭॥
তুশব্দঃ পূর্ব্বতো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ সাক্ষাদিতি॥ ২১৮॥

অথবা অর্থাৎ ঐ সকলে পূজা করিয়া যদি পরিতৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বজ্রকীট নির্ম্মিত শালগ্রাম-শিলায় বাসুদেবের পূজা করিবেন॥

হে বৈশ্য। বিষ্ণুর এই শালগ্রাম রূপ অধিষ্ঠান সর্ব্বপাপ নাশ, সর্ব্বপুণ্য দান ও সকলকেই মুক্তি প্রদান করেন॥ ২১৭॥

ঐ পদ্মপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে যম ও ধূম্রকেশসম্বাদে॥

হে নৃপনন্দন! প্রতিমায় বিষ্ণুর পূজা করিতে বিধান করিয়াছেন। প্রতিমা আট প্রকার। শিলাময়ী, দারুময়ী, লৌহময়ী অর্থাৎ ধাতুময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী এবং মণিময়ী॥

শালগ্রামশিলায় অর্চ্চনা করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হয়। জগদ্গুরু বাসুদেব উহাতে বসতি করেন॥ ২১৮॥

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীশিব ও কার্ত্তিকেয়সম্বাদে॥

সুবর্ণার্চ্চা ন রত্নার্চ্চা ন শিলার্চ্চা সুরোত্তম ।
শালগ্রামশিলায়ান্তু সর্ব্বদা বসতে হরিঃ ॥ ২১৯ ॥
অতএবোক্তং ॥
হত্যাং হন্তি যদঙ্ঘ্রিসঙ্গতুলসী স্তেয়ং চ তোয়ং পদে
নৈবেদ্যং বহুমদ্যপানদুরিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজং ।
শ্রীশাধীনমতিঃ স্থিতি র্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং
শালগ্রামশিলা নৃসিংহমহিমা কোঽপ্যেষ লোকোত্তরঃ ॥২২০॥
শালগ্রামশিলারূপভগবন্মহিমাম্বুধেঃ ।

সুবর্ণস্ত অর্চ্চা প্রতিমা তদাদিষু হরিঃ সর্ব্বদা ন বসতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন হরেঃ প্রিয়েতি শেষঃ ॥ ২১৯ ॥

পাদতোয়ং শ্রীচরণোদকং শ্রীশঃ শালগ্রামশিলারূপ এব ভগবান্ তদধীনমতিঃ তৎ স্মরণমিত্যর্থঃ। হরিশ্চ শালগ্রামশিলাত্মক এব ভক্ত জনৈঃ সেবকৈঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ২২০ ॥

ঊর্ম্মীনিতি সমুদ্রতরঙ্গগণনবৎ মাহাত্ম্যপরা ইত্যর্থঃ। শ্রীযুক্ত চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং তেনাশ্রিতোঽপি। স্বমতে শ্রীচৈতন্যদেবমাশ্রিতঃ পরমশক্তিমত্বাৎ প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। যথো-

---

হে দেবোত্তম ! সুবর্ণের প্রতিমা, রত্নের প্রতিমা ও শিলার প্রতিমা এ সকলে হরি সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন না, কিন্তু শালগ্রামশিলায় সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন ॥ ২১৯ ॥

এই জন্যই কহিয়াছেন যে,—

শালগ্রামশিলারূপী নৃসিংহের কি এক অলৌকিক মহিমা যে, তাঁহার চরণ সংলগ্না তুলসী ব্রহ্মহত্যা পাপ, তাঁহার পাদোদক চৌর্য্যজন্য পাপ এবং তাঁহার নৈবেদ্য বহু মদ্যপান জনিত পাপ ও গুরুপত্নীগমন জন্য পাপ নাশ করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ এবং তাঁহার ভক্তদিগের সহিত সহবাস করিলে পূর্ব্বোক্ত পাপিদিগের সহিত সহবাস জনিত পাপ নষ্ট হয় ॥ ২২০ ॥

সর্ব্বজ্ঞ হইলেও কোন ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্যরূপ সমুদ্রের

ঊর্ম্মীন্ গণয়িতুং শক্যঃ শ্রীচৈতন্যাশ্রিতোঽপি কঃ ॥ ২২১ ॥

অথ শালগ্রামশিলাপূজানিত্যতা পাদ্মে।

শালগ্রামশিলাপূজাং বিনা যো ঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদিবিষ্ঠায়ামাকল্পং জায়তে কৃমিঃ ॥

স্কান্দে চ ॥

গৌরবাচলশৃঙ্গাগ্রৈর্ভিদ্যতে তস্য বৈ তনুঃ।
ন মতি র্জায়তে যস্য শালগ্রামশিলার্চ্চনে। ইতি ॥ ২২২ ॥

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।

র্ম্ময় কেনাপি ন গণয়িতুং শক্যন্তে তদ্বৎ অনন্তত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২২১ ॥

গৌরবং গরিমা তদযুক্তস্যাচলস্য যদ্বা গৌরবেণ অচলং স্থিরং যচ্ছৃঙ্গং অর্থাৎ পর্ব্বত এব তস্যাগ্রৈঃ। পাঠান্তরং সুগমং। ভিদ্যতে বিদার্য্যতে। যদ্বা। শৃঙ্গাগ্রেভ্যো নিপাত্য চূর্ণীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২২ ॥

এবং লিখিত প্রকারেণ শালগ্রামশিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষামধিকারোঽভিপ্রেতঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বৈর্দ্বিজাতিভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈ র্বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। ননু ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্র করসংস্পর্শো বজ্রপাত সমো মমেতি। শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচ-

---

তরঙ্গমালা গণনা করিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ২২১ ॥

অথ শালগ্রামশিলা পূজার নিত্যতা—

পদ্মপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার পূজা না করিয়া কিছু আহার করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল প্রভৃতির বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া বাস করে ॥

স্কন্দপুরাণেও ॥

যাহার শালগ্রামশিলা পূজা করিতে মতি না হয়, পর্ব্বতশৃঙ্গাগ্র দ্বারা তাহার শরীর বিদ্ধ করে ॥ ২২২ ॥

অতএব যদি যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবানের পূজায় নিরত

দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ ॥ ২২৩ ॥

তথা স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

চাতুর্মাস্যব্রতে শালগ্রামশিলার্চ্চাপ্রসঙ্গে ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন।

নেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ২২৩ ॥

তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি ব্রাহ্মণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাং অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাম্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যং। যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ং। যতঃ শূদ্রেষন্ত্যজেষপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথাচ নারদীয়ে। শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে। শূদ্রম্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুব-

হন, তাহা হইলে কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্য, কি ক্ষত্রিয়, কি স্ত্রী, কি শূদ্র, সকলেই নিরত হইয়া শালগ্রামশিলারূপী ভগবানের পূজা করিবেন ॥ ২২৩ ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে চাতুর্মাস্য ব্রতবিষয়ে শালগ্রামশিলা পূজার প্রসঙ্গে ঐ বিষয়ই কথিত হইয়াছে ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁদিগের শালগ্রামে অধিকার আছে, শূদ্র সৎ হইলে তাহারও অধিকার আছে, অন্যের কখনও নাই, ॥

তাৎপর্য্য। অন্যের অর্থাৎ যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত নহেন, তাঁহাদিগের শালগ্রামশিলায় অধিকার নাই। বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি না থাকিলে ব্রাহ্মণেরও শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই, "সৎশূদ্র" শব্দে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শূদ্র ॥

মিতি পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তেতু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দন ইতি। এতদাদিকং চাগ্রে বৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। কিঞ্চ-ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথাচ তত্র। যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। এতচ্চ প্রাগ্‌দীক্ষামাহাত্ম্যে লিখিতমেব। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতি-বাক্যং। যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ। ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো· ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। তথাচ হরিভক্তিসুধো-দয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদে। তীর্থাশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ং। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মমেতি। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথুমহারাজবর্ণনে॥ সর্ব্বত্রাস্খলিতা· দেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রত ইতি। অচ্যুতো গোত্রং প্রবর্ত্তকতুল্যং যেষাং বৈষ্ণবানাং তেভ্যোঽন্যত্র চেত্যর্থঃ। তথা তন্মহারাজস্যোক্তৌ। মা জাতু তেজঃ প্রভবেন্মহর্দ্ধিভিস্তিতিক্ষয়া তপসা বিদ্যয়া চ। দেদীপ্যমানেঽজিতদেবতানাং কুলে স্বয়ং রাজকুলাদ্দ্বিজানামিতি। অত্র স্বামিপাদানাং টীকা। মহত্যশ্চ তা ঋদ্ধয়শ্চ তাভির্যদ্রাজকুলস্য তেজস্তৎ তস্মাৎ সকাশাদ্দ্বিজানাং বিপ্রাণাং কুলে অজিতো দেবতা পূজ্যো যেষাং বৈষ্ণবানাং তেষাঞ্চ কুলে মা জাতু প্রভবেৎ কদাচিদপি প্রভবং ন করোতু। কথম্ভূতে। সমৃদ্ধিভি র্বিনাপি স্বয়মেব তিতিক্ষাদিভি র্দেদীপ্যমান ইতি পুরঞ্জনোক্তৌ চ। তস্মিন্ দধে দমমহং তব বীরপত্নি যোঽন্যত্র ভূসুরকুলাৎ কৃতকিল্বিষস্তে। পশ্যে ন বীতভয়মুন্মুদিতং ত্রিলোক্যামন্যত্র বৈ মুররিপোরিতরত্র দাসাদিতি। অত্রাপি সৈব টীকা। হে বীর-পত্নি যস্তে কৃতাপরাধঃ তস্মিন্নহং ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্র অন্যস্মিন্ মুররিপুদাসাদিতরত্র চ দমং দধে দণ্ডং করোমীত্যাদি। ঈদৃশানিচ বচনানি শ্রীভাগবতাদৌ বহূন্যেব সন্তি। ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি। কিঞ্চ। বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদিত্যাদি

বায়ুপুরাণে এইরূপ শূদ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। যাচ্‌ঞা করিবে না, যথেষ্ট দান করিবে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত কৃষিকর্ম্ম করিবে এবং নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবে। এরূপ শূদ্র শালগ্রামশিলা পূজা করিতে পারিবে। অতএব শূদ্রে শালগ্রাম পূজা করিতে পারে না, এ ব্যবস্থা কতক গুলিন মৎসর স্মার্ত্ত কল্পনামাত্র করিয়াছেন। নারদ-পুরাণে কথিত হইয়াছে। হে মহীপাল! চণ্ডালও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইলে দ্বিজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়॥

তত্রৈবান্যত্র ॥

স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদমিতি ॥
অতো নিষেধকং যদ্যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ।

বচনৈরবৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং নির্দ্দিশ্যতেতরাং। অতএবোক্তং শ্রীভগবতা শ্রীহয়গ্রীবেণ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে পুরুষোত্তমপ্রতিষ্ঠান্তে। মূর্ত্তিপানাস্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা। তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনামিতি। অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বৈর্ভগবৎপরৈঃ সংপূজ্য ইতি। তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ধর্ম্মব্যাধস্যাপি শ্রীশালগ্রামশিলাপূজনমুক্তং। ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ। তস্থৌ স চ সমানীয় দর্শয়ামাস তাবুভৌ। নির্নিক্তবসনৌ বৃদ্ধাবাসনস্থৌ নিজৌ গুরূ। শালগ্রামশিলাঞ্চৈব তৎসমীপে সুপূজিতামিতি। অত্রাচারশ্চ সতাং মধ্যদেশে হস্মিন্ বিশেষতো দক্ষিণদেশে চ মহত্তমানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রমাণমিতি দিক্। এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ। যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণামিত্যাদি বচনৈঃ। তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চি-

পদ্মপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে, যে সকল শূদ্র বিষ্ণুর ভক্ত, তাঁহারা শূদ্র নহেন, যাহাদের জনার্দ্দনে ভক্তি নাই, তাহারা যে কোন বর্ণ হউক না কেন, তাহাদিগকেই শূদ্র বলিয়া জানিতে হয়। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতি "যন্নামধেয়" ইত্যাদি শ্লোকে কহিয়াছেন, স্ত্রীর পক্ষেও এইরূপ বিধি ॥

ঐ স্কন্দপুরাণের অন্যস্থলে ॥

স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক, অথবা ব্রাহ্মণ হউক কিম্বা ক্ষত্রিয়াদিই হউক, শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্যপদ লাভ করিবে ॥

অতএব স্ত্রীশূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা করিবার বিষয়ে যে সকল নিষেধ-বাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায়, তত্ত্বদর্শি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যাহারা বিষ্ণুভক্ত নহে, ঐ সকল নিষেধ-বচন তাহাদিগেরই পক্ষে ॥

যথা—

ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ।
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ ॥ ২২৪ ॥
সন্ধার্য্যা বৈষ্ণবৈর্যত্নাচ্ছালগ্রামশিলাসুবৎ।
সা চার্চ্চা দ্বারকাচক্রাঙ্কিতোপেতৈব সর্ব্বদা ॥
অথ শালগ্রামশিলা শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্ক—
শিলাসংযোগমাহাত্ম্যং ব্রাহ্মে তত্রৈব ॥
শালগ্রামোদ্ভবো দেবো দেবো দ্বারবতীভবঃ।

দোষো ঘটত ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানিত্যাদি বচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিতমেবাস্তি। এতৎ সর্ব্বমগ্রে শ্রীবৈষ্ণবমাহাত্ম্যে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি ॥ ২২৪ ॥
অসুবৎ প্রাণবৎ যত্নাৎ সংধার্য্যা। অর্চ্চ্যা পূজয়িতব্যা ॥ ২২৫ ॥

নিষেধ বচন যথা—

শুচি হউন বা অশুচিই হউন, ব্রাহ্মণই আমার পূজায় অধিকারী, স্ত্রী বা শূদ্রের হস্তসংস্পর্শ বজ্র হইতেও আমার দুঃসহ বোধ হয় ॥

প্রণব "ওঁ" উচ্চারণ করিলে শালগ্রামশিলার পূজা করিলে এবং ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্র চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৪ ॥

বৈষ্ণবগণ যত্ন সহকারে প্রাণের ন্যায় শালগ্রামশিলা ধারণ করিবেন। যখন পূজা করিবেন, তখন দ্বারকাচক্রাঙ্কিতশিলার সহিত একত্রেই পূজা করিবেন ॥

অথ শালগ্রামশিলা ও দ্বারকাচক্রাঙ্কিতশিলা,
এই উভয়ের সংযোগমাহাত্ম্যে ॥
ব্রহ্মপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

শালগ্রামোৎপন্ন দেব এবং দ্বারকায় উৎপন্ন দেব, যে স্থানে এই

উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ।
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
চক্রাঙ্কিতা শিলা যত্র শালগ্রামশিলাগ্রতঃ।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ।
তত্রৈবান্যত্র ॥
প্রত্যহং দ্বাদশ শিলাঃ শালগ্রামস্য যোঽর্চ্চয়েৎ।
দ্বারবত্যাঃ শিলাযুক্তাঃ স বৈকুণ্ঠে মহীয়তে ॥ ২২৫ ॥
অথ শ্রীদ্বারকাচক্রাঙ্কলক্ষণানি ॥
শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াং ॥
একঃ সুদর্শনো দ্বাভ্যাং লক্ষ্মীনারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ত্রিভিস্ত্রিবিক্রমো নাম চতুর্ভিশ্চ জনার্দ্দনঃ।
পঞ্চভির্বাসুদেবস্তু ষড়্‌ভিঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে

এক একচক্রো যঃ স সুদর্শন ইত্যর্থঃ। দ্বাভ্যাং চক্রাভ্যামেবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ২২৬ ॥

উভয়ের সম্মিলন আছে, সেই স্থানেই মুক্তি অবস্থিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দ্বারকাচক্রাঙ্কিত শিলা যে স্থানে শালগ্রামশিলার সম্মুখে থাকে, সে স্থানে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যস্থলে ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ দ্বারকাশিলার সহিত দ্বাদশটী শালগ্রামশিলার পূজা করেন, বৈকুণ্ঠে তিনি সম্মান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২৫ ॥

অথ দ্বারকাচক্রচিহ্নের লক্ষণ সকল ॥

শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায় ॥

যিনি এক চক্র, তিনি সুদর্শন, যাঁহার দুই চক্র তাঁহার নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ, তিন চক্রাঙ্কিতের নাম ত্রিবিক্রম, চারি চক্রাঙ্কিতের নাম

সপ্তভির্বলদেবস্তু অষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২২৬ ॥
নবভিশ্চ নবব্যূহো দশভি র্দশমূর্ত্তিকঃ।
একাদশৈশ্চানিরুদ্ধো দ্বাদশৈর্দ্বাদশাত্মকঃ।
অন্যেষু বহুচক্রেষু অনন্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২২৭ ॥
অথ দ্বাদশচক্রাঙ্কমাহাত্ম্যং বারাহে ॥
যে কেচিচ্চৈব পাষাণা বিষ্ণুচক্রেণ মুদ্রিতাঃ।
তেষাং স্পর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
গারুড়ে ॥
সুদর্শনাদ্যাস্তু শিলাঃ পূজিতাঃ সর্ব্বকামদাঃ।

নবব্যূহঃ নৃসিংহ বরাহ হয়গ্রীব নারায়ণ ব্রহ্মাণঃ পঞ্চ বাসুদেবাদ্যাশ্চত্বারঃ এবং নবব্যূহ রূপঃ মৎস্যকূর্ম্মাদি দশাবতারাত্মকঃ। একাদশৈরিত্যার্ষং। একাদশভিঃ। পাঠান্তরে একাদশ চক্রাণি যদি স্যুস্তর্হি অনিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি দ্বাদশাত্মকঃ দ্বাদশাদিত্য-রূপঃ। কেশব নারায়ণাদি দ্বাদশরূপো বা ॥ ২২৭ ॥

জনার্দ্দন। পঞ্চচক্রাঙ্কিতের নাম বাসুদেব, ষট্‌চক্রাঙ্কিতের নাম প্রদ্যুম্ন, সপ্ত চক্র বলদেব। অষ্ট চক্র পুরুষোত্তম। ২২৬ ॥

নবচক্র নবব্যূহ। দশচক্র দশমূর্ত্তি। একাদশ চক্রাঙ্কিত শিলার নাম অনিরুদ্ধ। দ্বাদশ চক্রের নাম দ্বাদশাত্মক। যাঁহার ইহা অপেক্ষা অধিক চক্র, তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া কীর্ত্তন করাযায় ॥ ২২৭ ॥

অথ দ্বাদশ চক্রাঙ্কের মাহাত্ম্য—

বরাহপুরাণে ॥

যে কোন শিলা বিষ্ণুচক্র দ্বারা চিহ্নিত সেই সকলের স্পর্শমাত্রে সমুদায় পাতক হইতে নির্ম্মুক্ত হইবে ॥

গরুড়পুরাণে ॥

সুদর্শন প্রভৃতি শিলার পূজা করিলে সমুদায় কামনা সুসিদ্ধ হয় কারণ ঐ সকল শিলা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী ॥

স্কান্দে চ ॥

ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা চক্রাঙ্কং পূজয়েন্নরঃ।
অপি চেৎ সুদুরাচারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
দ্বারকামাহাত্ম্যে চ দ্বারকাগতানাং শ্রীব্রহ্মাদীনামুক্তৌ ॥
এতদ্বৈ চক্রতীর্থন্তু যচ্ছিলা চক্রচিহ্নিতা।
মুক্তিদা পাপিনাং লোকে ম্লেচ্ছদেশেঽপি পূজিতা।
অথ তেষ্বেব চক্রভেদেন ফলভেদঃ।　কপিলপঞ্চরাত্রে ॥
একচক্রস্তু পাষাণো দ্বারবত্যাঃ সুশোভনঃ।
সুদর্শনাভিধো যোঽসৌ মোক্ষৈকফলদায়কঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণো দ্বাভ্যাং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
এভিশ্চাচ্যুতরূপোঽসৌ ফলমৈন্দ্রং প্রযচ্ছতি।
চতুর্ভুজশ্চতুশ্চক্রশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ।

স্কন্দপুরাণে ॥

ভক্তিভাবেই হউক, আর অভক্তিভাবেই হউক, যে মানব চক্রচিহ্নিত শিলার পূজা করেন, তিনি অতিশয় দুরাচার হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যগ্রন্থে দ্বারকাগত ব্রহ্মাদির বাক্যে ॥

যে শিলায় চক্র চিহ্ন আছে তাহারই নাম চক্রতীর্থ। পৃথিবীতে ম্লেচ্ছদেশেও তাহার পূজা করিলে পাপি সকল মুক্তি পায় ॥

ঐ সকল শিলারই মধ্যে চক্রভেদে ফলভেদ ॥

কপিলপঞ্চরাত্রে ॥

দ্বারকায় যে সুন্দর শিলায় একটী চক্রের চিহ্ন আছে, তাহার নাম সুদর্শন। সুদর্শন একমাত্র মুক্তি দান করেন ॥

দুই চক্রে লক্ষ্মীনারায়ণ, ইনি ভোগ ও মুক্তিফল দান করেন। তিন চক্রে অচ্যুত, অচ্যুত ইন্দ্রপদ প্রদান করেন ॥

চারি চক্রে চতুর্ভুজ, ইনি চতুর্ব্বর্গফল দান করেন। পাঁচ চক্রা-

পঞ্চভি র্বাসুদেবশ্চ জন্মমৃত্যুভয়াপহঃ।
ষড়্ভিঃ প্রদ্যুম্ন এবাসৌ লক্ষ্মীং কান্তিং দদাতি সঃ।
সপ্তভি র্বলভদ্রোঽসৌ গোত্রকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বমষ্টভিঃ পুরুষোত্তমঃ।
নবচক্রো নৃসিংহস্তু ফলং যচ্ছত্যনুত্তমং।
রাজ্যপ্রদো দশভিস্তু দশাবতারকঃ স্মৃতঃ।
একাদশভিরৈশ্বর্য্যমনিরুদ্ধঃ প্রযচ্ছতি।
নির্ব্বাণং দ্বাদশাত্মাসৌ সৌখ্যদশ্চ সুপূজিতঃ।
অথ বর্ণাদিভেদেন দোষগুণাঃ পূজ্যত্বাপূজ্যত্বে চ—
তত্রৈব॥
কৃষ্ণো মৃত্যুপ্রদো নিত্যং ধূম্রশ্চৈব ভয়াবহঃ।
অস্বাস্থ্যং কর্ব্বুরো দদ্যান্নীলস্তু ধনহানিদঃ।
ছিদ্রো দারিদ্র্যদুঃখানি দদ্যাৎ সংপূজিতো ধ্রুবং॥

ঙ্কিতের নাম বাসুদেব, ইনি জন্ম মরণ-জন্য ভয় নিবারণ করেন॥

ছয় চক্রের নাম প্রদ্যুম্ন, ইনি লক্ষ্মী ও সৌন্দর্য্য দান করেন এবং সাতচক্রে বলভদ্র, ইনি গোত্র এবং যশ বৃদ্ধি করেন॥

আট চক্রাঙ্কিত শিলার নাম পুরুষোত্তম, ইনি সমুদায় অভীষ্ট পূর্ণ করেন। নয় চক্রে নৃসিংহ, নৃসিংহ অত্যুত্তম ফল দান করেন। দশ চক্রে দশাবতার, দশাবতার রাজ্যপ্রদাতা। একাদশ চক্রে অনিরুদ্ধ, ইনি ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন। দ্বাদশ চক্রে দ্বাদশাত্মা, পূজা করিলে ইনি মুক্তি ও সুখ দান করেন॥

অথ বর্ণাদিভেদে দোষ গুণ ও পূজ্য অপূজ্যের বিষয়॥

ঐ গ্রন্থেই॥

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু এবং ধূম্রবর্ণ সর্ব্বদা ভয় প্রদান করেন। কর্ব্বুরবর্ণ অস্বাস্থ্য দেন, নীলবর্ণ ধন হানি করেন॥

যাঁহার ছিদ্র আছে, তাঁহার পূজা করিলে নিশ্চয়ই দারিদ্র্য-দুঃখ

পাণ্ডরস্তু মহদ্দুঃখং ভগ্নো ভার্য্যাবিয়োগদঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যসুখমত্যন্তমুত্তমং।
দদাতি শুক্লবর্ণশ্চ তস্মাদেনং সমর্চ্চয়েৎ॥ ২২৮॥
শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াং॥
কৃষ্ণা মৃত্যুপ্রদা নিত্যং কপিলা চ ভয়াবহা॥
রোগার্ত্তিং কর্ব্বুরা দদ্যাৎ পীতা বিত্তবিনাশিনী।
ধূম্রাভা বিত্তনাশায় ভগ্না ভার্য্যাবিনাশিকা।
সচ্ছিদ্রা চ ত্রিকোণা চ তথা বিষমচক্রিকা।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি র্যাচ পূজ্যাস্তা ন ভবন্তি হি॥ ২২৯॥
গার্গ্যগালবয়োঃ॥
সুখদা সমচক্রা তু দ্বাদশী চোত্তমা শুভা।

ছিদ্রঃ সচ্ছিদ্র ইত্যর্থঃ। শুক্লঃ বর্চ্চঃ বর্ণো যস্য সঃ॥ ২২৮॥
তাঃ সচ্ছিদ্রাদ্যাঃ কৃষ্ণাদয়ো বা॥ ২২৯॥

ঘটে, পাণ্ডুবর্ণ সুমহৎ দুঃখ দান করেন, ভগ্ন, ভার্য্যাবিয়োগ উপস্থিত করেন। শুক্লবর্ণ পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য ও অত্যুত্তম সুখ দান করেন, অতএব ইহাঁরই পূজা করিবে॥ ২২৮॥

প্রহ্লাদসংহিতায়॥

কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু প্রদান করেন, কপিলবর্ণ সর্ব্বদা ভয়প্রদ হয়েন। কর্ব্বুর অর্থাৎ নানাবর্ণ রোগজন্য যাতনা দেন, পীতবর্ণ ধন নাশ করেন। ধূম্রবর্ণ ধন নাশ ও ভগ্ন, ভার্য্যা নাশ করিয়া থাকেন। যাহাতে ছিদ্র আছে, যাহা ত্রিকোণ, যাহার চক্র বিষম ও যাহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায়, এরূপ শিলা কদাচ পূজা করিবে না॥ ২২৯॥

গার্গ্য ও গালব কহিয়াছেন॥

যাঁহার চক্র সমান, তিনি সুখদাতা, যাঁহারা দ্বাদশ চক্র তিনি অত্যুত্তম মঙ্গল প্রদান করেন, বর্ত্তুলাকার বা চতুষ্কোণ মনুষ্যগণকে সুখ

বর্ত্তুলা চতুরস্রা চ নরাণাঞ্চ সুখপ্রদা ॥
ত্রিকোণা বিষমা চৈব ছিদ্রা ভগ্না তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্যাতু পূজার্হা ন ভবেত্তু সা।
ফলং নোৎপদ্যতে তত্র পূজিতায়াং কদাচন ॥ ২৩০ ॥

॥ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে আধিষ্ঠানিকো নাম পঞ্চমোবিলাসঃ ॥ ॥ ৫ ॥ ॥

দ্বাদশী দ্বাদশাত্মসংজ্ঞিকা দ্বাদশকোণা বা ॥ ২৩০ ॥

॥ * ॥ ইতি পঞ্চমঃ ॥ * ॥

প্রদান করিয়া থাকেন। আর যে শিলা ত্রিকোণ, বিষম চক্র, সচ্ছিদ্র, ভগ্ন বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তাঁহার পূজা করিবে না, পূজা করিলে কখনই ফল হয় না ॥ ২৩০ ॥

॥ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃতানুবাদে আধিষ্ঠানিকো নাম পঞ্চমোবিলাসঃ সমাপ্তঃ ॥ ॥

ষষ্ঠবিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপং গোকুলোৎসবং।
মনোজ্ঞং যষ্টুকামস্য মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রিয়ো মহালক্ষ্ম্যাঃ চৈতন্যং জীবনরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ। স্বমতেতু নিজভক্তৌ সর্ব্বেষামেব চেতয়িতৃত্বেন শ্রীচৈতন্য ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীশচীনন্দনস্তস্য প্রসাদেন মূর্ত্তেঃ শ্রীভগবৎপ্রতিকৃতেঃ অর্চ্চায়াঃ পূজায়া বিধিরুচ্যতে লিখ্যতে। ননু সর্ব্বাধিষ্ঠানতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়া মাহাত্ম্যমধিকং লিখিতমিতি তৎপূজাবিধিরেব লিখিতুং যুজ্যতে তত্র লিখতি। গোকুলোৎসবং তস্য চৈতন্যস্য রূপং তৎ অনির্ব্বচনীয়ং বা রূপং যষ্টুকামস্য পূজয়িতুমিচ্ছতো জনস্য। কুতঃ। মনোজ্ঞং চিত্তাকর্ষকং। শ্রীমূর্ত্তিমন্তরেণ মনঃসন্তোষো ন স্যাদিতি তদ্ভক্তানাং তৎপূজৈবোপযুক্তেতি ভাবঃ। অতএব তত্তদ্দীপং সুরভিঘৃতসংসিক্তকর্পূরবর্ত্ত্যা দীপ্তং দৃষ্টাদ্যতিবিশদধীঃ পাদপর্য্যন্তমুর্চ্চেরিত্যাদি বচনৈঃ ক্রমদীপিকাদৌ দৃষ্ট্যাদিনির্দ্দেশেন শ্রীমূর্ত্তিপূজৈবাভিপ্রেতেতি দিক্ ॥ ১ ॥

যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের মনোহর গোকুলের উৎসব-স্বরূপ মূর্ত্তিপূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্য শ্রীশচীনন্দনদেবের অনুগ্রহে মূর্ত্তিপূজার বিধান লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥

তাৎপর্য্য। যদি বলেন শালগ্রামই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান অতএব শালগ্রাম শিলারই পূজা করা কর্ত্তব্য, তবে আর কেন মূর্ত্তিপূজার বিধান লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছ। এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। মনোজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির অলৌকিক রূপ দর্শন করিলে অনায়াসেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সুতরাং যাঁহারা ভগবানের ভক্ত তাঁহাদিগের শ্রীমূর্ত্তিরই পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্থাপনাশ্চ মূর্ত্তয়ো দ্বিবিধা মতাঃ।
স্বয়ং ব্যক্তাঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্থাপনাস্তু প্রতিষ্ঠয়া ॥ ২ ॥
তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তদর্চ্চাবসথং হরেঃ।
স্থাপনঞ্চ স্বয়ং ব্যক্তং দ্বিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৩ ॥
শিলামৃদ্দারুলোহাদ্যৈঃ কৃত্বা প্রতিকৃতিং হরেঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাগমপ্রোক্ত বিধিনা স্থাপনং হি যৎ।
তৎ স্থাপনমিতি প্রোক্তং স্বয়ং ব্যক্তং হি মে শৃণু।
যস্মিন্ সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ স্বয়মেব নৃণাং ভুবি।
পাষাণদার্ব্বোরাত্মেশঃ স্বয়ং ব্যক্তং হি তৎ স্মৃতমিতি।
দুর্ল্লভত্বাৎ স্বয়ং ব্যক্তমূর্ত্তেঃ শ্রীবৈষ্ণবোত্তমঃ।

স্বয়ং ব্যক্তাঃ শ্রীরঙ্গশায়িপ্রভৃতয়ঃ। স্বয়ং সাক্ষাদেব কৃষ্ণঃ। প্রতিষ্ঠয়া কৃত্বা কৃষ্ণঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥

অর্চ্চায়াঃ পূজায়াঃ আবসথং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মূর্ত্তি দুই প্রকার, স্বয়ং প্রকাশিত অর্থাৎ শ্রীরঙ্গশায়ী প্রভৃতি, আর স্থাপিত। স্বয়ং প্রকাশিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আর যাহা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার নাম স্থাপিত ॥ ২ ॥

অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

হে দেবি! হরির যে পূজার স্থান, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা দুই প্রকার, স্থাপিত এবং স্বয়ং ব্যক্ত ॥ ৩ ॥

শিলা, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ এবং লোহাদি দ্বারা হরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রুতি, স্মৃতি এবং তন্ত্রোক্ত বিধি দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা করা, তাহার নাম স্থাপন। স্বয়ং ব্যক্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ॥

আত্মেশ্বর বিষ্ণু পৃথিবীতে যে পাষাণ বা কাষ্ঠে মনুষ্যগণের সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নাম স্বয়ং ব্যক্ত ॥

স্বয়ং ব্যক্তমূর্ত্তি সহজে পাওয়া যায় না অতএব বৈষ্ণবোত্তম যথা-

যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপিতাং মূর্ত্তিমর্চ্চয়েৎ।
অথ শ্রীমূর্ত্তিপূজামাহাত্ম্যং ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
নৈকং স্ববংশন্তু নরস্তারয়ত্যখিলং জগৎ।
অর্চ্চায়ামীপ্সিতং নৃণাং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভং।
প্রতিমামাশ্রিতোঽভীষ্টপ্রদাং কল্পলতাং যথা ॥ ৪ ॥
অথ শ্রীমূর্ত্তেঃ প্রসাদনং। আত্মাদিশুদ্ধয়শ্চ ॥
শ্রীমূর্ত্তিং ক্ষালনার্হান্তু শস্তগন্ধজলাদিনা।
প্রক্ষালয়েত্তদন্যান্তু মূলমন্ত্রেণ মার্জয়েৎ ॥ ৫ ॥
শ্রীমূর্ত্তিহৃদয়ং স্পৃষ্ট্বা স্বমন্ত্রং চাষ্টধা জপেৎ।

অর্চ্চায়াং শ্রীমূর্ত্তৌ। নৃণামীপ্সিতং ফলং যাগাদিদুর্ল্লভমপি সা দদাতি ॥ ৪ ॥
প্রক্ষালনার্হাং শৈলী-লৌহী-প্রতিকৃতিং। তদন্যাং লেপ্যাদ্যাং ॥ ৫ ॥

বিধানে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবেন ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তিপূজার মাহাত্ম্য ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

পূজা করিলে মনুষ্য কেবল নিজের বংশ নহে, সমস্ত জগৎ উদ্ধার করেন। যাগাদি দ্বারা মনুষ্যগণের যে ফল দুর্ল্লভ শ্রীমূর্ত্তি পূজা করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে, যেমন কল্পলতাকে, তেমনি প্রতিমাকে আশ্রয় করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় ॥ ৪ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তির সংস্কার এবং আত্মাদি শুদ্ধি ॥

যে সকল মূর্ত্তি ক্ষালন করিবার যোগ্য অর্থাৎ প্রস্তরময়ী ও লৌহময়ী, সে সকল মূর্ত্তিকে প্রশস্ত গন্ধ ও জলাদি দ্বারা ক্ষালন করিবে। অন্যান্য মূর্ত্তি অর্থাৎ লেপময়ী ও লেখময়ী প্রভৃতি যাহা ক্ষালন করিবার যোগ্য নহে, তৎসমুদায়কে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া মার্জনা করিবে ॥ ৫ ॥

শ্রীমূর্ত্তির হৃদয় স্পর্শ করিয়া আটবার নিজমন্ত্র জপ করিবে। এই

এবং প্রসাদনং মূর্ত্তেরাত্মনস্তৎপ্রসাদনাৎ।
শুদ্ধিরেকা দ্বিতীয়া তু স্যাদব্যগ্রতয়াপি চ ॥ ৬ ॥
স্থানশুদ্ধিস্তথা দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ লিখিতা পুরা।
ইতি প্রকারভেদেন ভবেচ্ছুদ্ধিচতুষ্টয়ং।
উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন ॥
পুষ্পেণাম্বু গৃহীত্বা তু প্রোক্ষয়েৎ সর্ব্বসাধনং।

অষ্টধা বারাষ্টকং। আত্মশুদ্ধিং অব্যগ্রত্বাদিনা। যদ্যপি পূজারম্ভাদেব সা সদাপেক্ষ্যতে তথাপি বহিঃ শ্রীমূর্ত্তিপূজায়ামবশ্যাপেক্ষ্যত্বাৎ শুদ্ধিপ্রসঙ্গাদ্বাত্র লিখিতা ॥ ৬ ॥

নন্থ ক্বচিৎ শুদ্ধিচতুষ্টয়ং ক্বচিচ্চ শুদ্ধিষট্কং শ্রূয়তে। অত্র তু মূর্ত্তিশুদ্ধিরাত্মশুদ্ধিশ্চেতি শুদ্ধিদ্বয়মাত্রং লিখিতং তৎ কুত ইত্যতো লিখতি স্থানেতি। পুরা পূর্ব্বং দেবালয়মার্জনাদি-প্রকরণে স্থানশুদ্ধিঃ শঙ্খপ্রতিষ্ঠাশেষেচ শঙ্খোদকাদিনা দ্রব্যশুদ্ধির্লিখিতা ইতি। অনেন প্রকারেণ ভেদোঽত্রায়ং জ্ঞেয়ঃ। প্রক্ষালনাদিনা শ্রীমূর্ত্তিশুদ্ধিঃ শোধনপ্রোক্ষণাদিনা দ্রব্য-শুদ্ধিরব্যগ্রত্বেন চাত্মশুদ্ধিরভিব্যঞ্জিতৈব। তত্রচ আত্মতত্ত্বায় নমঃ বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বায় নম ইত্যুক্ত্বা প্রোক্ষণীপাত্রনিহিতেন কিঞ্চিদভিমন্ত্রিতশঙ্খজলেন তুলসীদল-গৃহীতেন স্বমূর্দ্ধন্যভিষেকং কুর্য্যাদিত্যেবমাত্মশুদ্ধিং কেচিন্মন্যন্তে। স্থানশুদ্ধিশ্চ সংমার্জনা-লেপনাদিনা বেদিকামণ্ডলনির্ম্মাণাদিনা চ। তথাচোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। বিলিপ্য বেদিকাং সম্যঙ্মণ্ডলং তত্র কারয়েৎ। রক্তৈস্তণ্ডুলচূর্ণৈশ্চ নীল-পীত-সিতাসিতৈঃ। লিখেদষ্ট-দলং পদ্মং চতুরস্রং সমাবৃতং। ষট্কোণং কর্ণিকামধ্যে কোণাগ্রে বৃত্তসংবৃতং। সাধ্যমেব ততঃ শোভা রেখাভিরুপশোভিতং। সংপূজ্য মণ্ডলঞ্চৈব তত্র সিংহাসনং ন্যসেৎ। চন্দ্রাতপ-পতাকৈশ্চ তোরণৈরপি সর্ব্বতঃ। চিত্রিতং তত্র তত্রাপি ভিত্তিস্তম্ভস্থলাদিষিতি। এতচ্চ কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরঘুনাথপূজাবিষয়ং। ক্রমদীপিকাকারাদিমতে চ দীক্ষাবিধিবিষয়মেবেতি। মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ অস্ত্রমন্ত্রেণ মন্ত্রশুদ্ধিং পরিকল্পয়ামীত্যেবং। চিত্তশুদ্ধিশ্চ চিন্তান্তরপরিত্যাগাদি-নেত্যেবং ষট্শুদ্ধয়ঃ। তাশ্চ সর্ব্বা এব পরিপাল্যা বৈষ্ণবৈঃ কিন্তু নিজসম্প্রদায়ানুসারেণে-ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রকার মূর্ত্তি সংস্কার করাতে এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হয়। দ্বিতীয় আত্ম-শুদ্ধি চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে স্থানশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি লিখিয়াছি। এই প্রকার গণনা করিলে শুদ্ধি চারি প্রকার হয় ॥

শ্রীনারদ কহিয়াছেন ॥

পুষ্পদ্বারা জল লইয়া সমুদায় পূজা সামগ্রীর উপর প্রোক্ষণ করিবে,

মলস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ পাত্রে দেবং বিধায় চ।

অন্যেনাপি॥

পুষ্পাক্ষতাদিদ্রব্যাণাং কুর্য্যান্মন্ত্রাদিশোধনং।

ক্ষালনেনাম্বুলেপাদে মূর্ত্তিশুদ্ধিং সমাচরেৎ।

অব্যগ্রত্বেনাত্মশুদ্ধিং ক্ষিতিশুদ্ধিং ততশ্চরেদিতি।

মন্ত্রশুদ্ধিং পরাং চিত্তশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি কেচন।

এবং ষট্ শুদ্ধয়ঃ পুণ্যাঃ সম্প্রদায়ানুসারতঃ॥ ৭॥

অথ পীঠপূজা॥

তাম্রাদিপীঠে শ্রীখণ্ডাদ্যালিপ্তেঽষ্টদলং লিখেৎ।

সকর্ণিকং ত্রিবৃত্তাঢ্যং পদ্মং ষোড়শকেশরং।

তাম্রাদিরচিতপীঠে শ্রীখণ্ডং চন্দনং তদাদিনা আলিপ্তে অষ্টদলং ষোড়শকেশরং

তাহার পর পাত্রে দেবতাকে রাখিয়া মলস্নান করাইবে॥

অন্য মহাত্মাও কহিয়াছেন॥

পুষ্প ও আতপ তণ্ডুলাদি দ্রব্য সকলের শোধন, মন্ত্রাদি দ্বারা করিবে, জল ও চন্দন দ্বারা ক্ষালন করিয়া প্রতিমার শোধন করিবে। চিত্ত স্থির করিয়া আত্মশুদ্ধি, তাহার পর স্থানশুদ্ধি করিবে। এই স্থলে কেহ কেহ মন্ত্রশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধিরও বিধান করেন। এই প্রকারে সম্প্রদায় অনুসারে শুদ্ধি ছয় প্রকার, ঐ ছয় প্রকার শুদ্ধিই পবিত্র-কারক॥

তাৎপর্য্য। বৈষ্ণব ব্যক্তি ছয় প্রকার শুদ্ধিই করিবেন, কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের আচার পরিপালন করিতে হইবে অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ে যেরূপ আচার আছে তাহার অনুগামী হইতে হইবে॥ ৭॥

অথ পীঠপূজা॥

তাম্রাদিনির্ম্মিত পীঠে অর্থাৎ তাম্রটাটে চন্দনাদি লেপন করিয়া তাহাতে চতুর্দ্বার বিভূষিত চতুষ্কোণের মধ্যে অষ্টদলে, ষোড়শ কেশর

সদলাগ্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বার-বিভূষিতং।
পূজাযন্ত্রং সমুদ্ধৃত্য পীঠার্চ্চাং তত্র সাধয়েৎ ॥ ৮ ॥
পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্ গুরুপাদুকাং।
নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ॥ ৯ ॥
দক্ষিণে চার্চ্চয়েদ্দুর্গাং গণেশঞ্চ সরস্বতীং।
তত্র প্রাগ্ লিখিতন্যাসস্থানুসারেণ পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

সকর্ণিকং বৃত্তত্রয়যুক্তং দলাগ্রসহিতঞ্চ পদ্মং লিখেৎ। এবং পূজাযন্ত্রং সম্যক্ উদ্ধৃত্য অঙ্কয়িত্বা তত্র তস্মিন্ যন্ত্রে পীঠস্য অর্চ্চাং পূজাং সাধয়েৎ নিষ্পাদয়েৎ তত্র চার্ঘ্যজলেনাভ্যুক্ষ্য কুর্য্যাদিতি সদাচারতো জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥

ভগবতো বাম ইতি বায়ুকোণাদীশানকোণপর্য্যন্তদেশে ইত্যর্থঃ। শ্রীগুরূন্ নিজগুরু-পরমগুরু-পরাপরগুরু-মহাগুরু-পরমেষ্ঠিগুরূন্ যজেৎ। কচিচ্চ শ্রীগুরু-পরমগুরু-পরমেষ্ঠি-গুরু-পরাৎপরগুরূনিতি। প্রয়োগঃ। শ্রীগুরুভ্যো নম ইত্যাদিঃ। কেচিদত্রাদ্যাক্ষরবিন্দু-সহিতং বীজত্বেনাদৌ প্রযুঞ্জতে গুং গুরুভ্যো নম ইতি। তথা গুরুপাদুকাশ্চ শ্রীনারদাদীংশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধান্ অন্যাংশ্চাধুনিকান্ ভাগবতান্ যজেৎ। প্রয়োগঃ ওঁ। শ্রীগুরুপাদুকাভ্যো নম ইত্যাদিঃ ॥ ৯ ॥

ভগবতো দক্ষিণে চ ভাগে দুর্গাদীনর্চ্চয়েৎ। তত্তৎপরিচ্ছদাদিসমেতানিতি জ্ঞেয়ং। ততস্তদনন্তরং প্রাক্ পূর্ব্বং পীঠন্যাসে লিখিতস্য ন্যাসস্য পীঠন্যাসস্থানুসারেণেতি যত্র যস্য পূজা যেন ক্রমেণ লিখিতাস্তি তথৈব পুষ্পাদিনা তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বৃত্তত্রয় সংযুক্ত কর্ণিকার সহিত দলাগ্র সমন্বিত পদ্ম লিখিবে। ঐ প্রকার পূজামন্ত্র লিখিয়া তাহাতে পীঠপূজা করিবে ॥ ৮ ॥

পীঠে ভগবানের বামে শ্রীগুরুপরম্পরা অর্থাৎ নিজগুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু, মহাগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু, তথা গুরুপাদুকা, নারদাদি প্রাচীন সিদ্ধ ও অন্যান্য আধুনিক বৈষ্ণবদিগের পূজা করিবে ॥ ৯ ॥

দক্ষিণে দুর্গা, গণেশ ও সরস্বতী ইহাঁদিগকে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদের, সহিত পূজা করিবে। এই সকল পূজা পূর্ব্ব লিখিত ন্যাসানুসারেই করিতে হইবে ॥ ১০ ॥

মধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ ধর্ম্মাদীংশ্চ বিদিক্ষ্বথ ।
অধর্ম্মাদীংশ্চতুর্দ্দিক্ষ্বনন্তাদীন্ মধ্যতঃ পুনঃ ।
শক্তী র্নবাষ্টপত্রেষু কর্ণিকায়াঞ্চ পূজয়েৎ ।

তদেব বিশেষ্য দর্শয়তি মধ্যে ইতি দ্বাভ্যাং। পীঠমধ্যে আধারশক্ত্যাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেন প্রকৃতি--কূর্ম্মানন্ত--পৃথিবী--ক্ষীরসমুদ্র--শ্বেতদ্বীপ--রত্নমণ্ডপ--কল্পবৃক্ষাঃ। অত্রচ পূর্ব্ববদেব ক্ষীরসমুদ্রাদিস্থানে তত্তৎপরিবর্ত্তেন শ্রীমথুরাদ্যা একান্তিভিঃ পূজ্যা ইতি বোদ্ধব্যং। প্রয়োগঃ। ওঁ আধারশক্তয়ে নম ইত্যাদিঃ। এবমগ্রেঽপি। অথানন্তরং বিদিক্ষু কোণেষু ধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেন জ্ঞানবৈরাগৈশ্বর্য্যাণি। চতুর্দ্দিক্ষু পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে অধর্ম্মাদীন্ পূজয়েৎ। আদিশব্দেনাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যাণি। পুনশ্চ পীঠমধ্যএব অনন্তাদীন্ পূজয়েৎ। অদিশব্দেন পদ্ম--সূর্য্যমণ্ডল--সোমমণ্ডল--বহ্নিমণ্ডলানি সত্ত্বরজস্তমাংসি আত্মান্তরাত্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানাত্মানশ্চ। অষ্টসু পত্রেষু পূর্ব্বাদিদলক্রমেণ কেশরমধ্যে বিমলাদ্যষ্টশক্তীঃ কর্ণিকায়াং চানুগ্রহাং শক্তিং পূজয়েদিত্যর্থঃ। শক্তয়শ্চ। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যেশানা ইত্যষ্ট নবমী চানুগ্রহেতি। যথোদিতমিতি সূর্য্যাদি-

মধ্যস্থলে আধারশক্তি প্রভৃতির অর্থাৎ আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, রত্নমণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষ। কোণ সকলে ধর্ম্ম প্রভৃতির অর্থাৎ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। চতুর্দ্দিকে অধর্ম্মাদি অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। আর মধ্যস্থলে অনন্তাদি অর্থাৎ অনন্ত, পদ্ম, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, অগ্নিমণ্ডল, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মার এবং অষ্টপত্রে ও কর্ণিকায় নবশক্তির ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। আর উহার উপরি ভাগে যথোক্ত প্রকারে পীঠ মন্ত্রের অর্থাৎ সেই সেই বীজের সহিত সূর্য্যাদি মণ্ডলের এবং সেই সেই আদ্য অক্ষরের সহিত সত্ত্বাদির এবং ভুবনেশ্বরী (হ্রীং) বীজেব সহিত জ্ঞানাত্মার পূজা করিবে ॥

প্রয়োগ যথা। আধারশক্তয়ে নমঃ। ইত্যাদি। তথা। ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ বং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ

তথা তদুপরিষ্টাচ্চ পীঠমন্ত্রং যথোদিতং ॥ ১১ ॥
তৎপীঠে মূলমন্ত্রেণ শ্রীমূর্ত্তিং স্থাপয়েদথ।
পুষ্পাঞ্জলিং গৃহীত্বেষ্টদেবরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১২ ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
নিজেষ্টদেবমূর্ত্তেশ্চ পরমৈক্যং বিভাবয়েৎ ॥ ১৩ ॥
অথাবাহনাদীনি ॥
ততো দেবার্চ্চনে প্রৌঢ়পাদতায়া নিষেধনাৎ।
ভূমৌ নিহিতপাদঃ সন্ কুর্য্যাদাবাহনাদিকং।

মণ্ডলং তত্তদ্বীজাক্ষরেণ সহ সত্ত্বাদীন্ তত্তদাদ্যাক্ষরৈঃ সহ জ্ঞানাত্মানঞ্চ ভুবনেশ্বরীবীজেন সহ পূর্ব্ববৎ পূজয়েদিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োগঃ। ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ অং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ ইত্যাদি। ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ ইতি চ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ পূজিতে পীঠে ॥ ১২ ॥

নিজেষ্টদেবস্য মূর্ত্তেশ্চ পীঠস্থাপিতভগবৎপ্রতিকৃতেঃ। পরমং অত্যন্তং ঐক্যং অভিন্নত্বং সঞ্চিন্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥

প্রৌঢ়পাদতালক্ষণমাদৌ লিখিতমেবাস্তি। আদিশব্দেন সংস্থাপনাদি। তচ্চাগ্রে

ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ। অপর। ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ইত্যাদি ॥ ১১ ॥
তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ পীঠে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া ইষ্টদেবতারূপ ভাবনা করিবে ॥ ১২ ॥

অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করত, তিন বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভাবনা করিবে। নিজ ইষ্টদেবতা ও প্রতিমা এই দুই এক, অর্থাৎ ইহাঁদের পরস্পর ভিন্নতা নাই ॥ ১৩ ॥

অথ আবাহনাদি বিধি ॥

অনন্তর ভূমিতে পদ রাখিয়া আবাহনাদি করিবে, কারণ পূজাকার্য্যে প্রৌঢ়পাদ হইবার নিষেধ আছে ॥

যচ্চাবাহ্যমধিষ্ঠানং তত্রাবাহনমাচরেৎ।
শালগ্রামস্থাপনে চ নাবাহনবিসর্জনে।
তথা চোক্তং ॥
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থাবরে বৈ যথা তথা।
শালগ্রামার্চ্চনে নৈব হ্যাবাহনবিসর্জনে।
শালগ্রামেতু ভগবানাবির্ভূতো যথা হরিঃ।
ন তথান্যত্র সূর্য্যাদৌ বৈকুণ্ঠেঽপিচ সর্ব্বগঃ॥ ১৪ ॥
অথাবাহনাদিবিধিঃ॥
আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ সংদর্শ্যাবাহনং বুধঃ।
তথা সংস্থাপনং সন্নিধাপনং সন্নিরোধনং।

ব্যক্তং ভাবি। আবাহ্যং আবাহনযোগ্যং অস্থিরাদি। তত্র তস্মিন্ অধিষ্ঠানে আবাহনং বিসর্জনঞ্চ নাচরেৎ। যদ্যপি মূর্ত্ত্যর্চ্চাবিধিরুচ্যতে ইতি পূর্ব্বলিখনাচ্ছ্রীমূর্ত্তিপূজৈব প্রস্তুতাস্তি তথাপ্যাবাহনাদিপ্রসঙ্গেঽস্মিন্ শালগ্রামাবাহননিষেধাদিকং লিখিতমতি দিক্॥ ১৪॥

আবাহনাদিকরণপ্রকারমেব লিখতি। আবাহনাদিতি দ্বাভ্যাং। আবাহনাদিমুদ্রা আদৌ সম্যক্ দর্শয়িত্বা পশ্চাদাবাহনং তথা সংস্থাপনাদিকঞ্চ বুধো যথাবিধি কুর্য্যাদিতি

যে যে অধিষ্ঠানে আবাহন করিতে পারা যায়, সেই সেই অধিষ্ঠানেই আবাহন করিবে। শালগ্রাম স্থাপনে আবাহন বা বিসর্জন নাই॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে॥

স্থাবর প্রতিমায় যেমন আবাহন বিসর্জন নাই, তেমনি শালগ্রামশিলাতেও আবাহন বিসর্জন নাই॥

সর্ব্বগামী ভগবান্ হরি শালগ্রামে যে প্রকার আবির্ভূত হয়েন, সূর্য্যাদি অন্যান্য অধিষ্ঠানে কিম্বা বৈকুণ্ঠেও তদ্রূপ হয়েন না॥ ১৪॥

অথ আবাহনাদির বিধি॥

পণ্ডিত ব্যক্তি আবাহনাদি মুদ্রা সম্যক্ প্রকারে দর্শন করাইয়া যথাবিধানে আবাহন এবং সংস্থাপন, সন্নিধাপন, সন্নিরোধন, সকলী-

সকলীকরণং চাবগুণ্ঠনঞ্চ যথাবিধি।
অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ পরমীকরণং তথা ॥ ১৫ ॥
তথাবাহনাদ্যর্থঃ। আগমে ॥
আবাহনঞ্চাদরেণ সংমুখীকরণং প্রভোঃ।
ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতং।
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনং।
ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থাপনং সন্নিরোধনং।

দ্বয়োরন্বয়ঃ। বিধিশ্চায়ং। শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সকলীকুরু ইহ সকলীকুরু ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহাবগুণ্ঠস্ব ইহ পরমীকুরু ইহ পরমীকুরু ইতি ক্রমাদ্ ক্রয়াদিতি। আবাহনাদ্যষ্ট মুদ্রাশ্চাগ্রে লেখ্যাঃ। কেচিচ্চাহুঃ ক্রমেণ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়ন্ তত্র ক্রমেণ তত্তদ্ ক্রয়াদিতি ॥ ১৫ ॥

তস্য প্রভোঃ সর্ব্বাঙ্গস্য প্রকাশনমভিব্যঞ্জনং সকলীকরণং। কেচিচ্চ অঙ্গৈরেবাঙ্গবিন্যাসং

করণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ করিবেন ॥

বিধি যথা—"শ্রীকৃষ্ণ ইহ আবহ ইহ আবহ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, ইহ সকলীকুরু ইহ সকলীকুরু, ইহ অবগুণ্ঠস্ব ইহ অবগুণ্ঠস্ব, ইহ পরমী কুরু ইহ পরমীকুরু" ॥

কেহ কেহ বলেন অগ্রে একেবারে আবাহনাদি অষ্ট মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া পরে ক্রমান্বয়ে আবাহনাদি করিবে। অন্যে বলেন আবাহনাদির সঙ্গেই তত্তৎ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥ ১৫ ॥

আবাহনাদির অর্থ—

আগমে ॥

আদর পূর্ব্বক প্রভুকে অভিমুখীকরণের নাম আবাহন। ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে স্থাপন করা, সংস্থাপন। "তবাস্মি" অর্থাৎ আমি তোমার, এই বলিয়া আপনাকে তাঁহার দাসত্ব প্রদর্শন করা সন্নিধা-

সকলীকরণঞ্চোক্তং তৎ সর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনং।
আনন্দঘনতাত্যন্তপ্রকাশো হ্যবগুণ্ঠনং।
অমৃতীকরণং সর্ব্বৈরেবাঙ্গৈরবরুদ্ধতা।
পরমীকরণং নামাভীষ্টসম্পাদনং পরং॥ ১৬॥
অথাবাহনমাহাত্ম্যং নারসিংহে॥
আগচ্ছ নরসিংহেতি আবাহ্যাক্ষতপুষ্পকৈঃ।
এতাবতাপি রাজেন্দ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ইতি।
ন্যস্যেদযথা সম্প্রদায়ং দেবেঽঙ্গাদীনি পূর্ব্ববৎ।
শঙ্খচক্রাদিকাশ্চাথ মুদ্রা বিদ্বান্ প্রদর্শয়েৎ।

সকলীকরণং বিছুরিতি বচনাপেক্ষয়া শ্রীমদঙ্গেষু মন্ত্রাঙ্গন্যাসং সকলীকরণং মন্যন্তে। তন্মতে চাবাহনাদি চতুষ্টয়মাদৌ কৃত্বা পশ্চাদঙ্গন্যাসং বিধায় ততোঽবগুণ্ঠনাদিকং কুর্য্যাদিতি॥ ১৩॥
দেবে শ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ মন্ত্রস্যাঙ্গাদীনি ন্যস্যেৎ। আদিশব্দেনাক্ষরাদি। পূর্ব্ববদিতি

পন। যতক্ষণ ক্রিয়া শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থাপন করা সন্নিধাপন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রকাশ করা, সকলীকরণ। সাতিশয় নিবিড় আনন্দ প্রকাশের নাম অবগুণ্ঠন। সমুদায় অঙ্গ দ্বারাই অবরুদ্ধ করার নাম অমৃতীকরণ। অভীষ্ট সম্পাদন, পরমীকরণ॥ ১৬॥

অথ আবাহনের মাহাত্ম্য—

নৃসিংহপুরাণে॥

"নরসিংহ আগচ্ছ" এই বলিয়া আতপ-তণ্ডুল ও পুষ্প দ্বারা আবাহন করিবে। হে রাজেন্দ্র! কেবল এই আবাহন করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে॥

পূর্ব্বে যেরূপ উপদেশ করা গিয়াছে, পণ্ডিত ব্যক্তি সেইরূপে সম্প্রদায় অনুসারে দেবতার অঙ্গাদি ন্যাস করিবেন এবং শঙ্খ চক্রাদি মুদ্রাও দেখাইবেন॥

তথাচ তত্ত্বসারে ॥

আবাহনাদিমুদ্রাশ্চ দর্শয়িত্বা ততঃ পুনঃ।
অঙ্গন্যাসঞ্চ দেবস্য কৃত্বা মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥

অথ মুদ্রাঃ ॥

আগমে ॥

আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ তথান্যাং সন্নিধাপনীং।
সংনিরোধকরীং চান্যাং সকলীকরণীং পরাং।
তথাবগুণ্ঠনীং পশ্চাদমৃতীকরণীং তথা।
পরমীকরণীং চান্যাং প্রাগষ্টৌ দর্শয়েদিমাঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং শার্ঙ্গমেব চ।
খড়্গং পাশাঙ্কুশৌ তদ্বদ্বৈনতেয়ং তথৈব চ।
শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ বেণুমভীতিবরদৌ তথা।

যত্র যস্য ন্যাসো লিখিতোঽস্তি তথৈব কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং স্বস্মিন্ পঞ্চাঙ্গাদিন্যাস-প্রসঙ্গে তথা ধ্যানানন্তরমন্তর্যাগে পীঠপূজামনু স্বহৃদি চিন্তিতশ্রীভগবন্মূর্ত্তৌ ন্যাসপ্রসঙ্গে চ লিখিতমস্ত্যেব। দেবাঙ্গেষু মন্ত্রাদিন্যাসো নাম দেবেন সহ মন্ত্রস্যৈক্যাপাদনায়েতি পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ১৭ ॥

অতএব তত্ত্বসারে ॥

আবাহনাদি মুদ্রা সকল প্রদর্শন করিয়া, তাহার পর দেবতার অঙ্গে অঙ্গ ন্যাস করিয়া মুদ্রা সকল দেখাইবে ॥

অথ মুদ্রা সকল আগমে ॥

মন্ত্রী ব্যক্তি কৃষ্ণপূজায় আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সন্নিরোধনী, সকলীকরণী, অবগুণ্ঠনী, অমৃতীকরণী ও পরমাকরণী, প্রথমত এই অষ্ট মুদ্রা দর্শন করাইবেন। পরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মুষল, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গরুড়, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বেণু, অভয়, বর ও বনমালা,

বনমালাং তথা মন্ত্রী দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে।
মুদ্রা চাপি প্রয়োক্তব্যা নিত্যং বিল্বফলাকৃতিঃ।
ইত্যেতাশ্চ পুনঃ সপ্তদশ মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।
গন্ধদিগ্ধৌ করৌ কৃত্বা মুদ্রাঃ সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।
যোঽন্যথা কুরুতে মূঢ়ো ন সিদ্ধঃ ফলভাগ্ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
অথ মুদ্রামাহাত্ম্যং। অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
এতাভিঃ সপ্তদশভি র্মুদ্রাভিস্তু বিচক্ষণঃ।
যো বৈ মামর্চ্চয়েন্নিত্যং মোহয়েৎ স সুরেশ্বরং।
দ্রাবয়েদপি বিপ্রেন্দ্র ততঃ প্রার্থিতমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮ ॥
ক্রমদীপিকায়াঞ্চ বিল্বমুদ্রামধিকৃত্য ॥
মনো-বাণী-দেহৈ র্যদিহ বপুষা বাপি বিহিত-

সুরেশ্বরং ইন্দ্রং দ্রাবয়েৎ স্বর্গাচ্চালয়েদপি। এবং ততস্তাভ্যো মুদ্রাভ্যো নিজাভীষ্টং প্রাপ্নুয়াৎ। যদ্বা। সুরেশ্বরং ভগবন্তং শ্রীরামমেব ততশ্চ দ্রাবয়েদিতি বৈকুণ্ঠান্নিজপার্শ্বং দ্রুতং প্রাপয়েৎ। দ্রুতহৃদয়ং কুর্য্যাদিতি বা। ততস্তদনন্তরং তস্মাদ্বা সুরেশ্বরাদিতি ॥ ১৮ ॥

অসৌ নর ইমাং বিল্বাখ্যাং মুদ্রাং জানন্ এতৎ দুষ্কৃতনিচয়ং পাপসমূহং অখিলং নিঃ-

---

এই সকল মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। বিল্বফলাকৃতি মুদ্রা নিত্য প্রয়োগ করা উচিত। পুনর্ব্বার এই সপ্তদশ মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন, সর্ব্ব প্রদর্শন কার্য্যেই হস্তদ্বয় চন্দনলিপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিবেন। যে মূঢ় অন্য প্রকার করে সে সিদ্ধ হয় না এবং ফললাভ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

অথ মুদ্রা মাহাত্ম্য। অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যে বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সপ্তদশ মুদ্রা দ্বারা নিত্য আমার পূজা করেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তিনি ইন্দ্রকে মোহিত ও বিচলিতও করিতে পারেন, পরে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

ক্রমদীপিকাতেও বিল্বমুদ্রা উদ্দেশ করিয়া ॥

অজ্ঞান বশতই হউক, আর জ্ঞান বশতই হউক, সংসারে মন, বাক্য

মমত্যা মত্যা বা তদখিলমসৌ দুষ্কৃতচয়ং।
ইমাং মুদ্রাং জানন্ ক্ষপয়তি নরস্তং স্বরগণা
নমন্ত্যস্যাধীনা ভবতি সততং সর্ব্বজনতা ॥ ১৯ ॥

শেষঃ ক্ষপয়তি বিনাশয়তি। কং যং মনোবাক্ কায়ৈঃ ইহ অস্মিন্ জন্মনি পুরা পূর্ব্বজন্মনি চ অমত্যা অজ্ঞানেন মত্যা বা জ্ঞানেন বিহিতং। দিবারাত্রিবিহিতমিতি পাঠে দিনে রাত্রৌ চ কৃতং। যত্তদোর্নপুংসকত্বং মহাকবিস্বাতন্ত্র্যাদব্যয়ত্বাদ্বা। যদ্বা যৎ যস্মাৎ ক্ষপয়তি তত্তস্মান্নমন্তীত্যন্বয়ঃ। মুদ্রালক্ষণানি চ গুহ্যত্বান্ন লিখিতানি। তথা চোক্তং। গুরুং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ। অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েদিতি। অত্র চ। তদ্বিজ্ঞানার্থমুদ্দিশ্যন্তে। তথা চাগমে। সম্যক্ সংপুটিতৈঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ। আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা দেশিকসত্তমৈঃ। ১। অধোমুখীকৃতৈঃ সৈবঃ স্থাপনীতি নিগদ্যতে। ২। আশ্লিষ্টমুষ্টিযুগলা প্রোন্নতাঙ্গুষ্ঠযুগ্মকা। সন্নিধানে সমুদ্দিষ্টা মুদ্রেয়ং তন্ত্রবেদিভিঃ। ৩। অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা। ৪। অঙ্গৈরেবাঙ্গ-

দেহ এবং সর্ব্ব শরীর দ্বারা যে পাপ করাযায়, মনুষ্য এই মুদ্রা জানিতে পারিলে, তিনি সমুদায় পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয়েন। দেবগণ ইহাঁকে নমস্কার করেন এবং লোক সমুদায় ইহাঁর বশীভূত হইয়া থাকে॥

তাৎপর্য্য। মুদ্রা সকল গুরুকেও প্রকাশ করিবে না, এ কারণ গ্রন্থকার ঐ সকল মুদ্রার লক্ষণ বলেন নাই। জ্ঞাতার্থ লক্ষণ সকল বিস্তার করিতেছি। যথা তন্ত্রে ॥

দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুই অনামিকার মূল পর্ব্বে সংলগ্ন করিবে, ইহার নাম "আবাহনী" মুদ্রা। ১। এই মুদ্রাকে অধোমুখ করিলেই "সংস্থাপনী" মুদ্রা কহে। ২। দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরস্পর সংযোগ করণানন্তর দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধীকৃত করিবে ইহার নাম "সন্নিধাপনী" মুদ্রা। ৩। ঐ মুদ্রাতেই অঙ্গুষ্ঠ মুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইলে "সংরোধনী" মুদ্রা হইবে। ৪। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস করার নাম "সকলীকরণী" মুদ্রা। ৫। বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী বিস্তৃত

বিন্ধাসঃ সকলীকরণী মতা। ৫। সব্যহস্তকৃতা মুষ্টিদীর্ঘাধোমুখতর্জনী। অবগুণ্ঠন-মুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা যদি। ৬। অন্যোন্যাভিমুখাঃ সর্ব্বাঃ কনিষ্ঠানামিকাঃ পুনঃ। তথা তর্জনিমধ্যাশ্চ ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। ৭। অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতকরাঙ্গুলিঃ। মহা-মুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ। ৮। বামাঙ্গুষ্ঠং বিধৃত্যৈবং মুষ্টিনা দক্ষিণেন তু। তন্মুষ্টেঃ পৃষ্ঠতো দেশে যোজয়েচ্চতুরঙ্গুলীঃ। কথিতা শঙ্খমুদ্রেয়ং বৈষ্ণবার্চ্চনকর্ম্মণি। ২। অন্যো-ন্যাভি মুখাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠযুগলো যদি। বিস্তৃতাশ্চেতরাঙ্গুল্যস্তদাসৌ দর্শনী মতা। ১০। অন্যোন্য গ্রথিতাঙ্গুল্যাবুন্নতৌ মধ্যমৌ যদি। সংলগ্নৌ চ তদা মুদ্রা গদেয়ং পরিকীর্ত্তিতা। ১১। পদ্মা-কারাভিমুখ্যেন পাণীমধ্যেঽঙ্গুষ্ঠৌ শায়িতৌ কর্ণিকারবৎ। পদ্মাখ্যেয়ং সৈব সংলগ্নমধ্যা।

ও অধোমুখ ভাবে রাখিলেই "অবগুণ্ঠন" মুদ্রা হয় এই মুদ্রা মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে হয়। ৬। কনিষ্ঠা ও অনামিকা এবং তর্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলি-চতুষ্টয় পরস্পর সম্মুখীনভাবে সংযুক্ত করিলে "ধেনুমুদ্রা" হয়। এই মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিতে হয়। ৭। অঙ্গুষ্ঠ দ্বয় পরস্পর গ্রথিত এবং অন্যান্য অঙ্গুলি সকল বিস্তারিত করিবে, ইহার নাম মহামুদ্রা, ইহার দ্বারা "পরমীকরণ" করিতে হয়। ৮। দক্ষিণ-হস্তের মুষ্টি দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে, তাহার পর মুষ্টি উত্তাল (চিৎ) করিবে, উত্তাল করিয়া দক্ষিণ-অঙ্গুষ্ঠ বিস্তার করিবে, পরে বামকরের অন্যান্য অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে যোজনা করিবে, ইহার নাম "শঙ্খমুদ্রা"। এই মুদ্রা বিষ্ণু সম্বন্ধীয় কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে হয়। ৯। দুই হস্ত সম্মু-খীন করিয়া অঙ্গুলি সকল পরস্পর প্রোথিত করিবে, করিয়া করতল-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে মিলিত করিবে, এই ভাবে মিলিত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ভগ্ন অথচ প্রসারিত হইয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে, ইহার নাম "চক্র-মুদ্রা"। ১০। প্রথমতঃ হস্তদ্বয় পরস্পর অভিমুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল গ্রন্থন করিবে, পরে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়কে আবার মিলিত করিয়া বিস্তার করিবে, ইহার নাম "গদা" মুদ্রা। ১১। হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মু-খীন করিয়া অঙ্গুলি সকল আনত ও গ্রথিত করিবে, করিয়া করতল-

স্পৃষ্টাঙ্গুষ্ঠা বিল্বসংজ্ঞিতা মুদ্রা। ১২। অগ্রেতু বামমুষ্টেশ্চ ইতরাতু যদা মতা। তদেয়ং কৃতিভির্মুদ্রা জ্ঞেয়া মুষলসংজ্ঞিতা। ১৩। বামস্থতর্জনীপ্রান্তং মধ্যমান্তে নিযোজযেৎ। প্রাসর্য্যতু করং বামং দক্ষিণং করমেব চ। নিযোজ্য দক্ষিণস্কন্ধে বাণপ্রেরণবত্ততঃ। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকাভ্যাঞ্চ কুর্য্যাদেষা প্রকীর্ত্তিতা শার্ঙ্গমুদ্রেতি মুনিভি র্দর্শয়েৎ কৃষ্ণপূজনে। ১৪। কনিষ্ঠাহনামিকে দ্বেতু দক্ষাঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতে। শেষে প্রসারিতে কৃত্বা খড়্গমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। ১৫। পাশাকারং নিযোজ্যৈব বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রতর্জনীঃ। দক্ষিণে মুষ্টিমাদায় তর্জনীঞ্চ প্রসারয়েৎ। তেনৈব সংস্পৃশেন্মন্ত্রী বামাঙ্গুষ্ঠস্য মূলকং। পাশমুদ্রেয়মুদ্দিষ্টা কেশবার্চ্চনকর্ম্মণি। ১৬। তর্জনীমীষদাকুঞ্চ্য শেষেণাপি নিপীড়য়েৎ। অঙ্কুশং দর্শয়েত্তদ্বদ্গৃহীত্বা দক্ষমুষ্টিনা। ১৭। অন্যোন্যপৃষ্ঠে সংযোজ্য কনিষ্ঠে চ পরস্পরং। তর্জ্জন্যগ্রং সমং কৃত্বা কনিষ্ঠাগ্রং তথৈব চ। ঈষদালম্বিতং কৃত্বা ইতরৌ পক্ষবত্ততঃ। প্রসার্য্য গারুড়ীমুদ্রা কৃষ্ণপূজাবিধৌ স্মৃতা। ১৮।

মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে মিলিত করিবে, ইহার নাম "পদ্ম" মুদ্রা। ১২। বাম মুষ্টির প্রান্তভাগে দক্ষিণ মুষ্টি যোজনা করিবে, ইহার নাম "মুষল" মুদ্রা। ১৩। বাম করে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মধ্যমার প্রান্তভাগে যোজনা করিবে, তাহার পর বাম কর এবং দক্ষিণ কর বিস্তার করত দক্ষিণ স্কন্ধে যোজনা করিয়া অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী এই ভাবে চালনা করিবে যেন বাণ নিক্ষেপ করিতেছে, ইহার নাম "শার্ঙ্গ" মুদ্রা। ১৪। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ করের কনিষ্ঠা ও অনামিকা চাপিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট দুই অঙ্গুলি বিস্তার করিবে, ইহার নাম "খড়্গ" মুদ্রা। ১৫। দক্ষিণ মুষ্টির তর্জ্জনীর সহিত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া বাম মুষ্টির তর্জ্জনী দ্বারা ঐ তর্জ্জনীরই অগ্রভাগে যোজনা করিবে, ইহার নাম "পাশ" মুদ্রা। ১৬। দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি সরলভাবে বিস্তার করিয়া তর্জনীর মধ্যপর্ব্বের সহিত সংযুক্ত করিবে, করিয়া কিঞ্চিৎ বক্র করিবে, ইহার নাম "অঙ্কুশ" মুদ্রা। ১৭। দুই হস্ত পরস্পর পৃষ্ঠভাগে যোজনা করত কনিষ্ঠা, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর বন্ধন করিবে, করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি-চতুষ্টয়কে পক্ষচালন ভাবে চালনা করিতে থাকিবে, ইহার নাম "গরুড়" মুদ্রা। ১৮। দুই কর পরস্পর

অন্যোন্যসংমুখে তত্র কনিষ্ঠা তর্জনীযুগে। মধ্যমানামিকে তদ্বদঙ্গুষ্ঠেন নিপীড়য়েৎ। দর্শয়েদ্ধৃদয়ে মুদ্রাং যত্নাচ্ছ্রীবৎসসংজ্ঞিতাং। ১৯। অন্যোন্যাভিমুখে তদ্বৎ কনিষ্ঠে সংনি-যোজয়েৎ। তর্জন্যনামিকে তদ্বৎ করৌ স্বন্যোন্যপৃষ্ঠগৌ। উৎসিক্তান্যোন্যসংলগ্নৌ বক্ষঃ-স্থিতকরাঙ্গুলীঃ। বিধায় মধ্যদেশে তু বামমধ্যমতর্জনীঃ। সংযোজ্য মণিবন্ধেতু দক্ষিণে যোজয়েত্ততঃ। বামাঙ্গুষ্ঠেতু মুদ্রেয়ং প্রসিদ্ধা কৌস্তুভাহ্বয়া। ক্বচিচ্চ। অনামা পৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্থ কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জন্যা দক্ষয়া তথা। বামানামাঞ্চ বধ্নীয়াদ্দক্ষা-ঙ্গুষ্ঠস্য মূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোঽন্যোন্যসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিতা। ২০। ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা। তর্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সংকুচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রেয়-মুদ্দিষ্টা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ। ২১। অঙ্গং প্রসারিতং কৃত্বা স্পৃষ্ঠশাখং:বরাননে। প্রাঙ্মুখস্ত ততঃ কৃত্বা অভয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২২। দক্ষং ভুজং প্রসারিত্বা জানূপরি নিবেশয়েৎ। প্রস্থতং

সংযুক্ত করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি সকলকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করিয়া উভয় কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল স্পর্শ করিবে, ইহার নাম "শ্রীবৎস" মুদ্রা। ১৯। প্রথমতঃ দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ অনামিকাঙ্গুলির পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিবে, পরে দক্ষিণ তর্জ্জনী ও বাম কনিষ্ঠা দ্বারা বাম অনামিকা বন্ধন করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ মূলে যোজনা করিবে, অবশেষে বাম করের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা মিলিত করিয়া বিস্তারিত করিবে, এইরূপ করার পর বাম করের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং দক্ষিণ করের মধ্যমা এই সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগে সংযুক্ত থাকিবে, ইহার নাম "কৌস্তুভ" মুদ্রা। ২০। বাম করের অঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে যোজনা করিবে, যোজনা করিয়া ঐ করদ্বয়ের কনিষ্ঠাকে দক্ষিণ করের অঙ্গুষ্ঠে বন্ধন করিবে, পরে দক্ষিণ করের কনিষ্ঠা বিস্তার করিয়া উভয় করের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া চালনা করিতে থাকিবে, ইহার নাম "বেণু" মুদ্রা। ২১। বামহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া প্রদর্শন করিলেই "অভয়" মুদ্রা হয়। ২২। দক্ষিণ বাহু বিস্তার করত জানুর উপর

দর্শয়েদ্দেবি বরঃ সর্ব্বার্থ সাধকঃ। ২৩। উত্তানতর্জনীভ্যাস্তু উর্দ্ধাধঃ প্রক্রমেণতু। মালাবৎ ক্রমবিস্তারা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা। ২৪। ক্রমদীপিকায়াং। অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরা-ঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধা তস্যাগ্রং পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি ততো বামহস্তাঙ্গুলিভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধী র্ব্যাহরন্মারবীজং বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ কথিতা স্থাপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ। ২৫। অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ। আবাহনীং স্থাপনীঞ্চ সন্নিধীকরণীং তথা। সুসংনি-রোধনীং মুদ্রাং সম্মুখীকরণীং তথা। সকলীকরণীঞ্চৈব মহামুদ্রাং তথৈব চ। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধেনু-কৌস্তুভ-গারুড়াঃ। শ্রীবৎসং বনমালাঞ্চ যোনিমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ। মূলাধারা-দ্দ্বাদশান্তমানীতঃ কুসুমাঞ্জলিঃ। ত্রিস্থানগত তেজোভির্বিনীতঃ প্রতিমাদিষু। আবাহ-নীয়া মুদ্রা স্যাদ্দেবার্চ্চনবিধৌ মুনে। ১। এষৈবাধো মুখীমুদ্রা স্থাপনে শস্যতে পুনঃ। ২। উন্নতাঙ্গুষ্ঠ যোগেন মুষ্টীকৃত করদ্বয়ং। সন্নিধীকরণং নাম মুদ্রা দেবার্চ্চনে বিধৌ। ৩। অঙ্গুষ্ঠ গর্ভিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সংনিরোধনী। ৪। উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণীমতা। ৫। অঙ্গৈ-রেবাঙ্গ বিন্যাসঃ সকলীকরণী তথা। ৬। অন্যোন্যাঙ্গুষ্ঠসংলগ্না বিস্তারিত করদ্বয়ী। মহা-মুদ্রেয়মাখ্যাতা ন্যূনাধিক সমাপনী। ৭। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যান্তঃস্থাঙ্গুষ্ঠান্তরেঽগ্রতঃ। গোপিতাঙ্গুলি মূলেন সমস্তান্মুকুলী কৃতা। করদ্বয়েন মুদ্রা স্যাৎ শঙ্খাখ্যেয়ং সুরার্চ্চনে। ৮। অন্যোন্যাভিমুখস্পর্শ ব্যত্যয়েন তু বেষ্টয়েৎ। অঙ্গুলীভিঃ প্রযত্নেন মণ্ডলীকরণং মুনে। চক্রমুদ্রেয়মাখ্যাতা। ৯। গদামুদ্রা ততঃ পরং। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টাঙ্গুলিঃ প্রোন্নত মধ্যমা। ১০। অথাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং মধ্যে দত্বাপি পরিতঃ করৌ। মণ্ডলীকরণং সম্যগঙ্গুলীনাং তপোধন। পদ্মমুদ্রাভবেদেষা। ১১। ধেনুমুদ্রা ততঃ পরং। অনামিকা কনিষ্ঠাভ্যাং তর্জনী-

---

স্থাপনা করিলে "বর" মুদ্রা করা হয়। ২৩। দুই করের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা মূর্ত্তির কণ্ঠ হইতে পাদ পর্য্যন্ত মালার আকারে স্পর্শ করিবে, ইহার নাম "বনমালা" মুদ্রা। ২৪। প্রথমতঃ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধীকৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করত উহার অগ্রভাগে দক্ষিণ হস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল সংলগ্ন করাইবে, তাহার পর বাম হস্তের অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকলের দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থাপন করিবে, ইহার নাম "বিল্ব" মুদ্রা। ২৫ সাকল্যে এই পঁচিশ প্রকার মুদ্রা॥ ১৯॥

অথাসনাদ্যর্পণং ॥

তত্তো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
দত্ত্বাসনার্থং পুষ্পঞ্চ স্বাগতং বিধিনা চরেৎ ॥ ২০ ॥
আসনাদ্যুপচারেষু মুদ্রাঃ ষোড়শ দর্শয়েৎ।

ভ্যাঞ্চ মধ্যমে। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টে ততঃ কৌস্তুভসংজ্ঞিতা। ১২। কনিষ্ঠেঽন্যোন্য সংলগ্নেঽপি মুখেঽভি পরস্পরং। বামস্য তর্জনীমধ্যে মধ্যানামিকয়োরপি। বামানামিকসংস্পৃষ্টা তর্জনীমধ্যাশোভিত।পর্য্যায়েণ নতাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ী কৌস্তুভলক্ষণা। ১৩। কনিষ্ঠান্যোন্যসংলগ্না বিপরীতং বিযোজিতা। অধস্তাৎ স্থাপিতাঙ্গুষ্ঠা মুদ্রা গরুড়সঙ্গিতা। ১৪। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যস্থা মধ্যমানামিকাদ্বয়ী। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা তর্জ্জন্যগ্রে করদ্বয়ী। মুনে শ্রীবৎস মুদ্রেয়ং। ১৫। বনমালা ভবেত্ততঃ। কনিষ্ঠানামিকা মধ্যা মুষ্টিরুন্নীততর্জ্জনী। পরিভ্রান্তা শিরস্যুচ্চৈস্তর্জনীভ্যাং দিবৌকসঃ। মুদ্রাযোনিঃ সমাখ্যাতা সঙ্কোচিতকরদ্বয়ী। ১৬। তর্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যান্তস্থিতানামিকযুগ্মকা। মধ্যমূলস্থিতাঙ্গুষ্ঠা জ্ঞেয়া শস্তার্চ্চনে মুনে ॥ ১৯ ॥

বিধিনেতি। শ্রীকৃষ্ণায়াসনং নিবেদয়ামীতি শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনমত্রাস্যতাং সুখমিত্যেবমাসনং সমর্প্য। শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোষীতি স্বাগতমুদ্রয়া স্বাগতং কুর্য্যাদিত্যেবং বিধি র্দ্রষ্টব্যঃ। মূলমন্ত্রেণৈব সর্ব্বেষামুপচারাণাং সমর্পণঞ্চ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু তত্তন্মুদ্রা দর্শয়িতব্যা ইতি প্রসঙ্গাদেকত্রৈব তা বিজ্ঞাপয়তি আসনেতি বিদ্বান্ তত্তন্মুদ্রা প্রকারাভিজ্ঞঃ। ষোড়শসু আসন স্বাগতার্ঘ্যাদ্যুপচারেষু পদ্মাদ্যাঃ ষোড়শ

অথ আসনাদি অর্পণ ॥

তাহার পর দেবের উপর তিন বার পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ পরিয়া এবং আসনার্থ পুষ্প নিবেদন করিয়া বিধি পূর্ব্বক স্বাগত বিধান করিবে॥

বিধি যথা—"শ্রীকৃষ্ণায় আসনং নিবেদয়ামি, শ্রীকৃষ্ণ ইদমাসনং। অত্রাস্যতাং সুখং"। এই বলিয়া পরে বলিবে "শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোষি" ॥ ২০ ॥

মুদ্রাপ্রকারাভিজ্ঞ ব্যক্তি আসনাদি সমুদায় পূজোপহার সমর্পণকার্য্যে পদ্ম স্বস্তি প্রভৃতি ষোড়শ মুদ্রা ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন করাইবেন॥

প্রসিদ্ধাঃ পদ্ম স্বস্ত্যাদ্যা বিদ্বান্ ষোড়শস্থ ক্রমাৎ ॥ ২১ ॥

মুদ্রাঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। তাশ্চ প্রসিদ্ধা ইতি তত্তল্লক্ষণলিখনেনালমিতি ভাবঃ। তাশ্চোক্তাঃ আসনে পদ্মমুদ্রৈব কথিতা মুনিভিস্তথা।১। ঈষন্নম্রাঙ্গুলির্দক্ষঃ সন্ত্যজ্যাঙ্গুষ্ঠকং করঃ। স্বাগতে স্বস্তি মুদ্রা তু মধ্যা মূলগতাঙ্গুলিঃ।২। স্বস্তিমুদ্রা দ্বিহস্তা চেন্মুদ্রা ত্বর্ঘ্যস্থ কীর্ত্তিতা।৩। তৌচ প্রসারিতৌ হস্তৌ পাদ্যমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।৪। দেশিনী মূলগাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণাধঃ কনীয়সী। আচামমুদ্রা বিখ্যাতা দেবতাচমনে বিধৌ।৫। সংযুক্তানামিকাঙ্গুষ্ঠা তিস্রোহন্যাঃ সংপ্রসারিতাঃ। মধুপর্কে চ সা মুদ্রা।৬। সন্ত্যজ্য চ কনীয়সীং। কৃত্বা মুষ্টিং তথা স্নানে মধ্যামাঙ্গুষ্ঠকৌ যুতৌ।৭ অন্যাঃ প্রসারিতাস্তিস্রো মুদ্রা বস্ত্রস্য চোদিতাঃ।৮। মাধুপর্কী সমুত্তানা মুদ্রালঙ্কারিকী স্মৃতা।৯। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ তিস্রো মধ্যাঃ প্রসারিতাঃ।

তাৎপর্য্য। প্রথমতঃ ষোড়শ উপচার। যথা—আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার, উপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার। এই ষোড়শ উপচারের তত্তন্নামক ষোড়শ মুদ্রা আছে। পূর্ব্বোক্ত পদ্মমুদ্রার নাম "আসন" মুদ্রা।১। অঙ্গুলি ভিন্ন দক্ষিণ হস্তের অন্যান্য অঙ্গুলি সকল ঈষৎ নম্র এবং মধ্যমার মূলে মিলিত, ইহার নাম "স্বাগত" বা "স্বস্তি"মুদ্রা।২। এই মুদ্রাই দুই হস্তে করিলে "অর্ঘ" মুদ্রা হয়।৩। অর্ঘমুদ্রাই বিস্তৃত হইলে "পাদ্য" মুদ্রা বলা যায়।৪। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ তর্জনীর মূলে সংলগ্ন এবং তাহার নিম্নে দক্ষিণ কনিষ্ঠা, ইহার নাম "আচমন" মুদ্রা।৫। অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত এবং অবশিষ্ট তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত, ইহার নাম "মধুপর্ক" মুদ্রা।৬। কনিষ্ঠা ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ এবং মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত, ইহার নাম "স্নান" মুদ্রা।৭। স্নান মুদ্রাতে অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় বিস্তার করিলে "বস্ত্র" মুদ্রা হয়।৮। মধুপর্ক মুদ্রাকে চিৎ করিলে "অলঙ্কার" মুদ্রা বলে।৯। কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় বিস্তৃত, ইহার নাম "উপবীত" মুদ্রা।১০। নির্ম্মাল্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরিত্যাগ করিবে

শ্রীকৃষ্ণায়ার্পয়েদর্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কং পুনশ্চাচমনীয়ং বিধিবত্ততঃ।
তথাচ স্মৃত্যর্থসারে॥
আবাহনাসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
স্নানমাচমনং বস্ত্রাচমনং চোপবীতকং।

যজ্ঞোপবীতমুদ্রেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ পরকীর্ত্তিতা। ১০। মুক্তনির্ম্মালিকা মুষ্টির্গন্ধমুদ্রেতি সা স্মৃতা। ১। উত্থিতাধোমুখী মধ্যা সাঙ্গুষ্ঠাশ্চেতরেতরাঃ। পুষ্পমুদ্রা তদাখ্যাতা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। ১২। অঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জনীলগ্নং তিস্রঃ সঙ্কুচিতাঃ পরাঃ। মুদ্রা ধূপপ্রদানে স্যাদ্দেবানাং তুষ্টিকারিণী। ১৩। উত্তমা ধৌপকীমুদ্রা দীপমুদ্রেতি কীর্ত্তিতা। ১৪। পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদি। দ্বিধা নিবদ্ধা মুদ্রেয়ং নৈবেদ্যস্থ প্রকীর্ত্তিতা। ১৫। নাভৌ হৃদি ললাটে চ করসম্পুটয়োর্গতা। নমস্কারে ত্বিয়ং মুদ্রা দেবতানাং প্রসাদনীতি। ১৬॥ ২১॥

বিধির্যথা তথেত্যর্থঃ। যদ্বা। বদভাবশ্ছান্দসঃ বিধিবদযথা স্যাদিতি শ্রীকৃষ্ণায়ার্ঘ্যং নিবে-

ইহার নাম "গন্ধ" মুদ্রা। ১১। মধ্যমাঙ্গুলি উন্নত ও অধোমুখ এবং অপরাপর অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠে সংযুক্ত, ইহার নাম "পুষ্প" মুদ্রা। ১২। অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী সংলগ্ন এবং অপর তিন অঙ্গুলি সঙ্কুচিত, ইহার নাম "ধূপ" মুদ্রা। ১৩। চিৎ করিলে ধূপ মুদ্রাই "দীপ" মুদ্রা হয়। ১৪। দুই করের অঙ্গুলি সকল পরস্পর অগ্র সংযুক্ত এবং প্রোত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে থাকিবে, ইহার নাম "নৈবেদ্য" মুদ্রা। ১৫। দুই হস্ত পুটিত করিয়া নাভি, হৃদয় ও ললাটে স্পর্শ করাইবে, ইহার নাম "নমস্কার" মুদ্রা। ১৬। ॥ ২১॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, এবং পুনরাচমনীয় প্রদান করিবেন॥

অতএব স্মৃত্যর্থসারগ্রন্থে॥

আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান ও আচমনীয়, বস্ত্র ও আচমনীয়, উপবীত ও আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য

আচমনং গন্ধপুষ্পং ধূপদীপং প্রকল্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং পুনরাচামং নত্বা স্তুত্বা বিসর্জয়েৎ।
অন্যত্র চ ॥
আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পাদার্চ্চনমতঃ পরং।
পাদ্যমর্ঘ্যন্ত্বাচমনং মধুপর্কং যথোদিতং।
অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনে কৃত্বা মহাস্নানং সমাচরেৎ।
অভিষেকাঙ্গবস্ত্রঞ্চ দত্ত্বা নীরাজয়েদ্ধরিমিতি ॥ ২২ ॥
শ্রীমূর্ত্তৌ তু শিরস্যর্ঘ্যং দদ্যাৎ পাদ্যঞ্চ পাদয়োঃ।
মুখেচাচমনীয়ং ত্রি র্মধুপর্কঞ্চ তত্র হি।

দয়ামি স্বাহা ইত্যর্ঘ্যং। তথৈব শ্রীকৃষ্ণায় স্বধা ইত্যাচমনীয়ং। তথৈব মধুপর্কং চেত্যেবং তত্তন্মুদ্রয়া সমর্পয়েদিত্যত্র বিধি র্জ্ঞেয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীমূর্ত্তৌ ত্বিতি। শালগ্রামশিলায়াং সাক্ষাৎ সর্ব্বাবয়বাবির্ভাব দৃষ্ট্যা তত্তদবয়ব ভাবনয়া সংমুখে তত্তন্নিবেদয়েদিতি সূচিতং। ত্রিঃ বারত্রয়মাচমনীয়ং দদ্যাৎ। তত্র তস্মিন্ মুখ

এবং পুনরাচমনীয় নিবেদন করিবে, তাহার পর নমস্কার ও স্তব করিয়া বিসর্জন করিবে ॥

অন্যত্রও ॥

অগ্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পাদার্চ্চনা করিবে। পরে যথোক্ত প্রকারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় এবং মধুপর্ক সমর্পণ করিবে। তাহার পর তৈলাদি মর্দ্দন ও গাত্র মার্জন করিয়া মহাস্নান করাইবে। শেষে অভিষেক-বস্ত্র ও অঙ্গ–বস্ত্র নিবেদন করিয়া হরির আরাত্রিক করিবে ॥ ২২ ॥

প্রতিমাপূজাস্থলে * প্রতিমার মস্তকে অর্ঘ্য, পাদযুগলে পাদ্য এবং মুখে তিনবার আচমনীয় ও মধুপর্ক নিবেদন করিবে। কোন কোন

* শালগ্রামশিলায় বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ভাবনা করিয়া বিশেষ বিশেষ উপহার নিবেদন করিবে ॥

সর্ব্বেষ্বপ্যুপচারেষু পাদ্যাদিষু পৃথক্ পৃথক্।
আদৌ পুষ্পাঞ্জলিং কেচিদিচ্ছন্তি ভগবৎপরাঃ ॥ ২৩ ॥
অথাসনাদ্যর্পণমাহাত্ম্যং—
নরসিংহপুরাণে ॥
দত্ত্বাসনমর্থার্ঘ্যঞ্চ পাদ্যমাচমনীয়কং।
দেবদেবস্য বিধিনা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
আসনানাং প্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি।
গোদানফলমাপ্নোতি তথা পাদ্যপ্রদো নরঃ।
ততস্ত্বর্হণদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তথৈবাচমনীয়স্য দাতা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
তীর্থতোয়ং তথা দত্ত্বা দেবস্যাচমনং পুনঃ।

এব ॥ ২৩ ॥

অর্হণং অর্ঘ্যং পাদ্যঞ্চ তদ্দানেন। হে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ তীর্থতোয়মাচমনং। আচমনীয়স্য

ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি পাদ্যাদি যাবতীয় উপচার নিবেদন-কার্য্যেই প্রথমত এক এক পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ব্যবস্থা করেন ॥ ২৩ ॥

অথ আসনাদি অর্পণের মাহাত্ম্য—

নৃসিংহপুরাণে ॥

বিধি বিধানে দেবদেবকে আসন, অর্ঘ্য, পাদ্য ও আচমনীয় নিবেদন করিলে যাবদীয় পাপ হইতে মুক্তি পাইবে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

আসন সকল দান করিলে সর্ব্বত্র স্থান প্রাপ্ত হয়,। যে মনুষ্য পাদ্য দান করেন, তিনি গোদানের ফল পান। অর্ঘ্য দান করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! যিনি আচমনীয় নিবেদন করেন, তিনিও সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন। যিনি তীর্থজলের আচমনীয় প্রদান করেন,তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিনি-

স্বর্গলোকমবাপ্নোতি সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
নরস্ত্বাচমনীয়স্য দাতা ভবতি নির্ম্মলঃ ॥ ২৪ ॥
মধুপর্কস্য দানেন পরং পদমিহাশ্নুতে।
বিষ্ণুপুরাণে চ ॥
মধুপর্কবিধিং কৃত্বা মধুপর্কং প্রযচ্ছতি।
ব্রহ্মন্ স যাতি পরমং স্থানমেতন্নসংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অথ স্নানং ॥
বিজ্ঞাপ্য দেবং স্নানার্থং পাদুকে পুরতোঽর্পয়েৎ।

জাত্যাদি দ্রব্যসাধিতস্যেতি ভেদঃ ॥ ২৪ ॥

মধুপর্কস্য বিধিং কৃত্বা তত্তদ্দ্রব্যং সম্পাদ্য লিখিত দ্রব্য প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্নানভূমিমলঙ্কুর্ব্বিতি নিবেদনং কৃত্বা ততশ্চ পীঠাদুত্থিতস্য ভগবতঃ পাদুকে নিবেদয়ামি নম ইতি ভগবদগ্রে পাদুকাদ্বয়ং সমর্পয়েৎ। এবং পূর্ব্বলিখিতানুসারেণাগ্রে সর্ব্বত্র বিধি র্দ্রষ্টব্যঃ। তং দেবং। আদিশব্দেন গীত নৃত্য ছত্র চামরাদি। স্নানস্থানং স্নানার্থমৈশানকোণে নির্ম্মিতস্নানমণ্ডপং। তদভাবে ভাবনয়ৈবেত্যেবং সর্ব্বত্রৈব

মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। আচমনীয় দানকারি ব্যক্তির দেহ পাপশূন্য হয় ॥ ২৪ ॥

মধুপর্ক দান করিলে ইহলোকে পরমপদ লাভ হয় ॥

বিষ্ণুপুরাণেও ॥

হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি বিধি পূর্ব্বক মধুপর্ক নির্ম্মাণ করিয়া মধুপর্ক নিবেদন করেন, তিনি পরমধামে গমন করেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৫ ॥

অথ স্নান ॥

দেবের নিকট—"ভগবন্ স্নান ভূমিমলঙ্কুরু" এই বলিয়া স্নানার্থ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া "পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ" এই বলিয়া সম্মুখ ভাগে পাদুকাযুগল প্রদান করিবেন। তাহার পর মহাদেবী প্রভৃতির *

* প্রভৃতি শব্দে গীত, নৃত্য, ছত্র ও চামরাদি ॥

মহাবিদ্যাদিনা তঞ্চ স্নানস্থানং ততো নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রাগ্বত্তত্রাসনং পাদ্যং তত্রৈবাচমনীয়কং।
নিবেদ্য দর্শয়েন্মুদ্রামমৃতীকরণীং বুধঃ ॥ ২৭ ॥
শালগ্রামশিলারূপং ততো দেবং নিবেশয়েৎ।
স্নানপাত্রে নিজাভীষ্টাং চলাং শ্রীমূর্ত্তিমেব বা ॥ ২৮ ॥
অথ স্নানপাত্রং স্কন্দপুরাণে ॥
কৃত্বা তাম্রময়ে পাত্রে যোঽর্চ্চয়েন্মধুসূদনং।

বোদ্ধব্যং ॥ ২৬ ॥

তত্র স্নানস্থানে ভগবন্ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি স্বাহেত্যেবং নিবেদ্য। যদ্যপি স্নানমুদ্রা পৃথক্ লিখিতাস্তি। সাচাগ্রে দর্শ্যা। তথাপি শিষ্টাচারাদমৃতীকরণীং ধেনুমুদ্রেতি প্রসিদ্ধাং মুদ্রামপি দর্শয়েৎ। অতএব বুধ ইতি ॥ ২৭ ॥

শালগ্রামশিলারূপমিত্যেবং কচিৎ কচিন্নির্দ্দেশ স্তন্মাহাত্ম্যভরাপেক্ষয়া কেষাঞ্চিৎ সতাং শ্রীমূর্ত্ত্যা সহৈব তৎপূজয়া তৎপ্রকারবোধনায়েতি দিক্। স্নানপাত্রে নিবেশয়েদিতি শ্রীচরণামৃতাপেক্ষয়া ফল বিশেষাপেক্ষয়া বা ॥ ২৮ ॥

অর্চ্চয়েদিত্যনেন যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বত্রৈব তত্তৎ পাত্রমপেক্ষ্যতে তথাপ্যুপচারেষু

সহিত তাঁহাকে স্নানস্থলে ‡ লইয়া যাইবেন ॥ ২৬ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় সেই স্থলেও আসন, পাদ্য এবং আচমনীয় নিবেদন করিয়া অমৃতীকরণী মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর স্নানপাত্রে শালগ্রাম রূপী ভগবান্‌কে অথবা নিজের অভীষ্ট চলা শ্রীমূর্ত্তিকে স্থাপন করিবেন * ॥ ২৮ ॥

অথ স্নানপাত্র স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি তাম্রময় পাত্রে মধুসূদনকে স্নান করান, শতবর্ষ স্নান

‡ স্নানের নিমিত্ত ঈশানকোণে নির্ম্মিত স্নানমণ্ডপ। তাহা না থাকিলে ভাবনা দ্বারাই করিবে ॥

* স্নানপাত্রে রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, চরণামৃত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে ॥

ফলমাপ্নোতি পূজায়াঃ প্রত্যহং শতবার্ষিকং।
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং ভক্ত্যা অশ্বত্থদলসংস্থিতং।
প্রত্যহং লভতে পুণ্যং পদ্মাযুতসমুদ্ভবং।
রম্ভাদলোপরি হরিং কৃত্বা যোঽভ্যর্চ্চয়েন্নরঃ।
বর্ষাযুতং ভবেৎ প্রীতঃ কেশবঃ প্রিয়য়া সহ।
যে পশ্যন্তি সকৃদ্ভক্ত্যা পদ্মপত্রোপরিস্থিতং।
ভক্ত্যা পদ্মালয়াকান্তং তৈরাপ্তং দুর্ল্লভং ফলমিতি ॥ ২৯ ॥
ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদ্ঘণ্টাদিনিঃস্বনৈঃ।
মূলেনাষ্টাক্ষরেণাপি ধূপয়ন্নন্তরান্তরা ॥ ৩০ ॥
তত্র তু প্রথমং ভক্ত্যা বিদধীত সুগন্ধিভিঃ।

স্নানস্য মুখ্যত্বেনাত্র লিখিতং পদ্মাযুতসমুদ্ভবং দশ সহস্র কমলদানজং। যদ্বা। পদ্মং সংখ্যা বিশেষঃ তস্যাপ্যযুতং। তাবদ্বর্ষ পূজাসমুদ্ভবং পুণ্যমেকদিনেনৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অন্তরান্তরা স্নানকালে মধ্যে মধ্যে ধূপমর্পয়ন্ সুরভিধূপমর্পয়ন্। তথাচ শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায়াং স্নানোপচার মধ্যে। সকৃষ্ণাগুরুধূপেন ধূপয়ন্নন্তরান্তরেতি। অতএবাস্য মাহাত্ম্য-মগ্রে লেখ্যং স্নানকালেতু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ। ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

করাইলে যে ফল হয়, তাঁহার এক এক দিনে সেই ফল হইয়া থাকে॥

যিনি অশ্বত্থপত্রে স্থাপন করিয়া প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক মাধবকে পূজা করেন, তিনি দশ সহস্র পদ্মদানের ফল প্রাপ্ত হন॥

যে ব্যক্তি রম্ভাপত্রের উপর হরির অর্চ্চনা করেন, কেশব আপনার প্রিয়া লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার প্রতি দশ সহস্র বৎসর প্রীত থাকেন॥

যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে একবার মাত্র পদ্মপত্রস্থিত দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা দুর্ল্লভ ফল পাইয়াছেন॥ ২৯ ॥

তদনন্তর ঘণ্টাদি বাদ্য করিয়া শঙ্খস্থিত জল দ্বারা অভিষেক করি-বেন। মধ্যে মধ্যে অষ্টাক্ষর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধূপদান করি-বেন॥ ৩০ ॥

এই স্নানকার্য্যে প্রথমতঃ দিব্য সুগন্ধি তৈলাদি দ্বারা ভক্তিভাবে

দিব্যৈস্তৈলাদিভির্দ্রব্যৈরভ্যঙ্গং শ্রীহরেঃ শনৈঃ।
অথাভ্যঙ্গদ্রব্যাণি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ স্কান্দে ॥
মালতীজুতিমাদায় সুগন্ধানান্তু বা পুনঃ ॥ ৩১ ॥
তথান্য পুষ্পজাতীনাং গৃহীত্বা ভক্তিতো নরাঃ।
যে স্নাপয়ন্তি দেবেশমুৎসবে বৈ হরের্দ্দিনে।
মেদিনীদানতুল্যং হি ফলমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।
যঃ পুনঃ পুষ্পতৈলেন দিব্যৌষধিযুতেন হি।
অভ্যঙ্গং কুরুতে বিষ্ণো র্মধ্যে ক্ষিপ্তা তু কুঙ্কুমং।
রোমাঞ্চিততনুর্ভূত্বা প্রিয়য়া সহ মাধবঃ।
প্রীত্যা বিভর্ত্তি স্বোৎসঙ্গে মন্বন্তরশতং হরিঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥

এবং সামান্যেন স্নানপ্রকারং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখতি তত্র ত্বিত্যাদিনা স্নাপয়েৎ পুনরিত্যন্তেন ॥ ৩১ ॥

বৈ ইতি বিশেষে। নিত্যং যে স্নাপয়ন্তি বিশেষতশ্চৈকাদশ্যাদ্যুৎসবদিনে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধীরে ধীরে হরির সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিবেন ॥

অথ অভ্যঙ্গ অর্থাৎ মর্দ্দন দ্রব্য সকল এবং ঐ সকলের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

মালতী বা জাতি অথবা অন্যান্য সুগন্ধি জাতীয় পুষ্প লইয়া ॥ ৩১ ॥

যে মনুষ্য নিত্য, বিশেষতঃ হরির একাদশী প্রভৃতি উৎসব দিনে দেবেশ্বর হরিকে স্নান করান, ব্রহ্মা কহিয়াছেন তিনি পৃথিবী দানের ফল পান ॥

যিনি উৎকৃষ্ট ওষধি যুক্ত পুষ্পতৈলে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা বিষ্ণুর গাত্র মর্দ্দন করেন, প্রিয়ার সহিত মাধব লোমাঞ্চিত তনু হইয়া আনন্দে তাঁহাকে একশত মন্বন্তর কাল ক্রোড়ে ধারণ করেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

গন্ধতৈলানি দিব্যানি সুগন্ধীনি শুচীনি চ।
কেশবায় নরো দত্ত্বা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩২ ॥

অথ পঞ্চামৃতস্নপনং ॥

ততঃ শঙ্খভৃতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ।
দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডেন চ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎ প্রিয়াঃ।
কিন্তু তৈঃ কালদেশাদি বিশেষে কারয়ন্তি তৎ ॥ ৩৩ ॥

অথ তৎপরিমাণং ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতাভ্যঙ্গস্ততো ভবেৎ।
পলানি তস্য দেয়ানি শ্রদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিঃ।

পৃথক্ পৃথক্ ইতি তেষাং চতুঃষষ্ট্যুপচারেষূক্তস্য প্রত্যেকমুপচারস্য সিদ্ধ্যর্থং পৃথক্ত্বেন তত্তৎফলোক্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রস্নেতি পাঠে পরিমাণমিত্যর্থঃ। তস্য ঘৃতস্য শঞ্চবিংশতিঃ পলানি অবশ্যং দেয়ানি।

দিব্য সুগন্ধি পবিত্র গন্ধতৈল কেশবকে অর্পণ করিলে মনুষ্য গন্ধর্ব্বগণের সহিত আনন্দ অনুভব করেন ॥ ৩২ ॥

অথ পঞ্চামৃতস্নান ॥

তাহার পর শঙ্খে করিয়াই দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা লইয়া ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ স্নান করাইবে। যাঁহারা তাঁহার ভক্ত তাঁহারা সকল সময়ে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবার বিধান করেন না। কিন্তু দেশ কাল বিশেষে করাইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

অথ ঐ পঞ্চামৃতের পরিমাণ ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

দেবতাদিগের প্রতিমা স্থলে ঘৃত মর্দ্দন করাইবে, ঐ ঘৃত পঞ্চবিংশতি পল পরিমাণে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্পণ করিবে। সমর্থ হইলে অভ্যঙ্গ স্নানকালীন সর্ব্বদা একশত অষ্টপল দান করিবে। মহাস্নানে দুইসহস্র

অষ্টোত্তরপলশতং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা।
দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে চ সংখ্যয়া।
দাতব্যে যেন সর্ব্বাসু দিক্ষু নির্যাতি তদ্ঘৃতমিতি ॥ ৩৪ ॥
দুগ্ধাদাবপি সংখ্যেয়মেবং জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
পলসংখ্যা চ বিজ্ঞেয়া যাজ্ঞবল্ক্যাদি বাক্যতঃ ॥ ৩৫ ॥
তথাহি ॥
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষস্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ।
সুবর্ণানাঞ্চ চত্বারঃ পলমিত্যভিধীয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥
কিঞ্চ ॥
স্নানার্থে সুরভীক্ষীরং মহিষাদ্যাস্তু কুৎসিতাঃ।
অথ ক্ষীরাদিস্নপনমাহাত্ম্যং—

শক্তৌচ সত্যামষ্টোত্তরপলশতং দেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। তৈলাদিভিরিব ঘৃতেন যোঽভ্যঙ্গস্তত্র পঞ্চবিংশতিঃ পলানি স্নানে চাষ্টোত্তরশতপলানি দদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইয়ং ঘৃতবিষয়িকা যা সংখ্যা সৈব ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চ কৃষ্ণলকানি গুঞ্জাফলানি যস্মিন্ সঃ। তে মাষাঃ ষোড়শ সুবর্ণঃ ॥ ৩৬ ॥

কুৎসিতা ইতি তাসাং ক্ষীরমপি নিত্যং স্নানার্থং ন গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

পল পরিমাণে দিবে, যাহাতে ঘৃত সর্ব্বদিক্ হইতে বহির্গত হইতে পারে ॥ ৩৪ ॥

পণ্ডিতগণ দুগ্ধাদিরও পরিমাণ এই প্রকার জানিবেন। পলের পরিমাণ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বচন হইতে সংগ্রহ করিবেন ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

পাঁচ গুঞ্জায় এক মাষ, ষোড়শ মাষে এক সুবর্ণ, চারি সুবর্ণকে এক পল বলে ॥ ৩৬ ॥

আরও বলিয়াছেন—

স্নানের জন্য গাভীর দুগ্ধ প্রশস্ত, মহিষাদির দুগ্ধ নিন্দনীয়।

অথ দুগ্ধাদি দ্বারা স্নান করাইবার মাহাত্ম্য—

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

শরীরদুঃখশমনং মনো দুঃখবিনাশনং।
ক্ষীরেণ স্নপনং বিষ্ণোঃ ক্ষীরাম্ভোধিপ্রদং তথা ॥ ৩৭ ॥

অগ্নিপুরাণে ॥

গবাং শতস্য বিপ্রেভ্যঃ সম্যগ্‌দত্তস্য যৎফলং।
ঘৃতপ্রস্থেন তদ্বিষ্ণোর্লভেৎ স্নানাদসংশয়ঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নেন সংপ্রাপ্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
ঘৃতোদকেন সংযুক্তা প্রতিমা স্নাপিতা কিল।
প্রতিমাসং সিতাষ্টম্যাং ঘৃতেন জগতাং পতিং।
স্নাপয়িত্বা সমভ্যর্চ্চ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং কুরুতে নরঃ।

প্রস্থাদিসংখ্যা চ গোপথব্রাহ্মণে। দ্বাত্রিংশৎপলিকং প্রস্থমুক্তং স্বয়মথর্ব্বণা। আঢ়কস্তু চতুঃপ্রস্থৈশ্চতুর্ভির্দ্রোণ আঢ়কৈরিতি ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ক্ষীরের দ্বারা স্নান করাইলে শারীরিক-দুঃখ ও মনোদুঃখ বিনষ্ট হয় এবং ক্ষীরসাগরে বাসস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

অগ্নিপুরাণে ॥

বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে একশত গোদান করিলে যে ফল হয়, এক প্রস্থ ঘৃত দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইলেও সেই ফল পাওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই ॥

ঘৃত ও জল দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সসাগরা পৃথিবী লাভ করিয়াছেন। প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে ঘৃত দ্বারা জগৎ-পতিকে স্নান করাইয়া অর্চ্চনা করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি পায় ॥ ৩৮ ॥

জ্ঞান বশতই হউক বা অজ্ঞান বশতই হউক, মনুষ্য যে কিছু

তৎক্ষালয়তি সন্ধ্যায়াং ঘৃতস্নপনতোষিতঃ।
যেষু ক্ষীরবহা নদ্যো নদাঃ পায়সকর্দ্দমাঃ।
তাঁল্লোকান্ পুরুষা যান্তি ক্ষীরস্নাপনকা হরেঃ ॥ ৩৯ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীপুলস্ত্যপ্রহ্লাদসম্বাদে ॥
দ্বাদশ্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ গব্যেন হবিষা হরেঃ।
স্নপনং দৈত্যশার্দ্দূল মহাপাতকনাশনং।

সন্ধ্যায়াং যদ্‌ঘৃতস্নপনং তেন তোষিতো জগতাং পতিঃ ॥ ৩৯ ॥

দ্বাদশ্যামিতি প্রায়ো বৈষ্ণবানাং দ্বাদশ্যামুপবাসাপত্তে ব্র্তদিন ইত্যর্থঃ। স্নানং ন হরয়ে দদ্যাদ্দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবো দিবেত্যাদি লেখ্যবচনাৎ। যদ্বা। দ্বাদশ্যামিতি দ্বাদশীরাত্রাবিত্যর্থঃ। দিবৈব তত্র হরিস্নপননিষেধাৎ। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং। দ্বাদশ্যামিত্যাদিকং তত্র তত্র ফলবিশেষার্থং। তত্ত্বতস্ত সর্ব্বাস্বপি তিথিষ্বিতি জ্ঞেয়ং অন্যথা বচনান্তরৈর্বিরোধাপত্তেঃ। এবমগ্রেঽপি ॥ ৪০ ॥

পাপ করে, হরি সন্ধ্যাকালীন ঘৃতস্নানে তুষ্ট হইয়া তাহার সমুদায় পাপ নাশ করেন ॥

যে সকল স্থানে নদীর জল দুগ্ধ এবং নদ সকলের কর্দ্দম পায়স, যাঁহারা হরিকে দুগ্ধদ্বারা স্নান করান, তাঁহারা সেই সকল লোকে গমন করেন ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে পুলস্ত্য ও প্রহ্লাদের সম্বাদে ॥

হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! দ্বাদশী এবং পঞ্চদশীতে গব্যঘৃত দ্বারা হরিকে স্নান করাইলে মহাপাতক নষ্ট হয় ॥

তাৎপর্য্য। বৈষ্ণবদিগের প্রায় দ্বাদশীতেই উপবাস ঘটে, একারণ দ্বাদশী শব্দে এ স্থলে উপবাস অর্থাৎ ব্রতদিনই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বে দ্বাদশীতে ভগবানকে স্নান করাইবার যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ থাকিতেছে না। অথবা দ্বাদশীর রাত্রিতে বলিলেও বিরোধ ঘটে না। দ্বাদশীর দিবা ভাগে স্নান করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বাদশী ও পঞ্চদশীতে ফল অধিক হয় এই মাত্র, অন্যান্য তিথিতে করাইলেও সেই ফল হইবে ॥

দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ সম্ভবো যথা।
তথৈবাশেষকামানাং ক্ষীরস্নানং ততো হরেঃ।
নারসিংহে॥
পয়সা যস্তু দেবেশং স্নাপয়েদ্গারুড়ধ্বজং।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৪০॥
স্নাপ্য দধ্না সকৃদ্বিষ্ণুং নির্ম্মলং প্রিয়দর্শনং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সেব্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ।
দুঃস্বপ্নশমনং জ্ঞেয়মমঙ্গল্যবিনাশনং।
মঙ্গল্যবৃদ্ধিদং দধ্না স্নপনং নরপুঙ্গব॥ ৪১॥
যঃ করোতি হরেরর্চ্চাং মধুনা স্নাপিতাং নরঃ।
অগ্নিলোকে স মোদিত্বা পুনর্ব্বিষ্ণুপুরে বসেৎ।

স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা॥ ৪১॥
স্নাপয়ন্ সন্ অর্চ্চাং পূজাং স্নপনাত্মকপূজামিত্যর্থঃ॥ ৪২॥

যেমন বিকৃত দধি প্রভৃতি দুগ্ধ হইতে জন্মে, তেমনি বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধি, হরিকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান হইতে উৎপন্ন হয়॥

নৃসিংহপুরাণে॥

যিনি গরুড়ধ্বজকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করান, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ-শূন্য দেহ হইয়া বিষ্ণুলোকে আনন্দানুভব করেন॥ ৪০॥

নির্ম্মল প্রিয়দর্শন বিষ্ণুকে একবার মাত্র দধি দ্বারা স্নান করাইলে মনুষ্য বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথায় দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করেন॥

হে নরশ্রেষ্ঠ! দধি দ্বারা স্নান করাইলে দুঃস্বপ্ন নিবারণ, যাবদীয় অমঙ্গল ধ্বংস ও মঙ্গল বৃদ্ধি হয়॥ ৪১॥

যে মনুষ্য মধু দ্বারা স্নান করাইয়া হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি প্রথমতঃ অগ্নিলোকে আনন্দানুভব করিয়া, শেষে বিষ্ণুলোকে গিয়া বাস করেন॥

মধুনা স্নপনং কৃত্বা সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
লোকমিত্রাণ্যবাপ্নোতি তথৈবেক্ষুরসেন চ।
দ্বারকামাহাত্ম্যে চ॥
শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে॥
ক্ষীরস্নানং প্রকুর্ব্বন্তি যে নরা বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
তেনাশ্বমেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা স্মৃতং।
ক্ষীরাদ্দশগুণং দধ্না ঘৃতং তস্মাদ্দশোত্তরং।
ঘৃতাদ্দশগুণং ক্ষৌদ্রং খণ্ডং তস্মাদ্দশোত্তরং॥ ৪২॥
পুষ্পোদকঞ্চ গন্ধোদং বর্দ্ধতে চ দশোত্তরং।
মন্ত্রোদকঞ্চ দর্ব্ভোদং তথৈব নৃপসত্তম।
দ্রাক্ষারসং চূতরসং শতবাজিমখৈঃ সমং।

পুষ্পোদকাদীনাং মাহাত্ম্যবিশেষোক্তে স্তৈরপি স্নাপয়েদিত্যূহ্যং। তথা চোক্তং শ্রীরামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং। নারিকেলোদকেনাপি কর্পূরাদি সুগন্ধিনা। কদলীপনসাম্রাদি জলেনাপি

মধু এবং গুড় দ্বারা স্নান করাইলে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন এবং সমুদায় লোক তাঁহার মিত্র হয়॥

দ্বারকামাহাত্ম্যেও শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বাদে॥

যে সকল মনুষ্য বিষ্ণুর মস্তকে দুগ্ধ অভিষেক করেন, তাঁহার এক এক বিন্দুতে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হয়॥

দুগ্ধ হইতে দধিস্নানের দশগুণ ফল, তাহা হইতে ঘৃত দশ গুণ অধিক, ঘৃত হইতে মধু দশগুণ শ্রেষ্ঠ, মধু হইতে আবার শর্করা দশগুণ উৎকৃষ্ট॥ ৪২॥

পুষ্পজল এবং গন্ধজল দশ দশ গুণে শ্রেষ্ঠ। হে নৃপসত্তম! মন্ত্রপূত জল ও কুশজল এই প্রকার দশ দশ গুণ শ্রেষ্ঠ। অপর, দ্রাক্ষারস ও আম্ররস শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলের সহিত সমান। হে

তথৈব তীর্থনীরঞ্চ ফলং যচ্ছতি ভূমিপ ॥ ৪৩ ॥
স্নপনং কৃষ্ণদেবস্য যঃ করোতি স্বশক্তিতঃ।
ফলমাপ্নোতি তৎ প্রোক্তং নিষ্কামো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
তীর্থোদকানি পুণ্যানি স্বয়মানীয় মানবঃ।
তৈলস্য স্নপনং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥
অথ স্নপনে ধূপনে ধূপনমাহাত্ম্যং ॥
স্কান্দে ॥
স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য অগুরুং দহতে তু যঃ।

সুগন্ধিনা। শতং সহস্রমযুতং শক্ত্যা বাপ্যভিষেচয়েদিতি ॥ ৪৩ ॥

তৎ অশ্বমেধজাদিকং প্রাপ্নোতি সকামঃ ॥ ৪৪ ॥

ধূপয়ন্নন্তরান্তরেতি যৎ স্নানকালে ধূপনং লিখিতং তন্মাহাত্ম্যং লিখতি স্নান ইতি। যং অগুরুং দহতে দহতি জনঃ স এব প্রবিষ্টঃ সন্। য ইতি পাঠে তস্য পাপমগুরুরেব দহেৎ। প্রবিষ্টো নাসিকাং গন্ধ ইতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। প্রবিষ্ট ইতি সপ্তম্যন্ত পাঠে তদ্গন্ধে ইতি শেষঃ। ততশ্চ স এব জন্মাযুতকৃতং পাপং দহেৎ। যদ্বা। পাপং দুঃখরূপং জন্মাযুতং জন্মাযুতেঽপি দুঃখং নাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজন্! তীর্থজলও সেই প্রকার ফল প্রদান করে ॥ ৪৩ ॥

যে ব্যক্তি আপনার শক্তি অনুসারে কৃষ্ণদেবকে স্নান করান, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকার ফল প্রাপ্ত হন, নিষ্কাম ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মনুষ্য স্বয়ং পবিত্র তীর্থজল সকল আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা এই বিষ্ণুর স্নান করাইলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৪ ॥

অথ স্নপন ও ধূপনকার্য্যে ধূপনের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে যিনি অগুরু দাহ করেন, সেই অগুরু

প্রবিষ্টো নাসিকারন্ধ্রং পাপং জন্মাযুতং দহেদিতি ॥ ৪৫ ॥
উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদেরপসারণকারণং।
দেবস্য কারয়েদ্দ্রব্যৈরুপযুক্তৈরনন্তরং ॥ ৪৬ ॥
অথোদ্বর্ত্তনং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ।　নারসিংহে ॥
যবগোধূমজৈশ্চূর্ণৈরুদ্বর্ত্ত্যোষ্ণেন বারিণা।
প্রক্ষাল্য দেবদেবেশং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
গোধূম যবচূর্ণৈস্তু তমুৎসাদ্য জনার্দ্দনং।
লোধ্র চূর্ণকসংকীর্ণৈর্বলরূপং তথাপ্নুয়াৎ।
মসূরমাষচূর্ণঞ্চ কুঙ্কুমক্ষোদসংযুতং।
নিবেদ্য দেবদেবায় গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে।

উপযুক্তৈঃ উদ্বর্ত্তনযোগৈ র্যবচূর্ণাদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥
উদ্বর্ত্ত্যেতে যেন তদুদ্বর্ত্তনং গন্ধাদিভিঃ সংযুতং কুর্য্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া দশ সহস্র জন্মের পাপ দাহ করে ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর তৈলাদি দূরীকরণ জন্য উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা দেবের অঙ্গ মার্জনা করিবে ॥ ৪৬ ॥

অঙ্গমার্জনা ও উপহার মাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যবচূর্ণ বা গোধূমচূর্ণ দ্বারা অঙ্গ মার্জনা করিয়া উষ্ণ-জল দ্বারা দেবের অঙ্গ ক্ষালন করিলে বরুণলোক প্রাপ্ত হইবে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

লোধ্রচূর্ণ মিশ্রিত যবচূর্ণ বা গোধূমচূর্ণ দ্বারা সেই জনার্দ্দনের অঙ্গ মার্জনা করিলে বল ও রূপ প্রাপ্ত হয়। যিনি দেবদেবকে কুঙ্কুমচূর্ণ মিশ্রিত মসূরচূর্ণ বা মাষচূর্ণ নিবেদন করেন তিনি গন্ধর্ব্বদিগের সহিত আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন ॥

বারাহে ॥

কলায়কস্য চূর্ণেন পিষ্টচূর্ণেন বা পুনঃ।
তেনৈবোদ্বর্ত্তনং কুর্য্যাদ্গান্ধপুষ্পৈশ্চ সংযুতং।
যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণ ইতি ॥ ৪৭ ॥
ততঃ সমর্পয়েৎ কূর্চ্চমুষীরাদিবিনির্ম্মিতং।
মলাপকর্ষণাদ্যর্থং শ্রীমন্মূর্ত্ত্যঙ্গসন্ধিতঃ ॥ ৪৮ ॥
অথ কূর্চ্চং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
উষীর কূর্চ্চকং দত্ত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
দত্ত্বা গোবালজং কূর্চ্চং সর্ব্বাংস্তাপান্ ব্যপোহতি।
দত্ত্বা চামরকং কূর্চ্চং শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমত্যা বা মূর্ত্তেরঙ্গানাং সন্ধিস্থানতো মলস্যাপকর্ষণার্থং আদিশব্দেন কণ্ডূয়নাদি সেবার্থঞ্চ কূর্চ্চং সমর্পয়েৎ ॥

ব্যপোহতি নিরস্যতি ॥ ৪৯ ॥

বরাহপুরাণে ॥

আমার পূজাপরায়ণ ব্যক্তি যদি পরম সিদ্ধি কামনা করেন, তাহা হইলে কলায়চূর্ণ বা পিষ্টচূর্ণ দ্বারা অঙ্গ মার্জনা করিবেন, উদ্বর্ত্তন দ্রব্যে গন্ধপুষ্প মিশ্রিত করিবেন ॥ ৪৭ ॥

তাহার পর শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গ সকলের সন্ধিস্থল হইতে মলা দূর করিবার নিমিত্ত উষীরাদি অর্থাৎ বেণামূল প্রভৃতিতে নির্ম্মিত কূর্চ্চ (কুঁচি) নিবেদন করিবে ॥ ৪৮ ॥

অথ কূর্চ্চ ও তাহার মাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

উষীর নির্ম্মিত কূর্চ্চ (কুঁচি) নিবেদন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। গোপুচ্ছ নির্ম্মিত কূর্চ্চ অর্পণ করিলে সমুদায় ক্লেশ নিবৃত্তি পায়। চমরীপুচ্ছ নির্ম্মিত কূর্চ্চ প্রদান করিলে অত্যুত্তম সম্পত্তি লাভ হয় ॥ ৪৯ ॥

অথ শুদ্ধজলস্নপনং ॥

ততঃ কোষ্ণেন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা।
শীতলেনাম্বুনা শঙ্খভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ।

তদুক্তমেকাদশস্কন্ধে ॥

চন্দনোষীর কর্পূর কুঙ্কুমাগুরুবাসিতৈঃ।
সলিলৈঃ স্নাপয়েন্মন্ত্রী নিত্যদা বিভবে সতি ॥ ৫০ ॥

অথ জলপরিমাণং ॥

ভবিষ্যে ॥

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিঃ।
পলানাং দ্বে সহস্রেতু মহাস্নানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৫১ ॥

কোষ্ণেন ঈষদুষ্ণেনাম্বুনা সম্যক্ স্নাপয়িত্বা। অন্যথা পঞ্চামৃতাদি লেপানপগমাৎ। পুনঃ পশ্চাৎ শীতলেনাম্বুনা স্নাপয়েৎ কথম্ভূতেন সর্ব্বৌষধ্যাদিভিঃ সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা চ ॥ ৫০

দ্বে সহস্রে যদি দেয়ে তদা মহাস্নান। প্রকীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। মহাস্নানে প্রকীর্ত্তিতে ইতি বা পাঠঃ ॥ ৫১ ॥

অথ শুদ্ধজল দ্বারা স্নান করান ॥

অনন্তর সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত সুগন্ধি ঈষদুষ্ণ-জল দ্বারা স্নান করাইয়া পরে শঙ্খস্থিত শীতল-জল দ্বারা স্নান করাইবে ॥

একাদশস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে উহাই উক্ত হইয়াছে ॥

যদি সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে দীক্ষিত ব্যক্তি চন্দন, উষীর, কর্পূর, কুঙ্কুম এবং অগুরুচন্দন-বাসিত জল দ্বারা নিত্য স্নান করাইবেন ॥ ৫০ ॥

অথ জলের পরিমাণ ॥

ভবিষ্যপুরাণে ॥

স্নানে একশত পল জল দিবে, অভ্যঙ্গ স্নানে পঞ্চবিংশতি পল। আর দুই-সহস্র পল দ্বারা স্নান করাইলে মহাস্নান বলে ॥ ৫১ ॥

অথ জলগ্রহণকালঃ ॥

তত্র যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

ন নক্তোদকপুষ্পাদ্যৈরর্চ্চনং স্নানমর্হতি।

বিষ্ণুঃ ॥

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্য্যাৎ।

হারীতঃ।

রাত্রাবেতা আপো বরুণং প্রাবিশন্ত তস্মান্ন রাত্রৌ গৃহ্ণীয়াৎ।

অথ স্নপনমাহাত্ম্যং নারসিংহে ॥

নির্ম্মাল্যমপনীয়াথ তোয়েন স্নাপ্য কেশবং।
নরসিংহাকৃতিং রাজন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
গোদানজং ফলং প্রাপ্য যানেনাম্বরশোভিনা।
নরসিংহপুরং প্রাপ্য মোদতে কালমক্ষয়ং।

অথ জলগ্রহণের কাল ॥

তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ॥

রাত্রিকালে যে জল বা পুষ্পাদি আহরণ করা হয়, তদ্দারা স্নান এবং অর্চ্চনা করা যোগ্য হয় না ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

রাত্রিকালে আহৃত জল দ্বারা দৈবকর্ম্ম করিবে না ॥

হারীত কহিয়াছেন—

রাত্রিকালে এই সকল জল বরুণে প্রবেশ করে, অতএব রাত্রিতে জল গ্রহণ করিবে না ॥

অথ স্নান করাইবার মাহাত্ম্য—

নৃসিংহপুরাণে ॥

রাজন্! নির্ম্মাল্য দূর করিয়া নৃসিংহমূর্ত্তি কেশবকে জল দ্বারা স্নান করাইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং গোদান জনিত ফল প্রাপ্ত হইয়া আকাশশোভি বিমানযোগে নরসিংহপুর প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয়কাল

কিঞ্চ ॥

স্নাপ্য তোয়েন ভক্ত্যাতু নরসিংহং নরাধিপ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
নরসিংহন্তু সংস্নাপ্য কর্পূরাগুরুবারিণা।
চন্দ্রলোকে স মোদিত্বা পশ্চাদ্বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ ॥

কুশপুষ্পোদকেনাপি বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
রত্নোদকেন সাবিত্রং কৌবেরং হেমবারিণা।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

রত্নোদকপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং।

স্নাপ্য স্নাপয়িত্বা ॥ ৫২ ॥

জলবিশেষস্য ফলং লিখতি কুশেতি কুশপুষ্পযুক্তোদকেন। যদ্বা। কুশাশ্চ পুষ্পাণি চ তদযুক্তোদকেন এবমগ্রেঽপি। শক্তৌ সত্যাং রত্নোদকাদিনাপি স্নপনং বোদ্ধব্যং ॥ ৫৩ ॥

আনন্দানুভব করে ॥

আরও ॥

রাজন্! ভক্তি পূর্ব্বক জল দ্বারা নরসিংহকে স্নান করাইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া আনন্দসহকারে বাস করে ॥

যিনি কর্পূর এবং অগুরু মিশ্রিত জল দ্বারা নরসিংহকে স্নান করান, তিনি চন্দ্রলোকে আনন্দানুভব করিয়া, পরে বিষ্ণুলোকে গিয়া বাস করেন ॥ ৫২ ॥

আরও ॥

কুশ এবং পুষ্প মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়, রত্ন সংযুক্ত জলে সূর্য্যলোক এবং স্বর্ণ সংযুক্ত জলে কুবেরলোক লাভ হয় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

রত্নোদক প্রদান করিলে অত্যুত্তম সম্পত্তি প্রাপ্তি হয়। বীজ

বীজোদকপ্রদানেন ক্রিয়াসাফল্যমাপ্নুয়াৎ।
পুষ্পতোয়প্রদানেন শ্রীমান্ ভবতি মানবঃ।
ফলতোয়প্রদানেন সফলাং বিন্দতে ক্রিয়াং।
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে॥
সুগন্ধিনা যস্তোয়েন স্নাপয়েজ্জলশায়িনং।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
গারুড়ে॥
তুলসীমিশ্রতোয়েন স্নাপয়ন্তি জনার্দ্দনং।
পূজয়ন্তি চ ভাবেন ধন্যাস্তে ভুবি মানবাঃ॥ ৫৩॥
অগ্নিপুরাণে॥
মহাস্নানেন গোবিন্দং সম্যক্ সংস্নাপ্য মানবঃ।
যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ॥ ৫৪॥

সম্যক্ যথা বিধীত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

মিশ্রিত জল দিলে ক্রিয়ার সফলতা লাভ হয়। পুষ্পসংযুক্ত জল অর্পণ করিলে মনুষ্য শ্রীমান্ হয়। ফল মিশ্রিত জলনিবেদন করিলে কার্য্য সফল হয়॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে॥

যিনি জলশায়ি নারায়ণকে জল দ্বারা স্নান করান, তিনি যত দিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকে, তত কাল ব্রহ্মলোকে বাস করেন॥

গরুড়পুরাণে॥

যে সকল মানব তুলসী মিশ্রিত জল দ্বারা জনার্দ্দনকে স্নান করান এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করেন, পৃথিবীতে তাঁহারাই ধন্য॥

অগ্নিপুরাণে॥

মনুষ্য গোবিন্দকে সম্যক্ প্রকারে মহাস্নান করাইয়া যাহা যাহা কামনা করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের তাহাই সিদ্ধ হয়॥ ৫৪॥

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসম্বাদে ॥

স্নানমভ্যর্চ্চনং যস্তু কুরুতে কেশবে সদা।
তস্য পুণ্যস্য যা সংখ্যা নাস্তি সা জ্ঞানগোচরেতি ॥ ৫৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

স্নানার্থং দেবদেবস্য যস্তু গন্ধং প্রযচ্ছতি।
ভবন্তি বশগাস্তস্য নার্য্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
পুষ্পদানাত্তথা লোকে ভবতীহ ফলান্বিতঃ।
দত্ত্বা মৃগমদস্নানং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বৌষধি প্রদানেন বাজিমেধফলং লভেৎ।
দত্ত্বা জাতীফলং মুখ্যং সফলাং বিন্দতি ক্রিয়াং ॥ ৫৭ ॥

অথ সর্ব্বৌষধিঃ ॥

কেশবে কেশবস্য স্নানরূপমভ্যর্চ্চনং যঃ কুরুতে ॥ ৫৫ ॥

জলসংস্কারার্থ গন্ধাদি সমর্পণ মাহাত্ম্যমপি স্নপনমাহাত্ম্যান্তর্গতমেবেত্যত্রৈব লিখতি স্নানার্থমিত্যাদিনা ॥ ৫৬ ॥

ক্রিয়াং সর্ব্বোদ্যমামিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

পদ্মপুরাণে পুলস্ত্য ও ভগীরথসম্বাদে ॥

যিনি নিত্য কেশবকে স্নান করান ও তাঁহার পূজা করেন তাঁহার পুণ্যের যে সংখ্যা হয়,তাহা জ্ঞানের সীমার মধ্যে উপস্থিত হয় না ॥৫৫

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যিনি স্নানের জন্য দেবদেবকে গন্ধদ্রব্য প্রদান করেন, নারীগণ সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্ব সময় তাঁহার বশবর্ত্তিনী থাকে। পুষ্পদান করিলে ইহলোকে তাঁহার ফল লাভ হয়, মৃগমদকস্তুরীযুক্ত জলে স্নান করাইলে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয় ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বৌষধি নিবেদন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। অত্যুত্তম জাতি ফল প্রদান করিলে ক্রিয়া সফল হয় ॥ ৫৭ ॥

অথ সর্ব্বৌষধি ॥

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং।
শঠী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥ ৫৮॥
গন্ধশ্চাগমে॥
গন্ধশ্চন্দন কর্পূর কালাগুরুভিরীরিতঃ॥ ৫৯॥
অথ শঙ্খমাহাত্ম্যং॥
স্কান্দে। শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
শঙ্খস্থিতেন তোয়েন যঃ স্নাপয়তি কেশবং।
কপিলাশতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
শঙ্খে তীর্থোদকং কৃত্বা যঃ স্নাপয়তি মাধবং।
দ্বাদশ্যাং বিন্দুমাত্রেণ কুলানাং তারয়েচ্ছতং।

মুরা ভোটেতি প্রসিদ্ধা। মাংসী জটামাংসী। শৈলেয়ং শৈলজ ইতি প্রসিদ্ধং। রজনীদ্বয়ং হরিদ্রা দারুহরিদ্রা চ॥ ৫৮॥

চন্দনাদিভি র্ভাগবিশেষেণ সাধিতো দ্রব্যবিশেষো গন্ধ ইতীরিত ইত্যর্থঃ॥ ৫৯॥

ততঃ শঙ্খেনাভিষেকং কুর্য্যাদিত্যাদিনা প্রস্তুতস্য শঙ্খস্য মাহাত্ম্যং লিখতি শঙ্খেত্যাদিনা॥ ৬০॥

মুরা (ভোট) জটামাংসী, বচা, কুষ্ঠ (কুড়) শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুস্তা ইহাদিগকে সর্ব্বৌষধি বলে॥ ৫৮॥

গন্ধও যথা তন্ত্রে॥

কথিত হইয়াছে, চন্দন, কর্পূর এবং কালবর্ণ অগুরু এই সকলকে গন্ধ কহে॥ ৫৯॥

অথ শঙ্খমাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥

যে মানব শঙ্খস্থিত জল দ্বারা কেশবকে স্নান করান তিনি একশত কামধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হয়েন॥

যিনি শঙ্খস্থিত তীর্থজল দ্বারা দ্বাদশীতে মাধবকে স্নান করান, তিনি প্রত্যেক জলবিন্দুতে শতকুল উদ্ধার করেন॥

কপিলাক্ষীরমাদায় শঙ্খে কৃত্বা জনার্দ্দনং।
যঃ স্নাপয়তি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ।
অন্যগোসম্ভবং ক্ষীরং শঙ্খে কৃত্বা তু নারদ।
যঃ স্নাপয়তি দেবেশং রাজসূয়ফলং লভেৎ।
শঙ্খে কৃত্বাচ পানীয়ং সাক্ষতং কুসুমান্বিতং।
স্নাপয়েদ্দেবদেবেশং হন্যাৎ পাপং চিরার্জ্জিতং।
সাক্ষতং কুসুমোপেতং শঙ্খে তোয়ং সচন্দনং।
যঃ কৃত্বা স্নাপয়েদ্দেবং মম লোকে বসেচ্চিরং।
ক্ষিপ্ত্বা গন্ধোদকং শঙ্খে যঃ স্নাপয়তি কেশবং।
নমো নারায়ণায়েতি মুচ্যতে যোনিসঙ্কটাৎ।
নাদ্যং তড়াগজং বারি বাপীকূপহ্রদাদিজং।
গাঙ্গেয়ঞ্চ ভবেৎ সর্ব্বং কৃতং শঙ্খে কলিপ্রিয়।
ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবস্য চাজ্ঞয়া।

যে ধর্ম্মাত্মা শঙ্খে করিয়া কপিলার দুগ্ধদ্বারা জনার্দ্দনকে স্নান করান তাঁহার দশ সহস্র যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥

হে নারদ! যিনি শঙ্খে করিয়া অন্য গাভীর দুগ্ধ লইয়া কেশবকে স্নান করান, তিনি রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাইয়া থাকেন॥

শঙ্খে করিয়া আতপতণ্ডুল ও পুষ্পমিশ্রিত জল লইয়া দেবদেবেশ্বরকে স্নান করাইলে বহুকালোপার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়॥

যিনি শঙ্খে আতপতণ্ডুল, পুষ্প ও চন্দনমিশ্রিত জল লইয়া দেবকে স্নান করান, তিনি চিরকাল আমার লোকে বাস করেন॥

যিনি শঙ্খে গন্ধোদক লইয়া "নমো নারায়ণায়" বলিয়া কেশবকে স্নান করান, তিনি যোনিসঙ্কট অর্থাৎ জন্মবিপত্তি হইতে মুক্ত হয়েন॥

হে কলহপ্রিয় নারদ! নদীর জল, বাপীর জল, কূপের জল এবং তড়াগের জল, শঙ্খে রাখিলে সমুদায়ই গঙ্গাজলের সমান হয়॥

হে বিপ্রেন্দ্র! বাসুদেবের আজ্ঞায় ত্রিভুবনে যত তীর্থ আছে তৎ

শঙ্খে তিষ্ঠন্তি বিপ্রেন্দ্র তস্মাৎ শঙ্খং সদার্চ্চয়েৎ ॥ ৬০ ॥
শঙ্খে কৃত্বা তু পানীয়ং সপুষ্পং সতিলাক্ষতং।
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য সসাগরধরাফলং ॥ ৬১ ॥
অর্ঘ্যং দত্ত্বা তু শঙ্খেন যঃ করোতি প্রদক্ষিণং।
প্রদক্ষিণী কৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে।
বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমং সূর্য্যোদয়ে যথা।
নিত্য নৈমিত্তিকে কাম্যে স্নানার্চ্চনবিলেপনে।
শঙ্খমুদ্বহতে যস্তু শ্বেতদ্বীপে বসেচ্চিরং।
নত্বা শঙ্খং করে ধৃত্বা মন্ত্রেণানেন বৈষ্ণবঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং তস্য পুণ্যমনন্তকং।

সসাগরধরাদানস্য ফলং তস্য ভবতীতি শেষঃ ॥ ৬১ ॥

সমুদায় শঙ্খে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেইহেতু সর্ব্বদা শঙ্খের পূজা করিবে ॥ ৬০ ॥

পুষ্প, তিল ও আতপতণ্ডুল মিশ্রিত জল শঙ্খে লইয়া যিনি দেবকে অর্ঘ্যদান করেন, তিনি সমুদ্র সহিত পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৬১

যিনি শঙ্খের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিয়া প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার ফল হয় ॥

যেমন সূর্য্যোদয় হইলে হিম সকল বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ শঙ্খ দর্শন করিলে পাপ সকল ধ্বংস হয়; স্পর্শ করিলে যে কি হইবে তাহা আর কি বলিব ॥

যিনি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে অথবা স্নান, পূজা ও বিলেপন কার্য্যে সর্ব্বদা শঙ্খ ব্যবহার করেন, তিনি বহুকাল শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া থাকেন ॥

নমস্কার পূর্ব্বক হস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়া যে বৈষ্ণব এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ বিষ্ণুকে স্নান করান, তাঁহার অনন্ত পুণ্য হয় ॥

মন্ত্রঃ ॥

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে ।
মানিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোস্তু তে ।
তব নাদেন জীমূতা বিত্রস্যন্তি সুরাসুরাঃ ।
শশাঙ্কাযুতদীপ্তাভ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ।
গর্ভা দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা ।
তব নাদেন পাতালে পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে ।

বারাহে চ ॥

দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন চ ।
উদকে নাভিমাত্রে তু যঃ কুর্য্যাদভিষেচনং ।
প্রাক্ স্রোতসি চ নদ্যাং বৈ নরস্ত্বেকাগ্রমানসঃ ।

প্রসঙ্গাদ্দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ মাহাত্ম্যমপি সামান্যেন লিখতি দক্ষিণেতি সার্দ্ধত্রয়েণ । অভিষেচনং ভগবতঃ স্বস্যাপি বা ॥ ৬২ ॥

মন্ত্র যথা—

হে পাঞ্চজন্য ! তুমি পূর্ব্বে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে, বিষ্ণু তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন এবং দেবগণ তোমাকে সম্মান করেন, তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্য! তোমার শব্দে মেঘ, দেবতা ও অসুর সকলের ভয় হয়, তোমার দীপ্তি দশসহস্র চন্দ্রের দীপ্তিতুল্য, তোমাকে নমস্কার ॥

হে পাঞ্চজন্য ! তোমার শব্দে পাতালে সহস্র সহস্র দৈত্যনারীগণের গর্ভপাত হয়, তোমাকে নমস্কার ॥

বরাহপুরাণেও ॥

যে ব্যক্তি নদীর স্রোতে পূর্ব্বমুখে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খে তিলমিশ্রিত জল লইয়া একাগ্রমনে স্নান করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণেই বিনষ্ট হয় ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া তাম্রপাত্রস্থিত জল

যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খেন পাত্রে ঔড়ুম্বরে স্থিতং।
উদকং যঃ প্রতীচ্ছেত শিরসা কৃষ্ণমানসঃ।
তস্য জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
আগমে ॥
বৃহত্ত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ং।
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্ন জায়তে।
নালিকায়াং স্বভাবেন যদি ছিদ্রং ভবেন্নহীতি ॥ ৬২ ॥
ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ নিতরাং স্নানকালে প্রশস্যতে।
যতো ভগবতো বিষ্ণোস্তৎ সদা পরমং প্রিয়ং ॥ ৬৩ ॥
নারদপঞ্চরাত্রে ॥
আবাহনার্ঘ্যে ধূপেচ পুষ্পনৈবেদ্যযোজনে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাং ॥
তন্মন্ত্রঃ ॥

তৎ ঘণ্টাবাদ্যং ॥ ৬৩ ॥

শঙ্খে লইয়া মস্তকে অভিষেক করেন, তাঁহার আজন্মকৃত পাপ সেই ক্ষণেই বিনষ্ট হয় ॥

বৃহত্ত্ব, স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছত্ব, শঙ্খের এই তিন গুণ। যদি নালিকায় স্বভাবজাত ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণসংযোগ থাকিলে, আবর্ত্ত ভঙ্গ প্রভৃতি অন্য কোন দোষ হয় না ॥ ৬২ ॥

স্নানকালে নিতান্ত ঘণ্টাবাদ্যের আবশ্যক, যেহেতু ঐ বাদ্য কেশ-বের সর্ব্বদা একান্ত প্রিয় ॥ ৬৩ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

আবাহনে, অর্ঘ্যে, ধূপে, পুষ্পে এবং নৈবেদ্য অর্পণে ঘণ্টাবাদ্যের এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বদা এই ঘণ্টাবাদ্য করিবে ॥

ঘণ্টার মন্ত্র যথা ॥

জয়ধ্বনি ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীর্য্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং ধূপং নীচৈঃ প্রদাপয়েৎ।
পূজাকালং বিনান্যত্র হিতং নাস্যাঃ প্রচালনং।
ন তয়াচ বিনা কুর্য্যাৎ পূজনং সিদ্ধিলালসঃ।
অথ ঘণ্টামাহাত্ম্যং॥
উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
বর্ষকোটি সহস্রাণি বর্ষকোটি শতানি চ।
বসতে দেবলোকেতু অপ্সরোগণসেবিতঃ।
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া।
বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুদ্ভবং।
বাদিত্র নিনদৈস্তূর্য্য গীতমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ।

"জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া ঘণ্টাবাদ্য করিতে করিতে অল্পে অল্পে ধূপ প্রদান করিবেন॥

পূজাকাল ব্যতীত এই ঘণ্টা চালন করিলে মঙ্গল হয় না, যিনি সিদ্ধি কামনা করিবেন, তিনি এই ঘণ্টা ব্যতীত পূজা করিবেন না॥

অথ ঘণ্টামাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে কথিত হইয়াছে॥

যিনি স্নান ও অর্চ্চন-কর্ম্ম-সময়ে বাসুদেবের অগ্রে ঘণ্টাবাদ্য করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর॥

তিনি সহস্রকোটি বৎসর ও শতকোটি বৎসর স্বর্গে বাস করেন, তথায় অপ্সরোগণ তাঁহার সেবা করিতে থাকে॥

ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী, কেশব সর্ব্বদা উহা ভাল বাসেন। কোটিযজ্ঞে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, ঘণ্টাবাদ্য করিলে সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে॥

যে ব্যক্তি বাদিত্র শব্দ, তূর্য্যশব্দ, গীত এবং মঙ্গলধ্বনি সহকারে

যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ।
বাদিত্রাণামভাবেতু পূজাকালে হি সর্ব্বদা।
ঘণ্টাশব্দো নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ।
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেরদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদং তু কারয়েৎ।
মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানিচ।
ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবৎপ্রহ্লাদসম্বাদে॥
শৃণু দৈত্যন্দ্র বক্ষ্যামি ঘণ্টামাহাত্ম্যমুত্তমং।
প্রহ্লাদ ত্বং সমো নাস্তি মদ্ভক্তো ভুবনত্রয়ে।
মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো মম তিষ্ঠতি।
অর্চ্চিতা বৈষ্ণবগৃহে তত্র মাং বিদ্ধি দৈত্যজ।

গোবিন্দকে স্নান করান, তিনি নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হয়েন॥

যদি বাদ্যযন্ত্রের অভাব হয়, তাহা হইলে মানবগণ সর্ব্বদা পূজার সময়ে ঘণ্টাবাদ্য করিবেন, যেহেতু ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী॥

ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী এবং দেবদেব উহা ভাল বাসেন, একারণ সর্ব্ব-প্রযত্নে ঘণ্টাবাদ্য করিবে॥

ঘণ্টার শব্দে দেবদেবেশ্বর কেশব শতমন্বন্তর ও সহস্রমন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত তুষ্ট থাকেন॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীভগবান্ ও প্রহ্লাদের সম্বাদে॥

হে দৈত্যশ্রেষ্ঠ! ঘণ্টার অতিশয় মাহাত্ম্য, বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রহ্লাদ ত্রিভুবনে তোমার সমান আর আমার ভক্ত নাই॥

হে দৈত্যতনয়! বৈষ্ণবের গৃহে যদি আমার সম্মুখে স্থাপিত আমার নামাঙ্কিত ঘণ্টার পূজা হয়, তাহা হইলে জানিও আমিও সেই স্থানে অবস্থিত আছি॥

বৈনতেয়াঙ্কিতাং ঘণ্টাং সুদর্শনযুতাং যদি ।
মমাগ্রে স্থাপয়েদ্যস্তু দেহে তস্য বসাম্যহং ॥ ৬৪ ॥
যস্তু বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়েন চিহ্নিতাং ।
ধূপে নীরাজনে স্নানে পূজাকালে বিলেপনে ।
মমাগ্রে প্রত্যহং বৎস প্রত্যেকং লভতে ফলং ।
মখাযুতং গোঽযুতঞ্চ চান্দ্রায়ণশতোদ্ভবং ।
বিধিবাহ্যকৃতা পূজা সফলা জায়তে নৃণাং ।
ঘণ্টানাদেন তুষ্টোঽহং প্রযচ্ছামি স্বকং পদং ।
নাগারি চিহ্নিতা ঘণ্টা রথাঙ্গেন সমন্বিতা ।
বাদনাৎ কুরুতে নাশং জন্ম-মৃত্যুভয়স্য চ ॥ ৬৫ ॥

তস্য দেহে বসামি প্রকটস্তিষ্ঠামীত্যর্থঃ । অতো মদধিষ্ঠানবৎ সোঽপি পূজ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

গোঽযুতং গবাযুতং গবামযুতস্য দানজং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ঘণ্টায় যদি গরুড়ের ও সুদর্শনের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঐ ঘণ্টা আমার অগ্রে স্থাপন করে, আমি তাহার দেহে বাস করি ॥ ৬৪ ॥

বৎস ! যে ব্যক্তি প্রতি দিবস ধূপ, নীরাজন, স্নান, পূজা এবং বিলেপনকালে আমার সম্মুখে গরুড়চিহ্নিত ঘণ্টাবাদন করেন, তিনি প্রত্যেক কার্য্যে অযুত-যজ্ঞের, অযুত-গোদানের এবং একশত চান্দ্রায়ণ-ব্রতের ফল পান ॥

যে কোন পূজাই হউক না কেন, মনুষ্যগণ যদি সম্যক্ প্রকারে করিতে না পারে, তাহা হইলেও ঘণ্টাবাদ্য করিলে সমুদায় সফল হয়, আমি ঘণ্টাবাদ্যে তুষ্ট হইয়া নিজধাম প্রদান করি ॥

গরুড় ও চক্রচিহ্নে চিহ্নিত ঘণ্টা বাদিত হইলে, জন্মভয় ও মৃত্যু-ভয় বিনাশ করে ॥ ৬৫ ॥

গরুড়েনাঙ্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্ট্বাহং প্রত্যহং সদা।
প্রীতিং করোতি দৈত্যেন্দ্র লক্ষ্মীং প্রাপ্য যথাঽধনঃ ॥ ৬৬ ॥
দৃষ্ট্বামৃতং যথা দেবাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্ত্যহর্নিশং।
সুপর্ণে চ তথা প্রীতিং ঘণ্টাশিখরসংস্থিতে ॥ ৬৭ ॥
স্বকরেণ প্রকুর্ব্বন্তি ঘণ্টানাদং স্বভক্তিতঃ।
মদীয়ার্চ্চনকালেতু ফলং কোট্যৈন্দবং কলৌ ॥ ৬৮ ॥
অন্যত্র চ ॥
ঘণ্টাদণ্ডস্য শিখরে সচক্রং স্থাপয়েত্তু যঃ।
গরুড়ং বৈ প্রিয়ং বিষ্ণোঃ স্থাপিতং ভুবনত্রয়ং।
সচক্রঘণ্টানাদন্তু মৃত্যুকালে শৃণোতি যঃ।

অধনো দরিদ্রঃ যথা লক্ষ্মীং ধনসম্পত্তিং প্রাপ্য প্রীতিং করোতি তদ্বৎ ॥ ৬৬ ॥

ঘণ্টায়াঃ শিখরমগ্রং তত্র সম্যক্ স্থিতে সতি। প্রীতিং করোমীতি শেষঃ। প্রীয়ে ইতি বা পাঠঃ। সুপর্ণৈমীতি পাঠে এমি প্রাপ্নোমি। পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৬৭ ॥

ঐন্দবং চান্দ্রায়ণং তৎ কোটিসমুদ্ভবং ফলমিত্যর্থঃ। দীনারকোটিজমিতি পাঠে দীনারং সুবর্ণমুদ্রা বিশেষঃ তৎ কোটিদানজং ॥ ৬৮ ॥

হে দৈত্যেন্দ্র ! যেমন দরিদ্র ব্যক্তি সম্পত্তি পাইলে আনন্দিত হয়, তেমনি আমি প্রত্যহ গরুড়চিহ্ন ঘণ্টা দেখিলে তুষ্ট হই ॥ ৬৬ ॥

যেমন অমৃত দেখিলে দেবগণ দিবারাত্রি প্রীতি প্রকাশ করেন, তেমনি ঘণ্টার উপরে গরুড়কে দেখিলে আমার তৃপ্তি হয় ॥ ৬৭ ॥

কলিতে আমার পূজাকালে ভক্তি পূর্ব্বক স্বহস্তে ঘণ্টাবাদ্য করিলে কোটি-চান্দ্রায়ণের ফল হয় ॥ ৬৮ ॥

অন্যস্থলেও ॥

যিনি ঘণ্টাদণ্ডের অগ্রভাগে বিষ্ণুর প্রিয়চক্র ও গরুড় স্থাপন করেন, তিনি ত্রিভুবন স্থাপিত করিলেন ॥

মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি চক্রচিহ্নিত ঘণ্টার বাদ্য শ্রবণ করেন, তিনি

পাপকোটিযুতস্যাপি নশ্যন্তি যমকিঙ্করাঃ।
সর্ব্বে দোষাঃ প্রলীয়ন্তে ঘণ্টানাদে কৃতে হরৌ।
দেবতানাং মুনীন্দ্রাণাং পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ।
অভাবে বৈনতেয়স্য চক্রস্যাপি ন সংশয়ঃ।
ঘণ্টানাদেন ভক্তানাং প্রসাদং কুরুতে হরিঃ।
গৃহে যস্মিন্ ভবেন্নিত্যং ঘণ্টা নাগারিসংযুতা।
ন সর্পাণাং তত্র ভয়ং নাগ্নিবিদ্যুৎসমুদ্ভবং।
যস্য ঘণ্টা গৃহে নাস্তি শঙ্খশ্চ পুরতো হরেঃ।
কথং ভাগবতং নাম গীয়তে তস্য দেহিনঃ। ইতি॥
অতো ভগবতঃ প্রীত্যৈ ঘণ্টা শ্রীগরুড়ান্বিতা।
সংগৃহ্যা বৈষ্ণবৈ র্যত্নাচ্চক্রেণোপরিমণ্ডিতা।
স্নানে শঙ্খাদিবাদ্যন্তু নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ।

নশ্যন্তি অদৃশ্যা ভবন্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৬৯॥

কোটি পাপ যুক্ত হইলেও, যমদূত সকল তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে॥

বিষ্ণুপূজায় ঘণ্টানাদ করিলে, দোষ সকল বিনাশ পায় এবং দেবতা মুনীন্দ্র ও পিতৃগণের আনন্দ জন্মে॥

যদি গরুড়চিহ্ন বা চক্রচিহ্নের অভাব হয়, তথাপি ঘণ্টাবাদ্য করিলে হরি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই॥

যে গৃহে গরুড় চিহ্নিত ঘণ্টা সর্ব্বদা থাকে, সে গৃহে সর্পভয় থাকে না এবং অগ্নি ও বিদ্যুতের ভয় হয় না॥

যাঁহার গৃহে হরির সম্মুখে শঙ্খ ও ঘণ্টা নাই, তাঁহাকে কি প্রকারে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়॥

অতএব বৈষ্ণবগণ, ভগবানের প্রীতি নিমিত্ত গরুড় এবং চক্রের চিহ্নে চিহ্নিত ঘণ্টা গ্রহণ করিবেন॥

হরির স্নানকালে শঙ্খবাদ্য, নামসংকীর্ত্তন, গীত, নৃত্য ও পুরাণাদি

গীতং নৃত্যং পুরাণাদি পঠনঞ্চ প্রশস্যতে ॥ ৬৯ ॥

অথ স্নানে বাদ্যাদি মাহাত্ম্যং স্কন্দপুরাণে ॥

স্নানকালেতু কৃষ্ণস্য শঙ্খাদীনান্তু বাদনং।
কুরুতে ব্রহ্মলোকেতু বসতে ব্রহ্মবাসরং।
স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃষ্ণস্যাগ্রে তু নর্ত্তনং।
গীতঞ্চৈব পুনাত্যত্র ঋচোক্তং বদনেন হি ॥ ৭০ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

মৃদঙ্গবাদ্যেন যুতং পণবেন সমন্বিতং।
অর্চ্চনং বাসুদেবস্য সনৃত্যং মোক্ষদং নৃণাং।
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ তথা পুস্তকবাচনং।

পুনাতীতি নর্ত্তনাদি কর্ত্তৃন্। ঋচোক্তং বদনেন হীতি ঋগ্বেদেন স্বমুখেন সাক্ষাদয়মর্থঃ সাধিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা। অত্র পাবনে যৎ ফলং তদৃচৈবোক্তং নাস্যস্য বদনে প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

অর্চ্চনমিত্যনেন পূজাকালেস্বিত্যাদিনা চ যদ্যপি পূজায়াং সর্ব্বোপচারেষু সর্ব্বদৈব

পাঠ এ সকলের বিশেষ প্রশংসা করা যাইতেছে ॥ ৬৯ ॥

অথ স্নানকালে বাদ্যাদির মাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে শঙ্খাদির বাদ্য করেন, তিনি ব্রহ্মার এক দিবসকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন ॥

ঋগ্বেদ নিজমুখে বলিয়াছেন, অর্থাৎ ঋগ্বেদে সাক্ষাৎ এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, স্নানকালে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নৃত্য ও গীত পবিত্র করে ॥ ৭০ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে ॥

মৃদঙ্গবাদ্য ও পণববাদ্যের সহিত নৃত্য করিয়া বাসুদেবের অর্চ্চনা করিলে ঐ অর্চ্চনা মনুষ্যদিগকে মুক্তি প্রদান করে ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূজাকালে গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং পুস্তক বাচন সর্ব্ব-

পূজাকালে তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ং।
নৃত্যবাদ্যাদ্যভাবে তু কুর্য্যাৎ পুস্তকবাচনং।
পূজাকালে ত্বিদং পুত্র সর্ব্বদা প্রীতিদায়কং।
পুস্তকস্যাপ্যভাবে তু বিষ্ণুনামসহস্রকং।
স্তবরাজং মুনিশ্রেষ্ঠ গজেন্দ্রস্যচ মোক্ষণং।
পূজাকালে তু দেবস্য গীতাস্তোত্রমনুস্মৃতিঃ।
পঞ্চস্তবা মহাভাগ মহাপ্রীতিকরা হরেঃ।
বিহায় গীতবাদ্যানি পূজাকালে সদা হরেঃ।
পঠনীয়ং মহাভক্ত্যা বিষ্ণোর্নাম সহস্রকং॥ ৭১॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে॥
স্নানকালে তু কৃষ্ণস্য জয়শব্দং করোতি যঃ।
করতাড়নসংযুক্তং গীতং নৃত্যং প্রকুর্ব্বতে।

বাদ্যাদিকং বিহিতং তথাপ্যত্র মুখ্যোপচারে স্নানে স্নানকালে ত্বিদ্যাদি বচনসঙ্গত্যা প্রাগ্‌লিখিতং। এবমগ্রেঽপি॥ ৭১॥

সময়ে তাঁহার প্রীতি সাধন করে॥

নৃত্য ও বাদ্যের অভাব হইলে পুস্তক পাঠ করিবে। হে পুত্র! পূজার সময়ে ইহা সর্ব্বদা প্রীতি সাধন করে॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের পূজাকালে পুস্তকের অভাব হইলে বিষ্ণু-সহস্র নাম, স্তবরাজ, গজেন্দ্রমোক্ষণ, গীতাস্তোত্র ও অনুস্মৃতি, এই পঞ্চ স্তব হরির অতিশয় প্রীতি সাধন করে॥

হরির পূজাকালে গীত বাদ্য না করিয়া মহতী ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিবে॥ ৭১॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে জয় শব্দ উচ্চারণ করেন, করতালি সহকারে গীত ও নৃত্য করেন এবং উন্মত্তের ন্যায় যথেচ্ছ হাস্য করেন,

উন্মত্তচেষ্টাং কুর্ব্বাণো হসন্ জল্পন্ যথেচ্ছয়া।
নোত্তানশায়ী ভবতি মাতুরঙ্কে নরেশ্বর ॥ ৭২ ॥
অথ সহস্রনামমাহাত্ম্যং ॥
তত্রৈব ॥
স্নানকালে তু দেবস্য পঠেন্নাম সহস্রকং।
প্রত্যক্ষরং লভেৎ পুণ্যং কপিলাগোশতোদ্ভবং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
কৃত্বা নাম সহস্রেণ স্তুতিং তস্য মহাত্মনঃ।
বিয়োগমাপ্নোতি নরঃ সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
বিষ্ণোর্নাম সহস্রন্তু পূজাকালে পঠন্তি যে।
বেদানাঞ্চৈব পুণ্যানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ।

মাতুরঙ্কে উত্তানশায়ী ন ভবভি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥
মানবঃ প্রাপ্নোতি অন্তে মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। স্তবং লিখিতমিতি নপুংসকত্বমার্ষং॥৭৬

ও কথা কহেন, হে মহারাজ! তাঁহাকে আর মাতৃক্রোড়ে উত্তান অর্থাৎ চিৎ হইয়া শয়ন করিতে হয় না ॥ ৭২ ॥

অথ সহস্রনামের মাহাত্ম্য ॥

ঐ দ্বারকামাহাত্ম্যগ্রন্থে ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে সহস্রনাম পাঠ করিলে প্রত্যেক অক্ষরে এক শত কামধেনু দানের ফল লাভ হয় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মনুষ্য সহস্র নাম দ্বারা সেই মাহাত্মার স্তব করিলে, সর্ব্ব প্রকার অনর্থ হইতে পরিত্রাণ পায়, ইহাতে সংশয় নাই ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যে মানব পূজাকালে বিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করেন, তিনি সমুদায়

শ্লোকেনৈকেন দেবর্ষে সহস্রনামকস্য যৎ।
পঠিতেন ফলং প্রোক্তং ন তৎ ক্রতুশতৈরপি।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ।
পরিপূর্ণং ভবেৎ সর্ব্বং সহস্রনামকীর্ত্তনাৎ॥
কিঞ্চ॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং পঠিত্বা বিষ্ণুসন্নিধৌ।
নাম্নাং সহস্রং বিষ্ণোস্তু প্রজহাতি মহারুজং।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি কামচারকৃতান্যপি।
বিলয়ং যান্তি বৈ নূনমন্যপাপে তু কা কথা।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় বিষ্ণোর্নামসহস্রকং॥
তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে॥

বেদ পাঠের পুণ্যভাগী হয়েন॥

হে দেবর্ষে! সহস্র নামের এক শ্লোক পাঠ করিলে যে ফল হয়, কথিত আছে, শত যজ্ঞ করিলেও সে ফল হয় না॥

হরির যে কোন পূজা মন্ত্রহীন বা ক্রিয়াহীন হয়, সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলে সে সমস্তই সফল হইয়াথাকে॥

আরও॥

বিষ্ণুর সম্মুখে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিলে জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত পাপ এবং মহারোগ বিনষ্ট হয়॥

কামকৃত ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সকলও নিশ্চয় দূরীভূত হয়, অন্য পাপের কথা আর কি বলিব॥

যিনি প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া সহস্র নাম পাঠ করেন, তিনি মনোমধ্যে যে সকল কার্য্যের চিন্তা করেন, তাঁহার সে সকল কার্য্যের সিদ্ধি হয়॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সম্বাদে॥

অধীতাস্তেন বৈ বেদাঃ স্বরাঃ সর্ব্বে সমর্চ্চিতাঃ।
নাম্নাং সহস্রং যোঽধীতে মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
কুর্ব্বন্ পাপসহস্রাণি ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
পাঠেন্নামসহস্রন্তু দুর্গন্ধং ন স পশ্যতি।
উক্ত্বা নাম সহস্রন্তু নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন।
কলৌ প্রাপ্তে গুড়াকেশ সত্যমেতন্ময়েরিতং।
যজ্ঞৈর্দানৈ স্তপোভিশ্চ স্তবৈঃ প্রীতি র্নমেঽর্জ্জুন।
সন্তুষ্টিস্তু ন চান্যেন বিনা নামসহস্রকং।
স্তবং নামসহস্রাখ্যং যে ন জানন্তি বৈ কলৌ।
ভ্রমন্তি তে নরা লোকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
স্তবং নামসহস্রাখ্যং লিখিতং যস্য বেশ্মনি।
পূজ্যতে মম সান্নিধ্যে পূজাং গৃহ্লামি তস্য বৈ।

যিনি সহস্রনাম অধ্যয়ন করেন, তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলেন, সমুদায় দেবতার অর্চ্চনা করিলেন এবং মুক্তি তাঁহার করতলে অবস্থিত হইল ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পাপ করিতেছে এবং যথা তথা ভোজনও করিতেছে, সে যদি সহস্র নাম পাঠ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর নরক দর্শন করিতে হয় না ॥

হে অর্জ্জুন! আমি সত্য বলিতেছি কলিযুগ সমাগত হইলে পর, সহস্র নাম পাঠ করিলে আর অন্য ধর্ম্ম না করিলেও হইবে ॥

অর্জ্জুন! সহস্র নাম ব্যতীত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও স্তব কিছুতেই আমার প্রীতি বা তুষ্টি জন্মে না ॥

কলিকালে যে সকল মনুষ্য সহস্র নাম না জানে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে ॥

যাহার গৃহে সহস্র নাম লিখিয়া আমার অগ্রে পূজা করা হয়, আমি

যস্মিন্নামসহস্রং মে গৃহে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
লিখিতং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তত্র নো বিশতে কলিঃ।
তস্মাত্ত্বমপি কৌন্তেয় মদ্ভক্তো মন্মনা ভব।
পঠন্নামসহস্রং মে সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি।
অহমারাধিতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা।
ততো নাম সহস্রং মে প্রাপ্তং লোকহিতং পরং।
নারদেন ততঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তঞ্চ পরমেষ্ঠিনঃ।
নারদেন ততঃ প্রোক্তমৃষীণামূর্দ্ধরেতসাং।
ঋষিভিস্তু মহাবাহো দেবলোকে প্রকাশিতং।
মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যাণাং ব্যাসেন পরিভাষিতং ॥ ৭৩ ॥
তপসোগ্রেণ মহতা শঙ্করেণ মহাত্মনা।

লঘুসহস্রনামমাহাত্ম্যমুক্ত্বা বৃহৎসহস্রনামমাহাত্ম্যং বক্ষ্যন্নাদৌ তৎপ্রবৃত্তিক্রমমাহ তপ-

তাহার পূজা গ্রহণ করি ॥

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যে গৃহে আমার সহস্র নাম লিখিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকে, সে গৃহে কলি প্রবেশ করিতে পারে না ॥

অতএব হে কুন্তিনন্দন! তুমিও আমার ভক্ত হইয়া এবং আমাতে মনোনিবিষ্ট করিয়া সহস্র নাম পাঠ করিতে থাক, তাহা হইলে তোমার সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ॥

পূর্ব্বে লোককর্ত্তা ব্রহ্মা আমার আরাধনা করিয়াছিলেন তাহাতেই লোকের মঙ্গল সাধন আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহস্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

তাহার পর নারদ ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হন, তাহার পর নারদ ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণকে বলেন। হে মহাবাহো! ঋষিগণ আবার দেবলোকে প্রকাশ করেন। ব্যাস মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যদিগকে বলিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

মহাদেব সুকঠিন তপস্যা করিয়া আমার অনুগ্রহে অত্যন্ত গোপনীয়

মৎ প্রসাদাদনুপ্রাপ্তং গুহ্যানামুত্তমোত্তমং।
দত্ত্বং ভবান্যৈ রুদ্রেণ নাম্নাং মে হি সহস্রকং।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং।
অশেষার্ত্তিহরং পার্থ মম নাম সহস্রকং।
সদ্যঃ প্রীতিকরং পুণ্যং স্বুরাণামমৃতং যথা।
অষ্টাদশ পুরাণানাং সারমেতদ্ধনঞ্জয়।
ময়োদ্ধৃত্য সমখ্যাতং তব নাম সহস্রকং।
সহস্রনাম মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
সহস্রনাম মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
অপরাধসহস্রৈস্তু ন স লিপ্যেৎ কদাচন॥ ৭৪॥
অথ শ্রীভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং॥
স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ॥

সেতি দ্বাভ্যাং॥ ৭৪॥

এই সহস্র নাম স্তব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি আবার ভবানীকে দিয়াছিলেন, এইরূপে আমার সহস্রনাম ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে, আমি তোমাকে বলিলাম॥

হে অর্জ্জুন! যেমন অমৃত দেবগণের, তেমনি আমার সহস্র নাম জীরের অশেষ ক্লেশ নাশ করে এবং তৎক্ষণমাত্রেই প্রীতি সাধন করে॥

ধনঞ্জয়! এই সহস্র নাম অষ্টাদশ পুরাণের সার, আমি উদ্ধার করিয়া তোমাকে বলিলাম, সহস্রনামের মহাত্ম্য মহাদেব জানেন॥

যিনি সহস্রনামের মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাতে কখন লিপ্ত হইবেন না॥ ৭৪॥

অথ ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে ব্যাসদেবের বাক্যে॥

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ।
সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ ।
শালগ্রামশিলাগ্রে তু গীতাধ্যায়ং পাঠেত্তু যঃ ।
মন্বন্তরসহস্রাণি বসতে ব্রহ্মণঃ পুরে ।
হত্বা হত্বা জগৎ সর্ব্বং মুষিত্বা সচরাচরং ।
পাপৈর্ন লিপ্যতে চৈব গীতাধ্যায়ী কথঞ্চন ।
তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈ র্দত্তং তেন গবাযুতং ॥ ৭৫ ॥
গীতামভ্যস্যতা নিত্যং তেনাপ্তং পদমব্যয়ং ॥ ৭৬ ॥

সুগীতা কর্ত্তব্যা শোভনপ্রকারেণ গেয়েত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

নিত্যমভ্যস্যতা যেন স্থিতমিতি শেষঃ । যদ্বা । তেন হননাদিকর্ত্রাপি গীতামভ্যস্যতা ইষ্টং দত্তং পরমং পদঞ্চ প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, তাঁহাকেই সুন্দররূপে পাঠ করিবে, অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই ॥

গীতা সর্ব্বশাস্ত্রময়ী, সর্ব্ববেদময়ী এবং সর্ব্বধর্ম্মময়ী, অতএব ইহাঁকে অভ্যাস করিবে ॥

যিনি শালগ্রামশিলার সম্মুখে গীতাধ্যায় পাঠ করেন, তাঁহার সহস্র মন্বন্তর ব্রহ্মলোকে বাস হয় ॥

যদি কোন ব্যক্তি বারম্বার সচরাচর জগৎ নাশ বা চুরি করে, গীতা পাঠ করিলে তাহাকেও কোন প্রকারে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। তাঁহার সর্ব্বযজ্ঞ ও অযুত গোদান করার ফল হয় ॥ ৭৫ ॥

যিনি নিত্য গীতা অভ্যাস করেন, তাঁহার অক্ষয় পদ লাভ হয় ॥৭৬

গীতাধ্যায়ং পাঠেযদ্যস্তু শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
ভবপাপবিনির্ম্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ৭৭ ॥
যো নিত্যং বিশ্বরূপাখ্যমধ্যায়ং পঠতি দ্বিজঃ।
বিভূতিং দেবদেবস্য তস্য পুণ্যং বদাম্যহং ॥ ৭৮ ॥
বেদৈরধীতৈ র্যৎপুণ্যং সেতিহাসৈঃ পুরাতনৈঃ।
শ্লোকেনৈকেন তৎপুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
আব্রহ্ম স্তম্ভপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্তিং করোতি সঃ।
বিশ্বরূপং সদাধ্যায়ং বিভূতিঞ্চ পঠেত্তু যঃ ॥ ৭৯ ॥
অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥ ৮০ ॥

ভবঃ সংসার এব পাপং তেন বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ ॥ ৭৭ ॥
বিভূতিং চাধ্যায়ং ॥ ৭৮ ॥
পুরাতনৈশ্চ পুরাণৈঃ ॥ ৭৯ ॥
দ্বাত্রিংশদপরাধান্ বারাহোক্তান্ অগ্রে লেখ্যান্ ॥ ৮০ ॥

যিনি গীতাধ্যায়ের এক বা অর্দ্ধশ্লোক মাত্র পাঠ করেন, তিনি পাপ রূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥

যে দ্বিজ ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ নামক একাদশ অধ্যায় এবং বিভূতিযোগ নামক দশমাধ্যায় নিত্য পাঠ করেন, আমি তাঁহার পুণ্যের কথা বলিতেছি ॥ ৭৮ ॥

সমুদায় বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ পাঠ করিলে যে পুণ্য হয়, এক শ্লোকেই সেই পুণ্য লাভ করেন, ইহাতে আর সংশয় নাই ॥

যিনি নিত্য বিশ্বরূপ অধ্যায় এবং বিভূতি অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তিসাধন করেন ॥ ৭৯ ॥

যে মনুষ্য প্রতিদিন গীতাধ্যায় পাঠ করেন, কেশব তাঁহার

লিখিত্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ গীতাশাস্ত্রং প্রযচ্ছতি।
দিনে দিনে চ যজতে হরিং চাত্র ন সংশয়ঃ।
চতুর্ণামেব বেদানাং সারমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুনা।
ত্রৈলোক্যস্যোপকারায় গীতাশাস্ত্রং প্রকাশিতং ॥ ৮১ ॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্বিনিঃসৃতং।
গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
ধর্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চাপীচ্ছতা সদা।
শ্রোতব্যা পঠনীয়া চ গীতা কৃষ্ণমুখোদ্গতা।
যো নরঃ পঠতে নিত্যং গীতাশাস্ত্রং দিনে দিনে।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ৮২ ॥

বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যঃ ॥ ৮১ ॥

গীতৈব গঙ্গোদকং পাপাদিহারিত্বাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদত্বাচ্চ তৎ পীত্বা স্থিতস্য প্রসিদ্ধগঙ্গোদকাদ্বিশেষমাহ। ভারতমেবামৃতং বহিরন্তঃশোধনং বেদার্ণবসারত্বাৎ তস্যাপি সর্ব্বস্বং সারভূতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। সর্ব্বার্থপ্রকাশকং যদ্ভারতাখ্যং শাস্ত্রং তস্যামৃতং মধুর রসভাগস্তস্য সর্ব্বস্বং। তত্তু নেদৃশং বাহ্যতীর্থমাত্রত্বাৎ। কিঞ্চ। বিষ্ণোর্মুখাৎ বিশেষেণ প্রীত্যাদিময়েন নিঃসৃতং তত্তু পাদাঙ্গুষ্ঠশৌচাদেবেতি দিক্ ॥ ৮২ ॥

দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ মার্জনা করিয়া থাকেন ॥ ৮০ ॥

যিনি গীতাশাস্ত্র লিখিয়া বৈষ্ণবকে দান করেন, তাঁহার দিন দিন হরিপূজার ফল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

বিষ্ণু চারি বেদেরই সার উদ্ধার করিয়া ত্রৈলোক্যের উপকারের নিমিত্ত গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৮১ ॥

ভারতামৃতের সার বিষ্ণুমুখবিনিঃসৃত গীতারূপ গঙ্গাজল পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥

যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহার কৃষ্ণমুখ বিনিঃসৃতা গীতা নিত্য শ্রবণ এবং পাঠ করা কর্ত্তব্য ॥

যে মনুষ্য দিন দিন নিত্য গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ

অথ পুরাণপাঠাদিমাহাত্ম্যং ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে।
পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ।
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ।
বেদান্তেষু নিষণ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতা।
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যৈঃ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মণোলোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।
পুংসোঽশ্রুতপুরাণস্য ন সম্যগ্‌গতিদর্শনং।

ব্যাকুর্ব্বন্তি ব্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি। নিষণ্ণা নিষ্ণাতাঃ গতিঃ তত্ত্বং তস্য দর্শনং বিজ্ঞানং সম্যক্‌ ন ভবতি ॥ ৮৩ ॥

হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ৮২ ॥

অথ পুরাণপাঠাদির মাহাত্ম্য ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূত ও বিকুণ্ডলের সম্বাদে ॥

যাঁহারা শাস্ত্রের বিচার করেন, যাঁহারা বেদাভ্যাসে রত হয়েন, যাঁহারা পুরাণসংহিতা পাঠ ও শ্রবণ করেন, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ করেন এবং যাঁহারা বেদান্তে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারাই এই জগৎ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে এই সকল অভ্যাস করেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যে পাপ নাশ হওয়াতে তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, যথায় বুদ্ধিভ্রম নাই ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

সমুদায় বেদের পার গমন করিয়াছেন এবং সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন এরূপ হইলেও যে ব্যক্তি পুরাণ শ্রবণ করেন নাই

বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থঞ্চ ভামিনি।
পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥
বৃহন্নারদীয়ে চ ॥
পুরাণেম্বর্থবাদত্বং যে বদন্তি নরাধমাঃ।
তৈরর্জ্জিতানি পুণ্যানি তদ্বদেব ভবন্তি বৈ ॥ ৮৪ ॥
পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বধর্ম্মপ্রবক্তৃষু।
প্রবদন্ত্যর্থবাদত্বং যে তে নরকভাজনাঃ ॥ ৮৫ ॥
অনায়াসেন যঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্রাব্যাণি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন সংশয়ঃ।
পুরার্জ্জিতানি পাপানি নাশমায়ান্তি তস্য বৈ।

তদ্বদেব অর্থবাদরূপাণি বিফলান্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ॥ ৮৫ ॥
হে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮৬ ॥

তাঁহার সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে নাই ॥

হে পার্ব্বতি! বোধ করি, বেদের অর্থ হইতেও পুরাণের অর্থ শ্রেষ্ঠ, যিনি পুরাণকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাকে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ৮৩ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণেও ॥

যে সকল নরাধম বলিয়াথাকে যে, পুরাণ-কল্পিত ফলশ্রুতি মাত্র তাহারা যে কিছু পুণ্য উপার্জন করিয়াছিল, সে সমুদায়ই ঐরূপ নিষ্ফল হয় ॥ ৮৪ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পুরাণ সর্ব্বধর্ম্ম উপদেশ করেন, যাহারা বলে সেই পুরাণকল্পিত ফলশ্রুতিমাত্র, তাহাদিগকে নরকে যাইতে হয় ॥৮৫

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! যিনি ইহলোকে অনায়াসে পুণ্য উপার্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভক্তি পূর্ব্বক পুরাণ সকল শ্রবণ করুন।

পুরাণশ্রবণে বুদ্ধিস্তস্যৈব ভবতি ধ্রুবং ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ ॥

পুরাণে বর্ত্তমানেঽপি পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ।
অনাদৃত্যান্যগাথাসু সক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৭ ॥

অথ বস্ত্রার্পণং ॥

স্নানমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ শুদ্ধসূক্ষ্মাঙ্গবাসসা।
শনৈঃ সংমার্জ্জ্য গাত্রাণি দিব্যে বস্ত্রে সমর্পয়েৎ ॥ ৮৮ ॥
মধ্যদেশীয়নেপথ্যাদ্যনুসারেণ ভক্তিতঃ।
কেঽপ্যত্র কঞ্চুকোষ্ণীষাদ্যম্বরাণ্যর্পয়ন্তি চ ॥

পাপপাশেন যন্ত্রিতঃ বশীকৃতো জনঃ পুরাণমনাদৃত্য অন্যগাথাসু প্রাকৃত গীতবদন্ত্ত জন-শ্রবণমাত্র প্রিয়াসু অপৌরাণিকীসু অসৎকথাসু আসক্তবুদ্ধিঃ সন্ তাস্বেব প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

শুদ্ধেন সুসূক্ষ্মেণ চ অঙ্গবাসসা শ্রীমদঙ্গসংমার্জনযোগ্যবস্ত্রেণ। বস্ত্রে পরিধানোত্তরীয়-বাসসী ॥ ৮৮ ॥

অত্র স্নপনানন্তর বস্ত্রার্পণকালে। অপ্যর্থে চকারঃ কঞ্চুকাদ্যম্বরাণ্যপি ॥ ৮৯ ॥

তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপ সকল নষ্ট হইবে এবং পুরাণ শ্রবণে তাঁহার নিশ্চয়ই বুদ্ধি প্রবেশ করিবে ॥ ৮৬।

আরও ॥

যাহার বুদ্ধি পাপপাশে নিবদ্ধ, সেই ব্যক্তিই পুরাণ থাকিতে অন্য কথায় আসক্ত হইয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

অথ বস্ত্রার্পণ ॥

স্নান মুদ্রা অবলোকন করাইয়া শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, অঙ্গবস্ত্র অর্থাৎ গামছা দ্বারা ধীরে ধীরে গাত্রপ্রোঞ্ছন করিয়া উৎকৃষ্ট পরিধেয় এবং উত্তরীয় নিবেদন করিবে ॥ ৮৮ ॥

মধ্যদেশীয় বেশবিন্যাসাদির অনুসারে কেহ কেহ এই সময়ে কঞ্চুক এবং উষ্ণীষাদি বস্ত্রও নিবেদন করিয়া থাকেন ॥

তথাচ মাৎস্যে ॥

তত্তদ্দেশীয় ভূষাঢ্যাং তত্তন্মূর্ত্তিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

অলং কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতং ॥ ৯০ ॥

ভবিষ্যে চ ॥

বাসোভিঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং যান্যৈরাত্মপ্রিয়াণি তু।
তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দিব্যৈরর্চ্চয়েচ্চ দুকূলকৈঃ।
বাসাংসি চ বিচিত্রাণি সারবন্তি শুচীনি চ।
ধূপিতানি হরের্দদ্যাৎ বিকেশানি নবানি চ ॥ ৯১ ॥
ভূষয়েদ্বহুভির্বস্ত্রৈর্বিচিত্রৈঃ কঞ্চুকাদিভিঃ।
ভোগানন্তরমেবেতি বহুনাং সম্মতং সতাং ॥ ৯২ ॥

যথোচিতং যদ্দেশে যাদৃক্ বেশভূষণং তত্র তেনৈবেত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

সারবন্তি চিরস্থায়ীনি। পরমোত্তমানি বা কৌশেয়াদীনি বিকেশানি কেশরহিতানি ॥৯১

পরমতং লিখিত্বা নিজমতং লিখতি ভূষয়েদিতি। বহুনাং সতামিতি ভোজনসময়ে

অতএব মৎস্যপুরাণে ॥

বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিকে বিশেষ বেশেষ বেশভূষায় ভূষিত করিবে ॥ ৮৯ ॥

একাদশস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তিতে ॥

আমার ভক্ত প্রেম সহকারে আমাকে যথোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবে ॥ ৯০ ॥

ভবিষ্যপুরাণেও ॥

আত্মপ্রিয় আবরণীয়-বস্ত্র এবং অন্যান্য পবিত্র দিব্যবস্ত্র ও পট্টবস্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে। বিবিধ বর্ণ, চিরস্থায়ী, কেশরহিত, নূতন দিব্যবস্ত্র সকল ধূপিত করিয়া হরিকে নিবেদন করিবে ॥ ৯১ ॥

অনেকানেক সাধুদিগের মত এই যে, ভোগের পরেই কঞ্চুক

অথ শ্রীমদঙ্গমার্জনমাহাত্ম্যং—

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

কৃষ্ণং স্নানার্দ্রগাত্রন্তু বস্ত্রেণ পরিমার্জতি।

তস্য লক্ষার্জিতস্যাপি ভবেৎ পাপস্য মার্জনং।

অথ বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্যং—

নারসিংহে ॥

বস্ত্রাভ্যামচ্যুতং ভক্ত্যা পরিধাপ্য বিচিত্রিতং।

সোমলোকে বসিত্বাতু বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

স্কান্দে শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

বস্ত্রাণি সুপবিত্রাণি সারবন্তি মৃদূনি চ।

রূপবন্তি হরের্দত্ত্বা সদশানি নবানি চ।

বস্ত্রদ্বয়স্যৈব স্মৃতিশাস্ত্রেণ বিহিতত্বাৎ তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৯২ ॥

সদশানি দশাসহিতানি। রাঙ্কবং মৃগরোমজং বস্ত্রং তস্য ॥ ৯৩ ॥

প্রভৃতি বিচিত্র বিবিধ বস্ত্র দ্বারা ভূষিত করিবে ॥ ৯২ ॥

অথ শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গমার্জনার মাহাত্ম্য—

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের স্নানসিক্ত গাত্রকে বস্ত্র দ্বারা মার্জন করেন, তাঁহার লক্ষজন্মার্জিত পাপেরও মার্জন হইয়া থাকে ॥

অথ বস্ত্রার্পণমাহাত্ম্য—

নৃসিংহপুরাণে ॥

পরিধেয় ও উত্তরীয়-বস্ত্রযুগল দ্বারা যিনি বিষ্ণুকে বিচিত্ররূপে ভূষিত করেন, তিনি চন্দ্রলোকে বাস করিয়া পরে বিষ্ণুলোকে আনন্দানুভব করেন ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

সুপবিত্র, চিরস্থায়ী, কোমল, সুদৃশ্য, দশা সহিত নূতনবস্ত্র হরিকে

যাবদ্বস্ত্রস্য তন্তূনাং পরিমাণং ভবত্যথ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
রাঙ্কবস্য প্রদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
কার্পাসিকং বস্ত্রযুগং যঃ প্রদদ্যাজ্জনার্দ্দনে ॥ ৯৩ ॥
যাবন্তি তস্য তন্তূনি হস্তমাত্রমিতানি তু।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
মহার্ঘ্যতা যথা তস্য সাধুদেশোদ্ভবো যথা।
সূক্ষ্মতাচ যথা বিপ্রাস্তথা প্রোক্তং ফলং মহৎ ॥ ৯৪ ॥
কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র ॥
শুক্লবস্ত্রপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং।
মহারজনরক্তেন সৌভাগ্যং মহদশ্নুতে।

তন্তূনীতি নপুংসকত্বমার্ষং। যাবদ্বস্তমিতা স্তন্তবো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥
মহারজনং কুসুম্ভপুষ্পং তেন রক্তেন রঞ্জিতেন বাসসা দত্তেনেতি শেষঃ। নীল্যা রক্তং

নিবেদন করিলে বস্ত্রের তন্তুর যত পরিমাণ, তত সহস্র-বৎসর বিষ্ণুলোকে আনন্দের সহিত বাস হয় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মৃগলোম নির্ম্মিত বস্ত্র দান করিলে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি জনার্দ্দনকে কার্পাস-বস্ত্রযুগল নিবেদন করেন ॥ ৯৩ ॥

তিনি সেই বস্ত্রের তন্তু-সংখ্যা যত হস্ত, তত বৎসর বিষ্ণুলোকে সম্মানের সহিত বাস করেন ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! বস্ত্রের মূল্য যত অধিক হইবে, বস্ত্র যত পুণ্যদেশে উৎপন্ন হইবে এবং যত সূক্ষ্ম হইবে, ফলও তত অধিক হইবে ॥ ৯৪ ॥

আরও ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই অন্যস্থলে ॥

শুক্লবস্ত্র প্রদান করিলে অত্যুত্তম সম্পত্তি লাভ করিবে, কুসুম্ভ-

তথা কুঙ্কুমরক্তেন স্ত্রীণাং বল্লভতাং ব্রজেৎ।
নীলীরক্তং বিনা রক্তং শেষরঙ্গৈ র্দ্বিজোত্তমাঃ।
দত্ত্বা ভবতি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ॥ ৯৫॥
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি সুমৃদূনি লঘূনি চ।
যঃ প্রযচ্ছতি দেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
রাঙ্কবা মৃগলোম্যাশ্চ কদল্যাশ্চ তথা শুভাঃ।
যো দদ্যাদ্দেবদেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
নানাভক্তিবিচিত্রাণি চীরজানি নবানি চ।
দত্ত্বা বাসাংসি শুভ্রাণি রাজসূয়ফলং লভেৎ॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে চ॥
নানা দেশসমুদ্ভূতৈঃ সুবস্ত্রৈশ্চ সুকোমলৈঃ।

বস্ত্রং বিনা শেষৈঃ। নীলীব্যতিরিক্তৈ রঙ্গৈঃ রক্তং বস্ত্রং দত্ত্বা নীলীরক্তঞ্চ পট্টবস্ত্রাতিরিক্তং জ্ঞেয়ং। নীলীপট্টে ন দুষ্যতীত্যাদি বচনাৎ॥ ৯৫॥

কৌশেয়ানি কোশকার কৃমিকৃত তন্তুময়ানি। নানাভক্তিবিচিত্রাণি ভাগশো বিচিত্র-

পুষ্প রঞ্জিত বস্ত্র নিবেদন করিলে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবে, কুঙ্কুম রঞ্জিত বস্ত্র নিবেদন করিলে স্ত্রীলোকদিগের প্রিয় হইবে॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! নীল ও রক্ত ভিন্ন অন্য রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র দান করিলে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি সমস্ত রোগ হইতে মুক্তি পাইবেন॥ ৯৫॥

যিনি সুকোমল লঘু কৌশেয়-বস্ত্র বিষ্ণুকে নিবেদন করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়েন। যিনি রঙ্কুরোম নির্ম্মিত, মৃগরোম জাত এবং কদলী অর্থাৎ মৃগী বিশেষ লোমজাত শুভ্রবস্ত্র সকল দেব-দেবকে দান করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন॥

বিচিত্র সূচ্যাদি শিল্প নির্ম্মিত, বল্কলজাত নূতন শুভ্র বস্ত্র নিবেদন করিলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফলভাগী হইবেন॥

দ্বারকামাহাত্ম্যেও॥

যিনি নানা দেশজাত সুকোমল সুবস্ত্র সকল ধূপদ্বারা ধূপিত করিয়া

ধূপয়িত্বা সুভক্ত্যা চ প্রধাপয়তি মাধবং।
মন্বন্তরাণি বসতে তন্তুসংখ্যং হরের্গৃহে ॥ ৯৬ ॥
অথ বস্ত্রার্পণে নিষিদ্ধং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যধৃতং তথা।
দেবদেবায় যো দদ্যাৎ স তু পাপৈ র্হি যুজ্যতে ॥
অত্রাপবাদঃ তত্রৈব ॥
আবিকে পট্টবস্ত্রে চ নীলীরাগো ন দূষ্যতি ॥ ৯৭ ॥
অথ যজ্ঞোপবীতং ॥
বস্ত্রস্যার্পণমুদ্রাঞ্চ প্রদর্শ্য পরিধাপ্য তৎ।
উপবীতং সমর্প্যাথ তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৯৮ ॥
অথোপবীতার্পণমাহাত্ম্যং ॥

সূচ্যাদি শিল্পনির্ম্মিতানি। চীরজানি বল্কলোদ্ভবানি ॥ ৯৬ ॥ ৯৭ ॥
তদ্বস্ত্রং পরিধাপ্য তস্মিন্ উপবীতার্পণে যা মুদ্রা তাং ॥ ৯৮ ॥

ভক্তি সহকারে মাধবকে পরিধান করান, তিনি তন্তুর যত সংখ্যা, তত মন্বন্তরকাল হরিধামে বাস করেন ॥ ৯৬ ॥

অথ বস্ত্রার্পণকর্ম্মে নিষিদ্ধবস্ত্র ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যিনি নীলরঙ্গ দ্বারা রঞ্জিত, জীর্ণ এবং অন্য ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্র দেবদেবকে দান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হয়েন ॥

এই বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা ॥
ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই ॥

মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র বা পট্টবস্ত্র নীলরঙ্গের হইলে দোষ হয় না ॥ ৯৭

অথ যজ্ঞোপবীত ॥

বস্ত্রার্পণ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান করাইয়া পরে উপবীত নিবেদন করত উহার মুদ্রা প্রদর্শন করাইবেন ॥ ৯৮ ॥

অথ উপবীতার্পণমাহাত্ম্য ॥

ত্রিবিৎ শুক্লঞ্চ পীতঞ্চ পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতং।
যজ্ঞোপবীতং গোবিন্দে দত্ত্বা বেদান্তগো ভবেৎ ॥
নন্দিপুরাণে ॥
যজ্ঞোপবীতদানেন সুরেভ্যো ব্রাহ্মণায় বা।
ভবেদ্বিদ্বাংশ্চতুর্ব্বেদী শুদ্ধধী র্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৯।
অথ পাদ্যতিলকাচমনানি ॥
অথ পাদ্যং নিবেদ্যাদাবূর্দ্ধপুণ্ড্রং মনোহরং।
নির্ম্মায় ভালে কৃষ্ণস্য দদ্যাদাচমনং ততঃ ॥ ১০০ ॥
অথ ভূষণং ॥
ততো দেবায় দিব্যানি ভূষণানি নিবেদ্য চ।

ত্রিবিৎ নবগুণমিত্যর্থঃ। বার্থে চকারৌ। আদিশব্দেন কার্পাসাদি। তথা চ ছন্দোগপরিশিষ্টে। কার্পাস ক্ষৌম গোবাল তৃণবল্ক তৃণাদিকং। সদা সম্ভবতো ধার্য্যমুপবীতং দ্বিজাতিভিরিতি। বেদান্তগঃ বেদপারঙ্গতো বেদান্তার্থাভিজ্ঞো বা ॥ ৯৯ ॥
অথ যজ্ঞোপবীতার্পণানন্তরং। অত্র পাদ্যনিবেদনং স্নানানন্তরমবশ্যং পাদপ্রক্ষালনস্য তিলকাচমনয়োরপ্যপেক্ষ্যত্বাৎ। অতস্ত্রয়মিদমত্রৈকত্রৈব লিখিতং। মনোহরমিতি শ্যামসুন্দরে শ্রীললাটে সংঘৃষ্ট সকুঙ্কুমচন্দনেন মধ্যছিদ্রতয়া বিরচনাৎ ॥ ১০০ ॥

নবগুণিত শুক্ল বা পীত পট্টসূত্রাদি নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত গোবিন্দকে নিবেদন করিলে বেদান্তশাস্ত্রের পারদর্শী হয়েন ॥

নন্দিপুরাণে ॥

দেবতা বা ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞোপবীত দান করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি চতুর্ব্বেদবেদী ও বিশুদ্ধ বুদ্ধি হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৯৯ ॥

অথ পাদ্য, তিলক ও আচমনীয় ॥

অনন্তর পাদ্য নিবেদন পূর্ব্বক মনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র শ্রীকৃষ্ণের কপোলদেশে অঙ্কিত করিয়া পরে আচমন দিবেন ॥ ১০০ ॥

অথ ভূষণ ॥

তাহার পর বিষ্ণুকে দিব্য ভূষণ সকল নিবেদন করিয়া এবং যথা

পরিধাপ্য যথাযুক্তং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১০১ ॥

অথ ভূষণার্পণমাহাত্ম্যং—

স্কান্দে শিবোমাসম্বাদে ॥

মণিমৌক্তিকসংযুক্তং দত্ত্বাভরণমুত্তমং।
স্বশক্ত্যা ভূষণং দত্ত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥ ১০২ ॥

কিঞ্চ ॥

গুঞ্জামাত্রং সুবর্ণস্য যো দদ্যাদ্বিষ্ণুমূর্দ্ধনি।
ইন্দ্রস্য ভবনে তিষ্ঠেদ্যাবদাহূতসংপ্লবং।
তস্মাদাভরণং দেবি দাতব্যং বিষ্ণবে সদা।

যথাযুক্তমিতি যস্মিন্নঙ্গে যথা যৎ পরিধাপয়িতুমুপযুজ্যতে। তত্র তথা তৎপরিধাপ্যে-ত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

স্বশক্ত্যা নিজসামর্থ্যেন ভূষণমন্যদপি দত্ত্বা। যদ্বা। নিজশক্ত্যনুসারেণ মণ্যাদ্যাভরণ-ব্যতিরিক্তমপি ভূষণং দত্ত্বা ॥ ১০২ ॥

আভরণদানাস্তিকয়া পরমভক্ত্যা প্রীতো ভবেদিতি মুখ্যং ফলং। অন্যত্তু সর্ব্বং সকামস্য নান্তরীয়কং জ্ঞেয়ং। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যং। অনন্তো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জিতৈঃ। যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে ইত্যাদি বচনাৎ তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ১০৩ ॥

যোগ্য স্থানে পরিধান করাইয়া উহার মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন ॥ ১০১ ॥

অথ ভূষণার্পণমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে শিব ও উমাসম্বাদে ॥

মণি মৌক্তিক সংযুক্ত অত্যুত্তম ভূষণ অথবা নিজশক্ত্যনুসারে অন্য প্রকার ভূষণ নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে ॥১০২

আরও ॥

যিনি এক গুঞ্জামাত্র পরিমিত সুবর্ণ বিষ্ণুর মস্তকে দান করেন, তিনি যে পর্য্যন্ত মহাপ্রলয় না হইয়াছে, তত দিন ইন্দ্রলোকে বাস করিবেন। অতএব হে দেবি! সর্ব্বদা বিষ্ণুকে অলঙ্কার দান করিবে।

নারায়ণো ভবেৎ প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া শুভে ॥ ১০৩ ॥

নন্দিপুরাণে ॥

অলঙ্কারস্তু যো দদ্যাদ্বিপ্রায়াথ সুরায় বা।
স গচ্ছেদ্বারুণং লোকং নানাভরণভূষিতঃ।
জাতঃ পৃথিব্যাং কালেন ভবেদ্দ্বীপপতি র্নৃপঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

কর্ণাভরণদানেন ভবেচ্ছ্রুতিধরো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সৌভাগ্যঞ্চাপি বিন্দতি।
কর্ণপূরপ্রদানেন শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি ॥ ১০৪ ॥
মূর্দ্ধাভরণদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ।
চতুঃসমুদ্রবলয়াং প্রশাস্তি চ বসুন্ধরাং ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে ॥

কর্ণাভরণ কর্ণপূরয়োরবান্তরভেদঃ। শ্রুতিং সর্ব্বত্র বিন্দতি দূরতোঽপি সর্ব্বং শৃণোতীত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

অলঙ্কার দান রূপ পরমভক্তিতে নারায়ণ তুষ্ট হয়েন ॥ ১০৩ ॥

নন্দিপুরাণে ॥

যিনি ব্রাহ্মণ অথবা দেবতাকে অলঙ্কার দান করেন, তিনি নানা আভরণে বিভূষিত হইয়া বরুণলোকে গমন করেন এবং কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে চক্রবর্ত্তী রাজা হয়েন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

কর্ণাভরণ দান করিলে মনুষ্য শ্রুতিধর হয়েন এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল ও সৌভাগ্য লাভ করেন। আর কর্ণপূর দান করিলে দূর হইতেও শ্রবণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০৪ ॥

শিরোভূষণ দান করিলে ভূতলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চতুঃসাগর-বেষ্টিতা ধরার শাসনকর্ত্তা হয় ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই তৃতীয়কাণ্ডে ॥

বিভূষণপ্রদানেন মূর্দ্ধন্যো ভূতলে ভবেৎ।
রম্যাণি রত্নচিত্রাণি সৌবর্ণানি দ্বিজোত্তমাঃ।
দত্ত্বাভরণজাতানি রাজসূয়ফলং লভেৎ।
পাদাঙ্গুলীয় দানেন গুহ্যকাধিপতির্ভবেৎ।
পাদাভরণদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি॥ ১০৫॥
শ্রোণীসূত্রপ্রদানেন মহীং সাগরমেখলাং।
প্রশাস্তি নিহতামিত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সৌভাগ্যং মহদাপ্নোতি কিঙ্কিণীং প্রদদদ্ধরেঃ।
হস্তাঙ্গুলীয়দানেন পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
তথৈবাঙ্গদদানেন রাজা ভবতি ভূতলে।
কেয়ূরদানাদ্ভবতি শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করঃ।
গ্রৈবেয়কাণি দত্ত্বাচ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।

পাদাভরণং নূপুরং॥ ১০৫॥
শ্রোণীসূত্রং কাঞ্চী॥ ১০৬॥

উত্তম অলঙ্কার প্রদান করিলে ভূতলে সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মনোহর রত্নখচিত সুবর্ণ নির্ম্মিত আভরণ সকল অর্পণ করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পাদাঙ্গুরীয় দান করিলে গুহ্যকগণের অধীশ্বর হয়, নূপুর নিবেদন করিলে সকললোকে স্থান প্রাপ্ত হয়॥ ১০৫॥

কাঞ্চী অর্পণ করিলে নিষ্কণ্টক হইয়া সসাগরা ধরার শাসন করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করার প্রয়োজন নাই। হরিকে কিঙ্কিণী প্রদান করিলে মহৎ সৌভাগ্য লাভ হয়। হস্তাঙ্গুলীয় প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য লাভ হইয়াথাকে। এইরূপ অঙ্গদ দান করিলে পৃথিবীতে রাজা হয়। কেয়ূর দান করিলে শত্রুপক্ষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! গ্রীবাভূষণ অর্পণ করিলে সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ এবং

নার্য্যশ্চ বশগাস্তস্য ভবন্তি দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ১০৬ ॥
দত্ত্বা প্রতিসবান্ মুখ্যান্নভূতৈরভিভূয়তে ॥ ১০৭ ॥
কিঞ্চ। তত্রৈব ॥
কৃত্রিমঞ্চ প্রদাতব্যং তথৈবাভরণং দ্বিজাঃ।
প্রতিরূপকৃতং দত্ত্বা ক্ষিপ্রং পুষ্ট্যা প্রযুজ্যতে ॥ ১০৮ ॥
পাদ্মে ॥
শঙ্খচক্রগদাদীনি পাদাদ্যবয়বেষু চ।
সৌবর্ণাভরণং কৃত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৯ ॥
নারসিংহে ॥
সুবর্ণাভরণৈর্দিব্যৈর্হারকেয়ূরকুণ্ডলৈঃ।

প্রতিসবান্ হস্তসূত্রাণি ॥ ১০৭ ॥
কৃত্রিমং সুবর্ণরসোপস্কৃতং তাম্রাদিনির্ম্মিতং তদেব প্রতিরূপকৃতং ॥ ১০৮ ॥
পাদাদ্যবয়বেষু সৌবর্ণাভরণঞ্চ কৃত্বা দত্ত্বেত্যর্থঃ। দত্ত্বেত্যেব বা পাঠঃ ॥ ১০৯ ॥

নারীগণ তাহার বশবর্ত্তিনী হয় ॥ ১০৬ ॥

হস্তসূত্র দান করিলে ভূতগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না ॥ ১০৭ ॥

আরও ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেই ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! কৃত্রিম আভরণ অর্থাৎ সুবর্ণরসে গিল্টীকরা অলঙ্কারও নিবেদন করিতে পারে। প্রতিরূপকৃত অর্থাৎ তাম্রাদি-নির্ম্মিত ঐরূপ আভরণ দান করিলে শীঘ্র পুষ্টিলাভ করিবে ॥ ১০৮ ॥

পদ্মপুরাণে ॥

পাদাদি অবয়ব সকলে শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি অলঙ্কার অর্পণ করিলে বিষ্ণুলোকে আনন্দের সহিত বসতি হয় ॥ ১০৯ ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য উৎকৃষ্ট হার, কেয়ূর, কুণ্ডল, মুকুট ও বলয়াদি

মুকুটৈঃ কটকাদ্যৈশ্চ যো বিষ্ণুং পূজয়েন্নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ।
ইন্দ্রলোকে বসেদ্ধীমান্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ১১০ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

যস্যার্চ্চা তিষ্ঠতে বিষ্ণোর্হেমভূষণভূষিতা।
রত্নৈর্মুক্তা বিশেষেণ অহন্যহনি বাসব।
কল্পকোটি সহস্রাণি তস্য বৈ ভুবনে হরেঃ।
বাসো ভবতি দেবেন্দ্র কথিতং ব্রহ্মণা মম।
যঃ পশ্যতি নরঃ কৃষ্ণং হেমভূষণভূষিতং।
সকৃদ্ভক্ত্যা কলৌ শক্র পুনাত্যাসপ্তমং কুলমিতি॥ ১১১ ॥
বহুলং ভূষণং ভোগাৎ পশ্চাদেবানুলেপনং।

কটকং বলয়ং॥ ১১০ ॥
বিষ্ণোরর্চ্চা প্রতীমা যস্য গৃহে তিষ্ঠতি॥ ১১১ ॥
এবমধুনাখিল ভূষণার্পণমেব লিখিতং তত্র শিষ্টাচারাপেক্ষয়া লিখতি বহুলমিতি। ভগ-

অলঙ্কার দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত এবং সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার কাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রলোকে বাস করেন॥ ১১০ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

হে দেবরাজ! যিনি রত্ন ও মুক্তাবিশেষ খচিত স্বর্ণাভরণ দ্বারা প্রতিদিবস বিষ্ণুর পূজা করেন, ব্রহ্মা আমাকে কহিয়াছেন, তাঁহার সহস্র কোটি কল্পকাল হরিধামে বাস হয়॥

যে মনুষ্য কলিতে স্বর্ণাভরণ-ভূষিত হরিকে ভক্তিসহকারে একবার মাত্র দর্শন করেন, তিনি সপ্তকুল উদ্ধার করিয়াথাকেন॥ ১১১ ॥

সাধুগণ ভোগের পর বহু অলঙ্কার এবং বহু পরিমাণে অনুলেপন ও পুষ্প নিবেদন করিবার ব্যবস্থা করেন তথা অনুলেপনের পর অল-

পুষ্পং চেচ্ছন্তি সন্তোঽনুলেপনার্চ্চানুভূষণং।
সংপ্রার্থ্যাথ প্রভুং প্রাগ্বৎ নিবেদ্য শুচিপাদুকে।
বাদ্যগীতাতপত্রাদ্যৈঃ পূজাস্থানং পুনর্নয়েৎ ॥ ১১২ ॥
প্রাগ্বদ্দত্ত্বাসনাদীনি গন্ধং তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।
শঙ্খে নিধায় তুলসীদলেনৈবাথ চন্দনং ॥ ১১৩ ॥
অথ গন্ধঃ। আগমে ॥

বতো ভোজনানন্তরমেব ভূষণং বহুলং সন্ত ইচ্ছন্তি সমর্পয়িতুং মন্যন্তে। অতোঽধুনা স্বল্পমেবার্প্যমিতি ভাবঃ। তথা অনুলেপনং পুষ্পঞ্চ তদানীমেব বহুলমিচ্ছন্তীতি প্রসঙ্গাদত্র লিখিতং অতএবং জ্ঞেয়ং শ্রীভগবতঃ স্নানানন্তরং ভোজনাৎ প্রথমমসঙ্কোচেন সুখভোজনার্থমবশ্যাপেক্ষ্যং মকরকুণ্ডলমৌক্তিকহারাঙ্গদাঙ্গুলীয়কাদি ভূষণং কিঞ্চিৎ তথা শ্রীবক্ষোবাহুগ্রীবাদি তিলকমাত্রোপযোগি কিঞ্চিদনুলেপনং তথা বনমালাবতংসমাত্রং কিঞ্চিৎ পুষ্পঞ্চ নিজরুচ্যার্প্যং ভোজনান্তে চ যথা শোভং তত্তৎ সর্ব্বমেবেতি। কিঞ্চ। তত্র চানুলেপনাদনু পশ্চাদেব ভূষণমিচ্ছন্তি। ভূষণরহিতেষু সৎস্থ শ্রীমদঙ্গেষু সর্ব্বেষ্বেব সম্যগনুলেপনসিদ্ধেঃ॥১১২
অথানন্তরং নন্দনং চার্পয়েৎ। তচ্চ শঙ্খে নিধায়ৈব তুলসীদলেনৈব চ। বিলেপয়ন্তী দেবেশং শঙ্খে কৃত্বাতু চন্দনমিতি। তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনমিত্যাদি বচনেন ফলবিশেষোক্তেঃ। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ১১৩ ॥

স্কৃত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ॥
অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করত পবিত্র পাদুকা যুগল নিবেদন করিয়া বাদ্য গীত ও ছত্রাদির সহিত পুনর্ব্বার পূজা স্থানে লইয়া যাইবে ॥ ১১২ ॥
এবং পূর্ব্বের ন্যায় আসনাদি সমর্পণ করিয়া গন্ধ ও তুলসীপত্র দান পূর্ব্বক শঙ্খস্থিত চন্দন, গন্ধমুদ্রা দ্বারা অর্পণ করিবে ॥ ১১৩ ॥

অথ গন্ধ। তন্ত্রে ॥

চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে ॥ ১১৪ ॥

গারুড়ে ॥

কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাচ্চতুঃসমং।
কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃসমং।
সর্ব্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্তসুরবল্লভং ॥ ১১৫ ॥

বারাহে ॥

কর্পূরং কুঙ্কুমঞ্চৈব বরং তগরমেব চ।
বসঞ্চ চন্দনঞ্চৈব অগুরুং গুগ্‌গুলং তথা।
এতৈর্বিলেপনং দদ্যাৎ শুভং চারু বিচক্ষণঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ ॥

গন্ধমিতি নপুংসকত্বমার্ষং ॥ ১১৪ ॥

শশিনঃ কর্পূরস্যৈকো ভাগঃ দর্পো মৃগমদঃ ॥ ১১৫ ॥

শুভং সুখকরং চারু সুন্দরং। পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ১১৬ ॥

চন্দন, অগুরু ও কর্পূর পঙ্ককে এস্থলে গন্ধ বলে ॥ ১১৪ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

কস্তূরীর দুই ভাগ, চন্দনের চারি ভাগ, কুঙ্কুমের তিন ভাগ এবং কর্পূরের এক ভাগ। এই ভাগক্রমে কর্পূর, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম একত্রে মিশ্রিত হইলে উহাকে গন্ধ বলে। ঐ গন্ধ সমস্ত দেবতার প্রিয় ॥ ১১৫ ॥

বরাহপুরাণে ॥

কর্পূর, কুঙ্কুম, উৎকৃষ্ট তগরপুষ্প,স্নেহযুক্ত চন্দন,অগুরু ও গুগ্‌গুলু, পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল দ্রব্যের মনোহর শুভ বিলেপন প্রদান করিবেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এবং অগ্নিপুরাণে ॥

স্বগন্ধৈশ্চ মুরামাংসী কর্পূরাগুরুচন্দনৈঃ।
তথান্যৈশ্চ শুভৈর্দ্রব্যৈরর্চ্চয়েজ্জগতীপতিং।
বশিষ্ঠসংহিতায়াং॥
কর্পূরাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
মৃগদর্পং বিশেষেণ অভীষ্টং চক্রপাণিনঃ॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
গন্ধেভ্যশ্চন্দনং পুণ্যং চন্দনাদগুরু র্বরঃ।
কৃষ্ণাগুরুস্ততঃ শ্রেষ্ঠং কুঙ্কুমস্তু ততোঽধিকং॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
ন দাতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠা অতোঽন্যদনুলেপনং।
অনুলেপনমুখ্যস্তু চন্দনং পরিকীর্ত্তিতং॥
নারদীয়ে॥
যথা বিষ্ণোঃ সদাভীষ্টং নৈবেদ্যং শালিসম্ভবং।

মুরামাংসী, কর্পূর, অগুরু ও চন্দন এবং অন্যান্য শুভ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা জগৎপতির অর্চ্চনা করিবে॥

বশিষ্ঠসংহিতায়॥

কর্পূর এবং অগুরু মিশ্রিত-চন্দন দ্বারা অনুলেপন করিবে। মৃগমদ চক্রপাণি বিষ্ণুর বিশেষ প্রিয়॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥

যাবতীয় গন্ধ অপেক্ষা চন্দন পবিত্র, চন্দন হইতে অগুরু শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ-অগুরু তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, কুঙ্কুম আবার তাহা হইতেও অধিক॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ইহা ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুলেপন দিবে না, কথিত আছে চন্দন অনুলেপন বস্তুর মধ্যে প্রধান॥

নারদপুরাণে॥

শুকদেব পুরাণ সকলে বলিয়াছেন, যেমন শালি-তণ্ডুলের নৈবেদ্য

শুকেনোক্তং পুরাণে চ তথা তুলসিচন্দনং ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ ॥

সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধনি।
কর্পূরাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমং ন চ তৎ সমং ॥

অথানুলেপনমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে ॥

বিলেপয়ন্তি দেবেশং শঙ্খে কৃত্বাতু চন্দনং।
পরমাত্মা পরাং প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীং ॥ ১১৬ ॥

গারুড়ে ॥

তুলসীদললগ্নেন চন্দনেন জনার্দ্দনং।
বিলেপয়তি যো নিত্যং লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥

নারসিংহে ॥

চিন্তিতং বাঞ্ছিতং অকার প্রশ্লেষেণ চিন্তিতাতীতমপীতি বা ॥ ১১৭ ॥

বিষ্ণুর সর্ব্বদা প্রিয়, তুলসীচন্দনও তদ্রূপ প্রিয় ॥

অগস্ত্যসংহিতাতেও ॥

তুলসীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া যদি রামের মস্তকে দেওয়া যায়, কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী এবং কুঙ্কুমও তাহার সমান হইবে না ॥

অথ অনুলেপনমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে ॥

শঙ্খে চন্দন লইয়া দেবদেবের অঙ্গে লেপন করিলে, পরমাত্মা এক শতবৎসর পরমপ্রীতি অনুভব করেন ॥ ১১৬ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

যে ব্যক্তি তুলসীদল সংলগ্ন চন্দন প্রতিদিন জনার্দ্দনের অঙ্গে লেপন করেন, তিনি বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

কুঙ্কুমাগুরু শ্রীখণ্ডকর্দ্দমৈরচ্যুতাকৃতিং।
বিলিপ্য ভক্ত্যা রাজেন্দ্র কল্পকোটিং বসেদ্দিবি ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ ॥
চন্দনাগুরু কর্পূর কুঙ্কুমোশীরপদ্মকৈঃ।
অনুলিপ্তো হরির্ভক্ত্যা বরান্ ভোগান্ প্রযচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥
কালেয়কং তুরুষ্কঞ্চ রক্তচন্দনমুত্তমং ॥ ১১৮ ॥
নৃণাং ভবন্তি দত্তানি পুণ্যানি পুরুষোত্তমে ॥ ১১৯ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
চন্দনেনানুলিপ্যৈনং চন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
শারীরৈর্মানসৈ র্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে।

কালেয়কং কালাগুরুঃ। তুরুষ্কং শিহ্লকং ॥ ১১৮ ॥
পুরুষোত্তমে দত্তানি সন্তি নৃণাং পুণ্যরূপাণি ভবন্তি ॥ ১১৯ ॥
এনং শ্রীকৃষ্ণং ॥ ১২০ ॥

হে রাজেন্দ্র! কুঙ্কুম, অগুরু ও চন্দন দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি বিলেপন করিলে কোটিকল্পকাল স্বর্গে বাস করিবে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ও অগ্নিপুরাণে ॥

চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুঙ্কুম, বেণামূল ও পদ্ম দ্বারা ভক্তি সহকারে হরিকে অনুলেপন প্রদান করিলে, হরি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ দান করেন ॥ ১১৭ ॥

কৃষ্ণাগুরু, শিহ্লক ও উৎকৃষ্ট রক্তচন্দন ॥ ১১৮ ॥

পুরুষোত্তমকে প্রদান করিলে মনুষ্যদিগের পুণ্যস্বরূপ হয় ॥ ১১৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ইহাঁকে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিলে মনুষ্য চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবে এবং শারীরিক ও মানসিক দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ইহাঁকে কুঙ্কুম মাখাইলে সূর্য্যলোকে সুখানুভব এবং ইহলোকে উত্তম সৌভাগ্য

কুঙ্কুমেনানুলিপ্যৈনং সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
সৌভাগ্যমুত্তমং লোকে তথা প্রাপ্নোতি মানবঃ।
কর্পূরেণানুলিপ্যৈনং বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ।
শারীরৈর্ম্মানসৈ র্দুঃখৈস্তথৈব চ বিমুচ্যতে।
দত্ত্বা মৃগমদং মুখ্যং যশসা চ বিরাজতে।
দত্ত্বা জাতীফলক্ষোদং ক্রিয়াসাফল্যমশ্নুতে।
রম্যেণাগুরুসারেণ অনুলিপ্য জনার্দ্দনং।
সৌভাগ্যমতুলং লোকে বলং প্রাপ্নোতি চোত্তমং॥ ১২০ ॥
তথা বকুলনির্যাসৈরগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
বকুলাগুরুমিশ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা।
সমালিপ্য জগন্নাথং পুণ্ডরীকফলং লভেৎ॥ ১২১ ॥
একীকৃত্য তু সর্ব্বাণি সমালিপ্য জনার্দ্দনং।
অশ্বমেধস্য মুখ্যস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।

পুণ্ডরীকং যজ্ঞবিশেষঃ॥ ১২১ ॥

প্রাপ্ত হইবে॥

ইহাঁকে কর্পূর মাখাইলে বরুণলোক প্রাপ্ত হইবে এবং শারীরিক ও মানসিক দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে॥

উৎকৃষ্ট মৃগমদ নিবেদন করিলে যশস্বী হইয়া বিরাজ করিবে। জাতীফলের চূর্ণ অর্পণ করিলে ক্রিয়ায় সফলতা লাভ করিবে। মনোহর অগুরুচন্দন জনার্দ্দনের অঙ্গে লেপন করিলে সংসারমধ্যে অতুল সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠবল প্রাপ্ত হইবে॥ ১২০ ॥

বকুলের নির্যাস লেপন করিলে অগ্নিষ্টোমযাগের ফল পাইবে, জগন্নাথের অঙ্গে বকুল ও অগুরু মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফলভাগী হইবে॥ ১২১ ॥

সমুদায় একত্র করিয়া জনার্দ্দনকে মাখাইলে মুখ্য অশ্বমেধের ফল পাইবে সন্দেহ নাই॥

যোঽনুলিম্পেত দেবেশং কীর্ত্তিতৈরনুলেপনৈঃ।
পার্থিবাদ্যানি যাবন্তি পরমাণূনি তত্র বৈ।
তাবদব্দানি লোকেষু কামচারী ভবত্যসৌ।
কেশসৌগন্ধ্যজননং কৃত্বা মৃগমদং নরঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥ ১২২ ॥
যঃ প্রযচ্ছতি গন্ধানি গন্ধযুক্তীকৃতানি চ।
গন্ধর্ব্বত্বং ধ্রুবং তস্য সৌভাগ্যঞ্চ তথোত্তমং ॥ ১২৩ ॥
অথ শ্রীতুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্যং ॥
গারুড়ে শ্রীনারদধুন্ধুমারনৃপসম্বাদে ॥
যো দদাতি হরের্নিত্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।

তত্রানুলেপনেষু পার্থিবাশ্চন্দনাদি সম্বন্ধিনঃ আদ্যশব্দেন জলাদি সম্বন্ধিনশ্চ নপুংসকত্বমার্ষং। লোকেষু চতুর্দ্দশভুবনেষু॥ ১২২ ॥

গন্ধযুক্তীকৃতানি সুগন্ধিদ্রব্যযোগেন শোধিতানি ॥ ১২৩ ॥

যে সকল অনুলেপন দ্রব্য কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি সেই সকল দ্রব্য দ্বারা দেবেশ্বরকে লেপন করিবেন, তিনি পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমুদায়ে যত পরমাণু হয়, তত বৎসর স্বেচ্ছাচারী হইয়া চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণ করিবেন ॥

মৃগমদকস্তুরী দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির কেশের সৌগন্ধ্য সাধন করিলে, সর্ব্ব কামপ্রদ যজ্ঞের ফল লাভ করে ॥ ১২২ ॥

যে ব্যক্তি সুগন্ধি দ্রব্য সকলের দ্বারা শোধন করিয়া উক্ত গন্ধদ্রব্য সকল নিবেদন করেন, তাঁহার নিশ্চয় গন্ধর্ব্বত্ব ও উত্তম সৌভাগ্য লাভ হয় ॥ ১২৩ ॥

অথ তুলসীকাষ্ঠচন্দনমাহাত্ম্য ॥

গরুড়পুরাণে শ্রীনারদ ও ধুন্ধুমারনৃপসম্বাদে ॥

যে নরশ্রেষ্ঠ প্রতিদিন হরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন অর্পণ করেন,

যুগানি বসতে স্বর্গে হ্যনন্তানি নরোত্তমঃ।
মহাবিষ্ণৌ কলৌ ভক্ত্যা দত্ত্বা তুলসিচন্দনং।
যোহর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈ র্ন ভূয় স্তনপো ভবেৎ॥ ১২৪॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যচ্ছতো হরেঃ।
নির্দ্দহেৎ পাতকং সর্ব্বং পূর্ব্বজন্মশতৈঃ কৃতং।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
পিতৃণাঞ্চ বিশেষেণ সদাভীষ্টং হরের্যথা॥ ১২৫॥
মৃত্যুকালে তু সংপ্রাপ্তে তুলসীতরুচন্দনং।
ভবতে যস্য দেহেতু হরির্ভূত্বা হরিং ব্রজেৎ॥ ১২৬॥
তাবন্মলয়জং বিষ্ণো র্ভাতি কৃষ্ণাগুরু নৃপ।

তুলসিচন্দনং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং। হ্রস্বত্বমার্ষং। স্তনপঃ সংসারীত্যর্থঃ॥ ১২৪॥

যচ্ছতো জনস্য পাতকং কর্ম্মভূতং চন্দনমেব কর্তৃ নিঃশেষেণ দহেত॥ ১২৫॥

অস্তু তাবদ্ভগবদর্পণমাহাত্ম্যং অন্ত্যদশায়াং তৎ স্পর্শেনাপি কৃতার্থতা স্যাৎ ইত্যাহ মৃত্যুকালেত্বিতি ভবতে ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। হরির্ভূত্বা সারূপ্য প্রাপ্ত্যা হরিরিব ভূত্বা ইত্যর্থঃ॥ ১২৬॥

তিনি অনন্তযুগ স্বর্গে বাস করেন॥

কলিযুগে যে ব্যক্তি মহাবিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করিয়া মালতীপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে আর সংসারী হইতে হয় না॥ ১২৪॥

হরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন অর্পণ করিলে ঐ চন্দন পূজকের পূর্ব্ব-শতজন্মকৃত সমুদায় পাপ নিঃশেষ করিয়া দাহ করে॥

তুলসীকাষ্ঠের চন্দন যেমন হরির, তদ্রূপ সমুদায় দেবতারই, বিশেষতঃ সর্ব্বদা পিতৃগণের অভীষ্ট সাধন করে॥ ১২৫॥

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তির গাত্রে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন থাকে, সে স্বয়ং হরির সারূপ্য লাভ করত হরিকে প্রাপ্ত হয়॥ ১২৬॥

হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত পবিত্র তুলসীকাষ্ঠের চন্দন না দেখিতে

যাবন্ন দৃশ্যতে পুণ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
তাবৎ কস্তূরিকামোদঃ কর্পূরস্য সুগন্ধিতা।
যাবন্নদীয়তে বিষ্ণোস্তুলসীকাষ্ঠচন্দনং ॥ ১২৭ ॥
কলৌ যচ্ছন্তি যে বিষ্ণৌ তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
ধুন্ধুমার ন বৈ মর্ত্ত্যাঃ পুনরায়ান্তি তে ভুবি ॥ ১২৮ ॥
যোহি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসিচন্দনং।
নার্পয়তি সদা বিষ্ণো র্ন স ভাগবতো নরঃ ॥ ১২৯ ॥
প্রহ্লাদসংহিতায়াং ॥
ন তেন সদৃশো লোকে বৈষ্ণবো বিদ্যতে ভুবি।

অত্র হেতুত্বেন তস্য শ্রীভগবৎ প্রিয়তামাহ তাবদিতি দ্বাভ্যাং ভাতি শোভতে রোচতে বা ॥ ১২৭ ॥

বিশেষতঃ কলিকালে তদর্পণমাহাত্ম্যমাহ কলাবিতি। ভুবি ন পুনরায়ান্তি মুক্তা ভবন্তি কিম্বা শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এব বসন্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বং মালতীসহিতস্য ফলমুক্তং অধুনা কেবলস্যেবেতি ভেদঃ ॥ ১২৮ ॥

অতো বৈষ্ণবৈঃ কলাববশ্যমেব তদর্প্যমিত্যাহ যো হীতি ॥ ১২৯ ॥

লোক ইতি সপ্তম্যন্তপাঠে ভুবি লাকে ভূর্লোক ইত্যর্থঃ। যদ্বা। ভুবি পৃথিব্যাং চতুর্দ্দশসংখ্য

পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্তই চন্দন ও কৃষ্ণবর্ণ অগুরু বিষ্ণুর অঙ্গে শোভা পায় ॥

যে পর্য্যন্ত বিষ্ণুর অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন না দেওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত কস্তূরিকার আমোদ ও কর্পূরের সুগন্ধিতা ॥ ১২৯ ॥

ধুন্ধুমার ! কলিতে যে সকল মনুষ্য বিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন অর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে আর পৃথিবীতে আগমন করিতে হয় না ॥ ১২৮ ॥

যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হইয়া কলিতে সর্ব্বদা বিষ্ণুকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন অর্পণ না করে, সে ভগবদ্ভক্ত হইতে পারে না ॥ ১২৯ ॥

প্রহ্লাদসংহিতায় ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণেকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন নিবেদন করেন, পৃথিবীতে

যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণায় তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
তুলসীদারুজাতেন চন্দনেন কলৌ নরঃ।
বিলিপ্য ভক্তিতো বিষ্ণুং রমতে সন্নিধৌ হরেঃ॥ ১৩০ ॥
তুলসীকাষ্ঠজাতেন চন্দনেন বিলেপনং।
যঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণুতোষায় কপিলাগোফলং লভেৎ॥ ১৩১ ॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং চন্দনং যস্তু সেবতে।
মৃত্যুকালে বিশেষেণ কৃতপাপোঽপি মুচ্যতে॥ ৭৩২ ॥
যো দদাতি পিতৃণাস্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
তেষাং স কুরুতে তৃপ্তিং শ্রাদ্ধে বৈ শতবার্ষিকীং॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ॥

লোকেঽপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩০ ॥

বিষ্ণোস্তোষার্থং তস্য স্বস্যাপি বা বিলেপনং যঃ কুর্য্যাৎ কপিলাগোশতদানফলং লভতে॥১৩১

বিশেষেণ মৃত্যুকালে যঃ সেবতে বিশেষেণেতি তদানীং পাপান্তরাসম্ভবাদিনা সদ্যো-মুক্তিসিদ্ধিঃ। যদ্বা। মৃত্যুকালেঽপি সেবতে বিশেষেণেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ॥ ১৩২ ॥

কিঞ্চ য ইতি শ্রাদ্ধে যো দদাতি॥ ১৩৩॥

লোকমধ্যে তাঁহার সমান বৈষ্ণব নাই॥

মনুষ্য কলিতে হরির অঙ্গে ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীকাষ্ঠের চন্দন লেপন করিলে হরির নিকটে গিয়া আনন্দভোগ করেন॥ ১৩০ ॥

বিষ্ণুর তুষ্টির নিমিত্ত যিনি তুলসীকাষ্ঠের চন্দন লেপন করেন, তাঁহার কামধেনু গোদানের ফল হয়॥ ১৩১ ॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠজাত চন্দন সেবন করেন, বিশেষতঃ মৃত্যুকালে অঙ্গে লেপন করেন, তিনি পাপী হইলেও মুক্ত হইবেন॥ ১৩২ ॥

শ্রাদ্ধসময়ে যে ব্যক্তি পিতৃলোকদিগকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন দান করেন, তাঁহার পিতৃগণ শতবর্ষকাল তৃপ্ত থাকেন॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

তুলসীচন্দনাক্তাঙ্গঃ কুরুতে কৃষ্ণপূজনং।
পূজনেন দিনৈকেন লভতে শতবার্ষিকীং।
বিলেপনার্থং কৃষ্ণস্য তুলসীকাষ্ঠচন্দনং।
মন্দিরে বসতে যস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
তিলপ্রস্থাষ্টকং দত্ত্বা যৎ পুণ্যং চোত্তরায়ণে।
তত্তুল্যং জায়তে পুণ্যং প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥ ইতি॥ ১৩৩॥
দেয়ং ময়লজাভাবে শীতলত্বাৎ কদম্বজং।
যথা কিঞ্চিৎ সুগন্ধিত্বাচ্চন্দনং দেবদারুজং॥
গারুড়ে॥
হরে মলয়জং শ্রেষ্ঠমভাবে দেবদারুজং॥ ১৩৪॥
অথানুলেপে নিষিদ্ধানি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

কদম্বজং চন্দনং॥ ১৩৪॥

অঙ্গে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন লেপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে একদিনের পূজায় শতবর্ষের পূজার ফল লাভ হয়॥

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লেপন করিবার নিমিত্ত, যাঁহার গৃহে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন থাকে, তাঁহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর॥

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে অষ্টপ্রস্থ তিলদান করিলে যে পুণ্য হয়, চক্রপাণির প্রসন্নতায় তত্তুল্য পুণ্য হইয়াথাকে॥ ২৩৩॥

মলয়জ চন্দনের অভাব হইলে কদম্বকাষ্ঠের চন্দন প্রদান করিবে, কারণ উহা শীতল। দেবদারুর চন্দনও চন্দন, যে হেতু তাহারও যৎকিঞ্চিৎ সুগন্ধি আছে॥

গরুড়পুরাণে॥

হরিপূজায় মলয়জ চন্দন প্রশস্ত, অভাবে দেবদারুর চন্দন॥ ১৩৪॥

অনুলেপনকার্য্যে নিষিদ্ধ বস্তু সকল॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদস্বাস্থ্যং রক্তচন্দনং।
উশীরং চিত্তবিভ্রংশমন্যে কুর্য্যুরুপদ্রবমিতি ॥ ১৩৫ ॥
পদ্মকাদি ন দাতব্যমৈহিকং হীচ্ছতা সুখং।
মুখ্যালাভে তু তৎ সর্ব্বং দাতব্যং ভগবৎপরৈঃ ॥ ১৩৬ ॥
ততো ভগবতঃ কুর্য্যাদনুলেপাদনন্তরং।
বিদ্বান্ বিচিত্রৈর্ব্যজনৈশ্চামরৈরপি বীজনং ॥
বীজনমাহাত্ম্যঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

অন্যে দেবদার্ব্বাদয়ঃ উগ্রগন্ধয়ঃ বিহিতেভ্যোঽপরে বা ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ব্বং চন্দনাগুরু কর্পূর কুঙ্কুমোশীর পদ্মকৈরিত্যুশীরপদ্মকার্পণং বিহিতং। অধুনা দারিদ্র্যং পদ্মকং কুর্য্যাদিতি নিষিদ্ধমিত্যেবং বিরোধে লিখতি পদ্মকেতি পদ্মকাদি ন দাতব্যমিতি যৎ এবার্থো হি শব্দঃ তদৈহিকং সুখমিচ্ছতৈব ন দাতব্যমিত্যর্থঃ ভগবৎপরৈস্তু দাতব্যমেব কিন্তু মুখ্যানাং চন্দনাদীনামলাভে সতি। যথা পুষ্পাণ্যধিকৃত্যোক্তং পাদ্মে। বিহিত প্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েদিতি তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি এবমধিকারি ভেদাদিনা ন বিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৬ ॥

বিদ্বানিতি উষ্ণকালে কুর্য্যাৎ শীতলকালে চ নৈবেতি ভাবঃ। তচ্চাগ্রে লেখ্যমেব ॥ ১৩৭

পদ্মকাষ্ঠ দরিদ্রতা ঘটায়, রক্তচন্দন স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে, উশীর চিত্ত বিভ্রম জন্মায় এবং অন্যান্য অর্থাৎ দেবদারু প্রভৃতি উগ্রগন্ধি দ্রব্য উপদ্রব উপস্থিত করে ॥ ১৩৫ ॥

যাঁহারা ঐহিকসুখ ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা পদ্মাদি কাষ্ঠ প্রদান করিবেন না। মুখ্য দ্রব্যের অভাব হইলে ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি ঐ সমস্ত নিষিদ্ধ দ্রব্যই নিবেদন করিবেন ॥ ১৩৬ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি অনুলেপনের পর বিচিত্র ব্যজন এবং চামর দ্বারা ভগবান্‌কে বীজন করিবেন ॥

বীজনের মাহাত্ম্যও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কহিয়াছেন ॥

জগন্নাথকে অনুলেপন করিয়া তালবৃন্তদ্বারা বীজন করিবে, এই কর্ম্ম

অনুলিপ্য জগন্নাথং তালবৃন্তেন বীজয়েৎ।
বায়ুলোকমবাপ্নোতি পুরুষস্তেন কর্ম্মণা।
চামরৈ র্বীজয়েদ্যস্তু দেবদেবং জনার্দ্দনং।
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ং ॥ ১৩৭ ॥
ব্যজনেনাথ বস্ত্রেণ সুভক্ত্যা মাতরিশ্বনা।
দেবদেবস্য রাজেন্দ্র কুরুতে তাপবারণং।
তৎকুলে যমলোকে তু শমতে নারকো দবঃ।
বায়ুলোকান্মহীপাল ন চ্যুতি র্বিদ্যতে পুনঃ।
চলচ্চামরবাতেন কৃষ্ণং সন্তোষয়ে ন্নরঃ ॥ ১৩৮ ॥
তস্যোত্তমাঙ্গং দেবেশ স্তবতে স্বমুখেন বৈ।
উষ্ণকালেত্বিদং জ্ঞেয়ং যৎ সন্তঃ পৌষমাঘয়োঃ।

বস্ত্রেণ যদ্ব্যজনং তেন বস্ত্রনির্ম্মিত ব্যজনেনেত্যর্থঃ। যদ্বা। অথ শব্দো বিকল্পে ব্যজনেন তালবৃন্তাদিনা বস্ত্রেণ বা ব্যজনরূপেণৈব যো মাতরিশ্বা বাতস্তেন তাপস্য উষ্ণতায়া বারণং যঃ কুর্য্যাৎ। তাপস্তু প্রায়ো ঘর্ম্মকালেঽনুলেপনস্য বিশেষতোঽর্পণাৎ। ততশ্চ প্রস্বেদোদ্ভবা-ত্তদ্বারণং যুক্তমেব। যমলোকে যো নারকঃ নরকসম্বন্ধী দবো ভয়ং শমতে শাম্যতি ॥ ১৩৮ ॥ উত্তমং বীজনেনোৎকৃষ্টতাং প্রাপ্তং অঙ্গং হস্তং দেহং বা স্তৌতি ইদং অনুলেপনানন্তরং

করিলে মনুষ্য বায়ুলোকে স্থান পাইবে ॥

যে ব্যক্তি চামর দ্বারা দেবদেব জনার্দ্দনকে বীজন করেন, তিনি এক প্রস্থ তিলদানের ফল পাইবেন সংশয় নাই ॥ ১৩৭ ॥

হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্র ব্যজনের বায়ুদ্বারা দেব-দেবের তাপ নিবারণ করেন, তাঁহার বংশে যমলোকের তাপ থাকে না ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি চলিত চামরের বায়ু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি সাধন করেন, তাঁহাকে বায়ুলোক হইতে আর চ্যুত হইতে হয় না ॥১৩৮

দেবেশ্বর নিজমুখে তাঁহার উৎকৃষ্ট অঙ্গের অর্থাৎ হস্তের প্রশংসা করেন। জানিবে গ্রীষ্মকালেই এই বীজন করিতে হয়। যে হেতু

শীতলত্বান্মলয়জমপি নৈ বার্পয়ন্তি হি ॥

তথা চোক্তং ॥

ন শীতে শীতলং দেয়মিতি ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে স্নাপনিকো নাম ষষ্ঠো বিলাসঃ ॥ * ॥ ৬ ॥ * ॥

বীজনং। যদযস্মাৎ ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠোবিলাসঃ ॥ * ॥

সাধু সকল শীতল বলিয়া পৌষ ও মাঘমাসে চন্দন লেপন করিতেও বারণ করেন ॥

অতএব বলিয়াছেন—

শীতকালে শীতল দ্রব্য নিবেদন করিবে না ॥ ১৩৯ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিতে স্নাপনিকো নাম ষষ্ঠোবিলাসঃ ॥ * ॥

সপ্তমবিলাসঃ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥
শ্রীমদঙ্গানি তৈ র্ভক্ত্যা সমালিপ্যানুলেপনৈঃ।
নিবেদ্যোত্তমপুষ্পাণি তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ ॥
অথ পুষ্পাণি। নারসিংহে ॥
পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈস্তথা নগরসম্ভবৈঃ।

বিচিত্রপুষ্পপ্রধানপ্রকরণ লিখন সৌষ্ঠবায় নিজেষ্টদেবরূপং পরমগুরুবরং শরণং যাতি কুমনা ইতি। সুমনসাং পুষ্পাণামর্পণমাত্রেণ সুমনস্ত্বমিতি শ্লেষেণ পদাব্জয়োঃ পুষ্পবৎ সংসক্ততয়া প্রিয়তমত্বমভিপ্রেতং ॥ ১ ॥

তৈ র্লিখিতৈ র্ভক্ত্যা প্রীত্যা অভক্তিচ্ছেদেন বা। তস্য পুষ্পনিবেদনস্য মুদ্রাং। অপর্য্যু-

যাঁহার পাদপদ্মযুগলে পুষ্প অর্পণ করামাত্রেই কুমনা ব্যক্তি সুমনা হয়, আমি সেই চৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

প্রীতি সহকারে পূর্ব্বোক্ত অনুলেপন দ্রব্যজাত দ্বারা শ্রীমৎ অঙ্গ সকল লেপন করত উত্তম উত্তম পুষ্প নিবেদন করিয়া, পুষ্পার্পণের মুদ্রা দেখাইবে ॥

অথ পুষ্প সকল ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

অরণ্যজাত বা নগরজাত কিম্বা নিজ আরামজাত, অপর্য্যুষিত,

অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জ্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ।
আত্মারামোদ্ভবৈর্ব্বাপি পূতৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিং ॥ ২ ॥

বামনপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদবলিসম্বাদে ॥

তান্যেব সুপ্রশস্তানি কুসুমানি মহাসুর।
যানি স্যুর্ব্বর্ণযুক্তানি রসগন্ধযুতানি চ।
জাতী শতাঙ্গা সুমনাঃ কুন্দং চারুপুটং তথা।
বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা।
পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী।
তিলকং জাম্বুবনজং পীতকং তগরস্তথা।
এতানি সুপ্রশস্তানি কুসুমান্যচ্যুতার্চ্চনে।
সুরভীণি তথান্যানি বর্জয়িত্বা তু কেতকীং ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ষিতৈ র্নিশ্ছিদ্রৈশ্চ অবিদীর্ণদলৈঃ আত্মনঃ আরামঃ উপবনং তদুদ্ভবৈঃ ॥ ২ ॥

শতাঙ্গা শতপত্রিকা চারুপুটং কর্ণিকারং বাণং ঝিণ্টীভেদঃ। পারিভদ্রং পলহদেতি প্রসিদ্ধং। গিরিশালিনী শ্বেতকুটজং জাম্বুবনজং জবাকুসুমং পীতকং পিয়লীতি প্রসিদ্ধং। কেতকীমিতি বনকেতকীং ॥ ৩ ॥

অচ্ছিন্ন, সিক্ত, কীটাদি জন্তু রহিত, পবিত্র পুষ্প দ্বারা হরিকে পূজা করিবে ॥ ২ ॥

বামনপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ ও বলিসম্বাদে ॥

হে অসুররাজ! যে সকল পুষ্পের বর্ণ, রস ও গন্ধ আছে, সেই সকল পুষ্পই প্রশস্ত। তন্মধ্যে জাতী, শতপত্রিকা (পদ্ম), মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার, ঝিণ্টী, চম্পক, অশোক, করবীর, যূথিকা, মন্দার, পাটলা (পারুল), বকুল, শ্বেতকুটজ, তিল, জবা, পিয়লী ও তগর শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনে এই সকল পুষ্প অতিশয় প্রশস্ত। বনকেতকী ভিন্ন অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্পও সুপ্রশস্ত ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

কুঙ্কুমস্য চ পুষ্পাণি বন্ধুজীবস্য চাপ্যথ।
চম্পকস্য চ দেয়ানি তথা ভূচম্পকস্য চ।
পীতযূথিকজান্যেব যানি বৈ নীপজান্যপি।
মঞ্জর্য্যঃ সহকারস্য তথা দেয়া জনার্দ্দনে।
মল্লিকা কুব্জকুসুমমতিমুক্তকমেব চ।
সর্ব্বাশ্চ যূথিকা জাত্যো মল্লিকাজাত্য এব চ।
যাশ্চ কুব্জকজাজাত্যঃ কদম্বকুসুমানি চ।
কেতকীপাটলা পুষ্পং কাণ্বপুষ্পং তথৈব চ।
এবমাদীনি দেয়ানি গন্ধবন্তি শুভানি চ
কেচিদ্বর্ণগুণাদেব কেচিদ্গন্ধগুণাদথ।
অনুক্তান্যপি রম্যাণি তথা দেয়ানি কানিচিৎ।
দেশে দেশে তথা কালে যানি পুষ্পাণ্যনেকশঃ।
গন্ধবর্ণোপপন্নানি তানি দেয়ানি নিত্যশঃ।

নীপঃ কদম্বভেদঃ। অতিমুক্তকং মাধবীলতা। কাণ্বপুষ্পং কণতুহুলীতি প্রসিদ্ধং বাসন্তী বসন্তোদ্ভবা বার্ষিকী চ যা মল্লিকা তস্যাঃ পুষ্পমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

কুঙ্কুম ও বন্ধুজীবপুষ্প (বাঁহুলী) ফুল, চম্পক, ভূমিচম্পক, পীত-যূথিকা, কদম্ব ও আম্রমঞ্জরী জনার্দ্দনকে অর্পণ করিবে॥

মল্লিকা, কুব্জ ও মাধবী, যূথিকাজাতীয় ও মল্লিকাজাতীয় এবং কুব্জ-জাতীয় সমুদায় পুষ্প, কদম্ব, কেতকী, পাটলা ও কণকতুহুলী ইত্যাদি বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে॥

উত্তম বর্ণ আছে বলিয়া কতকগুলিকে দিবে, উত্তম গন্ধ আছে বলিয়া কতকগুলিকে দিবে, যে সকল পুষ্প উল্লেখ করা হয় নাই, সে সকল যদি দেখিতে সুন্দর হয়, তহা হইলে প্রদান করিবে। দেশ-ভেদে, কালভেদে যে নানাপ্রকার পুষ্প জন্মে, গন্ধ বা বর্ণ থাকিলেই তৎসমুদায় নিত্য নিবেদন করিবে॥

কিঞ্চ। তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥
মধ্যেহন্যবর্ণো যস্য স্যাৎ শুক্লস্য কুসুমস্য চ।
শুভশুক্লন্তু বিজ্ঞেয়ং মনোজ্ঞং কেশবপ্রিয়ং ॥
স্কান্দে ॥
বাসন্তী মল্লিকাপুষ্পং তথা বৈ বার্ষিকী তু যা।
কুসুম্ভং যূথিকে দ্বেচ তথা চৈবাতিমুক্তকং ॥ ৪ ॥
কেতকং চম্পকঞ্চৈব মাষবৃন্তকমেব চ।
পুরন্ধ্রিমঞ্জরীপুষ্পং চূতপুষ্পং তথৈব চ ॥
বন্ধুজীবকপুষ্পঞ্চ কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ।
জাতীপুষ্পাণি সর্ব্বাণি কুন্দপুষ্পন্তথৈব চ ॥
পাটলায়াস্তথা পুষ্পং নীলমিন্দীবরং তথা।
কুমুদে শ্বেতরক্তে চ শ্বেতরক্তে তথাম্বুজে।
এবমাদীনি পুষ্পাণি দাতব্যানি সদা হরেঃ ॥ ৫ ॥

পুরন্ধ্রিঃ পুঙ্গবীতি তস্যা মঞ্জরী পুষ্পঞ্চ ॥ ৫ ॥

আরও ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
শ্রীবজ্র ও মার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

যে শুক্লবর্ণ পুষ্পের মধ্যভাগে অন্যবর্ণ থাকে, তাহার নাম শুভশুক্ল, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর ও কেশবের প্রিয় ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

বসন্তকালীন বা বর্ষাকালীন মল্লিকা, কুসুম্ভ, দুই প্রকার যূথিকা মাধবী ॥ ৪ ॥

কেতকী, চম্পক, মাষবৃন্ত, পুরন্ধ্রির মঞ্জরী বা পুষ্প, আম্রমঞ্জরী, বন্ধুজীব, কুঙ্কুম, সর্ব্ব প্রকার জাতী, কুন্দ ও পাটলা পুষ্প এবং নীল ইন্দীবর, শ্বেতকুমুদ, রক্তকুমুদ, শ্বেতপদ্ম ও রক্তপদ্ম ইত্যাদি কুসুম সকল হরিকে সর্ব্বদা নিবেদন করিবে ॥ ৫ ॥

তত্রৈবান্যত্র ॥

মালতী তুলসী পদ্মং কেতকী মণিপুষ্পকং।
কদম্বকুসুমং লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভং কেশবপ্রিয়ং ॥

কিঞ্চ ॥

কণ্টকীন্যপি দেয়ানি শুক্লানি সুরভীণি চ।
তথা রক্তানি দেয়ানি জলজানি দ্বিজোত্তম ॥ ৬ ॥

নারদীয়ে সপ্তসাহস্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে ॥

মালতী বকুলাশোক শেফালী নবমালিকা।
আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধু পিণ্ডিকা।
যূথিকাষ্টপদং কুন্দকদম্বশিখিপিঙ্গকং।
পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গমতিমুক্তকং।
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারং বাসকং দ্বিজ।

যথা লক্ষ্মীঃ কৌস্তুভঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেনোদাহৃতং। কণ্টকীনি কণ্টকযুক্তানি ॥ ৬ ॥

শেফালী সেহলীতি প্রসিদ্ধা। মধু মধূকপুষ্পং। পিণ্ডিকা নন্দ্যাবর্ত্তঃ। অষ্টপদং নাগকেশরং। শিখি চুত্রিয়েতি প্রসিদ্ধা পিঙ্গকং হরিদ্রাকুসুমং ॥ ৭ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরও অন্যস্থানে ॥

মালতী, তুলসী, পদ্ম, কেতকী, মণি ও কদম্বপুষ্প, লক্ষ্মী ও কৌস্তুভের ন্যায় কেশবের প্রিয় ॥

আরও ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শুক্লবর্ণ সুগন্ধি পুষ্প কণ্টকযুক্ত হইলেও প্রদান করিবে, তথা জলজাত রক্তপুষ্পও দিবে ॥ ৬ ॥

নারদপুরাণের সপ্তসাহস্রে ॥
শ্রীভগবান্ ও নারদসম্বাদে ॥

হে দ্বিজ ! মালতী, বকুল, অশোক, শেফালী, নবমল্লিকা, আম্র, তগর, মল্লিকা, মধূক (মৌহুয়া পুষ্প) পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত্ত) যূথিকা, নাগকেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিখি (চুত্রিয়া) হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক,

পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে।
মদীয়া বনমালা চ পুষ্পৈরেভির্ম্ময়া পুরা।
গ্রথিতা চ তথা তত্ত্বৈঃ পঞ্চবিংশতিভিঃ ক্রমাৎ ॥
হারীতস্মৃতৌ চ ॥
তুলস্যৌ পঙ্কজে জাত্যৌ কেতক্যৌ করবীরকৌ।
শস্তানি দশপুষ্পাণি তথা রক্তোৎপলানি চ ॥ ৭ ॥
অথ সামান্যতোঽখিলপুষ্পমাহাত্ম্যং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
দানং সুমনসাং শ্রেষ্ঠং তথৈব পরিকীর্ত্তিতং।
অলক্ষ্ম্যাঃ শমনং মুখ্যং পরং লক্ষ্মীবিবর্দ্ধনং।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং মাঙ্গল্যং বুদ্ধিবর্দ্ধনং।
স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং বহ্নিষ্টোমফলপ্রদং।

লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার ও বাসক। এই পঞ্চবিংশতি পুষ্প লক্ষ্মীর তুল্য আমার প্রিয়, আমি পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে এই পঞ্চবিংশতি পুষ্পে ও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে আমার বনমালা গাঁথিয়াছি ॥

হারীতস্মৃতিতে ॥

দুই প্রকার তুলসী, দুই প্রকার পদ্ম, দুই প্রকার জাতি, দুই প্রকার কেতকী এবং দুই প্রকার করবীর, এই দশ পুষ্প ও রক্তোৎপল প্রশস্ত ॥ ৭ ॥

অথ সাধারণরূপে সমস্ত পুষ্পের মাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

কথিত হইয়াছে পুষ্পদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই দান অলক্ষ্মী নিবারণ ও লক্ষ্মী বৃদ্ধি করে এবং ধন, যশঃ, আয়ুঃ, মঙ্গল ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করে। বলিয়াছেন ইহাতে স্বর্গ এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥

ন রত্নেন সুবর্ণেন ন চ বিত্তেন ভূরিণা।
তথা প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
তথৈবান্যত্র ॥
ধর্ম্মার্জিতধনক্রীতৈ র্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনং।
উদ্ধরিষ্যত্যসন্দেহং সপ্ত পূর্ব্বাংস্তথাপরান্ ॥
আরামস্থৈস্তু কুসুমৈ র্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনং।
এতদেব সমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
যথাকথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈঃ পূজয়ন্ হরিং।
নাকপৃষ্ঠামবাপ্নোতি ন মেহত্রাস্তি বিচারণা ॥
তথা রাষ্ট্রাহৃতৈঃ পুষ্পৈ র্যঃ কুর্য্যাৎ কেশবার্চ্চনং।
পঞ্চবিংশত্যতীতাংশ্চ পঞ্চবিংশত্যনাগতান্।
উদ্ধরেদাত্মনো বংশ্যান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

ধর্ম্মেণ ন্যায়েন অর্জ্জিতং যদ্ধনং তেন ক্রীতৈঃ কুসুমৈঃ এতেন ন্যায়োপাত্তবিত্তেন পুষ্প ক্রয়ণমপি শস্তং ব্রাহ্মণাদেরিতি বোধিতং ॥ ৮ ॥

চক্র ও গদাধারী দেব রত্ন, সুবর্ণ বা ভূরি ভূরি ধনে এপ্রকার তুষ্ট হয়েন না ॥

এই প্রকার অন্য স্থলেও ॥

যিনি ধর্ম্মার্জ্জিত ধন দ্বারা পুষ্প ক্রয় করিয়া কেশবের পূজা করেন, তিনি অধস্তন সপ্ত ও উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ উদ্ধার করেন ॥

যিনি আরামস্থিত কুসুম দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি এই ...মই প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সন্দেহ করিবে না ॥

আর... যে ... ...ানরূপে পুষ্প আহরণ করিয়া হরির পূজা করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে ... আমার সন্দেহ নাই ॥

যিনি রাষ্ট্র হইতে ... ও পুষ্প আহরণ করিয়া কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি আপনার অতীত পঞ্চ... ...শতি ও ভবিষ্যৎ পঞ্চবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করেন, এবিষয়ে সন্দেহ করার প্র... ...য়োজন নাই ॥

নগরেঽপি বসন্ যস্তু ভৈক্ষ্যাশী শংসিতব্রতঃ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ পত্রমূলফলাঙ্কুরৈঃ॥
যথোপপন্নৈঃ সততমভ্যর্চ্চয়তি কেশবং।
সর্ব্বকামপ্রদোদেব স্তস্য স্যান্মধুসূদনঃ॥
পুংসস্তস্যাপ্যকামস্য পরং স্থানং প্রকীর্ত্তিতং।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥
তত্রৈব শ্রীবজ্রমার্কণ্ডেয়সম্বাদে॥
অক্ষমৈ স্তূপবাসানাং ধনহীনৈস্তথা নরৈঃ।
অরণ্যাদাহৃতৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনং।
পূর্ব্বজন্মনি সংপ্রাপ্তং রাজ্যং শৃণু নরাধিপ॥ ৮॥
নৃপো যযাতি র্নহুষো বিশ্বগন্ধঃ করন্ধমঃ।
দিলীপো যুবনাশ্বশ্চ শতপর্ব্বা ভগীরথঃ।
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ মহাশীলো মহামনুঃ।

নগরবাসী হইলেও যিনি ভীক্ষাজীবী এবং ব্রতাচারী হইয়া বন হইতে যথাপ্রাপ্ত পুষ্প, পত্র এবং ফল, মূল ও অঙ্কুর আহরণ করিয়া নিয়ত নারায়ণের পূজা করেন, দেব মধুসূদন তাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। সেই পুরুষ যদি প্রার্থনাও না করেন, কথিত আছে তাঁহার পরমপদ লাভ হয়। যে স্থানে গমন করিলে শোক করিতে হয় না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ॥

ঐ গ্রন্থেই শ্রীবজ্র ও মার্কণ্ডেয়সম্বাদে॥

হে নরাধিপ! শ্রবণ করুন, পূর্ব্বজন্মে উপবাসে অসক্ত এবং ধন হীন মনুষ্য সকল অরণ্য হইতে পুষ্প আহরণ করত মধুসূদনের অর্চ্চনা করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৮॥

রাজা যযাতি, নহুষ, বিশ্বগন্ধ, করন্ধম, দিলীপ, যুবনাশ্ব, শতপর্ব্বা, ভগীরথ, ভীম, সহদেব, মহাশীল, মহামনু, দেবল, কালকাক্ষ, কৃতবীর্য্য,

দেবলঃ কালকাক্ষশ্চ কৃতবীর্য্যো গুণাকরঃ।
দেবরাতঃ কুসুম্ভশ্চ বিনীতো বিক্রমো রঘুঃ।
মহোৎসাহো বীতভয়ো অলমিত্রঃ প্রভাকরঃ।
কপোতরোমা পর্য্যন্যশ্চন্দ্রসেনঃ পরন্তপঃ।
ভীমসেনো দৃঢ়রথঃ কুশনাভঃ প্রতর্দ্দনঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ পূর্ব্বজন্মনি কেশবং।
পূজয়িত্বা ক্ষিতাবস্মাং প্রাপূরাজ্যমকণ্টকং।
যক্ষত্বমথ গান্ধর্ব্বং দেবত্বঞ্চ তথৈব চ।
বিদ্যাধরত্বং নাগত্বং যে গতা মনুজোত্তমাঃ।
বহুত্বাচ্চ ন তে শক্যা ময়া বক্তুং তবানঘ।
তস্মাদযত্নঃ সদা কার্য্যঃ পুরুষৈঃ কুসুমার্চ্চনে।
অরণ্যজাতৈঃ কুসুমৈঃ সদৈব সংপূজয়িত্বা স্বয়মাহৃতৈস্তু।
সর্ব্বেশ্বরং যৎ ফলমাপ্নুবন্তি রাজেন্দ্র তদ্বর্ণয়িতং ন শক্যং॥

অলমিত্যত্র ইত্যাদাবকার লোপাদিকমার্ষং॥ ৯॥

গুণাকর, দেবরাত, কুসুম্ভ, বিনীত, বিক্রম, রঘু, মহোৎসাহ, বীতভয়, অলমিত্র, প্রভাকর, কপোতরোমা, পর্য্যন্য, চন্দ্রসেন, পরন্তপ, ভীমসেন, দৃঢ়রথ, কুশনাভ এবং প্রতর্দ্দন। এই সকল এবং অপরাপর অনেক রাজা পূর্ব্বজন্মে কেশবের পূজা করিয়া এই পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥

যে সকল প্রধান প্রধান মনুষ্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা অথবা বিদ্যাধর কি নাগ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অনেক। হে নিষ্পাপ! এইজন্য আমি তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম না। অতএব মনুষ্য সকল পুষ্প আহরণ করিতে সর্ব্বদা যত্ন করিবে॥

হে রাজেন্দ্র স্বয়ং বিবিধ বনজাত পুষ্প আহরণ করিয়া নিত্য সর্ব্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্যগণ যে ফল পাইয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না॥

স্বয়মাহৃত্য পুষ্পাণি ভিক্ষাশী কেশবার্চ্চনং।
যঃ করোতি স রাজেন্দ্র বংশানামুদ্ধরেৎ শতং॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
পুষ্পাণিতু সুগন্ধীনি মনোজ্ঞানি তু যঃ পুমান্।
প্রযচ্ছতি হৃষীকেশে স ভাগবতমানবঃ॥
নারসিংহে॥
তপঃ শীলগুণোপেতে পাত্রে বেদস্য পারগে।
দশ দত্ত্বা সুবর্ণানি যৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো হরেঃ কুসুমদানতঃ॥
তত্রৈবাগ্রে॥
মল্লিকা মালতী জাতী কেতকাশোকচম্পকৈঃ।
পুন্নাগ নাগ বকুলৈঃ পদ্মৈরুৎপলজাতিভিঃ।

হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি ভিক্ষান্ন ভোজন করতঃ স্বয়ং পুষ্প সকল আহরণ করিয়া কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি বংশজাত শত পুরুষ উদ্ধার করেন॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

যে ব্যক্তি মনোহর সুগন্ধি পুষ্প হৃষীকেশকে নিবেদন করেন, তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত॥

নৃসিংহপুরাণে॥

তপশ্চারী, শীলগুণ সম্পন্ন, বেদপারগ-পাত্রে দশ সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, মনুষ্য হরিকে কুসুম দান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন॥

ঐ নৃসিংহপুরাণের আরও পরে॥

মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম এবং উৎপলজাতীয় সমুদায় পুষ্প ও অন্যান্য প্রশস্তপুষ্পদ্বারা

এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈঃ প্রশস্তৈরচ্যুতং নরঃ।
অর্চ্চন্ দশ সুবর্ণস্য প্রত্যেকং ফলমাপ্নুয়াৎ।
এবং হি রাজন্ নরসিংহমূর্ত্তেঃ প্রিয়াণি পুষ্পাণি তবেরিতানি।
এতৈশ্চ নিত্যং হরিমর্চ্চ্য ভক্ত্যা নরো বিশুদ্ধো হরিমেব যাতি॥

স্কান্দে॥
স্বয়মাহৃত্য যো দদ্যাদরণ্যকুসুমানি চ।
স রাজ্যং স্ফীতমাপ্নোতি লোকে নিহতকণ্টকং॥ ৯॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে॥
যৈঃ কৈশ্চিদিহ পুষ্পৈশ্চ জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
সংপূজ্য কথিতৈ র্ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥

বিষ্ণুরহস্যে। শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে॥

কথিতৈ র্বিহিতৈরিত্যর্থঃ পূর্ব্বোক্তৈ র্বা॥ ১০॥

মনুষ্য নারায়ণের অর্চ্চনা করিলে প্রত্যেক পুষ্পে দশ সুবর্ণমুদ্রা দানের ফল পাইবে॥

হে রাজন্! নৃসিংহ মূর্ত্তির প্রিয়পুষ্প সকল এই প্রকারে তোমাকে বলিলাম, কেবল এই গুলি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য হরির আরাধনা করিলে মনুষ্য পাপ শূন্য হইয়া বিষ্ণুকেই প্রাপ্ত হইবে॥

স্কন্দপুরাণে॥

যিনি স্বয়ং অরণ্যপুষ্প আহরণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করেন, তিনি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকে পরিবর্দ্ধিত রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন॥ ৯॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রী শিব ও উমার সম্বাদে॥

জলজই হউক, আর স্থলজই হউক, পূর্ব্বোক্ত যে কোন পুষ্প দ্বারাই অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত বাস করিবে॥

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বাদে॥

ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈ র্যোঽর্চ্চয়েদ্রুক্মিণীপতিং ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি যান্ দিব্যান্ যাংশ্চ মানুষান্ ॥ ১০ ॥

অথ পুষ্পবিশেষমাহাত্ম্যং ॥

তথাচ নারসিংহে ॥

পুষ্পজাতি বিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ ॥

কিঞ্চ ॥

এবং পুষ্পবিশেষেণ ফলং তদধিকং নৃপ ।
জ্ঞেয়ং পুষ্পান্তরেণাপি যথা স্যাত্তন্নিবোধ মে ॥

তত্র দ্রোণপুষ্পমাহাত্ম্যং ॥

নারসিংহে এব ॥

এবমিতি দ্রোণপুষ্পোক্তপ্রকারেণেতি জ্ঞেয়ং তৎ পুরাণে দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্নিত্যনন্তরমস্য পাঠাৎ। অতঃ পুষ্পান্তরেণেতি দ্রোণপুষ্পাদিতরেণাপীত্যর্থঃ। পুষ্পান্তরজ্ঞেনেতি পাঠে অন্তরং ভেদ স্তজ্জ্ঞেন ॥ ১১ ॥

যিনি ঋতুকালজাত কুসুম দ্বারা রুক্মিণীপতির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার পরলোক সম্বন্ধীয় ও মনুষ্যলোক সম্বন্ধীয় সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হয় ॥ ১০ ॥

অথ বিশেষরূপে পুষ্পের মাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণে এই কথাই উক্ত হইয়াছে যথা—

পুষ্পের জাতিভেদে বিশেষ বিশেষ পুণ্য হয় ॥

আরও ॥

হে নৃপ ! দ্রোণপুষ্পের যে মাহাত্ম্যের কথা কহিলাম, তদনুসারে জানিবে যে, পুষ্পভেদে ফলও অধিক হইয়াথাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য পুষ্পেও যে ফল হয়, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥

তন্মধ্যে দ্রোণপুষ্পের মাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণেই ॥

দ্রোণপুষ্পে তথৈকস্মিন্ মাধবায় নিবেদিতে।
দত্ত্বা দশ সুবর্ণানি যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥
জাত্যাঃ নারসিংহে ॥
দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যঃ খাদিরং বৈ বিশিষ্যতে।
শমীপুষ্পসহস্রেভ্যো বিল্বপুষ্পং বিশিষ্যতে।
বিল্বপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে।
বকপুষ্পসহস্রাদ্ধি নন্দ্যাবর্ত্তং বিশিষ্যতে।
নন্দ্যাবর্ত্তসহস্রাদ্ধি করবীরং বিশিষ্যতে।
করবীরস্য কুসুমাৎ শ্বেতপুষ্পমনুত্তমং।
করবীরশ্বেতকুসুমাৎ পালাশং পুষ্পমুত্তমং।
পালাশপুষ্পসাহস্র্যাৎ কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে।
কুশপুষ্পসহস্রাদ্ধি বনমালা বিশিষ্যতে।
বনমালাসহস্রাদ্ধি চম্পকন্তু বিশিষ্যতে।

নন্দ্যাবর্ত্তং পিণ্ডীতগরং করবীরং রক্তং অগ্রে শ্বেতমিত্যুক্তেঃ। বনমালা পুষ্পবিশেষঃ মালতী জাতিভেদঃ ॥ ১২ ॥

একটীমাত্র দ্রোণপুষ্প মাধবকে নিবেদন করিলে দশ সুবর্ণমুদ্রা দান করিলে যে ফল হয়, সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

জাতীপুষ্পের বিষয় নৃসিংহপুরাণে ॥

সহস্র দ্রোণপুষ্প অপেক্ষা একটী শমীপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র শমীপুষ্প হইতে একমাত্র বিল্বপুষ্প উৎকৃষ্ট। সহস্র বিল্বপুষ্প অপেক্ষা বকপুষ্প প্রধান, সহস্র বকপুষ্প হইতে একটী নন্দ্যাবর্ত্ত উত্তম। সহস্র নন্দ্যাবর্ত্ত অপেক্ষা এক করবীরের প্রশস্ততা। করবীর কুসুমের মধ্যে শ্বেতকর-বীর উত্তম, শ্বেতকরবীর হইতে পলাশপুষ্প উৎকৃষ্ট। সহস্র পলাশপুষ্প হইতে এক কুশপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র কুশফুল হইতে এক বনমালার অর্থাৎ মালতী জাতীয় পুষ্পবিশেষের প্রধানতা। সহস্র বনমালা

চম্পকাৎ পুষ্পশতকাদশোকপুষ্পমুত্তমং।
অশোকপুষ্পসাহস্র্যাৎ সেবন্তীপুষ্পমুত্তমং।
কুব্জপুষ্পসহস্রাণাং মালতীপুষ্পমুত্তমং।
মালতীপুষ্পসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাপুষ্পমুত্তমং।
ত্রিসন্ধ্যারক্তসাহস্র্যাৎ ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতকং বরং।
ত্রিসন্ধ্যাশ্বেতসাহস্র্যাৎ কুন্দপুষ্পং বিশিষ্যতে।
কুন্দপুষ্পসহস্রাদ্ধি শতপত্রং বিশিষ্যতে।
শতপত্রসহস্রাদ্ধি মল্লিকাপুষ্পমুত্তমং।
মল্লিকাপুষ্পসাহস্র্যাজ্জাতীপুষ্পং বিশিষ্যতে।
সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাতীপুষ্পমিহোত্তমং।
জাতীপুষ্পসহস্রেণ যচ্ছন্মালাং স্বশোভনাং।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।

অপেক্ষা এক চম্পক উৎকৃষ্ট, একশত চম্পক হইতে এক অশোক উত্তম। সহস্র অশোকপুষ্প হইতে এক কুব্জপুষ্প শ্রেষ্ঠ। সহস্র কুব্জপুষ্প অপেক্ষা এক মালতীপুষ্প উত্তম। সহস্র মালতী হইতে এক ত্রিসন্ধ্যা-পুষ্প শ্রেষ্ঠ। রক্তবর্ণ সহস্র ত্রিসন্ধ্যা অপেক্ষা একমাত্র শ্বেতত্রিসন্ধ্যা উৎকৃষ্ট। সহস্র শ্বেত ত্রিসন্ধ্যা হইতে এক কুন্দপুষ্প উত্তম। সহস্র কুন্দফুল হইতে এক পদ্ম প্রশস্ত। সহস্র পদ্মফুল হইতে এক মল্লিকা-ফুল উত্তম। সহস্র মল্লিকা অপেক্ষা একমাত্র জাতীকুসুম প্রশস্ত, এস্থলে যত প্রকার ফুল আছে, তৎ সমুদায় অপেক্ষা একমাত্র জাতীফুলের উত্তমতা॥

যে ব্যক্তি সহস্র জাতীফুল দ্বারা মনোহর মালা গাঁথিয়া ভক্তিভাবে বিধানানুসারে বিষ্ণুকে নিবেদন করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর॥

কল্পকোটি-সহস্র, কল্পকোটি-শত শ্রীমান্ এবং বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম

বসেৎ বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ।
শেষাণাং পুষ্পজাতীনাং যৎফলং বিধিদর্শিতং।
তৎফলস্যানুসারেণ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
সর্ব্বাসাং পুষ্পজাতীনাং জাত্যঃ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ।
জাতীনামপি সর্ব্বাসাং শুক্লা জাতিঃ প্রশস্যতে।
স্কান্দেঽপি ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
মল্লিকেত্যাদি শ্লোকত্রয়মাস্তে॥
কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র॥
জাতীপুষ্পপ্রদানেন গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে।
জাতীপুষ্পাষ্টকং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥ ১২॥

শালী হইয়া বিষ্ণুপুরে বাস করিবেন॥

বিধানানুসারে অবশিষ্ট ফুল সকলের যে ফল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুসারে পূজক ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে সম্মান লাভ করিবেন॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

যত যত কুসুমজাতি আছে, সেই সকল অপেক্ষা জাতীফুল শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মত। সমুদায় জাতীর মধ্যেও আবার শুক্লবর্ণ জাতী শ্রেষ্ঠ॥

স্কন্দপুরাণেও ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে॥

"মল্লিকা" ইত্যাদি তিনটী শ্লোক আছে॥

আরও ঐ স্কন্দপুরাণে অন্যস্থলে॥

জাতীফুল প্রদান করিলে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত বাস করত আনন্দে কালযাপন করিবে। আটটী জাতীফুল প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ হইবে॥ ১২॥

জাতীপুষ্পসহস্রেণ যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ।
শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥ ১৩ ॥
জাতীপুষ্পকৃতাং মালাং কর্পূরপটবাসিতাং।
নিবেদ্য দেবদেবায় যৎফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
ন তদ্বর্ণয়িতুং শক্যমপি বর্ষশতৈরপি ॥
মালত্যাঃ স্কান্দে। শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
বর্ণানান্তু যথা বিপ্র স্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা।
সুরাণান্তু যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথা।
মালত্যা হি তথা দেবং যোঽর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজং।
জন্ম দুঃখ জরারোগৈর্মুক্তোঽসৌ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

লক্ষং জাতীপুষ্পাণামেব তেন পূজায়াঃ বিধায়কঃ ॥ ১৩ ॥
কর্পূরস্য পটঃ চূর্ণগন্ধস্তেন বাসিতাং। মালবত্যা ইতি পাঠেঽপি মালবত্যেব মালবতী মুক্তিং পরমানন্দলক্ষণাং ॥ ১৪ ॥

সহস্র জাতী কুসুম প্রদান করিলে যে গতি ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ জাতী কুসুম দিয়া পূজা করিলে শ্বেতদ্বীপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩ ॥

জাতী কুসুমে রচিত মালা কর্পূরচূর্ণ দ্বারা বাসিত করিয়া দেবদেবকে নিবেদন করিলে মনুষ্য যে ফল প্রাপ্ত হইবে, শতবর্ষেও তাহার বর্ণনা করা যায় না ॥

মালতীর বিষয় স্কন্দপুরাণে ॥
শ্রীব্রহ্মা ও নারদ সম্বাদে ॥

যেমন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, যেমন তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, যেমন দেবতার মধ্যে বিষ্ণু, তেমনি কুসুমের মধ্যে মালতী ॥

যে ব্যক্তি মালতী ফুল দ্বারা গরুড়ধ্বজ-দেবের পূজা করেন, তিনি জন্মদুঃখ, জরা এবং রোগ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিবেন ॥১৪॥

তত্রৈবান্যত্র ॥

যোঽর্চ্চয়েন্মালতীপুষ্পৈঃ কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরং।
তেনাপ্তং নাস্তি সন্দেহস্তৎপদং দুর্ল্লভং হরেঃ।
মালতীকলিকামালামীষদ্বিকসিতাং হরেঃ।
দত্ত্বা শিরসি বিপ্রেন্দ্র বাজিমেধফলং লভেৎ।

গারুড়ে ॥

পক্ষীন্দ্র ন শ্রুতং দৃষ্টং ভূতম্বা ন ভবিষ্যতি।
মালত্যা ন সমং পুষ্পং দ্বাদশ্যা ন সমা তিথিঃ।
পুষ্পেণৈকেন মালত্যাঃ প্রীতি র্যা কেশবস্য হি।
ন সা ক্রতু সহস্রেণ ভবতে নারদোঽব্রবীৎ।
যত্র যত্র খগশ্রেষ্ঠ ভবতে মালতীবনং।

ন সমমিত্যত্র নকারস্য অধুনাপি নাস্তীত্যর্থঃ। ভবতে ভবতি ইত্যাদিকমার্ষমুন্নেয়ং ॥ ১৫

ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যস্থলে ॥

যে ব্যক্তি মালতী কুসুম দ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করিবেন, তিনি হরির সেই দুর্ল্লভ স্থান লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! ঈষৎ প্রস্ফুটিত মালতী-কলিকার মালা হরির মস্তকে প্রদান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে ॥

গরুড়পুরাণে ॥

হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! মালতীর সমান ফুল এবং দ্বাদশী সমান তিথি শ্রবণ করাও যায় নাই, দেখাও যায় নাই, হয়ও নাই, আর হইবেও না ॥

নারদ বলিয়াছেন একটী মালতীর কুসুমে কেশবের যাদৃশী প্রীতি জন্মে, সহস্র যজ্ঞেও সেরূপ প্রীতি হয় না ॥

হে খগশ্রেষ্ঠ! যে যে স্থানে মালতীর বন থাকে, কেশব ঐ প্রকার

পত্রে পত্রে তথা তুষ্ট বসতে তত্র কেশবঃ।
দৃষ্ট্বা তু মালতীপুষ্পং বৈষ্ণবেন করে ধৃতং।
প্রীতো ভবতি দৈত্যারিঃ সুতং দৃষ্ট্বা যথা খগ।
পুষ্পে পুষ্পে খগশ্রেষ্ঠ মালত্যাঃ সুমনোহরে।
অক্ষয়ং প্রাপ্যতে স্থানং দাহপ্রলয়বর্জিতং।
বল্লভং মালতীপুষ্পং মাধবস্য সদৈব হি।
হেলয়া দাপয়েৎ স্থানং স্বকীয়ং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৫ ॥
দত্তমাত্রং হরেঃ পুষ্পং নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ।
অহোরাত্রং প্রভুক্তং হি মালতীকুসুমং নহি।
বিষ্ণোরঙ্গাৎ পরিভ্রষ্টং মালতীকুসুমং খগ।
যো ধারয়েচ্চ শিরসি সর্ব্বধর্ম্মফলং লভেৎ।

নির্ম্মাল্যমিতি উপভুক্তত্বেনোত্তারণযোগ্যমিত্যর্থঃ। নহি নির্ম্মাল্যং ভবতি। পাঠান্তরং সুগমং। অদত্বা অসমর্প্য ॥ ১৬ ॥

তুষ্ট হইয়া উহার পত্রে পত্রে বাস করেন ॥

হে খগ! যেমন পুত্র দেখিলে আনন্দ জন্মে, তেমনি বৈষ্ণব-হস্তে মালতী পুষ্প ধারণ করিয়াছে দেখিলে, দৈত্যারি হরি আহ্লাদিত হয়েন ॥

হে খগশ্রেষ্ঠ! সুমনোহর মালতী পুষ্প নিবেদন করিলে প্রতি পুষ্পে তাপশূন্য, প্রলয়রহিত অক্ষয় স্থান প্রাপ্তি হয় ॥

মালতীপুষ্প মাধবের সর্ব্বদাই তুষ্টিকর। গরুড়ধ্বজ পূজক ব্যক্তিকে হেলায় আপনার নিজধাম দান করেন ॥ ১৫ ॥

হরিকে পুষ্প দেবামাত্রই নির্ম্মাল্য হয়। কিন্তু দিবরাত্র ভুক্ত হইলেও মালতীপুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না ॥

হে পক্ষিন্! যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট মালতীপুষ্প মস্তকে ধারণ করেন, তিনি সমস্ত ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

অদত্ত্বা কেশবে যস্তু স্বমূর্দ্ধ্না মালতীং বহেৎ।
স নরঃ খগশার্দ্দূল সর্ব্বধর্ম্মচ্যুতো ভবেৎ।
কার্ত্তিকে চ তস্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ॥
তথাচ গারুড়ে॥
সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং খগেশ্বর।
বিহায় কার্ত্তিকে মাসি মালতীং যচ্ছ কেশবে।
সর্ব্বমাসেষু পক্ষীন্দ্র মালতী কেশবপ্রিয়া।
প্রবোধন্যাং বিশেষেণ অশ্বমেধাদিদায়িনী॥ ১৬॥
স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
মালতীমালয়া বিষ্ণুঃ পূজিতো যেন কার্ত্তিকে।
পাপাক্ষরকৃতাং মালাং হঠাৎ সৌরিঃ প্রমার্জতি॥ ১৭॥
পাদ্মে উত্তখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে॥

মালাং পঙ্ক্তিং। সৌরির্যমঃ॥ ১৭॥

হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি কেশবকে নিবেদন না করিয়া মালতী পুষ্প অঙ্গে ধারণ করে, সেই নর সর্ব্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়॥

কার্ত্তিকমাসে ঐ মালতীপুষ্পের বিশেষ মাহাত্ম্য॥

গরুড়পুরাণে ঐ বিষয় উক্ত হইয়াছে॥

হে খগেশ্বর! সুবর্ণদান, গোদান এবং ভূমিদান না করিয়া কার্ত্তিক মাসে কেশবকে মালতীপুষ্প নিবেদন কর॥

পক্ষিরাজ! মালতী সকল মাসেই কেশবের তুষ্টি সাধন করে, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে অশ্বমেধাদির ফল প্রদান করে॥ ১৬॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে॥

কার্ত্তিকমাসে যে ব্যক্তি মালতী দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, যম তাঁহার হঠাৎ পাপ রূপ অক্ষর দ্বারা বিরচিত পঙ্ক্তি মুছিয়া ফেলেন॥ ১৭॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে॥

মালতী জাতিকাপুষ্পৈঃ স্বর্ণজাত্যা চ চম্পকৈঃ।
পূজিতো মাধবো দদ্যাৎ কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং পদং।
কমলস্য চ স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
শুভ্রাশুভ্রৈর্ম্মহাগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ পঙ্কজোদ্ভবৈঃ।
অধোক্ষজং সমভ্যর্চ্চ্য নরো যাতি হরেঃ পদং॥
তত্রৈবান্যত্র॥
অহো নষ্টা বিনষ্টা স্তে পতিতাঃ কলিকন্দরে।
যৈ র্নার্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা কমলৈরসিতৈঃ সিতৈঃ।
পদ্মেনৈকেন দেবেশং যোঽর্চ্চয়েৎ কমলাপ্রিয়ং।
বর্ষাযুতসহস্রস্য পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ং।
পদ্মৈঃ পদ্মালয়াভর্ত্তা পূজিতঃ পদ্মহস্তভৃৎ।

অপ্রণয়েনাপ্যর্চ্চিতঃ সন্। পদ্মহস্তভৃদিতি যদ্যপি হস্তেন পদ্মং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ॥ ১৮॥

কার্ত্তিকমাসে মালতী, জাতী, স্বর্ণজাতী, বা চম্পক, দ্বারা পূজিত হইলে মাধব বিষ্ণুধাম প্রদান করেন॥

পদ্মের বিষয় স্কন্দপুরাণে॥
ব্রহ্মা ও নারদ সম্বাদে॥

মনুষ্য মহা গন্ধশালী শ্বেত বা নীল পদ্মের দ্বারা অধোক্ষজের অর্চ্চনা করিলে হরির ধামে গমন করে॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থলে॥

অহো! যাঁহারা ভক্তিভাবে নীল বা শুভ্র কমল দ্বারা বিষ্ণুপূজা না করিয়াছেন তাঁহারা নষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া কলিগুহায় নিমগ্ন হইয়াছেন॥

যে ব্যক্তি একমাত্র পদ্ম দ্বারা দেবেশ্বর কমলাকান্তের অর্চ্চনা করেন, তিনি কোটিবর্ষকৃত পাপ ধ্বংস করেন॥

পদ্মহস্ত কমলাকান্ত কমল দ্বারা পূজিত হইলে বৈষ্ণব-পুত্রদিগকে

দদাতি বৈষ্ণবান্ পুত্রান্ ভক্তিমব্যভিচারিণীং ॥ ১৮ ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥
পদ্মপুষ্পাণি যো দদ্যাত্তস্মাচ্ছতগুণং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
তত্র বর্ণবিশেষেণ মাহাত্ম্যবিশেষঃ ॥
তথাচ স্কান্দে ॥
রক্তপদ্মপ্রদানেন রুক্মমাষকদো ভবেৎ।
শতং দত্ত্বাচ ধর্ম্মাত্মা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥
সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা সূর্য্যলোকে মহীয়তে।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ ॥
স্বয়মেব তথা লক্ষ্মীর্ভজতে নাত্র সংশয়ঃ।

তস্মাদিতি প্রাগ্বৎ তত্র পূর্ব্বোক্তাৎ সৌবর্ণপুষ্পদশকফলপ্রদানাৎ করবীরপুষ্পার্পণফলাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৯ ॥

রুক্মমাষকদইতি সুবর্ণমাষদানফলং প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। শতং রক্তপদ্মানাং এবমগ্রেঽপি ॥

অব্যভিচারিণী ভক্তি প্রদান করেন ॥ ১৮ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি পদ্মপুষ্প নিবেদন করিবে, সে তাহা হইতেও অর্থাৎ সুবর্ণ নির্ম্মিত দশ কুসুম দানের ফলপ্রদ করবীরপুষ্প অর্পণ হইতেও শতগুণ অধিক ফল পাইবে ॥ ১৯ ॥

তন্মধ্যে বর্ণবিশেষে মাহাত্ম্যবিশেষ ॥

স্কন্দপুরাণে ঐ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥

রক্তপদ্ম প্রদান করিলে এক মাষা স্বর্ণদানের ফল পাইবে, ধর্ম্মাত্মা এক শত পদ্ম দান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ করিবেন ॥

সহস্র অর্পণ করিলে সূর্য্যলোকে গিয়া সম্মানের সহিত বাস করিতে পাইবেন। যে ব্যক্তি লক্ষ রক্তপদ্ম দ্বারা পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মী নিজের ইচ্ছাতেই তাঁহাকে ভজনা করেন,

রক্তপদ্ম প্রদানাদ্ধি শ্বেতস্য দ্বিগুণং ফলং ॥

তত্রাপি কার্ত্তিকে বিশেষঃ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

কমলৈঃ কমলাকান্তঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে তু যৈঃ।
কমলা অনুগা তেষাং জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥

স্কান্দে চ শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো যস্তু কমলৈঃ কমলেক্ষণঃ।
জন্মকোটিষু বিপ্রেন্দ্র ন তেষাং কমলা গৃহে ॥

নীলোৎপলস্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

দত্ত্বা নীলোৎপলং মুখ্যং কুসুমং কুঙ্কুমস্য চ।
তুল্যং ফলমবাপ্নোতি বন্ধুজীবস্য চ দ্বিজাঃ ॥

স্বয়মেব লক্ষ্মীর্ভজত ইতি সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পত্তিস্তস্য ভবেদিত্যর্থঃ। এবং কমলা অনুগেত্যপি ॥২০

ইহাতে সন্দেহ নাই। রক্তপদ্ম নিবেদন করা হইতে শ্বেতপদ্ম নিবেদনের দ্বিগুণ ফল ॥

তাহাতেও আবার কার্ত্তিকমাসে বিশেষ ফল আছে ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে কমল দ্বারা কমলাকান্তের পূজা করেন, কমলা শত জন্ম পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের অনুগামিনী থাকেন ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্ম নারদ সম্বাদে ॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা কার্ত্তিকমাসে কমল দ্বারা কমললোচনের অর্চ্চনা না করিয়াছেন, কোটিজন্মেও তাঁহাদিগের গৃহে কমলার অবস্থিতি হয় না ॥

নীলোৎপলের বিষয় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে দ্বিজগণ! মুখ্যনীলোৎপল ও কুঙ্কুম কুসুম এবং বন্ধুজীব পুষ্প

সুবর্ণদশদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
দত্ত্বা নীলোৎপলং বিষ্ণোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
নীলোৎপলশতং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
নীলোৎপলসহস্রেণ পুণ্ডরীকমবাপ্নুয়াৎ।
লক্ষপূজাং নরঃ কৃত্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ॥
কুমুদস্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
রূপমাষকদানস্য ফলং কুমুদতো ভবেৎ।
কুমুদানাং শতং দত্ত্বা চন্দ্রলোকে মহীয়তে।
সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা যথেষ্টাং গতিমাপ্নুয়াৎ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ।
রক্তোৎপলপ্রদে বিষ্ণো স্তথা স্যাদ্দ্বিগুণং ফলং॥ ২০॥
কদম্বস্য। স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥

নিবেদন করিলে সমান ফল প্রাপ্তি হয়॥

বিষ্ণুকে নীলোৎপল নিবেদন করিলে মনুষ্য দশ সুবর্ণ দানের ফল পায় ইহাতে সন্দেহ করিবে না॥

একশত নীলোৎপল দান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায়, সহস্র নীলোৎপলে পুণ্ডরীক যাগের পুণ্য জন্মে। লক্ষ নীলোৎপলের দ্বারা পূজা করিলে মনুষ্য রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করিবে॥

কুমুদের বিষয় বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

কুমুদ পুষ্প হইতে এক মাষা রৌপ্য দানের ফল পাইবে। একশত কুমুদপুষ্প দান করিলে চন্দ্রলোকে সম্মানের সহিত বসতি হইবে। সহস্র অর্পণ করিলে অভিলাষানুরূপ গতি লাভ করিবে। যিনি লক্ষের দ্বারা পূজা করিবেন, তিনি অশ্বমেধের ফল পাইবেন। বিষ্ণুকে রক্তোৎ-পল প্রদান করিলে ঐ প্রকারে দ্বিগুণ ফল হইবে॥ ২০॥

কদম্বের বিষয়। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে॥

জাতরূপনিভৈর্বিষ্ণুং কদম্বকুসুমৈ র্মুনে।
যে হ্যর্চ্চয়ন্তি চ গোবিন্দং ন তেষাং সৌরিজং ভয়ং ॥
কদম্বকুসুমৈর্হৃদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং।
তেষাং যমালয়ো নৈব ন জায়ন্তে কুযোনিষু ॥ ২১ ॥
কিঞ্চ ॥
ন তথা কেতকীপুষ্পৈর্মালতীকুসুমৈ র্নহি।
তোষমায়াতি দেবেশঃ কদম্বকুসুমৈ র্যথা।
দৃষ্ট্বা কদম্বপুষ্পাণি প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
কিং পুনঃ পূজিতৈস্তৈশ্চ সর্ব্বকামপ্রদো হরিঃ।
যথা পদ্মালয়াং প্রাপ্য প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
কদম্বকুসুমং লব্ধ্বা তথা প্রীণাতি লোককৃৎ।

জাতরূপং সুবর্ণং তন্নিভৈ স্তৎসদৃশবর্ণৈরিত্যর্থঃ। ন চ তে কুযোনিষু জায়ন্তে ॥ ২১ ॥
লোককৃদপি হেলয়াপি। বাশব্দো যদি বেত্যর্থঃ। কদম্বপুষ্পস্য গন্ধমাত্রেণাপি যদি

হে মুনে! স্বর্ণবর্ণ কদম্বকুসুমের দ্বারা যাঁহারা গোবিন্দের পূজা করেন, তাঁহাদিগের যমভয় হয় না। যাঁহারা মনোহর কদম্বকুসুমের দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে যমালয়ে যাইতে হয় না এবং কুৎসিৎ যোনিতে জন্ম গ্রহণও করিতে হয় না ॥ ২১ ॥

আরও বলিয়াছেন ॥

কদম্বকুসুমে যেমন দেবেশ্বরের প্রীতি হয়, কেতকী বা মালতী-পুষ্পে তদ্রূপ হয় না ॥

মাধব কদম্বকুসুম দর্শন করিলেই সন্তুষ্ট হয়েন, তদ্দ্বারা পূজিত হইলে যে কি হন, তাহার আর কথা কি, তখন তিনি সমুদায় বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন ॥

লোকস্রষ্টা মাধব লক্ষ্মীকে পাইলে যেমন সন্তুষ্ট হয়েন, কদম্ব-কুসুম পাইলেও তদ্রূপ আনন্দিত হইয়া থাকেন ॥

সকৃৎ কদম্বপুষ্পেণ হেলয়া হরিরর্চ্চিতঃ।
সপ্তজন্মানি দেবেশ স্তস্য লক্ষ্মীরদূরতঃ।
কদম্বপুষ্পগন্ধেন কেশবো বা সুবাসিতঃ।
জন্মায়ুতার্জ্জিতস্তেন নিহতঃ পাপসঞ্চয়ঃ॥ ২২॥
আষাঢ়ে বিশেষস্তত্রৈব॥
ঘনাগমে ঘনশ্যামঃ কদম্বকুসুমার্চ্চিতঃ।
দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামান্ শতজন্মানি সম্পদঃ।
কদম্বকুসুমৈর্দেবং ঘনবর্ণং ঘনাগমে।
যেঽর্চ্চয়ন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তৈরাপ্তং জন্মনঃ ফলং॥
করবীরস্য॥

বা বাসিতস্তথাপীত্যর্থঃ॥ ২২॥

সম্পদশ্চ বিভূতীর্দদাতি ঘনশ্যাম ইতি ঘনবর্ণমিতি চ কদম্বপুষ্পভূষণেন শোভাতিশয়োঽভিপ্রেতঃ॥ ২৩॥

হেলায় একবার মাত্র হরিকে কদম্বপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিলে হরি এবং লক্ষ্মী সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত নিকটে থাকেন॥

যদি কদম্বকুসুম দ্বারা কেশবকে সুগন্ধিত করা যায়, তাহা হইলে তিনি অযুত-জন্মার্জিত পাপরাশি নাশ করেন॥ ২২॥

আষাঢ়মাসে ইহার বিশেষমাহাত্ম্য॥

ঐ স্কন্দপুরাণে॥

বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে যদি ঘনশ্যামকে কদম্বকুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করা যায়, তাহা হইলে তিনি শত-জন্ম পর্য্যন্ত প্রত্যেক জন্মের অভিলষিত মনোরথ পূরণ এবং সর্ব্বসম্পত্তি দান করেন॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা বর্ষাকালে দেব-ঘনশ্যামকে কদম্বকুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের জন্ম সফল হইল॥

করবীরপুষ্পের বিষয়॥

স্কান্দে শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

করবীরৈর্ম্মহাদেবি যঃ পূজয়তি কেশবং।
দশসৌবর্ণকৈঃ পুষ্পৈর্যৎফলং তদবাপ্নুয়াৎ।
করবীরৈঃ সুরক্তৈশ্চ যো বিষ্ণুং সকৃদর্চ্চয়েৎ।
গবামযুতদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যে ঽর্চ্চয়ন্তি সুরাধ্যক্ষং করবীরৈঃ সিতাসিতৈঃ।
চতুর্যুগানি বিপ্রেন্দ্র প্রীতো ভবতি কেশবঃ।
সিতরক্তৈর্ম্মহাপুণ্যৈঃ কুসুমৈঃ করবীরজৈঃ।
যোঽচ্যুতং পূজয়েদ্ভক্ত্যা স যাতি গরুড়ধ্বজং ॥ ২৩ ॥

পুরন্ধ্রিপুষ্পস্য ॥

পুরন্ধ্রিপুষ্পৈর্যঃ কুর্য্যাৎ পূজাং মধুরিপোর্নরঃ।
তস্য প্রসাদমায়াতি দেবশ্চক্রগদাধরঃ।

স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

হে মহাদেবি! যিনি করবীরকুসুম দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি দশ সুবর্ণপুষ্প দানের ফল পান ॥

যে মনুষ্য সাতিশয় রক্তবর্ণ করবীরপুষ্প দ্বারা একবার মাত্র বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি দশসহস্র গোদানের ফল লাভ করেন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি শ্বেত বা রক্তকরবীর দ্বারা দেবাধ্যক্ষ বিষ্ণুর পূজা করেন, হে বিপেন্দ্র! হরি তাঁহার প্রতি চারিযুগ সন্তুষ্ট থাকেন ॥

মহাপবিত্র শ্বেত বা রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক অচ্যুতের অর্চ্চনা করেন, তিনি অচ্যুতকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৩ ॥

পুরন্ধ্রিপুষ্পের বিষয় ॥

যে মনুষ্য পুরন্ধ্রিপুষ্প দ্বারা মধুরিপুর পূজা করেন, চক্র গদাধারী

রম্যাঃ পুরন্ধ্রিমঞ্জর্য্যো দয়িতাস্তস্য নিত্যশঃ।
পুরন্ধ্রিপুষ্পং যো দদ্যাদেকমপ্যস্য মণ্ডলে।
তিলপ্রস্থপ্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।
পুরন্ধ্রিমঞ্জরীপুষ্পৈঃ সহস্রেণার্চ্চয়েদ্ধরিং।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা।
কর্পূরপটবাসেন পুরন্ধ্রিমধিবাসিতাং।
মহারজনরক্তে চ তথা সূত্রে নিবেশিতাং।
মালাং পুষ্পসহস্রেণ যঃ প্রযচ্ছতি ভক্তিতঃ।
অশ্বমেধফলং তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শতেন বাজপেয়স্য ফলমাপ্নোত্যসংশয়ং।
লক্ষপূজাং তথা কৃত্বা সর্ব্বজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥
অগস্ত্যপুষ্পস্য॥

তথেতি সমুচ্চয়ে পক্ষান্তরে বা। মহারজনরক্তে সূত্রে পুষ্পসহস্রেণ নিবেশিতাং গ্রথিতাং মালাঞ্চ যঃ প্রযচ্ছতি। শতেন পুরন্ধ্রিপুষ্পাণাং। এবং লক্ষঞ্চ তেন পূজাং॥ ২৪॥

দেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। রমণীয়া পুরন্ধ্রিমঞ্জরী নিত্যই তাঁহার প্রীতি সাধন করে॥

যে ব্যক্তি তাঁহার মণ্ডলে একটীমাত্র পুরন্ধ্রিপুষ্প প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই একপ্রস্থ তিল দানের ফল প্রাপ্ত হয়েন॥

যিনি সহস্র-পুরন্ধ্রিমঞ্জরী বা পুষ্পদ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল পান এবং কুল উদ্ধার করেন॥

সহস্র-পুরন্ধ্রিপুষ্প কর্পূরচূর্ণ দ্বারা বাসিত এবং কুসুম্ভরঙ্গে রঞ্জিত-সূত্রে গ্রন্থন করিয়া যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক কেশবকে মালা নিবেদন করেন, তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়, ইহাতে সন্দেহ করিবেন না॥

শত-পুরন্ধ্রিপুষ্প অর্পণ করিলে নিশ্চয় বাজপেয়-যজ্ঞের ফল পায়, লক্ষপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়॥

বকপুষ্পের বিষয়॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

অগস্ত্যকুসুমৈর্দেবং যে ২র্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং।
দর্শনাত্তস্য দেবর্ষে নরকাগ্নিঃ প্রশাম্যতি।
ন তৎ করোতি বিপ্রেন্দ্র তপসা তোষিতো হরিঃ।
যৎ করোতি হৃষীকেশো মুনিপুষ্পৈরলঙ্কৃতঃ।
মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে।
দেবেন্দ্রোহপি মুনিশ্রেষ্ঠ কম্পতে তস্য শঙ্কয়া।

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র ॥

মুনিপুষ্পকৃতাং মালাং দৃষ্ট্বা কণ্ঠে বিলম্বিতাং।
প্রীতো ভবতি দৈত্যারির্দশজন্মনি নারদ।
অগস্ত্যবৃক্ষসম্ভূতৈঃ কুসুমৈরসিতৈঃ সিতৈঃ।
যে ২র্চ্চয়িষ্যন্তি দেবেশং সংপ্রাপ্তং পরমং পদং ॥ ২৫ ॥

হে দেবর্ষে তস্য দর্শনাৎ তেষাং দর্শনাদিত্যর্থঃ। কণ্ঠে আত্মনো ভক্তস্য বা ॥ ২৫ ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

যাঁহারা বকপুষ্প দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, হে দেবর্ষে! তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে নরকাগ্নি নির্ব্বাণ হয় ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! বকপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে হরি যাহা করেন, তপস্যা দ্বারা তুষ্টি-সাধন করিলে তাহা করেন না ॥

যিনি জনার্দ্দনকে বকপুষ্পের মালা নিবেদন করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রও কম্পিত হয়েন ॥

আরও ঐ স্কন্দপুরাণের অন্যস্থলে ॥

হে নারদ! আপনার অথবা ভক্তের কণ্ঠদেশে বকপুষ্পের মালা দুলিতেছে দেখিলে, জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি দশ-জন্ম তুষ্ট থাকেন ॥

যাঁহারা শুক্ল বা কৃষ্ণ-বকপুষ্প দ্বারা দেবেশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৫ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

অগস্ত্যসম্ভবৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥

তত্র চ কার্ত্তিকে বিশেষঃ ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবং।
কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥ ২৬ ॥
মুনিপুষ্পার্চ্চিতো বিষ্ণুঃ কার্ত্তিকে পুরুষোত্তমঃ।
দদাত্যভিমতান্ কামান্ শশিসূর্য্যস্থিতো যথা ॥ ২৭ ॥

কিংশুকৈঃ পলাশপুষ্পৈঃ কিম্বা কিংশুকপুষ্পাকারৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যথা সূর্য্যস্থিতঃ শশীতি অমাবাস্যায়াং যথা ফলবিশেষো ভবতীত্যর্থঃ। শশীতি হ্রস্বপাঠে-নৈকপদ্যে যোগবিশেষঃ। অর্থস্তু স এব। যদ্বা। শুক্লরক্তাগস্ত্যপুষ্পৈঃ পূজিতঃ সন্ শশি-সূর্য্যয়োঃ স্থিত ইব তাভ্যামপ্যধিকঃ পুরুষোত্তমো ভবতি অতঃ শোভাতিশয়ং প্রাপ্তোঽসৌ শ্যামসুন্দরঃ সন্তুষ্টঃ সন্ অভিমতান্ কামান্ দদাতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

পলাশফুল সদৃশ মনোহর বককুসুম দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিলে জন্ম-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় ॥

কার্ত্তিকমাসে বকফুল দানের বিশেষ ফল ॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেই ॥

যে ব্যক্তি অন্যান্য ফুল সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল বকফুল দ্বারা কার্ত্তিকমাসে ভক্তি পূর্ব্বক কেশবের পূজা করেন, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৬ ॥

কার্ত্তিকমাসে বকফুল দ্বারা অর্চ্চিত হইলে পুরুষোত্তম বিষ্ণু, যেমন অমাবাস্যায় পূজিত হইলে ফল দেন, তদ্রূপ অভিমত বাসনা সমস্ত দান করেন ॥

গবামযুতদানেন যৎ ফলং প্রাপ্যতে মুনে।
মুনিপুষ্পেণ চৈকেন কার্ত্তিকে তৎ ফলং স্মৃতং ॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ ॥
মুনিপুষ্পৈ র্যদি হরিঃ পূজিতঃ কার্ত্তিকে নরৈঃ।
মুনীনামেব গতিদো জ্ঞানিনামূর্দ্ধরেতসাং ॥
কেতকীপুষ্পস্থ ॥
স্কান্দে তত্রৈব ॥
কেতকীপুষ্পকেণৈব পূজিতো গরুড়ধ্বজঃ।
সমাঃ সহস্রং সুপ্রীতো জায়তে মধুসূদনঃ।
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং কুসুমৈঃ কেতকোদ্ভবৈঃ।
পুণ্যং তদ্ভবনং যাতি কেশবস্থ রমালয়ং ॥ ২৮ ॥

পত্রৈকেকেমেতি পাঠে একেনাপি পত্রেণেত্যর্থঃ। পত্রশব্দোঽত্র পুষ্পপত্র পরঃ। যদ্বা। কেতকীশব্দেন তৎ পুষ্পং তস্যৈকপত্রেণ কচিচ্চ পত্রৈকেনৈবেতি পাঠঃ ॥ ২৮ ॥

মুনে! দশসহস্র গোদান করিলে যে ফল লাভ হয়, কহিয়াছেন, কার্ত্তিকমাসে একটীমাত্র বককুসুমের দ্বারা পূজা করিলে সেই ফল পাওয়া যায় ॥

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও ॥

যদি মনুষ্যগণ কার্ত্তিকমাসে বকফুল দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে জ্ঞানী, উর্দ্ধরেতা ও মুনিগণের গতি দান করেন ॥

কেতকীফুলের বিষয় ॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

কেবল কেতকীফুল দ্বারা গরুড়ধ্বজ মধুসূদনের পূজা করিলেই, তিনি সহস্র-বৎসর পর্য্যন্ত পূজকের প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥

কেতকীবৃক্ষ সমুদ্ভব কুসুম দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিলে, তাঁহার পবিত্রধামে গমন করিবে, যে স্থানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ ॥

সুবর্ণকেতকীপুষ্পং যো দদাতি জনার্দ্দনে।
সুবর্ণদানজং পুণ্যং লভতে স মহামুনে ॥

বিশেষতশ্চাষাঢ়ে তত্রৈব ॥

কেশবঃ কেতকীপুষ্পৈ র্মিথুনস্থে দিবাকরে।
যেনার্চ্চিতঃ সকৃদ্ভক্ত্যা স মুক্তো নরকার্ণবাৎ।
কেতকীপুষ্পমাদায় মিথুনস্থে দিবাকরে।
যেনার্চ্চিতো হরি র্ভক্ত্যা প্রীতো মন্বন্তরং মুনে ॥

শ্রাবণে ॥

কর্করাশি গতে সূর্য্যে কেতকীপত্রকোমলৈঃ।
যে হ্যর্চ্চয়িষ্যন্তি গোবিন্দং সংপ্রাপ্তে দক্ষিণায়নে।

সুবর্ণবৎ যৎ কেতকীপুষ্পং এতেন শুক্লাভং বন্যকেতকং ব্যবচ্ছিন্নং ॥ ২৯ ॥

আরও ॥

যিনি সুবর্ণ বর্ণ কেতকীকুসুম জনার্দ্দনকে দান করেন, হে মহামুনে! তিনি সুবর্ণদানের পুণ্য লাভ করেন ॥

আষাঢ়মাসে বিশেষ ফল, স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

সূর্য্য মিথুন রাশিতে গমন করিলে, যিনি ভক্তি পূর্ব্বক কেতকীফুল দ্বারা একবার মাত্র কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি নরক-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়েন ॥

মুনে! দিবাকর মিথুনরাশি আশ্রয় করিলে, যিনি কেতকীকুসুম লইয়া ভক্তি পূর্ব্বক হরির আরাধনা করেন, হরি এক-মন্বন্তরকাল তাঁহার প্রতি তুষ্ট থাকেন ॥

শ্রাবণমাসে কেতকীর মাহাত্ম্য ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! দক্ষিণায়ন উপস্থিত হইলে পর, যখন সূর্য্য কর্কট-রাশিতে গমন করেন, তখন যাঁহারা কেতকীফুল দ্বারা গোবিন্দের

কৃত্বা পাপসহস্রাণি মহাপাপশতানি চ।
তেঽপি যাস্যন্তি বিপ্রেন্দ্র যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ২৯ ॥
কার্ত্তিকেঽপি তত্রৈব ॥
কার্ত্তিকে কেতকীপুষ্পং দত্তং যেন কলৌ হরেঃ।
দীপদানঞ্চ দেবর্ষে তারিতং স্বকুলাযুতং ॥ ৩০ ॥
কুন্দস্য ॥
স্কান্দে তত্রৈব ॥
অভ্যর্চ্চ্য কুন্দকুসুমৈঃ কেশবং কল্মষাপহং।
প্রযাতি ভবনং বিষ্ণো র্ব্বন্দিতং মুনিচারণৈঃ।
দশমস্কন্ধে চ। সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশবর্ণনে ॥
অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-

দীপদানঞ্চেতি দৃষ্টান্তত্বেন। তস্য কার্ত্তিকে পরমপ্রসিদ্ধমাহাত্ম্যাৎ ॥ ৩০ ॥

রাসক্রীড়ায়াং অন্তর্হিতস্য শ্রীভগবতোঽন্বেষণে বিরহাকুলানাং শ্রীবল্লবীনাং বচনং। অপীতি নির্দ্ধারণে প্রশ্নে বা। ভো এণপত্নি হে সখি বো যুষ্মাকং দৃশাং গাত্রৈঃ শ্রীলোচনা-

অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা যদি সহস্র সহস্র ও শত শত পাপ করিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও সেই লোকে গমন করিবেন, যে স্থানে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত বাস করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

কার্ত্তিকমাসেও স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

হে দেবর্ষে! যিনি কলিতে কার্ত্তিকমাসে হরিকে কেতকী কুসুম এবং দীপদান করিয়াছেন, তিনি আপনার দশসহস্র কুল উদ্ধার করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

কুন্দকুসুমের মাহাত্ম্য ঐ স্কন্দপুরাণের সেই স্থলেই ॥

কুন্দকুসুম দ্বারা পাপহারী কেশবের অর্চ্চনা করিলে মনুষ্য মুনিগণ ও চারণগণের বন্দনীয় বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥

দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বেশ বর্ণনে ॥

গোপীগণ দৃষ্টি প্রসন্ন দেখিয়া হরিণীদিগের শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভাবনা

স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্ব্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

তথা ॥

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেশো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াং।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ৩২ ॥

দ্যবয়বৈঃ। সুনির্ব্বৃতিং পরমানন্দং তন্বন্ সন্ প্রিয়য়া শ্রীরাধয়া সহাচ্যুত ইহ উপগতঃ নিকটং প্রাপ্তঃ। তস্য লিঙ্গমাহুঃ কান্তেতি। কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। এবং রাসক্রীড়ায়াং শ্রীভগবতা সাক্ষাদ্ভূষণভূতকুন্দমালায়া গৃহীতত্বাৎ তয়ৈব চ ভগবদুপগম বিজ্ঞানাত্তৎ প্রিয়ত্বসিদ্ধ্যা মাহাত্ম্যবিশেষঃ সঙ্গতঃ ॥ ৩১ ॥

তথা দিবসান্তরে তাসামেব শ্রীযশোদাং প্রতি বচনং কুন্দেতি। কুন্দস্য দাম্না মালয়া কৃতঃ কৌতুকেন পরমোৎসাহেন। যদ্বা। কৌতুকমুৎসব স্তদ্রূপো বেশো যেন এবং মাহাত্ম্য-

করত কহিতে লাগিলেন, হে এণপত্নীগণ! আমাদের অচ্যুত স্বীয় সুন্দর বদন ও বাহু প্রভৃতি দ্বারা তোমাদের দৃষ্টির তৃপ্তি বিস্তার করত প্রিয়ার সহিত কি সমীপ গত হইয়াছিলেন? কারণ শ্রীকৃষ্ণের কদম্ব-কুসুম মালা যাহা কান্তাঙ্গ-সঙ্গবশতঃ তদীয় কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিতা হইয়াছিল, এখানে তাহারই গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ॥ ৩১ ॥

ঐ দশমস্কন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ ঐ প্রকারে বৃন্দাবন প্রদেশে ক্রীড়া করিয়া সায়াহ্নে গোধন সকল প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক যখন যমুনায় ক্রীড়া করেন, গোপীগণ তাঁহার তৎকালীন সৌভাগ্য বর্ণন করত কহিতেল াগিলেন, হে যশোদে! তোমার বৎস নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনের উৎসবার্থ কৌতুকান্বিত হইয়া কুন্দকুসুমদামে অলঙ্কার পূর্ব্বক হর্ষদ হইয়া যখন ক্রীড়া করেন, সে সময় মন্দবায়ু চন্দনতুল্য সুগন্ধ অথচ সুশীতল স্পর্শ দ্বারা তাঁহার সম্মান করত অনুকূল রূপে বীজন করে, আর গন্ধর্ব্বাদি উপদেবগণ স্তাবক হইয়া বাদ্য, গীত ও

পাবন্তীকুসুমস্য ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং পাবন্তীকুসুমৈর্নরঃ।
হৃষ্টপুষ্টগণাকীর্ণং কাষ্ণং লোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

কর্ণিকারস্য তত্রৈব ॥

কর্ণিকারময়ৈঃ পুষ্পৈঃ কান্তৈঃ কনকসুপ্রভৈঃ।
অর্চ্চয়িত্বাচ্যুতং লোকে তস্য লোকে মহীয়তে ॥

দশমস্কন্ধে চ তত্রৈব ॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।

বিশেষঃ সিদ্ধ এব ॥ ৩২ ॥

পাবন্তী কুন্দভেদঃ হৃষ্ট পুষ্টৈরন্তর্ব্বহিঃ সুখপূর্ণৈঃ গণৈঃ পার্ষদৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তং কাষ্ণং কৃষ্ণসম্বন্ধিনং। হৃষ্টপুষ্ট ইত্যসমস্ত পাঠে নরস্য বিশেষণং। পাঠান্তরং সুগমং ॥ ৩৩ ॥

কর্ণিকারং কর্ণয়োর্বিভ্রদিতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বেশে তস্য বর্ণনেন মাহাত্ম্যতরঃ সিদ্ধএব ॥ ৩৪

পুষ্পবর্ষণাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিতে থাকেন ॥ ৩২ ॥

পাবন্তী কুসুমের মাহাত্ম্য বিষ্ণুপুরাণে ॥

মনুষ্য পাবন্তী কুসুম দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিলে অন্তর্বাহ্য সুখপূর্ণ পার্ষদগণে সমাকীর্ণ কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥

কর্ণিকার ফুলের মাহাত্ম্য ঐ বিষ্ণুপুরাণেই ॥

সুবর্ণ তুল্য সুন্দর কান্তি মনোহর কর্ণিকার ফুলদ্বারা অচ্যুতের অর্চ্চনা করিলে তদীয় লোকে সম্মানের সহিত বসতি হয় ॥

দশমস্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ব্রজাঙ্গনাদিগের মনঃ ক্ষুব্ধ হইল, বলি শ্রবণ কর। গোপীগণ মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ নটবর শরীর ধারণ করিয়া স্বীয় পদে অঙ্কিত রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছময় মুকুট, কর্ণদ্বয়ে

রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥

রক্তশতপত্রিকায়াঃ ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

কুঙ্কুমারুণবর্ণাভ্যাং গন্ধাঢ্যাং শতপত্রিকাং।
যো দদাতি জগন্নাথে শ্বেতদ্বীপাৎ পতেন্নহি।

সেবন্তী পলাশপুষ্পয়োস্তত্রৈব ॥

সেবন্তীকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ কিংশুকৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সমভ্যর্চ্চ হৃষীকেশং জন্মদুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥

কুব্জস্য। তত্রৈব ॥

গন্ধাঢ্যৈর্বিমলৈর্বন্যৈঃ কুসুমৈঃ কুব্জকোদ্ভবৈঃ।

কর্ণিকার, পরিধানে কনকবৎ কপিশ বর্ণ বসন, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা। তিনি স্বয়ং অধরসুধা দিয়া বেণুরন্ধ্র পূরণ করিতেছেন, আর গোপগণ চারিদিকে তদীয় কীর্ত্তি গান করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

রক্তবর্ণ শতপত্রিকার মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

কুঙ্কুমের ন্যায়, অরুণবর্ণ প্রভা, গন্ধযুক্তা শতপত্রিকা যে ব্যক্তি জগন্নাথকে অর্পণ করেন, তাঁহাকে শ্বেতদ্বীপ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় না ॥

সেবন্তী ও পলাশ ফুলের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

পবিত্র সেবন্তী এবং মনোহর পলাশ ফুল দ্বারা হৃষীকেশের অর্চ্চনা করিলে জন্মদুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় ॥

কুব্জকুসুমের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

মনুষ্য গন্ধযুক্ত, শুভ্র, বন-কুব্জকুসুম দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক হৃষীকেশের

ভক্ত্যাভ্যর্চ্চ্য হৃষীকেশং শ্বেতদ্বীপে বসেন্নরঃ ॥
চম্পকস্থ। স্কান্দে তত্রৈব ॥
নীলোৎপলসমং দানং চম্পকস্থ জনার্দ্দনে ॥
তত্রৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
বর্ষাকালে তু দেবেশং কুসুমৈশ্চম্পকোদ্ভবৈঃ।
যে হ্যর্চ্চয়ন্তি নরা ভক্ত্যা সংসারে ন পুনর্গতিঃ ॥
অশোকবকুলয়ো স্তত্রৈব বিষ্ণুরহস্যে ॥
অশোককুসুমৈরগ্র্যৈ র্জন্মশোকভয়াপহং।
পূজয়িত্বা হরিং দেবং যাতি বিষ্ণুমনাময়ং ॥
অন্যচ্চ। স্কান্দে তত্রৈব ॥

জনার্দ্দনে দানং সমর্পণং ॥

অর্চ্চনা করিলে শ্বেতদ্বীপে বাস করিবেন ॥

চম্পকপুষ্পের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থলেই ॥

জনার্দ্দনকে চম্পকপুষ্প দান করিলে নীলোৎপল দানের সমান ফল হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

যে সকল ব্যক্তি বর্ষাকালে চম্পকপুষ্প দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক দেবেশ্বরের অর্চ্চনা করেন,তাঁহাকে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না ॥

অশোক এবং বকুলকুসুমের মাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুরহস্যের সেই স্থলেই ॥

মনোহর অশোককুসুম দ্বারা জন্ম, শোক এবং ভয়-নিবারক দেবেশ্বর হরির পূজা করিলে রোগশূন্য বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ॥

আরও স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

বকুলাশোককুসুমৈ র্যেঽর্চ্চয়ন্তি জগৎপতিং।
তে বসন্তি হরের্লোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
পাটলস্য। তত্রৈব ॥
যোঽর্চ্চয়েৎ পাটলাপুষ্পৈঃ সর্ব্বপাপহরং হরিং।
স পুণ্যাত্মা পরং স্থানং বৈষ্ণবং ব্রজতে ধ্রুবং।
যঃ পুনঃ পাটলাপুষ্পৈ র্বসন্তে গরুড়ধ্বজং।
অর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ ॥
তিলকস্য। বিষ্ণুরহস্যে ॥
তিলকস্যোজ্জ্বলৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য মধুসূদনং।
ধূতপাপ্মা নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
জবায়াঃ। বিষ্ণুরহস্যে ॥
সমুজ্জ্বলৈ র্জবাপুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য জলশায়িনং।

নিরাতঙ্কঃ সংসারাদিভয়রহিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সমুজ্জ্বলৈঃ শুক্লৈঃ তৎ পূজয়ৈব প্রসন্নে সতি। দ্বিতীয়ান্তো বা পাঠঃ। পুরুষোত্তম-

যাঁহারা বকুল এবং অশোককুসুম দ্বারা জগৎপতির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা চতুর্দ্দশ-ইন্দ্রের অধিকার কাল বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥

পাটলপুষ্পের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই ॥

যে ব্যক্তি পাটলপুষ্প দ্বারা সর্ব্বপাপহর হরির আরাধনা করেন, সেই পুণ্যাত্মা নিশ্চয়ই বিষ্ণুর পরমধামে গমন করিয়া থাকেন ॥

যিনি বসন্তকালে পাটলপুষ্প দ্বারা পরমভক্তি সহকারে গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি পাইবেন ॥

তিলকুসুমের মাহাত্ম্য বিষ্ণুরহস্যে ॥

শুভ্র তিলপুষ্পের দ্বারা সম্যক্ প্রকারে মধুসূদনের পূজা করিলে নিষ্পাপ এবং নির্ভয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুচর হইবে ॥ ৩৫ ॥

জবাপুষ্পের মাহাত্ম্য বিষ্ণুরহস্যে ॥

শুভ্র জবাপুষ্প দ্বারা জলশায়ি দেবের অর্চ্চনা করিলে, নির্ভয় এবং

সুপুণ্যাং গতিমাপ্নোতি বীতভীর্বীতমৎসরঃ।
জবাপুষ্পৈঃ পুমান্ ভক্ত্যা সংপূজ্য পুরুষোত্তমং।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি প্রসন্নে গরুড়ধ্বজে॥
অটরূষকস্য। স্কান্দে তত্রৈব॥
অটরূষকপুষ্পৈ র্যঃ পূজয়েৎ জগতাং পতিং।
স পুণ্যবান্নরো যাতি বিষ্ণো স্তৎপরমাং গতিং॥ ৩৬॥
কুসুম্ভস্য। তত্রৈব॥
কুসুম্ভকুসুমৈর্হৃদ্যৈ র্যে হ্যর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং।
তেষাং মমালয়ে বাসঃ প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ॥ ৩৭॥
মল্লিকায়াঃ। স্কান্দে তত্রৈব॥

মিতি বিশেষণং॥ ৩৬॥
মম ব্রহ্মণঃ॥ ৩৭॥

নির্ম্মৎসর হইয়া সাতিশয় পবিত্র গতি লাভ করে॥

যে পুরুষ জবাকুসুম দ্বারা যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক গরুড়ধ্বজের পূজা করেন তিনি প্রসন্ন হওয়াতে তিনিও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন॥

অটরূষকের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই॥

যে ব্যক্তি অটরূষককুসুম দ্বারা জগৎপতির পূজা করেন, সেই পুণ্যাত্মা বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিবেন॥

কুসুম্ভপুষ্পের মাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই॥

যিনি মনোহর কুসুম্ভকুসুম দ্বারা জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করেন, চক্রপাণির অনুগ্রহে আমি যে, ব্রহ্মা আমার আলয়ে তাঁহার বাস হয়॥ ৩৭

মল্লিকার মাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই॥

মল্লিকাপুষ্পজাতীনাং যূথিকায়াস্তথৈব চ।
তথা কুব্জকজাতীনাং ফলস্যার্দ্ধং প্রকীর্ত্তিতং।
তত্রৈব। শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
সুগন্ধৈ র্মল্লিকাপুষ্পৈরর্চ্চয়িত্বা ঽচ্যুতং নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ৩৮॥
মল্লিকাকুসুমৈর্দ্দেবং বসন্তে গরুড়ধ্বজং।
যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দহেৎ পাপং ত্রিধার্জ্জিতং॥ ৩৯॥
কুন্তীপুষ্পস্য। স্কান্দে তত্রৈব॥
কুন্তীপুষ্পস্তু দেবর্ষে যঃ প্রযচ্ছেজ্জনার্দ্দনে।
সুবর্ণপলমাত্রস্তু পুষ্পে পুষ্পে ভবেন্মুনে॥

ফলস্য পূর্ব্বমুক্তস্য নীলোৎপলার্পণস্য তত্র তথৈব ক্রমপাঠাৎ॥ ৩৮॥
ত্রিধেতি মহাপাতকাদি ভেদেন কায়িকাদি ভেদেন বা॥ ৩৯॥

মল্লিকা-জাতীয় কুসুম, যূথিকা এবং কুব্জজাতীয় কুসুমের ফল, পূর্ব্বোক্ত নীলোৎপল দানের ফলের অর্দ্ধেক ফল বলিয়াছেন॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে॥

মনুষ্য সুগন্ধি মল্লিকাপুষ্প দ্বারা অচ্যুতের অর্চ্চনা করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হওত বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত অবস্থিতি করেন॥ ৩৮॥

যে ব্যক্তি বসন্তকালে মল্লিকাকুসুম দ্বারা পরমভক্তি সহকারে গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করেন, তিনি কায়, মন ও বাক্য দ্বারা উপার্জিত ত্রিবিধ পাপ দাহ করেন॥ ৩৯॥

কুন্তীপুষ্পের মাহাত্ম্য॥

ঐ স্কন্দপুরাণের সেই স্থলেই॥

দেবর্ষে! যে ব্যক্তি জনার্দ্দনকে কুন্তীকুসুম নিবেদন করেন, তাঁহার প্রতিকুসুমে একপল স্বর্ণ দানের ফল হয়॥

গোকর্ণাদীনাং বিষ্ণুরহস্যে ॥

গোকর্ণনাগকর্ণাভ্যাং তথা বিল্লাতকেন চ।
অর্চ্চয়িত্বাঽচ্যুতং দেবং দেবানামধিপো ভবেৎ।
অঞ্জলী বোতকীপুষ্পৈঃ কুষ্মাণ্ডতিমিরোদ্ভবৈঃ।
অলং কৃত্বা নরঃ কৃষ্ণং কৃতার্থো হরিলোকভাক্ ॥

দূর্ব্বাদিপুষ্পাণাং। স্কান্দে তত্রৈব ॥

গৃহদূর্ব্বাভবৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ।
ভূধরং সমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নরঃ ॥

বিষ্ণুরহস্যে চ ॥

শরদূর্ব্বাময়ৈঃ পুষ্পৈস্তথা কাশকুশোদ্ভবৈঃ।
ভুবনেশমলঙ্কৃত্য বিষ্ণুলোকে ব্রজেন্নর ইতি।

নাগকর্ণঃ হস্তিকর্ণেতি প্রসিদ্ধঃ অঞ্জলী শ্যামপুষ্পং বোতকী বোতকীবো ইতি প্রসিদ্ধা। তিমিরা ত্রিঁতরেতি প্রসিদ্ধা ॥ ৪০ ॥

গোকর্ণ প্রভৃতির মাহাত্ম্য, বিষ্ণুরহস্যে ॥

গোকর্ণ, নাগকর্ণ এবং বিল্লাতক পুষ্প দ্বারা অচ্যুত দেবকে পূজা করিলে দেবগণের অধিপতি হইবে ॥

অঞ্জলী, বোতকী, কুষ্মাণ্ড এবং তিমিরোদ্ভব পুষ্প দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভূষিত করিলে মনুষ্য কৃতার্থ হইয়া গোলকে গমন করিবে ॥

দূর্ব্বাদিপুষ্প সকলের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থলেই ॥

গৃহদূর্ব্বার পুষ্প, কাশপুষ্প ও কুশপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুকে অলঙ্কৃত করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥

বিষ্ণুরহস্যেও ॥

শরফুল, দূর্ব্বাপুষ্প, কাশপুষ্প, কুশপুষ্প দ্বারা ভুবনেশ্বর বিষ্ণুকে অলঙ্কৃত করিলে মনুষ্য বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥

বর্ণভেদেন পুষ্পাণাং ফলভেদশ্চ দর্শিতঃ।
তথা তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং মালায়া মহিমাধিকঃ ॥
তথা চ স্কান্দে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥
শ্বেতৈঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
কামানবাপ্নুয়াল্লোকে পীতৈর্দেবং সমর্চ্চয়ন্।
শত্রূণামভিচারেষু তথা কৃষ্ণৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥
বিষ্ণুরহস্যে চ ॥
স্বর্ণলক্ষাধিকং পুষ্পং মালা কোটিগুণাধিকা।
দত্তা ভবতি কৃষ্ণায় নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈরিতি।
মল্লিকান্তু দিবারাত্র্যোর্নক্তং সম্পাকযূথিকে।
নন্দ্যাবর্ত্তং চার্দ্ধরাত্রে মালতীং প্রাতরেবহি।

বর্ণভেদে কুসুম সকলের ফলভেদও দেখাইয়াছেন এবং ঐ সকল, ফুলের মালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলে মহিমা অধিক হয় তাহাও প্রদর্শ করিয়াছেন ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মনুষ্য শ্বেতপুষ্প দ্বারা হরিপূজা করিলে মোক্ষ লাভ করিবে। পীত পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে সংসারে তাহার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইবে। শত্রুর প্রতি অভিচার করিতে ইচ্ছা হইলে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

লক্ষ সুবর্ণ দান না করিয়া মনুষ্য যদি ভক্তিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে কুসুম দান করে, তাহা হইলে তাহার ফল অধিক হয়। কুসুমের আবার মালা গ্রন্থন করিয়া দিলে কোটিগুণ অপেক্ষাও অধিক ফল হইয়াথাকে ॥

মল্লিকাকুসুম দিবা রাত্রিতে ভগবানকে নিবেদন করিতে পাবিবে, সোঁদালি এবং যূথিকা রাত্রিতে, নন্দ্যাবর্ত্ত অর্দ্ধরাত্রে, মালতী কেবল

ইতরাণি চ পুষ্পাণি দিবা ভগবতে হর্পয়েৎ।
এবং কেচিচ্চ মন্যন্তে পূজাবিধিবিশারদাঃ॥
কিঞ্চ॥
প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী করবীরমহর্নিশং।
জলজং সপ্তরাত্রাণি ষণ্মাসন্তু বকং তথা॥ ইতি॥
অবচায়োত্তরে কালে জ্ঞেয়মেতদ্বিচক্ষণৈঃ॥ ৪০॥
অথ পুষ্পমণ্ডপাদি॥
পুষ্পাণাং মণ্ডপং ছত্রং বিতানং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
দোলাদিকঞ্চ নির্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পয়েৎ॥
অথ পুষ্পমণ্ডপমাহাত্ম্যং॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
কৃষ্ণবেশ্মনি যঃ কুর্য্যাৎ স্বরূপং পুষ্পমণ্ডপং।

স্বরূপং সুন্দরং মঞ্চকং পর্য্যঙ্কং॥ ৪১॥

প্রাতঃকালে। অন্যান্য কুসুম সমুদায়ই কেবল দিবাতেই প্রদান করিতে পারিবে। কোন কোন পূজাবিশারদ পণ্ডিত এই রূপ কহিয়াথাকেন॥

আরও॥

জাতী এক প্রহর কাল থাকে। করবীর দিবারাত্রি। পদ্ম সাত রাত্রি। এবং বক ছয় মাস। পণ্ডিতগণ জানিবেন চয়ন করিবার পর এই প্রকার হইয়াথাকে॥ ৪০॥

অথ পুষ্পমণ্ডপাদি॥

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পুষ্পের মণ্ডপ, ছত্র, বিতান এবং দোলাদি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবেন॥

অথ পুষ্পমণ্ডপমাহাত্ম্য॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের গৃহে সুন্দর পুষ্পমণ্ডপ রচনা করেন, তিনি কুসুম-

স পুষ্পকবিমানৈস্তু কোটীভিঃ ক্রীড়তে দিবি ॥
তত্রৈব স্কান্দে চ ॥
কৃত্বা পুষ্পগৃহং বিষ্ণোঃ পুষ্পৈর্ব্বা তদ্বিতানকং।
ফলেন যোগমায়াতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥
কেশবোপরি যঃ কুর্য্যাচ্ছত্রং বা পুষ্পমণ্ডপং।
পুষ্পৈস্তন্মঞ্চকং বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহং।
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যো মহাভোগৈঃ ক্রীড়ারতিসমন্বিতৈঃ ॥
নিত্যন্তু মোদতে স্বর্গে স নরো নাত্র সংশয়ঃ ॥
বিশেষতঃ কার্ত্তিকে। স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম নারদসম্বাদে ॥
মালতীমালয়া যেন কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপং।
কেশবস্য গৃহে চক্রে ন ময়া বিদিতং ফলং ॥ ৪১ ॥

রচিত কোটি বিমান দ্বারা স্বর্গে ক্রীড়া করেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্কন্দপুরাণেও ॥

পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর গৃহ এবং ঐ গৃহের শয্যা রচনা করিলে রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি কেশবের উপরিভাগে পুষ্পচ্ছত্র বা পুষ্পমণ্ডপ অথবা তাঁহার পর্য্যঙ্ক নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার পুণ্যের কথা আমি বলিতেছি ॥

সেই মনুষ্য ঐশ্বর্য্য, বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগ, ক্রীড়া, এবং বিহার প্রাপ্ত হইয়া নিত্য স্বর্গে বাস করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি মালতী দ্বারা কার্ত্তিকমাসে কেশবের গৃহে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার যে কি ফল হইয়াছে আমি তাহা জানি না ॥ ৪১ ॥

অথ স্বর্ণাদিপুষ্পাণি ॥

স্বর্ণরত্নাদিপুষ্পৈশ্চ ভগবন্তং সমর্চ্চয়েৎ।
ন চ নির্ম্মাল্যতাং যান্তি তানি তন্মুহুরর্পয়েৎ ॥

তথাচোক্তং দেব্যা ॥

ন নির্ম্মাল্যং হেমপুষ্পমর্পয়েদর্পিতং সদা ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্কান্দে চ ॥

কৃত্রিমাণ্যনুলেপানি গন্ধেনাতিসুগন্ধিনা।
ধূপেন পটবাসেন চন্দনাদ্যনুলেপনৈঃ ॥ ৪৩ ॥

অথ স্বর্ণপুষ্পাদিমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ॥

স্বর্ণপুষ্পার্চ্চিতো যস্য গৃহে তিষ্ঠতি কেশবঃ।

তৎ তস্মাৎ ॥ ৪২ ॥

স্বর্ণাদিপুষ্পাণামর্পণপ্রকারং লিখতি কৃত্রিমাণীতি কৃত্রিমাণি সুবর্ণপুষ্পাদীনি ধূপেন পটবাসেন চ সুগন্ধি দ্রব্যপূর্ণেন বিশিষ্টানি ॥ ৪৩ ॥

স্বর্ণপুষ্পৈরর্চ্চিতঃ অভিষিক্তঃ এবং পুষ্পপ্রাচুর্য্যমুক্তং। পাঠান্তরং সুগমং। তস্মিন্বেত্য

অথ স্বর্ণাদি পুষ্প ॥

স্বর্ণ এবং রত্নাদি নির্ম্মিত পুষ্পদ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবে। ঐ সকল পুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না, পুনরায় নিবেদন করিতে পারিবে ॥

ভগবতী ইহাই বলিয়াছেন ॥

স্বর্ণপুষ্প নির্ম্মাল্য হয় না, অর্পণ করা হইলেও পুনঃ পুনঃ অর্পণ করিতে পারিবে ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এবং স্কন্দপুরাণে ॥

অতিশয় সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য, ধূপ, কর্পূরচূর্ণ এবং চন্দনাদি অনুলেপ দ্রব্যের সহিত স্বর্ণাদিনির্ম্মিত কৃত্রিম পুষ্প সকল নিবেদন করিবে ॥৪৩॥

অথ স্বর্ণপুষ্পাদি মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ॥

যে ব্যক্তির গৃহে স্বর্ণপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কেশব অবস্থিতি

তস্যৈব পাদরজসা শুদ্ধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলং ॥ ৪৪

সুবর্ণপুষ্পৈরভ্যর্চ্য রাজসূয়ফলং লভেৎ।

রত্নৈর্দেবমথাভ্যর্চ্য রাজা ভবতি ভূতলে ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

পুষ্পজাতিষু সর্ব্বাসু সৌবর্ণং পুষ্পমুত্তমমিতি ॥ ৪৫ ॥

এবমুক্তৈরনুক্তৈশ্চ শোভাঢ্যৈর্ব্বা সুগন্ধিভিঃ।

সংপূজ্যো ভগবান্ পুষ্পৈর্ন নিষিদ্ধৈস্তু দুঃখদৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অথ নিষিদ্ধানি পুষ্পাণি ॥

ত্রায়ং ভাবঃ। যস্য পাদরজোমাত্রেণ জগৎপবিত্রং স্যাত্তস্য স্বর্গাদি ফলান্তরং কিয়ন্মাত্রং শ্রীশ্রীভগবৎপার্ষদবর এবাসাবিতি ॥ ৪৪ ॥

রত্নৈঃ রত্নময়পুষ্পৈঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুক্তৈঃ শাস্ত্রোক্তব্যতিরিক্তৈঃ। যদি চ তানি শোভাবন্তি সুগন্ধীনি বা ভবন্তি তদা-তৈশ্চ সংপূজ্য ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধৈস্তু ন সংপূজ্যঃ যতো দুঃখদৈঃ ॥ ৪৬ ॥

করেন, সেই ব্যক্তিরই পাদধূলি দ্বারা ভূমণ্ডল পবিত্র হয় ॥ ৪৪ ॥

সুবর্ণপুষ্প দ্বারা কেশবের অভ্যর্চ্চনা করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। রত্নপুষ্প দ্বারা কেশবকে পূজা করিলে পৃথিবীতে রাজা হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শিব এবং উমার সম্বাদে ॥

যত প্রকার পুষ্পজাতি আছে সর্ব্বাপেক্ষা সুবর্ণ পুষ্প শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৫ ॥

যে সকল পুষ্প উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে সকল উল্লেখ করা নাও হইয়াছে, তৎসমুদায়ও যদি দেখিতে সুন্দর বা সুগন্ধি হয়, তাহা হইলেই ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে। কিন্তু যে সকল পুষ্প নিষেধ করা হইয়াছে কিম্বা যে সকল দান করিলে ভগবানের দুঃখজনক হইবে, সে সকল অর্পণ করিবে না ॥ ৪৬ ॥

অথ নিষিদ্ধ পুষ্প সকল ॥

তত্র সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

শ্মশানচৈত্রদ্রুমজং ভূমৌ বাপি নিপাতিতং।
কলিকা চ ন দাতব্যা দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
শুক্লান্যবর্ণকুসুমং ন দেয়ঞ্চ তথা ভবেৎ।
সুগন্ধি শুক্লং দেয়ং স্যাজ্জাতং কণ্টকিনো দ্রুমাৎ।
দত্ত্বা কণ্টকিসম্ভূতমনুক্তং পরিভূয়তে।
অনুক্তরক্তকুসুমাদসৌভাগ্যমবাপ্নুয়াৎ।
উগ্রগন্ধি তথা দত্ত্বা নিত্যমুদ্বেগমাপ্নুয়াৎ।
অগন্ধি দত্ত্বা বাপ্নোতি হ্যশুভং পরমং নরঃ ॥

তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে ॥

উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যায়তনজাতানি কণ্টকীনি তথৈবচ ॥ ৪৭ ॥

চৈত্যদ্রুমো নাম বদ্ধবেদিকতলঃ পূজ্যো বৃক্ষঃ অনুক্তং পূর্ব্বোক্তাদিতরৎ ॥ ৪৭ ॥

সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উল্লেখ করিয়াছেন ॥

শ্মশানবৃক্ষজাত বা চৈত্যবৃক্ষজাত অর্থাৎ যে বৃক্ষের তলা বান্ধান এবং পূজা করা হয়, তাহার পুষ্প, ভূমিতে পতিত পুষ্প এবং কলিকা এ সমস্ত দেবদেব চক্রপাণিকে নিবেদন করিবে না ॥

শুক্লবর্ণ ভিন্ন অন্যবর্ণের পুষ্প নিবেদন করিবে না। কণ্টকবৃক্ষজাত পুষ্প, শুক্লবর্ণ এবং সুগন্ধি হইলে দিবে। যে সকল কণ্টকবৃক্ষজাত পুষ্পের বিধান করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অর্পণ করিলে মনুষ্য দুঃখ পাইবে, যে সকল রক্তপুষ্প উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অর্পণ করিলে অসৌভাগ্য লাভ হইবে। তীক্ষ্ণগন্ধযুক্ত পুষ্প নিবেদন করিলে নিত্য উদ্বেগ যুক্ত থাকিবে। গন্ধহীন পুষ্প নিবেদন করিলে অতিশয় অমঙ্গল হইবে ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেরই তৃতীয়কাণ্ডে ॥

তীক্ষ্ণগন্ধি বা গন্ধহীন পুষ্প নিবেদন করিবে না। অন্যের গৃহজাত এবং কণ্টকীবৃক্ষজাত পুষ্পও দিবে না ॥ ৪৭ ॥

রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞা শ্চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
যানি শ্মশানজাতানি তথা চাকালজানি চ।
দানং বিবর্জয়েদযত্নাৎ পুষ্পাণামপ্যগন্ধিনাং।
নারদীয়ে রাক্ষসীশপথে ॥
পারক্যারামজাতৈশ্চ কুসুমৈরর্চ্চয়েৎ সুরান্।
তেন পাপেন লিপ্যেয়ং যদ্যেতদনৃতং বদে ॥
জ্ঞানমালায়াং ॥
কলিকাভি স্তথা নেজ্যং বিনা চম্পকজৈঃ শুভৈঃ।
শুষ্কৈ র্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরপীতি ॥ ৪৮ ॥
জাতিযূত্যো স্তথা মল্লী নবমালিকয়োরপি।
কলিকাভির্হরে র্ভক্তৈঃ সৌরভ্যাৎ কৈশ্চিদিষ্যতে ॥
বিষ্ণুরহস্যে ॥

ধর্ম্মজ্ঞা ইতি পাঠে হে ধর্ম্মজ্ঞা ইতি তত্রত্যানাং সম্বোধনং ॥ ৪৮ ॥

হে ধার্ম্মিকগণ! যে সকল পুষ্প রক্তবর্ণ, যে সকল পুষ্প শ্মশান-বৃক্ষজাত বা চৈত্যবৃক্ষজাত কিম্বা যে সকল অকালে জাত, আর যে সকলের গন্ধ নাই, সে সকল পুষ্প কখনই নিবেদন করিবে না ॥

নারদপুরাণে রাক্ষসীর শপথে ॥

যদি আমি ইহা মিথ্যা বলি, তাহা হইলে পরকীয় আরামজাত পুষ্প দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করিলে যে পাপ হয়, আমি সেই পাপে লিপ্ত হইব ॥

জ্ঞানমালায় ॥

চম্পক ভিন্ন অন্য পুষ্পের কলিকাদ্বারা পূজা করিবে না, শুষ্ক পত্র, পুষ্প বা ফলদ্বারাও বিষ্ণুর পূজা করিবে না ॥

জাতি, যূথি, মল্লিকা এবং নবমল্লিকা এই সকল পুষ্পের কলিকারও গন্ধ অত্যুৎকৃষ্ট, এজন্য হরির কোন কোন ভক্ত নিবেদন করিতে বলেন ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

ন শুক্লৈঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং কুসুমৈ র্ন মহীগতৈঃ ।
নাবিশীর্ণদলৈঃ ক্লিষ্টৈ র্ন চৈবাশুবিকাশিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥
পাদ্মে ॥
কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ ।
বর্জয়েদূর্ণানাভেন বাসিতং যদি শোভনং ।
গন্ধবন্ত্যপবিত্রাণি উগ্রগন্ধীনি বর্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥
গন্ধহীনমপি গ্রাহ্যং পবিত্রং যৎ কুশাদিকং ॥
বৈহায়সপঞ্চরাত্রে ॥
চতুষ্পথ শিবাবাস শ্মশানাবনিমধ্যতঃ ।

আশুবিকাশিতৈঃ বলাদ্বিকাশিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

কীটস্য কোষরূপাবাসেন অপবিদ্ধানি দূষিতানি পুষ্পাণি শীর্ণানি পর্য্যুষিতানি চ। যদ্যপি শোভনমুত্তমং অপবিত্রাণি চেৎ গন্ধবন্ত্যপি পুষ্পাণি বর্জয়েৎ ॥ ৫০ ॥

চতুষ্পথাদে রবনির্ভূমি স্তন্মধ্যান্নগৃহ্নীয়াৎ ॥ ৫১ ॥

শুক্লবর্ণ পুষ্পও যদি ভূমিতে পতিত হয়, তথাপি তদ্দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে না। আর যে সকল পুষ্পের দল বিকশিত হয় নাই, যে সকল ক্লিষ্ট এবং যে সকলকে বলপূর্ব্বক বিকশিত করা গিয়াছে, সে সকল পুষ্পদ্বারাও পূজা করিবে না ॥ ৪৯ ॥

পদ্মপুরাণে ॥

অন্তরে কীটকোষ রূপে বাস করাতে যে সকল পুষ্প দূষিত হইয়াছে, যে সকল পুষ্প শীর্ণ ও পর্য্যুষিত এবং যে সকল পুষ্পে মাকড়শায় জাল করিয়াছে সে সকল পুষ্প দিবে না। অপবিত্র সুগন্ধি পুষ্প বা তীক্ষ্ণগন্ধি পুষ্পও প্রদান করিবে না ॥ ৫০ ॥

কুশাদি পুষ্পের গন্ধ নাই, কিন্তু পবিত্র, একারণ তৎসমুদায় নিবেদন করিবে ॥

বৈহায়সপঞ্চরাত্রে ॥

বিষ্ণুপূজার নিমিত্ত চতুষ্পথ, শিবের নিবাসস্থান এবং শ্মশানভূমি

সুগন্ধি ফলপুষ্পাণি নাদদীতার্চ্চনে হরেঃ ॥ ৫১ ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

ন বিশীর্ণদলৈঃ শ্লিষ্টৈ র্নাশুভৈ র্নাবিকাশিভিঃ।
পূতিগন্ধ্যুগ্রগন্ধীনি অম্লগন্ধানি বর্জয়েৎ ॥ ৫২ ॥
কীটকোষোপবিদ্ধানি শীর্ণপর্য্যুষিতানি চ।
ভগ্নপত্রঞ্চ ন গ্রাহ্যং কৃমিদুষ্টং ন চাহরেৎ।
বর্জয়েদূর্ণনাভেন বাসিতং যদি শোভনং।
স্থলস্থং নোদ্ধরেৎ পুষ্পং ছেদয়েজ্জলজং ন তু।
যানি স্পৃষ্টানি চাস্পৃশ্যৈ র্লোকাযুক্তৈশ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

অত্রাপবাদঃ ॥

জ্ঞানমালায়াং ॥

বিশীর্ণ দলাদিভিঃ পুষ্পৈ র্ন পূজা কার্য্যেতি শেষঃ। শ্লিষ্টৈঃ অন্যোন্যসংলগ্নৈঃ ॥ ৫২ ॥ নোদ্ধরেৎ মূলতোনোৎপাটয়েৎ। লোকে অযুক্তৈ র্নিন্দ্যৈশ্চ স্পৃষ্টানি পুষ্পাণি বর্জয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

হইতে সুগন্ধি ফল পুষ্প গ্রহণ করিবে না ॥ ৫১ ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে ॥

যে সকল পুষ্পের দল শীর্ণ, যে সকল পুষ্পের দল পরস্পর সংলগ্ন, যে সকল পুষ্প অপবিত্র বা যে সকল পুষ্প বিকশিত হয় নাই, সে সকল পুষ্প দিয়া পূজা করিবে না, পূতিগন্ধি, তীক্ষ্ণগন্ধি, পুষ্প দিবে না ॥ ৫২ ॥

অভ্যন্তরে কীটকোষ থাকাতে দূষিতপুষ্প আহরণ করিবে না। যাহার মধ্যে মাকড়শা বাস করিতেছে, সে পুষ্প দেখিতে সুন্দর হইলেও গ্রহণ করিবে না। স্থলস্থ পুষ্প সমূলে উৎপাটন করিবে না। জলজাত পুষ্প ছেদন করিবে না। যে সকল পুষ্পে অস্পৃশ্য বা লোকনিন্দনীয় সামগ্রী স্পর্শ হইয়াছে, সে সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৩ ॥

এই বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা ॥

জ্ঞানমালায় ॥

ন পর্য্যুষিতদোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পাকে ।
তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥
ন গৃহে করবীরৈস্তৈঃ কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিং ।
পতিতৈর্মুকুলৈর্ম্লানৈঃ শ্বাসৈর্বা জন্তুদূষিতৈঃ ।
আঘ্রাতৈরঙ্গসংস্পৃষ্টৈর্দূষিতৈশ্চৈব নার্চ্চয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
অথ বিশেষতো নিষিদ্ধানি ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ॥
ক্রকরস্য চ পুষ্পাণি তথা ধুস্তূরকস্য চ ।
কৃষ্ণঞ্চ কুটজং চার্কং নৈব দেয়ং জনার্দ্দনে ॥ ৫৫ ॥

গৃহে যঃ করবীরঃ শ্বেতপুষ্পো রক্তপুষ্পশ্চ তৎস্থৈ স্তদীয়ৈরিত্যর্থঃ । অতএবোক্তং বারাহে বন্ধূক করবীরেচ ন গৃহে রোপয়েৎ কচিদিতি । শ্বাসৈর্জন্তুভির্ব্বা দূষিতৈরিত্যর্থঃ । অঙ্গেন স্বীয় হস্ত ব্যতিরিক্তেন গাত্রেণ সংস্পৃষ্টৈঃ দূষিতৈশ্চ নিন্দিতৈঃ ॥ ৫৪ ॥

ক্রকরস্য করবীরস্য ॥ ৫৫ ॥

পদ্ম, উৎপল, তুলসী, বক ও বকুল পুষ্প, আর বিল্বপত্র ও গঙ্গা-জল পর্য্যুষিত হইলে দোষ হয় না ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

গৃহস্থিত শ্বেত বা রক্ত করবীর বৃক্ষজাত পুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিবে না। ভূমি পতিত অপ্রস্ফুটিত ম্লান, শ্বাস বা জন্তুদ্বারা দূষিত, আঘ্রাত, অঙ্গসংস্পৃষ্ট অর্থাৎ পাদাদি পতিত বা নিন্দনীয় পুষ্প দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না ॥ ৫৪ ॥

অথ বিশেষতঃ নিষিদ্ধ পুষ্প সকল ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ॥

করবীর পুষ্প, ধুস্তুর পুষ্প, কৃষ্ণবর্ণ কুটজ পুষ্প এবং অর্ক কুসুম জনার্দ্দনকে নিবেদন করিবে না ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চান্যত্র ॥

নার্কং নোন্মত্তকং ঝিণ্টিং তথৈব গিরিকর্ণিকাং।
ন কণ্টকারিকাপুষ্পং অচ্যুতায় নিবেদয়েৎ।
কূটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষঞ্চ জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ঞ্চোগ্রং নিঃসত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

যেঽর্চ্চয়ন্তি ত্রিলোকেশমর্কপুষ্পৈর্জনার্দ্দনং।
তেভ্যঃ ক্রুদ্ধো ভয়ং দুঃখং ক্রোধং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি।
উন্মত্তকেন যে মূঢ়াঃ পূজয়ন্তি ত্রিবিক্রমং।
উন্মাদং দারুণং তেভ্যো দদাতি গরুড়ধ্বজঃ।
কাঞ্চনারয়বৈঃ পুষ্পৈর্যে হর্চ্চয়ন্ত্যসুরদ্বিষং।
দারিদ্র্যদুঃখবহুলং তেষাং বিষ্ণুঃ প্রযচ্ছতি।
গিরিকর্ণিকয়া বিষ্ণুং যে হর্চ্চয়ন্ত্যবুধা নরাঃ।

নিঃসত্বমিতি পাঠে নিঃসত্বতামিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

আরও অন্যস্থলে ॥

অর্ক, ধুস্তূর, ঝিণ্টী, গিরিকর্ণিকা এবং কণ্টকারি কুসুম বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে না। কূটজ, শাল্মলী এবং শিরীষ কুসুম যদি জনার্দ্দনকে নিবেদন করা যায় তাহা হইলে মহৎভয় ও দৌর্ব্বল্য ঘটে ॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থলেই ॥

যাঁহারা অর্কফুল দ্বারা ত্রিলোকনাথ জনার্দ্দনের পূজা করেন, বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভয়, দুঃখ এবং দণ্ড প্রদান করেন ॥

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি ধুস্তূর কুসুম দ্বারা ত্রিবিক্রমের পূজা করেন, গরুড়ধ্বজ তাঁহাদিগকে দারুণ উন্মাদ প্রদান করেন। যাহারা কাঞ্চনা-কার ফুল সকল দ্বারা দৈত্যারির পূজা করে, বিষ্ণু তাহাদিগকে বহুতর দারিদ্র দুঃখ ভোগ করান ॥

যে সকল মনুষ্য গিরিকর্ণিকা দ্বারা বিষ্ণুপূজা করে, মধুসূদন ভয়ানক

তেষাং কুলক্ষয়ং ঘোরং কুরুতে মধুসূদনঃ। ইতি ॥ ৫৬ ॥

অথ পুষ্পগ্রহণকালাদি ॥

মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য কুসুমৈস্তু সমাহৃতৈঃ।
নৈব সংপূজয়েদ্বিষ্ণুং যন্নিষিদ্ধানি তান্যপি ॥ ৫৭ ॥

তথাচ স্কান্দে। তত্রৈব ॥

স্নানং কৃত্বা তু যৎ কিঞ্চিৎ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ নরাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি পিতরঃ খলু বৈ দ্বিজ।
ঋষয়স্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মী ভবতি কাষ্ঠবৎ। ইতি ॥ ৫৮ ॥
কুসুমানামলাভে তু চৌর্য্যাদানং ন দুষ্যতি।
দেবতার্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥

অপি-শব্দঃ পূর্ব্বনিষিদ্ধাপেক্ষয়া সমুচ্চয়ে তানি মধ্যাহ্নস্নানানন্তরমাহৃতানি কুসুমানি ॥ ৫৭ ॥

খল্বিতি সমুচ্চয়ে পিতরশ্চ ন গৃহ্ণন্তি ভস্মী ভবতি বিফলং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

ধর্ম্মার্জিত ধনক্রীতৈরিত্যাদিবচনৈর্ন্যায়োপার্জিতানি কুসুমানি দেবপূজায়াং বিহিতানি তত্র ধনাদ্যভাবে কিং কর্ত্তব্যং তত্র লিখতি কুসুমানামিতি। চৌর্য্যেণ আদানং গ্রহণং অস্তেয়মিতি চৌর্য্যেণানীতমপি চোরিতং ন ভবতি। অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। যথা কথঞ্চিদাহৃত্য কুসুমৈরর্চ্চয়েদ্ধরিমিতি ॥ ৫৯ ॥

রূপে তাহাদিগের কুল বিনাশ করেন ॥ ৫৬ ॥

অথ কুসুমচয়নের কালাদি ॥

মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া যে পুষ্প চয়ন করা হইবে, তদ্দ্বারা এবং নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে না ॥ ৫৭ ॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থলেই কথিত হইয়াছে ॥

হে দ্বিজ! মনুষ্য স্নান করিয়া যে কোন পুষ্প চয়ন করিবে, দেবগণ এবং পিতৃগণ কখনই সে পুষ্প গ্রহণ করেন না, ঋষিরাও উহা গ্রহণ করেন না, উহা কাষ্ঠের ন্যায় ভস্ম হইয়া যায় ॥ ৫৮ ॥

পুষ্প অপ্রাপ্য হইলে চুরি করিয়া আনিলে দোষ হয় না। মনু কহিয়াছেন,—দেবতার নিমিত্ত পুষ্প চুরি, চুরি নহে ॥ ৫৯ ॥

তথা কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং ॥

পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে।
অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৬০ ॥
গ্রহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজাঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞাপ্য কেবলমিতি ॥ ৬১ ॥
বিহিতেষু নিষিদ্ধানাং বিহিতালাভতো মতং।

অদত্তস্যাপ্যাদানং ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব বিশেষমাহ। গ্রহীতব্যানীতি। এবং ভগবদর্থমেব শাকাদীনামাদানমদুষ্টমিতি জ্ঞেয়ং স্বার্থেতু দোষ এব। তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রো হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ। ইতি। অতএব তত্রৈব। তৃণং বা যদি বা শাকং মূলম্বা জলমেব বা। পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যত ইতি ॥ ৬১ ॥

ননু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে অন্যায়তন জাতানি পুষ্পাণি নিষিদ্ধানি। স্কান্দাদৌ চ কণ্টক্যাদীনি বিহিতানি সন্তি। তথা বামনপুরাণাদৌ বন্ধূকজবাপুষ্পয়োর্নিষেধঃ শ্রূয়তে তে চাত্র বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদৌ বিহিতে এব ইত্যেবমাদিবিরোধে কথং ব্যবহর্ত্তব্যং তত্র লিখতি বিহিতেষ্বিতি। শাস্ত্রৈর্বিহিতেষু কুসুমেষু মধ্যে নিষিদ্ধানাং কুসুমানামুপাদানং গ্রহণং বিহিতানামলাভতো হেতোঃ অলাভে বা সতি মতং বুধৈঃ। বিহিতানাং লাভে সতি চ তানি নিষিদ্ধানি ন গ্রাহ্যাণ্যেব। যানি চ কেবলং সর্ব্বত্র নিষিদ্ধান্যেব তেষাং কদাচিদপ্যুপাদানং ন

কূর্ম্মপুরাণের ব্যাসগীতায় কথিত হইয়াছে ॥

প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন, পুষ্প, শাক, জল, কাষ্ঠ, মূল, ফল ও তৃণ কেহ না দিলেও আনয়ন করিলে চুরি করা হয় না ॥ ৬০ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! দেবার্চ্চনার নিমিত্ত না বলিয়া কেবল একজনের আরাম হইতে নিয়ত পুষ্প লইবে না ॥ ৬১ ॥

যে সকল পুষ্প শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে আবার যে গুলির নিষেধ কহিয়াছেন,বিহিত পুষ্প না মিলিলে ঐ সকল নিষিদ্ধ পুষ্প গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু যে সকল একেবারে নিষিদ্ধ, সে

কুসুমানামুপাদানং নিষিদ্ধানাং ন কর্হিচিৎ ॥৬২ ॥
বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈস্তু বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
নিষিদ্ধপুষ্পসংগ্রহশ্লোকৌ ॥
ক্লিষ্টং পর্য্যুষিতঞ্চ ভূমিপতিতং ছিদ্রঞ্চ কীটান্বিতং
যৎ কেশোপহতঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্চোগ্রগন্ধান্বিতং ।
হস্তে যদ্বিধৃতং প্রণামসময়ে যদ্বামহস্তে কৃতং
যচ্চান্তর্জলধৌ তমর্চ্চনবিধৌ পুষ্পঞ্চ তদ্বর্জয়েৎ ॥
ভঙ্‌ক্ত্বা যদ্বিটপাদিকং ক্ষিতিরুহং চোৎপাদ্য যচ্চাহৃতং
যচ্চাক্রম্য সমাহৃতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যাসুরং ।
চৌর্য্যাকৃষ্টমনুক্তিদুষ্টমশুচিস্পৃষ্টং যদপ্রোক্ষিতং

মতমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

বিহিতেষু মধ্যে প্রতিষিদ্ধৈর্নিষিদ্ধৈঃ পুষ্পৈঃ বিহিতানামলাভে সতীত্যর্থঃ। অর্চ্চয়েদ্দেবং ॥ ৬৩ ॥

ক্রমস্তু চ্ছদং পত্রং প্রসূনং পুষ্পং ॥ ৬৪ ॥

সকল কখনই গ্রহণ করিবে না ॥ ৬২ ॥

বিহিতপুষ্প না পাইলে বিহিতের মধ্যে নিষিদ্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৬৩ ॥

নিষিদ্ধপুষ্প সংগ্রহবিষয়ে দুইটী শ্লোক আছে ॥

শুষ্ক বা দলিত, পর্য্যুষিত, ভূমিতে পতিত, সচ্ছিদ্র, কীটযুক্ত, কেশদূষিত, গন্ধরহিত, উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট পুষ্প এবং যে পুষ্প হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রণাম করা হইয়াছে, যাহা জলে নিমগ্ন করিয়া ধৌত করা হইয়াছে, সেই পুষ্প পূজাবিষয়ে পরিত্যাগ করিবে ॥

শাখাদি ভগ্ন করিয়া, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে পুষ্প আহরণ করা হয়, সে সমুদায় অসুরের গ্রহণযোগ্য, চৌর্য্যদ্বারা আহৃত, অধিকারিকে না জানাইয়া গৃহীত, অশুচিবস্তু সংস্পৃষ্ট, অপ্রো-

যচ্চাঘ্রাতমধোঽম্বরে বিনিহিতং ক্রীতঞ্চ তদ্বর্জয়েৎ ॥
পত্রাণি চার্পয়েদ্দূর্ব্বাদ্যঙ্কুরানপি ভক্তিতঃ।
কিন্তু শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতঃ ॥
অথ পত্রাণি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দুর্ব্বাঙ্কুরানপি।
সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ।
পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দ্দনে।
পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ।
নিবেদ্য ভক্ত্যা মধুসূদনায়
দ্রুমচ্ছদং বাপ্যথ সৎপ্রসূনং।
দূর্ব্বাঙ্কুরং বা সলিলং দ্বিজেন্দ্রাঃ
প্রাপ্নোতি তত্তন্মনসা যথেচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥
তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে ॥

ক্ষিত, আঘ্রাত, অধোবস্ত্রে স্থাপিত, বা ক্রীতপুষ্প পরিত্যাগ করিবে ॥

পত্র এবং দূর্ব্বাঙ্কুরাদি দ্বারাও ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে। কিন্তু বিশেষতঃ সর্ব্বত্রই তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিবে ॥

অথ পত্রসমূহ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে দ্বিজগণ! যিনি পুষ্প অভাবে দূর্ব্বাঙ্কুর সকল অর্পণ করেন, তিনিও পুষ্পদানের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

জনার্দ্দনকে পুষ্প অভাবে পত্র এবং পত্রের অভাবে জল প্রদান করিবে, তাহাতেও পুণ্য লাভ হয় ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বৃক্ষপত্র, উত্তমপুষ্প, দূর্ব্বাঙ্কুর অথবা জল, ভক্তি পূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে মধুসূদনকে নিবেদন করিলে, মনে যাহা ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৪ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেরই তৃতীয়কাণ্ডে ॥

ভৃঙ্গরাজস্য বিল্বস্য বকপুষ্পস্য চ দ্বিজাঃ।
জম্ব্বাম্রবীজপূরাণাং পত্রাণি বিনিবেদয়েৎ ॥
এতেষামপি চৈকস্য পত্রদানং মহাফলং।
পত্রাণি সসুগন্ধীনি পল্লবানি মৃদূনি চ।
তেন পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পাদানসমুদ্ভবং ॥ ৬৫ ॥
নারসিংহে ॥
পত্রাণ্যপি সুপুণ্যানি হরিপ্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্ব গদতো মম।
অপামার্গন্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজং ততঃ পরং ॥ ৬৬ ॥
ততস্তমালপত্রঞ্চ ততশ্চ শমিপত্রকং।
দূর্ব্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি কুশপত্রকং।
তস্মাদামলকং শ্রেষ্ঠং ততো বিল্বস্য পত্রকং।

তেষাং মধ্যে একস্য কস্যচিৎ পল্লবানি চ নিবেদয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
পরং শ্রেষ্ঠং ॥ ৬৬ ॥
কেতক্যাঃ পুষ্পস্য পত্রং। ভৃঙ্গরাজ ভৃঙ্গরজয়োরবান্তরভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

ভৃঙ্গরাজ, বিল্ব, বকপুষ্প, জম্বূ, আম্র এবং জম্বীরের পত্র সকল নিবেদন করিবে। ইহাদিগের মধ্যে একটী বৃক্ষের পত্র দান করিলেও মহৎ ফল লাভ হয় ॥

সুগন্ধি পত্র এবং কোমলপল্লব সমূহ ভগবান্‌কে অর্পণ করিলে, পুষ্পদানজনিত পুণ্য লাভ হয় ॥ ৬৫ ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! হরির প্রীতিকারক, অতি পবিত্র পত্র সকলের বিষয় আমি কীর্ত্তন করিব, তুমি শ্রবণ কর। প্রথম অপামার্গ, তাহার পর ভৃঙ্গরাজ ॥ ৬৬ ॥

তদনন্তর তমালপত্র, তাহার পর শমীপত্র, তদপেক্ষা দূর্ব্বাপত্র শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও আবার কুশপত্র উত্তম, কুশপত্র হইতে আমলকপত্র

বিল্বপত্রাদপি হরে স্তুলসীপত্রমুত্তমং।
এতেষাঞ্চ যথালব্ধৈঃ পত্রৈর্যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥
বামনে॥
বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ।
তমালামলকীপত্রং শস্তং কেশবপূজনে॥
যেষাং ন সন্তি পুষ্পাণি প্রশস্তান্যর্চ্চনে বিভোঃ।
পল্লবান্যপি তেষাং স্যুঃ শস্তান্যর্চ্চাবিধৌ হরেঃ॥
আগ্নেয়ে॥
কেতকীপুষ্পপত্রঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্য পত্রকং।
তুলসী কালতুলসী সদ্যস্তুষ্টিকরং হরেঃ॥
বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরজস্য চ।

শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিল্বপত্র প্রধান, বিষ্ণুপূজায় বিল্বপত্র অপেক্ষা তুলসী-পত্র উত্তম। যিনি এই সমুদায়ের যথালব্ধ পত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানের সহিত বাস করেন॥

বামনপুরাণে॥

বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, তমালপত্র এবং আমলকীপত্র বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত॥

প্রভুর পূজোপযোগী প্রশস্ত পুষ্প যাঁহাদিগের সঞ্চিত নাই, তাঁহারা পল্লব দ্বারা হরির পূজা করিলেও প্রশস্ত ফল প্রাপ্ত হইবেন॥

অগ্নিপুরাণে॥

কেতকীপুষ্পের পত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র এবং তুলসী ও কৃষ্ণতুলসী পত্র হরির আশু তুষ্টিকর॥

বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র এবং তমালপত্র দ্বারা পূজা করিলে

তমালপত্রঞ্চ হরেঃ সদ্যস্তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
শমীপত্রৈশ্চ যো দেবং পূজয়ত্যসুরদ্বিষং।
যমমার্গো মহাঘোরো নিস্তীর্ণস্তেন নারদ।
কুন্তীপত্রেণ দেবর্ষে যে হর্চ্চয়ন্তি জনার্দ্দনং।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং দহতে গরুড়ধ্বজঃ।
সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ।
হরির্দদ্যাৎ ফলং তস্মৈ সর্ব্বযজ্ঞৈঃ সুদুর্ল্লভং।
বিল্বপত্রেণ যে দেবং কার্ত্তিকে কলিবর্দ্ধন।
পূজয়ন্তি মহাভক্ত্যা মুক্তিস্তেষাং ময়োদিতা।
মারুকং কেতকীপত্রং তথা দমনকং মুনে।

হরি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হন ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

হে নারদ! যে ব্যক্তি শমীপত্র দ্বারা দৈত্যারি জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি ভয়ঙ্কর যমমার্গ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন ॥

হে দেবর্ষে! যাঁহারা কুন্তীপত্র দ্বারা জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ গরুড়ধ্বজ ধ্বংস করিয়া দেন ॥

মনুষ্য যদি একবার মাত্র বিল্বপত্র দ্বারা গোবিন্দের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে ফললাভ দুর্ল্লভ হয়, তাহাও হরি তাহাকে প্রদান করেন ॥

হে কলহবর্দ্ধক! যে সকল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে বিল্বপত্র দ্বারা সুমহৎ ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদিগের মুক্তির বিষয় আমি কীর্ত্তন করিয়াছি ॥

হে মুনে! মারুকপত্র, কেতকীপত্র, এবং দমনকপত্র হরিকে

দত্তমাত্রং হরেঃ প্রীতিং করোতি শতবার্ষিকীং ॥ ৬৭ ॥
দমনৈকেন দেবেশং সংপ্রাপ্তে মধুমাধবে।
গোসহস্রস্য তু মুনে সংপূজ্য লভতে ফলং।
দূর্ব্বাঙ্কুরং হরে র্যস্তু পূজাকালে প্রযচ্ছতি।
পূজাফলং শতগুণং সম্যগাপ্নোতি মানবঃ।
মঞ্জরীং সহকারস্য কেশবে যদি নারদ।
যে যচ্ছন্তি মহাভাগা স্তে কোটিফলভাগিনঃ ॥
কিঞ্চ ॥
শক্ত্যা দূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ পুম্ভিঃ পূজিতো মধুসূদনঃ।
দদাতি হি ফলং নূনং যজ্ঞদানাদিদুর্ল্লভং ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

দেবেশং অর্চ্চয়ন্তিতি শেষঃ। পাঠান্তরং সুগমং ॥ ৬৭ ॥

প্রদান করিবা মাত্র হরি শতবর্ষ ব্যাপিয়া প্রীতি লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥

চৈত্র বৈশাখমাসে দমনকপত্রদ্বারা গোবিন্দের পূজা করিলে, সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

যে ব্যক্তি হরির পূজাকালে দূর্ব্বাঙ্কুর প্রদান করেন, তিনি পূজার শতগুণ ফল লাভ করেন ॥

হে নারদ ! যদি মানবগণ কেশবকে আম্রমঞ্জরী অর্পণ করেন, তাহা হইলে সেই সকল সৌভাগ্যশালি ব্যক্তিরা কোটি গুণ ফলভাগী হন ॥

আরও ॥

পুরুষ সকল যদি দূর্ব্বাঙ্কুর দিয়া স্বীয়শক্তি অনুসারে মধুসূদনের পূজা করেন, তাহা হইলে যজ্ঞ দান প্রভৃতি সংকার্য্যের অনুষ্ঠানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, তাহাও তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয় প্রদান করেন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীশিব ও উমার সম্বাদে ॥

বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ সকৃদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মম লোকে স তিষ্ঠতি ॥
বিষ্ণুরহস্যে চ ॥
সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেণ মানবঃ।
মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ ॥

মরুকো দমনশ্চৈব সদ্যস্তুষ্টিকরো হরেঃ ॥
কিঞ্চ ॥
দেয়ান্যূর্দ্ধমুখান্যেবং পত্রপুষ্পফলানি হি ॥
তথা জ্ঞানমালায়াং ॥
পুষ্পং বা যদি পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখং।
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণং ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি অখণ্ড বিল্বপত্র দিয়া একবার মাত্র বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার লোকে (শিবলোকে) বাস করিবেন ॥

বিষ্ণুরহস্যেও ॥

মনুষ্য বিল্বপত্র দ্বারা একবার মাত্র গোবিন্দের পূজা করিলে, মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুচর হইবে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মেও ॥

মরুক ও দমনক পত্র সদ্যঃ হরির প্রীতি সাধন করে ॥

আরও ॥

উর্দ্ধমুখ পত্র, পুষ্প এবং ফল হরিকে প্রদান করিবে ॥

ঐ প্রকার জ্ঞানমালায় কহিয়াছেন ॥

অধোমুখপত্র, পুষ্প অথবা ফল হরির প্রিয় নহে, ঐ সকল দুঃখদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে অতএব যেরূপে উৎপন্ন হয় সেই রূপেই অর্পিণ করিবে ॥ ৬৮ ॥

অথ শ্রীতুলস্যর্পণনিত্যতা ॥

পাদ্মে ॥

তুলসী ন যেষাং হরিপূজনার্থং
সংপাদ্যতে মাধবপুণ্যবাসরে।
ধিগ্‌যৌবনং জীবনমর্থসন্ততিং
তেষাং সুখং নেহচ দৃশ্যতে পরে ॥ ৬৯ ॥

গারুড়ে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চ্চনং।
তস্যাহং প্রতিগৃহ্লামি ন পূজাং শতবার্ষিকীং ॥

বৃহন্নারদীয়ে চ যজ্ঞধ্বজাখ্যানান্তে ॥

শ্রীতুলসীপত্রং সর্ব্বত্রৈব বিশেষতোঽর্পয়েদিতি লিখিতং তত্র তুলস্যর্পণস্য নিত্যতামাদৌ লিখতি তুলসীত্যাদিনা আর্ষত্বাচ্ছন্দো ভঙ্গঃ সোঢ়ব্যঃ। এবমগ্রেঽপি। মাধবঃ বৈশাখমাসঃ শ্রীকৃষ্ণো বা তস্য পুণ্যবাসরঃ অক্ষয়তৃতীয়াদিঃ একাদশ্যাদি র্বা তস্মিন্নপি। পরে চ পর-লোকে সুখং নিবৃ´তির্ন দৃশ্যতে শাস্ত্রবিদ্ভিঃ কৈশ্চিদ্বা। যদ্বা। তেষামিতি তৈঃ ॥ ৬৯ ॥
প্রাপ্য আনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

অথ তুলসী অর্পণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ॥

পদ্মপুরাণে ॥

মাধব বৈশাখমাস অথবা শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পুণ্যদিন অক্ষয়তৃতীয়া বা একাদশী প্রভৃতি তিথিতে যাহারা হরিপূজার নিমিত্ত তুলসী সংগ্রহ না করে, তাহাদিগের যৌবন, জীবন এবং অর্থসঞ্চয়ে ধিক্। তাহারা ইহ-কালে বা পরকালে কোন কালেই সুখ দেখিতে পায় না ॥ ৬৯ ॥

গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসী আনয়ন করিয়া আমার পূজা না করে, আমি শত বৎসর তাহাদের পূজা গ্রহণ করি না ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ॥

যজ্ঞধ্বজের আখ্যানের শেষে ॥

যদ্গৃহে নাস্তি তুলসী শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
শ্মশানসদৃশং বিদ্যাত্তদ্গৃহং শুভবর্জ্জিতং ॥
অতএবোক্তং ॥
তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা
স্নানং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং।
ভুক্তং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং
পীতং ন তদ্যত্তুলসীং বিনা কৃতং ॥
বায়ুপুরাণে চ ॥
তুলসী রহিতাং পূজাং ন গৃহ্লাতি সদা হরিঃ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র নো চেত্তন্নামতো যজেৎ।
তুলসীদলমাদায় যোহন্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
ব্রহ্মহা স হি গোঘ্নশ্চ স এব গুরুতল্পগঃ ॥
অতএবোক্তং গারুড়ে নৈবেদ্যপ্রসঙ্গে ॥

শালগ্রামশিলার অর্চ্চনার নিমিত্ত যাহার গৃহে তুলসী না থাকে, তাহার গৃহ শ্মশান সদৃশ অমঙ্গলকর জানিবে ॥

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

তুলসী বিহীন পূজা পূজা নহে, তুলসী বিহীন স্নান স্নান নহে, তুলসী বিহীন ভোজন, ভোজন নহে এবং তুলসী বিহীন পান, পান বলিয়া গণ্য নহে ॥

বায়ুপুরাণেও ॥

হরি কখন তুলসী ব্যতিরেকে পূজা গ্রহণ করেন না, অতএব তুলসীর অভাব হইলে তদীয় কাষ্ঠ তাঁহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে। তাহারও অভাব হইলে কেবল, তুলসীনাম উচ্চারণ করিয়া হরির পূজা করিবে ॥

তুলসীপত্র লইয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারি, গোহত্যাকারি এবং গুরুপত্নীগামির সমান পাপী হয় ॥

অতএব গরুড়পুরাণে নৈবেদ্যের প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে ॥

তুলসীদলসংমিশ্রং হরের্যচ্ছেচ্চ তৎ সদা। ইতি ॥ ৭০ ॥

ভগবদ্দুর্লভায়াস্তু তুলস্যা মহিমাদ্ভুতঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু বিখ্যাতঃ সংক্ষেপেণেহ লিখ্যতে ॥ ৭১ ॥

অথ তুলসীমাহাত্ম্যং ॥

তত্র স্বতঃ পরমোত্তমতা স্কান্দে ॥

সর্ব্বৌষধিরসেনৈব পুরা হ্যমৃতমন্থনে।
সর্ব্বসত্ত্বোপকারায় বিষ্ণুনা তুলসী কৃতা ॥

অতএব ॥

ন বিপ্রসদৃশং পাত্রং ন দানং সুরভীসমং।
ন চ গঙ্গাসমং তীর্থং ন পত্রং তুলসীসমং।

অতএব চ বিষ্ণুরহস্যে ॥

অভিন্নপত্রাং হরিতাং হৃদ্যমঞ্জরিসংযুতাং।

অদ্ভুতঃ অনির্ব্বচনীয়ঃ অতো বিস্তরেণ লিখিতুমশক্য ইতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

ন বিপ্রসদৃশমিত্যাদিত্রয়ং দৃষ্টান্তত্বে৽ সাধ্যসন্নিধৌ সিদ্ধনির্দ্দেশো দৃষ্টান্ত ইতি ন্যায়াৎ

তুলসীপত্র সংযুক্ত নৈবেদ্য সর্ব্বদা নিবেদন করিবে ॥ ৭০ ॥

ভগবদ্দুর্লভা শ্রীতুলসীর অনির্ব্বচনীয় মহিমার বিষয় সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে, এস্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে ॥৭১

অথ তুলসীমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে স্বভাবতই তুলসীর পরম উৎকর্ষতা বিষয়ে ॥

পূর্ব্বে অমৃতমন্থন কালে জীবসমূহের উপকার নিমিত্ত বিষ্ণু সর্ব্বৌষধিরস দ্বারা তুলসীর সৃষ্টি করিয়াছেন ॥

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

ব্রাহ্মণের সদৃশ দানের পাত্র নাই, গোদানের সমান দান নাই গঙ্গার সমান তীর্থ নাই এবং তুলসী পত্রের তুল্য আর পত্র নাই ॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যেও ॥

অখণ্ডপত্র, হরিদ্বর্ণ, সুন্দর মঞ্জরীযুক্ত ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে উৎ-

ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূতাং তুলসীং দাপয়েদ্ধরেঃ ॥ ৭২ ॥
শ্রীভগবদ্দুর্ল্লভতা নারদীয়ে ॥
তাবদ্গর্জন্তি পুষ্পাণি মালত্যাদীনি ভূসুর।
যাবন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা ॥
বিষ্ণুরহস্যে ॥
কৃষ্ণা বাপ্যথবাঽকৃষ্ণা তুলসী কৃষ্ণবল্লভা।
সিতা বা প্যথবা কৃষ্ণা দ্বাদশীবল্লভা হরেঃ ॥
তাবদ্গর্জ্জন্তি রত্নানি কৌস্তুভাদীন্যহর্নিশং।
যাবন্ন প্রাপ্যতে কৃষ্ণা তুলসীপত্রমঞ্জরী ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
পূর্ব্বমুগ্রতপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী।
তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা ততঃ ॥

এবমগ্রেঽপ্যূহং ॥ ৭২ ॥
গর্জন্তি গর্ব্বং বহন্তীত্যর্থঃ। অকৃষ্ণা কৃষ্ণেতরা হরিদ্বর্ণেত্যর্থঃ। কৃষ্ণেতি তস্যাং প্রীতি

পদ্ম তুলসী হরিকে প্রদান করিবে ॥ ২২ ॥

নারদপুরাণে তুলসীর ভগবদ্দুর্ল্লভতা বিষয়ে ॥

হে বিপ্র! যতক্ষণ কৃষ্ণবল্লভা পবিত্র তুলসী না পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত মালতী প্রভৃতি পুষ্প গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াথাকে ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

কৃষ্ণবর্ণ হউন বা হরিদ্বর্ণ হউন, তুলসী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া এবং কৃষ্ণপক্ষেরই হউন বা শুক্লপক্ষেরই হউন, দ্বাদশী হরির প্রিয়তমা ॥

যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র বা মঞ্জরী না পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত কৌস্তুভাদি রত্ন সকল নিয়ত গর্ব্ব প্রকাশ করে ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

পূর্ব্বকালে সদ্বুদ্ধিসম্পন্না শ্রীতুলসী ঘোরতর তপস্যা করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি সর্ব্ব প্রকার পুষ্প ও পত্র

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া ॥

কিঞ্চ ॥

সর্ব্বথা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা ॥ ৭৩ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তৌ ॥

তুলসীদলপূজায়া ময়া বক্তুং ন শক্যতে।
অত্যন্ত বল্লভা সা হি শালগ্রামাভিধে হরৌ ॥ ৭৪ ॥

পাতিব্রত্যেন বৃন্দাসৌ হরিমারাধ্য কর্ম্মণা।
পূর্ব্বজন্মন্যসৌ লেভে কৃষ্ণসংযোগমুত্তমং ॥

তত্রৈব শ্রীবৃন্দোপাখ্যানান্তে ॥

বিশেষাৎ পরমস্নিগ্ধত্বেন শ্যামতা প্রাপ্তের্ব্বা ॥ ৭৩ ॥

শালগ্রামাভিধে শ্রীশালগ্রামশিলাসংজ্ঞকে। শ্রীবৃন্দাভক্ত্যৈব তদ্রূপেণাবতীর্ণত্বাৎ। তদাখ্যায়িকা তত্রৈব বিস্তীর্ণাস্তি ॥ ৭৪ ॥

অপেক্ষা হরির প্রিয়া হইয়াছেন ॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযম ব্রাহ্মণ সম্বাদে ॥

সর্ব্বজাতীয় পত্র অপেক্ষা তুলসী কেশবের প্রিয়তমা ॥

আরও ॥

তুলসী সর্ব্বপ্রকারে ও সকল কালে বিষ্ণুর বল্লভা ॥ ৭৩ ॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে ॥

কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে নারদের বাক্যে ॥

তুলসী পত্র দ্বারা পূজা করিবার মাহাত্ম্য আমি বলিতে অসমর্থ। ঐ তুলসী শালগ্রামশিলারূপী হরির অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৭৪ ॥

বৃন্দাদেবী পাতিব্রত্যজনক কর্ম্মদ্বারা হরির আরাধনা করিয়া পূর্ব্বজন্মে তাঁহার সহিত উত্তম সহবাস লাভ করিয়াছিলেন ॥

ঐ উত্তরখণ্ডেই বৃন্দার উপাখ্যানাবসানে ॥

সত্ত্বং প্রীতিকরং বাক্যং কোপস্তস্যাস্তু তামসঃ ।
ভাবদ্বয়ং হরৌ জাতং যত্তদ্বর্ণদ্বয়ং হ্যভূৎ ।
শ্যামাঽপি তুলসী বিষ্ণোঃ প্রিয়া গৌরী বিশেষতঃ ॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে চ ॥
শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে ॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়াবিষ্ণো স্তুলসী চ ততোঽধিকা ॥
স্কান্দে ॥
যোগিনাং বিরতৌ বাঞ্ছা কামিনাঞ্চ যথা রতৌ ।
পুষ্পেষ্বপি চ সর্ব্বেষু তুলস্যাঞ্চ তথা হরেঃ ।
নিরস্য মালতীপুষ্পং মুক্তাপুষ্পং সরোরুহং ।
গৃহ্লাতি তুলসীং শুষ্কামপি পর্য্যুষিতাং হরিঃ ।
অতএব চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবং প্রতি শ্রীনারদোপদেশে ॥

বৃন্দার প্রীতিকর বাক্যই সত্ত্ব এবং তাঁহার কোপই তমঃ। এই দুই গুণের সংস্পর্শে হরিতে দুইটী ভাব উৎপন্ন হয়, সেই নিমিত্ত তুলসীর বর্ণ দুই প্রকার হইয়াছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণা তুলসী বিষ্ণুর প্রিয় হইলেও হরিদ্বর্ণা তুলসী বিশেষরূপে প্রিয়া ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যেও শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বাদে ॥

লক্ষ্মী যেরূপে বিষ্ণুর প্রিয়া, তুলসী আবার তদপেক্ষাও অধিক ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যোগিদিগের যেমন বৈরাগ্যে অভিলাষ এবং কামিদিগের যেমন রতিক্রীড়ায় অনুরাগ, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার পুষ্প অপেক্ষা হরির তুলসীর প্রতি অতিশয় প্রীতি ॥

মালতীপুষ্প, মুক্তাপুষ্প ও পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া হরি পর্য্যুষিত ও শুষ্ক তুলসীপত্রও গ্রহণ করেন ॥

অতএব চতুর্থস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ধ্রুবের প্রতি নারদের উপদেশে ॥

সলিলৈঃ শুচিভির্ম্মাল্যৈর্ব্বন্যৈর্মূলফলাদিভিঃ।
শস্তাঙ্কুরাংশুকৈশ্চার্চ্চেৎ তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভোঃ ॥ ৭৫ ॥

রাসক্রীড়ায়াঞ্চ দশমস্কন্ধে ॥
শ্রীগোপীনাং ভগবদন্বেষণে ॥
কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেতি প্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭৬ ॥

অতএব স্কান্দে ॥
যৎ ফলং সর্ব্বপুষ্পেষু সর্ব্বপত্রেষু নারদ।
তুলসীদলমাত্রেণ প্রাপ্যতে কেশবার্চ্চনে ॥ ৭৭ ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে তত্রৈব ॥
ত্যক্ত্বাতু মালতীপুষ্পং মুক্ত্বা চৈব সরোরুহং।

বন্যৈঃ শস্তৈরঙ্কুরাদিভিরংশুকৈর্বন্যৈর্বল্কলাদিভিঃ প্রিয়য়েতি প্রভোরর্চ্চনে তস্যা আবশ্যকত্বং কিম্বা সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তয়ৈব তৎসন্তোষণমভিপ্রেতং ॥ ৭৫ ॥
অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ দধানঃ ॥ ৭৬ ॥
তৎ প্রাপ্যতে ॥ ৭৭ ॥
অলং সমর্থো ন স্যাৎ ॥ ৭৮ ॥

জল, পবিত্র মাল্য, ফল মূলাদি, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর, বল্কল ও প্রেয়সী তুলসী দ্বারা প্রভুর অর্চ্চনা করিবে ॥ ৭৫ ॥

রাসক্রীড়াতেও দশমস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ভগবানের অন্বেষণে ॥

হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, কল্যাণি; তুলসি! যিনি তোমার অতিশয় প্রিয় এবং যিনি তোমাকে অলিগণের সহিত মস্তকে ধারণ করেন, সেই কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছ? ॥ ৭৬ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে ॥

হে নারদ! সর্ব্বপ্রকার পুষ্প ও সর্ব্বপ্রকার পত্র দিয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে যে ফল লাভ হয় একটী তুলসীপত্র দ্বারাও সেই ফল পাওয়া গিয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে ঐ বিষয়েই ॥

মালতী এবং পদ্ম পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যদি একটীমাত্র তুলসীপত্র

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা মাধবমর্চ্চয়েৎ ॥
তস্য পুণ্যফলং বক্তুমলং শেষোঽপি নো ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥
তত্রৈব শ্রীমাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥
মণিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি চ।
তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৭৯ ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
নীলোৎপলসহস্রেণ ত্রিসন্ধ্যং যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
ফলং বর্ষশতেনাপি তদীয়ং নৈব লভ্যতে ॥
বিদ্বন্ সর্ব্বেষু পুষ্পেষু পঙ্কজং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
তৎপুষ্পেষ্বপি তন্মাল্যং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ।

মুক্তাময়ানি চ পুষ্পাণি তুলসীপত্রস্য শ্রীকৃষ্ণায় কস্মৈচিদ্বাঽস্মৈ যদ্দানং তস্য ॥ ৭৯ ॥
তেনাপি বর্ষশতেনাপি তদীয়ং তুলসী সম্বন্ধি তৎ প্রকরণাৎ ফলং নৈব লভ্যতে ॥ ৮০ ॥

গ্রহণ করিয়া ভক্তি সহকারে মাধবের অর্চ্চনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে কত পুণ্য হয়, সে বিষয় অনন্তদেবও বলিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ৭৮ ॥

ঐ পদ্মপুরাণে দেবদূত ও বিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

বিষ্ণুকে তুলসীপত্র দান করিলে যে ফল লাভ হয়, মণিকাঞ্চন পুষ্প ও মুক্তাপুষ্প সমূহ অর্পণ করিলে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও ফল পাওয়া যায় না ॥ ৭৯ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যে ব্যক্তি সহস্র নীলোৎপল দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা হরির অর্চ্চনা করে, সে শত বৎসর ঐরূপ করিলেও তুলসীপত্র দানের ফল প্রাপ্ত হয় না ॥

হে বিদ্বন্! সমুদায় পুষ্পের মধ্যে পদ্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ পদ্মপুষ্প সমূহ অপেক্ষা আবার উহার মাল্য কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ ॥

বিষ্ণোঃ শিরসি বিন্যস্তমেকং শ্রীতুলসীদলং।
অনন্তফলদং বিদ্বন্ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বকং॥
কিঞ্চ॥
বর্ণাশ্রমেতরাণাঞ্চ পূজায়াশ্চৈব সাধনং।
অপেক্ষিতার্থদং নান্যৎ জগত্যস্তি তপোধন॥ ৮০॥
অতএব নারদীয়ে॥
বর্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্য্যুষিতং ফলং।
ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবীজলং॥ ৮১॥
অথ শ্রীভগবদর্পণেন পাপহারিত্বং॥
পাদ্মে॥
শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধরিং

পর্য্যুষিতমপি তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং। এতেন শুষ্কং পর্য্যুষিতং যদীতি স্কন্দোক্ত্যা শ্রী-তুলসীপত্রচূর্ণমপি সমর্পিতং। এবং বৈষ্ণবানাং তচ্চূর্ণসংগ্রহঃ সমূল এব জ্ঞেয়ঃ॥ ৮১॥
এবং স্বাভাবিকং শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং লিখিত্বাধুনা শ্রীমচ্চরণাব্জবিষয়ক সমর্পণ মাহাত্ম্যং

হে বিদ্বন্! কিন্তু মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একটীমাত্র তুলসীপত্র বিষ্ণুর মস্তকে অর্পিত হইলে ঐ পত্র অনন্ত ফল প্রদান করেন॥

আরও॥

হে তপোধন! এই জগতে বর্ণ, আশ্রম ও অপরের পক্ষে তুলসী-পত্র ব্যতীত অন্য প্রকার পূজোপকরণ, সেরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করে না॥ ৮০॥

অতএব নারদপুরাণে॥

পর্য্যুষিত পুষ্প ও পর্য্যুষিত ফল পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু তুলসী-পত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না॥ ৮১॥

অথ ভগবদর্পণে তুলসীর পাপ হরণ ক্ষমতা॥

পদ্মপুরাণে॥

যিনি সুগন্ধি, পরিষ্কৃত এবং অখণ্ডিত তুলসীপত্র দ্বারা একবার মাত্র

পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ।
যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং প্রভু-
র্নিরীক্ষয়িত্বা মৃজতে স্বয়ং যমঃ ॥ ৮২ ॥

স্কান্দে ॥

তুলসীদললক্ষেণ যোঽর্চ্চয়েদ্দ্বারকাপ্রিয়ং।
জন্মাযুতসহস্রাণাং পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ং ॥

ব্রাহ্মে ॥

লিঙ্গমভ্যর্চ্চিতং দৃষ্ট্বা প্রতিমাং কেশবস্য চ ॥
তুলসীপত্রনিকরৈর্ম্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৮৩ ॥
নিত্যমভ্যর্চ্চয়েদ্দেবা বৈ তুলস্যা হরিমীশ্বরং।

লিখন্ তত্রাদাবখিলপাপহারিত্বং লিখতি শ্রীমদিত্যাদিনা। প্রভুঃ পাপানাং নিয়ন্তাপি নিরীক্ষ্য মার্জয়তীতি মার্জনস্য সম্যক্ত্বায় নিরীক্ষণং কিম্বা গুহত্বাদিতস্ততো হবলোকনমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮২ ॥

তুলসীপত্রনিকরৈ রভ্যর্চ্চিতাং ॥ ৮৩ ॥

হরির অর্চ্চনা করেন গুহ্যই হউক বা প্রকাশ্যই হউক তাঁহার পটসংস্থিত যাবতীয় পাপ, পাপিদিগের নিয়ন্তা স্বয়ং যম তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মার্জন করেন ॥ ৮২ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি লক্ষতুলসী দিয়া দ্বারকানাথের পূজা করেন, তাঁহার কোটি-জন্মের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

তুলসী পত্র দ্বারা পূজিত কেশবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেও ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৮৩ ॥

যিনি নিত্য তুলসীপত্র দিয়া পরমেশ্বর হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার উপপাতকের কথা আর কি বলিব, সমুদায় মহাপাতকও বিনাশ

মহাপাপানি নশ্যন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকং ॥

অন্যত্র চ ॥

গুহ্যানি যানি পাপানি অনাখ্যেয়ানি মানবৈঃ।

নাশয়েত্তানি তুলসী দত্তা মাধবমূর্দ্ধনি।

হরেগৃহং যদা যস্তু তুলসীদলবিপ্রুষৈঃ।

ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষয়েদ্ভক্ত্যা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৮৪ ॥

অতএব স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে ॥

কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ।

তুলসীদলেন দেবেশঃ পূজিতো যেন দুঃখহা ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ॥

ন তস্য নরকক্লেশো যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীদলৈঃ।

পাপিষ্ঠো বাপ্যপাপিষ্ঠঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

তুলসীদলস্য বিপ্রুষৈ র্জলবিন্দুভিঃ ॥ ৮৪ ॥

ক্বচিচ্চ তুলসীদলকোমলৈ রিতি পাঠঃ অর্থস্তথৈব স্বামিনা কার্ত্তিকেয়েন ॥ ৮৫ ॥

প্রাপ্ত হয় ॥

অন্যস্থলেও ॥

মাধবের মস্তকে তুলসী প্রদত্ত হইলে ঐ তুলসী মনুষ্যের অকথ্য গুহ্য পাপ সকলও তিনি বিনাশ করেন ॥

যিনি ভক্তি পূর্ব্বক তুলসীপত্র নিঃসৃত জলবিন্দু দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুর গৃহ মার্জনা করেন, তিনি মহাপাপ সমূহ হইতে মুক্ত হয়েন ॥৮৪

অতএব স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে ॥

যিনি তুলসীপত্র দ্বারা দুঃখহারি হরির পূজা করেন, যম এবং তাঁহার কিঙ্করগণ রুষ্ট হইলেও তাঁহার কিছুই করিতে পারেন না ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

পাপিষ্ঠ হউক বা ধার্ম্মিকই হউক, যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, পুনঃপুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি ইহাতে আর সংশয় নাই ॥

তথা বৈরিনাশকত্বং ॥

পুরা ক্রৌঞ্চবধার্থায় কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ ।
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং স্বামিনা নিহতো রিপুঃ ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্বং অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

মাল্যানি তন্বতে লক্ষ্মীং কুসুমান্তরিতান্যপি ।
তুলস্যাঃ স্বয়মানীয় নির্ম্মিতানি তপোধন ॥

পরমপুণ্যজনকত্বং । স্কান্দে ॥

কৃষ্ণমূর্দ্ধনি বিন্যস্তা তুলসীপত্রমঞ্জরী ।
সুবর্ণকোটিপুণ্যানাং ফলং যচ্ছত্যতোঽধিকং ॥

কুসুমৈরন্তরিতানি মধ্যে মধ্যে হন্যপুষ্পৈর্গ্রথিতানীত্যর্থঃ। তুলস্যা মাল্যানি সমর্পিতানি সন্তি লক্ষ্মীং সম্পদং তন্বতে বিস্তারয়ন্তীতি জ্ঞেয়ং। পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যা সমর্পিতমিতি তৎ সহিতায়াং নিরন্তর পূর্ব্বশ্লোকৈঃ সমর্পণস্য প্রকৃতত্বাৎ। যদ্বা ভগবদর্থং নির্ম্মিতান্যপি লক্ষ্মীং তন্বতে অস্ত তাবৎ সমর্পণাদি ॥ ৮৬ ॥

ঐ অগস্ত্যসংহিতায় তুলসীর শত্রুনাশন ক্ষমতা ॥

পূর্ব্বকালে কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চবধের নিমিত্ত কোমল তুলসীদল দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া ঐ শত্রুনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৮৫ ॥

তুলসীর সর্ব্বসম্পৎপ্রদত্বশক্তি ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

হে তপোধন ! স্থানে স্থানে পুষ্পান্তর দ্বারা গ্রথিত তুলসীর মাল্য স্বয়ং আহরণ করিয়া যে নির্ম্মাণ করে, তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধিশীল হয় ॥

তুলসীর পরমপুণ্যজনকত্ব ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

তুলসীর পত্র ও মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে অর্পিত হইলে, কোটি সুবর্ণ দান করিলে যে পুণ্য হয়, ঐ তুলসীপত্রমঞ্জরী তদপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥

তীর্থযাত্রাদিভিরহো কালক্ষেপেণ কিং জনাঃ।
যে হ্যর্চ্চয়ন্তি হরের্বিম্বং তুলসীদলকোমলৈঃ ॥ ৮৭ ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
পুষ্পান্তরৈরন্তরিতং নির্ম্মিতং তুলসীদলৈঃ।
মাল্যং মলয়জালিপ্তং দদ্যাৎ শ্রীরামমূর্দ্ধনি।
কিং তস্য বহুভির্যজ্ঞৈঃ সম্পূর্ণবরদক্ষিণৈঃ।
কিন্তীর্থসেবয়া দানৈরুগ্রেণ তপসাঽপি বা।
বাচং নিয়ম্য চাত্মনং মনো বিষ্ণৌ নিধায় চ।
যোঽর্চ্চয়েত্তুলসীমাল্যৈর্যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ ॥ ৮৮ ॥
ভবান্ধকূপমগ্নানামেতদুদ্ধারকারণং ॥ ৮৯ ॥

বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিং ॥ ৮৭ ॥
আত্মানং চ দেহং নিযম্য ॥ ৮৮ ॥
এতৎ তুলসীমাল্যৈ র্বিষ্ণ্বর্চ্চনং ॥ ৮৯ ॥

যাঁহারা তুলসীর কোমল দলসমূহ দ্বারা হরির শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহাদিগের আর তীর্থযাত্রাদি দ্বারা কালক্ষেপণের প্রয়োজন কি?॥৮৭

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

মধ্যে মধ্যে পুষ্প দিয়া তুলসীপত্র সমূহ দ্বারা মাল্য প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চন্দন লিপ্ত করত যে ব্যক্তি শ্রীরামের মস্তকে প্রদান করেন, তাঁহার আর সম্পূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ দক্ষিণাযুক্ত নানা যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি? তীর্থপর্য্যটন করিবার ফল কি? দানের আবশ্যক কি? এবং কঠোর তপস্যা করিয়াই বা লাভ কি?॥

যে ব্যক্তি বাক্য সংযম ও দেহ শোধন করিয়া তদ্গতচিত্তে তুলসী মাল্য দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করে, সে কোটিযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়॥৮৮॥

ইহা অর্থাৎ তুলসীর মাল্য দ্বারা বিষ্ণুর পূজা সংসার রূপ অন্ধকূপ-মগ্ন ব্যক্তিগণের উদ্ধারের একমাত্র কারণ ॥ ৮৯ ॥

গারুড়ে ॥

যস্থারামোদ্ভবৈঃ পত্রৈস্তুলসীসম্ভবৈর্হরিঃ ।

পূজ্যতে খগশার্দ্দূল ত্রিদশং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥

অন্যত্র চ ॥

তুলসীদলমাল্যেন বিষ্ণুপূজাং করোতি যঃ ।

পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং ॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যে স্কান্দে চ ॥

গৃহীত্বা তুলসীপত্রং ভক্ত্যা বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ ।

অর্চ্চিতং তেন সকলং স দেবাসুরমানুষং ॥ ৯১ ॥

কিঞ্চ কাশীখণ্ডে ॥

শালগ্রামশিলা যেন পূজিতা তুলসীদলৈঃ ।

ত্রিদশং পুণ্যমিতি ॥ ৯০ ॥

স আরামকর্ত্তা ত্রয়োদশং পুণ্যভাগং প্রাপ্নুয়াৎ পূজকস্তু দ্বাদশ ভাগানিত্যর্থঃ সদেবাসুরমানুষং জগদিতি শেষঃ। যদ্বা সকলং বিশ্বং ॥ ৯১ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ ! যাহার উপবন-সম্ভূত তুলসীপত্র দ্বারা বিষ্ণু পূজিত হয়েন, তিনি পূজক ব্যক্তির সঞ্চিত পুণ্যের ত্রয়োদশ ভাগের একভাগ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯০ ॥

অন্যস্থলেও ॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্রের মাল্য দিয়া বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি প্রত্যেক পত্র দানে দশ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

অতএব বিষ্ণুরহস্যে ও স্কন্দপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাঁহার দেব, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি সকলের পূজা করা হয় ॥ ৯১ ॥

আরও কাশীখণ্ডে ॥

যিনি তুলসীপত্র দিয়া শালগ্রামশিলার পূজা করেন, তিনি দেব-

সপারিজাতমালাভিঃ পূজ্যতে সুরসদ্মনি ॥

সর্ব্বার্থসাধকত্বং স্কান্দে ॥

সমঞ্জরীদলৈর্যুক্তং তুলসীসম্ভবৈঃ ক্ষিতৌ।

কুর্ব্বন্তি পূজনং বিষ্ণোস্তে কৃতার্থা কলৌ নরাঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

পত্রং পুষ্পং ফলঞ্চৈব শ্রীতুলস্যাঃ সমর্পিতং।

রামায় মুক্তিমার্গস্য দ্যোতকং সর্ব্বসিদ্ধিদং ॥ ৯২ ॥

মুক্তিপ্রদত্বং পাদ্মে। দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনং।

ন স গর্ব্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৯৩ ॥

গারুড়ে ॥

সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়কং ॥ ৯২ ॥

গর্ব্ভরূপং গৃহং ॥ ৯৩ ॥

লোকে পারিজাত মালা দ্বারা পূজিত হয়েন ॥

তুলসীর সর্ব্বার্থসাধন করিবার ক্ষমতা স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহারা মর্ত্যলোকে তুলসীমঞ্জরীর সহিত পত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, কলিযুগে তাঁহারাই ধন্য ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যে ব্যক্তি তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল শ্রীরামকে সমর্পণ করেন, তাঁহার মুক্তিপথ পরিষ্কৃত হয় এবং তিনি সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধি লাভ করেন ॥৯২॥

তুলসীর মুক্তিপ্রদান করিবার ক্ষমতা ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূত ও বিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

যিনি তুলসীর মঞ্জরী দ্বারা হরিহরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাকে আর গর্ব্ভরূপ গৃহে প্রবেশ করিতে হয় না এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন ॥৯৩

গরুড়পুরাণে ॥

তাবদ্ভ্রমতি সংসারে বিমূঢ়ঃ কলিবর্ত্মনি।
যাবন্নারাধয়েদ্দেবং তুলসীভিঃ প্রযত্নতঃ॥
তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ॥
তুলসীপত্রমাদায় যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
ন পুনর্যোনিমায়াতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥ ৯৪॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং॥
তুলসীপত্রমাদায় যোঽর্চ্চয়েদ্রামমন্বহং।
স যাতি শাশ্বতং ব্রহ্ম পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভং।
পূজাযোগ্যৈঃ ফলৈঃ পত্রৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
স মাতুর্গর্ব্ভবাসাদিদুঃখং নৈব লভেৎ ক্বচিৎ॥ ৯৫॥
শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং॥

কলির্বর্ত্ম যস্য তস্মিন্ প্রায়ঃ পাপময়ত্বাৎ সংসারস্য॥ ৯৪॥
পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভমিতি অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থঃ॥ ৯৫॥

যে ব্যক্তি যতকাল যত্নপূর্ব্বক তুলসীপত্র দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা না করিবে, সেই মূঢ় ততকাল এই পাপময় সংসারমার্গে ভ্রমণ করিতে থাকিবে॥

ঐ গরুড়পুরাণে শ্রীভগবানের বাক্যে॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র লইয়া আমার পূজা করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয় না এবং সে মুক্তি লাভ করে॥ ৯৪॥

অগস্ত্যসংহিতায়॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র লইয়া প্রত্যহ রামের অর্চ্চনা করেন, তিনি দুর্ল্লভ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না॥

যে ব্যক্তি পূজাযোগ্য ফল, পত্র ও পুষ্প দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তিনি আর কখন মাতৃগর্ব্ভে বাসাদি জনিত দুঃখ অনুভব করেন না॥৯৫

তুলসীর শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি করাইবার ক্ষমতা॥

পাদ্মে তত্ৰৈব ॥

আরোপ্য তুলসীং বৈশ্য সংপূজ্য তদ্দলৈর্হরিং।
বসন্তি মোদমানাস্তে যত্র দেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥

তত্ৰৈবান্যত্র ॥

তুলসী কৃষ্ণগৌরাভা তয়াভ্যর্চ্য জনার্দ্দনং।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিং ॥ ৯৬ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ।
স যাতি ভুবনং শুভ্রং যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ৯৭ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসম্বাদে ॥

যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিপাদাব্জং তুলসীকোমলচ্ছদৈঃ।

গতিং গম্যং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

শুভ্রং নির্ম্মলং ॥ ৯৭ ॥

পদ্মপুরাণে ঐ বিষয়েই ॥

হে বৈশ্য! যাঁহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার পত্র দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারা চতুর্ভুজ ভগবানের অধিষ্ঠিত স্থানে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে সুখে বসতি করেন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই অন্যস্থলে ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ ও গৌরবর্ণ তুলসী দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন, সেই মনুষ্য দেহত্যাগ করিয়া অক্ষয় বিষ্ণুধামে গমন করেন ॥ ৯৬ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণতুলসী দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করেন, তিনি, যে লোকে বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছেন, সেই নির্ম্মল লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯৭ ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে যম ও ভগীরথসম্বাদে ॥

যিনি কোমল তুলসীপত্র দ্বারা হরির পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন, তাঁহার

ন তস্য পুনরাবৃত্তির্ব্রহ্মলোকাৎ কদাচন ॥ ৯৮ ॥

গারুড়ে ॥

কৃষ্ণার্চ্চনার্থং ভিক্ষূণাং যচ্ছন্তি তুলসীদলং।

অন্যেষামপি ভক্তানাং যান্তি তৎ পরমং পদং ॥

অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

বৈষ্ণবং বিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ ॥

সুকৃতী দুষ্কৃতী বাপি তুলস্যা যোহর্চ্চয়েদ্ধরিং।

তস্যান্তে হি বয়ং নেশা বিষ্ণুদূতৈঃ স নীয়তে ॥

অতএবোক্তং স্কান্দে ॥

যোহভ্যস্যেৎ পরমাত্মানং ত্যক্তসর্ব্বৈষণো মুনিঃ।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দং তৎস্বরূপলোকাৎ বৈকুণ্ঠাৎ। তথাচ তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মলোকঃ সনাতন ইতি ॥ ৯৮ ॥

ত্যক্তাঃ সর্ব্বা এষণাঃ পুত্রাদিস্পৃহাত্রয়ং যেন সঃ এষণা স্তিস্রশ্চ শ্রুত্যোক্তাঃ পুত্রৈষণাশ্চ

আর কখন ব্রহ্মলোক হইতে পুনরাগমন হইবে না ॥ ৯৮ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

যাঁহারা কৃষ্ণপূজার নিমিত্ত ভিক্ষুকাশ্রমী ও অন্যান্য ভক্তগণকে তুলসীপত্র প্রদান করেন, তাঁহারা সেই শ্রেষ্ঠধাম প্রাপ্ত হন ॥

অতএব হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি যমদূতের বাক্য ॥

ধার্ম্মিক হউক বা অধার্ম্মিক হউক, যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা হরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে, আমরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি না, বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে লইয়া যান ॥

এই নিমিত্ত স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

যে মুনি সর্ব্বকামনা অর্থাৎ পুত্রকামনা, ধনকামনা ও লোককামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার আরাধনা করেন,আর যে ব্যক্তি তুলসীপত্র

তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং জগতঃ সম্মতাবুভৌ ॥ ৯৯ ॥
শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বঞ্চ ব্রাহ্মে ॥
তুলসীদলগন্ধেন মালতীকুসুমেন চ।
কপিলাক্ষীরদানেন সদ্যস্তুষ্যতি কেশবঃ ॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে। বৃন্দোপাখ্যানান্তে ॥
ইত্যেবং বল্লভা বিষ্ণোঃ পূর্ব্বজন্মন্যথাধুনা।
প্রীয়তে পূজিতো হ্যস্যা দলৈর্দৈত্যবলান্তকঃ ॥
স্কান্দে চ ॥
সুবর্ণমণিপুষ্পৈস্তু প্রীতো ভবতি নাচ্যুতঃ।
তুলসীদলভাগেন যথা প্রীয়েত কেশবঃ ॥

বিত্তৈষণাশ্চ লোকৈষণাশ্চেতি ॥ ৯৯ ॥

দিয়া বিষ্ণুর পূজা করেন, ইহাঁরা উভয়েই জগতে তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন ॥ ৯৯ ॥

তুলসীর ভগবৎপ্রীতিজনন ক্ষমতা—

ব্রহ্মপুরাণে ॥

তুলসীপত্রের গন্ধ, মালতীপুষ্প এবং কপিলাগাভীর দুগ্ধ, এই তিনে কেশব আশু সন্তুষ্ট হয়েন ॥

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে বৃন্দার উপাখ্যানের শেষে ॥

পূর্ব্বজন্মে ইনি অর্থাৎ তুলসীরূপা বৃন্দা, এইরূপে বিষ্ণুর প্রিয়া ছিলেন, অতএব ইহ জন্মে ইহাঁর পত্র দ্বারা পূজিত হইলে, দৈত্যসৈন্য বিনাশক ভগবান্ অতিশয় প্রীতি লাভ করেন ॥

স্কন্দপুরাণেও ॥

তুলসীপত্র দ্বারা কেশব যে রূপ প্রীত হন, সুবর্ণ ও মণিনির্ম্মিত পুষ্প দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥

অতএব তত্রৈব। ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং তুলসীগন্ধবাসিতং।
ফলং লক্ষগুণং প্রোক্তং কেশবায় নিবেদিতং।
তুলসীগন্ধমিশ্রন্তু যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে হরেঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি প্রীতো ভবতি কেশবঃ ॥
কিঞ্চ দ্বারকামাহাত্ম্যে মার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে ॥
যঃ পুনস্তুলসীপত্রৈঃ কোমলৈর্মঞ্জরীযুতৈঃ।
পূজয়েৎ সূত্রবদ্ধৈস্তু কৃষ্ণং দেবকিনন্দনং।
যা গতির্যোগযুক্তানাং যা গতির্যজ্ঞশীলিনাং।
যা গতির্দানশীলানাং যা গতিস্তীর্থসেবিনাং।
যা গতির্মাতৃভক্তানাং দ্বাদশীবেধবর্জিনাং।
কুর্ব্বতাং জাগরং বিষ্ণোর্নৃত্যতাং গায়তাং ফলং।

অতএব ঐ স্কন্দপুরাণেই ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

তুলসীপত্রের গন্ধে সুবাসিত পত্র, পুষ্প, ফল ও জল কেশবকে নিবেদন করিলে লক্ষগুণ ফল কথিত হইয়াছে ॥

তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত যে কোন বস্তু হরিকে নিবেদন করা যায়, তাহাতেই তিনি সহস্রকোটিকল্প সন্তুষ্ট থাকেন ॥

আরও দ্বারকামাহাত্ম্যে।

মার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে ॥

হে রাজন্! যিনি সূত্রদ্বারা গ্রথিত মঞ্জরীসংযুক্ত কোমল তুলসীপত্র দ্বারা দেবকীনন্দন কৃষ্ণের পূজা করেন, যোগাভ্যাসকারির যে গতি, যজ্ঞানুষ্ঠাতার যে গতি, দানশীলদিগের যে গতি, তীর্থপর্য্যটকদিগের যে গতি, মাতৃভক্তগণের যে গতি, দ্বাদশীবেধবর্জ্জনকারিদিগের যে গতি, বিষ্ণুর উদ্দেশে জাগরণপূর্ব্বক নৃত্যগীতকারিদিগের যে ফল, বিষ্ণুভক্ত-দিগের যে ফল, বেদাধ্যয়নশীল ও বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়নকারি এবং বৈষ্ণব

বৈষ্ণবানান্তু ভক্তানাং যৎ ফলং বেদবাদিনাং।
পঠতাং বৈষ্ণবং শাস্ত্রং বৈষ্ণবেভ্যশ্চ যচ্ছতাং।
ফলমেতন্মহীপাল লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
কার্ত্তিকাদৌ ফলবিশেষঃ। তত্র কার্ত্তিকে গারুড়ে॥
গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং লভতে খগ।
তুলসীপত্রকৈকেন তৎ ফলং কার্ত্তিকে স্মৃতং॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
তুলসীদললক্ষেণ কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
পত্রে পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলং॥ ১০০॥
তত্রৈবাগ্রে॥
তুলসীদলানি পুণ্যানি যে যচ্ছন্তি জনার্দ্দনে।

মৌক্তিকং ফলং মোক্ষং মুক্তেঃ ফলং ভক্তিং বা॥ ১০০॥

তেষাং পাপং দহেৎ নশ্যতি। যো যচ্ছতীতি বা পাঠঃ। ততশ্চ স এবাত্মনোঽন্যস্যাপি পাপং দহেৎ পুণ্যৈরুক্তৈমরশ্বমেধাদিভিরিত্যর্থঃ। যৎ প্রাপ্যতে তৎ পুণ্যং স্যাৎ॥ ১০১॥

দিগকে দানকারি ব্যক্তিগণ যে ফল লাভ করেন, তিনি সেই ফল লাভ করিবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই॥

কার্ত্তিকাদি মাসে তুলসীর বিশেষ ফল।

তন্মধ্যে কার্ত্তিকমাসের ফল গরুড়পুরাণে॥

হে পক্ষিন্! দশ সহস্র গোদান করিলে যে ফল লাভ হয়, কার্ত্তিক মাসে একটীমাত্র তুলসীপত্র অর্পণ করিলে সেই ফল পাওয়া যায়॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে লক্ষ তুলসীপত্র দিয়া হরি পূজা করেন, তিনি প্রত্যেক পত্রে মুক্তির ফল স্বরূপ মোক্ষ বা ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন॥ ১০০॥

ঐ গরুড়পুরাণের শেষ ভাগে॥

হে বৎস! যাঁহারা সমস্ত কার্ত্তিকমাস পবিত্র তুলসীপত্র সকল

কার্ত্তিকং সকলং বৎস পাপং জন্মাযুতং দহেৎ।
ইষ্ট্বা ক্রতুশতৈঃ পুণ্যৈর্দত্ত্বা রত্নান্যনেকশঃ।
তুলসীদলেন তৎ পুণ্যং কার্ত্তিকে কেশবার্চ্চনাৎ ॥
কিঞ্চ ॥
যঃ পুনস্তুলসীং প্রাপ্য কার্ত্তিকং সকলং মুনে।
অর্চ্চয়েদ্দেবদেবেশং স যাতি পরমাং গতিং ॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥
মঞ্জরীভিঃ সপত্রাভির্মালাভিশ্চাপি কেশবঃ।
তুলস্যাঃ কার্ত্তিকে প্রীতো দদাতি পদমব্যয়ং ॥
অথ মাঘে। স্কান্দে তত্রৈব ॥
স্নাত্বা মহানদীতোয়ে কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
যোঽর্চ্চয়েন্মাধবং মাঘে কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥

জনার্দ্দনে অর্পণ করেন, তাঁহাদিগের অযুতজন্মের পাপ বিনষ্ট হয় ॥

শত শত পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং বহু বহু রত্ন দানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কার্ত্তিকমাসে তুলসীপত্র দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করিলে সেই পুণ্য লাভ হয় ॥

আরও ॥

হে মুনে! যে ব্যক্তি সমুদায় কার্ত্তিকমাস দেবদেবেশ্বর হরির আরাধনা করেন, তিনি উৎকৃষ্টা গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥

পদ্মপুরাণের কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে।

তুলসীপত্র সহ মঞ্জরী ও মালা কার্ত্তিক মাসে প্রদত্ত হইলে, কেশব তদ্দ্বারা প্রীত হইয়া অবিনশ্বর পদ প্রদান করেন ॥

অথ মাঘমাসে তুলসীর ফল।

ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি মাঘমাসে মহানদীর (গঙ্গার) জলে স্নান করিয়া কোমল

সুকোমলৈর্দলৈর্যস্তু মঞ্জরীভির্জনার্দ্দনং।
অর্চ্চয়েন্মাঘমাসে তু ক্রতূনাং লভতে ফলং॥ ১০১॥
অথ চাতুর্মাস্যে। স্কান্দে॥
সংপূজ্য তুলসীভক্ত্যা ঘনশ্যামং জনার্দ্দনং।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ অশ্বমেধাযুতং লভেৎ॥ ১০২॥
অথ বৈশাখে।
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণসম্বাদে॥
তুলসী গৌরকৃষ্ণাখ্যা তয়াভ্যর্চ্য মধুদ্বিষং।
বিশেষেণতু বৈশাখে নরো নারায়ণো ভবেৎ।
মাধবং সকলং মাসং তুলস্যা যোঽর্চ্চয়েন্নরঃ॥
ত্রিসন্ধ্যং মধুহন্তারং নাস্তি তস্য পুনর্ভবঃ॥ ১০৩॥

তুলস্যা ভক্তির্মালাদিরচনা তয়া॥ ১০২॥

তুলসীপত্র দ্বারা মাধবের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার শতকুল উদ্ধার হয়॥

যিনি মাঘমাসে সুকোমল তুলসীপত্র ও মঞ্জরী দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনি যজ্ঞ সকলের ফল প্রাপ্ত হয়েন॥ ১০১॥

অথ চাতুর্ম্মাস্যপ্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে॥

তুলসী নির্ম্মিত মালাদি দ্বারা বৎসরের চারিমাসে ঘনশ্যাম জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলে দশ সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ হয়॥ ১০২॥

অথ বৈশাখ মাসে তুলসীর ফল॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীযমব্রাহ্মণসম্বাদে॥

বিশেষ করিয়া বৈশাখ মাসে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তুলসী দ্বারা যদি কেহ মধুসূদনের পূজা করেন, তিনি নারায়ণ সদৃশ হয়েন অর্থাৎ নিত্য বৈকুণ্ঠধামে বাস হেতু তাঁহার নারায়ণের সারূপ্য লাভ হয়, একারণ তাঁহাকে আর সংসারে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥

যে মনুষ্য সমস্ত বৈশাখমাস তুলসী দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা কাল মধুদ্বেষি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১০৩॥

অথ তুলসীগ্রহণবিধিঃ। বায়ুপুরাণে ॥

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

তত্রাদৌ মন্ত্রঃ। স্কান্দে ॥

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে বিচিন্বামি বরদা ভব শোভনে ॥ ১০৪ ॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥

গারুড়ে চ ॥

নারায়ণ ইব ভবেৎ তৎসারূপ্যপ্রাপ্ত্যা পুনর্ভবো জন্মলক্ষণঃ সংসারো নাস্তি নিত্য-বৈকুণ্ঠবাসাৎ ॥ ১২৩ ॥

বিচিন্বামীত্যার্ষং বিচিনোমি ॥ ১০৪ ॥

একৈকশো দক্ষিণহস্তেন ছিত্ত্বা তথৈব সংপাত্রে উত্তমভাজনে অর্পয়েন্নিদধ্যাৎ ॥ ১০৫ ॥

অথ তুলসীগ্রহণ ব্যবস্থা ॥

বায়ুপুরাণে ॥

যে মনুষ্য স্নান না করিয়া তুলসীচ্ছেদন পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি নিশ্চয় অপরাধী হয়েন এবং তাঁহার কর্ম্ম সকল নিষ্ফল হয় ॥

তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ মন্ত্র ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার জন্ম এবং তুমি সকল সময়েই কেশবের প্রিয়া, কেশবের পূজার নিমিত্ত আমি তোমাকে চয়ন করিতেছি, তুমি বরপ্রদা হও ॥ ১০৪ ॥

হে পবিত্রাঙ্গি! হে কলিপাপবিনাশিনি! তোমার অঙ্গসম্ভূত পত্র দ্বারা আমি যেরূপে হরির পূজা করিতে পারি, তুমি সেইরূপ কর ॥

গরুড়পুরাণেও ॥

মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং
লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥
ইত্যুক্ত্বা তুলসীং নত্বা চিত্বা দক্ষিণপাণিনা।
পত্রাণ্যেকৈকশো ন্যস্যেৎ সৎপাত্রে মঞ্জরীরপি ॥ ১০৫ ॥
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ স্কান্দে ॥
মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্গৃহীত্বা তুলসীদলং।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিফলং লভেৎ ॥
কিঞ্চ ॥
শালগ্রামশিলার্চ্চার্থং প্রত্যহং তুলসী ক্ষিতৌ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবা ॥ ইতি ॥ ১০৬ ॥

ক্ষিতাবিতি পৃথিব্যামেব শ্রীতুলস্যাঃ সত্বাৎ অতঃ ক্ষিতিরপি ধন্যেতি ভাবঃ ॥ ১০৬ ॥

হে তুলসি! তুমি মোক্ষের একমাত্র কারণ, পৃথিবীতে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ নাই, তুমি সর্ব্বগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়া, অতএব তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেষ্ঠ মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তুলসীকে নমস্কার পূর্ব্বক দক্ষিণহস্তে এক একটী পত্র ও মঞ্জরী চয়ন করিয়া উত্তম পাত্রে রাখিবে ॥ ১০৫ ॥

তুলসীচয়নমন্ত্রের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি এই মন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্র গ্রহণ করিয়া বাসুদেবের পূজা করেন, তিনি কোটিলক্ষ ফল লাভ করেন ॥

আরও ॥

যাঁহারা তুলসীক্ষেত্রে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা নিমিত্ত প্রতিদিন তুলসীচয়ন করেন, তাঁহাদিগের অঙ্গুলি সকল ধন্য এবং পৃথিবীতে তুলসীর সদ্ভাব হেতু পৃথিবীও কৃতার্থা হয়েন ॥ ১০৬ ॥

সংক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ঃ স্মৃতৌ ।
পরং শ্রীবিষ্ণুভক্তৈস্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতে ॥ ১০৭ ॥
অথ তুলস্যবচয়নিষেধকালো বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
ন চ্ছিন্দ্যাৎ তুলসীং বিপ্রাঃ দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ ক্বচিৎ ॥
গারুড়ে ॥
ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা ।
জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ ॥
পাদ্মে চ । শ্রীকৃষ্ণসত্যাসম্বাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥
দ্বাদশ্যাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে ।
লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান্ ॥

সংক্রান্তৌ পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং রবিবাসরে । তুলসীং যে বিচিন্বন্তীত্যাদি বচনৈঃ স্মৃতিশাস্ত্রে নিষিদ্ধোঽপি পরং কেবলং দ্বাদশ্যামেব তুলস্যা অবচয়ো নেষ্যতে ॥ ১০৭ ॥

জীবিতস্যাবিনাশায়েতি অন্যথা আয়ুঃক্ষয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ । এবং দ্বাদশ্যামেব নিষেধা-

স্মৃতিশাস্ত্রে সংক্রান্তি প্রভৃতিতে অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং রবিবার দিবসে তুলসীচয়ন নিষিদ্ধ থাকিলেও বিষ্ণুভক্তগণ কেবল দ্বাদশীতেই তুলসীচয়ন ইচ্ছা করেন না ॥ ১০৭ ॥

অথ তুলসীচয়ন নিষেধকাল ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে বিপ্রগণ ! বৈষ্ণব দ্বাদশীতে কখন তুলসী ছেদন করিবেন না ॥

গরুড়পুরাণে ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি যদি আয়ুর ক্ষয় ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে রবিরারে দূর্ব্বা এবং দ্বাদশীতে তুলসীচয়ন করিবেন না, করিলে আয়ুঃ ক্ষয় হয় ॥

পদ্মপুরাণেও ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার সম্বাদসম্বন্ধে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

যে মনুষ্য দ্বাদশীতে তুলসীপত্র এবং কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র ছেদন করে, সে অতিশয় নিন্দনীয় নরকে গমন করিবে ॥

অতএবোক্তং ॥

দেবার্থে তুলসীচ্ছেদো হোমার্থে সমিধান্তথা।
ইন্দুক্ষয়ে ন দুষ্যেত গবার্থে তু তৃণস্য চ ॥ ১০৮ ॥
এবং কৃত্বা মহাপূজামঙ্গোপাঙ্গাদিকং প্রভোঃ।
ক্রমাদ্যথা সম্প্রদায়ং তত্তৎস্থানেষু পূজয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

অথাঙ্গোপাঙ্গপূজা ॥

অমাবস্যাদাবপি তদবচয়ো বিহিত ইতি জ্ঞেয়ং। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি দেবার্থ ইতি সমাসান্ত প্রবিষ্টেনাপি ছেদেন সহাগ্রেঽপ্যন্বয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

অঙ্গানি শ্রীমূর্ত্তৌ মন্ত্রবর্ণাদিন্যাসস্থানানি উপাঙ্গানি বেণ্বাদিচিহ্নচতুষ্কং। আদিশব্দেন শ্রীমূর্ত্তিন্যস্তমন্ত্রপদাক্ষরাণি চ। তেষাং তেষাং বর্ণাদীনাং স্থানেষু ক্রমেণ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ ॥ ১০৯ ॥

তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি মন্ত্রেতি। তস্য তস্য ন্যাসস্থানেষু যথাস্পদং যথাস্থানং। অয়মর্থঃ। পূর্ব্বং শ্রীমূর্ত্তৌ যস্মিন্নঙ্গে যন্ন্যস্তমস্তি তস্মিন্ তদেকক্রমেণ পূজয়েদিতি।

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

অমাবস্যায় দেবতার জন্য তুলসীচ্ছেদন, হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠচ্ছেদন এবং গো নিমিত্ত তৃণচ্ছেদন দূষণীয় নহে ॥ ১০৮ ॥

এইরূপে ভগবানের মহাপূজা সম্পাদন করিয়া সেই সেই বর্ণাদির স্থানে যথাক্রমে ও সম্প্রদায় অনুসারে গন্ধাদিদ্বারা অঙ্গ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিতে মন্ত্রবর্ণাদির ন্যাসস্থান সকল ও উপাঙ্গাদি অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি চতুষ্টয় এবং শ্রীমূর্ত্তিস্থিত মন্ত্রপদ ও অক্ষর সমূহ পূজা করিবে ॥ ১০৯ ॥

অথ অঙ্গ ও উপাঙ্গপূজা ॥

প্রথমতঃ সেই সেই ন্যাসস্থানে স্থানানুসারে মন্ত্র, বর্ণ, পদ এবং বেণু, মালা, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভের পূজা করিবে ॥

তাৎপর্য্য। শ্রীমূর্ত্তির যে অঙ্গে যাহা ন্যস্ত আছে,তাহাতে ক্রমান্বয়ে পূজা করিবে। পূজার প্রয়োগ এই। মস্তকে ওঁ ক্লীং নমঃ। ললাটে ওঁ ক্লীং নমঃ ইত্যাদি। ওঁ ক্লীং নমঃ ইত্যাদিরূপে শ্রীনেত্রদ্বয়েও কেহ

মন্ত্রবর্ণপদান্যাদৌ তত্তন্ন্যাসপদেষু চ ॥
বেণুঞ্চ মালাং শ্রীবৎসং কৌস্তুভঞ্চ যথাস্পদং ॥ ১১০ ॥
ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ ক্ষিপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
প্রার্থ্যানুজ্ঞাং ভগবতোঽর্চ্চয়েদাবৃতিদেবতাঃ ॥ ১১১ ॥
তাশ্চ প্রত্যেকমাবাহ্য স্নানাদি পরিকল্প্য চ।
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পাভ্যাং যথাস্থানং যথাক্রমং ॥ ১১২ ॥
অথাবরণপূজা ॥
কর্ণিকায়াং চতুর্দ্দিক্ষু দ্যোতমানান্ প্রভোঃ সখীন্।

প্রয়োগঃ। শ্রীমস্তকে ওঁ হ্রীং নমঃ ললাটে ওঁ ক্লীং নম ইত্যাদিঃ। শ্রীনেত্রদ্বয়ে কেচিদপি পূজাং কুর্ব্বন্তি ওঁ হ্রীং নম ইত্যাদিঃ। অত্র সর্ব্বত্র নিজসম্প্রদায়ব্যবহার এবানুসর্ত্তব্যঃ। অতএব লিখিতং যথা সম্প্রদায়মিতি। বেণ্বাদীংশ্চ শ্রীমুখাদৌ পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ। প্রয়োগঃ। শ্রীমুখবেণবে নম ইত্যাদিঃ ॥ ১১০ ॥

আবৃতিঃ আবরণং তদ্রূপা দেবতাঃ ॥ ১১১ ॥

তা আবরণদেবতাঃ তাসামেব স্নানাদিকং পরিকল্প্য সম্পাদ্য তাঃ পূজয়েৎ ॥ ১১২ ॥

তদেব বিবিচ্য দর্শয়তি কর্ণিকায়ামিত্যাদিনা উর্দ্ধয়োরিত্যন্তেন। চতুর্দ্দিক্ষু শ্রীভগবতঃ

কেহ পূজা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সম্প্রদায় অনুসারে পূজা করিবে ইহা লিখিত হইয়াছে। শ্রীমুখাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় পূজা করিবে। উহার প্রকার এই যে—শ্রীমুখে বেণবে নমঃ। ইত্যাদি ॥ ১১০ ॥

তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ভগবানের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করত আবরণ দেবতাদিগের পূজা করিবে ॥ ১১১ ॥

ঐ সকল আবরণ দেবতাদিগের প্রত্যেকের আবাহন করিয়া ও স্নান প্রভৃতি করাইয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা যথাস্থানে ও যথাক্রমে পূজা করিবে ॥ ১১২ ॥

অথ আবরণপূজা ॥

ভগবানের পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে কর্ণিকায় বিরাজমান তদীয় সখা বসুদাম, সুদাম, দাম এবং কিঙ্কিণীর পূজা করিবে। প্রয়োগ যথা—ওঁ

বসুদামং সুদামঞ্চ দামঞ্চ কিঙ্কিণীং যজেৎ ॥
ইতি প্রথমাবরণং ॥ ১১৩ ॥
তদ্বহিশ্চাগ্নিকোণাদৌ কেশরেম্বঙ্গদেবতাঃ।
হৃদয়াদিযুতাঃ পূজ্যাঃ স্বস্ববর্ণাদিশোভিতাঃ।
ইতি দ্বিতীয়ং ॥ ১১৪ ॥
ততো বহিশ্চ পূর্ব্বাদিদিগ্‌দলেম্বষ্টসু প্রভোঃ।
মহিষী রুক্মিণী সত্যভামা নাগ্নজিতী ক্রমাৎ।
সুনন্দা মিত্রবৃন্দা চ সম্পূজ্যাথ সুলক্ষণা।

পূর্ব্বাদিদিক্‌চতুষ্টয়ে। প্রয়োগঃ। ওঁ বসুদানায় নম ইত্যাদিঃ ॥ ১১৩ ॥

অগ্নিকোণাদাবিতি কোণচতুষ্টয়ে প্রথমাঙ্গদেবতা চতুষ্টয়ং অন্যাশ্চ চতুর্দ্দিক্ষ্বেবেতি জ্ঞেয়ং। হৃদয়াদিমন্ত্রৈঃ হৃদয়ায় নমঃ শিরসে স্বাহা ইত্যাদিভির্যুক্তাঃ। প্রয়োগঃ। হ্রীং হৃদয়ায় নমোনমঃ শিরসে স্বাহা নমঃ ইত্যাদিঃ। তদ্বর্ণাদিকঞ্চোক্তং। ক্রমদীপিকায়াং। মুক্তেন্দুকান্তকুবলয় হরিনীলহুতাশনপ্রভাঃ প্রমদাঃ। অভয়বরস্ফুরিতকরাঃ প্রধানতনবোঽঙ্গদেবতাঃ স্মর্য্যাঃ ইতি। অস্যার্থঃ। শুক্লনীলরক্তবর্ণাঃ স্ত্রীরূপাঃ অভয়বরকরাঃ প্রধানদেবতাস্বরূপা ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

মহিষীণাং ধ্যানং লিখতি তত্তদিতি। তেন তেন কমলাদিনা দ্রব্যেণ আদিশব্দাদ্রূপভূষণাদিনা চ ভূষিতাঃ। তচ্চোক্তং তত্রৈব। তপনীয়মরকতাভাঃ সুসিতবিচিত্রাম্বরাদ্বিশস্তেতাঃ। পৃথুকুচভরালসাঙ্গ্যো বিবিধমণিপ্রকরবিলসিতাভরণাঃ। দক্ষিণকরধৃতকমলাঃ সুরভিসুপাত্রমুদ্রিতান্যকরাঃ ইতি। অস্যার্থঃ। দ্বিশ যুগ্মশঃ ক্রমেণ কাঞ্চনমরকতবর্ণাঃ

বসুদামায় নমঃ। ইত্যাদি। এই প্রথম আবরণ ॥ ১১৩ ॥

তাহার বহির্ভাগে অগ্নিকোণাদি কোণচতুষ্টয়ে কেশরে শোভমান অঙ্গদেবতাগণকে স্বীয় স্বীয় বর্ণাদি এবং হৃদয়াদি মন্ত্র সহিত অর্চ্চনা করিবে। প্রয়োগ যথা—হ্রীঁ হৃদয়ায় নমো নমঃ। শিরসে স্বাহা নমঃ ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় আবরণ ॥ ১১৪ ॥

তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি দিক্‌স্থিত অষ্টদলে কমল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা বিভূষিত রুক্মিণী, সত্যভামা, নাগ্নজিতী, সুনন্দা, মিত্রবৃন্দা, সুলক্ষণা,

জাম্ববতী সুশীলা চ তত্তদ্রব্যাদি ভূষিতাঃ ॥
ইতি তৃতীয়াং ॥ ১১৫ ॥
পূর্ব্বাদ্যষ্টদলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীং।
শ্রীনন্দং শ্রীযশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাং।
গোপান্ গোপীশ্চ তদ্ভাবত্রপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ।
বিচিত্ররূপবেশাদিশোভমানানিমান্ যজেৎ ॥
ইতি চতুর্থং ॥

রত্নপূরিত সৎপাত্রলক্ষিতবামকরাঃ ইতি ॥ ১১৫ ॥

পূর্ব্বং পূর্ব্বদিক্স্থিতং। তদাদিষু অষ্টসু দলাগ্রেষু বসুদেবাদীনষ্ট যজেৎ পূজয়েদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ক্রমাদিত্যগ্রে লিখিতত্বাৎ সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধনীয়ং। তত্র গোপগোপীনাং বহুত্বেঽপি গণত্বাভিপ্রায়েণ দ্বিত্বং জ্ঞেয়ং। নতু ভগবতঃ প্রিয়তমানাং শ্রীগোপীনাং চতুর্থাবরণে পূজনং নোপযুজ্যতে ভগবদত্যন্তান্তিক এব তাসামবস্থিত্যুৎপত্তেঃ তত্র লিখতি তদ্ভাবেতি। তেন অনির্ব্বচনীয়েন পরমগোপ্যেন বা ভাবেন প্রেমবিশেষেণ যা ত্রপা তয়া দূরতঃ স্থিতা। অত্যন্ত সন্নিকর্ষেণ নিজভাবস্য প্রকাশে সতি সভামধ্যে কুলবতীনাং তাসাং পরমলজ্জোৎপত্ত্যা শ্রীযশোদাদিসঙ্গাপেক্ষয়া চ তত্রাবস্থানং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। এতদপি সকামপূজাবিষয়কমেবেত্যাদিকমগ্রে ব্যক্তং ভাবি। ইতি ইমান্ বসুদেবাদীন্ পুমান্ স্ত্রিয়েত্যেকশেষত্বং রূপাদিকঞ্চ তেষাং ধ্যানার্থং তত্রৈবোক্তং। জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডুরৌ। দিব্যমাল্যাম্বরালেপভূষণৌ মাতরৌ পুনঃ। ধারয়ন্তৌ চ বরদং পয়সা পূর্ণপাত্রকং। অরুণশ্যামলে হারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতে। বলঃ শঙ্খেন্দুধবলো মুষলং লাঙ্গলং দধৎ। হালালীলো নীলবাসা হেলাবানেক কুণ্ডলঃ। কলায়শ্যামলা ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রভূষণা। বরা-

জাম্ববতী এবং সুশীলা, নামে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণকে যথাক্রমে পূজা করিবে, এই তৃতীয় আবরণ ॥ ১১৫ ॥

পূর্ব্বাদি দিক্স্থ অষ্টদলে বিচিত্র রূপ ও বেশাদিদ্বারা শোভমান বসুদেব, দেবকী, শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা, বলরাম, সুভদ্রা, গোপগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশেষ অনুরাগ যুক্ত লজ্জাবশতঃ দূরে অবস্থিত গোপীগণকে যথাক্রমে পূজা করিবে। এই চতুর্থ আবরণ ॥

তদ্বহিশ্চতুরস্রান্তপূর্ব্বাদ্যাশাচতুষ্টয়ে।
সন্তানং পারিজাতঞ্চ কল্পদ্রুমমথার্চ্চয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
হরিচন্দনমপ্যেবং দিব্যবৃক্ষানভীষ্টদান্।
কর্ণিকায়াঞ্চ সম্পূজ্য মন্দারং দেবপৃষ্ঠতঃ ॥
ইতি পঞ্চমং ॥ ১১৭ ॥
তদ্বহিশ্চাষ্টদিক্পালান্ স্বস্বদিক্ষ্বেব পূজয়েৎ।
তত্তদ্বীজাধিপত্যাস্ত্রবাহনস্বজনান্বিতান্ ॥ ১১৮ ॥
তত্তদ্বর্ণান্ দিব্যবেশাননন্তঞ্চ তথার্চ্চয়েৎ।

ভয়যুতা পীতবসনা রূঢ়যৌবনা। বেণু-বীনা-বেত্র-যষ্টি-শঙ্খ-শৃঙ্গাদিপাণয়ঃ। গোপা গোপ্যশ্চ বিবিধপ্রাভৃতাত্তকরাম্বুজাঃ। ইতি। এষামর্থঃ। পিতরৌ শ্রীবসুদেবনন্দৌ মাতরৌ শ্রীদেবকীযশোদে। হালা মাধ্বী হেলা লীলা প্রাভৃতমুপায়নমিতি ॥ ১১৬ ॥

কর্ণিকায়াং দেবস্য ভগবতঃ পৃষ্ঠে মন্দারঞ্চ, চ শব্দাৎ দিব্যবৃক্ষমভীষ্টদমাদৌ সংপূজ্য পশ্চাত্তেভ্যো বাসুদেবাদিভ্যো বহিশ্চতুরস্রাভ্যন্তরে পূর্ব্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে সন্তানাদীন্ ক্রমেণার্চ্চয়েৎ। এবং লিখিতপ্রকারেণ অভীষ্টদায়কান্ দিব্যবৃক্ষান্ পঞ্চার্চ্চয়েৎ ॥ ১১৭ ॥

দিক্পালান্ ইন্দ্রাদীনষ্ট। স্বস্বদিক্ষু ইন্দ্রাদীনাং নিজনিজাসু চতুরস্রস্য পূর্ব্বাদ্যষ্টদিক্ষু। তস্য তস্য ইন্দ্রাদেঃ বীজানি বীজাক্ষরাণি আধিপত্যানি দেবাধিপতিত্বাদীনি অস্ত্রাণি বজ্রাদীন্যায়ুধানি বাহনানি ঐরাবতাদীনি স্বজনাঃ সারথ্যাদিপরিবারাস্তৈরন্বিতান্ ॥ ১১৮ ॥

ধ্যানার্থং তেষাং বর্ণাদিকং লিখতি তত্তদিতি পাদেনৈকেন। স প্রসিদ্ধঃ কপিশাদিবর্ণো যেষাং তান্। দিব্যঃ বিচিত্রমণিগণকিরণপ্রস্ফুরণাদিময়ো বেশঃ ভূষণং যেষাং তান্।

কর্ণিকায় ভগবানের পশ্চাদ্ভাগে প্রথমতঃ মন্দার ও অভীষ্ট ফলপ্রদ স্বর্গীয় পাঁচটী বৃক্ষের আরাধনা করিয়া পশ্চাৎ বসুদেব প্রভৃতির বহির্ভাগে কোণচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে সন্তান, পারিজাত, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন বৃক্ষের অর্চ্চনা করিবে। এই পঞ্চম আররণ ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে সেই সেই কপিশাদিবর্ণবিশিষ্ট দিব্যবেশধারি ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ‌র্ত, বায়ু, কুবের ও ঈশান এই অষ্ট দিক্পালকে, নৈঋ‌র্ত ও বরুণের মধ্যে অধোদিক্পাল অনন্তকে এবং

নিঋ´ত্যম্বুপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মাণং চেন্দ্ররুদ্রয়োঃ।
ইতি ষষ্ঠং॥ ১১৯॥
ততো বহিশ্চাষ্টদিক্ষু মৌলিস্থানাত্মলক্ষণান্।
ভগবৎপার্ষদাংস্তত্র বর্ণায়ুধবিভূষণান্।
বজ্রং শক্তিঞ্চ দণ্ডঞ্চ খড়্গপাশাঙ্কুশান্ ক্রমাৎ।

অধুনা অথ ঊর্দ্ধদিগ্‌দ্বয়পালয়োঃ পূজাসন্নিবেশং লিখতি অনন্তমিতি। তথা তেনৈব প্রকারেণেতি বীজাদিনা বর্ণাদিনা চান্বিতমিত্যর্থঃ। অনন্তং নিঋ´তেঃ অম্বুপস্য বরুণস্য চ মধ্যে অর্চ্চয়েৎ। ব্রহ্মাণঞ্চ ইন্দ্ররুদ্রয়োর্মধ্যে তথৈবার্চ্চয়েৎ। তত্র বীজাক্ষরাণি। লাং বাং মাং ক্ষাং রাং যাং সাং হাং হ্রীং আং ইতি। বর্ণাদিকঞ্চোক্তং তত্রৈব। কপিশ-কপিল-নীল-শ্যামল-শ্বেত-ধূম্রামলসিতশুচিরক্তাঃ বর্ণতোবাসবাদ্যাঃ। করকমলবিরাজৎস্বায়ুধা দিব্যবেশা বিবিধমণিগণাস্রপ্রস্ফুরদ্ভূষণাঢ্যা ইতি। আধিপত্যানি চ দেবতেজঃপ্রেতবক্ষোজলপ্রাণ-নক্ষত্রভূতনাগপ্রজানাং ক্রমশঃ। প্রয়োগঃ। ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধমণিগণকিরণপ্রস্ফুরদ্ভূষণায় নম ইত্যাদিঃ। ক্বচিচ্চ বর্ণভূষণপ্রয়োগো ন তিষ্ঠতে॥ ১১৯॥

মৌলিস্থানি আত্মনঃ আত্মনো লক্ষণানি আয়ুধচিহ্নানি যেষাং বজ্রাদীনাং তান্ যজে-দিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তেষাং তাদৃশমূর্ত্তিমত্ত্বাদৌ হেতুঃ ভগবৎপার্ষদানিতি। তানেব বিবিচ্য লিখতি বজ্রমিতি। অষ্টদিক্ষু বজ্রাদীনষ্টচক্রং পদ্মঞ্চেতি দ্বে অধ ঊর্দ্ধে চ ক্রমাৎ যজেৎ। বর্ণাদিকং চৈষাং তত্রৈবোক্তং। অর্চ্চ্যা বহির্নিজ সুলক্ষিত মৌলিমুক্তাঃ স্ব-স্বায়ুধাভয়সমুদ্যতপাণিপদ্মাঃ। কণকরজততোয়দাভ্রচম্পারুণহিমনীলজবাপ্রবালভাসঃ ক্রমত

ইন্দ্র রুদ্রের মধ্যে ঊর্দ্ধদিক্‌পাল ব্রহ্মাকে স্ব স্ব বীজাক্ষর, আধিপত্য, অস্ত্র, বাহন এবং স্বজন সহিত অর্চ্চনা করিবে। প্রয়োগ যথা। "ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় কপিশবর্ণায় বিবিধমণিগণকিরণপ্রস্ফুরদ্ভূষণায় নমঃ" ইত্যাদি। এই ষষ্ঠ আব-রণ॥ ১১৮॥ ১১৯॥

তাহার বহির্ভাগে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে বর্ণ, মন্ত্র ও ভূষণ সহিত স্ব স্ব লক্ষণাক্রান্ত ভগবানের প্রধান ২ পার্ষদদিগের আরাধনা করিবে। তন্মধ্যে অষ্টদিকে যথাক্রমে বজ্র, শক্তি, দণ্ড, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গদা ও ত্রিশূ-

যজেদ্গদাং ত্রিশূলঞ্চ চক্রাব্জে ত্বধ ঊর্দ্ধয়োঃ ॥ ১২০ ॥
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং তোমরং মুষলং হলং।
অন্যদ্বাপি হরেঃ শস্ত্রং স্মৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
ইতি সপ্তমং ॥
সর্ব্বানন্দপ্রদং হ্যেতৎ সপ্তাবরণপূজনং।
অশক্তোঽঙ্গেন্দ্র বজ্রাদ্যমাবৃতিত্রয়মর্চ্চয়েৎ ॥ ১২২ ॥
ঈদৃক্ চৈকান্তিভির্জ্জ্ঞেয়ং তত্তৎকামবতাং মতং।

ইতি রুচাত্তবস্ত্রপূর্ব্বা রুচিরবিলেপনবস্ত্রমাল্যভূষা ইতি ॥ ১২০ ॥

অন্যৎ বজ্রাদিকং স্মৃত্বাপি কিং পুনঃ পূজয়িত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

অশক্তঃ সপ্তাবরণপূজনে অসমর্থশ্চেৎ অঙ্গেন্দ্রবজ্রযুক্তমাবরণত্রয়ং পূজয়েৎ। এতদপি পূর্ব্ববৎ সকামজপাভিপ্রায়েণৈব ॥ ১২২ ॥

নন্থ শ্রীভাগবতাদ্যুক্তানুসারেণ তথাত্রৈব পূর্ব্বলিখিতধ্যানানুসারেণ চ শ্রীবৃন্দাবনে গোপগোপ্যাদিপরিবৃতস্য শ্রীগোপালদেবস্যাবরণপূজায়াং কথং শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ শ্রীবসু-দেবাদয়শ্চ সঙ্গচ্ছেরন্ একান্তিমতেন পরমবিরোধাপত্তেঃ। সত্যং। অয়ঞ্চাবরণপূজাবিধিঃ কামপরাণাং শক্রজয়াদি কাম সিদ্ধ্যভিপ্রায়েণৈবেতি লিখতি ঈদৃক্ চেতি। এতল্লিখিত-প্রকারকমাবরণপূজনং তত্তৎকামবতাং জয়দং প্রধানে অভয়দং বিপিনে ইত্যাগমোক্ত-

লের এবং অধঃ ও ঊর্দ্ধদিকে চক্র ও পদ্মের অর্চ্চনা করিবে ॥ ১২০ ॥

উহার মাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তোমর, মূষল, হল অথবা হরির অন্য কোন শস্ত্র স্মরণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই সপ্তম আবরণ ॥ ১২১ ॥

এই সপ্তাবরণ সর্ব্ব প্রকার আনন্দ প্রদান করে। যদি কেহ সকল আবরণের পূজা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সে অঙ্গ, ইন্দ্র ও বজ্র-যুক্ত আবরণত্রয়ের পূজা করিবে ॥ ১২২ ॥

এই প্রকার আবরণ পূজা সেই সেই শক্রবিজয়াদি কামনাকারি ব্যক্তিদিগের সম্মত, ইহা ভগবদ্ভক্তেরা অবগত হইবেন। অন্যথা

অন্যথা গোকুলে কৃষ্ণদেবে তত্তদসম্ভবাৎ ॥ ১২৩ ॥
একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথাধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ।
প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ কালে কৃষ্ণান্তিকং গতাঃ ॥ ১২৪ ॥
ততো গোপকুমারাশ্চ তদ্বয়স্যাস্ততো বহিঃ।
নন্দো যশোদারোহিণ্যৌ গোপা গোপ্যশ্চ তৎসমাঃ।

বিবিধকামপরাণামেব মতং সম্মতমিতি একান্তিভির্জ্ঞেয়ং। অন্যথা তত্তৎ কামব্যতিরেকেণ শ্রীভগবতি শ্রীকৃষ্ণে তত্রাপি গোকুলে তে তে রুক্মিণ্যাদয়ো ন সম্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

ননু তর্হি একান্তিভিঃ কথমাবরণপূজা কার্য্যা তত্র লিখতি একান্তিভিরিতি চতুর্ভিঃ। যথাধ্যানং পূর্ব্বলিখিতধ্যানানুসারেণ ক্রমদীপিকায়াং ভগবদ্ধ্যানানন্তরমেব গোপীনাং ধ্যানোক্তেঃ গোপীগোপপশূনাং বহিঃ স্মরেদিত্যাদিনা। যচ্চ তত্র গোভির্মুখাম্বুজবিলীন-বিলোচনাদিভিরিত্যাদি শ্লোকষট্‌কেন গবাদিভ্যো গোপেভ্যো গোপবালকেভ্যশ্চ পশ্চাদ্ভগ-বদ্ধ্যানে গোপ্যো নির্দ্দিষ্টা ইতি তচ্চ বাহ্যক্রমেণোহ্যং। অন্যথা পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেরিতি দিক্। কাল ইতি সদা লজ্জয়া প্রায়ো দূরতো বর্ত্তমানা অপি পূজোৎসবসময়ং প্রাপ্য কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রাপ্তা অতএব প্রথমাবরণে পূজ্যাঃ এবং কামপরাণাং তত্তৎপূজাবিধি-রপ্যনুমত ইত্যূহ্যং। পূজ্যা ইতি সর্ব্বত্রানুবর্ত্তত এব বিভক্ত্যাদিব্যত্যয়েন যথাসম্ভবং সম্বন্ধনীয়ং ॥ ১২৪ ॥

তস্য কৃষ্ণস্য বয়স্যা গোপকুমারাঃ তৎসমাঃ শ্রীনন্দযশোদাভ্যাং সহ সমানবয়স্কা ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ সেই সেই কামনা ব্যতিরেকে গোকুলে কৃষ্ণদেবের সহিত তত্তদ্বিষয়ের সঙ্ঘটন অর্থাৎ রুক্মিণী প্রভৃতির সহিত মিলন হওয়া অসম্ভব ॥ ১২৩ ॥

ভগবদ্ভক্তেরা প্রথম আবরণে শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রভুর প্রিয়াগণকে পূর্ব্বোক্ত ধ্যানানুসারে পূজা করিবেন। তাঁহারা লজ্জাবশতঃ দূরবর্ত্তী থাকিলেও পূজাকালে তাঁহার নিকটে থাকেন ॥ ১২৪ ॥

তদনন্তর প্রভুর বয়স্য গোপকুমারদিগের অর্চ্চনা করিবেন। তাহার বহির্ভাগে নন্দ ও তৎসদৃশ গোপগণকে এবং যশোদা রোহিণী ও তৎ-সদৃশ গোপীগণকে পূজা করিবেন ॥

ততশ্চ বৎসা গাবশ্চ বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ।
ততো ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রাপ্তা নীরাজনোৎসবে ॥ ১২৫ ॥
রামঃ কদাচিৎ কৃষ্ণস্য কদাচিন্মাতুরন্তিকে।
শ্রীনারদশ্চ পরিতো ভ্রমন্ হর্ষভরাকুলঃ ॥ ১২৬ ॥
এবং যদ্ধ্যানপূজাদাবেকান্তিভ্যঃ প্ররোচতে।
কৃষ্ণায় রোচতেঽত্যন্তং তদেব চ সতাং মতং ॥ ১২৭ ॥
তথাচ তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকর্দ্দমস্তুতৌ ॥
তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।

তত্র নন্দসমা গোপা যশোদাসমা গোপ্য ইতি ॥ ১২৫ ॥

কদাচিৎ কৃষ্ণস্যান্তিকে পূজ্যাঃ মাতূরোহিণ্যাঃ ॥ ১২৬ ॥

নন্বেবং তন্ত্রোক্তাদিক্রমেণ স্বচ্ছন্দপূজাবিধিরয়ং শাস্ত্রপরাণাং সতাং সম্মতঃ কথং স্যাৎ তত্র লিখতি এবমিতি। ধ্যানপূজাদৌ বিষয়ে যদেকান্তিভ্যঃ প্রকর্ষেণ রোচতে তদেব কৃষ্ণায় ভগবতেঽত্যন্তং রোচতে। অতঃ সতাং তদেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

তদেব প্রমাণয়তি তান্যেবেতি। শ্রীকপিলদেবং প্রতি শ্রীকর্দ্দমস্য বচনমিদং হে ভগবন্ তব রূপাণি অবতারাঃ চতুর্ভুজত্বদ্বিভুজত্বাদ্যাকারা বা শুক্লকৃষ্ণাদিবর্ণা বা সৌন্দর্য্যাণি বা স্বজনানামেকান্তভক্তানাং তেভ্যো যানি যানি রোচন্তে তান্যেব তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানীত্যর্থঃ। পরমভক্তবাৎসল্যভরাৎ। যদ্বা। সম্মতানীত্যর্থঃ। যদ্বা। তান্যেব

তদনন্তর বৎস, গাভী, বৃষ ও বন্য মৃগাদির অর্চ্চনা করিবেন। তাহার পর নীরাজনা-উৎসবসময়ে প্রাপ্ত ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধনা করিবেন ॥ ১২৫ ॥

বলরামকে কখন কৃষ্ণের নিকটে এবং কখন মাতা রোহিণীর নিকটে আরাধনা করিবেন। আর হর্ষভরে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী শ্রীনারদকেও পূজা করিবেন। এই রূপ ধ্যান পূজাদি বিষয়ে ভগবদ্ভক্তগণের যাহা রুচিজনক, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর ও সাধুগণের সম্মত ॥ ১২৭ ॥

এই কারণে তৃতীয়স্কন্ধে ২৪ অ। ৩০ শ্লোকে কর্দ্দমের স্তবে ॥

হে ভগবন্! অরূপী তোমার যে যে রূপ ভক্তগণের রুচিকর,

যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহার্থং॥ ১২৮॥

অথ শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা॥

ততোঽষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চ্চয়েৎ।

রূপাণি তে তুভ্যং রোচন্তে যতঃ অভিরূপাণি অন্যেভ্য পরমমনোহরাণি। অন্যৎ সমানং। অরূপিণ ইতি। আদ্যে পক্ষে। ন বিদ্যতে রূপী অবতারী যস্মাত্তস্য পরমাবতারিণ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়পক্ষদ্বয়ে। অকারোবিষ্ণুস্তদ্রূপিণঃ অতশ্চতুর্ভুজত্বশ্যামবর্ণত্বাদিমত ইত্যর্থঃ। চতুর্থে ন বিদ্যতে রূপী সৌন্দর্য্যবান্ অন্যো যস্মাৎ। তস্য সহজপরমসৌন্দর্য্যবত ইত্যর্থঃ। তথাভূতস্যাপি তব অতঃ শুক্লাদিবর্ণবিশিষ্টস্যাস্য শ্রীকপিলাবতারস্য মহৎ রোচনাদেবং ত্বয়াবতীর্ণমিতি শ্রীকর্দ্দমাভিপ্রায়ঃ। যদ্বা। রূপ্যন্তে দৃশ্যন্তে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে ভগবান্ যৈস্তানি রূপাণি শ্রবণাদীনি নবভক্ত্যঙ্গানি যানি যাদৃশানি। অরূপিণঃ রূপঃ নিরূপণং তদ্বান্ রূপী তদ্ব্যতিরিক্তস্য অনীর্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যস্য ইত্যর্থঃ। পরং পূর্ব্ববদেব অতো মম গৃহত্যাগাদিনা অগ্রে শ্রবণাদিভক্ত্যেকনিষ্ঠত্ববুভূষা তুভ্যং রোচতে এবেতি তদভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ। এবমেকান্তিভ্যো যদ্রোচতে তদেব ভগবতে রোচতে ইতি সিদ্ধং॥ ১২৮॥

ততস্তদাবরণপূজানন্তরং। অষ্টভির্নামমন্ত্রৈঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিঃ পূজয়েৎ। শ্রীকৃষ্ণায় পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাদিত্যর্থঃ। তথাচ ক্রমদীপিকায়ামাবরণপূজানন্তরং। ইত্যর্চ্চয়িত্বা জলগন্ধপুষ্পৈঃ কৃষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ পুষ্পপূজাং কুর্য্যাদ্বুধ ইতি। অস্যার্থঃ। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাবরণানি জলাদিভিঃ পূজয়িত্বা অথানন্তরং পুষ্পপূজাং পুষ্পৈঃ কৃষ্ণপূজাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কৃষ্ণপূজামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তথাপি সএবার্থঃ। জলগন্ধপুষ্পৈরিত্যস্য পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধাৎ অতো

সেই সমুদায় রূপই তোমার অভিরূপ। সাধুগণ স্বীয় স্বীয় অন্তঃকরণে তোমার যে যে মূর্ত্তি ভাবনা করেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া সেই সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাক॥ ১২৮॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টনামের পূজা॥

অনন্তর অষ্টনামরূপ মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

কুর্য্যাত্তৈরেব বা পূজামশক্তোঽখিলদৈঃ প্রভোঃ ॥ ১২৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
দেবকীনন্দনশ্চৈব যদুশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ।
বার্ষ্ণেয়শ্চাসুরাক্রান্তভারহারী তথা পরঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈর্নমোযুতৈঃ ॥ ১৩০ ॥

ভিন্নোপক্রমায়াথশব্দপ্রয়োগ ইতি। অত্র চ কেচিন্মন্যন্তে প্রত্যেকং নাম্নৈকঃ পুষ্পাঞ্জলিরিত্যেবমষ্টনামভিরষ্টপুষ্পাঞ্জলীন্ দদ্যাদিতি। কেচিচ্চ সর্ব্বান্তে ত্রীন্ পুষ্পাঞ্জলীনিতি। তত্র চ যথাসম্প্রদায়ং ব্যবহারঃ অধুনা পূর্ব্বলিখিততত্তদ্ভগবৎপূজাবিধাবত্যন্তাসমর্থং প্রতিপক্ষান্তরং লিখতি কুর্য্যাদিতি। অশক্তশ্চেত্তর্হি প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজাং কুর্য্যাৎ। কৈঃ তৈঃ নামাষ্টকদেয়পুষ্পাঞ্জলিভিরেব। যদ্বা। তৈরষ্টনামভিঃ তৎকীর্ত্তনৈরেবেত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রেণৈবাশেষপূজাফলং সংসিদ্ধেদেবেতি লিখতি অখিলদৈরিতি। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। এভিরেবাথ বা পূজা কর্ত্তব্যা কংসবৈরিণঃ। সর্ব্বকামাপ্তয়ে বুধৈরিতি। কেচিচ্চ মন্যন্তে। অত্যন্তাসমর্থো হ্যাবরণপূজাং বিহায়াবরণপূজাপরিবর্ত্তেন তৈরেব পূজয়েৎ আবরণপূজাপ্রসঙ্গোক্তত্বাদিতি। তদযুক্তং। যতো নামনির্দ্দেশানন্তরমেব তদুক্তেঃ। তথা কংসবৈরিণঃ পূজা কর্ত্তব্যেত্যুক্তত্বাদেভিরেবেতি নির্দ্ধারাচ্চ পরমাশক্তস্য তৈরেব সর্ব্বা পূজা সম্পদ্যেতেত্যবগম্যতে ইতি দিক্ ॥ ১২৯ ॥

তানি নামান্যেব লিখতি শ্রীকৃষ্ণ ইতি দ্বাভ্যাং। নম ইতি শব্দেন যুতৈঃ তৈর্নামভিঃ পূজাং কুর্য্যাৎ ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ এবং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধিনাম্নামগ্রে লেখ্যোন মাহাত্ম্যবিশেষেণাশেষা পূজা স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ। প্রয়োগঃ। শ্রীকৃষ্ণায় নম ইত্যাদিঃ॥১৩০ ॥

করিবে। যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূজা করিতে অশক্ত হন, তিনি সেই অষ্টনামেই পূজা করিবেন, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পূজার ফল সিদ্ধি হইবে ॥ ১২৯ ॥

সেই অষ্টনাম এই। শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্তভারহারী এবং ধর্ম্মস্থাপক। চতুর্থ্যন্ত নমঃ শব্দযুক্ত ("শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ") ইত্যাদি নাম দ্বারা পূজা করিবে ॥১৩০॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে পৌষ্পিকো নাম সপ্তমোবিলাসঃ ॥ ❋ ॥ ৭ ॥ ❋ ॥

॥ * ॥ ইতি সপ্তমঃ ॥ * ॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরাম-নারায়ণবিদ্যারত্নানুবাদে পৌষ্পিক নাম সপ্তম বিলাস সম্পূর্ণ ॥❋॥৭॥ ❋।

অষ্টমবিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদ্রঙ্কো রত্নাবলীময়ং ॥ ১ ॥
অথ ধূপনং ॥
ততশ্চ ধূপমুৎসৃজ্য নীচৈস্তন্মুদ্রয়ার্পয়েৎ।

এবং শ্রীভগবতোঽনুগ্রহপ্রভাবেন বহুলগ্রন্থেভ্যঃ পরমোত্তমান্ শ্লোকান্ সংগৃহ্য লিখন্ ভক্ত্যা তং প্রণমতি শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিতি। যস্য পাদয়োরাশ্রয়ঃ শরণাপত্তিস্তস্য তেন বা যদ্বীর্য্যং প্রভাবঃ তস্মাদ্ধেতোঃ তেন বা আকরঃ সমুদ্রাদিস্থানীয়ং শাস্ত্রং তস্য ব্রাতাৎ সমূহাৎ। রঙ্কোঽপ্যয়ং জনঃ। এবং শ্রদ্ধাপ্রযত্নাদিবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ১ ॥

উৎসৃজ্য এষ ধূপো নমঃ। ইতি মূলমন্ত্রেণোৎসর্গং কৃত্বা নীচৈরিতি ভূমিতো দেবস্য শ্রীনাভিপর্য্যন্তং ধূপপাত্রং সমুত্থাপ্যেতি সদাচারতো জ্ঞেয়ং। তথা ঘণ্টাঞ্চ স্বাহা অস্ত্রায়

যাঁহার চরণাশ্রয় প্রভাবে এই দীনব্যক্তি আকর অর্থাৎ সমুদ্রস্থানীয় শাস্ত্রসমূহ হইতে রত্নাবলী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

অথ ধূপদান ॥

তদনন্তর ধূপ উৎসর্গ করিয়া ভূমি হইতে প্রভুর নাভি পর্য্যন্ত ধূপপাত্র উঠাইবে এবং বামহস্তে ঘণ্টাবাদ্য করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের নাম

কৃষ্ণং সঙ্কীর্ত্তয়ন্ ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদয়ন্ ॥ ২ ॥
তথাচ বহ্বৃচপরিশিষ্টে ॥
ধূপস্য বীজনেচৈব ধূপেনাঙ্গবিধূপনে।
নীরাজনেষু সর্ব্বেষু বিষ্ণোর্নামানি কীর্ত্তয়েৎ।
জয়ঘোষং প্রকুর্ব্বীত কারুণ্যং চাভিকীর্ত্তয়েৎ।
তথা মঙ্গলঘোষঞ্চ জগদ্বীজস্য চ স্তুতিং ॥ ৩ ॥
অন্যত্র চ ॥
ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া হরেঃ ॥
তত্র মন্ত্রঃ ॥
বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যো গন্ধ উত্তমঃ।

কড়িতি গন্ধাক্ষতকুসুমৈঃ পূজিতামিতি বোদ্ধব্যং ॥ ২ ॥

ধূপস্য সর্ব্বতঃ প্রসারণার্থং ব্যজনাদিনা যদ্বীজনং তস্মিন্। কারুণ্যং পূতনাদিসদ্গতি-দাতৃত্বাদিকং। জগদ্বীজস্য ভগবতঃ স্তুতিং ব্রহ্মাদিকৃতাং ॥ ৩ ॥

কীর্ত্তন করিয়া, তাহার মুদ্রা দ্বারা অর্পণ করিবে ॥ ২ ॥

বহ্বৃচপরিশিষ্টে ঐ বিষয় লিখিত হইয়াছে ॥

ধূপের বীজনে অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সৌগন্ধ্য বিস্তার নিমিত্ত ব্যজনাদি দ্বারা বায়ুকরণ সময়ে, ধূপের দ্বারা অঙ্গের সৌগন্ধ্য সম্পাদনে এবং সর্ব্বপ্রকার নীরাজনাতে শ্রীবিষ্ণুর নাম সকল কীর্ত্তন করিবে এবং জগৎ কারণ প্রভুর জয়শব্দ ও মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ, কারুণ্য অর্থাৎ পূতনাদির সদ্গতি দাতৃত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন ও ব্রহ্মাদিকৃত স্তব পাঠ করিবে ॥ ৩ ॥

অন্যস্থলেও ॥

বামহস্তের তর্জনীদ্বারা ধূপপাত্র অর্চ্চনা করিয়া, তাহার পর ঘণ্টা বাদ্য ও জয়শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক হরিকে ধূপ সমর্পণ করিবে ॥

ধূপনিবেদনমন্ত্রঃ ॥

বৃক্ষরসে উৎপন্ন, গন্ধযুক্ত উত্তম গন্ধ, সকল দেবতার আঘ্রাণযোগ্য

আগ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৪ ॥

অথ ধূপাঃ। বামনপুরাণে ॥

রুহিকাখ্যং কণো দারু সিহ্লকঞ্চাগুরুঃ সিতা।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ ॥

মূলাগমে ॥

সগুগ্‌গুল্বগুরূশীরসিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ।
সারাঙ্গার-বিনিঃক্ষিপ্তৈঃ কল্পয়েদ্ধূপমুত্তমং ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥

তথৈব শুভগন্ধা যে ধূপাস্তে জগতঃ পতে।
বাসুদেবস্য ধর্ম্মজ্ঞৈর্নিবেদ্যা দানবেশ্বর।

অথ ধূপেষু নিষিদ্ধং। তত্রৈব ॥

ধূপস্য স্থানং পাত্রং হরেঃ সমর্পয়েৎ ॥ ৪ ॥

রুহিকা জটামাংসী। কণো গুগ্‌গুলুবিশেষঃ। সিতা শর্করা। শঙ্খো নখী। ন জীবজাতং প্রাণ্যঙ্গসম্ভবং নখী পুষ্যলকং মৃগমদাদিকং। ন দদ্যাদিতি শেষঃ। যচ্চ শঙ্খাদিকং পূর্ব্বং

অতএব এই ধূপ গ্রহণ করুন ॥ ৪ ॥

অথ ধূপের বিষয় বামনপুরাণে ॥

রুহিকা (জটামাংসী) কণ (গুগ্‌গুলু বিশেষ) দারু, সিহ্লক, অগুরু, শর্করা, শঙ্খ (নখী) জাতীফল, এই সমুদায় বস্তু দ্বারা প্রস্তুত ধূপ বিষ্ণুর প্রিয় ॥

মূলাগমে ॥

উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের অঙ্গারে গুগ্‌গুলু, শর্করা, ঘৃত, মধু ও চন্দন নিক্ষেপ করিয়া উত্তম ধূপ রচনা করিবে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

হে জগৎপতে! হে দানবেশ্বর! ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সেইরূপ উৎকৃষ্ট গন্ধবিশিষ্ট ধূপ বাসুদেবকে নিবেদন করিবে ॥

অথ ধূপ সকলের মধ্যে নিষিদ্ধ ॥

ন ধূপার্থে জীবজাতং।

তত্রৈবাপবাদঃ।

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কালিকাপুরাণে ॥

ন যক্ষধূপং বিতরেন্মাধবায় কদাচন ॥ ৫ ॥

অগ্নিপুরাণে ॥

ন শল্লকীজং ন তৃণং ন শঙ্করসসম্ভৃতং।

ধূপং প্রত্যঙ্গনির্ম্মুক্তং দদ্যাৎ কৃষ্ণায় বুদ্ধিমান্ ॥ ৬ ॥

ধূপেষু বিহিতং তত্র চ বিহিত প্রতিসিদ্ধৈস্ত বিহিতালাভতোঽর্চ্চয়েদিতি পুষ্পপ্রকরণন্যায়ো ঽবতারয়িতব্যঃ। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্রোহ্যং ॥ ৫ ॥

শল্লকী শালেয়ীতি প্রসিদ্ধা তৃণং উশীরপ্রভৃতি। শঙ্কঃ শেহরেতি প্রসিদ্ধঃ। তস্য রসো মজ্জা। প্রত্যঙ্গ নির্ম্মুক্তং অঙ্গং অঙ্গং প্রতি নির্ম্মুক্তং সম্ভৃতং শয়ড়াকাণ্ডাদি তচ্চ ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। নিষিদ্ধপ্রকরণত্বাৎ। যদ্বা। প্রথমং নিষিদ্ধমুক্ত্বা পশ্চাদ্ধূপদানপ্রকারমাহ। প্রত্যঙ্গং শ্রীভগবতঃ সর্ব্বাঙ্গেষু নির্ম্মুক্তং প্রসৃতং সংলগ্নং যথা স্যাদিতি ॥ ৬ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই ॥

প্রাণিজাত বস্তুতে ধূপ প্রস্তুত করিবে না ॥

তদ্বিষয়ে বিশেষবিধি ॥

ধূপবিষয়ে মৃগমদ ব্যতিরেকে অন্য প্রাণিজাত বস্তু পরিত্যাগ করিবে ॥

কালিকাপুরাণে ॥

মাধবকে কখন যক্ষধূপ অর্থাৎ শালবৃক্ষের নির্যাস রূপ ধূপ নিবেদন করিবে না ॥ ৫ ॥

অগ্নিপুরাণে ॥

শল্লকী (শালেয়ী) জাত, উশীরাদি তৃণজাত, শঙ্করস (শেহরের মজ্জা) সমুৎপন্ন এবং উহাদের কাণ্ডাদি প্রত্যঙ্গ-সম্ভূত ধূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রদান করিবেন না ॥ ৬ ॥

অথ ধূপনমাহাত্ম্যং ॥

নারসিংহে শ্রীমার্কণ্ডেয়শতানীকসম্বাদে ॥

মহিষাখ্যং গুগ্‌গুলুঞ্চ আজ্যযুক্তং সশর্করং।
ধূপং দদাতি রাজেন্দ্র নরসিংহস্য ভক্তিমান্।
সধূপিতঃ সর্ব্বদিক্ষু সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ।
অপ্সরোগণযুক্তেন বিমানেন বিরাজতা।
বায়ুলোকং সমাসাদ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

স্কান্দে ॥

যে কৃষ্ণাগুরুণা কৃষ্ণং ধূপয়ন্তি কলৌ নরাঃ।
সকর্পূরেণ রাজেন্দ্র কৃষ্ণতুল্যা ভবন্তি তে ॥ ৭ ॥
সাজ্যেন বৈ গুগ্‌গুলুনা সুধূপেন জনার্দ্দনং।
ধূপয়িত্বা নরো যাতি পদং তস্য সদাশিবং।

কৃষ্ণতুল্যা ইতি তৎসারূপ্যপ্রাপ্তেঃ ॥ ৭ ॥
সদাশিবং নিত্যমঙ্গলং ॥ ৮ ॥

অথ ধূপনমাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণে মার্কণ্ডেয় ও শতানীকের সম্বাদে ॥

হে রাজেন্দ্র! যে ভক্তিমান্ ব্যক্তি চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত করিয়া মহিষ—গুগ্‌গুলু, ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত ধূপ নৃসিংহদেবকে নিবেদন করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অপ্সরোগণের সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক বায়ুলোকে গমন করেন, তথা হইতে বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত অবস্থিতি করেন ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

হে রাজেন্দ্র! কলিকালে যে সকল মনুষ্য কর্পূর সহিত কৃষ্ণ অগুরু দ্বারা কৃষ্ণকে ধূপ প্রদান করেন, তাঁহারা কৃষ্ণতুল্য হন অর্থাৎ সারূপ্য মুক্তি লাভ করেন ॥ ৭ ॥

ঘৃতের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া উত্তম ধূপ দ্বারা জনার্দ্দনকে

অগুরুন্তু সকর্পূরং দিব্যচন্দনসৌরভং।
দত্ত্বা নিত্যং হরের্ভক্ত্যা কুলানাং তারয়েচ্ছতং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতৃতীয়কাণ্ডে ॥
ধূপানামুত্তমং তদ্বৎ সর্ব্বকামফলপ্রদং ॥
ধূপং তুরুষ্ককং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
দত্ত্বাতু কৃত্রিমং মুখ্যং সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ।
গন্ধযুক্তকৃতং দত্ত্বা যজ্ঞগোসবমাপ্নুয়াৎ।
দত্ত্বা কর্পূরনির্যাসং বাজিমেধফলং লভেৎ।
বসন্তে গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ।
গ্রীষ্মে চন্দনসারেণ রাজসূয়ফলং লভেৎ।
তুরুষ্কস্য প্রদানেন প্রাবৃষ্যুত্তমতাং লভেৎ।
কর্পূরদানাচ্ছরদি রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ধূপিত করিলে, মনুষ্য নিত্য মঙ্গলস্থান প্রাপ্ত হয় ॥

কর্পূর সহিত অগুরু ও সুগন্ধি চন্দন ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে নিবেদন করিলে শতকুল উদ্ধার করিতে পারে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতৃতীয়কাণ্ডে ॥

উত্তম ধূপ প্রদত্ত হইলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সফল হয়। আর তুরুষ্ক ধূপ প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়, কৃত্রিম উৎকৃষ্ট ধূপ অর্পণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি হয়, গন্ধযুক্ত করিয়া অর্পণ করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। কর্পূরনির্যাস প্রদান করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায়। বসন্তকালে গুগ্‌গুলু প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল হয়। গ্রীষ্মসময়ে চন্দনসার দ্বারা ধূপ দিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বর্ষাকালে তুরুষ্কের ধূপ প্রদান করিলে উত্তমতা সিদ্ধি হয়, শরৎকালে কর্পূর দান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ॥ ৮ ॥

হেমন্তে মৃগদর্পেণ বাজিমেধফলং লভেৎ।
শিশিরেঽগুরুসারেণ সর্ব্বমেধফলং লভেৎ॥ ৯॥
পদমুত্তমমাপ্নোতি ধূপদঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
ধূপলেখা যথৈবোর্দ্ধং নিত্যমেব প্রসর্পতি।
তথৈবোর্দ্ধগতো নিত্যং ধূপদানাদ্ভবেন্নরঃ॥ ১০॥
প্রহ্লাদসংহিতায়াঞ্চ॥
যো দদাতি হরের্ধূপং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
শতক্রতুসমং পুণ্যং গোঽযুতং লভতে ফলমিতি॥ ১১॥
ধূপয়েচ্চ তথা সম্যক্ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং।
ধূপশেষং ততো ভক্ত্যা স্বয়ং সেবেত বৈষ্ণবঃ॥
তথাচ পাদ্মে অম্বরীষং প্রতি গৌতমপ্রশ্নে॥

মৃগদর্পেণ কস্তূর্য্যা। সর্ব্বৈর্মেধৈর্যজ্ঞৈরপি সুদুর্ল্লভং॥ ৯॥
উত্তমং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং ইহ লোকে চ পুষ্টিং পরিপূর্ণতাং লভতে। যদ্বা। পোষণং তদনুগ্রহ ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তলক্ষণাৎ পুষ্টিং সর্ব্বত্রানুভবতীত্যর্থঃ॥ ১০॥
গোঽযুতং গবামযুতদানজঞ্চেত্যর্থঃ॥ ১১॥
তথেতি সমুচ্চয়ে। তেনৈব প্রকারেণেতি বা সম্যক্ ধূপয়েৎ॥ ১২॥

হেমন্তকালে মৃগনাভি দিলে অশ্বমেধের ফল হয়, শিশিরকালে অগুরুসার অর্পণ করিলে সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৯॥

ধূপদাতা পরলোকে বৈকুণ্ঠরূপ উত্তমপদ প্রাপ্ত হয় এবং ইহলোকে পুষ্টিলাভ করে। ধূপশিখা যে রূপ প্রতিদিন ঊর্দ্ধগামী হয়, ধূপদাতাও ধূপদান প্রযুক্ত প্রত্যহ সেইরূপ ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে॥১০

প্রহ্লাদসংহিতাতেও॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা হরিকে ধূপ প্রদান করেন, তিনি শতযজ্ঞ তুল্য পুণ্য এবং অযুত গোদানের ফল লাভ করেন॥ ১১॥

বৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রীভগবন্মন্দির সর্ব্বপ্রকারে ধূপিত করিবেন, তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক স্বয়ং ধূপশেষ সেবা করিবেন॥

তথাচ পদ্মপুরাণে অম্বরীষের প্রতি গৌতমের প্রশ্নে॥

ধূপশেষন্তু কৃষ্ণস্য ভক্ত্যা ভজসি ভূপতে।
কৃত্বা চারাত্রিকং বিষ্ণোঃ স্বমূর্দ্ধ্না বন্দসে নৃপ ॥ ১২ ॥
অথ শ্রীভগবদালয়ধূপনমাহাত্ম্যং ॥
কৃষ্ণাগুরুসমুত্থেন ধূপেন শ্রীধরালয়ং।
ধূপয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু স মুক্তো নরকার্ণবাৎ ॥
ধূপশেষসেবনমাহাত্ম্যং ॥
পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষসম্বাদে ॥
তীর্থকোটিশতৈর্ধৌতো যথা ভবতি নির্ম্মলঃ।
করোতি নির্ম্মলং দেহং ধূপশেষস্তথা হরেঃ।
ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য ভৌমং দিব্যং রসাতলং।
কৃষ্ণধূপাবশেষেণ যস্যাঙ্গং পরিবাসিতং ॥ ১৩ ॥
নাপদো বিপদস্তস্য ভবন্তি খলু দেহিনঃ

দিব্যং দিবি ভবং। রসাতলং পাতালভবমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

হে রাজন্! তুমি ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের ধূপশেষ ভজনা কর কি না? এবং তাঁহার আরাত্রিক করিয়া মস্তক দ্বারা উহা বন্দনা কর কি না? ॥ ১২ ॥

অথ শ্রীভগবদ্গৃহে ধূপদানের মাহাত্ম্য ॥

যে বৈষ্ণব ব্যক্তি কৃষ্ণাগুরুজাত ধূপ দ্বারা শ্রীধরের মন্দির ধূপিত করেন, তিনি নরক রূপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ॥

পদ্মপুরাণে গৌতম ও অম্বরীষসম্বাদে ॥

শতকোটি তীর্থে স্নান করিলে যে রূপ পবিত্র হয়, শ্রীকৃষ্ণের ধূপাবশেষ সেইরূপ দেহ পবিত্র করে। যাঁহার দেহ শ্রীকৃষ্ণের ধূপশেষ দ্বারা সুবাসিত হইয়াছে, তাঁহার কি স্বর্গ, কি পৃথিবী এবং কি পাতাল কোনস্থান হইতে ভয় থাকে না ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে ধূপ প্রদান করিয়া,তাহার অবশিষ্ট দ্বারা সর্ব্বদা

হরের্দত্তাবশেষেণ ধূপয়েদ্যস্তনুং সদা ॥ ১৪ ॥
নাসৌখ্যং ন ভয়ং দুঃখং নাধিজং নৈব রোগজং।
যঃ সেবয়েদ্ধূপশেষং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
ক্রূরসত্ত্বভয়ং নৈব নচ চৌরভয়ং ক্বচিৎ।
সেবয়িত্বা হরের্ধূপং নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জলং ॥ ১৫ ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে চ ॥
আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তং ধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্ভবব্যালদষ্টানাং ভবেৎ কর্ম্মবিষাপহমিতি ॥ ১৬ ॥
দর্শনাদপি ধূপস্য ধূপদানাদিজং ফলং।

আপদ্বিপদোঃ কার্য্যকারণত্বাদিনা ভেদঃ কল্প্যঃ ॥ ১৪ ॥

অসৌখ্যং সুখাভাবমাত্রং সেবয়েদিতি স্বার্থে ইন্। যদ্বা। অন্যমপি যং সেবয়েৎ। এবং সেবয়িত্বেত্যপি ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বতঃ প্রসর্পতঃ ভবঃ সংসার এব ব্যালঃ মহাসর্পঃ তেন দষ্টানাং জনানাং বিষং সংসার-দুঃখং অপহন্তীতি তথা তৎ ॥ ১৬ ॥

আপনার শরীর ধূপিত করেন, নিশ্চয় বলিতেছি তাঁহার কখন আপদ্ বিপদ্ অর্থাৎ বিপদের কারণ ও বিপদ্ ইহার কিছুই থাকে না ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর ধূপশেষ সেবন করেন, তাঁহার আর কোন সুখের অভাব থাকে না, কোন ভয় থাকে না এবং মনঃপীড়া জনিত বা রোগ জনিত কোন প্রকার ক্লেশ ঘটে না ॥

হরির ধূপ, নির্ম্মাল্য এবং পাদোদক সেবা করিলে, কখন হিংস্র প্রাণির ভয় অথবা চৌর ভয় থাকে না ॥ ১৫ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়েও ॥

সংসার রূপ মহাসর্প কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিগণ যদি হরিকে প্রদত্ত, চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ধূপের উচ্ছিষ্ট আঘ্রাণ করে, তাহা হইলে হরি তাহাদিগের সংসারদুঃখ রূপ বিষ নষ্ট করিয়া দেন ॥ ১৬ ॥

যাঁহারা বিষ্ণুকে ধূপদান করেন, তদ্ব্যতীত অন্যলোকেও যদি ধূপ-

সর্ব্বমন্যেঽপি বিন্দন্তি তচ্চাগ্রে ব্যক্তিমেষ্যতি ॥ ১৭ ॥

অথ দীপনং ॥

তথৈব দীপমুৎসৃজ্য প্রাগ্বদ্ ঘণ্টাঞ্চ বাদয়ন্।

পাদাব্জাদাদৃগব্জং তন্মুদ্রয়োচ্চৈঃ প্রদীপয়েৎ ॥

তত্র মন্ত্রঃ। গৌতমীয়ে ॥

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।

সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৮ ॥

অথ দীপঃ ॥

অন্যে ধূপদাতৃব্যতিরিক্তা জনা অপি ধূপস্য দর্শনাদপি। আদিশব্দেন ধূপশেষাঘ্রাণাচ্চ জায়ত ইতি তথা তৎ সর্ব্বফলং লভতে। তচ্চ ফলপ্রাপ্ত্যাদিকং অগ্রে মহানীরাজন-প্রকরণে প্রমাণবাক্য নিদর্শনাদিনা ব্যক্তং ভাবীত্যর্থঃ। তথাচ তত্রৈব লেখ্যং। ধূপঞ্চা-রাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাং তং প্রবন্দত ইত্যাদি। ততশ্চারাত্রিকবদ্ধূপস্যাপি বন্দনং কেচিন্মন্যন্তে ॥ ১৭ ॥

তথা ধূপনলিখিতপ্রকারেণৈব। প্রাগ্বদিতি গন্ধাদিপূজিতাং ঘণ্টাং বামহস্তেন বাদ-য়ন্নিত্যর্থঃ। পাদাব্জাৎ শ্রীমূর্ত্তেঃ পাদাব্জমারভ্য আদৃগব্জং নেত্রাব্জপর্য্যন্তং অতএবোচ্চৈ-র্ধূপাপেক্ষয়োচ্চতয়া তস্য দীপস্য মুদ্রয়া প্রকর্ষেণ দীপয়েৎ ॥ ১৮ ॥

দান দর্শন করে, তাহা হইলে সে ধূপদানাদিজনিত সমুদায় ফল লাভ করে, এ বিষয় পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ১৭ ॥

অথ দীপদান ॥

ধূপের ন্যায় দীপ উৎসর্গ করিয়া পূর্ব্ববৎ বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করত গন্ধ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চিত তাহার মুদ্রাদ্বারা প্রভুর পাদপদ্ম অবধি নেত্রপদ্ম পর্য্যন্ত ধূপাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দীপিত করিবে ॥

দীপদানমন্ত্র। গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

অত্যন্ত উজ্জ্বল মহাতেজা চতুর্দ্দিকের অন্ধকারনাশক এবং বাহ্যা-ভ্যন্তর জ্যোতিবিশিষ্ট, অতএব এই দীপ গ্রহণ করুন ॥ ১৮ ॥

অথ দীপের বিষয় ॥

দীপং প্রজ্বালয়েচ্ছক্তৌ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা ॥
তথাচ নারদীয়কল্পে ॥
সঘৃতং গুগ্গুলুং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতং।
সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ ॥
ভবিষ্যোত্তরে ॥
ঘৃতেন দীপো দাতব্যো রাজন্ তৈলেন বা পুনঃ ॥ ১৯ ॥
মহাভারতে চ ॥
হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ॥
অথ দীপে নিষিদ্ধং ॥

শক্তৌ সত্যাং গব্যেন ঘৃতেন বা। তত্র কর্পূরঘৃতাভ্যাং দীপপ্রজ্বালনে বি ষয়ে অসামর্থ্যে অশক্তৌ তু সুগন্ধিনা তিলাদিজাতেন তৈলেনাপি দীপং প্রজ্বালয়েৎ ॥ ১৯ ॥
ওষধ্যঃ তিলসর্ষপকুসুম্ভাদয়স্তদ্রসৈঃ ॥ ২০ ॥

যাহার যে রূপ সামর্থ্য, তিনি তদনুসারে কর্পূর দ্বারাই হউক, বা গব্যঘৃত দ্বারাই হউক দীপ জ্বালাইবেন। যদি কোন ব্যক্তি তাহাতেও অশক্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সুগন্ধি তৈলদ্বারাও দীপ জ্বালাইতে পারিবেন ॥

নারদীয়কল্পেও এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ॥

ঘৃত সংযুক্ত গুগ্গুলু ধূপ এবং দীপ গব্যঘৃত দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পরিবার সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিবে ॥

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে ॥

হে রাজন্! ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা দীপ প্রদান করিবে ॥ ১৯ ॥

মহাভারতেও ॥

ঘৃত দ্বারা দীপদান মুখ্যকল্প, আর ওষধিরস অর্থাৎ তিল, সর্ষপ ও কুসুম্ভাদি রস দ্বারা দীপদান গৌণকল্প ॥

অথ দীপদানে নিষিদ্ধবস্তু ॥

ভবিষ্যোত্তরে ॥

বসামজ্জাদিভির্দীপো নতু দেয়ঃ কদাচন ॥

মহাভারতে ॥

বসামজ্জাস্থিনির্যাসৈর্ন কার্য্যঃ পুষ্টিমিচ্ছতা ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরতৃতীয়কাণ্ডে ॥

নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কালিকাপুরাণে ॥

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যা তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।

বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো নতু ভূমৌ কদাচন ॥ ২০ ॥

অথ দীপনমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

প্রজ্বাল্য দেবদেবস্য কর্পূরেণ চ দীপকং ॥

জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্বপ্রকাশঃ ব্রহ্ম বা তদ্রূপং পদং বৈকুণ্ঠলোকং ॥ ২১ ॥

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগে ॥

বসা ও মজ্জাদি দ্বারা কদাচ দীপ প্রদান করিবে না ॥

মহাভারতে ॥

যিনি আপনার পুষ্টিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার বসা, মজ্জা ও অস্থিনির্যাসদ্বারা দীপদান করা বিধেয় নহে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের তৃতীয়কাণ্ডে ॥

নীল ও রক্তবর্ণ দশাবিশিষ্ট দীপ যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে ॥

কালিকাপুরাণে ॥

হে ভৈরব! তৈজসাদি অর্থাৎ ধাতুনির্ম্মিত প্রভৃতি দীপাধারে দীপ নিবেদন করিবে, মৃত্তিকায় দীপ কখন রাখিবে না ॥ ২০ ॥

দীপদানের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

দেবদেবের নিকট কর্পূর দ্বারা দীপ জ্বালাইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের

অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥

অত্রৈবান্যত্র চ ॥

যো দদাতি মহীপাল কৃষ্ণস্যাগ্রে তু দীপকং।

পাতকন্তু সমুৎসৃজ্য জ্যোতীরূপং লভেৎ পদং॥

বারাহে ॥

দীপং দদাতি যো দেবি মদ্ভক্ত্যা তু ব্যবস্থিতঃ।

নাত্রান্ধত্বং ভবেত্তস্য সপ্ত জন্মানি সুন্দরি ॥

যস্তু দদ্যাৎ প্রদীপং মে সর্ব্বতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

স্বয়ংপ্রভেষু দেশেষু তস্যোৎপত্তির্বিধীয়তে ॥ ২২ ॥

ব্যবস্থিতঃ স্থিরচিত্তঃ। অত্র অস্মিন্ লোকে। সপ্ত জন্মানি প্রাপ্য যদন্ধত্বং ভাব্যমস্তি তন্ন ভবেৎ। যদ্বা। অত্র অস্যাং মদ্ভক্তৌ অন্ধত্বং জ্ঞানহীনতা ন স্যাৎ। তত্রচ সপ্ত জন্মানীতি কেনাপ্যপরাধেন জ্ঞানহানিকারণে জাতেঽপি জন্মসপ্তকং যাবৎ। যদ্বা। সপ্তেতি বাহুল্য-মাত্রে তাৎপর্য্যং কদাপি জ্ঞানহানি র্ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ং প্রভেষু স্বপ্রকাশেষু ব্রহ্মলোকাদিষু শ্বেতদ্বীপাদিষু বা ॥ ২২ ॥

ফল লাভ ও কুলের উদ্ধার হয় ॥

এস্থলে এবং অন্যস্থলেও ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দীপদান করে, সে পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ বৈকুণ্ঠপদ লাভ করে ॥ ২১ ॥

বরাহপুরাণে ॥

হে দেবি! হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে ভক্তি সহকারে আমাকে দীপ দান করে, ইহ জন্ম হইতে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত তাহার অন্ধ-দশা ঘটে না ॥

যে ব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাকে দীপ প্রদান করে, স্বপ্রকাশ দেশে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি বা শ্বেতদীপাদি স্থানে তাহার জন্ম হয় ॥ ২২ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

দত্তং স্বজ্যোতিষে জ্যোতির্যদ্বিস্তারয়তি প্রভাং।
তদ্বর্দ্ধয়তি সজ্জ্যোতির্দাতুঃ পাপতমোপহং ॥

নারসিংহে ॥

ঘৃতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু।
বিহায় পাপং সকলং সহস্রাদিত্যসপ্রভঃ।
জ্যোতিষ্মতা বিমানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৩ ॥

প্রহ্লাদসংহিতায়াঞ্চ ॥

তুলসীপাবকেনৈব দীপং যঃ কুরুতে হরেঃ।
দীপলক্ষসহস্রাণাং পুণ্যং ভবতি দৈত্যজেতি ॥ ২৪ ॥

সজ্জ্যোতিঃ ভক্তমং জ্যোতিঃ জ্ঞানং ॥ ২৩ ॥
তুলসীপাবকেন তুলসীকাষ্ঠাগ্নিনা ॥ ২৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

স্বপ্রকাশ ভগবানে অর্পিত দীপ আপনার যে প্রভা বিস্তার করে, তাহা দাতার উত্তম জ্ঞান বর্দ্ধন এবং পাপ রূপ অন্ধকার বিনাশ করে ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃত বা তৈল দ্বারা দীপ প্রজ্বালিত করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুকে অর্পণ করে, তাঁহার পুণ্য ফল শ্রবণ কর। তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সহস্র সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী হয়েন এবং জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া সম্মান সহকারে বাস করেন ॥ ২৩ ॥

প্রহ্লাদসংহিতাতেও ॥

হে দৈত্যনন্দন! যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে হরিকে দীপ দান করেন, তিনি সহস্র দীপদানের ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

পশ্চাদ্দীপঞ্চ তং ভক্ত্যা মূর্দ্ধ্না বন্দেত বৈষ্ণবঃ।
ধূপস্যেবেক্ষণাত্তস্য লভন্তেঽন্যেঽপি তৎ ফলং ॥ ২৫ ॥
কেচিচ্চানেন দীপেন শ্রীমূর্ত্তে মূর্দ্ধ্নি বৈষ্ণবাঃ।
নীরাজনমিহেচ্ছন্তি মহানীরাজনে যথা ॥ ২৬ ॥
তথাচ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং ধূপানন্তরদীপপ্রসঙ্গে ॥
আরাত্রিকন্তু বিষমবহুবর্ত্তিসমন্বিতং।
অভ্যর্চ্চ্য রামচন্দ্রায় বামমধ্যমথার্পয়েৎ ॥
নমো দীপেশ্বরায়েতি দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।

ধূপস্যেবেতি যথা ধূপস্যেক্ষণাৎ দর্শনাৎ ধূপদানাদি ফলমন্যেঽপি লভন্তে। তথা তস্য দীপস্যাপীক্ষণাদ্দীপদানাদি ফলং দীপদাতুরিতরেঽপি জনাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নীরাজনং ভ্রামণেন নির্ম্মঞ্ছনং। মহানীরাজনং নৃত্যগীতানন্তরং পূজাশেষে ভাবি। তস্মিন্ যথা মূর্দ্ধনি নীরাজনং ক্রিয়তে তথা ইহ ধূপানন্তরদীপার্পণেঽপীচ্ছন্তি মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বিষমাভিঃ অযুগ্মাভির্বহুভির্বর্ত্তিভিঃ সমন্বিতং আরাত্রিকং নীরাজনদীপং। অভ্যর্চ্চ্য

বৈষ্ণব ব্যক্তি প্রথমতঃ দীপ অর্পণ করিয়া পরে ভক্তি সহকারে সেই দীপ মস্তক দ্বারা বন্দনা করিবেন। দীপদাতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণও ধূপের ন্যায় দীপদর্শনের ও দীপদান জনিত ফল প্রাপ্ত হয়েন॥২৫

মহানীরাজন অর্থাৎ নৃত্য গীতানন্তর পূজাশেষে যে নীরাজন হয় তাহার ন্যায় ভগবানের মস্তকে নীরাজন করিয়া থাকেন। কোন কোন বৈষ্ণব ধূপদানানন্তর দীপদান কালেও সেই রূপ নীরাজন ইচ্ছা করেন ॥ ২৬ ॥

রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় ধূপদানানন্তর দীপদান প্রসঙ্গে ॥

অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তিযুক্ত নীরাজনদীপকে পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিয়া রামচন্দ্রকে অর্পণ করিবে ॥

তদনন্তর "দীপেশ্বরায় নমঃ" এই বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে এবং ঐ দীপ ঘুরাইয়া বাদ্য দ্বারা প্রভুকে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় মস্তকে

অবধূপ্যাভ্যর্চ্য বাদ্যৈর্মূর্দ্ধ্নি নীরাজয়েৎ প্রভুমিতি ॥ ২৭ ॥
অতএবেষ্যতে তস্য করাভ্যাং বন্দনঞ্চ তৈঃ।
নাম চারাত্রিকেত্যাদি বর্ত্ত্যোঽপি বহুলাঃ সমাঃ ॥ ২৮ ॥
প্রসঙ্গাল্লিখ্যতেঽত্রৈব শ্রীমদ্ভগবদালয়ে।
দীপদানস্য মাহাত্ম্যং কার্ত্তিকীয়ঞ্চ তদ্বিনা ॥ ২৯ ॥
অথ শ্রীভগবদালয়ে প্রদীপপ্রদানমাহাত্ম্যং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে ॥

পুষ্পাদিনা পূজয়িত্বা। অর্পণপ্রকারমেবাহ নম ইতি। অবধূপ্য ভ্রাময়িত্বা বাদ্যৈঃ প্রভুমেবাভ্যর্চ্চ্য ॥ ২৭ ॥

অতো মহানীরাজনবদ্ব্যবহারাদেব তস্য ধূপানন্তরদেয়দীপস্য বন্দনমপি তৈঃ শ্রীরামার্চ্চনাদিপরৈরিষ্যতে আরাত্রিকেতি বিভক্ত্যভাবে নাম স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশাদদোষঃ। আরাত্রিকমিতি আদিশব্দেন নীরাজনমিতি নাম চেষ্যতে। তথা বহুলাশ্চ অসমাশ্চাযুগ্মা বর্ত্ত্যোপীষ্যন্তে। এবং মতভেদো মন্ত্রদেবতাভেদেন ফলভেদাদিনা বোদ্ধব্যঃ ॥ ২৮ ॥

অত্র ধূপানন্তরদীপদানপ্রসঙ্গ এব। শ্রীমতো ভগবত আলয়ে যদ্দীপদানং তস্য কার্ত্তিকীয়ং কার্ত্তিকমাসসম্বন্ধি যদ্দীপদানমাহাত্ম্যং তদ্বিনা। তস্যাগ্রে প্রতিমাসপূজাপ্রসঙ্গে লেখ্যত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

কেশবালয়মাসাদ্য দীপাগারং কৃত্বেতি সম্বন্ধঃ। কূটাগারং মঞ্জুগৃহং তৎসদৃশং এবং নিত্য-

---

নীরাজন করিবে ॥ ২৭ ॥

অতএব শ্রীরামের অর্চ্চনাদিপরায়ণ বৈষ্ণবগণ হস্ত দ্বারা তাঁহার বন্দনা,বহুল ও অযুগ্মবর্ত্তি সকল এবং নীরাজনপ্রভৃতি ইচ্ছা করেন॥২৮॥

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমদ্ভগবানের মন্দিরে কার্ত্তিকমাসে দেয় দীপ ব্যতীত দীপদানের মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীভগবদালয়ে দীপদানের মাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে ॥

দীপদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
কেশবায়তনে কৃত্বা দীপবৃক্ষমনোহরং।
অতীব ভ্রাজতে লক্ষ্যা দিবমাসাদ্য সর্ব্বতঃ॥
দীপমালাং প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ শার্ঙ্গিণো গৃহে।
ভবন্তি তে চন্দ্রসমাঃ স্বর্গমাসাদ্য মানবাঃ॥
দীপাগারং নরঃ কৃত্বা কুটাগারনিভং শুভং।
কেশবালয়মাসাদ্য লোকে ভাতি স শক্রবৎ॥
যথোজ্জ্বলো ভবেদ্দীপঃ সম্প্রদাতাপি যাদব।
তথা নিত্যোজ্জ্বলো লোকে নাকপৃষ্ঠে বিরাজতে॥
সদীপে চ যথা দেশে চক্ষুংষি ফলবন্তি চ।
তথা দীপস্য দাতারো ভবন্তি সফলেক্ষণাঃ॥
একাদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যাং প্রতিপক্ষন্তু যো নরঃ।

দীপদানমাহাত্ম্যমুক্তং কালবিশেষেঽপি ফলবিশেষমাহ একাদশ্যামিতি দ্বাভ্যাং॥ ৩০॥

দীপদানের তুল্য দান আর কখন হয় নাই এবং হইবেও না, যে ব্যক্তি বিষ্ণুরমন্দিরে মনোহর দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ করেন, তিনি স্বর্গে গমন করিয়া অতিশয় শোভায় শোভিত হয়েন॥

যে সকল মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গৃহে দীপমালা প্রদান করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়া চন্দ্রতুল্য হয়েন॥

যে ব্যক্তি কেশবের মন্দিরে গমন করিয়া তদীয় গৃহ দীপালোকে মনোহর গৃহ সদৃশ করেন, তিনি লোকে ইন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইয়াথাকেন॥

হে যাদব! যেরূপ দীপ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ দীপদাতাও নিত্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে বিরাজ করেন॥

যে রূপ দীপালোকবিশিষ্ট স্থানে চক্ষুঃ সফল হয়, সেইরূপ দীপদাতারও চক্ষুঃ সার্থক হয়॥

যে মনুষ্য প্রতিপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণকে দীপদান

দীপং দদাতি কৃষ্ণায় তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যং মনোজ্ঞমতিসুন্দরং।
দীপমালাকুলং দিব্যং বিমানমধিরোহতি॥ ৩০॥
পদ্মসূত্রোদ্ভবাং বর্ত্তিং গন্ধতৈলেন দীপকান্।
বিরোগঃ সুভগশ্চৈব দত্ত্বা ভবতি মানবঃ।
দীপদানং মহাপুণ্যমন্যদেবেষ্বপি ধ্রুবং।
কিং পুনর্বাসুদেবস্যানন্তস্য তু মহাত্মনঃ॥ ৩১॥
তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে॥
দীপং চক্ষুঃপ্রদং দদ্যাৎ তথৈবোর্দ্ধগতিপ্রদং।
ঊর্দ্ধং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধগতিস্তথা।

অধুনা সর্ব্বেষ্বেব দীপেষু বর্ত্ত্যাদিমাহাত্ম্যমাহ পদ্মেতি। এবং তত্তৎকামিনাং সুখপ্রবৃত্তয়ে তত্তৎফলমুক্ত্বা মুখ্যং ফলমাহ দীপদানমিতি। অনন্তস্যেতি তদ্দীপদানস্যাপি ফলং অনন্তমেবেত্যর্থঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ॥ ৩১॥

নাকস্য স্বর্গস্য পৃষ্ঠে উপরি বৈকুণ্ঠলোক ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রিলোকপঙ্ককথনে

করেন, তাঁহার ফল শ্রবণ কর। তিনি সুবর্ণ-মণি-মুক্তা খচিত অতি মনোহর দীপমালায় সুশোভিত স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করেন॥ ৩০॥

যে মানব পদ্মসূত্রজাত বর্ত্তিকে গন্ধতৈলে সিক্ত করিয়া দীপদান করেন, তিনি রোগহীন এবং সৌভাগ্যশালী হয়েন॥

যখন অপরাপর দেবগণকে দীপদান করিলেই নিশ্চয় মহাপুণ্য হয়, তখন মহাত্মা অনন্ত বাসুদেবকে ঐ দীপ অর্পণ করিলে যে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হইবে, সে বিষয়ে সংশয় কি?॥ ৩১॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেরই তৃতীয়কাণ্ডে॥

দীপ, চক্ষু এবং ঊর্দ্ধগতি প্রদান করে, দীপশিখা যে পরিমাণে ঊর্দ্ধগত হয়, দীপদাতাও সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধগতি পাইয়া থাকেন॥

দেবালয়ে দীপ যত চক্ষুর নিমেষ কাল প্রজ্বলিত থাকে, তত

যাবদক্ষিনিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥ ৩২ ॥
বৃহন্নারদীয়ে বীতিহোত্রং প্রতি
যজ্ঞধ্বজস্য পূর্ব্বজন্মবৃত্তকথনে ॥
প্রদীপঃ স্থাপিতস্তত্র সুরতার্থং দ্বিজোত্তম।
তেনাপি মম দুষ্কর্ম্ম নিঃশেষং ক্ষয়মাগতং ॥

স্বর্গস্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তত্বোক্তেঃ ॥৩২ ॥

এবং শ্রীভগবদালয়ে ভগবদুদ্দেশেন দীপদানফলং লিখিতং অধুনা পাপকর্ম্মোদ্দেশেনাপি তৎস্থানমাত্রে দীপপ্রজ্বালনফলং লিখতি প্রদীপ ইতি। তত্র বিষ্ণুমন্দিরে। শূন্যং পূজাদিভির্বিষ্ণোর্মন্দিরং প্রাপ্তবান্নিশীতি তত্র তস্য প্রস্তুতত্বাৎ। অত্রেয়মাখ্যায়িকা। যজ্ঞধ্বজো নাম রাজা পূর্ব্বজন্মনি দুর্জ্জন্মা চণ্ডালো মহাপাপাবলীনিরতঃ কদাচিৎ পরদারোপভোগার্থং পূজাদিরহিতং ভগবদালয়ং গতস্তৎ স্থানং সংমার্জ্য দীপং প্রজ্বাল্য পাপ-

সহস্র বৎসর দীপদাতা বৈকুণ্ঠলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করেন ॥৩২

বৃহন্নারদীয়পুরাণে বীতিহোত্রের নিকট যজ্ঞধ্বজের
পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কথনোপলক্ষে ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি সম্ভোগ কামনায় সেই বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার সমুদায় পাপ নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ॥

এই স্থলে একটী আখ্যায়িকা আছে ॥

পূর্ব্বকালে যজ্ঞধ্বজ নামে একজন দুষ্ক্রিয়াসক্ত, বিজন্মা, চণ্ডাল রাজা ছিলেন। তিনি এক দিবস পরস্ত্রী-সম্ভোগ জন্য পূজাদি রহিত ভগবানের আলয়ে গমন করেন। এবং সেই স্থান সম্মার্জ্জনীদ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া পাপকর্ম্মে রাত্রি যাপন করেন। এই অবসরে রক্ষকগণ আসিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিলে তিনি, বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। তথায় ব্রহ্মাদিলোকে বিবিধ সুখভোগ করত পরিশেষে স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপরায়ণ রাজা হইয়াছিলেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মেচ ॥

বিলীয়তে স্বহস্তেতু স্বাতন্ত্র্যে সতি দীপকঃ।

মহাফলো বিষ্ণুগৃহে ন দত্তো নরকায় সঃ॥ ৩৩॥

নারদীয়ে মোহিনীং প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদোক্তৌ ॥

তিষ্ঠন্তু বহুবিত্তানি দানার্থং বরবর্ণিনি।

হৃদয়ায়াস-কর্ত্তৄণি দীপদানাদ্দিবং ব্রজেৎ ॥

তস্যাপ্যভাবে সুভগে পরদীপপ্রবোধনং ॥

কর্ত্তব্যং ভক্তিভাবেন সর্ব্বদানাধিকঞ্চ যদিতি ॥ ৩৪ ॥

সদা কালবিশেষেঽপি ভক্ত্যা ভগবদালয়ে।

কর্ম্মণা রাত্রিং গময়ন্ সদ্যো রক্ষিভিঃ প্রাপ্য হতো বৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্তস্তত্র ব্রহ্মাদিলোকেষু চ বিবিধসুখভোগানুপভুজ্যান্তে স্বেচ্ছয়া পৃথিব্যাং ভগবদ্ভাবপরো রাজা বভূবেতি ॥ ৩৩ ॥

দিবং স্বর্গমিতি কামিন্যাস্তস্যা মোহিন্যাস্তত্রাদরবিশেষাৎ। যদ্বা। ঊর্দ্ধলোকমিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠমিত্যনুক্তিস্তু তস্যাং তৎপ্রকাশনাযোগাদিতি দিক্। যৎ যস্মাৎ পরদীপস্য প্রবোধনমপি সর্ব্বদানেভ্যোঽধিকং ॥ ৩৪ ॥

সদা সর্ব্বস্মিন্নপি দিনে। কালবিশেষে অমাবস্যাদাবপি ॥

বিষ্ণুধর্ম্মেও ॥

বিষ্ণুগৃহে প্রদত্ত দীপ দীপদাতার হস্তে থাকিতে থাকিতে যদি স্বয়ং নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও মহৎ ফল হয় এবং সেই দীপ নরকগতিপ্রদ হয় না। ৩৩ ॥

নারদপুরাণে মোহিনীর প্রতি শ্রীরুক্মাঙ্গদের বাক্যে ॥

হে বরবর্ণিনি! দানের নিমিত্ত বহুবিত্ত ক্ষয় হৃদয়ের কষ্টপ্রদ, তাহা করিবার প্রয়োজন নাই, দীপদান করিলেই স্বর্গে যাওয়া যাইতে পারে, হে সুভগে! যদি দীপেরও অভাব হয়, তাহা হইলে ভক্তিভাবে অন্যের দীপ প্রজ্বলিত করা কর্ত্তব্য। যে হেতু তাহাও সকল দান অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ ॥ ৩৪ ॥

ভগবানের আলয়ে সর্ব্বদা ও কালবিশেষে অর্থাৎ অমাবস্যা প্রভৃ-

মহাদীপপ্রদানস্য মহিমাপ্যত্র লিখ্যতে ॥
অথ মহাদীপমাহাত্ম্যং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে ॥
মহাবর্ত্তিঃ সদা দেয়া ভূমিপাল মহাফলা।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি চ বিশেষতঃ ॥
অমাবস্যা চ নির্দ্দিষ্টা দ্বাদশী চ মহাফলা।
আশ্বযুজ্যামতীতায়াং কৃষ্ণপক্ষশ্চ যো ভবেৎ।
অমাবস্যা তদা পুণ্যা দ্বাদশী চ বিশেষতঃ।
দেবস্য দক্ষিণে পার্শ্বে দেয়া তৈলতুলা নৃপ।
পলাষ্টকযুতাং রাজন্ বর্ত্তিং তত্র তু দাপয়েৎ ॥
বাসসা তু সমগ্রেণ সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
মহাবর্ত্তিদ্বয়মিদং সকৃদ্দত্ত্বা মহামতে।

আশ্বযুজ্যাং আশ্বিনপৌর্ণমাস্যাং। পলাষ্টকেন যুতা তৈলস্য তুলাপলশতং অষ্টোত্তর-শতপল তৈলানীত্যর্থঃ। দাপয়েৎ দদ্যাৎ। অগ্রে দত্ত্বেত্যুক্তেঃ। এবমগ্রেঽপি সমগ্রেণ অখণ্ডেন যো দাপয়েৎ স জায়ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দীপবৎ প্রভা তমোনাশিনী দ্যুতির্যস্য সঃ।

তিতে মহাদীপ প্রদান করিবার মহিমা এস্থলে লিখিত হইতেছে ॥

অথ মহাদীপমাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে ॥

হে রাজন্! মহাফলসাধক মহাবর্ত্তি সর্ব্বদা প্রদান করিবে। বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে, তন্মধ্যে আবার দ্বাদশী ও অমাবস্যাতে প্রদান করিলে অধিকতর ফল হয় ॥

হে নৃপ! আশ্বিনমাসের পূর্ণিমার পরবর্ত্তি কৃষ্ণপক্ষের পুণ্যা তিথি দ্বাদশী ও অমাবস্যাতে প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে একশত অষ্টপল তৈল প্রদান করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া ও উপবাসী থাকিয়া অখণ্ড বস্ত্র দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া ঐ তৈলে প্রদান করিবে ॥ ৩৫ ॥

হে মহামতে! যে ব্যক্তি একবার মাত্র এই মহাবর্ত্তি দুইটী প্রভুকে

স্বর্লোকং সুচিরং ভুক্ত্বা জায়তে ভূতলে যদা ।
তদা ভবতি লক্ষ্মীবান্ জয়দ্রবিণসংযুতঃ ।
রাষ্ট্রে চ জায়তে স্বস্মিন্ দেশে চ নগরে তথা ।
কুলে চ রাজশার্দ্দূল তত্র স্যাৎ দীপবৎ প্রভুঃ ॥
প্রত্যুজ্জ্বলশ্চ ভবতি যুদ্ধেষু কলহেষু চ ।
খ্যাতিং যাতি তথা লোকে সদ্গুণানাঞ্চ সদ্গুণৈঃ ।
একমপ্যথ যো দদ্যাদভীষ্টতময়োর্দ্বয়োঃ ।
মানুষ্যে সর্ব্বমাপ্নোতি যদুক্তং তে মহানঘ ।
স্বর্গং তথাত্বমাপ্নোতি ভোগকালে তু যাদব ।
সামান্যস্য তু দীপস্য রাজন্ দানং মহাফলং ।
কিং পুনর্ম্মহতো দীপস্যাত্রেয়ত্তা ন বিদ্যতে ॥ ৩৬ ॥

সদ্গুণানাং জনানাং মধ্যে তথাত্বং লক্ষ্মীবত্ত্বাদিকং । ইয়ত্তা ফলে পরিমিতিঃ ॥ ৩৬ ॥

দান করেন, তিনি অতি দীর্ঘকাল স্বর্গলোকে সুখভোগ করেন এবং যখন পৃথিবীতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি লক্ষ্মীবান্, ধনাঢ্য ও জয়শালী হয়েন ॥

অপর হে রাজশ্রেষ্ঠ ! তিনি রাজ্যে, স্বীয় দেশে, নগরে এবং কুলে দীপের ন্যায় জ্বলিত থাকেন। যুদ্ধে ও কলহে অত্যুজ্জ্বল শ্রী ধারণ করেন এবং ইহ লোকে সদ্গুণশালিদিগের ন্যায় সদ্গুণদ্বারা খ্যাতি লাভ করেন ॥

অভীষ্টতম এই দ্বিবিধ বর্ত্তির মধ্যে যে ব্যক্তি একটী মাত্র বর্ত্তিও প্রদান করেন, হে নিষ্পাপ ! হে যাদব ! তোমার নিকট যে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম, সে সকল তিনি মনুষ্যলোকে প্রাপ্ত হয়েন। আর ভোগকালে স্বর্গ এবং লক্ষ্মীবত্ত্ব প্রভৃতি লাভ করেন ॥

হে রাজন্ ! সামান্য দীপদানে যখন মহৎফল জন্মে, তখন মহাদীপ দানে যে কত ফল হয় তাহার পরিমাণ নিরূপণ করা সহজ নহে ॥৩৬॥

অথ শোনমলিনাদিবস্ত্রবর্ত্ত্যা দীপদাননিষেধঃ ॥

শোণং বাদরকং বস্ত্রং জীর্ণং মলিনমেব চ।
উপভুক্তং ন বা দদ্যাৎ বর্ত্তিকার্থং কদাচনেতি।
স্বয়মন্যেন বা দত্তং দীপং ন শ্রীহরের্হরেৎ।
নির্ব্বাপয়েন্ন হিংস্যাচ্চ শুভমিচ্ছন্ কদাচন ॥ ৩৭ ॥

অথ দীপনির্ব্বাপণাদিদোষঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রথমকাণ্ডে ॥

দত্ত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেন কর্ম্ম বিজানতা।
নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতং ॥
যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনং তেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাণকৃদ্ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

শুভমিচ্ছন্ জনঃ কদাপি ন হরেৎ। নান্যত্র নয়েৎ ন নির্ব্বাপয়েৎ ন হিংস্যাচ্চ তৈলাদিনা ন বিযোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

তেন হরণে যৎ কর্ম্ম মহাপাতকলক্ষণং তদ্বিজানতা জনেন। পুষ্পং চক্ষূরোগবিশেষস্তদ্যুক্তমীক্ষণং নেত্রং যস্য স ভবেৎ। তৎ পুষ্পিতেক্ষণত্বাদিকঞ্চ দীপহিংসনকর্ত্তুর্নরক-

অথ রক্তবর্ণ ও মলিনাদি বস্ত্রনির্ম্মিত বর্ত্তি দ্বারা দীপদান নিষেধ ॥

রক্তবর্ণ, জীর্ণ, মলিন ও ব্যবহৃত কার্পাসবস্ত্রে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কখন দীপদান করিবে না। যিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি কখন স্বয়ং বা অন্য কর্ত্তৃক বিষ্ণুর নিকট প্রদত্ত দীপ স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন না, নির্ব্বাণ করিবেন না এবং তৈলাদিবিরহিত করিবেন না ॥ ৩৭ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রথমকাণ্ডে ॥

দীপদান করিয়া হরণ করিবে না, তাহাতে মহাপাতক হয়। আর দীপ নির্ব্বাপণ ও হিংসন দূষণীয়। যে ব্যক্তি তৈলাদি বিযোজিত করে তাহার চক্ষুঃ পুষ্পরোগ বিশিষ্ট হয়। যে অপহরণ করে সে অন্ধ এবং যে নির্ব্বাণ করে সে কাণা হয় ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে চ নারকান্ প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজোক্তৌ ॥

যুষ্মাভির্যৌবনোন্মাদমুদিতৈরবিবেকিভিঃ।
দ্যূতোদ্দ্যোতায় গোবিন্দগেহাদ্দীপঃ পুরা হৃতঃ।
তেনাদ্য নরকে ঘোরে ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ।
ভবন্তি পতিতাস্তীব্রে শীতবাতবিদারিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্রৈব শ্রীপুলস্ত্যোক্তৌ চ।

তস্মাদায়তনে বিষ্ণোর্দদ্যাদ্দীপান্ দ্বিজোত্তম।
তাংশ্চ দত্ত্বা ন হিংসেত নচ তৈলবিযোজিতান্ ॥
কুর্ব্বীত দীপহন্তা চ মূকোঽন্ধো জায়তে মৃতঃ।
অন্ধে তমসি দুষ্পারে নরকে পচ্যতে কিল ॥ ৪০ ॥

ভূমৌ দীপদাননিষেধঃ ॥

ভোগানন্তরং দেহান্তরে জ্ঞেয়ং। অগ্রে লেখ্যবচনানুসারাৎ ॥ ৩৮ ॥

দ্যূতস্য উদ্দ্যোতায় প্রকাশনায় ॥ ৩৯ ॥

ন হিংসেত ন নির্ব্বাপয়েৎ মৃতঃ সন্ মূকোঽন্ধশ্চ জায়তে ইহ লোকে অন্ধে তমসি অন্ধতামিস্রসংজ্ঞকে ॥ ৪০ ॥

ভোজ্যং পায়সাদি নৈবেদ্যং পাত্রেষু কৃত্বা নিধায়ার্পয়েৎ। যথাবিধীত্যনেন ছত্রচামর-

বিষ্ণুধর্ম্মেও নরকস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রীধর্ম্মরাজের বাক্যে ॥

তোমরা যৌবনমত্ত ও বিবেক শূন্য হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় আলোকার্থ পূর্ব্বকালে বিষ্ণুর আলয় হইতে দীপ হরণ করিয়াছিলে, সেই নিমিত্ত এক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত ও শীতল বায়ুদ্বারা ক্লেশিত হইয়া দুস্তর ও ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হইয়াছ ॥ ৩৯ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেই পুলস্ত্যের বাক্যেও ॥

অতএব হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণুর গৃহে দীপদান করিবে এবং দীপ দান করিয়া কখন নির্ব্বাণ বা তৈলবিরহিত করিবে না ॥

যে দীপ নির্ব্বাণ করে, সে ইহলোকে মূক ও অন্ধ হয় এবং মরিলে নিশ্চয় অন্ধতামিস্র নামক দুস্তর নরকে বাস করে ॥ ৪০ ॥

মৃত্তিকায় দীপদাননিষেধ ॥

কালিকাপুরাণে ॥

দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদ্যৈশ্চ ভৈরব।
বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো নতু ভূমৌ কদাচন ॥

অথ নৈবেদ্যং ॥

দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পীঠং পাদ্যমাচমনং তথা।
কৃত্বা পাত্রেষু কৃষ্ণায়ার্পয়েদ্ভোজ্যং যথাবিধি ॥ ৪১ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণবিধিঃ ॥

অস্ত্রং জপ্ত্বাম্বুনা প্রোক্ষ্য নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া।
সংরক্ষ্য প্রোক্ষয়েদ্বায়ুবীজজপ্তজলেন চ।

গীতবাদ্যাদ্যুৎসব পূর্ব্বকং তদা নেতব্যমিত্যাদিকং জ্ঞেয়ং। অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলগণ্ডূষঞ্চ দেয়মিত্যাদিকং লৌকিক ব্যবহারানুসারেণ জ্ঞেয়ং। অগ্রচ্ছাগ্রে বিশেষতো ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪১ ॥

নিবেদ্যং তদেব অস্ত্রমন্ত্রেণ জপ্তাভিঃ অদ্ভিঃ জলেন প্রোক্ষ্য। তৎ নিবেদ্যং চক্রমুদ্রয়া তদ্ভ্রামণেন সংরক্ষ্য। বায়ুবীজং যমিতি তেন জপ্তং দ্বাদশবারানভিমন্ত্রিতং তজ্জলং তেন চ প্রোক্ষয়েৎ। তেন প্রোক্ষণেন তস্য নিবেদ্যস্য দোষং সংশোধ্য সম্যক্ শুদ্ধং কৃত্বা

কালিকাপুরাণে ॥

হে ভৈরব! তৈজসাদিদ্বারা দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই দীপদান করিবে, মৃত্তিকায় উহা কখন দিবে না ॥

অথ নৈবেদ্য ॥

পুষ্পাঞ্জলি, আসন, পাদ্য ও আচমন প্রদান করিয়া পাত্রে ভোজ্য অর্থাৎ পায়সাদি নৈবেদ্য রাখিয়া বিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ ছত্র, চামর, গীত বাদ্যাদি উৎসবসহকারে অর্পণ করিবে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই বলিয়া জলগণ্ডূষও প্রদান করিবে ॥ ৪১ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণবিধি ॥

নৈবেদ্য অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা (অস্ত্রায় ফট্) জপকরা জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া চক্রমুদ্রা ভ্রমণ দ্বারা রক্ষা করিবে। এবং "যং" এই বায়ুবীজ

তেন সংশোষ্য তদ্দোষমগ্নিবীজঞ্চ দক্ষিণে।
ধ্যাত্বা করতলেহন্যত্তৎ পৃষ্ঠে সংযোজ্য দর্শয়েৎ ॥
তদুত্থবহ্নিনা তস্য শুষ্কদোষং হৃদা দহেৎ।
ততঃ করতলে সব্যেহমৃতবীজং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪২ ॥
তৎপৃষ্ঠে দক্ষিণং পাণিতলং সংযোজ্য দর্শয়েৎ।
তদুত্থয়া নিবেদ্যং তৎ সিঞ্চেদমৃতধারয়া ॥ ৪৩ ॥
জলেন মূলজপ্তেন প্রোক্ষ্য তচ্চামৃতাত্মকং।

দক্ষিণে করতলে অগ্নিবীজং রমিতি ধ্যাত্বা সঞ্চিন্ত্য। অন্যৎ বামকরতলং তস্য দক্ষিণকরতলস্য পৃষ্ঠে সংযোজ্য লগ্নং কৃত্বা দর্শয়েৎ। তস্মাৎ প্রদর্শনাদুত্থেন জাতেন বহ্নিনা তস্য নিবেদ্যস্য শুষ্কং পূর্ব্বমেব শুষ্কতাং প্রাপ্তং দোষং দহেৎ। ততঃ করতলে সব্যহস্তে হৃদেতি মনসা ধ্যানেনৈব কার্য্যমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেহপ্যূহ্যং। অমৃতবীজং ঠমিতি ॥ ৪২ ॥

তস্য সব্যকরতলস্য পৃষ্ঠে তস্মাদ্দর্শনাদুত্থয়া অমৃতধারয়া তত স্তালত্রয় দিগ্বন্ধনাভ্যাং সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠয়েদিতি বিধিঃ সৎসম্প্রদায়াদ্বিজ্ঞেয় যথা বিধীতি প্রাগ্লিখনাৎ। এবমন্যত্রাপি বোদ্ধব্যং ॥ ৪৩ ॥

তন্নিবেদ্যঞ্চ মূলমন্ত্রজপ্তেন জলেন প্রোক্ষ্য সর্ব্বং তচ্চ অমৃতাত্মকং সুধাময়ং বিচিন্ত্য

দশবার জলে জপ করিয়া সেই জল নৈবেদ্যে সেচন করিবে। তদ্দ্বারা নিবেদ্য বস্তুর শুষ্কতা দোষ সংশোধন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে "রং" এই অগ্নিবীজ চিন্তা করিবে এবং বামহস্ত দক্ষিণকরতলের পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দেখাইবে। তদুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা নিবেদ্য বস্তুর শুষ্কতা দোষ মনে মনে দহন করিবে। তাহার পর বামহস্তে "ঠং" এই অমৃতবীজ ধ্যান করিবে ॥ ৪২ ॥

পরে বামহস্তের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণকরতল সন্নিবেশিত করিয়া প্রদর্শন করাইবে এবং ঐ মুদ্রা হইতে উৎপন্ন অমৃতধারা দ্বারা সেই নিবেদ্য বস্তু সেচন করিবে ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিয়া তৎসমুদায় অমৃতময় বলিয়া ভাবনা করিবে। পরে উহা দক্ষিণহস্ত দ্বারা

সর্ব্বং বিচিন্ত্য সংস্পৃশ্য মূলং বারাষ্টকং জপেৎ ॥ ৪৪ ॥
অমৃতীকৃত্য তদ্ধেনুমুদ্রয়া সলিলাদিভিঃ।
তচ্চ কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য গৃহীত্বা কুসুমাঞ্জলিং।
শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য তদ্বক্ত্রাত্তেজো ধ্যাত্বা বিনির্গতং।
সংযোজ্য চ নিবেদ্যেতৎ পাত্রং বামেন সংস্পৃশন্।
দক্ষেণ পাণিনাদায় গন্ধপুষ্পান্বিতং জলং।
স্বাহান্তং মূলমুচ্চার্য্য তজ্জলং বিসৃজেদ্ভুবি ॥ ৪৫ ॥

সংস্পৃশ্য তদেব দক্ষিণহস্তেনাভিস্পৃশ্য ॥ ৪৪ ॥

তৎ নিবেদ্যং ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরিপূর্ণং বিচিন্ত্য। তৎ নিবেদ্যঞ্চ সলিলাদিভিঃ জলগন্ধপুষ্পৈঃ সংপূজ্য। কৃষ্ণঞ্চ কৃষ্ণায় নম ইতি তৈরেব সংপূজ্য কুসুমাঞ্জলিং গৃহীত্বেত্যস্য পরেণান্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থ্য ভগবন্নৈবেদ্যগ্রহণায় শ্রীমুখত স্তে মহঃ প্রসরিত্বেত্যভ্যর্চ্চ্য। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রাৎ তেজো মহঃ বিনির্গতং ধ্যাত্বা নিবেদ্য তদেব সংযোজ্য তেন সহ সংযুক্তং ধ্যাত্বেত্যর্থঃ। তস্য নিবেদ্যস্য পাত্রং বামেন পাণিনা সংস্পৃশন্ দক্ষিণেন পাণিনা গন্ধাদি সহিতং জলমাদায় স্বাহান্তমিতি স্বাহান্তেঽপি মন্ত্রেঽস্মিন্ পুনরন্তে স্বাহেতি প্রযুজ্যেত্যর্থঃ। তৎ দক্ষিণপাণিগৃহীতং গন্ধাদ্যন্বিতং জলং শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামীতি দেবতীর্থেন ভূমৌ বিসৃজেদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

স্পর্শ করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে ॥ ৪৪ ॥

তদনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা ঐ নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া গন্ধ জল প্রভৃতি দ্বারা উহার এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে, পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই বলিয়া পূজা করিবে। "হে ভগবন্! নৈবেদ্য গ্রহণের নিমিত্ত আপনার শ্রীমুখ—হইতে তেজ বিনির্গত হউক"। এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া যেন ভগবানের মুখ হইতে তেজ বহির্গত হইয়া নৈবেদ্যের সহিত সংযুক্ত হইতেছে, এই প্রকার ধ্যান করিবে। তাহার পর বামহস্তে নৈবেদ্য পাত্র স্পর্শ করত দক্ষিণহস্তে গন্ধপুষ্প সংযুক্ত জল গ্রহণ করিবে এবং স্বাহান্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ "পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" এই বলিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি সহ দক্ষিণহস্তস্থিত সেই জল ভূমিতে বিসর্জন করিবে ॥ ৪৫ ॥

তৎপাণিভ্যাং সমুত্থাপ্য নিবেদ্যং তুলসীযুতং।
পত্রাঢ্যং তস্য মন্ত্রেণ ভক্ত্যা ভগবতেঽর্পয়েৎ ॥
নিবেদনমন্ত্রশ্চায়ং ॥
নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ইতি ॥ ৪৬ ॥
অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়ন্ হরেঃ।
দত্ত্বাথ বিধিবদ্বারিগণ্ডূষং বামপাণিনা।
দর্শয়েদ্‌গ্রাসমুদ্রান্তু প্রফুল্লোৎপলসন্নিভাং ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাদিমুদ্রাহস্তেন দক্ষিণেন তু দর্শয়েৎ।

তুলসীদলসংমিশ্রং হরে র্যচ্ছেচ্চ সর্ব্বদেত্যাদি বচনতস্তুলসী সাহিত্যস্যাবশ্যকত্বেন তন্নিবেদ্যং পাত্রসহিতং তুলসীযুতঞ্চ পাণিভ্যাং হস্তদ্বয়েন ধৃত্বা সমুত্থাপ্য ভূমিতঃ সমুদ্ধৃত্য বারত্রয়ং সমুত্থাপয়ন্নিতি কেচিৎ। তস্য নিবেদ্যার্পণস্য মন্ত্রেণ। তত্তেজসে ইতি পাঠে তস্মৈ শ্রীভগবন্মুখনির্গতায় মহসে তথাপি স এবার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

অথানন্তরং বিধিবদ্যথা স্যাৎ এতচ্চাগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যং। ততশ্চ অমৃতোপস্তরণমসীতি দেবহস্তে জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪৭ ॥

দক্ষিণহস্তেন তু প্রাণাদি মুদ্রাঃ পঞ্চ মন্ত্রৈঃ পঞ্চভিঃ ক্রমেণ দর্শয়েৎ। আদি শব্দেন

অনন্তর সেই নৈবেদ্য তুলসীপত্র সংযুক্ত করিয়া দুই হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ভূমি হইতে উত্তোলন করিবে এবং ভক্তিসহকারে নৈবেদ্যার্পণীয় মন্ত্র দ্বারা ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে ॥

নিবেদনের মন্ত্র এই ॥

"নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনাকে এই হবিঃ নিবেদন করিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন ॥ ৪৬

"অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বামহস্ত দ্বারা বিধি পূর্ব্বক হরিকে জলগণ্ডূষ প্রদান করিবে। এবং প্রফুল্ল পদ্ম সদৃশ গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে ॥ ৪৭ ॥

পরন্তু, প্রথমে প্রণবযুক্ত এবং অন্তে চতুর্থীবিভক্তি ও স্বাহা বিশিষ্ট প্রাণাদি নামক মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণহস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে ॥

মন্ত্রৈশ্চতুর্থীস্বাহান্তৈস্তারাদ্যৈস্তত্তদাহ্বয়ৈঃ ॥ ৪৮ ॥
ততঃ স্পৃশংশ্চ করয়োরঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকে।

অপান ব্যানোদান সমানাঃ। মন্ত্রানেব লিখতি। তস্য তস্য প্রাণাদে রাহ্বয়ৈর্নামভিঃ কথম্ভূতৈঃ চতুর্থীবিভক্তিঃ স্বাহা চ তে অন্তে যেষাং তৈঃ। তারঃ প্রণবঃ আদ্যো যেষাং তৈশ্চ। প্রাণাদি মুদ্রাশ্চোক্তাঃ ক্রমদীপিকায়াং। স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্ঠিকে দ্বে স্বাঙ্গুষ্ঠ-মূর্দ্ধ্না প্রগমেহ মুদ্রা। তথা পরা তর্জনিমধ্যমে স্যাদনামিকা মধ্যমিকে চ মধ্যা। অনামিকা তর্জনি মধ্যমা স্যাত্তদ্বচ্চতুর্থী সকনিষ্ঠিকাস্তাঃ। স্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদিতি প্রতিষ্ঠা প্রাণাদি মুদ্রেতি। এতদর্থঃ। কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুল্যৌ স্বাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না চেৎ স্পৃশেৎ তদা আদ্যা মুদ্রা স্যাৎ। তর্জ্জনী মধ্যমে চেদঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না স্পৃশেৎ তদা দ্বিতীয়া এবং অনামিকা মধ্যমে চেৎ স্পৃশেৎ তদা তৃতীয়া। অনামিকা তর্জ্জনী মধ্যমাশ্চেৎ স্পৃশেৎ তদা চতুর্থী। তা অনামিকা তর্জ্জনী মধ্যমাঃ কনিষ্ঠাসহিতাশ্চেৎ স্পৃশেত্তদা পঞ্চমীতি। প্রয়োগঃ। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ইত্যঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠিকানামিকাভিরিত্যেবমূহ্যং ॥ ৪৮ ॥

পঞ্চাঙ্গুল্যগ্রসংলগ্না প্রোত্থিতোর্দ্ধমুখী যদীত্যাদিনা পূর্ব্বমুপচারগণমুদ্রা মধ্যে লিখিতা

তাৎপর্য্য। প্রাণাদি বলিলে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পাঁচটীকে বোধ করায়। প্রাণাদি মুদ্রার বিষয় ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় স্বীয় স্বীয় অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, প্রাণমুদ্রা। তর্জ্জনি ও মধ্যমা ঐরূপে পৃষ্ট হইলে, অপানমুদ্রা। অনামিকা ও মধ্যমা ঐরূপে স্পৃষ্ট হইলে, ব্যানমুদ্রা। অনামিকা, তর্জনী, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে, সমানমুদ্রা কহে। প্রাণাদিমন্ত্র এই "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা" ইত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

তদনন্তর দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা স্ব স্ব অনামিকাদ্বয় স্পার্শ করিয়া তাহার অর্থাৎ নিবেদ্য বস্তুর মন্ত্র জপকরত নিবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥

তাৎপর্য্য। পাঁচটী অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যদি ঊর্দ্ধমুখে অবস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে নিবেদ্য মুদ্রা বলে

প্রদর্শয়েন্নিবেদ্যস্য মুদ্রাং তস্য মনুং জপন্ ॥ ৪৯ ॥

মন্ত্রশ্চায়ং ক্রমদীপিকায়াং ॥

নন্দজোম্বুমনুবিন্দুযুগ্ নতিঃ
পার্শ্ব রা মরুদবাত্মনে নি চ।
রুদ্ধ ঙে যুত নিবেদ্যগাত্মভূ-
র্মাস পার্শ্বমনিলস্তথা মিযুগিতি।

নিবেদ্য মুদ্রা। যদ্বা। করদ্বয়স্যাঙ্গুষ্ঠদ্বয়েনানামিকাদ্বয়স্পর্শমেব নিবেদ্য মুদ্রা। তাং প্রদর্শয়েৎ কিং কুর্ব্বন্। তস্য নিবেদ্যস্য মনুং মন্ত্রং জপন্ ॥ ৪৯ ॥

নন্দজঃ ঠকারঃ অম্বুমনুঃ ঔকারঃ কন্তচিন্মতে বকারঃ। তেন বিন্দুনা চানুস্বারেণ যুক্তঃ নতি র্নমঃশব্দঃ। পার্শ্বং পকারঃ। রা ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। মরুদ্যকারঃ। অবাত্মনে ইতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ তথা নিচ রুদ্ধেতি চ তচ্চ পদং ঙেযুক্তং রুদ্ধায়েত্যর্থঃ। নির্বেদ্যমিতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। আত্মভূঃ ককারঃ। মাসং লকারঃ তদ্যুক্তঃ। পার্শ্বং পকারঃ। অনিলো যকারঃ অমীতি স্বরূপনির্দ্দেশঃ। ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামীতি ॥ ৫০ ॥

অথবা দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যদি স্বীয় স্বীয় অনামিকা দ্বয় স্পর্শ করে, তাহা হইলেও তাহাকে নিবেদ্যমুদ্রা বলে ॥ ৪৯ ॥

নিবেদ্য মুদ্রার মন্ত্র এই ॥

ক্রমদীপিকায় ॥

নন্দজ ঠকার, অম্বুমনু ঔকার, বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারের সহিত যুক্ অর্থাৎ যুক্ত, নতি অর্থাৎ নমঃ শব্দ। সমুদায় একত্র করিলে ঠৌ নমঃ হয়। পার্শ্ব পকার, রা স্বরূপ নির্দ্দেশ। মরুৎ যকার অর্থাৎ "পরায়"। অবাত্মনে স্বরূপ নির্দ্দেশ। নি ও রুদ্ধ, এই দুইটী শব্দ ঙে অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত, অর্থাৎ "নিরুদ্ধায়"। নিবেদ্য স্বরূপ নির্দ্দেশ। আত্মভূ ককার, মাস লকার, তদযুক্ত পার্শ্ব পকার, অনিল যকার এবং অমি স্বরূপ নির্দ্দেশ। এক্ষণে সমুদায় একত্র করিলে, এই অর্থ হয়। ঠৌং নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি ॥

নিবেদ্যস্তু মনুত্বেন স্বাভীষ্টং মনুমেব তে।
একান্তিনো জপন্তস্তু গ্রাসমুদ্রাং বিতন্বতে।
নচ ধ্যায়ন্তি তে কৃষ্ণবক্ত্রাত্তেজো বিনির্গমং।
মঞ্জুলব্যবহারেণ ভোজয়ন্তি হরিং মুদা ॥ ৫০ ॥

অন্যত্র চ ॥

শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরকরসিতং পায়সং পূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং।
আজ্যং প্রাজ্যং সমিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরীচ-
স্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥ ৫১ ॥

কিঞ্চ। গরুড়পুরাণে ॥

সিতং শুদ্ধং ঘারিকা ঘীরবেতি প্রসিদ্ধা। তদাদ্যং শোভনখাদ্যং। আজ্যং ঘৃতং। প্রাজ্যং ঘৃতপ্রচুরপকং। সমিজ্যং পরমোত্তমমিত্যর্থঃ। শ্লোকোঽয়ং জবনিকান্তর্দ্ধানানন্তরং বহিরেব পাঠ্য ইতি জ্ঞেয়ং। ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণাদৌ তন্মুখ্যমন্ত্রস্য লিখিতত্বাৎ ॥ ৫১ ॥

অন্যঞ্চ নৈবেদ্যার্পণবিধিং লিখতি নৈবেদ্যমিতি। দীপঞ্চান্যমেকং ভোজনকালপর্য্যন্ত-

ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য বস্তুর মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করেন। বিষ্ণুমুখ হইতে যে তেজ বহির্গত হয়, তাঁহারা এরূপ ধ্যান করেন না, পরন্তু শিষ্ট ব্যবহারানুসারে হৃষ্টচিত্তে হরিকে ভোজন করান ॥ ৫০ ॥

অন্যস্থলেও ॥

হে ভগবন্! শালীভক্ত, হিমকর সদৃশ শুভ্রবর্ণ উত্তম অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ, লেহ্য, পেয়, চূষ্য ও শুভ্র অমৃত স্বরূপ ফল, ঘারিকা (ঘিওর) প্রভৃতি উত্তম খাদ্য, ঘৃত, নয়নের তৃপ্তিকর ঘৃত, এলাইচ ও মরীচ প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত অতি সুস্বাদু অত্যুত্তম ঘৃত বহুল পক্বান্ন এবং শাকাদি উপকরণ এই সমুদায় অমৃত তুল্য বস্তুর আস্বাদনজনিত সুখভোগ করুন ॥ ৫১ ॥

আরও গরুড়পুরাণে ॥

নৈবেদ্যং পরয়া ভক্ত্যা ঘণ্টাদ্যৈর্জয়নিস্বনৈঃ।
নীরাজনৈশ্চ হরয়ে দদ্যাদ্দীপাসনং বুধঃ ॥ ৫২ ॥
অথ নৈবেদ্যপাত্রাণি ॥
স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্থ মহাত্মনঃ।
হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃণ্ময়মেব চ।
পালাশং পাদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
পাত্রাণান্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি ॥
পাত্রপরিমাণং চোক্তং ॥
দেবীপুরাণে ॥

স্থায়িনং আসনঞ্চ দদ্যাৎ। বুধঃ সদাচারবিশেষবিদ্বানিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
কন্যসং কনিষ্ঠং। বস্থুভিরষ্টভিরঙ্গুলিভির্বিহীনং অষ্টাঙ্গুলপরিমাণতো ন্যূনমিত্যর্থঃ।

সদাচার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঘণ্টা প্রভৃতি জয়ধ্বনি ও নীরাজনা করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে হরিকে নৈবেদ্য, ভোজন কাল পর্য্যন্ত স্থায়ি দীপ এবং আসন প্রদান করিবেন ॥

অথ নৈবেদ্যপাত্র সকল ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

মহাত্মা কেশবের নৈবেদ্য পাত্রের বিষয় আমি কীর্ত্তন করিব। স্বর্ণ পাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র, মৃত্তিকাপাত্র এবং পলাশ-পত্র ও পদ্মপত্র নির্ম্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যে ব্যক্তি হরিকে পাত্র সকল প্রদান করেন, তাঁহাকে আর নরকে যাইতে হয় না ॥

পাত্রের পরিমাণ কথিত হইয়াছে যথা

দেবীপুরাণে ॥

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতং।
মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলং।
বস্বঙ্গুলবিহীনস্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ ॥ ৫৩ ॥
অথ ভোজ্যানি ॥
একাদশস্কন্ধে ॥
গুড়পায়সসর্পীংষি শস্কুল্যাপূপমোদকান্।
সংযাবদধিসূপাংশ্চ নৈবেদ্যং সতি কল্পয়েৎ ॥ ৫৪ ॥
কিঞ্চ ॥
যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।

ক্বচিদিতি স্নানাদৌ চ সর্ব্বত্র ন কারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

গুড়শব্দেন সর্ব্বে ইক্ষুবিকারা গৃহ্যন্তে। তেষাং গুড়াত্মকত্বাৎ। শস্কুল্যঃ তৈলপক্ক বিশেষাঃ। আপূপা মণ্ডকাদীনাং সমূহাঃ সূপা ব্যঞ্জনানি। সতি বিভবে ইতি শেষঃ। যদ্বা গুড়পায়সাদি নৈবেদ্যঞ্চেতি ॥ ৫৪ ॥

যচ্চাত্মনো হত্যন্তপ্রিয়মিতি লোকে হনিষ্টমপি অবিহিতমপি স্বস্য প্রিয়ঞ্চেত্তর্হি দদ্যাদিত্যর্থঃ। অত্রচ বিহিতমেব নতু নিষিদ্ধমিতি কেচিদাহুঃ অত্যন্ত নিষিদ্ধে চ বৈষ্ণবানাং স্বত এবাপ্রবৃত্তেস্তন্ন দেয়মেবেতি কিং তদভিব্যঞ্জনেন ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র উত্তম, চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র মধ্যম এবং দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র নিকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গুলের ন্যূনপাত্র কখন করাইবে না ॥ ৫৩ ॥

অথ ভোজ্যের বিষয় ॥

একাদশস্কন্ধে

গুড়, পায়স, ঘৃত, শস্কুলী, আপূপ, সংযাব, দধি ও সূপ, এই সকল দ্রব্যের নৈবেদ্য বিভবানুসারে প্রদান করিবে ॥ ৫৪ ॥

আরও বলি ॥

সংসারে যাহা যাহা প্রিয় এবং যাহা যাহা আপনার অতিশয় প্রিয়, সেই সমুদায় দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিলে, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত

তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৫৫ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ॥

নৈবেদ্যঞ্চাধিগুণবদ্দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদং ॥ ৫৬ ॥

বৌধায়নস্মৃতৌ চ ॥

নানাবিধান্নপানৈশ্চ ভক্ষণাদ্যৈর্মনোহরৈঃ।
নৈবেদ্যং কল্পয়েদ্বিষ্ণোস্তদভাবে চ পায়সং।
কেবলং ঘৃতসংযুক্তং ॥ ৫৭ ॥

বামনপুরাণে ॥

হবিষা সংস্কৃতা যে চ যবগোধূমশালয়ঃ।
তিলমুদ্গাদয়ো মাষা ব্রীহয়শ্চ প্রিয়া হরেঃ ॥

অধিগুণবৎ অধিকগুণযুক্তং। যতঃ পুরুষস্য ভগবতঃ তুষ্টিদং। যদ্বা। পুরুষাহারসম্মিতং দদ্যান্ন ততো ন্যূনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

কেবলং একমেব পায়সং দদ্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ ঘৃতযুক্তমেব। অঘৃতঞ্চাসুরং বিদুরিতি স্মৃতেঃ ॥ ৫৭ ॥

হবিষা গব্যঘৃতেন। ব্রীহয়ঃ যবাদিভ্যোঽন্যে চণকাদয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

কল্পিত হয় ॥ ৫৫ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ॥

পুরুষের অর্থাৎ ভগবানের প্রীতিপ্রদ অথবা পুরুষের আহার পরিমিত প্রীতিপ্রদ অধিক গুণশালী নৈবেদ্য প্রদান করিবে ॥ ৫৬ ॥

বৌধায়নস্মৃতিতেও ॥

নানাবিধ অন্নপান ও উৎকৃষ্ট ভক্ষণাদি দ্রব্য দ্বারা বিষ্ণুকে নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তাহার অভাব হইলে কেবল ঘৃতসংযুক্ত পরমান্ন দিবে, কারণ ঘৃত রহিত অন্ন অসুরান্ন বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫৭ ॥

বামনপুরাণে ॥

যব, গোধূম, ধান্য, তিল, মুদ্গ প্রভৃতি কলায় এবং চণকাদি শস্য গব্যঘৃত সংযুক্ত হইলে হরির প্রীতিকর হয় ॥

গারুড়ে ॥
অন্নং চতুর্ব্বিধং পুণ্যং গুণাঢ্যঞ্চামৃতোপমং।
নিষ্পন্নং স্বগৃহে যদ্বা শ্রদ্ধয়া কল্পয়েদ্ধরেঃ ॥ ৫৮ ॥
ভবিষ্যে ॥
পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যং সুমনোহরং।
খণ্ডলড্ডুক শ্রীবেষ্ট কাসারাশোকবর্ত্তিকাঃ।
স্বস্তিকোল্লাসিকাদুগ্ধতিলবেষ্টকিলাটিকাঃ।
ফলানি চৈব পক্কানি নাগরঙ্গাদিকানি চ।
অন্যানি বিধিনা দত্ত্বা ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
এবমাদীনি চান্যানি দাপয়েদ্ভক্তিতো নৃপ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীবেষ্টং লজুষীতি প্রসিদ্ধং। কাসারঃ পৈবাকিকাদিঘৃতপক্কান্তর্নিক্ষেপ্যো মধুরপক্ক-দ্রব্যবিশেষঃ কসেরুরিতি প্রসিদ্ধঃ। আশোকবর্ত্তিকা সেবালড্ডু ইতি প্রসিদ্ধা। একমূর্দ্ধা পিষ্টময়ো রচিতঃ স্বস্তিকো মতঃ। উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা। দুগ্ধবেষ্টঃ তিলবেষ্টশ্চ। তত্র দুগ্ধবেষ্টঃ ক্ষীরবটকঃ পূপিকা বা। তিলবেষ্টঃ অম্বসা ইতি প্রসিদ্ধঃ কিলাটিকা ক্ষীর-সারঃ পটখিরিসেতি প্রসিদ্ধা অন্যানি চ ফলানি দত্ত্বা পশ্চাদ্ভক্ষ্যাণি দাপয়েৎ ইত্যত্র দদ্যা-দিতি বা পাঠঃ ॥ ৫৯ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

স্বীয় গৃহে পক্ক, গুণযুক্ত, অমৃত তুল্য ও পবিত্র এই চতুর্ব্বিধ অন্ন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিকে অর্পণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

ভবিষ্যপুরাণে ॥

হে রাজন্! পুষ্প, ধূপ, দীপ, মনোহর নৈবেদ্য, খণ্ড, লড্ডুক, শ্রীবেষ্ট (লজুষী) কাসার (কসেরু) অশোকবর্ত্তিকা (সেবালড্ডু) স্বস্তিক, (একমস্তক বিশিষ্ট পিষ্টকময় দ্রব্যবিশেষ) উল্লাসিকা (লপসী) দুগ্ধবেষ্ট (ক্ষীরের বড়া বা পীঠা) তিলবেষ্ট (অম্বসা) কিলাটিকা (ক্ষীরসার অর্থাৎ পটখিরসা) এবং নাগরঙ্গ প্রভৃতি পক্ক ফল সকল ভক্তিসহকারে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং অপরাপর দ্রব্য অর্পণ করিবে ॥ ৫৯ ॥

বারাহে ॥
যস্তু ভাগবতো দেবি অন্নাদ্যেন তু প্রীণয়েৎ।
প্রীণিতস্তিষ্ঠতেঽসৌ বৈ বহুজন্মানি মাধবি।
সর্ব্বব্রীহিময়ং গৃহ্য শুভং সর্ব্বরসান্বিতং।
মন্ত্রেণ মে প্রদীয়েত ন কিঞ্চিদপি সংস্পৃশেৎ ॥ ৬০ ॥
ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ।
খর্জ্জূরাংশ্চাসনাংশ্চৈব মানবাংশ্চ পরূষকান্।
শালোড়ুম্বরিকাংশ্চৈব তথা প্লক্ষফলানি চ।
পৈপ্পলং কণ্টকীয়ঞ্চ তুম্বুরুঞ্চ প্রিয়ঙ্গুকং।
মরীচং শিংশপাকঞ্চ ভল্লাতকরমর্দ্দকং।
দ্রাক্ষাঞ্চ দাড়িমঞ্চৈব পিণ্ডখর্জ্জূরমেব চ।
সৌবীরং কেলিকঞ্চৈব তথা শুভফলানি চ।
পিণ্ডারকফলঞ্চৈব পুন্নাগফলমেব চ।

অন্নাদিভক্ষ্যপেয়দ্রব্যেণ। গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ৬০ ॥

আসনান্ চারবীজানি। মানবান্ নারিকেলফলানি। পরূষকান্ পরুষা ইতি প্রসিদ্ধান্ এষু পুংস্ত্বমার্ষং। অগ্রে অন্যত্রাপি এবং জ্ঞেয়ং। এবং দেশভেদেন তত্তন্নামপ্রসিদ্ধেরপি ভেদাৎ তত্তদ্ভাষয়া লিখিতানামপি তত্তদ্দ্রব্যাণাং সর্ব্বদেশীয়ানাং দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ তল্লিখনপ্রয়াসেনালং। তত্তদ্দেশবাসিভ্য এবাপেক্ষিত-তত্তদ্বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যত্রাপ্রসিদ্ধং কিঞ্চিৎ শ্রীমথুরাদেশভাষয়া অভিব্যজত ইতি ॥ ৬১ ॥

বরাহপুরাণে ॥

হে মাধবি! হে দেবি! যে ব্যক্তি অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা বৈষ্ণবদিগের প্রীতিসাধন করেন এবং সর্ব্বরস যুক্ত শুভকর শস্য সকল গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রদ্বারা আমাকে প্রদান করিয়া তাহার কিছুই স্পর্শ না করেন, তিনি বহুজন্ম ব্যাপিয়া সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করেন ॥ ৬০ ॥

ইঙ্গুদীফল, বিল্বফল, বদর, আমলকী, খর্জ্জূর, আসন (চারবীজ) মানব (নারিকেল) পরূষক (পরুষা) শাল, উড়ুম্বরিক, প্লক্ষফল, পিপ্পলীফল, কণ্ঠকীফল (কাঁঠাল) তুম্বুরু, প্রিয়ঙ্গু, মরীচ, শিংশপা, ভল্লাতক, করমর্দ্দক, দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, পিণ্ডখর্জ্জূর, সৌবীর, কেলিক, পিণ্ডা-

শমীঞ্চৈব কবীরঞ্চ খর্জ্জূরকমহাফলং।
কুমুদস্য ফলঞ্চৈব বহেড়কফলন্তথা।
অজং কর্কোটকঞ্চৈব তথা তালফলানি চ।
কদম্বং কৌমুদঞ্চৈব দ্বিবিধং স্থলকঞ্জয়োঃ।
পিণ্ডিকন্দেতি বিখ্যাতং বংশনীপং ততঃ পরং।
মধুকন্দেতি বিখ্যাতং মাহিষং কন্দমেব চ।
করমর্দ্দককন্দঞ্চ তথা নীলোৎপলস্য চ।
মৃণালং পৌষ্করঞ্চৈব শালূকস্য ফলং তথা।
এতে চান্যে চ বহবঃ কন্দমূলফলানি চ।
এতানি চোপযোজ্যানি যে ময়া পরিকল্পিতাঃ।
মূলকস্য ততঃ শাকং চিঞ্চাশাকং তথৈব চ।
শাকঞ্চৈব কলায়স্য সর্ষপস্য তথৈব চ।
বংশকস্য তু শাকঞ্চ শাকমেব কলম্বিকং।
আর্দ্রকস্য চ শাকং বৈ পালঙ্কং শাকমেব চ।
অম্বিলোড়কশাকঞ্চ কাশং কৌমারকং তথা।
শুষ্কমণ্ডলপত্রঞ্চ দ্বাবেব তরুবানকৌ।
চরস্য চৈব শাকঞ্চ মধুকোড়ুম্বরং তথা।

রকফল, পুন্নাগফল, শমী, কবীর, খর্জ্জূরক-মহাফল, কুমুদফল, বহেড়ফল, অজ, কর্কোটক, তালফল, কদম্ব, কৌমুদ, দুই প্রকার স্থলকঞ্জ, পিণ্ডি-কন্দ, বংশনীপ, মধুকন্দ, মাহিষকন্দ, করমর্দ্দককন্দ, নীলোৎপলকন্দ, মৃণাল, পুষ্করফল, শালূকফল, এই সমুদায় ও অন্যান্য কন্দমূল ফলের বিষয় আমি যে কীর্ত্তন করিয়াছি তৎসমুদায়ই আমার ভক্ষণীয়॥

মূলকশাক, চিঞ্চাশাক, কলায়শাক, সর্ষপশাক, বংশকশাক, কলম্বী-শাক, আর্দ্রকশাক, পালঙ্কশাক, অম্বিলোড়কশাক, কাশ, কৌমারক, শুকমণ্ডলপত্র, দুই প্রকার বৃক্ষের শুষ্কপত্র, চরশাক, মধুক, ও উড়ুম্বর।

এতে চান্যে চ বহবঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব সর্ব্বে বৈ যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
ব্রীহীণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি উপযোগাংশ্চ মাধবি।
একচিত্তং সমাধায় তৎ সর্ব্বং শৃণু সুন্দরি।
ধর্ম্মাধর্ম্মিকরক্তঞ্চ সুগন্ধং রক্তশালিকং।
দীর্ঘশূকং মহাশালিং বরকুঙ্কুমপত্রকং।
গ্রামশালিং সমদ্রাশাং সশ্রীশাং কুশশালিকাং।
যবাশ্চ দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ কর্ম্মণ্যা মম সুন্দরি।
কর্ম্মণ্যাশ্চৈব মুদ্গাশ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাঃ কুলত্থকাঃ।
গোধূমকং মহামুদ্গামুদ্গাষ্টকমবাটজিৎ।
কর্ম্মণ্যেতানি চোক্তানি ব্যঞ্জনানি প্রিয়ান্বিতান্।
প্রতিগৃহ্লাম্যহং হ্যেতান্ সর্ব্বান্ ভাগবতাৎ প্রিয়ান্॥
কিঞ্চ॥
যে ময়ৈবোপযোজ্যানি গব্যং দধিপয়ো ঘৃতং॥

এই সমুদায় ও অন্যান্য শতসহস্র প্রকার শাকাদির বিষয়, আমি যে কীর্ত্তন করিয়াছি তৎসমুদায়ই কর্ম্মোপযোগী॥

হে সুন্দরি! হে মাধবি! এক্ষণে ভক্ষণীয় ব্রীহি সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া তৎসমুদায় শ্রবণ কর॥

হে সুন্দরি! ধর্ম্মরক্তশালি, অধর্ম্মরক্তশালি, সুগন্ধরক্তশালি, দীর্ঘশূক, মহাশালি, শ্রেষ্ঠকুঙ্কুমপত্র, গ্রামশালি, মদ্রশশালি, শ্রীশশালি, কুশশালি ও দুই প্রকার যব কর্ম্মোপযোগী। মুদ্গ, তিল, কৃষ্ণবর্ণ কুলত্থ কলায়, গোধূম, মহামুদ্গ, মুদ্গাষ্টক, ইহারাও কর্ম্মোপযোগী। এই সকল বস্তু এবং যে সকল ব্যঞ্জনের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রিয়দ্রব্য আমি বৈষ্ণবদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করি॥

আরও॥

গব্য—দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত আমার ভক্ষণযোগ্য॥

স্কান্দে চ ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং।
নৈবেদ্যং দেবদেবায় যাবকং পায়সং তথা।
নৈবেদ্যানামভাবে তু ফলানি বিনিবেদয়েৎ।
ফলানামপ্যভাবে তু তৃণগুল্মৌষধীরপি।
ওষধীনামলাভে তু তোয়ঞ্চ বিনিবেদয়েৎ।
তদলাভে তু সর্ব্বত্র মানসং প্রবরং স্মৃতং ॥
স্কান্দে মহেন্দ্রং প্রতি শ্রীনারদবচনং ॥
যচ্ছন্তি তুলসীশাকং শৃতং যে মাধবাগ্রতঃ।
কল্পান্তং বিষ্ণুলোকে তু বসন্তি পিতৃভিঃ সহ ॥ ৬১ ॥
অথ নৈবেদ্যে নিষিদ্ধানি হারীতস্মৃতৌ ॥
নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বপ্যজা মহিষীক্ষীরং

স্কন্দপুরাণে ॥
ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

উৎকৃষ্ট ঘৃত, শালিধান্যের অন্ন, ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত নৈবেদ্য আর যবের পায়স দেবদেব বিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। নৈবেদ্যাদির অভাব হইলে ফল প্রদান করিবে। ফলের অভাব হইলে তৃণ, গুল্ম এবং ওষধি অর্পণ করিবে। ওষধিরও অভাব হইলে কেবল জল নিবেদন করিবে। যদি কোন স্থানে জলেরও অভাব হয়, তবে কেবল মানসে দ্রব্যাদি সমর্পণ করিবে ॥

স্কন্দপুরাণে ইন্দ্রের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য ॥

যাঁহারা পাককরা তুলসীশাক মাধবকে সমর্পণ করেন, তাঁহারা প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত পিতৃলোকের সহিত বিষ্ণুলোকে বাস করেন ॥ ৬১ ॥

অথ নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ বস্তু হারীতস্মৃতিতে ॥

অভক্ষ্য দ্রব্য নৈবেদ্যে দিবে না। আর ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যেও

পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

নীলীক্ষেত্রং বাপয়ন্তি মূলকং ভক্ষয়ন্তি যে।
নৈবাস্তি নরকোত্তারঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥

বারাহে ॥

মাহিষঞ্চাবিকং চাজমযজ্ঞীয়মুদাহৃতং ॥

কিঞ্চ ॥

মাহিষং বর্জয়েন্মহ্যং ক্ষীরং দধি ঘৃতং যদি ॥ ৬২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ॥

অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ নৈবেদ্যং ন নিবেদয়েৎ।
কেশকীটাবপন্নঞ্চ তথা চাবিহিতঞ্চ যৎ।

মাহিষাদিকং দধ্যাদি ॥ ৬২ ॥

ছাগীদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখবিশিষ্ট জন্তু এবং মৎস্য প্রদান করিবে না ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

যাহারা ক্ষেত্রে নীলী বপন করে ও মূলক ভক্ষণ করে, তাহারা শতকোটি কল্পেও নরক হইতে পরিত্রাণ পায় না ॥

বরাহপুরাণে ॥

মহিষ, মেষ ও ছাগ সম্বন্ধীয় ঘৃত যজ্ঞের অনুপযোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥

আরও ॥

যদি কেহ আমাকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত দেয়, তাহা হইলে সে যেন মহিষসম্বন্ধীয় ঐ সকল বস্তু বর্জন করে ॥ ৬২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ॥

অভক্ষ্য ও বিস্বাদ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে না। আর যাহা নিষিদ্ধ

মূষিকালাঙ্গূলোপেতমবধূতমবক্ষুতং।
উড়ুম্বরং কপিত্থঞ্চ তথা দন্তশঠঞ্চ যৎ।
এবমাদীনি দেবায় ন দেয়ানি কদাচন॥ ৬৩॥
অথাভক্ষ্যাণি। কৌর্ম্মে॥
বৃন্তাকং জালিকাশাকং কুসুম্ভাশ্মন্তকং তথা।
পলাণ্ডুং লশুনং শুক্লং নির্যাসঞ্চৈব বর্জয়েৎ।
গৃঞ্জনং কিংশুকঞ্চৈব কুকুণ্ডঞ্চ তথৈবচ।
উড়ুম্বরমলাবুঞ্চ জগ্ধ্বা পততি বৈ দ্বিজঃ॥ ৬৪॥
বৈষ্ণবে॥

লাঙ্গূলো জন্তুবিশেষঃ। অবধূতং অবজ্ঞয়া ত্যক্তং। অবক্ষুতং যস্যোপরি ক্ষুতং কৃতং তৎ। দন্তশঠং জম্বীরফলং॥ ৬৩॥

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ইতি হারীতস্মৃতৌ। অভক্ষ্যঞ্চাপ্যহৃদ্যঞ্চ। ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চাভক্ষ্যার্পণং নিষিদ্ধমিত্যভক্ষ্যাণি লিখতি বৃন্তাকমিত্যাদিনা। কুসুম্ভশাকং অশ্মন্তকঞ্চ শাক-বিশেষং শুক্লং কাঞ্জিকং কুকুণ্ডং ফলবিশেষং॥ ৬৪॥

এবং কেশ ও কীটযুক্ত, মূষিকা ও লাঙ্গূল (জন্তু বিশেষ) কর্ত্তৃক কৃতোচ্ছিষ্ট, অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যক্ত এবং যাহার উপরে হাঁচা গিয়াছে এরূপ বস্তু প্রদান করিবে না। আর উড়ুম্বর, কপিত্থ, দন্তশঠ, জম্বীর-ফল প্রভৃতি বস্তু দেবতাকে কখন দিবে না॥ ১৬৩॥

অথ অভক্ষ্যদ্রব্য॥

কূর্ম্মপুরাণে॥

বার্ত্তাকী, জালিকাশাক, কুসুম্ভশাক, অশ্মন্তক শাক, পলাণ্ডু, লশুন, শুক্ল (কাঞ্জিক) এবং নির্যাস বর্জন করিবে। গৃঞ্জন, কিংশুক, কুকুণ্ড (ফল বিশেষ) উড়ুম্বর ও অলাবু এ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণে ভোজন করিলে পতিত হয়॥ ৬৪॥

বিষ্ণুপুরাণে॥

ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর।
স্কান্দে॥
যো ভক্ষয়তি বৃন্তাকং তস্য দূরতরো হরিঃ।
কিঞ্চান্যত্র॥
বার্ত্তাকুং বৃহতীঞ্চৈব দগ্ধমন্নং মসূরকং।
যস্যোদরে প্রবর্ত্তেত তস্য দূরতরো হরিঃ।
কিঞ্চ॥
অলাম্বুং ভক্ষয়েদ্যস্তু দগ্ধমন্নং কলম্বিকাং।
স নির্লজ্জঃ কথং ব্রুতে পূজয়ামি জনার্দ্দনং।
অতএবোক্তং যামলে॥
যত্র মদ্যং তথা মাংসং তথা বৃন্তাকমূলকে।
নিবেদয়েন্নৈব তত্র হরেরৈকান্তিকী রতিঃ॥ ৬৫॥

উদ্ধৃতসারাণি পিণ্যাকাদীনি॥ ৬৫॥

হে নরেশ্বর! উদ্ধৃতসার অর্থাৎ পিণ্যাকাদি বস্তু ভক্ষণ করিবেন না॥

স্কন্দপুরাণে॥

যে ব্যক্তি বৃন্তাক ভক্ষণ করে, হরি তাহার অনেক দূরে থাকেন॥

আরও অন্যস্থলে॥

বার্ত্তাকু, বৃহতী, দগ্ধ—অন্ন এবং মসূর, যাহার উদরস্থ হয়, হরি তাহার দূরবর্ত্তী থাকেন॥

আরও॥

যে ব্যক্তি অলাবু, দগ্ধ—অন্ন এবং কলম্বীশাক ভক্ষণ করে, সেই নির্লজ্জ ব্যক্তি আমি জনার্দ্দনের পূজা করিয়া থাকি এ কথা কিরূপে মুখে আনিবে?॥

অতএব যামলে কথিত হইয়াছে॥

যে স্থানে মদ্য, মাংস, বৃন্তাক এবং মূলক নিবেদিত হয়, সে স্থানে হরির ঐকান্তিকী প্রীতি নাই॥ ৬৫॥

অথ নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ॥

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
কল্পান্তং তৎপিতৃণাস্তু তৃপ্তির্ভবতি শাশ্বতী।
ফলানি যচ্ছতে যো বৈ সুহৃদ্যানি নরেশ্বর।
কল্পান্তং জায়তে তস্য সফলশ্চ মনোরথঃ।

নারসিংহে ॥

হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং।
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং পায়সং তথা।
সমাস্তণ্ডুলসংখ্যায়া যাবত্যস্তাবতীর্নৃপ।
বিষ্ণুলোকে মহাভোগান্ ভুঞ্জনা স্তে সবৈষ্ণবাঃ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।

অথ নৈবেদ্যার্পণমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

মনোজ্ঞ নৈবেদ্য শ্রীকৃষ্ণাগ্রে নিবেদন করিলে, কল্পান্ত পর্য্যন্ত রতাহা পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে ॥

হে নরেশ্বর! যে ব্যক্তি উত্তম ফল সকল নিবেদন করেন, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার মনোরথ সফল হয় ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যাঁহারা উত্তম ঘৃত, তথা ঘৃত ও শর্করার সহিত মিশ্রিত শালি-ধান্যের অন্ন এবং যবের পায়স নৃসিংহদেবকে অর্পণ করেন, তাঁহারা তণ্ডুলের সংখ্যানুসারে তত বৎসর বৈষ্ণবদিগের সহিত বিষ্ণুলোকে অত্যন্ত সুখ সম্ভোগ করেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

অন্নদাতা তৃপ্তি লাভ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। সাবধান হইয়া

দত্ত্বা চ সংবিভাগায় তথৈবান্নমতন্দ্রিতঃ।
ত্রৈলোক্যতর্পিতে পুণ্যং তৎক্ষণাৎ সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৬ ॥
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃভ্যশ্চোপতিষ্ঠতে।
ওদনং ব্যঞ্জনোপেতং দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
পরমান্নং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে তথা।
ঘৃতৌদনপ্রদানেন দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
দধ্যোদনপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাং।
ক্ষীরোদনপ্রদানেন দীর্ঘজীবিতমাপ্নুয়াৎ।
ইক্ষুপাকঞ্চ প্রদানেন পরং সৌভাগ্যমশ্নুতে।
রত্নানাঞ্চৈব ভাগী স্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
ফাণিতস্য প্রদানেন অগ্ন্যাধানফলং লভেৎ।
তথা গুড়প্রদানেন কামিতাভীষ্টমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥

সম্যক্ বিভাগো দেবানাং যজ্ঞভাগো যস্মাৎ স সংবিভাগো বিষ্ণুস্তস্মৈ ॥ ৬৬ ॥
অভীপ্সিতান্ কামান্ বাঞ্ছিতানি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে কামিতং অভীষ্টঞ্চ বাঞ্ছাতীতং ॥ ৬৭ ॥

বিষ্ণুকে অন্ন দান করিলে, ত্রিলোক পরিতৃপ্ত হয় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তজ্জনিত পুণ্যভাগী হয়েন ॥ ৬৬ ॥

ব্যঞ্জন সহিত অন্ন দান করিলে স্বর্গগামী হয় এবং তাঁহার পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন ও পানীয় প্রাপ্ত হয়েন ॥

পরমান্ন প্রদান করিলে অক্ষয়তৃপ্তি লাভ, বিষ্ণুলোকে বাস এবং কুল উদ্ধার হয়, সঘৃত অন্ন নিবেদন করিলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে, দধিযুক্ত অন্ন দান করিলে সমৃদ্ধিশালী হয়, দুগ্ধমিশ্রিত অন্নদানে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয় এবং ইক্ষুদণ্ড দিলে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, রত্নভাগী এবং স্বর্গলোকগামী হয়। ফাণিত (বাতাসা) প্রদান করিলে অগ্ন্যাধানের ফল লাভ করে এবং গুড় দান করিলে অভীষ্ট কামনা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৭ ॥

নিবেদ্যেক্ষুরসং ভক্ত্যা পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি ক্ষৌদ্রং যশ্চ প্রযচ্ছতি।
তদেব তুহিনোপেতং রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ।
বহ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি যাবকস্য নিবেদকঃ।
অতিরাত্রমবাপ্নোতি তথাপূপনিবেদকঃ॥ ৬৮॥
বৈদলানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দানাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ॥
দীর্ঘজীবিতমাপ্নোতি ঘৃতপূরনিবেদকঃ।
মোদকানাং প্রদানেন কামানাপ্নোত্যভীপ্সিতান্॥ ৬৯॥
নানাবিধানাং ভক্ষ্যাণাং দানাৎ স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
ভোজনীয়প্রদানেন তৃপ্তিমাপ্নোত্যনুত্তমাং॥ ৭০॥

পূর্ব্বং ইক্ষূণামিতি ইক্ষুদণ্ডানাং অধুনা ইক্ষূণাং রসমিতি ভেদঃ॥ ৬৮॥
বৈদলানাং মুদ্গচণকাদিসূপানাং॥ ৬৯॥
দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য যানি ভক্ষ্যন্তেঽপূপাদীনি তানি ভক্ষ্যাণি ভোজনীয়ং ভোজ্যং॥৭০॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইক্ষুরস দান করেন, তিনি অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হন, আর ক্ষৌদ্র অর্থাৎ মধু দান করিলে সমস্ত কামনা সফল লয় এবং ক্ষৌদ্র যদি হিমযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাজসূয়-যজ্ঞের ফল হয়॥

যে ব্যক্তি যবের পায়স নিবেদন করে, তিনি অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়েন। আর পিষ্টক নিবেদন করিলে অতিরাত্র-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবেন॥ ৬৮॥

মুদ্গ, চণকাদির ভক্ষ্য দ্রব্য অর্থাৎ সূপ প্রদান করিলে কামনা সিদ্ধি হয়। ঘৃতপূর (চন্দ্রপুলী) নিবেদন করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করে। মোদক প্রদান করিলে অভীষ্ট ফল সিদ্ধি হয়॥ ৬৯॥

বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য (চর্ব্বণদ্রব্য) দিলে স্বর্গ লাভ হয় এবং ভোজ্য বস্তু প্রদানে মহতী তৃপ্তি লাভ হয়॥ ৭০॥

তথা লেহ্যপ্রদানেন সৌভাগ্যমধিগচ্ছতি।
বলবর্ণমবাপ্নোতি চূষ্যাণাঞ্চ নিবেদনে ॥ ৭১ ॥
কুল্মাষোল্লাসিকা দাতা বহ্ন্যাধ্যেয়ং ফলং লভেৎ।
তথা কৃষরদানেন বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥
ধান্যানাং ক্ষৌদ্রযুক্তানাং লাজানাঞ্চ নিবেদকঃ।
মুখ্যানাঞ্চৈব শক্তূনাং বহ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩ ॥
বানপ্রস্থাশ্রিতং পুণ্যং লভেচ্ছাকনিবেদকঃ।
দত্ত্বা হরিতকঞ্চৈব তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥
দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্ত্বভিজায়তে।

যৎ কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি যচ্চ জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং। যানি দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য সারাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে যথেক্ষুদণ্ডাদীনি তানি চূষ্যাণি ॥ ৭১ ॥

কুল্মাষাঃ কিঞ্চিৎ স্বিন্নমাসাঃ উল্লাসিকা লপসীতি প্রসিদ্ধা ॥ ৭২ ॥

ধান্যানাং ভৃষ্টযবানাং ॥ ৭৩ ॥

হরিতকং হরিদ্বর্ণকং শাকং শাকবিশেষং বা ॥ ৭৪ ॥

লেহ্য বস্তু প্রদান করিলে সৌভাগ্য লাভ করে, আর চূষ্য বস্তু নিবেদন করিলে শক্তি ও রূপ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥

কুল্মাষ (কিঞ্চিৎ স্বিন্নমাস) ও উল্লাসিকা (লপসী) প্রদান করিলে অগ্ন্যাধানের ফল লাভ হয়। কৃষর দান করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল-ভাগী হয় ॥ ৭২ ॥

ক্ষৌদ্র অর্থাৎ মধুযুক্ত ধান্য, লাজ অর্থাৎ ভৃষ্টযব ও শক্তু নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

শাক নিবেদন করিলে বানপ্রস্থ আশ্রমজনিত পুণ্য সঞ্চয় হয়। এবং হরিতক শাক প্রদান করিলেও ঐ ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

রমণীয় শাক ও ব্যঞ্জনের নিমিত্ত উপকরণ প্রদান করিলে, শোক

দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ।
সুকুলে লভতে জন্ম কন্দমূলনিবেদকঃ।
নীলোৎপলবিদারীণাং তরুটস্য তথা দ্বিজাঃ।
কন্দদানাদবাপ্নোতি বানপ্রস্থফলং শুভং।
ত্রপুষের্ব্বারুকং দত্ত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ।
কর্কন্ধুবদরে দত্ত্বা তথা পারৈবতং ফলং।
পরূষকং তথাম্রঞ্চ পনসং নারিকেলকং।
ভব্যং মোচং তথা চোচং খর্জ্জূরমথ দাড়িমং।
আম্রাতকস্রুবাম্লোটফলমানপিয়ালকং।
জম্বূবিল্বামলঞ্চৈব জাত্যং বীণাতকন্তথা।
নারঙ্গবীজপূরে চ বাজফল্গুফলান্যপি ॥ ৭৫ ॥

তরুটং পদ্মবীজং তস্য কন্দো বিসং। ত্রপুষং সুখাশং ইর্ব্বারুকং কর্কটীফলং। বদরং ক্ষুদ্রবদরং। পারৈবতং তিন্দুকাকৃতিফলং পকং সদ্ধবললোহিতং মধুরাম্লঞ্চ কামরূপদেশে প্রসিদ্ধং। ভব্যং কর্ম্মরঙ্গফলং। মোচং কদলীফলং চোচং কাশ্মীরদেশোদ্ভবং গুড়ত্বচফলং নারিকেলফলবিশেষস্বা। স্রুবা কাঁঠাল ইতি প্রসিদ্ধা। অম্লোটঃ সাহুলীতি প্রসিদ্ধঃ। ফলমানঃ বীজপূরভেদঃ। জাত্যং জাতীফলং। বীণাতকং খণ্ডগুজং ইতি দ্রব্যগুণটীকায়াং লিখিতং। বাজফলং ক্ষীরিকাফল্গুফলানি গোষ্ঠোড়ুম্বরিকা ফলানি ॥ ৭৫ ॥

হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি কন্দমূল নিবেদন করেন, তাঁহার উত্তম কুলে জন্ম হয় ॥

হে দ্বিজগণ! নীলোৎপল বিদারি ও তরুটের (পদ্মবীজের) কন্দ দান করিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ফল লাভ হয়। ত্রপুষ (সুখাশ) ও ইর্ব্বারুক (কর্ক টীফল) প্রদান করিলে পুণ্ডরীক দানের ফল লাভ হয়। কর্ক ন্ধু, বদর, পারৈবত (তিন্দুকাকৃতি) ফল, পরূষক, আম্র, পনস, নারিকেল, ভব্য, (কর্ম্মরঙ্গফল) মোচ (কদলীফল) চোচ (গুড়ত্বচ্‌-ফল) খর্জ্জূর, দাড়িম, আম্রাতক, স্রুবা, অম্লোট, ফলমান, পিয়ালক,

এবমাদীনি দিব্যানি যঃ ফলানি প্রযচ্ছতি।
তথা কন্দানি মুখ্যানি দেবদেবায় ভক্তিতঃ।
ক্রিয়া সাফল্যমাপ্নোতি সর্গলোকন্তথৈব চ।
প্রাপ্নোতি ফলমারোগ্যং মৃদ্বীকানাং নিবেদকঃ।
রসান্ মুখ্যানবাপ্নোতি সৌভাগ্যমপি চোত্তমং।
আম্রৈরভ্যর্চ্য দেবেশমশ্বমেধফলং লভেৎ॥
কিঞ্চ॥
মোচকং পনসং জম্বু তথান্যৎ কুম্ভলীফলং।
প্রাচীনামলকং শ্রেষ্ঠং মধুকোড়ুম্বরস্ত চ।
যত্নপক্কমপি গ্রাহ্যং কদলীফলমুত্তমং॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে চ॥

মৃদ্বীকা দ্রাক্ষা। কুম্ভলীফলং কারভতীতি প্রসিদ্ধং। প্রাচীনামলকং পাণিপাবেতি প্রসিদ্ধং॥ ৭৬॥

জম্বু, বিল্ব, আমল, জাত্য, বীণাতক, নারঙ্গ, বীজপূর, বীজফল ও ফল্গু-ফল॥ ৭৫॥

এই প্রকার উৎকৃষ্টফল ও উত্তম উত্তম কন্দ, যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে দেবদেব বিষ্ণুকে নিবেদন করেন, তাঁহার ক্রিয়া সফল হয় এবং তিনি স্বর্গে গমন করেন॥

যিনি দ্রাক্ষা নিবেদন করেন তাঁহার আরোগ্য লাভ হয়, উত্তম রস সমুদায় প্রাপ্তি হয় এবং পরম সৌভাগ্যও বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে। যে ব্যক্তি আম্রের দ্বারা দেবেশ্বরের অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥

আরও॥

মোচা, পনস, জম্বূ, কুম্ভলীফল, প্রাচীনামলক, মধুকোড়ুম্বরফল, এই সমুদায় শ্রেষ্ঠ ফল। উত্তম কদলীফল যত্ন সহকারে পক্ক হইলেও গ্রহণীয় হইবে॥

হরিভক্তিসুধোদয়েও॥

যৎ কিঞ্চিদল্পং নৈবেদ্যং ভক্তভক্তিরসপ্লুতং।
প্রতিভোজয়তি শ্রীশস্তদ্দাতৄন্ স্বসুখং দ্রুতমিতি ॥ ৭৬ ॥
ততঃ প্রাগ্বদ্বিচিত্রাণি পানকান্যুত্তমানি চ।
সুগন্ধি শীতলং স্বচ্ছং জলমপ্যর্পয়েত্ততঃ ॥ ৭৭ ॥
অথ পানকানি তন্মাহাত্ম্যঞ্চ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
পানকানি সুগন্ধীনি শীতলানি বিশেষতঃ।
নিবেদ্য দেবদেবায় বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ।
ত্বগেলানাগকুসুমকর্পূরসিতসংযুতৈঃ।
সিতাক্ষৌদ্রগুড়োপেতৈর্গন্ধবর্ণগুণান্বিতৈঃ।
বীজপূরকনারঙ্গসহকারসমন্বিতৈঃ।

ততঃ নৈবেদ্যার্পণানন্তরং প্রাগ্বদিতি নৈবেদ্যার্পণবৎ ইত্যর্থঃ। বিচিত্রাণি বিবিধানি ॥ ৭৭ ॥
সিতং দধিবীজপূরকাদিফলরসনির্ম্মিতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

ভক্তের ভক্তি সহকারে অল্পপরিমাণেও নৈবেদ্য ভগবানে অর্পিত হইলে তিনি নৈবেদ্যদাতৃগণকে সত্বর সুখভোগ করান ॥ ৭৬ ॥

নৈবেদ্যার্পণের পর বিবিধ উত্তম পানীয়দ্রব্য এবং সুগন্ধি, শীতল ও নির্ম্মল জল পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ নৈবেদ্যার্পণের তুল্য অর্পণ করিবে ॥৭৭

অথ পানীয়দ্রব্য ॥

পানীয়দ্রব্যের মাহাত্ম্য বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

সুগন্ধযুক্ত, বিশেষতঃ শীতলপানীয় দেবদেবকে নিবেদন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥

দারুচিনি, এলাইচ, নাগকুসুম, কর্পূর ও সিত অর্থাৎ দধি ও বীজপূরাদি ফলের রস সংযুক্ত শর্করা মধু ও গুড় সহিত এবং গন্ধ বর্ণ ও গুণ যুক্ত বীজপূর, নাগরঙ্গ, সহকারের পালক (আমতা) অর্পিত হইলে

বীজপূরকনারঙ্গসহকারসমন্বিতৈঃ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি পালকৈর্ব্বিনিবেদিতৈঃ॥ ৭৮॥
নিবেদ্য নারিকেলাম্বুবহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
সর্ব্বকামবহা নদ্যো নিত্যং যত্র মনোরমাঃ।
তত্র পানপ্রদা যান্তি যত্র রামা গুণান্বিতা ইতি॥ ৭৯॥
ইত্থং সমর্প্য নৈবেদ্যং দত্ত্বা জবনিকাং ততঃ।
বহির্ভূয় যথাশক্তি জপং সধ্যানমাচরেৎ॥ ৮০॥
ধ্যানঞ্চোক্তং॥
ব্রহ্মেশাদ্যৈঃ পরিত ঋষিভিঃ সূপবিষ্টৈঃ সমেতো
লক্ষ্ম্যা শিঞ্জদ্বলয়করয়া সাদরং বীজ্যমানঃ।
মর্ম্মক্রীড়প্রহসিতমুখো হাসয়ন্ পংক্তিভোক্তৄন্
ভুঙ্‌ক্তে পাত্রে কনকঘটিতে ষড়্রসং শ্রীরমেশঃ॥　ইতি॥

নিত্যমিত্যনেন শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমভিপ্রৈতি॥ ৭৯॥
জবনিকাং তিরস্করণীং॥ ৮০॥

রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৭৮॥

নারিকেলের জল নিবেদন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়, যে স্থানে মনোহারিণী নদীগণ সর্ব্বদা সকল কামনা পূর্ণ করে এবং গুণশালী রমণীগণ বিরাজ করে, পানীয়প্রদাতা তথায় গমন করেন॥ ৭৯॥

এইরূপে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়া জবনিকা হইতে বহির্গত হইয়া যথাশক্তি ধ্যান ও জপ করিবে॥ ৮০॥

ধ্যান উক্ত হইয়াছে যথা—॥

ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ যাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, লক্ষ্মী বলয়ধ্বনি সহকৃত হস্তদ্বারা আদরপূর্ব্বক যাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন এবং যিনি পরিহাস কালে, সহাস্য মুখ

একান্তিভিশ্চাত্মকৃতং সবয়স্যস্য গোকুলে।
যশোদালাল্যমানস্য ধ্যেয়ং কৃষ্ণস্য ভোজনং ॥

অথ হোমঃ ॥

নিত্যঞ্চাবশ্যকং হোমং কুর্য্যাৎ শক্ত্যনুসারতঃ।
হোমাশক্তৌ তু কুর্ব্বীত জপং তস্য চতুর্গুণং ॥ ৮১ ॥
কেহপ্যেবং মন্বতেহবশ্যং নিত্যহোমং সদাচরেৎ।
পুরশ্চরণহোমস্যাশক্তৌ হি স বিধির্ম্মতঃ ॥
পূর্ব্বং দীক্ষাবিধৌ হোমবিধিশ্চ লিখিতঃ কিয়ান্।

শক্ত্যনুসারত ইতি শক্তৌ অষ্টোত্তরং সহস্রমশক্তৌ চ শতমিতি জ্ঞেয়ং। তস্য হোমস্য ॥ ৮১ ॥

কিং মন্বতে তল্লিখতি অবশ্যমিত্যাদিনা। পুরশ্চরণে কর্ম্মণি যো হোমস্তস্মিন্নশক্তাবিব। স জপচতুর্গুণহোমকরণরূপো বিধিঃ ॥ ৮২ ॥

হইয়া পঙ্‌ক্তিভোজকদিগকে হাসাইতেছেন, সেই রমাপতি স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্রে ষড়্‌বিধ রস ভোজন করিতেছেন ॥

গোকুলে যশোদা কর্তৃক লালিত বয়স্যগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিজ-কৃত ভোজনের বিষয় বৈষ্ণবগণ ধ্যান করিবেন ॥

অথ হোম ॥

শক্তি অনুসারে প্রতিদিবস আবশ্যক হোম করিবে। হোমে অশক্ত হইলে হোমের চতুর্গুণ জপ করিবে ॥ ৮১ ॥

কেহ কেহ এরূপ বলেন যে নিত্য হোম অবশ্যই করিবে। কিন্তু পুরশ্চরণ কালে যে হোমের বিধি আছে, তাহাতে অশক্ত হইলে ঐ বিধি অর্থাৎ হোম সংখ্যার চতুর্গুণ জপ ॥

পূর্ব্বে দীক্ষা বিধিতে হোমের বিধি কিয়ৎপরিমাণে লিখিত হইয়াছে, অতএব যদি কেহ তদ্বিষয় বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি সেই সেই শাস্ত্র হইতে উহার বিশেষ বিবরণ

তদ্বিস্তারশ্চ বিজ্ঞেয়স্তত্তচ্ছাস্ত্রাত্তদিচ্ছুভিঃ ॥ ৮২ ॥
সমাপ্তিং ভোজনে ধ্যাত্বা দত্ত্বা গাণ্ডূষিকং জলং।
অমৃতাপিধানমসি স্বাহেত্যুচ্চারয়েৎ সুধীঃ।
বিসৃজেদ্দেববক্ত্রে তত্তেজঃ সংহারমুদ্রয়া।
নৈকান্তী তেজসঃ কুর্য্যান্নিক্রান্তিমিব সংক্রমং ॥ ৮৩ ॥
অথ বলিদানং ॥
ততো জবনিকাং বিদ্বানপসার্য্য যথাবিধি।
বিষ্বক্সেনায় ভগবন্নৈবেদ্যাংশং নিবেদয়েৎ।
তথাচ পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদবচনং ॥
বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকং।

অমৃতাপিধানমসীতি জলগণ্ডূষং দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ং ॥ ৮৩ ॥

তৎ নৈবেদ্যগ্রহণায় বিনির্গতং যৎ শতাংশকমিতি নৈবেদ্যস্য শতাংশানামেকমংশমিত্যর্থঃ। এবং সহস্রাংশমপি। লিঙ্গে চেৎ শ্রীশিবপূজা ক্রিয়েত তদা চণ্ডেশ্বরায় তদ্গণা-

জানিতে পারিবেন ॥ ৮২ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি ভগবানের ভোজনাবশেষ ধ্যান করিয়া জলগণ্ডূষ প্রদান এবং "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, পরে সংহার মুদ্রা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে (নৈবেদ্যগ্রহণের নিমিত্ত বহির্গত) সেই তেজঃ বিসর্জ্জন করিবেন। বৈষ্ণবগণ তেজের বহির্গমনের ন্যায় উহার সঙ্কোচ করিবেন না ॥ ৮৩ ॥

অথ বলিদান ॥

অনন্তর বিদ্বান্ ব্যক্তি জবনিকা অপসারণ করিয়া ভগবানের নৈবেদ্যের অংশ বিষ্বক্সেনকে বিধিপূর্ব্বক নিবেদন করিবেন ॥

ঐ বিষয়ে পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদের বাক্য ॥

নৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ, পাদোদক ও প্রসাদ বিষ্বক্সেনকে প্রদান করিবে। আর যদি লিঙ্গে শিবপূজা করা যায় তাহা হইলে

পাদোদকং প্রসাদঞ্চ লিঙ্গে চণ্ডেশ্বরায় চ ॥ ৮৪ ॥
তদ্বিধিশ্চোক্তঃ ॥
মুখ্যাদীশানতঃ পাত্রান্নৈবেদ্যাংশং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে।
শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ।
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরের্বামে তীর্থক্লিন্নং সমর্পয়েৎ।
শতাংশং বা সহস্রাংশমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥
পশ্চাচ্চ বলিরিত্যাদি শ্লোকাবুচ্চার্য্য বৈষ্ণবঃ।
সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তচ্ছতাংশং বিনিবেদয়েৎ।

ধ্যক্ষায় তন্নৈবেদ্যাদিকং দাতব্যমিত্যর্থঃ। এতচ্চ দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরণং জ্ঞেয়ং ॥ ৮৪ ॥

ঈশানত ইতি ঈশানকোণে মণ্ডলিকাং কৃত্বা স্থাপিতত্বাৎ। তীর্থং শ্রীচরণোদকং তেন ক্লিন্নং আর্দ্রং ॥ ৮৫ ॥

কিঞ্চ পশ্চাচ্চেতি তস্য নৈবেদ্যস্য শতাংশং শতাংশানামেকাংশং সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নম ইতি বিধিনা নিবেদয়েৎ। অত্র চ বিষ্বক্সেনায় বা বলিপ্রভৃতিভ্যো বা দদ্যাদিত্যেবং বিকল্পং কেচিদিচ্ছন্তি তচ্চাযুক্তমিব অবশ্যং বিষ্বক্সেনায় দেয়ত্বাৎ ॥ ৮৬ ॥

ঐ নৈবেদ্যাদি চণ্ডেশ্বরকেও প্রদান করিবে ॥ ৮৪ ॥

সেই বিধি কথিত হইয়াছে ॥

প্রধান পাত্রের ঈশান কোণ হইতে নৈবেদ্যাংশ উদ্ধৃত করিবে এবং "সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমাত্মনে। শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিষ্বক্সেনায় তে নমঃ"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ, পরমেষ্ঠী ও সর্ব্বদেবস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ বিষ্বক্সেন, তোমাকে নমস্কার, এই মন্ত্র বলিয়া শ্রীচরণোদক দ্বারা সিক্ত উহার শতাংশ বা সহস্রাংশ শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে সমর্পণ করিবে। ইহা না করিলে সমুদায় নিষ্ফল হইবে ॥ ৮৫ ॥

পশ্চাৎ বৈষ্ণবব্যক্তি নিম্ন লিখিত দুইটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া সমুদায় বৈষ্ণবদিগকে ঐ নৈবেদ্যের শতাংশের একাংশ নিবেদন করিবেন ॥

তৌ চ শ্লোকৌ ॥
বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ।
বিষ্বক্সেনোদ্ধবাক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ ॥ ৮৬ ॥
ইদং যদ্যপি যুজ্যেত দর্পণার্পণতঃ পরং।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কৃষ্ণস্যাত্রাপি সম্ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥
অথ বলিদানমাহাত্ম্যং। নারসিংহে ॥
ততস্তদন্নশেষেণ পার্ষদেভ্যঃ সমন্ততঃ।

ইদং বৈষ্ণবেভ্যো বলিদানং। দর্পণস্য অর্পণং অগ্রে লেখ্যং ভগবতে নিবেদনং তস্মাৎ পরমনন্তরমেব যুজ্যেত। অকৃতাচমনস্যোচ্ছিষ্টহস্তস্য শ্রীভগবতো নিবিষ্টত্বাৎ অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ভক্তবাৎসল্যাৎ সম্ভবেৎ অন্যথা তদুচ্ছিষ্টস্যাত্যন্তপরিত্যাগেন তস্যৈবাসন্তোষোৎপত্তেরিতি দিক্ ॥ ৮৭ ॥

বৈষ্ণবেন বিষ্ণুসম্বন্ধিনা। তদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদান্নেন দত্তত্বাৎ দিবৌকসঃ পার্ষদা এব যদ্বা হন্তেঽপি দেবাঃ ॥ ৮৮ ॥

সেই দুইটী শ্লোক ॥

বলি, বিভীষণ, ভীষ্ম, কপিল, নারদ, অর্জ্জুন, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বসু, বায়ুপুত্র, শিব, বিষ্বক্সেন, উদ্ধব, অক্রূর, সনকাদি ও শুক প্রভৃতি সমুদায় বৈষ্ণবগণ আপনারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রসাদ গ্রহণ করুন ॥ ৮৬ ॥

দর্পণ অর্পণের পর যদিও ইহা অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগকে বলি প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত হইতেছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য প্রযুক্ত এস্থলে উহা করায় কোন হানি নাই ॥ ৮৭ ॥

অথ বলিদানমাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

তদনন্তর যে ব্যক্তি পুষ্প ও আতপতণ্ডুল মিশ্রিত সেই অবশিষ্ট

পুষ্পাক্ষতৈর্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি।
বলিনা বৈষ্ণবেনাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ।
শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেব চ ॥ ৮৮ ॥

অথ জলগণ্ডূষাদ্যর্পণং ॥

উপলিপ্য ততো ভূমিং পুনর্গাণ্ডূষিকং জলং।
দদ্যাত্রিরগ্রে কৃষ্ণস্য ততোঽস্মৈ দন্তশোধনং।
পুনরাচমনং দত্ত্বা শ্রীপাণ্যোঃ শ্রীমুখস্য চ।
মার্জনায়াংশুকং দত্ত্বা সর্ব্বাণ্যঙ্গানি মার্জয়েৎ।
পরিধাপ্যাপরে বস্ত্রে পুনর্দত্ত্বাসনান্তরং।

ভূমিমুপলিপ্যেত তদ্যদ্যপি সদাচারানুসারেণ শ্রীহস্তাদিমার্জনানন্তরমেবোপযুজ্যতে তথাপি ক্রমদীপিকোক্তাপেক্ষয়াত্র লিখিতং। গাণ্ডূষিকং গণ্ডূষার্থং জলং কৃষ্ণস্যাগ্রে পুরতঃ ভগবন্নাচামেতি ব্রুবন্ বারত্রয়ং দদ্যাৎ। তদনন্তরং অস্মৈ কৃষ্ণায় দন্তশোধনং সূক্ষ্মতৃণ-বিশেষাগ্রাদিকং দদ্যাৎ। আচমনমিতি আচমনার্থং বারিধারাত্রয়ং পুনর্দত্ত্বেতি জ্ঞেয়ং।

অন্ন দ্বারা পার্ষদদিগকে বলি প্রদান করেন, দেবগণ বিষ্ণু সম্বন্ধীয় সেই বলিদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া, তাঁহাকে শান্তি, সম্পত্তি ও আরোগ্য প্রদান করেন ॥ ৮৮ ॥

অথ জলগণ্ডূষাদি অর্পণ ॥

প্রথমতঃ স্থান মার্জন করিয়া আচমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গণ্ডূষ পরিমিত জল তিনবার প্রদান করিবে। তাহার পর তাঁহাকে দন্তশোধন সূক্ষ্ম তৃণাগ্র দিবে পরে হস্ত, মুখ প্রক্ষালনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আচমনার্থ জল প্রদান করিবে। তদনন্তর বস্ত্রদ্বারা সমুদায় অঙ্গ মুছাইয়া দিবে। তাহার পর অন্য বস্ত্র দুইখানি পরাইয়া পুনর্ব্বার

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ পূর্ব্ববৎ পুনরর্পয়েৎ ।
চন্দনাগুরুচূর্ণাদি প্রদদ্যাৎ করমার্জনং ।
কর্পূরাদ্যাস্যবাসঞ্চ তাম্বূলং তুলসীমপি ॥
অথ মুখবাসাদিমাহাত্ম্যং ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ॥
পূগজাতীফলে দত্ত্বা জাতীপত্রং তথৈব চ ।
লবঙ্গফলকক্কোলমেলাকটফলন্তথা ।
তাম্বূলীনাং কিশলয়ং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥
সৌভাগ্যমতুলং লোকে তথা রূপমনুত্তমং ॥
স্কান্দে ॥
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং সপূগং নরনায়ক ।
কৃষ্ণায় যচ্ছতি প্রীত্যা তস্য তুষ্টো হরিঃ সদা ॥ ৮৯ ॥

করস্য মার্জনং শোধনং গন্ধাপনয়নকরমিত্যর্থঃ। আস্যবাসং মুখবাসং কর্পূরলবঙ্গাদি। তুলসীমপি দদ্যাদিতি ভোজনানন্তরং বিষ্ণোরর্পিতং তুলসীদলমিত্যতোঽগ্রলেখ্যতন্মাহাত্ম্য-প্রতিপাদকপঞ্চরাত্রবচনাৎ ॥ ৮৯ ॥

আসন ও পাদ্য যথাক্রমে দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবার আচমনীয় প্রদান করিবে। পশ্চাৎ করমার্জনের নিমিত্ত অর্থাৎ হস্তের গন্ধাদিনিবারণার্থ চন্দন ও অগুরুচন্দনাদি নিবেদন করিবে এবং মুখের সৌগন্ধ্য সম্পাদনার্থ কর্পূর লবঙ্গাদি তাম্বূল ও তুলসীপত্র প্রদান করিবে ॥

অথ মুখবাসাদিমাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ॥

গুবাক, জাতীফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, কক্কোল, এলাইচ, কট্‌ফল ও তাম্বূল প্রদান করিলে স্বর্গলোকে গমন করে এবং অনুপম সৌভাগ্য-সম্পন্ন ও অত্যুত্তম রূপবান্ হয় ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি প্রীতিসহকারে কর্পূর ও পূগ সহিত তাম্বূল

অথ পুনর্গন্ধার্পণং ॥

দিব্যং গন্ধং পুনর্দ্দত্ত্বা যথেষ্টমনুলেপনৈঃ।
দিব্যৈর্বিচিত্রৈঃ শ্রীকৃষ্ণং ভক্তিচ্ছেদেন লেপয়েৎ।
রম্যাণি চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণি সদ্বর্ণেন যথাস্পদং।
সুগন্ধিনানুলেপেন কৃষ্ণস্য রচয়েত্তরাং ॥
তথা চাগমে ধ্যানপ্রসঙ্গে ॥
ললাটে হৃদয়ে কুক্ষৌ কণ্ঠে বাহ্বোশ্চ পার্শ্বয়োঃ।
বিরাজতোর্দ্ধপুণ্ড্রেণ সৌবর্ণেন বিভূষিতমিতি ॥ ৯০ ॥

যথেষ্টং ভগবতঃ স্বস্য বা রুচ্যনুসারেণ ভক্তিচ্ছেদঃ পত্রভঙ্গ্যাদিনির্ম্মাণপ্রকারবিশেষ স্তেন পূর্ব্বং ভূষণানন্তরং গন্ধার্পণং লিখিতং ভোজনাৎ প্রাগনুলেপনস্যাল্পত্বাপেক্ষাতঃ ইদানীঞ্চ সর্ব্বাঙ্গলেপনায় বাহুল্যাপেক্ষয়া ভূষণপরিধানাৎ প্রথমমেব যুক্তমিতি দিক্। সদ্বর্ণেনেতি শ্রীশ্যামসুন্দরোপযুক্তপীতাদ্যুত্তমবর্ণেনেত্যর্থঃ। যথাস্পদমিতি ললাটাদিস্থানেষ্বিত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্র এব ব্যক্তং। রচয়েত্তরাং পরমোৎকৃষ্টপ্রকারেণ বিরচয়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বাঙ্গানুলেপনেঽপি শোভাবিশেষার্থং হৃদয়াদিস্থানে উর্দ্ধপুণ্ড্রবিরচনমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন, তাঁহার প্রতি হরি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন॥৮৯

অথ পুনর্ব্বার গন্ধার্পণ ॥

পুনরায় উৎকৃষ্ট গন্ধ অর্পণ করিয়া উত্তম উত্তম অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিবে এবং ভগবানের অথবা নিজের রুচি অনুসারে বিবিধ প্রকারে তিলকের ভঙ্গি রচনা করিয়া দিবে। আরও উত্তম বর্ণবিশিষ্ট সুগন্ধি অনুলেপন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের যথা স্থানে মনোহর উর্দ্ধপুণ্ড্র সমুদায় রচনা করিবে ॥

আগমে ধ্যানপ্রসঙ্গে ঐ সমুদায় স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

ললাট, হৃদয়, কুক্ষি, কণ্ঠ, বাহুদ্বয়, ও পার্শ্বদ্বয়ে বিরাজমান শোভন বর্ণবিশিষ্ট উর্দ্ধপুণ্ড্রে তিনি বিভূষিত হইয়াছেন ॥ ৯০ ॥

দিব্যানি কঞ্চুকোষ্ণীষকাঞ্চ্যাদীনি পরাণ্যপি ॥
বস্ত্রাণি সুবিচিত্রাণি শ্রীকৃষ্ণং পরিধাপয়েৎ।
ততো দিব্যকিরীটাদিভূষণানি যথারুচি।
বিচিত্রদিব্যমাল্যানি পরিধাপ্য বিভূষয়েৎ ॥ ৯১ ॥
অথ মহারাজোপচারার্পণং ॥
ততশ্চ চামরচ্ছত্রপাদুকাদীন্ পরানপি।
মহারাজোপচারাংশ্চ দত্ত্বাদর্শং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৯২ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
যথাদেশং যথাকালং রাজলিঙ্গং সুরালয়ে।

সৌবর্ণেন শোভনবর্ণবতেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতৎ পুনর্গন্ধাদ্যর্পণেন পূজনং গীতবাদ্যানন্তরমেব তান্ত্রিকাণাং সম্মতং। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। তাম্বূলমপ্যভিসমর্প্য সুবাদ্যনৃত্যগীতৈঃ সুতৃপ্তমভিপূজয়তাং পুরৈব। গঙ্গাদিভিঃ সপরিবারমিতি। তথাপি গীতনৃত্যাদ্যর্থং দিব্যানুলেপবস্ত্রালঙ্করণাদিনা মহারাজবিভূতিভিশ্চ বিশিষ্টস্যৈব সভায়ামাগমনং লৌকিকব্যবহারানুসারেণ সমুপযুক্তং শক্তৌ চ সত্যাং পুনরপি গন্ধাদিনা পূজয়েদিতি চাগ্রে লেখ্যমেবেতি দিক্ ॥ ৯১ ॥

চামরাদীন্ উপচারান্ পরানন্যান্ ধ্বজপতাকাদীন্। আদর্শঃ দর্পণং ॥ ৯২ ॥

উৎকৃষ্ট কঞ্চুক, উষ্ণীষ ও কাঞ্চি প্রভৃতি ভূষণ এবং বিবিধ মনোজ্ঞ বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে পরিধান করাইবে। তাহার পর উত্তম কিরীটাদি অলঙ্কার ও নানাবিধ মনোহর মাল্য পরিধান করাইয়া বেশ ভূষা দ্বারা বিভূষিত করিবে ॥ ৯১ ॥

অথ মহারাজোচিত উপচার অর্পণ ॥

তদনন্তর চামর, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতি মহারাজোপকরণ ও অন্যান্য ধ্বজ পতাকাদি প্রদান করিয়া দর্পণ দেখাইবে ॥ ৯২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যেমন দেশ, যেমন কাল, তদনুসারে দেবালয়ে রাজচিহ্ন প্রদান

দত্ত্বা ভবতি রাজৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

তত্র চামরমাহাত্ম্যং॥

তথা চামরদানেন শ্রীমান্ ভবতি ভূতলে।
মুচ্যতে চ তথা পাপৈঃ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।

ছত্রস্য তত্রৈব॥

ছত্রং বহুশলাকঞ্চ ঝল্লরীবস্ত্রসংযুতং।
দিব্যবস্ত্রৈশ্চ সংযুক্তং হেমদণ্ডসমন্বিতং।
যঃ প্রযচ্ছতি কৃষ্ণস্য ছত্রলক্ষযুতৈর্ব্বৃতঃ।
প্রার্থ্যতে সোঽমরৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রীড়তে পিতৃভিঃ সহ।

তত্রৈবান্যত্র॥

রাজা ভবতি লোকেঽস্মিন্ ছত্রং দত্ত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
নাপ্নোতি রিপুজং দুঃখং সংগ্রামে রিপুজিদ্ভবেৎ॥ ৯৩॥

ঝল্লরীবস্ত্রং সূচিকর্ম্মাদিবিনির্ম্মিতবিলম্বমানাঙ্গবিশেষস্তদ্যুক্তং॥ ৯৩॥

করিলে রাজা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই॥

ঐ স্থলেই চামর মাহাত্ম্য॥

চামর দান করিলে পৃথিবীতে শ্রীমান্ হয়, পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে॥

ঐ স্থলেই ছত্রের মাহাত্ম্য॥

বহু শলাকা বিশিষ্ট ঝল্লরী অর্থাৎ ঝালর ও দিব্য বস্ত্র সমন্বিত, স্বর্ণদণ্ড ছত্র, যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন, তিনি লক্ষ লক্ষ ছত্রে পরিবৃত হইয়া দেবগণের প্রার্থনীয় হয়েন এবং পিতৃলোকের সহিত ক্রীড়া করেন॥

ঐ প্রকরণেরই অন্য স্থলে॥

হে ব্রাহ্মণগণ! ইহলোকে ছত্র দান করিলে রাজা হয়, শত্রু-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না এবং যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে পারে॥ ৯৩॥

উপানৎসম্প্রদানেন বিমানমধিরোহতি।
যথেষ্টং তেন লোকেষু বিচরত্যমরপ্রভঃ ॥ ৯৪ ॥

ধ্বজস্য। তত্রৈব ॥

লোকেষু ধ্বজভূতঃ স্যাদ্দত্ত্বা বিষ্ণোর্ব্বরং ধ্বজং।
শক্রলোকমবাপ্নোতি বহূনব্দগণান্নরঃ।

কিঞ্চ ॥

যুক্তং পীতপতাকাভির্নিবেদ্য গরুড়ধ্বজং।
কেশবায় দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বলোকে মহীয়ত ॥ ইতি।

যৎপ্রাসাদে ধ্বজারোপমাহাত্ম্যং লিখিতং পুরা।
তদত্রাপ্যখিলং জ্ঞেয়ং তত্রাত্রত্যমিদং তথা।

পাদুকায়া মাহাত্ম্যঞ্চ পূর্ব্বং শ্রীমুখপ্রক্ষালনানন্তরং তৎসমর্পণে লিখিতমেবাস্তি ॥ ৯৪ ॥ ধ্বজভূতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। গরুড়ধ্বজং গরুড়াকারধ্বজং। কৃত্রিমগরুড়যুক্তং বা ধ্বজং। তন্মাহাত্ম্যং। তত্র ধ্বজার্পণেঽপি সর্ব্বং জ্ঞেয়ং। তথা অত্রত্যং ধ্বজার্পণসম্বন্ধি ইদং লিখি-

পাদুকা প্রদান করিলে বিমানে আরোহণ করেন এবং দেবতার ন্যায় প্রভাশালী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে সেই সেই লোকে বিচরণ করেন ॥ ৯৪ ॥

ঐ স্থলেই ধ্বজের বিষয় ॥

যে মনুষ্য বিষ্ণুকে উত্তম ধ্বজা প্রদান করেন, তিনি লোকমধ্যে ধ্বজার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন এবং বহু বহু বৎসর ব্যাপিয়া ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥

আরও বলি ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পীতবর্ণ পতাকা যুক্ত গরুড়াকৃতি ধ্বজা কেশবকে নিবেদন করিলে সর্ব্বলোকে পূজিত হয় ॥

পূর্ব্বে প্রাসাদে ধ্বজারোপণের যে মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে এ স্থলেও ধ্বজা দান করিলে সেই লিখিত সমুদায় ফল প্রাপ্ত হয় ॥

কিঞ্চ। ভবিষ্যে॥

বিষ্ণোর্ধ্বজে তু সৌবর্ণং দণ্ডং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পতাকা চাপি পীতা স্যাৎ গরুড়স্য সমীপগা।

ব্যজনস্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

তালবৃন্তপ্রদানেন নির্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাং।

বিতানস্য তত্রৈব॥

বিতানকপ্রদানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পরাং নির্বৃতিমাপ্নোতি যত্র যত্রাভিজায়তে॥ ৯৫॥

খড়্গাদীনাং॥

দত্ত্বা নিস্ত্রিংশকান্ মুখ্যান্ শত্রুভির্নাভিভূয়তে।

তচ্চ মাহাত্ম্যং তত্র ধ্বজারোপণে জ্ঞেয়ং। দ্বয়োঃ সাম্যাদিত্যর্থঃ॥ ৯৫॥
মুখ্যান্ শ্রেষ্ঠান্। তেষাং বন্ধনং কোষং॥ ৯৬॥

আরও ভবিষ্যপুরাণে॥

পণ্ডিতব্যক্তি বিষ্ণুকে অর্পণের নিমিত্ত ধ্বজের দণ্ড স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবেন। পতাকাও পীত বর্ণ ও গরুড়ের নিকটবর্ত্তিনী হইবে॥

ব্যজনের বিষয়॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

তালবৃন্ত প্রদান করিলে সাতিশয় সুখ লাভ হয়॥

বিতান অর্থাৎ চন্দ্রাতপের বিষয় ঐ স্থলেই॥

বিতান (চন্দ্রাতপ) প্রদান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং বিতানদাতা যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সেই স্থানেই পরম সুখ লাভ করেন॥

খড়্গাদির বিষয়॥

যিনি উৎকৃষ্ট খড়্গাদি দান করেন, তিনি শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত

দত্ত্বা তদ্বন্ধনং মুখ্যমগ্ন্যাধেয়ফলং লভেৎ ॥ ৯৬ ॥

কিঞ্চ ॥

পতদ্গ্রহং তথা দত্ত্বা শুভদস্ত্বভিজায়তে।
পাদপীঠপ্রদানেন স্থানং সর্ব্বত্র বিন্দতি।
দর্পণস্থ প্রদানেন রূপবান্ দর্পবান্ ভবেৎ।
মার্জয়িত্বা তথা তঞ্চ সুভগস্ত্বভিজায়তে ॥ ৯৭ ॥
যৎকিঞ্চিদ্দেবদেবায় দদ্যাদ্ভক্তিসমন্বিতঃ।
তদেবাক্ষয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।

কিঞ্চ। বামনপুরাণে শ্রীবলিং প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ ॥

শ্রদ্দধানৈর্ভক্তিপরৈর্যান্যুদ্দিশ্য জনার্দ্দনং।

তং দর্পণং মার্জয়িত্বা নির্ম্মলীকৃত্য ॥ ৯৭ ॥

এবং বিবিধং সকামস্থাবান্তরফলং লিখিত্বা মুখ্যফলং লিখতি শ্রদ্দধানৈরিতি। দানানি

হয়েন না। আর উৎকৃষ্ট খড়্গকোষ প্রদান করিলে, অগ্ন্যাধানের ফল লাভ হয় ॥ ৯৬ ॥

আরও ॥

পতদ্গ্রহ অর্থাৎ পিকদান প্রদান করিলে শুভপ্রদ হয়, পাদপীঠ অর্পণ করিলে সকল স্থানে জয় লাভ করে। দর্পণ নিবেদন করিলে রূপবান্ ও দর্পশালী হয়। আর যদি দর্পণ মার্জন করিয়া অর্পণ করে, তাহা হইলে সৌভাগ্যশালী হয় ॥ ৯৭ ॥

ভক্তিসহকারে দেবদেব বিষ্ণুকে যে কোন বস্তু দান করা যায়, তাহাই অক্ষয় হয় এবং সেই সমুদায় বস্তুসম্প্রদানকর্ত্তা স্বর্গলোকে গমন করে ॥

আরও বামনপুরাণে ॥

শ্রীবলির প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য ॥

শ্রদ্ধা ও ভক্তিসমন্বিত হইয়া জনার্দ্দনকে উদ্দেশ করত যে সকল

বলিদানানি দীয়ন্তে অক্ষয়াণি বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৯৮ ॥
অত্রাপি কেচিদিচ্ছন্তি দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
পূর্ব্বোক্তা দশ-শঙ্খাদ্যা মুদ্রাঃ সংদর্শয়েদিতি ॥ ৯৯ ॥
অথ গীতবাদ্যনৃত্যানি ॥
ততো বিচিত্রৈর্ললিতৈঃ কারিতৈর্ব্বা স্বয়ং কৃতৈঃ।
গীতৈর্বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়েৎ ॥ ১০০ ॥
অথ তত্র নিষিদ্ধং ॥
নৃত্যাদি কুর্ব্বতো ভক্তান্নোপবিষ্টোঽবলোকয়েৎ।
নচ তির্য্যগ্‌ব্রজেত্তত্র তৈঃ সহান্তরয়ন্ প্রভুং ॥ ১০১ ॥

দেয়ানি অক্ষয়াণি অক্ষয্যফলানি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকাণীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

অত্র অস্মিন্ সময়েঽপি ॥ ৯৯ ॥

ললিতৈর্মনোহরৈঃ কারিতৈর্নর্ত্তক্যাদিদ্বারা। স্বয়মেব কৃতৈর্ব্বা ॥ ১০০ ॥

উপবিষ্টঃ সন্নাবলোকয়েৎ তত্র নৃত্যাদৌ তেষাং ভগবতশ্চ মধ্যে তির্য্যগ্‌ব্রজনেনাচ্ছাদনাত্তৈঃ সহ প্রভুং ভগবন্তং অন্তরয়ন্ বিচ্ছেদয়ন্ ন তির্য্যগ্‌ব্রজেচ্চেত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

বলিদান প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায় অক্ষয় বলিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

কেহ কেহ এরূপ ইচ্ছা করেন যে, এই সময়েও অগ্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত শঙ্খাদি দশমুদ্রা প্রদর্শন করিবে ॥৯৯

অথ গীত, বাদ্য ও নৃত্য ॥

তদনন্তর স্বয়ং কৃত বা অন্য দ্বারা কারিত মনোরম বিবিধ গীত, বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করিবে ॥ ১০০ ॥

অথ ঐ সকল বিষয়ে নিষিদ্ধ ॥

ভক্তগণ যৎকালে নৃত্য গীতাদি করেন, সে সময়ে কেহ উপবেশন করিয়া অবলোকন করিবেন না এবং নৃত্যাদিকারী ভক্তবৃন্দ ও প্রভুকে অন্তরাল করিয়া তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে গমন করিবেন না ॥ ১০১ ॥

তথা চোক্তং ॥

নৃত্যন্তং বৈষ্ণবং হর্ষাদাসীনো যস্তু পশ্যতি ।
খঞ্জো ভবতি রাজেন্দ্র সোঽয়ং জন্মনি জন্মনি ॥ ১০২ ॥

কিঞ্চ ॥

নৃত্যতাং গায়তাং মধ্যে ভক্তানাং কেশবস্য চ ।
তানৃতে যস্তিরোযাতি তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥ ১০৩ ॥

অথ গীতাদিমাহাত্ম্যমাদৌ সামান্যতো নারসিংহে ॥

গীতবাদ্যাদিকং নাট্যং শঙ্খতূর্য্যাদি নিস্বনং ।
যঃ কারয়তি বিষ্ণোস্তু সন্ধ্যায়াং মন্দিরে নরঃ ।
সর্ব্বকালে বিশেষেণ কামগঃ কামরূপবান্ ॥ ১০৪ ॥

হর্ষাৎ প্রেমানন্দেন নৃত্যন্তং । খঞ্জঃ শতং কাণে চ খঞ্জে চেতি ন্যায়েনাসংখ্যদোষদুষ্টো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

তান্ নৃত্যদ্গায়দ্ভক্তান্ ঋতে বিনা তেষাং নৃত্যাদিপরতয়া তদ্দোষানাপত্তেঃ ॥ ১০৩ ॥

কারয়তীতি স্বার্থে ইন্ । অন্যেনাপি কারয়তীতি বা ॥ ১০৪ ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

প্রেমানন্দে নৃত্যকারি বৈষ্ণবকে যে ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া দর্শন করে, সে জন্মে জন্মে খঞ্জ হয় ॥ ১০২ ॥

আরও ॥

ভক্তগণ ব্যতীত অপর যে কোন ব্যক্তি কেশব ও তদীয় ভক্তগণের মধ্যদেশ আবরণ করে, সে তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৩ ॥

অথ গীতাদিমাহাত্ম্য ॥

প্রথমতঃ সামান্যাকারে নৃসিংহপুরাণে ॥

যে মনুষ্য সকল সময়ে বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুমন্দিরে গীত, বাদ্যাদি, নাট্য ও শঙ্খ, তূর্য্য প্রভৃতির বাদ্য করেন বা অন্যের দ্বারা করান, তিনি যথেচ্ছগামী ও স্বেচ্ছারূপী হয়েন ॥ ১০৪ ॥

সুসংগীতবিদশ্চৈশ্চ সেব্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ।
মহার্হেণ বিমানেন বিচিত্রেণ বিরাজতা।
স্বর্গাৎ স্বর্গমনুপ্রাপ্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১০৫ ॥
স্কান্দে বিষ্ণুনারদসম্বাদে ॥
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ নাট্যং বিষ্ণুকথাং মুনে।
যঃ করোতি স পুণ্যাত্মা ত্রৈলোক্যোপরিসংস্থিতঃ ॥ ১০৬ ॥
বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসম্বাদে ॥
দেবতায়তনে যস্তু ভক্তিযুক্তঃ প্রনৃত্যতি।
গীতানি গায়ত্যথ বা তৎফলং শৃণু ভূপতে।

স্বর্গাৎ স্বর্গমিতি বিলস্বর্গাৎ ভৌমস্বর্গং। ভৌমস্বর্গাৎ দিব্যস্বর্গং ততো মহর্লোকাদিকং ব্রজন্ ক্রমেণ তত্র তত্র স্বেচ্ছয়া সুখভোগান্ ভুক্তে,ত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

নাট্যমভিনয়াদি। যদ্বা। দেশীয়মার্গভেদেন নাট্যনৃত্যয়োর্ভেদঃ। এবমগ্রেঽপি ত্রৈলোক্যং ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং তদুপরি বৈকুণ্ঠলোকে সম্যক্স্থিতো ভবতি ॥ ১০৬ ॥

এবং সঙ্গীতনিপুণ অপ্সরোগণ কর্তৃক সেবিত ও মহামূল্য বিচিত্র বিমানে আরোহণ করিয়া বিলস্বর্গ হইতে ভূমিস্বর্গ, ভূমিস্বর্গ হইতে দিব্যস্বর্গে গমন করেন ও সর্ব্বশেষে বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানের সহিত বাস করেন ॥ ১০৫ ॥

স্কন্দপুরাণে বিষ্ণু ও নারদের সম্বাদে ॥

হে মুনে! যে পুণ্যাত্মা বিষ্ণুকথা অবলম্বন করিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্য করেন, তিনি ত্রৈলোক্যের উপরিভাগ বৈকুণ্ঠলোকে গিয়া বিরাজ করেন ॥ ১০৬ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীযম ও ভগীরথসম্বাদে ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া দেবালয়ে নৃত্য অথবা গান করেন, তাহার ফল শ্রবণ করুন। সেই ব্যক্তি গান দ্বারা গন্ধর্ব্ব

গন্ধর্ব্বরাজতাং গানৈর্নৃত্যাদ্রুদ্রগণেশতাং।
প্রাপ্নোত্যষ্টকুলৈর্যুক্তস্ততঃ স্যান্মোক্ষভাঙ্নরঃ॥ ১০৭॥
লৈঙ্গে শ্রীমার্কণ্ডেয়াম্বরীষসম্বাদে॥
বিষ্ণুক্ষেত্রে তু যো বিদ্বান্ কারয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ।
গাননৃত্যাদিকঞ্চৈব বিষ্ণ্বাখ্যাঞ্চ কথাং তথা।
জাতিং স্মৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ তথৈব পরমাং স্থিতিং।
প্রাপ্নোতি বিষ্ণুসালোক্যং সত্যমেতন্নরাধিপ॥
অন্যত্র চ শ্রীভগবদুক্তৌ॥
বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ।
কুলকোটিসমাযুক্তো লভতে মামকং পদং॥ ১০৮॥

মোক্ষঃ সংসারদুঃখান্মুক্তিঃ। মোক্ষয়তীতি শ্রীভগবান্ বা তং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথা সঃ॥ ১০৭॥

বিষ্ণ্বাখ্যাং বৈষ্ণবীমিত্যর্থঃ। যদ্বা। বিষ্ণুনা সহ তৎকথয়া অভেদাভিপ্রায়েণ বিষ্ণ্বাখ্যামিত্যুক্তং। যদ্বা। বিষ্ণোরাখ্যা নামমাত্রমপি যস্যাং তামপি। পরমামিত্যস্য সর্ব্বৈরেবান্বয়ঃ। পরমাং জাতিং জন্মান্তরে ইহৈব বা সাধূনাং পূজ্যত্বেন স্থিতিং নিষ্ঠাং ভগবদ্ভজনাদৌ॥ ১০৮॥

রাজত্ব এবং নৃত্য দ্বারা রুদ্রগণের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন, তদনন্তর অষ্টকুলের সহিত সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন॥ ১০৭॥

লিঙ্গপুরাণে॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় ও অম্বরীষসম্বাদে॥

হে রাজন্! যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ভক্তিসহকারে বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুকথা বিষয়ক নৃত্য গীতাদি করান, তিনি উৎকৃষ্ট জাতি, স্মৃতি, মেধা ও স্থিতি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তজন সকলের প্রতি নিষ্ঠা লাভ করেন এবং বিষ্ণুর সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই॥

অন্যস্থলেও শ্রীভগবানের বাক্যে॥

যে ব্যক্তি লজ্জা বিসর্জন পূর্ব্বক আমার নিকটে অধ্যয়ন, গান অথবা নৃত্যও করেন, তিনি কোটিকুলের সহিত আমার স্থান লাভ করেন॥ ১০৮॥

অতএবোক্তং ॥

ভারতে নৃত্যগীতেতু কুর্য্যাৎ স্বাভাবিকেঽপি বা।
স্বাভাবিকেন ভগবান্ প্রীণাতীত্যাহ শৌনকঃ ॥ ১০৯ ॥

অতএব নারদীয়ে ॥

বিষ্ণোর্গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ।
ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণজাতীনাং কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মবৎ ॥ ১১০ ॥

কিন্তু স্মৃতৌ ॥

গীতনৃত্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদিতুষ্টয়ে।
ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্রঃ পাপভিয়া ক্বচিৎ ॥ ইতি ॥

ভারতে ভরতমুনিপ্রণীতে নিজস্বভাবসিদ্ধেঽপি বা সন্ধিরার্ষঃ। স্বাভাবিকেনাপি নৃত্য-গীতেন ॥ ১০৯ ॥

বিষ্ণোঃ বিষ্ণ্বর্থমিত্যর্থঃ। নটনং অভিনয়নং। যদ্বা। নাটয়তি নর্ত্তয়তীতি নটনং বাদ্যং ॥ ১১০ ॥

ক্বচিৎ কদাচিদপি জীবনায় নিজবৃত্ত্যর্থং ন যুঞ্জীত ন কুর্য্যাৎ। তত্র হেতুঃ পাপাদ্ভিয়া তথা সতি পাপং স্যাদিত্যর্থঃ। অধুনা গীতনৃত্যাদি নিত্যত্বং লিখতি এবমিতি। পরা

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

ভরতমুনিপ্রণীত স্বাভাবিক নৃত্য গীত করিবে। স্বাভাবিক নৃত্য গীত দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, শৌনকঋষি এই কথা বলিয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

এই কারণে নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥

হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণুর উদ্দেশে নৃত্য, গীত ও অভিনয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-জাতির নিত্যকর্ম্মের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১১০ ॥

আরও স্মৃতিতে বলিয়াছেন ॥

দেব দ্বিজাতির সন্তোষের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ নৃত্য গীত করিবেন, কিন্তু তিনি জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহা যেন কখন না করেন, করিলে পাপী হইবেন ॥

এবং কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্গীতাদের্নিত্যতা পরা।
সংসিদ্ধৈরবিশেষেণ জ্ঞেয়া সা হরিবাসরে ॥ ১১১ ॥
তথাচোক্তং ॥
কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দ্দিনে।
বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলং ॥ ১১২ ॥
অথ বিশেষতো গীতস্য দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥
শ্রীমার্কণ্ডেয়েন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে ॥
কৃষ্ণং সন্তোষয়েদ্যস্তু সুগীতৈর্ম্মধুরস্বনৈঃ।
সর্ব্ববেদফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৩ ॥

পরমা মহোৎসবদিনেষু চাত্যন্তনিত্যমেব তদিতি লিখত্যবিশেষেণেতি ॥ ১১১ ॥
হরের্দ্দিনে একাদশ্যাদাবপি ॥ ১১২ ॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মীতি ভগবদ্বিভূতিত্বেন তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সুস্বরগানময়ত্বেন ভগবত্তোষণাত্বা তস্য পাঠাদিনা সর্ব্বতোঽধিকং ফলং তজ্জায়তে ॥ ১১৩ ॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর বলিয়া সিদ্ধপুরুষেরা গীতাদির নিত্যতা বিশেষতঃ হরিবাসর (একাদশী) দিনে অধিক নিত্যতার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ॥ ১১১ ॥

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

যে ব্যক্তি হরিদিনে অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতিতে কেশবের সম্মুখে নৃত্যগীত না করে, সে কি অগ্নি দ্বারা অথবা পাতালগামী হয় না ? ॥ ১১২ ॥

অথ বিশেষরূপে গীতের বিষয় ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি সুস্বরে মধুর গানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করেন, তিনি যে সমুদায় বেদ পাঠের ফল প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ১১৩ ॥

স্কান্দে শ্রীমহাদেবোক্তৌ ॥

শ্রুতিকোটিসমং জপ্যং জপকোটিসমং হবিঃ।
হবিঃকোটিসমং গেয়ং গেয়ং গেয়সমং বিদুঃ ॥ ১১৪ ॥

কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূতশিবশর্ম্মসম্বাদে ॥

যদি গীতং ক্বচিদ্গীতং শ্রীমদ্ধরিহরাঙ্কিতং।
মোক্ষস্তু তৎফলং প্রাহুঃ সান্নিধ্যমথবা তয়োঃ ॥ ১১৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদি।

হবির্নৈবেদ্যং। গেয়সমং নিরুপমমিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

মোক্ষস্থ তুচ্ছত্বেন পক্ষান্তরমাহ সান্নিধ্যমিতি। তয়োঃ শ্রীহরিহরয়োঃ ॥ ১১৫ ॥

রাগেণ মল্লারাদিনা। যদ্বা। বিষয়প্রীত্যা যদ্যাকৃষ্যতে। ততশ্চ গান্ধর্ব্বাভিমুখং গীতোৎসুকং যদি স্যাৎ। যদ্বা। গান্ধর্ব্বাভিমুখং যদা স্যাত্তদা ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় মনোনিবেশ্য। যদ্বা। ইমাঃ কৃষ্ণস্য গাথা ইত্যেতাবন্মাত্রং মনসি কৃত্বা। সতীঃ উত্তমাঃ রাসক্রীড়াদ্যাশ্রয়াঃ কথাঃ। যদ্বা। সময়ে সন্তঃ তেষাং কথা গায়েথাঃ। তেনৈবাখিলান্যরাগো-

---

স্কন্দপুরাণে শ্রীমহাদেবের বাক্যে ॥

জপ করিলে কোটি শ্রুতির ফল লাভ হয়, হবির্দ্দানে অর্থাৎ নৈবেদ্য দানে কোটি জপের ফল সিদ্ধ হয়, গীত, কোটি হবির্দ্দানের তুল্য এবং গান গানের তুল্য অর্থাৎ অত্যুত্তম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

কাশীখণ্ডে বিষ্ণুদূত ও শিবশর্ম্মার সম্বাদে ॥

হরিহর বিষয়ক গীত যদি কোন স্থানে গীত হয়, তাহার ফল মুক্তি অথবা হরিহরের নিকটে অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে ॥ ১১৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবানের বাক্য ॥

তোমার চিত্ত মল্লারাদি রাগে আকৃষ্ট হইয়া যদি গান করিবার নিমিত্ত উৎসুক হয়, তাহা হইলে আমাতে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক সৎ

ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ ॥ ১১৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

যো গায়তীশমনিশং ভুবি ভক্ত উচ্চৈঃ
সদ্রাক্ সমস্তজনপাপভিদেঽলমেকঃ।
দীপেষ্বসৎস্বপি ননু প্রতিগেহমন্ত-
র্ধ্বান্তং কিমত্র বিলসত্যমলে দ্যুনাথে ॥ ১১৭ ॥

যদানন্দকলং গায়ন্ ভক্তঃ পুণ্যাশ্রু বর্ষতি।
তৎ সর্ব্বতীর্থসলিলস্নানং স্বমলশোধনং ॥ ১১৮ ॥

বারাহে ॥

হুপযাস্যতীতি ভাবঃ। যদ্বা। পরমভাগ্যোদিতেন তেনৈব সর্ব্বং সেৎস্যতীতি ॥ ১১৬ ॥

দ্রাক্ সদ্য এব সমস্তজনানাং সর্ব্বজীবানাং পাপস্য ভিদে নাশনায় এক এব অলং সমর্থঃ তদেবার্থান্তরোপন্যাসেন দ্রঢ়য়তি দীপেম্বিতি ॥ ১১৭ ॥

আনন্দেন কলো মধুরাস্ফুটধ্বনির্যথা স্যাত্তথা গায়ন্ সন্ যৎ পুণ্যরূপং অশ্রু প্রেমাশ্রু বর্ষতি। স্বানামপি মলশোধনং ॥ ১১৮ ॥

কথা অর্থাৎ রাসক্রীড়াদি সংক্রান্ত কথা অথবা সাধুজনের কথা আশ্রয় করিয়া গান করিবে ॥ ১১৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

যে ভক্ত পৃথিবীতে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা ঈশ্বরের গান করেন, তিনি সমস্ত লোকের পাপনাশন নিমিত্ত সমর্থ হয়েন। দীপালোকের অভাব হইলেও যদি নির্ম্মল সূর্য্য গগনে উদিত হয়েন, তাহা হইলে গৃহের অভ্যন্তরে কি অন্ধকার থাকিতে পারে ? ॥ ১১৭ ॥

ভক্ত ব্যক্তি আনন্দে গদ্গদ হইয়া গান করিতে করিতে যে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করেন, তাহা নিজ পাপনাশক এবং সমুদায় তীর্থজলের স্নান তুল্য ফলপ্রদ হয় ॥ ১১৮ ॥

বরাহপুরাণে ॥

ব্রাহ্মণো বাসুদেবার্থং গায়মানোঽনিশং পরং।
সম্যক্ তালপ্রয়োগেণ সন্নিপাতেন বা পুনঃ।
নব বর্ষসহস্রাণি নব বর্ষশতানি চ।
কুবেরভবনং গত্বা মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া।
কুবেরভবনাদ্‌ভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥ ১১৯॥
নারায়ণানাং বিধিনা গানং শ্রেষ্ঠতমং স্মৃতং।
গানেনারাধিতো বিষ্ণুঃ স্বকীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চসা।

সন্নিপাতেন বিবিধরাগাদিসমুচ্চয়েন। নন্থ কথং ততোঽপি ভ্রংশঃ সম্ভবেৎ সত্যং। স্বেচ্ছয়ৈব পরিত্যজ্যান্যত্র গচ্ছতীত্যাহ। স্বচ্ছন্দেন গমনমালয়শ্চ নিবাসস্থানং যস্য সঃ। নন্থ তর্হি কা গতিস্তস্য স্যাত্তত্রাহ। মম কর্ম্মপরায়ণঃ মদ্ভক্তিপরঃ সন্ ফলং তদনুরূপং। যদ্বা। পরমফলত্বেন বিখ্যাতং শ্রীবৈকুণ্ঠং। যদ্বা। মৎসেবাপরত্বং ফলং প্রাপ্নোতি॥ ১১৯॥
নারায়ণানাং নারায়ণারাধনকর্ম্মণাং। যদ্বা। নারং জীবসমূহঃ তদাশ্রয়ভূতানাং কর্ম্মণাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য বর্চ্চঃ প্রভাবো যস্মাত্তেন। যদ্বা। স্বস্য কীর্ত্তিজ্ঞানবর্চ্চোভিঃ

হে সুন্দরি! ব্রাহ্মণ যদি সম্যক্ তাল প্রয়োগ ও বিবিধ রাগাদি দ্বারা বাসুদেবের উদ্দেশে সর্ব্বদা গান করেন, তাহা হইলে তিনি কুবেরভবনে গিয়া নববর্ষ সহস্র, নববর্ষ শত স্বেচ্ছাচারে বিহার করেন। পরে ইচ্ছানুসারে তথা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যথা তথায় গমন ও বসতি করেন এবং আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন॥ ১১৯॥

নারায়ণের কর্ম্ম সমূহের মধ্যে অথবা জীবগণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমূহের মধ্যে গীতকেই বিধাতা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যিনি গান দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তাঁহার কীর্ত্তি, জ্ঞান ও প্রভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে কৌশিক ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বীয় স্থান প্রদান করেন॥

দদাতি তুষ্টঃ স্থানং স্বং যথাস্মৈ কৌশিকায় বৈ ॥ ১২০ ॥
কিঞ্চ ॥
এষ বো মুনিশার্দ্দূলাঃ প্রোক্তো গীতক্রমো মুনেঃ।
ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽহনিশং পরং ॥ ১২১ ॥
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকো ভবেৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা বাসুদেবপরায়ণঃ।
গায়ন্ নৃত্যংস্তমাপ্নোতি তস্মাদ্গেয়ং পরং বিদুঃ ॥ ১২২ ॥

সহিতং দ্বন্দ্বৈক্যং। কৌশিকায়েত্যত্র তত্রৈবাখ্যায়িকেয়ং। কৌশিকনামা বিপ্রো ভগবদ্গীতপ্রভাবেণ সশিষ্যঃ সসেবকো গীতশ্রোতৃভিঃ সহিতো বৈকুণ্ঠলোকং গতো ভগবতা বহুসংমানিত ইতি ॥ ১২০ ॥

এষ ইত্যাদি সূতোক্তিঃ। মুনেঃ শ্রীনারদস্য গীতশিক্ষাক্রমঃ। তদাখ্যায়িকাচ তত্রৈব প্রসিদ্ধা যথা। দ্বারকায়াং রুক্মিণীসত্যভামাদের্দাসীভ্যোঽসৌ যত্নাদ্গানবিদ্যামশিক্ষতেতি ॥ ১২১

রুদ্রাদপি গানেন অধিকো বিশিষ্টো ভবেদিতি ॥ ১২২ ॥

এস্থলে কৌশিক ব্রাহ্মণের বিষয়ে এই আখ্যায়িকা আছে যে, কৌশিকনামে কোন একজন ব্রাহ্মণ ভগবানের গান করিয়াছিলেন, ঐ গানের প্রভাবে তিনি শিষ্য, পরিচারক এবং গীত শ্রোতৃগণের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিয়াছিলেন ও তথায় ভগবান্ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন ॥ ১২০ ॥

আরও ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তোমাদিগকে নারদের গীতশিক্ষার ক্রম বলিয়াছি ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা কৃষ্ণবিষয়ক গান করিলে ॥ ১২১ ॥

হরির সালোক্য মুক্তি লাভ করেন এবং গীতবিষয়ে রুদ্র অপেক্ষাও অধিকতর পটু হইতে পারেন। কায়মনোবাক্যে ভগবৎপরায়ণ হইয়া গীত, নৃত্য করিলে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইবেন, এই নিমিত্ত গীত শ্রেষ্ঠ

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদোক্তৌ ॥

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ১২৩ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীসূতোক্তৌ ॥

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসংকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।

স্বস্য ভগবতো বীর্য্যাণি অদ্ভুতচরিতানি পূতনামোক্ষাদীনি। তীর্থং গঙ্গাদিপাদাৎ চরণাব্জশৌচোদকাৎ যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। কিঞ্চ প্রিয়ং শ্রবঃ কীর্ত্তির্যস্য সঃ অত আহূতঃ ইব আদরেণ নিমন্ত্রিত ইব। যদ্বা। বলাদাকৃষ্যানীত ইব। এবং পূর্ব্বং চিত্তাদন্তর্হিতে ধ্যানাদিপ্রযত্নেন যো ময়া পুনর্হৃদি দ্রষ্টুং ন শক্তঃ সোঽয়ং গানাৎ স্বয়মেব সদ্যঃ সাক্ষাদিব চিত্তে দৃশ্যতে ইতি ধ্যানাদপি তদ্বীর্য্যগানস্য মাহাত্ম্যং সূচিতং ॥ ১২৩ ॥

অসতীঃ অসত্যঃ দুষ্টা ইত্যর্থঃ। যতঃ অসতামেব কথাস্তাঃ। যৎ যাসু। কিং তর্হি সত্যমুত্তমাদিকঞ্চ তদাহ উত্তমশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽনুগীয়ত ইতি যৎ তদেব সত্যং।

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১২২ ॥

প্রথমস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্যে ॥

যাঁহার চরণ হইতে গঙ্গাদি তীর্থ সকল উদ্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহার কীর্ত্তি অতিশয় প্রিয়, এরূপ যে কৃষ্ণ তাঁহার লীলা সকল গান করিবার সময়ে তিনি যেন আহূতের ন্যায় হইয়া শীঘ্র আমার হৃদয়ে আসিয়া দর্শন দেন ॥

তাৎপর্য্য। ধ্যানাদি প্রভাবে যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ দুর্ঘট হয়, গান দ্বারা তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ধ্যান অপেক্ষা ভগবানের মহিমাগানের মাহাত্ম্য অধিক ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে শ্রীসূতের উক্তিতে ॥

হরিকীর্ত্তনই মহাফল তদ্ব্যতিরিক্ত সমুদায় মিথ্যা প্রলাপমাত্র, ইহা বিস্তার করিয়া কহিলেন, যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই, সে সকল কথা অসতী ও মিথ্যা, কিন্তু তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল

তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ং ॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ১২৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

দত্ত্বা চ গীতং ধর্ম্মজ্ঞা গন্ধর্ব্বৈঃ সহ মোদতে।
স্বয়ং গীতেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে
শ্রীপৃথুনারদসম্বাদে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

উহ হর্ষে প্রসিদ্ধৌ বা। ভগবদ্গুণানামৈশ্বর্য্যাদীনামুদয়ঃ গায়কে শ্রোতৃপ্রভৃতিষু চ প্রকাশো যস্মাত্তৎ। রম্যং জগৎ সন্তোষদং। রুচিরং শ্রবণরুচিকরং যতো নবং নবং প্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থঃ। মহানুৎসবো যস্মাৎ তৎ ॥ ১২৪ ॥

এবং তাহাই পুণ্যজনক যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ আছে ॥

উক্ত প্রকরণেরই ৩৬ শ্লোকে ॥

তাহাই রমণীয়, মনোহর ও ক্ষণে ক্ষণে নূতন, তাহাই নিরন্তর মনের মহোৎসব, তাহাই মনুষ্যদিগের শোকার্ণব-শোষক, যাহাতে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয় ॥ ১২৪ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে ধার্ম্মিকগণ! যিনি পরকৃত গীতদ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন, আর যিনি স্বয়ং গান করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনি বিষ্ণুর অনুচর হয়েন ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার সম্বাদ সম্বন্ধীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে
এবং নারদ ও পৃথুর সম্বাদে শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন যোগিহৃদয়ে রবৌ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।
তেষাং পূজাদিকং গন্ধপাদ্যাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ।
তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মৎপ্রপূজনাৎ ॥ ১২৫ ॥
অতএবোক্তং ॥
কর্ম্মণ্যৌপয়িকত্বেন ব্রাহ্মণোঽন্ত্য ইতি স্মৃতঃ।
কারিকায়ামতঃ প্রোক্তং বিপ্রো গীতৈরমেদিতি ॥ ১২৬ ॥
অথ নৃত্যস্য ॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব ॥

তেষাং মদ্ভক্তানাং। আদিশব্দাদনুগমনাদি। আদ্যশব্দাৎ পুষ্পাস্তস্তবনাদীনি ॥ ১২৫ ॥ কর্ম্মণি ভগবদারাধনলক্ষণে। ঔপয়িকত্বেন তদ্যোগ্যত্বাৎ। অন্ত্যঃ দাস ইতি স্মৃতঃ শাস্ত্রৈঃ স্মৃতিকৃদ্ভির্ব্বা। কারিকায়াং উপনিষদ্ভাগবিশেষে শ্লোকনিবদ্ধশ্রুত্যাদিগ্রন্থে বা ॥ ১২৬ ॥

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অথবা যোগিদিগের হৃদয়ে তথা সূর্য্যমণ্ডলেও বাস করি না, আমার ভক্তগণ যে স্থানে গান করেন, আমি সেই স্থলেই অবস্থিতি করি ॥

মনুষ্যগণ গন্ধপাদ্যাদি দ্বারা সেই ভক্তগণের পূজা করিলে, আমি যেরূপ প্রীত হই, আমার আরাধনা করিলে তাদৃশ সন্তুষ্ট হই না ॥ ১২৫

এই কারণে কথিত হইয়াছে ॥

উপাসনা কার্য্যে ব্রাহ্মণ যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকে বিষ্ণুদাস বলিয়াছেন। এই জন্য কারিকায় অর্থাৎ উপনিষদের অংশবিশেষে অথবা ছন্দোবদ্ধ শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ভগবদ্বিষয়ক গীতদ্বারা হৃষ্ট হয়েন ॥ ১২৬ ॥

নৃত্যের বিষয়ে ঐ স্থানেই দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্ব্বহুসুভক্তিতঃ।
স নির্দ্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতেষ্বপি ॥ ১২৭ ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
বহুধোৎসার্য্যতে হর্ষাৎ বিষ্ণুভক্তস্য নৃত্যতঃ।
পদ্ভ্যাং ভূমের্দ্দিশোঽক্ষিভ্যাং দোর্ভ্যাং বা মঙ্গলং দিবঃ ॥ ১২৮॥
বারাহে ॥
যশ্চ নৃত্যতি সুশ্রোণি পুরাণোক্তং সমাসতঃ।
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া।
পুষ্করাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।

ভাবৈঃ শৃঙ্গারাদিরসৈঃ বিবিধচেষ্টাভির্ব্বা। বহু যথা স্যাৎ তথা জন্মান্তরশতেষু কৃতানি করিষ্যমাণান্যপি পাপানি ॥ ১২৭ ॥

নৃত্যতো বিষ্ণুভক্তস্য পাদাদিভিঃ ক্রমাদ্ভূম্যাদেরমঙ্গলমুৎসার্য্যতে বিনশ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ১২৮ ॥

পুরাণোক্তং ভরতাদিপুরাতনমুন্যুক্তং যথা স্যাৎ তচ্ছাস্ত্রানুসারেণেত্যর্থঃ। সমাসতঃ সংক্ষেপেণাপি যো নৃত্যতি। যদ্বা। সমাসতঃ পুরাণোক্তং তস্য ফলমিদমিতি শেষঃ।

যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে অতিশয় ভক্তিসহকারে ও যত্ন পূর্ব্বক অধিক নৃত্য করে, তাহার শত শত জন্মের পাপ দগ্ধ হয় ॥ ১২৭ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

হর্ষ প্রযুক্ত নৃত্যকারি বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির পাদ দ্বারা পৃথিবীর, চক্ষুর্দ্বারা দিঙ্মণ্ডলের এবং বাহুদ্বারা স্বর্গের অমঙ্গল দূর হয় ॥ ১২৮ ॥

বরাহপুরাণে ॥

হে সুশ্রোণি! যে ব্যক্তি ভরতাদি মুনি কথিত শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে নৃত্য করে, সে পুষ্কর দ্বীপে গিয়া ত্রিংশৎ সহস্র ও ত্রিংশৎ শত বৎসর যথেচ্ছ বিহার করে। পরে স্বেচ্ছানুসারে তথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যথা তথায় গমন ও বসতি করে এবং আমার প্রতি ভক্তি-

ফলমাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ং।
স্বয়ং নৃত্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ ॥ ১২৯ ॥

অন্যত্র শ্রীনারদোক্তৌ ॥

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশং।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ ॥ ১৩০ ॥

অথ বাদ্যস্য। সঙ্গীতশাস্ত্রে ॥

বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ।

তদেবাহ ত্রিংশদিত্যাদিনা। অন্যল্লিখিতার্থমেব ॥ ১২৯ ॥

শরীরস্থাঃ স্বস্য সর্ব্বেষামপি বা ॥ ১৩০ ॥

শ্রুতয়ঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ভেদাঃ। জাতয়ঃ সপ্তস্বরাঃ মেঘনাদবসন্তাদিরাগালাপভেদা বা তত্তদভিজ্ঞঃ। মোক্ষো মার্গো উপায়ভূতো যস্মিন্ ভগবতি বৈকুণ্ঠলোকে বা তং নিযচ্ছতি

পরায়ণ হইলে যে ফল লাভ হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

অন্য কৃত নৃত্য দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিলে, নিঃসন্দেহ রুদ্র-লোক প্রাপ্ত হয়েন, আর স্বয়ং নৃত্য করিয়া যদি তাঁহার আরাধনা করেন, তাহা হইলে তিনি, তাঁহার অনুচর হইবেন ॥ ১২৯ ॥

অন্যস্থলেও শ্রীনারদের বাক্যে ॥

যাঁহারা শ্রীপতির অগ্রে করতালীবাদন পূর্ব্বক বারম্বার নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের শরীরস্থ পাপরূপ পক্ষী সকল উড্ডীন হইয়া পলায়ন করে ॥ ১৩০ ॥

অথ বাদ্যের বিষয় ॥

সঙ্গীতশাস্ত্রে ॥

যিনি বীণাবাদনে নিপুণ, শ্রুতি ও জাতি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং তাল

তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥ ১৩১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

বাদ্যং দত্ত্বা তথা বিপ্রঃ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
স্বয়ং বাদ্যেন সংপূজ্য তস্যৈবানুচরো ভবেৎ।
বাদ্যানামপি দেবস্য তন্ত্রীবাদ্যং সদা প্রিয়ং।
তেন সংপূজ্য বরদং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥

অথ শক্তৌ পুনঃ পূজা ॥

শক্তশ্চেৎ সপরীবারং কৃষ্ণং গন্ধাদিভিঃ পুনঃ।

বশীকরোতি। অন্যেভ্যোঽপি নিতরাং যচ্ছতি দদাতীতি বা ॥ ১৩১ ॥

সপরিবারং পূর্ব্বলিখিতাবরণসহিতং। সপরিবারায় কৃষ্ণায় নম ইত্যুচ্চার্য্য মূলমন্ত্রেণ গন্ধাদিভিঃ পঞ্চভিরুপচারৈঃ পুনঃ সম্যক্ পূজয়িত্বা সপরিবারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহেতি

প্রয়োগে দক্ষ, তিনি মোক্ষের উপায়ভূত বিষ্ণুকে অনায়াসে বশীভূত করেন ॥

তাৎপর্য্য। শ্রুতি, বাদ্যের অঙ্গবিশেষ, ঐ শ্রুতি ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার জাতি, সপ্তস্বর অথবা মেঘনাদ ও বসন্তাদিরাগের আলাপ বিশেষ॥১৩১

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ব্রাহ্মণ পরকৃত বাদ্যদ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েন, আর যদি স্বয়ং বাদ্য বাজাইয়া ভগবানের উপাসনা করেন, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুর অনুচর হয়েন ॥

যত প্রকার বাদ্য আছে, তন্মধ্যে তন্ত্রীবাদ্য ভগবানের সর্ব্বদা প্রিয়। সেই তন্ত্রীবাদ্য দ্বারা বরদাতা বিষ্ণুর আরাধনা করিলে গণেশের লোক প্রাপ্তি হয় ॥

শক্তি থাকিলে পুনর্ব্বার পূজা ॥

সমর্থ হইলে মূলমন্ত্র দ্বারা গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চ উপচারে পুনর্ব্বার পরিবার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। প্রয়োগ যথা।

পঞ্চোপচারৈর্মূলেন সংপূজ্যার্ঘ্যং সমর্পয়েৎ ॥ ১৩২ ॥

অথ নীরাজনং ॥

ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং।
মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ।
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকং ॥ ১৩৩ ॥

অথ নীরাজনমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

বহুবর্ত্তিসমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি।
কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দেবি।

অর্ঘ্যং নিবেদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

তদর্থং মহানীরাজননিমিত্তং। আরাত্রিকং দীপং। শুভে উত্তমে স্বুবর্ণাদিনির্ম্মিতে বিস্তীর্ণে পাত্রে বিষমা অযুগ্মা অনেকাশ্চ বদ্ধা বর্ত্তিকা বর্ত্ত্যো যস্মিন্ তং ॥ ১৩৩ ॥

কেশবোপরীতি কেশবমূর্দ্ধনীতি চ প্রায়ঃ শ্রীমস্তকনির্ম্মঞ্ছনং বোধয়তি। প্রবিশেদিব অত্যন্ত সন্নিকৃষ্টো ভূত্বা তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। নব্যয়ো ভক্তানাং যস্মাদিতি মোক্ষো নিরস্ত

"সপরিবারায় কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্রে গন্ধাদি পঞ্চ উপচারে পুনর্ব্বার সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া "সপরিবারায় কৃষ্ণায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" এই বলিয়া অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে ॥ ১৩২ ॥

অথ নীরাজন ॥

তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবাদ্য ও জয়ধ্বনি সহকারে মহানীরাজন করিবে এবং ঐ নীরাজনের নিমিত্ত স্বর্ণাদিনির্ম্মিত উত্তম পাত্রে কর্পূর অথবা ঘৃত দ্বারা অযুগ্ম ও বহুবর্ত্তি-বিশিষ্ট দীপ প্রজ্বালিত করিবে ॥ ১৩৩ ॥

অথ নীরাজনমাহাত্ম্য

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি বহুবর্ত্তিবিশিষ্ট জ্বলন্ত দীপ দ্বারা কেশবের মস্তকোপরি আরাত্রিক করেন, তিনি কোটিকল্প পরিমিতকাল স্বর্গে বাস করেন ॥

কর্পূরেণ তু যঃ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা কেশবমূর্দ্ধনি ।
আরাত্রিকং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রবিশেদ্বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ১৩৪ ॥
তত্রৈবান্যত্র ॥
দীপ্তিমন্তং সকর্পূরং করোত্যারাত্রিকং নৃপ ।
কৃষ্ণস্য বসতে লোকে সপ্ত কল্পানি মানবঃ ॥ ১৩৫ ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ ॥
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে ॥ ১৩৬ ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
কৃত্বা নীরাজনং বিষ্ণোর্দীপাবল্যা সুদৃশ্যয়া ।

এব ॥ ১৩৪ ॥

সপ্তকল্পানীতি অসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যং । অথবা শ্বেতদ্বীপাদৌ বৈকুণ্ঠলোকে তাবৎকালং স্থিত্বা পশ্চাৎ পরমোৎসাহেন তাদৃশভক্তিপ্রচারণায় স্বেচ্ছয়া অবতরণাভিপ্রায়েণোক্তং ॥ ১৩৫ ॥

শিবে হে পার্ব্বতি ॥ ১৩৬ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যিনি কর্পূর দ্বারা ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর মস্তকে নীরাজন করেন তিনি বিষ্ণুর অক্ষয় সান্নিধ্য লাভ করেন ॥ ১৩৪ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণের অন্য স্থলে ॥

যে মনুষ্য জ্বলন্ত কর্পূর সহিত দীপ দ্বারা নীরাজন করেন, তিনি সপ্তকল্প পর্য্যন্ত কৃষ্ণধামে বাস করেন ॥

ঐ স্থানেই শ্রীশিব ও উমার সম্বাদে ॥

হে পার্ব্বতি ! ভগবানের নীরাজন করিলে মন্ত্রহীন ও ক্রিয়াহীন, যে কোন পূজা করা হইয়াছে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

সুদৃশ্য দীপাবলি দ্বারা বিষ্ণুর নীরাজন করিলে তমোবিকার অর্থাৎ

তমোবিকারং জয়তি জিতে তস্মিংশ্চ কো ভবঃ ॥ ১৩৭ ॥

অন্যত্র চ ॥

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখমিতি ॥ ১৩৮ ॥

যচ্চ দীপস্য মাহাত্ম্যং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তৎ।
দ্রষ্টব্যং সর্ব্বমত্রাপি প্রায়েণাভেদতোঽনয়োঃ ॥ ১৩৯ ॥

তমস্তমোগুণঃ অজ্ঞানং বা সত্ত্বাবরকত্বাৎ। তস্য বিকারং কামক্রোধাদিকং দ্বিতীয়পক্ষে দেহাভিমানাদিকং। তস্মিন্ তমোবিকারে ভবঃ সংসারঃ কঃ স্যাৎ অপিতু ন কশ্চিদপি। স্বতএব জিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

কোটয়ঃ কোটীঃ যা কোটয়স্তা ইতি বা। সারাত্রিকং দীপসহিতং দীপালোকেনাধিকং শোভমানমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

অত্র নীরাজনেঽপি তৎসর্ব্বং মাহাত্ম্যং দ্রষ্টব্যং মন্তব্যং জ্ঞেয়ং। তত্র হেতুঃ। অনয়োঃ ধূপানন্তরস্য দীপস্য এতন্নীরাজনদীপস্য চেতি দ্বয়োরভেদাৎ। প্রায়েণেতি স্বমতে বর্ত্ত্যাদিভেদাৎ ॥ ১৩৯ ॥

তমোগুণের বিকার কামক্রোধাদি অথবা অজ্ঞানবিকার অভিমানাদি নষ্ট হয় এবং তাহা বিনষ্ট হইলে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৩৭ ॥

অন্যস্থলেও ॥

নীরাজন কালে দীপালোকে অধিক শোভমান বিষ্ণুর মুখ দর্শনমাত্র কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ ও কোটি কোটি অগম্যা গমনের পাপ দগ্ধ হয় ॥ ১৩৮ ॥

ধূপানন্তর প্রদত্ত দীপ ও নীরাজন দীপ উভয়ের অভেদ বশতঃ পূর্ব্বে দীপের যে সকল মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে এস্থলেও প্রায় তৎসমুদায় জানিতে হইবে ॥ ১৩৯ ॥

অতঃ সাদরমুত্থায় মহানীরাজনন্ত্বিদং।
দ্রষ্টব্যং দীপবৎ সর্ব্বৈর্বন্দ্যমারাত্রিকঞ্চ যৎ॥ ১৪০॥
তদুক্তং শ্রীপুলস্ত্যেন বিষ্ণুধর্ম্মে॥
ধূপং চারাত্রিকং পশ্যেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥
মূলাগমে চ॥
নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেদ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
সপ্ত জন্মানি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদং॥
অথ শঙ্খাদিবাদনমাহাত্ম্যং॥
বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসম্বাদে॥
কেশবায়তনে রাজন্ কুর্ব্বন্ শঙ্খরবং নরঃ।

অতোঽস্যান্মাহাত্ম্যবিশেষাৎ॥ ১৪০॥

অতএব সকলে সাদরে উত্থিত হইয়া এই মহানীরাজন দীপকেও নীরাজন দীপের ন্যায় দর্শন ও বন্দনা করিবেন॥ ১৪০॥

শ্রীপুলস্ত্য কর্ত্তৃক বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তাহা উক্ত হইয়াছে॥

ধূপ ও নীরাজন-দীপ-দর্শন এবং করদ্বারা বন্দনা করিলে কোটিকুল উদ্ধার হয় ও বিষ্ণুর পরম স্থান লাভ করে॥

মূলাগমেও॥

যিনি দেবদেব চক্রপাণির নীরাজন দর্শন করেন, তিনি সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণ হইয়া পরিণামে পরমপদ লাভ করেন॥

অথ শঙ্খাদিবাদনমাহাত্ম্য॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে যম ও ভগীরথসম্বাদে॥

হে রাজন্! যে মনুষ্য কেশবের গৃহে শঙ্খধ্বনি করেন, তিনি

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণা সহ মোদতে।
করশব্দং প্রকুর্ব্বন্তি কেশবায়তনেষু যে।
তে সর্ব্বে পাপনির্ম্মুক্তা বিমানেশা যুগদ্বয়ং ॥ ১৪১ ॥
তালাদিকাংস্যনিনদং কুর্ব্বন্ বিষ্ণুগৃহে নরঃ।
যৎ ফলং লভতে রাজন্ শৃণুষ্ব গদতো মম।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিমানশতসঙ্কুলঃ।
গীয়মানশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্বিষ্ণুনা সহ মোদতে।
ভেরীমৃদঙ্গপটহনিশানাদ্যৈশ্চ ডিণ্ডিমৈঃ।
সন্তর্প্য দেবদেবশং যৎ ফলং লভতে শৃণু।
দেবস্ত্রীশতসংযুক্তঃ সর্ব্বকামসমন্বিতঃ ॥

বিমানানামীশাঃ স্বামিনো ভবন্তি ॥ ১৪১ ॥
নিশানো বাদিত্রবিশেষঃ ॥ ১৪২ ॥

সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহার করেন ॥

যাঁহারা কেশবের আলয়ে কর শব্দ করেন, তাঁহারা সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া দুই যুগ বিমানের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন ॥ ১৪১ ॥

হে রাজন্! বিষ্ণুগৃহে তালপ্রভৃতি কাংস্যধ্বনি করিলে মনুষ্য যে ফল লাভ করেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। সেই বাদ্যকারি মানব সমস্ত পাপ বিনির্ম্মুক্ত ও শত শত বিমানে আরূঢ় হইয়া, বিষ্ণুর সহিত আনন্দানুভব করেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার যশো গান করিতে থাকেন ॥

ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, নিশান (বাদ্য) ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা দেবদেবেশ্বর বিষ্ণুকে পরিতৃপ্ত করিলে যে ফল হয় শ্রবণ করুন। সেই বাদ্যকারি ব্যক্তি শত শত দেবস্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত ও সর্ব্বকাম সমন্বিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন এবং পঞ্চ কল্প পরিমিতকাল

স্বর্গলোকমনুপ্রাপ্য মোদতে কল্পপঞ্চকমিতি ॥ ১৪২ ॥

অথ সজলশঙ্খনীরাজনং ॥

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্মস্তকোপরি।
ত্রির্ভ্রাময়িত্বা কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং প্রভোঃ ॥ ১৪৩ ॥

তন্মাহাত্ম্যঞ্চ দ্বারকামাহাত্ম্যে তত্রৈব ॥

শঙ্খে কৃত্বাতু পানীয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
সন্নিধৌ বসতে বিষ্ণোঃ কল্পান্তং ক্ষীরসাগরে। ইতি ॥ ১৪৪ ॥

নীরাজনদ্বয়ং চৈতত্তাম্বূলস্যার্পণাৎ পরং।
কেচিদিচ্ছন্তি কেচিচ্চ দর্পণার্পণতঃ পরং ॥

তথা চ পঞ্চরাত্রে ॥

পুনরাচমনং দদ্যাৎ করোদ্বর্ত্তনমেব চ।

জলপূর্ণশঙ্খেন পুনর্নীরাজনং লিখতি ততশ্চেতি ॥ ১৪৩ ॥

যেন ভ্রামিতং স বসতে বসতি ॥ ১৪৪ ॥

তথায় বিহার করেন ॥ ১৪২ ॥

অথ সজল শঙ্খদ্বারা নীরাজন ॥

তদনন্তর জলপূর্ণ শঙ্খ ভগবানের মস্তকোপরি তিনবার ভ্রমণ করাইয়া পুনর্ব্বার প্রভুর নীরাজন করিবে ॥ ১৪৩ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যের ঐ স্থলেই উহার মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে ॥

যে ব্যক্তি জলপূর্ণ শঙ্খ কেশবের মস্তকোপরি ভ্রমণ করান, তিনি কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ক্ষীরসাগরে বিষ্ণুর সন্নিধানে বসতি করেন ॥ ১৪৪ ॥

কেহ কেহ তাম্বূল দানের পর, কেহ বা দর্পণ অর্পণের পর এই দুই প্রকার নীরাজন ইচ্ছা করেন ॥

ঐ বিষয় পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে ॥

পুনরাচমন, হস্তমার্জন এবং কর্পূর সহিত তাম্বূল দান করিয়া

সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং কুর্য্যান্নীরাজনং তথা।
সমর্প্য মুকুটাদীনি ভূষণানি বিচক্ষণঃ।
আদর্শয়েত্তথাদর্শং প্রকল্প্য চ্ছত্রচামরে॥
গারুড়ে চ॥
অথ ভুক্তবতে দত্ত্বা জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ।
আচমনঞ্চ তাম্বূলং চন্দনৈঃ করমার্জনং।
পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ কৃত্বা ভক্ত্যাদর্শং প্রদর্শয়েৎ।
নীরাজনং পুনঃ কার্য্যং কর্পূরং বিভবে সতি॥
অতএব বায়ুপুরাণে॥
আরাত্রিকন্তু নিঃস্নেহং নিঃস্নেহয়তি দেবতাং।
অতঃ সংশময়িত্বৈব পুনঃ পূজনমাচরেৎ॥

আরাত্রিকং নীরাজনপাত্রং নিঃস্নেহং ঘৃতাদিরহিতং। নিঃস্নেহাং দয়ারহিতাং। সংশময়িত্বা সংশময্য নির্ব্বাপ্যেত্যর্থঃ। যশ্চ পূর্ব্বং দীপনির্ব্বাপণদোষ উক্তঃ স দীপবিষয়ক এব নতু নীরাজনবিষয়কো জ্ঞেয়ঃ॥ ১৪৫॥

নীরাজন করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি মুকুটাদি ভূষণ, ছত্র ও চামর অর্পণ করিয়া দর্পণ দেখাইবেন॥

গরুড়পুরাণেও॥

ভোজন করা হইলে, প্রথমতঃ আচমনার্থ কর্পূর-বাসিত জল, তাহার পর তাম্বূল, তাহার পর করমার্জনার্থ চন্দন নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক দর্পণ দেখাইবে। সমর্থ হইলে তাহার পর কর্পূর দ্বারা পুনর্ব্বার নীরাজন করিবে॥

অতএব বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে॥

নীরাজন পাত্র স্নেহ শূন্য হইলে দেবতাকে স্নেহ শূন্য করে, এই নিমিত্ত তাহা নির্ব্বাপণ করিয়া পুনর্ব্বার পূজা আরম্ভ করিবে॥

অতএব দ্বারকামাহাত্ম্যে । তত্রৈব ॥

কৃত্বা পূজাদিকং সর্ব্বং জ্বলন্তং কৃষ্ণমূর্দ্ধনি ।

আরাত্রিকং প্রকুর্ব্বাণো মোদতে কৃষ্ণসন্নিধৌ । ইতি ॥ ১৪৫॥

কেচিন্নীরাজনাৎ পশ্চাদিচ্ছন্তি প্রণতিং ততঃ ।

প্রদক্ষিণং ততঃ স্তোত্রং গীতনৃত্যাদিকং ততঃ ॥ ১৪৬ ॥

এবং ভাগবতাঃ স্বস্বসম্প্রদায়ানুসারতঃ ।

প্রবর্ত্তন্তে প্রভোর্ভক্তৌ ভক্ত্যা সর্ব্বং হি শোভনং ।

ততো নিক্ষিপ্য দেবস্যোপরি পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং ।

বিচিত্রৈর্ম্মধুরৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বীত ভক্তিমান্ ॥ ১৪৭ ॥

প্রণতিং বন্দনং । ততঃ প্রণতেঃ পশ্চাৎ প্রদক্ষিণমিচ্ছন্তি । এবমগ্রেঽপি ॥ ১৪৬ ॥

নন্বু পরস্পরং সম্বাদাভাবেনানির্দ্ধারদোষঃ স্যাত্তত্র লিখতি ভক্ত্যেতি ॥ ১৪৭ ॥

তাৎপর্য্য । পূর্ব্বে দীপনির্ব্বাণের যে সমুদায় দোষ লিখিত হইয়াছে তাহা দীপ সম্বন্ধেই জানিতে হইবে, নীরাজন বিষয়ে নহে ॥

এই কারণে দ্বারকামাহাত্ম্যে ঐ বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

যে ব্যক্তি পূজাদি সমুদায় সম্পাদন করিয়া জ্বলিত দীপাবলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি নীরাজন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনন্দ অনুভব করেন ॥ ১৪৫ ॥

কেহ কেহ নীরাজনের পর প্রণাম তদনন্তর প্রদক্ষিণ, তাহার পর স্তব ও সর্ব্বশেষে নৃত্যাদি ইচ্ছা করেন ॥ ১৪৬ ॥

বৈষ্ণবগণ এই প্রকারে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায় অনুসারে ভক্তিসহকারে প্রভুর পূজাদি করিবেন, কারণ ভক্তি পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করা যায় সে সকলই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥

তাহার পর ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে তিনবার অঞ্জলি দিয়া বিচিত্র ও মধুর স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবেন ॥ ১৪৭ ॥

অথ স্তুতিবিধিঃ ॥

মহাভারতে ॥

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাং।
তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ। ইতি ॥ ১৪৮ ॥
আরম্ভে চ স্তবেরেতং শ্লোকং স্তুতিপরঃ পঠেৎ।
সত্যাং তস্যাঃ সমাপ্তৌ চ শ্লোকং সঙ্কীর্ত্তয়েদিমং ॥
ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীরিতঃ।
বাগ্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥ ১৪৯ ॥

অথ স্তোত্রাণি পূর্ব্বতাপয়নীয়শ্রুতিষু ॥

কৃষ্ণমারিরাধয়িষুরারাধয়িতুমিচ্ছন্ জিগদিষামি গদিতুমিচ্ছামি। ব্যাসো বিস্তারঃ সমাসঃ সংক্ষেপস্তদ্যুক্তয়া তয়া বাচা ॥ ১৪৮ ॥

এতং আরিরাধয়িষুরিত্যাদিকং। তস্যাঃ স্তুতেঃ সমাপ্তৌ সত্যাং। ইমং ইতি বিদ্যে-ত্যাদিকং ॥ ১৪৯ ॥

অথ স্তুতি বিধি ॥

মহাভারতে ॥

শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিয়া যে সকল বাক্য বলিতে অভিলাষ করিতেছি, সঙ্ক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সেই সমুদায় বাক্য দ্বারা মধু-সূদন প্রসন্ন হউন ॥ ১৪৮ ॥

স্তুতিকারী ব্যক্তি স্তুতির আরম্ভে পূর্ব্বোক্ত "আরিরাধয়িষুঃ" ইত্যাদি শ্লোকটী ও স্তব সমাপ্ত হইলে পশ্চাদুক্ত "ইতিবিদ্যা" ইত্যাদি শ্লোকটী পাঠ করিবেন ॥

বিদ্যা ও তপস্যার কারণ, জন্মরহিত অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং বাক্য ও যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৪৯ ॥

অথ স্তোত্র সকল ॥

পূর্ব্বতাপনীয় শ্রুতিতে ॥

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ।
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।
কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলবল্লবে।
বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ।

লোলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং বল্লবে সুন্দরায়। বল্লবীনাং নয়নান্যেবাম্ভোজানি তেষাং পঙ্‌ক্তীর্মালাস্তদ্বতে তাভিঃ সদা পরময়া শক্ত্যা দৃশ্যমানায়েত্যর্থঃ।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ, বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার। জ্ঞান ও পরমানন্দ স্বরূপ গোপীনাথ গোবিন্দ কৃষ্ণকে নমস্কার। পদ্মনেত্র, পদ্মমালী, পদ্মনাভ, পদ্মাপতিকে নমস্কার। যাঁহার মস্তক ময়ূরপুচ্ছে শোভমান, অকুণ্ঠ বুদ্ধি সম্পন্ন, লক্ষ্মীর মানস-সরোবরের হংস স্বরূপ সেই গোবিন্দকে নমস্কার। কংসবংশধ্বংসকারী কেশী ও চানূরঘাতী, মহাদেবের বন্দনীয় এবং অর্জ্জুনের সারথিকে নমস্কার। বেণুবাদনতৎপর, গোরক্ষক, কালিয়মর্দ্দন, কালিন্দীকুলে রত, চঞ্চল-কুণ্ডলদ্বারা শোভান্বিত, গোপীদিগের নয়নপদ্মের মালাধারী, নৃত্যশালী এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের প্রতিপালক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥ ১৫০ ॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ।
প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো।
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধরজগদ্গুরো ॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ১৫১ ॥
বিশেষতঃ কলিকালে। একাদশস্কন্ধে ॥

নিষ্কলায় পরিপূর্ণায় নির্ম্মায়ায়েতি বা। অশুদ্ধিবৈরিণে পরমপাবনায়েত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

পাপ প্রণাশী, গোবর্দ্ধনধারী, পূতনা ও তৃণাবর্ত্তের প্রাণবিনাশককে নমস্কার ॥ ১৫০ ॥

পরিপূর্ণ, মোহবর্জিত, শুদ্ধ, পরমপাবন, অদ্বিতীয় এবং পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। হে পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন, হে প্রভো! মনঃপীড়া ও ব্যাধিরূপ ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে আপনি তাহা হইতে উদ্ধার করুন। হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনোহারিন্! হে জগদ্গুরো! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি সংসার সাগরে মগ্ন হইয়াছি আমাকে উদ্ধার করুন ॥

হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১৫১ ॥

বিশেষতঃ কলিকালে এই স্তব পাঠ করিবে ॥

একাদশস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৩০। ৩১ শ্লোকে ॥

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং

বিশেষতঃ একাদশস্কন্ধোক্তশ্লোকদ্বয়েন কলিকালে স্তুয়াদিতি শিষ্টাচারাল্লিখতি ধ্যেয়মিতি। হে প্রণতপাল হে মহাপুরুষ তে তব চরণারবিন্দং বন্দে। কথম্ভূতং ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং। সদেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ধেয়ত্বে হেতবঃ ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভির্যঃ পরিভবস্তিরস্কারঃ তং হন্তীতি তথা তৎ। কিঞ্চ। অভীষ্টদোহং মনোরথপূরকং। কিঞ্চ। তীর্থাস্পদং গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন পরমপাবনং। কিঞ্চ। শিববিরিঞ্চিভ্যাং নুতং স্তুতং। ননু তৌ কৃতার্থাবেব কিমর্থং তাভ্যাং নুতং। তত্রাহ শরণ্যং আশ্রয়ণযোগ্যং সুখবিশেষার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা পরমেশ্বরত্বেনাবশ্যসেব্যত্বাৎ তন্মাহাত্ম্যবিশেষেণাকর্ষণাদ্বা। ননু ব্রহ্মাদিস্তুত্যং কথং প্রাকৃতস্য গোচরঃ স্যাৎ। ন। ভৃত্যার্ত্তিহং যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্যার্ত্তিহন্তারং। ন কেবলমাগন্তুকমার্ত্তিমাত্রং হন্তি কিন্তু ভবাব্ধিপোতং সংসারার্ণবতারকঞ্চ। যদ্বা। শিববিরিঞ্চিনুতমিতি পরমৈশ্বর্য্যমুক্ত্বা শরণ্যমিতি চ শরণাগতবাৎসল্যমুক্ত্বা ভক্তানাং সদা সঙ্গিত্বমাহ। ভৃত্যানামার্ত্তিং বিরহদুঃখং সাক্ষাৎকারাদিনা হন্তীতি। কিঞ্চ। প্রণতান্ স্বস্বভক্তান্ বরদানাদিনা পালয়ন্তীতি প্রণতপালা ইন্দ্রাদয়োদেবাস্তেষামপি ভবাব্ধিপোতং। অথবা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহমিতি বিশেষণাভ্যাং কামিনাং সর্ব্বদুঃখনাশকত্বং কামপরিপূরকত্বং চোক্তং। তীর্থাস্পদমিতি মুমুক্ষূণাং মুক্তিপ্রদত্বং। শিববিরিঞ্চিনুতমিতি মুক্তানামপি স্তুত্যত্বেন সুখবিশেষাত্মকত্বং পরমাকর্ষকত্বঞ্চ। শরণং পরমাশ্রয়মিতি দাসানাং সর্ব্বপুরুষার্থময়ত্বং। কিম্বা শরণং বৈকুণ্ঠধাম ভগবানেব বা তৎপ্রদমিত্যর্থঃ। ইতি পরমপদপ্রদত্বং। ভৃত্যানাং রুক্মিণীপ্রভৃতীনাং ভার্য্যাণাং বিরহার্ত্তিঘ্নমিতি পরমপ্রেমবিষয়ত্বং। প্রণতান্ বৈষ্ণবান্ পালয়ন্তি অন্নাদিদানেন পুষ্ণন্তি দুষ্টজনাদিভ্যো বা রক্ষন্তীতি প্রণতপালাঃ। যদ্বা। প্রণতা বৈষ্ণবা এব পালাঃ পালকা যেষাং জনানাং তেষাং বৈষ্ণবসেবকানাং ভবাব্ধিপোতং ভক্তিপ্রদানেনানায়াসতো বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ সংসারদুঃখপরম্পরাহারকমিতি নিজদাসানুদাসানামপি

হে প্রণতপাল! হে মহাপুরুষ! আপনার যে চরণারবিন্দ ধ্যান যোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদিজনিত পরাভবনিবারক, মনোরথপূরক, গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্ত-

বন্দে মহাপুরুষ্যতে চরণারবিন্দং ॥ ১৫২ ॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাব-

সর্ব্বদুঃখক্ষপণাদিকং ॥ ১৫২ ॥

ইদানীং স্বয়মাপ্তকামত্বান্নৈরপেক্ষ্যং ভক্ত্যর্থঞ্চ সাপেক্ষতাং দর্শয়ন্ শ্রীরামচন্দ্রং স্তৌতি ত্যক্ত্বেতি। হে ধর্ম্মিষ্ঠ সদাচারপ্রবর্ত্তক। হে মহাপুরুষোত্তম। অন্যৈর্দুস্ত্যজা বা সুরেপ্সিতা রাজ্যলক্ষ্মীরযোধ্যাসাম্রাজ্যবিভূতিস্তাং ত্যক্ত্বা যত্তে চরণারবিন্দং অরণ্যং দণ্ডকবনাদিকমগাৎ কিং রাজ্যবৈকল্যদর্শনেন আর্য্যস্য গুরোর্দশরথস্য বচসা কেকয়ীং প্রতি তদীয়বচন-সত্যতা-প্রতিপালনায়েত্যর্থঃ। এবং ধর্ম্মিষ্ঠত্বমুক্ত্বা মহাপুরুষত্বং দর্শয়ন্ ভক্তজনবশ্যতামাহ। দয়িতয়া শ্রীসীতয়া ঈপ্সিতং মায়মৃগং মায়য়া স্বর্ণময়াকার-হরিণং যদন্বধাবত্তদ্বন্দে। যদ্বা। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণমিতি তত্রৈব প্রাগুক্তেঃ কলৌ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপূজ্যত্বাৎ তদীয়লীলাবর্ণনেন তমেব স্তৌতি। রাজ্যলক্ষ্মীং শ্রীমথুরাসম্পত্তিং অবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ। ধর্ম্মিষ্ঠস্য পূর্ব্বজন্মনি একাগ্রতয়া কৃতভগবদারাধনলক্ষণধর্ম্মস্য আর্য্যস্য শ্রীবসুদেবস্য। যদ্বা। ধর্ম্মিষ্ঠয়োরার্য্যয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্বচসা তত্র অয়ন্ত্বসত্য ইত্যাদিনা বসুদেবস্য জন্ম তে মযাসাবিদ্যাদিনা দেবক্যাঃ। অরণ্যং বৃহদ্বনাদিকং। যদ্বা। ধর্ম্মিষ্ঠে ভক্তিলক্ষণধর্ম্মনিষ্ঠে শ্রীনন্দগোপরাজে যদরণ্যং ব্রজভূমিলক্ষণং তৎ। এবং সত্যপি মহাপুরুষত্বেনৈব সদাচারপ্রবর্ত্তকত্বং ভক্তজনাধীনত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং। পরমদুর্ল্লভতামাহ। মায়য়া লক্ষ্ম্যা অপি মৃগ্যত ইতি মৃগং। যদ্বা। ভক্তজনাধীনত্বমেবাহ। মায়য়া লক্ষ্ম্যা মৃগং ক্রীড়ামৃগবৎ পরাধীনমিত্যর্থঃ। অরণ্যগমনে নিগূঢ়হেত্বন্তরং। দয়িতয়া শ্রীরাধয়া ঈপ্সিতং পূর্ব্বস্মিন্নিহাপি জন্মনি বিবিধারাধনেন প্রাপ্তু মিষ্টং। অতএব অন্বধাবচ্চারণ্যমেব। গোপালনাদিক্রীড়য়া সর্ব্বতো ধাবন্নিব

গণের দুঃখনাশক এবং সংসারসাগরের পারকারক, তাহা আমি বন্দনা করি ॥ ১৫২ ॥

হে ধর্ম্মিষ্ঠ মহাপুরুষ! অন্যের পক্ষে ত্যাগ করা দুষ্কর এবং দেবগণেরও বাঞ্ছিত রাজ্য লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া, আপনি পিতৃবাক্যে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজ প্রিয়া সীতার সন্তোষার্থ মায়া

দ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১৫৩ ॥
বৈদিকানীদৃশান্যেব কৃষ্ণে পৌরাণিকান্যপি।
তান্ত্রিকাণি চ শস্তানি স্তোত্রাণ্যপি নবান্যপি ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায়াং ॥
অভ্রষ্টলক্ষণৈঃ কৃত্বা স্বয়ং বিরচিতাক্ষরৈঃ।
স্তবং ব্রাহ্মণশার্দ্দূলাস্তস্মাৎ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫৪ ॥
স্তুতিমাহাত্ম্যং বিষ্ণুধর্ম্মে ॥
সর্ব্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্ববেদেষু যৎ ফলং।
নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনং ॥

পরিবভ্রামেত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

ঈদৃশানি এতাদৃশশ্রীগোকুললীলামৃতময়ানি বৈদিকানি কৃষ্ণস্তোত্রাণি শস্তানি ভবন্তি। যদ্বা। কৃষ্ণে শস্তানি তৎসুখকরাণীত্যর্থঃ। অভিনবানি আধুনিক-কবিনিবদ্ধানি ॥ ১৫৪ ॥

মৃগের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, অতএব আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ১৫৩ ॥

এই প্রকার বেদোক্ত, পুরাণোক্ত, তন্ত্রোক্ত এবং নব্য কবিগণ রচিত স্তোত্র সমুদায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনে প্রশস্ত ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হংসগীতায় ॥

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! যাহার লক্ষণ ভ্রষ্ট হয় নাই, এরূপ স্বয়ং বিরচিত অক্ষর সমূহ দ্বারা ভগবানের স্তব করিলে, তিনি সমুদায় কামনা সফল করেন ॥ ১৫৪ ॥

স্তুতিমাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

সমুদায় দেবতার আরাধনা করিলে যে পুণ্য হয় এবং সমগ্র বেদ পাঠ করিলে যে ভল্ল লাভ হয়, দেবশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দনের স্তব করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ন বিত্তদাননিচয়ৈর্ব্বহুভির্ম্মধুসূদনঃ।
তথা তোষমবাপ্নোতি যথা স্তোত্রৈর্দ্বিজোত্তমাঃ।

নারসিংহে ॥

স্তোত্রৈর্জপৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

স্তবন্নমেয়মাহাত্ম্যং ভক্তিগ্রথিতরম্যবাক্।
ভবেদ্ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ্যং প্রভুকারুণ্যভাজনং ॥ ১৫৫ ॥
যথা নরস্য স্তবতো বালকস্যেব তুষ্যতি।
মুগ্ধবাক্যৈর্নহি তথা বিবুধানাং জগৎপিতা ॥ ১৫৬ ॥

ভক্ত্যা প্রেম্ণা গ্রথিতাঃ ক্রমেণ নিবদ্ধাঃ অতএব রম্যা বাগ্ যস্য সঃ। ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ্যং যৎ প্রভোর্ভগবতঃ কারুণ্যং তস্য ভাজনং বিষয়ঃ ॥ ১৫৫ ॥

বিবুধানাং দেবানাং বিদুষামপি বা ॥ ১৫৬ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মধুসূদন স্তব দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হন্, বহু বহু ধন দান করিলে সেরূপ সন্তুষ্ট হয়েন না ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যিনি স্তোত্র ও জপ দ্বারা মধুসূদনের অগ্রে স্তব করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিরচিত রমণীয় স্তুতি দ্বারা ভগবানের অপরিমেয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রভুর যে অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হন্, তিনি সেই অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ১৫৫ ॥

বালকের ন্যায় স্তবকারি মনুষ্যগণের মুগ্ধবাক্যে জগৎপিতা যেরূপ প্রীত হয়েন, জ্ঞানিগণের বাক্যেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হন্ না ॥ ১৫৬ ॥

অবলং প্রভুরীপ্সিতোন্নতিং কৃতযত্নং স্বযশঃস্তবে ঘৃণী।
স্বয়মুদ্ধরতি স্তনার্থিনং পদলগ্নং জননীব বালকং ॥
স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে ॥
শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাং ॥
তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
স্তোত্রাণাং পরমং স্তোত্রং বিষ্ণোর্নামসহস্রকং।
হিত্বা স্তোত্রসহস্রাণি পঠনীয়ং মহামুনে।
তেনৈকেন মুনিশ্রেষ্ঠ পঠিতেন সদা হরিঃ।
প্রীতিমায়াতি দেবেশো যুগকোটিশতানি চেতি ॥ ১৫৭ ॥
স্নানে যৎ স্তোত্রমাহাত্ম্যং লিখিতং লেখ্যমগ্রতঃ।

অবলং অশক্তং ॥ ১৫৭ ॥

যদ্যপি স্নপনে সহস্রনামমাহাত্ম্যং লিখিতমস্তি তথাপি স্তোত্রেষু মধ্যে সহস্রনাম

জননী যেমন স্তনপানেচ্ছু পদলগ্ন বালককে উত্তোলন করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করেন, তদ্রূপ দয়ালু প্রভু যত্নসহকারে স্তবকারি অশক্ত ব্যক্তিকে অভীষ্ট উন্নতি প্রদান করিয়া আশ্রয় দান করেন ॥

স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে ॥

যাঁহাদিগের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের স্তব রূপ রত্নসমূহে অলঙ্কৃত হয়, তাঁহারা সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণের বন্দনীয় হয়েন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥
শ্রীব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

হে মহামুনে! স্তোত্র সমূহের মধ্যে সহস্র স্তোত্র পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর সহস্র নাম রূপ উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করিবে ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই একটীমাত্র সহস্র নাম স্তোত্র সর্ব্বদা পঠিত হইলে দেবেশ্বর শত কোটিযুগ পর্য্যন্ত প্রীতি লাভ করেন ॥ ১৫৭ ॥

স্নান প্রকরণে যে স্তোত্র মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে এবং পরে যে

যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং সর্ব্বং জ্ঞেয়মিহাপি তৎ ॥ ১৫৮ ॥

তন্নিত্যতা চোক্তা বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

নূনং তৎ কণ্ঠশালূকমথবা প্রতিজিহ্বিকা।

রোগো বান্যো ন সা জিহ্বা যা ন স্তৌতি হরের্গুণান্ ॥১৫৯॥

অথ বন্দনং ॥

প্রণমেদথ সাষ্টাঙ্গং তন্মুদ্রাঞ্চ প্রদর্শয়েৎ।

পঠেৎ প্রতিপ্রণামঞ্চ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥

তদুক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা ॥

স্তবৈরুচ্চাবচৈস্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।

স্তুত্বা প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ ॥ ১৬০ ॥

স্তোত্রস্য পরমশ্রেষ্ঠ্যাপেক্ষয়া পুনরত্রোল্লিখিতং। যচ্চ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যমগ্রতো লেখ্যং তৎ সর্ব্বং ইহ স্তুতিমাহাত্ম্যেঽপি জ্ঞেয়ং সর্ব্বষামেবৈষাং কীর্ত্তনরূপত্বাৎ ॥ ১৫৮ ॥

কণ্ঠশালূকং গলরোগবিশেষঃ ॥ ১৫৯ ॥

প্রাকৃতৈরর্ব্বাচীনৈর্লোকভাষানিবদ্ধৈরিতি বা ॥ ১৬০ ॥

কীর্ত্তন মাহাত্ম্য লিখিত হইবে, তৎসমুদায় মাহাত্ম্য এই স্তোত্র প্রকরণেও জানিবে ॥ ১৫৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে স্তোত্রের নিত্যতা উক্ত হইয়াছে ॥

যে জিহ্বা হরিগুণ কীর্ত্তন না করে, তাহা শালূক অর্থাৎ গলরোগ বিশেষ অথবা প্রতিজিহ্বা (আলজিহ্বা) কিম্বা অন্যবিধ রোগ ॥ ১৫৯॥

অথ বন্দন ॥

অনন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও তন্মুদ্রা প্রদর্শন করিবে এবং প্রত্যেক প্রণামেই এই পাঠ করিবে যে "হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন" ॥

একাদশস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন ॥

পৌরাণিক ও আধুনিক বিবিধ স্তব পাঠ করিয়া, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, এই বলিয়া দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া বন্দনা করিবে ॥১৬০

অথ প্রণামবিধিঃ । তত্রৈব ॥

শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং ।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ ॥ ১৬১ ॥

কিঞ্চাগমে ॥

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চ জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা ।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥ ১৬২ ॥
জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া ।

বাহুভ্যাং দক্ষিণোত্তরাভ্যাং পরস্পরং মম দক্ষিণোত্তরপাদৌ গৃহীত্বা । যদ্বা । পরস্পরং নিবদ্ধাভ্যাং কৃতাপরাধ ইব প্রপন্নং পাহীত্যাদি বিজ্ঞাপ্য প্রণমেদিত্যর্থঃ ॥ ১৬১ ॥

প্রণামেঽষ্টাঙ্গানি দর্শয়তি পদ্ভ্যামিতি । পাদাদিভিঃ প্রণামঃ ক্রমেণ তত্তদঙ্গৈর্ভূম্যবষ্টম্ভনেন তৎসংস্পর্শনাৎ । দৃশা প্রণামঃ চক্ষুরীষন্নিমীলনাৎ । মনসা শিরো মৎপাদয়োঃ কৃত্বা ইত্যাদি ধ্যানেন । বচসা চ ভগবন্ প্রসীদেত্যাদিরূপেণোহ্যঃ ॥ ১৬২ ॥

ইমৌ অষ্টাঙ্গপঞ্চাঙ্গপ্রণামৌ ॥ ১৬৩ ॥

অথ প্রণামবিধি ॥

ঐ একাদশস্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ॥

উভয় বাহু দ্বারা আমার চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া এই বলিয়া প্রণাম করিবে যে, হে ঈশ ! আমি মৃত্যুর আক্রমণ রূপ সাগর হইতে ভীত ও শরণাগত অতএব আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৬১ ॥

আরও আগমে ॥

বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্ট অবয়ব দ্বারা প্রণাম অষ্টাঙ্গ শব্দে নিরূপিত হইয়াছে ॥

তাৎপর্য্য । চক্ষুর ঈষৎ নিমীলন দৃষ্টিগত প্রণাম, বাহু দ্বারা প্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া রহিয়াছি, এই প্রকার ধ্যানই মানসিক প্রণাম । হে ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হউন, ইত্যাদি বাক্যে স্তুতিই বাক্যগত প্রণাম ॥ ১৬২ ॥

জানুদ্বয়, বাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও বুদ্ধি এই পাঁচ অঙ্গ দ্বারা প্রণাম

পঞ্চাঙ্গকঃ প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমাবিতি ॥ ১৬৩ ॥
গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্ ॥ ১৬৪ ॥
তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে ॥
সন্ধিং বীক্ষ্য হরিং চাদ্যং গুরূন্ স্বগুরুমেব চ।
দ্বিচতুর্ব্বিংশদথবা চতুর্বিংশত্তদর্দ্ধকং।
নমেত্তদর্দ্ধমথবা তদর্দ্ধং সর্ব্বথা নমেৎ ॥

গরুড়ং ভগবদভিমুখে বর্ত্তমানং দক্ষিণে কৃত্বেতি ভগবতঃ পুরোভাগে পৃষ্ঠদেশে বামে-হত্যন্তনিকটে চ প্রণামনিষেধাৎ। তথা চাগ্রে লেখ্যং অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগ ইত্যাদি। ত্রীন্ প্রণামানবশ্যং কুর্য্যাৎ। যচ্চ নমস্কারেণ চৈকেনেত্যাদিকমগ্রে লেখ্যং তচ্চ মাহাত্ম্যপরতয়ৈব নতু বিধেয়ত্বেন। যথা একপ্রদক্ষিণায়া নিষিদ্ধত্বেঽপি প্রদক্ষিণেন চৈকেনেত্যাদিকমাহাত্ম্য-পরমেব সঙ্গচ্ছতে অন্যথাতিবিরোধাৎ। শক্তশ্চেদ্ভবতি তর্হি ততোঽধিকান্ ষড়াদীন্ অষ্ট-চত্বারিংশদন্তান্। ততোপ্যঽধিকান্ অষ্টোত্তরশতাদীন্ কুর্য্যাৎ ॥ ১৬৪ ॥

সন্ধিং ভোজনশয়নাদ্যবসরং। বীক্ষ্য আলোচ্য। তদ্ব্যতিরিক্তকালে ইত্যর্থঃ। লোকে সদাচারানুসারতঃ। আদ্যং হরিং শ্রীকৃষ্ণং। গুরবশ্চোক্তাঃ কৌর্ম্মে। যো ভাবয়তি

পঞ্চাঙ্গ শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, পূজা বিষয়ে এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত ॥ ১৬৩ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি প্রণামকালে ভগবানের সম্মুখস্থ গরুড়কে দক্ষিণদিকে রাখিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠে অর্থাৎ বামভাগে প্রণাম করিবে অর্থাৎ প্রভুর অতি নিকটে প্রণাম অত্যন্ত নিষিদ্ধ। প্রণাম তিনবার অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু সমর্থ হইলে তদপেক্ষা অধিকবার করিলেও হানি নাই ॥ ১৬৪ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ঐ বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

শয়ন ভোজনাদি ব্যতিরিক্তকালে প্রথমতঃ হরিকে তদনন্তর গুরু-গণকে অর্থাৎ পিতা, মাতা, বিদ্যাদাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং পতি এই পাঁচজন গুরুকে এবং নিজ গুরুকে অষ্টচত্বারিংশৎ বার, অথবা ষট্-ত্রিংশৎবার কিম্বা অষ্টাদশবার অথবা নয়বার প্রণাম করিবে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

দেবার্চ্চাদর্শনাদেব প্রণমেন্মধুসূদনং।
স্থানাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা দৃষ্ট্বার্চ্চাং দ্বিজসত্তমাঃ।
দেবার্চ্চা দৃষ্টিপূতং হি শুচি সর্ব্বং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৬৫ ॥

অথ নমস্কারমাহাত্ম্যং ॥

নারসিংহে ॥

নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥ ১৬৬ ॥

স্কান্দে ॥

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ।

যা সূতে যেন বিদ্যোপদিশ্যতে। জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ পঞ্চৈতে গুরবঃ স্মৃতাঃ। ইতি তান্। দ্বিচতুর্বিংশদিতি অষ্টচত্বারিংশদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥

সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু মধ্যে নমস্কারঃ উত্তমো যজ্ঞঃ দেবতারাধনং স্মৃতঃ স্মৃতিকৃদ্ভিঃ ॥ ১৬৬ ॥

রেণুসংখ্যামিতি দণ্ডপ্রণামাচরণে যাবন্তোরেণবো গাত্রৈঃ সংস্পৃশ্যন্তে তাবৎ সংখ্যং তেষাং প্রত্যেকং মন্বন্তরশতং বসেদিত্যর্থঃ। এবমসংখ্যত্বে তাৎপর্য্যং। স্বর্গে ঊর্দ্ধলোকে বসেদিতি

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! দেবপ্রতিমা দেখিলেই মধুসূদনকে প্রণাম করিবে, স্থানের অপেক্ষা করিবে না। দেবমূর্ত্তি দর্শনের পর যে কোন বস্তু অবলোকন করা যায় তৎসমুদায়ই পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৬৫ ॥

অথ নমস্কারমাহাত্ম্য ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

নমস্কার যজ্ঞ স্বরূপ এবং সমুদায় যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কেবল এক নমস্কার দ্বারা মনুষ্য পবিত্র হইয়া হরিকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৬ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া বিষ্ণুকে প্রণাম

রেণুসংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরশতং নরঃ ॥ ১৬৭ ॥
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
প্রণম্য দণ্ডবদ্ ভূমৌ নমস্কারেণ যোঽর্চ্চয়েৎ।
স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং ক্রতুশতৈরপি ॥
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥
ভূমিমাপীড্য জানুভ্যাং শির আরোপ্য বৈ ভুবি।
প্রণমেদ্যো হি দেবেশং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
তত্রৈবান্যত্র ॥
তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
নারায়ণপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।

বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তৌ কস্যচিৎ ক্রমগত্যপেক্ষয়া ॥ ১৬৭ ॥
নমস্কারমাত্রেণ যোঽর্চ্চয়েৎ প্রণামরূপমর্চ্চনং যঃ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৮ ॥

করে, প্রণামকালে যত গুলি ধূলি গাত্রে সংলগ্ন হয়, তত শত মন্বন্তর সে স্বর্গে বাস করে ॥ ২৬৭ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে ॥

ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় প্রণত হইয়া যে ব্যক্তি নমস্কার রূপ অর্চ্চনা করেন, তিনি যাদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়েন, তাদৃশ ফল শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল এক নমস্কারেই লোক পবিত্র হইয়া হরিকে প্রাপ্ত হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

ভূমিতে জানুদ্বয় নিপীড়ন করিয়া এবং মস্তক রাখিয়া যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্‌কে প্রণাম করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের ফলভাগী হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই অন্যস্থলে ॥

নারায়ণকে প্রণাম করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, সহস্রকোটি ও শত-কোটি তীর্থে তাহার ষোড়শভাগের এক ভাগ ফল লাভ হয় না ॥

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বনে ।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৬৮ ॥
রেণুমণ্ডিতগাত্রস্য কণা দেহে ভবন্তি যৎ ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬৯ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
অভিবাদ্য জগন্নাথং কৃতার্থশ্চ তথা ভবেৎ ।
নমস্কারক্রিয়া তস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী ।
জানুভ্যাঞ্চৈব পাণিভ্যাং শিরসা চ বিচক্ষণঃ ।
কৃত্বা প্রণামং দেবস্য সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
বিষ্ণুপুরাণে ॥
অনাদিনিধনং দেবং দৈত্যদানবদারণং ।
যে নমন্তি নরা নিত্যং ন হি পশ্যন্তি তে যমং ।

কণা রেণুপরমাণবঃ। যদিত্যব্যয়ং যাবন্ত ইত্যর্থঃ। কলা যে ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥১৬৯

শার্ঙ্গধন্বা হরিকে শঠতা পূর্ব্বক নমস্কার করিলেও শত জন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬৮ ॥

প্রণামকালে ধূলিধূষরিত অঙ্গে যত গুলি ধূলিকণা সংলগ্ন হয়, তত সহস্র বৎসর বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করেন ॥ ১৬৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যে ব্যক্তি জগন্নাথকে প্রণাম করেন, তিনি কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হয় ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি জানুদ্বয়, হস্তদ্বয় এবং মস্তক দ্বারা ভগবান্কে প্রণাম করিলে সমুদায় কামনা প্রাপ্ত হয়েন ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

আদ্যন্ত শূন্য, দৈত্যদানবহন্তা ভগবান্কে যাঁহারা নিত্য নমস্কার করেন, তাঁহাদিগকে আর যমদর্শন করিতে হয় না ॥

যে জনা জগতাং নাথং নিত্যং নারায়ণং দ্বিজাঃ।
নমন্তি ন হি তে বিষ্ণোঃ স্থানাদন্যত্র গামিনঃ॥

নারদীয়ে॥

একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে॥

বিষ্ণোর্দণ্ডপ্রণামার্থং ভক্তেন পততা ভুবি।
পাতিতং পাতকং কৃৎস্নং নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ স হ॥ ১৭০॥

পাদ্মে দেবহূতবিকুণ্ডলসম্বাদে॥

তপস্তপ্ত্বা নরো ঘোরমরণ্যে নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।

সহ তেন পুনর্নোত্তিষ্ঠতি কদাচিদপি পশ্চাত্তস্য পাতকং ন স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৭০॥

হে দ্বিজগণ! যে সকল মনুষ্য জগৎপতি নারায়ণকে সর্ব্বদা নমস্কার করেন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুলোক হইতে আর অন্য লোকে যাইতে হয় না॥

নারদপুরাণে॥

কৃষ্ণকে একবার মাত্র প্রণাম করিলে যে ফল লাভ হয়, দশ অশ্বমেধের অবভৃথ স্নানেও তৎ সদৃশ ফল পাওয়া যায় না, দশ অশ্বমেধকারিকে পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে প্রণাম করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে॥

বিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার সময় ভক্ত ব্যক্তি যখন ভূমিতলে পতিত হয়েন, তখন তাঁহার সমুদায় পাপও পাতিত অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, উত্থানকালে তিনি আর পাপের সহিত উত্থিত হয়েন না, অর্থাৎ তাঁহার আর পাতক থাকে না॥ ১৭০॥

পদ্মপুরাণে দেবহূত ও বিকুণ্ডলসম্বাদে॥

মনুষ্য ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অরণ্যে নিয়ত দুষ্কর তপস্যা করিয়া

যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তন্নত্বা গরুড়ধ্বজং।
কৃত্বাপি বহুশঃ পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ।
ন যাতি নরকং নত্বা সর্ব্বপাপহরং হরিং॥
তত্রৈব বেদনিধিস্তুতৌ॥
অপি পাপং দুরাচারং নরং তৎপ্রণতং হরেঃ।
নেক্ষন্তে কিঙ্করা যাম্যা উলূকাস্তপনং যথা॥ ১৭১॥
বিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমস্য নিজভটানুশাসনে॥
হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্যঃ।
তমপগত-সমস্ত-পাপবন্ধং

নেক্ষন্তে ঈক্ষিতুমপি ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭১॥
পরমার্থতঃ তত্ত্বতঃ অতএবাপগত-সমস্তপাপবন্ধং॥ ১৭২॥

যে ফল প্রাপ্ত হয়, গরুড়ধ্বজ ভগবান্‌কে নমস্কার করিলে সেই ফল পাওয়া যায়॥

যে ব্যক্তি বহু বহু পাপ করিয়া অজ্ঞানে অভিভূত থাকে, সে ব্যক্তি যদি সর্ব্বপাপহারি হরিকে নমস্কার করে তাহা হইলে তাহাকে আর নরকগামী হইতে হয় না॥

ঐ পদ্মপুরাণেই বেদনিধির স্তবে॥

পাপী ও দুরাচারী মনুষ্য যদি হরিকে প্রণাম করে, তাহা হইলে পেচকেরা যেরূপ সূর্য্যের অভিমুখে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ যমের কিঙ্করেরাও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে না॥ ১৭১॥

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীযমের নিজ দূতগণের প্রতি উপদেশ কালে॥

দেবগণও যাঁহার চরণারবিন্দ অর্চ্চনা করেন, সেই হরিকে যে মানব ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়,

ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তং ॥ ১৭২ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

শরণাগতরক্ষণোদ্যতং
হরিমীশং প্রণমন্তি যে নরাঃ।
ন পতন্তি ভবাম্বুধৌ স্ফুটং
পতিতানুদ্ধরতিস্ম তানসৌ ॥ ১৭৩ ॥

অষ্টমস্কন্ধেচ বলিবাক্যে ॥

অহো প্রণামায় কৃতঃ সমুদ্যমঃ
প্রপন্নভক্তার্থবিধৌ সমাহিতঃ।

পূর্ব্বং পশ্চাদ্বা কথঞ্চিদ্ভবাম্বুধৌ পতিতানপি সতঃ তান্ প্রণামকর্তৄন্ অসৌ হরিরুদ্ধরতি-স্ম উদ্দধার। যদ্বা। স্ম হেতৌ পতিতান্ ভ্রষ্টানপি তান্ নরানসাবুদ্ধরতি যতঃ তৎ কিং বক্তব্যং তৎপ্রণামকারিণো ন পতন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭৩ ॥

অহো ভগবন্ ত্বৎপ্রণামস্য মহিমা। যদর্থং কৃতঃ সমুদ্যম এব প্রপন্নানাং ত্বদেকনিষ্ঠ-ভক্তানাং যোঽর্থস্তস্য বিধৌ অভক্তেঽপি ময়ি তস্য সম্পাদনে সমাহিতঃ অপ্রমত্তঃ স্থিতঃ কুতঃ যৎ যেনোদ্যমেন লোকপালৈরমরৈঃ সত্ত্বপ্রধানৈরপ্যলব্ধ পূর্ব্বস্তদনুগ্রহঃ। অপসদে নীচে রাক্ষসে ময্যর্পিতঃ। অয়ং ভাবঃ। পরমেশ্বরায় তুভ্যমহং বরাকস্ত্রিলোকীং দত্ত্বা-

অতএব হোমাগ্নির ন্যায় পবিত্র সেই মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অন্যত্র গমন করিবা ॥ ১৭২ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ॥

যে সকল মানব শরণাগত রক্ষক ঈশ্বর হরিকে প্রণাম করেন, তাঁহারা সংসারসাগরে পতিত হয়েন না, অথবা যদি পরে পতিত হই-বার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলেও ভগবান্ তাহাদের উদ্ধার করেন ॥ ১৭৩ ॥

অষ্টমস্কন্ধে বলিবাক্যে ॥

হে ভগবন্! শরণাগত ভক্তগণের ন্যায় সাবধান হইয়া আমি আপ-নাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত কেবল উদ্যম মাত্র করিয়াছি কিন্তু

যল্লোকপালৈস্তদনুগ্রহোঽমরৈ-
রলব্ধপূর্ব্বোঽপসদে হসুরেঽর্পিতঃ ॥ ১৭৪ ॥
অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে ॥
অহোভাগ্যমহোভাগ্যমহোভাগ্যং নৃণামিদং।
যেষাং হরিপদাব্জাগ্রে শিরোন্যস্তং যথা তথা ॥ ১৭৫ ॥
কিঞ্চ নারসিংহে শ্রীযমোক্তৌ ॥
তস্য বৈ নারসিংহস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমো নমঃ।
ভবিষ্যোত্তরেচ জলধেনুপ্রসঙ্গে ॥

নিত্যেতদাস্তাং প্রণামোঽপি ন সম্যক্ কৃতঃ কিন্তু তদর্থমুদ্যমমাত্রং কৃতং তেন চ কর্ম্ম তপো দানাদি-কোটিভিরপ্যলভ্যস্তদনুগ্রহঃ সম্পাদিতঃ অহো তৎপ্রণামপ্রভাবাশ্চর্য্যত্বমিতি ॥ ১৭৪ ॥
যথা তথা যেন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ ॥ ১৭৫ ॥
তেষাং তেভ্যোঽপি নমোনমঃ ভক্ত্যা বীপ্সা ॥ ১৭৬ ॥

বস্তুতঃ প্রণাম করি নাই, তথাপি আপনি এই অধম অসুরের প্রতি যে রূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, এতাদৃশ অনুগ্রহ পূর্ব্বে লোকপাল অমরগণও লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ১৭৪ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহ স্তবে কথিত হইয়াছে ॥

যে সকল মনুষ্যের মস্তক কোন রূপে হরিপাদপদ্মের অগ্রে অর্পিত থাকে, অহো! তাহাদের কি ভাগ্য, কি ভাগ্য! ॥ ১৭৫ ॥

আরও নৃসিংহপুরাণে ॥

শ্রীযমের বাক্যে ॥

যে সকল ব্যক্তি অমিততেজাঃ নৃসিংহরূপী সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার ॥

ভবিষ্যপুরাণের উত্তরভাগেও

জলধেনুপ্রসঙ্গে ॥

বিষ্ণোর্দেবজগদ্ধাতু র্জনার্দ্দন জগৎপতে।
প্রণামং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেষামপি নমোনমঃ॥ ১৭৬॥

অথ প্রণামনিত্যতা॥

বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে॥

সকৃদ্বা ন নমেদযস্তু বিষ্ণবে শর্ম্মকারিণে।
শবোপমং বিজানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ॥ ১৭৭॥

কিঞ্চ। পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসম্বাদে॥

পশ্যন্তো ভগবদ্দ্বারং নামশস্ত্রপরিচ্ছদং।
অকৃত্বা তৎ প্রণামাদি যান্তি তে নরকৌকসঃ॥ ১৭৮॥

অপ্যর্থে বা শব্দঃ। নালপেৎ তং ন সম্ভাষেত। নাস্তিকত্বাপত্তেঃ॥ ১৭৭॥

নাম শ্রীকৃষ্ণাদি শস্ত্রং সুদর্শনাদি তাভ্যাং শোভিতমিত্যর্থঃ। ইতি ভগবদালয়লক্ষণমুক্তং। তস্য ভগবতঃ প্রণামং আদিশব্দেন দর্শনাদি অকৃত্বা যে যান্তি॥ ১৭৮॥

জগতের ধারণ কর্ত্তা জনার্দ্দন জগৎপতি বিষ্ণুকে যাঁহারা প্রণাম করেন তাঁহাদিগকেও নমস্কার নমস্কার॥ ১৭৬॥

অথ প্রণামের নিত্যতা॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে লুব্ধকের উপাখ্যানের আরম্ভে॥

যে ব্যক্তি মঙ্গলকারি বিষ্ণুকে একবার মাত্রও নমস্কার না করে তাহাকে শব তুল্য জানিবে এবং তাহার সহিত কখন আলাপও করিবে না॥ ১৭৭॥

আরও পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে
যম ও ব্রাহ্মণের কথোপকথনে॥

যাহারা ভগবান্‌কে প্রণাম ও দর্শনাদি না করিয়া শ্রীকৃষ্ণাদি নাম ও সুদর্শনাদি অস্ত্রদ্বারা শোভমান দেবালয় কেবল দর্শন করিয়াই গমন করে, তাহারা নরকবাসী হয়॥ ১৭৮॥

তদেব বর্ত্তনং তস্য পুনর্নাবর্ত্ততে ভবে ॥ ১৮৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যমভগীরথসম্বাদে ॥

প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাৎ যো বিষ্ণোর্মনুজেশ্বর ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবেন্দ্রত্বং সমশ্নুতে ॥

তত্রৈব প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে সুধর্ম্মোপাখ্যানারম্ভে ॥

ভক্ত্যা কুর্ব্বন্তি যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ং ।
তেঽপি যান্তি পরং স্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমমিতি ॥১৮৬॥

তৎখ্যাতং যৎ সুধর্ম্মস্য পূর্ব্বস্মিন্ গৃধ্রজন্মনি ।
কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভাসান্মহাসিদ্ধিরভূদিতি ॥ ১৮৭ ॥

অথ প্রদক্ষিণায়াং নিষিদ্ধং ॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ ॥

অপি নিশ্চয়ে পূর্ব্বোক্তসমুচ্চয়ে বা । প্রযান্তীতি বা পাঠঃ ॥ ১৮৬ ॥

তৎখ্যাতং বৃহন্নারদীয়তঃ প্রসিদ্ধমেব । অতস্তদ্বিশেষলিখনেনালমিতি ভাবঃ । কিং তদিতি লিখতি যৎ সুধর্ম্মস্যেতি । তদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা ॥ ১৮৭ ॥

সংসারে তাঁহাকে আর পুনরায় আগমন করিতে হয় না ॥ ১৮৫ ॥

বৃহন্নারদপুরাণে যম ও ভগীরথসম্বাদে ॥

হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

ঐ বৃহন্নারদপুরাণে প্রদক্ষিণমাহাত্ম্যে
সুধর্ম্মার উপাখ্যানের আরম্ভে ॥

যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে চারিবার প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা সূর্য্যলোকের উত্তম স্থান হইতেও উত্তম স্থানে গমন করেন ॥ ১৮৬ ॥

পূর্ব্বতন গৃধ্রজন্মে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করায় সুধর্ম্মের যে মহাসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল তাহা বৃহন্নারদপুরাণে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১৮৭ ॥

অথ প্রদক্ষিণকার্য্যে নিষিদ্ধ ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে ॥

একহস্তপ্রণামশ্চ একা চৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তিপুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ১৮৮ ॥
কিঞ্চ ॥
কৃষ্ণস্য পুরতো নৈব সূর্য্যস্যৈব প্রদক্ষিণাং।
কুর্য্যাদ্ভ্রমরিকারূপাং বৈমুখ্যাপাদনীং প্রভৌ ॥
তথাচোক্তং ॥
প্রদক্ষিণং ন কর্ত্তব্যং বিমুখত্বাচ্চ কারণাৎ ॥ ১৮৯ ॥
অথ কর্ম্মাদ্যর্পণং ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে দাস্যেনৈব সমর্পয়েৎ।
ত্রিভির্ম্মন্ত্রৈঃ স্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণ্যাত্মানমপ্যথ ॥ ১৯০ ॥
মন্ত্রাশ্চৈতে ॥

অকালে ভোজনাদিসময়ে ॥ ১৮৮ ॥

ভ্রমরিকা আবর্ত্তবদ্ভ্রমণং তদ্রূপাং প্রদক্ষিণাং নৈব কুর্য্যাৎ তত্র হেতুঃ। প্রভৌ ভগবতি বৈমুখ্যং পৃষ্ঠদানং তস্য আপাদনীং কারিণীং ॥ ১৮৯ ॥

দাস্যেনৈব ব্রহ্মার্পণাদিরূপেণ। অথানন্তরং আত্মানমপি তথৈব সমর্পয়েৎ ॥ ১৯০ ॥

একহস্তে প্রণাম, একবার মাত্র প্রদক্ষিণ এবং অকালে অর্থাৎ ভোজনাদি সময়ে বিষ্ণুকে দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয় ॥১৮৮॥

আরও বলি ॥

কৃষ্ণের সম্মুখে মণ্ডলাকারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবে না। ঐরূপ করিলে প্রভুর অভিমুখে পশ্চাদ্ভাগ স্থাপিত হয় ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

বৈমুখ্য রূপ কারণ বশতঃ প্রদক্ষিণ করিবে না ॥ ১৮৯ ॥

অথ কর্ম্মাদি অর্পণ ॥

অনন্তর তিনটী মন্ত্র দ্বারা স্বীয় কর্ম্ম সমুদায় দাসত্ব ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিবে। অনন্তর আত্মাকেও সমর্পণ করিবে ॥ ১৯০ ॥

সেই তিনটী মন্ত্র এই ॥

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারবতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণার্পণং ভবতু স্বাহা ॥ মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়ে সমর্পয়ামীতি । ওঁ তৎসদিতি ॥ ১৯১ ॥

অথ তত্র কর্ম্মার্পণং ॥

বৃহন্নারদীয়ে ॥

বিরাগী চেৎ কর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ ॥ ১৯২ ॥

অতএব কূর্ম্মপুরাণে ॥

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ ।

মনসা যৎস্মৃতং । বাচা যদুক্তং হস্তাদিভিঃ কর্ম্মণা যৎকৃতমিতি সম্বন্ধঃ । তত্র শিশ্না-শিশ্নেন ॥ ১৯১ ॥

হরির্মে প্রীয়তামিত্যেবং সমর্পয়েৎ ॥ ১৯২ ॥

প্রীণাত্বিতি বুদ্ধ্যা করোতি যৎ । পরং শ্রেষ্ঠং নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতৎ ব্রহ্মৈব কুরুতে

প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মে অধিকারী হইয়া আমি ইহার পূর্ব্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় মনে যাহা স্মরণ করিয়াছি, বাক্যে যাহা বলিয়াছি এবং কর্ম্ম অর্থাৎ কায়িক ব্যাপার, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যাহা করিয়াছি তৎসমুদায় শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হউক ॥

আপনাকে এবং মদীয় সমস্ত বস্তু হরিকে সমর্পণ করিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক, নিত্য স্বরূপ সেই ব্রহ্ম ॥ ১৯১ ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ কর্ম্মার্পণ ॥

বৃহন্নারদপুরাণে ॥

কর্ম্মফলে বিরক্ত হইলে কিছুই করিবে না, হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, এই বলিয়া নিজকৃত কর্ম্ম অর্পণ করিবেন ॥ ১৯২ ॥

অতএব কূর্ম্মপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

নিত্য স্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বর আমার এই কর্ম্ম দ্বারা প্রসন্ন হউন

করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরং।
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমং ॥ ১৯৩ ॥
অথ কর্ম্মার্পণবিধিঃ ॥
দক্ষেণ পাণিনার্ঘ্যস্থং গৃহীত্বা চুলুকোদকং।
নিধায় কৃষ্ণপাদাব্জসমীপে প্রার্থয়েদিদং ॥
পাদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
তৎপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন ॥
অথ কর্ম্মার্পণমাহাত্ম্যং ॥
বৃহন্নারদীয়ে ॥

তথাঽত্র তদ্ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমিত্যাদিনা তত্রৈবোক্তপ্রকারদর্শনাৎ। সংন্যাসং সমর্পণং কর্ম্মণাম্বা সংন্যাসং ॥ ১৯৩ ॥
দক্ষেণ দক্ষিণেন। অর্ঘ্যস্থং অর্ঘ্যপাত্রবর্ত্তি চুলুকমাত্রোদকং ॥ ১৯৪ ॥

এই জ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়, তৎ সমুদায়ই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ ॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মই সমুদায় করিতেছেন, আমি কিছুই করিতেছি না এই প্রকার জ্ঞান ব্রহ্মার্পণ ॥

অথবা পরমেশ্বরে কর্ম্মের ফল সমর্পণ করিলেও শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ শব্দে অভিহিত হইয়াথাকে ॥ ১৯৩ ॥

অথ কর্ম্মার্পণবিধি ॥

দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যপাত্রস্থ এক চুলুক জল লইয়া কৃষ্ণের পাদপদ্ম সমীপে রাখিয়া এই প্রার্থনা করিবে ॥

হে ত্রিবিক্রম! হে ত্রৈলোক্যাধিপতে! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! আপনার অনুগ্রহে এই জল আপনার পাদ্য হউক ॥

অথ কর্ম্মার্পণমাহাত্ম্য ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ॥

পরলোকফলপ্রেপ্সুঃ কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।
হরের্নিবেদয়েত্তানি তৎ সর্ব্বং ত্বক্ষয়ং ভবেৎ॥
অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে॥
কৃষ্ণার্পিতফলাঃ কৃষ্ণং স্বধর্ম্মেণ যজন্তি যে।
বিষ্ণুভক্ত্যর্থিনো ধন্যাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥ ১৯৪॥
অথ স্বার্পণবিধিঃ॥
অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎ কৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ॥ ১৯৫॥
তথাচোক্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদৈঃ॥

অংশোঽস্মি ইত্যনেন নিত্যমুক্তশুদ্ধস্বভাবত্বাদিকং। অতঃ সদা দাসোঽস্মীতি নিত্যদাস্যং চাভিপ্রেতং। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ। যদ্বা। তথাপি সর্ব্বথা যা তস্য ভগবতঃ কৃপা তস্যা অপেক্ষকঃ তদেকপ্রার্থক ইতি প্রেমপরতা সূচিতা। ইতি এবমেবাত্মানং সম্যগর্পয়েৎ নিবেদয়েৎ। নত্বৈক্যেনেত্যর্থঃ॥ ১৯৫॥

পরলোকে ফল প্রাপ্তি কামনায় যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং হরিকে তৎসমুদায় নিবেদন করেন, তাঁহার সেই সকল কর্ম্ম অক্ষয় হয়॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে কথিত হইয়াছে॥

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মানুসারে তাঁহার অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই ধন্য, অতএব তাঁহাদিগকেও নমস্কার নমস্কার॥ ১৯৪॥

অথ আত্মার্পণবিধি॥

আমি ভগবানের অংশ স্বরূপ এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার দাস, আমি নিয়ত তাঁহার কৃপাপ্রার্থী, এইরূপে আত্মসমর্পণ করিবেন॥ ১৯৫॥

এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন॥

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ১৯৬ ॥
অথাত্মার্পণমাহাত্ম্যং ॥
সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ ॥
ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।

তচ্চ মায়াবাদ্যাচার্য্যোক্ত্যাপি সম্বাদয়তি সত্যপীতি ভেদস্য মায়াকৃতসংসারিত্বাদেরপগমে বৃত্তেঽপি। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সত্যপীত্যর্থঃ। তবাহং দাসোঽস্মীত্যর্থঃ। নতু মামকীনস্ত্বং। অংশেনাংশিনো ব্যাপকত্বাসম্ভবাৎ। তথা সতি সাম্যাপত্তেঃ। এবং ভেদাভেদসিদ্ধান্তোক্তমতেঽদেঽপি ভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি সামুদ্র ইতি। তরঙ্গস্য জলময়ত্বাদিনা সমুদ্রাদভিন্নত্বেঽপি অংশতয়া পরিচ্ছিন্নত্বাদিনা ততো ভিন্ন এবেতি দিক্। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং বিস্তরেণ বিবৃতমেবাস্তি ॥ ১৯৬ ॥

ধর্ম্মোঽর্থঃ কামশ্চেতি যস্ত্রিবর্গঃ। তদর্থঞ্চ যে ঈক্ষাদ্যা অভিহিতাঃ ঈক্ষা আত্মবিদ্যা-ত্রয়ী ধর্ম্মবিদ্যা নয়স্তর্কঃ দমো দণ্ডনীতিঃ বিবিধা চ বার্ত্তা জীবিকা তদেতৎসর্ব্বং নিগমস্য বেদস্যার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিণো নিজপ্রিয়তমস্য বা পরমস্য পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বাত্মার্পণং স্বাত্মনি অর্পণং সংযোজনং। যদ্বা। স্বাত্মনঃ স্বকীয়দেহস্য মনসো বা কিম্বা জীবাত্মনস্তস্মিন্নর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং তৎসাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে সত্যপরত্বাৎ। অন্যথাতু তৎ সর্ব্বমসত্যমেব। অথবা তদেতদখিলং নিগমস্য ত্রৈগুণ্যবিষয়স্য প্রতিপাদ্যং মন্যে।

হে নাথ! ব্রহ্ম ও অবিদ্যায় ভেদজ্ঞান না থাকিলেও আমি আপনা হইতে ভিন্ন, কিন্তু আপনি আমা হইতে ভিন্ন নহেন, যে হেতু সমুদ্রের তরঙ্গ জলময় হইলেও তরঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, কখন তাহা সমুদ্র নামে অভিহিত হয় না ॥ ১৯৬ ॥

আত্মার্পণমাহাত্ম্য ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সাধনের নিমিত্ত যে ইক্ষা (আত্মজ্ঞান) ত্রয়ী (ধর্ম্মজ্ঞান) নয় (তর্ক) দম (দণ্ডনীতি) ও বার্ত্তার (জীবিকার)

মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ ১৯৭॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে॥

মর্ত্ত্যো যদাত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥১৯৮॥

অথ জপঃ॥

জপস্য পুরতঃ কৃত্বা প্রাণায়ামত্রয়ং বুধঃ।

সত্যং পুনর্নিস্ত্রৈগুণ্যলক্ষণং পরমস্য পুংসঃ স্বাত্মার্পণমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতাসু। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনেতি॥ ১৯৭॥

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা সন্ নিবেদিতাত্মা ভবতি তদাঽসৌ মে বিচিকীর্ষিতঃ প্রেমভক্ত্যাদিপ্রদানেন বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি। তদা চ অমৃতত্বং সংসারধ্বংসেন মরণাতীতত্বং পরমানন্দরসত্বা। যদ্বা। মমাধরামৃতং গোপ্যত্বেন স্পষ্টং তদনুক্তিঃ। অবিরতপানেন তত্র সংলগ্নত্বাৎ অভেদবিবক্ষায়াং ত্বপ্রত্যয়ঃ। প্রতিপদ্যমানঃ প্রাপ্নুবন্ ময়া সহ আত্মভূয়ায় অত্যন্তসংযোগায় কল্পতে যোগ্যঃ সমর্থো বা ভবতি। বৈ ধ্রুবং॥ ১৯৮॥

বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায় বেদেরই প্রতিপাদ্য বলিয়া বিবেচনা হয়, আর অন্তর্যামী পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে যে আত্মসমর্পণ তাহাই সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়॥ ১৯৭॥

একাদশস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
শ্রীভগবান্ ও উদ্ধবের সম্বাদে॥

মনুষ্য সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক যদি আমাতে আত্মনিবেদন করে এবং মদীয় প্রীতিকর কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়, তাহা হইলে অমরত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সমর্থ হয়॥ ১৯৮॥

অথ জপ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি জপের পূর্ব্বে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মন্ত্রের অর্থ

মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বঞ্চ জপেদষ্টোত্তরং শতং।
মূলং লেখ্যেন বিধিনা সদৈব জপমালয়া॥ ১৯৯॥
শক্তোঽষ্টাধিকসাহস্রং জপেত্তং চার্পয়ন্ জপং।
প্রাণায়ামাংশ্চ কৃত্বা ত্রীন্ দদ্যাৎ কৃষ্ণকরে জলং॥
তত্র চায়ং মন্ত্রঃ॥
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে ইতি॥ ২০০॥

মন্ত্রস্যার্থঃ অভিধেয়ং তস্য স্মৃতিরনুসন্ধানং তৎপূর্ব্বকং মূলং নিজমন্ত্রং লেখ্যেন অগ্রে পুনশ্চরণপ্রকরণে লিখিষ্যমাণেন বিধিনা অর্থশ্চ পূর্ব্বতাপন্যাদ্যুক্তানুসারেণ তত্র চ সর্ব্বদা জপমালয়ৈব অষ্টোত্তরশতবারান্ জপেৎ। অর্থশ্চ পূর্ব্বতাপনীয়াদ্যুক্তানুসারেণ জ্ঞেয়ঃ। তথাচ ক্রমদীপিকায়াং। স্বাহেতি স্বাত্মানং গময়ামীতি স্বতেজসে তস্মৈ ইতি তথা। অথবা ব্রজ-যুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি মাং মদীয়মপীতি। এবং শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে স্বাত্মসমর্পণরূপ এবার্থ ইতি দিক্॥ ১৯৯॥

শক্তশ্চেদষ্টাধিকসহস্রবারান্ সংজপেৎ। তঞ্চ জপং সমর্পয়ন্ শ্রীভগবতি স্থিতে সাক্ষাদ্বর্ত্তমানে সতি। যদ্বা। ত্বয়ি স্থিতঃ ত্বন্নিষ্ঠো যো জনস্তস্মিন্ যা সিদ্ধিঃ সা মে

স্মরণ করিবেন এবং পশ্চাল্লিখিত বিধি অনুসারে জপ-মালাতেই এক-শত অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন॥ ১৯৯॥

আর যদি সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে একসহস্র অষ্টবার জপ করি-বেন। জপ সমাপন হইলে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে জল প্রদান করিবেন॥

তদ্বিষয়ে মন্ত্র এই॥

হে দেব! আপনি গুহ্য এবং অতিশয় গুহ্য বিষয়েরও রক্ষক, আমার কৃত জপ গ্রহণ করুন। আপনার প্রতি যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে, তাঁহারা যে সিদ্ধি লাভ করেন, আপনার অনুগ্রহে যেন আমার সেই সিদ্ধি লাভ হয়॥ ২০০॥

জপ প্রকারো যোঽপেক্ষ্যোমালাদিনিয়মাত্মকঃ।
পুরশ্চর্য্যা প্রসঙ্গেতু স বিলেখিষ্যতেঽগ্রতঃ ॥ ২০১ ॥
অর্পিতং তঞ্চ সঞ্চিত্য স্বীকৃতং প্রভুণাখিলং।
পুনঃ স্তুত্বা যথাশক্তি প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং ॥ ২০২ ॥
অথ প্রার্থনং। আগমে ॥
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥
কিঞ্চ ॥
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।

ভবতুঃ ॥ ২০০ ॥

আদিশব্দাৎ অঙ্গুল্যাদিবাগাদিচ। সোঽগ্রে লেখিষ্যতে। অতএব জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥২০১

ভগবত্যর্পিতং তঞ্চ জপমখিলং প্রভুণা ভগবতা স্বীকৃতমিতি সঞ্চিন্ত্য ॥ ২০২ ॥

আবেদিতং সমর্পিতং ॥ ২০৩ ॥

মালার নিয়মাদি সম্বলিত জপের বিশেষ ভেদ পশ্চাৎ পুরশ্চরণ-প্রকরণে লিখিত হইবে ॥ ২০১ ॥

ভগবানে অর্পিত হইলে সেই সমস্ত জপ যেন তিনি গ্রহণ করিলেন এরূপ চিন্তা করিবে এবং যথাশক্তি পুনর্ব্বার স্তব ও প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিবে ॥ ২০২ ॥

অথ প্রার্থনা, তন্ত্রে ॥

হে দেব! হে জনার্দ্দন! মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন হইয়া আমি যে পূজা করিয়াছি তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হউক ॥

আরও ॥

ভক্তিসহকারে যে সমুদায় পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, প্রদত্ত হইয়াছে,

আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্গৃহাণানুকম্পয়া ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতং।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনম্বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
কিঞ্চ ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়াকৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং ॥ ২০৩ ॥
স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥ ২০৪ ॥
অপিচ ॥
কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ বামন বাসুদেব জগদ্গুরো।

যত্র কুত্রাপি কথঞ্চিন্মম স্থিতিরূর্দ্ধাবস্থানং তব সেবারূপা ভবত্বিত্যর্থঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যং ইত্থং সর্ব্বাত্মনা মদীয়ং চেষ্টিতং ত্বয়ি ভূয়াৎ ত্বদ্ভক্তিরূপং ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ২০৪ ॥

নিবেদত সেই সকল বস্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। বিধিহীন ও মন্ত্রহীন অথবা ক্রিয়ামন্ত্র বিহীন যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সে সমুদায় আপনি ক্ষমা করিতে যোগ্য হউন ॥

আরও ॥

অজ্ঞান বশতই হউক আর জ্ঞান বশতই হউক আমি যে যে অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, তৎসমুদায় আপনি ক্ষমা করুন এবং আমাকে দাস ভাবে গ্রহণ করুন ॥ ২০৩ ॥

হে বিষ্ণো! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তব ও বাক্য প্রভৃতি আমার সমুদায় চেষ্টা যেন আপনার উদ্দেশেই সম্পন্ন হয় ॥ ২০৪ ॥

আরও ॥

হে কৃষ্ণ! হে রাম! হে মুকুন্দ! হে বামন! হে বাসুদেব! হে জগদ্গুরো! হে মৎস্য! হে কচ্ছপ! হে নৃসিংহ! হে বরাহ!

মৎস্য কচ্ছপ নারসিংহ বরাহ রাঘব পাহি মাং।
দেব দানব নারদাদি বন্দ্য দয়ানিধে
দেবকীসুত দেহি মে তব পাদভক্তিমচলাং॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥ ২০৫॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু॥

অচ্যুতা অব্যভিচারিণী॥ ২০৫॥

যা যাদৃশী প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়াসক্তানাং বিষয়েষু অনপায়িনী অব্যবচ্ছিন্না ভবতি। সা তাদৃশী প্রীতিঃ ত্বামনুস্মরতঃ সতো মে হৃদয়াৎ নাপসর্পতু নাপযাতু সদা তৎস্মরণে সম্পদ্যতামিত্যর্থঃ। যদ্বা। হে নাথ হে লক্ষ্মীপতে সা বিষয়ে প্রীতিস্ত্বামনুস্মরতো মে হৃদয়াৎ সর্পতু নির্গচ্ছতু। তৎপ্রীতৌ সত্যাং তদনুস্মরণাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। যদ্বা। হৃৎ অয়ন্তে স্বভাবতঃ প্রাপ্নুবন্তীতি হৃদয়া বিষয়াঃ গৃহপুত্রাদয়ো বা তান্ কদাচিৎ কালান্তরে স্মরতোঽপি মে সা প্রীতিস্ত্বামনুলক্ষীকৃত্য অনপায়িনী সতী সর্পতু প্রসরতু। অবিবেকানা-

হে রাঘব! আমাকে রক্ষা করুন। হে দেব-দৈত্য-নারদাদির বন্দনীয়! হে দয়ানিধে! হে দেবকীনন্দন! আপনার চরণারবিন্দে আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান করুন॥

বিষ্ণুপুরাণে॥

হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি যোনি সহস্রের মধ্যে যে যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মে যেন আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে॥ ২০৫॥

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রীতি কেবল বিষয়েই সম্বন্ধ থাকে কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে প্রীতির উদয় হইল,

পাণ্ডবগীতায়াং ॥

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র তত্র।
জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাঽব্যভিচারিণী চ ॥

পাদ্মে ॥

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ২০৬ ॥

অথাপরাধক্ষমাপণং ॥

ততোঽপরাধান্ শ্রীকৃষ্ণং ক্ষমাশীলং ক্ষমাপয়েৎ।
সকাকু কীর্ত্তয়ন্ শ্লোকানুত্তমান্ সাম্প্রদায়িকান্ ॥

মপি কদাচিৎ বিষয়েষু প্রীতেরপায়ং কুণ্ঠতাং চাশঙ্ক্যোক্তং অনপায়িনীতি ॥ ২০৬ ॥

ইহা যেন মদীয় চিত্ত হইতে কখন অপগত না হয় ॥

পাণ্ডবগীতায় ॥

হে কেশব! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ এবং মনুষ্য এই সকলের মধ্যে আমি যে কোন জন্ম গ্রহণ করি না কেন আপনার অনুগ্রহে সেই জন্মেই যেন আপনার প্রতি আমার দৃঢ় অবিচলা ভক্তি থাকে ॥

পদ্মপুরাণে ॥

যে রূপ যুবতির যুবাতে এবং যুবার যুবতিতে পরস্পর মন অভিরমিত হয়, সেইরূপ যেন আমার মন আপনাতে গিয়া একান্ত আসক্ত থাকে ॥ ২০৬ ॥

অথ অপরাধক্ষমাপ্রার্থনা ॥

অনন্তর সম্প্রদায়শুদ্ধ উত্তম-শ্লোকসকল কাতরস্বরে পাঠ করিয়া ক্ষমাশীল শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ॥

তথাহি ॥

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥

কিঞ্চ ॥

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং ॥ ২০৭ ॥

অথাপরাধাঃ। আগমে ॥

যানৈর্ব্বা পাতুকৈর্ব্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে।
দেবোৎসবাদ্যসেবা চ অপ্রণামস্তদগ্রতঃ।
উচ্ছিষ্টে বাঽথ বাঽশৌচে ভগবদ্দর্শনাদিকং।
একহস্তপ্রণামশ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং।

নন্থ তবাপরাধাঃ ক্ষম্যা ন ভবন্তীতি চেত্তত্র লিখতি প্রতিজ্ঞেতি। অন্যথা অপরাধাচরণানন্তরমেব প্রাণান্ ত্যক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ২০৭ ॥

তদ্বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

হে মধুসূদন! আমি দিবারাত্রির মধ্যে যে সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, তৎসমুদায় আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করুন ॥

আরও ॥

হে গোবিন্দ! আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হয় না, এই আপনার প্রতিজ্ঞা আছে, আমি ইহা স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি ॥ ২০৭ ॥

অথ অপরাধ সকল। তন্ত্রে ॥

যানে আরোহণ করিয়া বা পদে পাতুকা লইয়া ভগবদালয়ে গমন। ১। দেবোৎসবাদি অদর্শন। ২। দেবতা প্রভৃতির সম্মুখে প্রণাম না করন। ৩। উচ্ছিষ্ট বা অশৌচ অবস্থায় ভগবদ্দর্শনাদি। ৪। একহস্তে

পাদপ্রসারণং চাগ্রে তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং।
শয়নং ভক্ষণং বাপি মিথ্যাভাষণমেব চ।
উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্পো রোদনানি চ বিগ্রহঃ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চৈব নৃষু চ ক্রূরভাষণং।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ।
অশ্লীলভাষণং চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণং।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণং।
তত্তৎকালোদ্ভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনাদিকে।
পৃষ্ঠীকৃত্যাসনঞ্চৈব পরেষামভিবাদনং।
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনং তথা।

অগ্র ইত্যনুবর্ত্তত এব বায়ুবিমোক্ষণমিত্যন্তং। তথা পৃষ্ঠীকৃত্যাসনমিত্যত্র পরেষামভিবাদনমিত্যত্রাপি জ্ঞেয়ং। গুরৌ মৌনং স্তুত্যাদ্যকরণং॥ ২০৮॥

প্রণাম। ৫। ভগবানের সম্মুখে প্রদক্ষিণ। ৬। তাঁহার অগ্রে পাদপ্রসারণ। ৭। পর্য্যঙ্কবন্ধন (বস্ত্র দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় বন্ধন)। ৮। শয়ন।৯। ভক্ষণ। ১০। মিথ্যাভাষণ। ১১। উচ্চবাক্য প্রয়োগকরন। ১২। পরস্পর গল্প। ১৩। রোদন। ১৪। বিরোধ। ১৫। নিগ্রহ। ১৬। অনুগ্রহ। ১৭। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ। ১৮। কম্বল আবরণ। ১৯। পরনিন্দা। ২০। পরস্তুতি। ২১। অশ্লীলবাক্য কথন। ২২। অধোবায়ুবিমোক্ষন। ২৩। শক্তি থাকিতে গৌণ উপচার দান। ২৪। কোন দ্রব্য নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ। ২৫। যে সময়ে যে ফল উৎপন্ন হয়, তৎসমুদায় অর্পণ না করা।২৬। যে দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যে গ্রহণ করিয়াছে, এমত দ্রব্যের অবশিষ্ট দান। ২৭। ভগবান্‌কে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন। ২৮। ভগবানের অগ্রে অন্যকে অভিবাদন। ২৯। গুরুকে স্তবাদি না করন। ৩০। স্বমুখে নিজপ্রশংসা। ৩১। এবং

অপরাধাস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎপরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২০৮ ॥

বারাহে ॥

দ্বাত্রিংশদপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া।
বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।
যে বৈ ন বর্জয়ন্ত্যেতান্ অপরাধান্ ময়োদিতান্।
সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্টাঃ পচ্যন্তে নরকে চিরং।
রাজান্নভক্ষণঞ্চৈকমাপদ্যপি ভয়াবহং।
ধ্বান্তাগারে হরেঃ স্পর্শঃ পরং সুকৃতনাশনঃ ॥ ২০৯ ॥
তথৈব বিধিমুল্লঙ্ঘ্য সহসা স্পর্শনং হরেঃ।
দ্বারোদ্ঘাটো বিনা বাদ্যং ক্রোড়মাংসনিবেদনং ॥ ২১০ ॥
পাদুকাভ্যাং তথা বিষ্ণোর্মন্দিরায়োপসর্পণং।

একমপরাধং বিজানীয়াদিতি শেষঃ একং কেবলমিতি বা ॥ ২০৯ ॥
বিধিমুল্লঙ্ঘ্য আচমনাদিকমকৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২১০ ॥
কলনং স্পর্শনং ॥ ২১১ ॥

দেবতানিন্দন। ৩২। বিষ্ণুর নিকট এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২০৮ ॥

বরাহপুরাণে ॥

হে পৃথিবি! আমি যে দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কীর্ত্তন করিলাম, বৈষ্ণবব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা তৎসমুদায় বর্জন করিবেন ॥

যাহারা আমার কথিত এই সকল অপরাধ বর্জন না করে, তাহারা সর্ব্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট হইয়া নরকে চিরকাল বাস করে ॥

বিপৎকালেও রাজান্ন ভক্ষণ করিলে একটী বিষম অপরাধ হয়। আর অন্ধকারময় গৃহে হরিকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় পুণ্য নষ্ট হয়॥২০৯

বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া হরিকে স্পর্শ করা, বাদ্যব্যতিরেকে বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, শূকরমাংস নিবেদন ॥ ২১০ ॥

পাদুকা লইয়া দেবালয়ে গমন। কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ। বিষ্ণু

কুক্কুরোচ্ছিষ্টকলনং মৌনভঙ্গোঽচ্যুতার্চ্চনে।
তথা পূজনকালে চ বিড়ুৎসর্গায় সর্পণং।
শ্রাদ্ধাদিকমকৃত্বা চ নবান্নস্য চ ভক্ষণং।
অদত্ত্বা গন্ধমাল্যাদি ধূপনং মধুঘাতিনঃ।
অকর্ম্মণ্যপ্রসূনেন পূজনঞ্চ হরেস্তথা।
অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠঞ্চ কৃত্বা নিধুবনং তথা।
স্পৃষ্টা রজস্বলাং দীপং তথা মৃতকমেব চ।
রক্তং নীলমধৌতঞ্চ পারক্যং মলিনং পটং।
পরিধায় মৃতং দৃষ্ট্বা বিমুচ্যাপানমারুতং।
ক্রোধং কৃত্বা শ্মশানঞ্চ গত্বা ভূত্বাপ্যজীর্ণভুক্।
ভক্ষয়িত্বা ক্রোড়মাংসং পিণ্যাকং জালপাদকং।
তথা কুসুম্ভশাকঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গং বিধায় চ।
হরেঃ স্পর্শো হরেঃ কর্ম্মকরণং পাতকাবহং ॥ ২১১ ॥
কিঞ্চ। তত্রৈব ॥

পূজায় মৌনব্রত ভঙ্গ। পূজাকালে মলত্যাগের নিমিত্ত গমন। শ্রাদ্ধাদি না করিয়া নবান্ন ভক্ষণ। গন্ধমাল্যাদি ও ধূপন ব্যতিরেকে এবং অপ্রশস্ত পুষ্পে হরিপূজা। দন্তধাবন না করিয়া, সম্ভোগ করিয়া, রজস্বলা স্ত্রী, দীপ এবং মৃতব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া, রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় ও মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া, শবদর্শন করিয়া, অধোবায়ু পরিত্যাগ করিয়া, ক্রোধ করিয়া, শ্মশানে গিয়া, অজীর্ণভোজী হইয়া, শূকরমাংস, পিণ্যাক (তিলের খলি), জালপাদক (হংস) ও কুসুম্ভ শাক ভক্ষণ করিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া হরিকে স্পর্শ করা ও তাঁহার কর্ম্ম করা, এই সমুদায় কার্য্য করিলে অতিশয় পাতক হয় ॥ ২১১ ॥

আরও, ঐ গ্রন্থেই ॥

মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য অস্মাকং যঃ প্রপদ্যতে।
মুক্ত্বা চ মম শাস্ত্রাণি শাস্ত্রমন্যৎ প্রভাষতে ॥ ২১২ ॥
মদ্যপস্তু সমাসাদ্য প্রবিশেদ্ভবনং মম ॥ ২১৩ ॥
যো মে কুসুম্ভশাকেন প্রাপণং কুরুতে নরঃ।
অপিচ ॥
মম দৃষ্টেরভিমুখং তাম্বূলং চর্ব্বয়েত্তু যঃ।
কুরুবক পলাশৈস্তৈঃ পুষ্পৈঃ কুর্য্যান্মমার্চ্চনং।
মমার্চ্চামাসুরে কালে যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ।
পীঠাসনোপবিষ্টো যঃ পূজয়েদ্বা নিরাসনঃ।
বামহস্তেন মাং ধৃত্বা স্নাপয়েদ্বা বিমূঢ়ধীঃ।

মম শাস্ত্রং মদুক্তং পঞ্চরাত্রাদি। যদ্বা। ভক্তিপ্রধানং বহিষ্কৃত্য অনাদৃত্য। অস্মাকং অস্মান্ ॥ ১১২ ॥

ভবনং সমাসাদ্য প্রাপ্য বিশেৎ। যদ্বা। সমাসাদ্যেতি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। মদ্যপমিতি দ্বিতীয়ান্ত পাঠো বা। ততশ্চ। সমাসাদ্য সমাগম্য স্পৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ২১৩ ॥

যে ব্যক্তি আমার কথিত পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র অথবা ভক্তিপ্রধান-গ্রন্থ অনাদর করিয়া আমাদিগকে আরাধনা করে এবং আমার শাস্ত্র সকল খুলিয়া অন্য শাস্ত্রকে প্রকর্ষরূপে বলে ॥ ২১২ ॥

এবং যে মদ্যপায়ির সঙ্গ করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ॥২১৩

যে কুসুম্ভ শাক সহকারে আমাকে নৈবেদ্য অর্পণ করে তাহারা সকলেই অপরাধী হয় ॥

আরও ॥

যে ব্যক্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ করে, কুরুবক ও পলাশ পুষ্পে আমার অর্চ্চনা করে, মূঢ়বুদ্ধি যে নর আসুরিক কালে আমার পূজা করে, যে পীঠাসনে অথবা নিরাসনে আমার পূজা করে,

পূজা পর্য্যুষিতৈঃ পুষ্পৈঃ ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনং ॥ ২১৪ ॥
তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরোভূত্বা যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
যাচিতৈঃ পত্রপুষ্পাদ্যৈর্যঃ করোতি মমার্চ্চনং।
অপ্রক্ষালিতপাদো যঃ প্রবিশেন্মম মন্দিরং।
অবৈষ্ণবস্য পক্কান্নং যো মহ্যং বিনিবেদয়েৎ।
অবৈষ্ণবেষু পশ্যৎসু মম পূজাং করোতি যঃ।
অপূজয়িত্বা বিঘ্নেশং সম্ভাষ্য চ কপালিনং ॥ ২১৫ ॥
নরঃ পূজাস্তু যঃ কুর্য্যাৎ স্নপনঞ্চ নখাম্ভসা।
অমৌনী ঘর্ম্মলিপ্তাঙ্গো মম পূজাং করোতি যঃ ॥ ২১৬ ॥
জ্ঞেয়াঃ পরেঽপি বহবোঽপরাধাঃ সদসম্মতৈঃ।

প্রাপণং নৈবেদ্যং। ষ্ঠীবনং গর্ব্বকল্পনঞ্চেতি দ্বয়ং ভগবদালয়ে জ্ঞেয়ং ॥ ২১৪ ॥
যাচিতৈঃ যাচিত্বা গৃহীতৈঃ শক্তৌ সত্যামিতি শেষঃ ॥ ২১৫ ॥
নখাম্ভসা নখস্পৃষ্টজলেন ॥ ২১৬ ॥
ন কেবলমেতাবন্ত এব অন্যেপি সন্তীতি লিখতি জ্ঞেয়া ইতি সতাং বৈষ্ণবানা-

যে অজ্ঞান ব্যক্তি বামহস্তে ধারণ করিয়া আমাকে স্নান করায়, যে পর্য্যুষিত পুষ্পে পূজা করে, যে বিষ্ণুমন্দিরে নিষ্ঠীবন ত্যাগ ও গর্ব্ব প্রকাশ করে ॥ ২১৪ ॥

যে বক্র ভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া আমার পূজা করে, যে শক্তি থাকিতে পত্র পুষ্পাদি অন্যের নিকট চাহিয়া লইয়া আমার পূজা করে, যে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া আমার মন্দিরে প্রবেশ করে, যে বৈষ্ণব-ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্কান্ন আমাকে নিবেদন করে, যে অবৈষ্ণব সকলের সম্মুখে আমার পূজা করে, যে গণেশের পূজা না করিয়া এবং কপাল-ধারির সহিত সম্ভাষা করিয়া ॥ ২১৫ ॥

যে মনুষ্য পূজা করে। আর যে ব্যক্তি নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা আমাকে স্নান করাইয়া, মৌনভঙ্গ করিয়া এবং ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া পূজা করে, ইহারা সকলেই অপরাধী হয় ॥ ২১৬ ॥

এতদ্ব্যতীত, সাধুগণের অসম্মত আচার ও শাস্ত্রবিহিত এবং নিষিদ্ধ

আচারৈঃ শাস্ত্রবিহিতনিষিদ্ধাতিক্রমাদিভিঃ ॥
তত্রাপি সর্ব্বথা কৃষ্ণনির্ম্মাল্যন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ ॥
তথাচ নারসিংহে শান্তনুং প্রতি নারদবাক্যং ॥
অতঃ পরন্তু নির্ম্মাল্যং ন লঙ্ঘয় মহীপতে ।
নরসিংহস্য দেবস্য তথান্যেষাং দিবৌকসাং ।
কৃষ্ণস্য পরিতোষেপ্সুর্ন তচ্ছপথমাচরেৎ ।
নানাদেবস্য নির্ম্মাল্যমুপযুঞ্জীত চ ক্বচিৎ ॥
তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং দেবেশশপথং নরঃ ।
ন করোতি হি যো ব্রহ্মংস্তস্য তুষ্যতি কেশবঃ ।
ন ধারয়তি নির্ম্মাল্যমন্যদেবধৃতন্তু যঃ ।

মসম্মতৈরাচারৈঃ কৃত্বা হেতুভির্ব্বা তামেব লিখতি শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রেণ বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ যৎ তদতিক্রমাদিভিঃ। আদিশব্দেন নিজসম্প্রদায়াচারাতিক্রমাদয়ঃ ॥ ২১৭ ॥

আচারাদি অতিক্রম করিলেও অপরাধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যে কখন অশ্রদ্ধা করিবে না ॥

ঐ বিষয়ে নৃসিংহপুরাণে শান্তনুর প্রতি নারদের বাক্য ॥

হে রাজন্ ! ইহার পর নৃসিংহদেবের এবং অন্যান্য দেবতার নির্ম্মাল্যে অবজ্ঞা করিও না ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখন তাঁহার শপথ করিবেন না এবং কোন সময়েও নানা দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিবেন না ॥

ঐরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

হে ব্রহ্মন্ ! আপদ্‌কালে বা কষ্ট উপস্থিত হইলেও যে ব্যক্তি ভগবানের শপথ না করে, কেশব তাহার প্রতি তুষ্ট হয়েন ॥

আর যে মনুষ্য অন্যদেবধৃত নির্ম্মাল্য ধারণ না করে এবং অন্য

ভুঙ্‌ক্তে ন চান্য নৈবেদ্যং তস্য তুষ্যতি কেশব ইতি।

অথাপরাধশমনং ॥

সম্বৎসরস্য মধ্যেচ তীর্থে শৌকরকে মম।
কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরঙ্কে যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ।
সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥

স্কান্দে ॥

অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়স্তু সংপঠেৎ।
দ্বাত্রিংশদপরাধৈস্তু অহন্যহনি মুচ্যতে ॥

তত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥

দেবতার নৈবেদ্য ভোজন না করে তাহার প্রতি কেশব সন্তুষ্ট হয়েন ॥

অপরাধশমন ॥

সম্বৎসর মধ্যে শৌকরতীর্থে উপবাসী থাকিয়া গঙ্গা স্নান করিলে শুদ্ধি লাভ করে। মথুরাতেও ঐরূপ করিলে অপরাধী ব্যক্তি শুচি হয়। এই দুই তীর্থের নিকটে থাকিয়া যে ব্যক্তি ভগবানের সেবা করেন, তিনি অতিশয় পুণ্যবান্ তাঁহার সহস্র জন্মের সঞ্চিত অপরাধ সকল বিনষ্ট হয় ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যে মনুষ্য প্রতিদিন গীতাধ্যায় পাঠ করেন, তিনি দিন দিন দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ হইতে মুক্ত হয়েন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

যে ব্যক্তি তুলসী দ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করেন, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন ॥

তত্রৈবান্যত্র ॥

দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবং।
দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ।
যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ।
অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশব ইতি ॥ ২১৭ ॥

অথ শেষগ্রহণং ॥

ততো ভগবতা দত্তং মন্যমানো দয়ালুনা।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা শেষং শিরসি ধারয়েৎ ॥ ২১৮ ॥

অথ নির্ম্মাল্যধারণনিত্যতা ॥

পাদ্মে শ্রীগৌতমাম্বরীষসম্বাদে ॥

অম্বরীষ হরের্লগ্নং নীরং পুষ্পং বিলেপনং।
ভক্ত্যা ন ধত্তে শিরসা শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥

শেষং নির্ম্মাল্যং ॥ ২১৮ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই অন্যস্থলে ॥

দ্বাদশীতে জাগরণে যিনি তুলসীর স্তব পাঠ করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ ক্ষমা করেন ॥

কৃষ্ণশস্ত্রে অঙ্কিত হইয়া যে মনুষ্য হরির পূজা করেন, কেশব সর্ব্বদা তাঁহার সহস্র প্রকার অপরাধ মার্জনা করেন ॥ ২১৭ ॥

অথ নির্ম্মাল্যগ্রহণ ॥

অনন্তর যেন ভগবান্ দয়া করিয়া দান করিলেন, এইরূপ ভাবনা করত "মহাপ্রসাদ" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবেন ॥ ২১৮ ॥

নির্ম্মাল্যধারণের অবশ্য কর্ত্তব্যতা ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীগৌতম ও অম্বরীষসম্বাদে ॥

হে অম্বরীষ! হরির গাত্রলগ্ন জল, পুষ্প ও চন্দন যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ না করে, সে চণ্ডাল হইতেও অধম ॥

অথ শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

কৃষ্ণোত্তীর্ণন্তু নির্ম্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।
সর্ব্বরোগৈস্তথাপাপৈর্ম্মুক্তো ভবতি নারদ।
বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যশেষেণ যো গাত্রং পরিমার্জয়েৎ।
দুরিতানি বিনশ্যন্তি ব্যাধয়ো যান্তি খণ্ডশঃ।
মুখে শিরসি দেহেতু বিষ্ণূত্তীর্ণান্তু যো বহেৎ।
তুলসীং মুনিশার্দ্দূল ন তস্য স্পৃশতে কলিঃ॥ ২১৯ ॥

কিঞ্চ ॥

বিষ্ণুমূর্ত্তিস্থিতং পুণ্যং শিরসা যো বহেন্নরঃ।
অপর্য্যুষিতপাপস্তু যাবদ্যুগচতুষ্টয়ং।

নির্ম্মাল্যং অনুলেপনাদিপুণ্যং শ্রীতুলস্যাদি ॥ ২১৯ ॥
অপর্য্যুষিতপাপঃ সদ্যঃ সংক্ষীণপাপঃ ॥ ২২০ ॥

অথ শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

নারদ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে অবতারিত নির্ম্মাল্য যে ব্যক্তির অঙ্গস্পর্শ করে, হে মুনে! তিনি সর্ব্বরোগ ও সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন ॥

যিনি বিষ্ণুনির্ম্মাল্যের শেষ দ্বারা গাত্র মার্জন করেন, তাঁহার পাপ সমুদায় বিনাশ এবং ব্যাধি সকল খণ্ড খণ্ড হয় ॥

যে ব্যক্তি মুখে, মস্তকে ও দেহে বিষ্ণুর অঙ্গোত্তীর্ণ তুলসী ধারণ করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কলি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥২১৯॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর গাত্রলগ্ন পবিত্র নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার চারিযুগের কৃত পাপ তৎক্ষণমাত্রে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥

কিং করিষ্যতি সুস্নাতো গঙ্গায়াং ভূসুরোত্তম।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং তুলসীং বিষ্ণুসেবিতাং।
বিষ্ণুপাদাব্জসংলগ্নামহোরাত্রোষিতাং শুভাং।
তুলসীং ধারয়েদ্‌যো বৈ তস্য পুণ্যমনন্তকং ॥ ২২০ ॥
অহোরাত্রং শিরে যস্য তুলসী বিষ্ণুসেবিতা।
ন স লিপ্যতি পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ২২১ ॥
কিঞ্চ ॥
বিষ্ণোঃ শিরঃপরিভ্রষ্টাং ভক্ত্যা যস্তুলসীং বহেৎ।
সিদ্ধ্যন্তি সর্ব্বকার্য্যাণি মনসা চিন্তিতানি চ ॥
অপিচ ॥
প্রমার্জয়তি যো দেহং তুলস্যা বৈষ্ণবো নরঃ।

শিরে শিরসি। ন লিপ্যতি ন লিপ্যতে ॥ ২২১ ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য তুলসী নিত্য মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার গঙ্গায় যথাবিধি স্নান করিবার আর প্রয়োজন কি? ॥

বিষ্ণুর পাদপদ্মে দিবারাত্র অবস্থিত, এরূপ পবিত্র তুলসী যে ব্যক্তি ধারণ করেন, তাঁহার পুণ্যের শেষ নাই ॥ ২২০ ॥

বিষ্ণুসেবিতা তুলসী যে ব্যক্তির মস্তকে দিবারাত্র অবস্থিতি করেন, যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ পাপ তাঁহাতে সংলগ্ন হইতে পারে না ॥ ২২১ ॥

আরও ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর মস্তক বিগলিতা তুলসী ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করেন, তাঁহার মনঃকল্পিত যাবদীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় ॥

আরও ॥

যে বৈষ্ণব ব্যক্তি গাত্রে বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য তুলসী পত্র ঘর্ষণ করেন,

সর্ব্বতীর্থময়ং দেহং তৎক্ষণাৎ দ্বিজ জায়তে ॥ ২২২ ॥

গারুড়ে ॥

হরের্মূর্ত্ত্যবশেষস্তু তুলসীকাষ্ঠচন্দনং ।

নির্ম্মাল্যন্তু বহেদ্যস্তু কোটিতীর্থফলং লভেৎ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

ভোজনানন্তরং বিষ্ণোরর্পিতং তুলসীদলং ।

তৎক্ষণাৎ পাপনির্ম্মোকশ্চান্দ্রায়ণশতাধিকঃ ॥ ২২৩ ॥

কিঞ্চান্যত্র ॥

কৌতুকং শৃণু মে দেবি বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যবহ্নিনা ।

তাপিতং নাশমায়াতি ব্রহ্মহত্যাদিপাতকং ॥

বৈষ্ণব ইত্যনেন শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য-তুলস্যেতি বোধ্যং ॥ ২২২ ॥

পাপান্নির্ম্মোকঃ নিঃশেষেণ মুক্তিশ্চান্দ্রায়ণশতাদপ্যধিকঃ ইতি সবাসনা শেষপাপসঞ্চয়-ক্ষপণাৎ ॥ ২২৩ ॥

নির্ম্মাল্যং প্রসাদতুলস্যাদি তদেব বহ্নিস্তেন তাপিতং দগ্ধং সৎ ॥ ২২৪ ॥

হে ব্রহ্মন্! তৎক্ষণমাত্রেই তাহার দেহ সর্ব্বতীর্থময় হইয়া উঠে॥২২২

গরুড়পুরাণে ॥

হরির গাত্রসংলগ্ন তুলসীকাষ্ঠ-চন্দনের অবশেষ ও নির্ম্মাল্য যে ব্যক্তি ধারণ করেন, তাঁহার কোটিতীর্থের ফল লাভ হয় ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

বিষ্ণুর প্রসাদ হইলে পর যদি তুলসীপত্র স্বীয় অঙ্গে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণমাত্রে পাপ হইতে মুক্তি এবং শত চান্দ্রায়ণ হইতেও অধিকতর ফল লাভ হয় ॥ ২২৩ ॥

আরও অন্যস্থলে ॥

দেবি! কৌতুকের কথা শুন, ব্রহ্মহত্যাদি যে কোন পাতকই হউক, বিষ্ণুর নির্ম্মাল্য রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নাশ পায় ॥

একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধবোক্তৌ ॥
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥
অতএব স্কান্দে শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে ॥
পাদোদকরতা যে চ হরের্নির্ম্মাল্যধারকাঃ।
বিষ্ণুভক্তিরতা যে বৈ তে তু ত্যাজ্যাঃ সুদূরত ইতি ॥
বিসর্জ্জনন্তু চেৎ কার্য্যং বিসৃজ্যাবরণানি তৎ।
দেবে তন্মুদ্রয়া প্রার্থ্য দেবং হৃদি বিসর্জয়েৎ ॥
তথাচোক্তং ॥
পূজিতোঽসি ময়া ভক্ত্যা ভগবন্ কমলাপতে।
সলক্ষ্মীকো মম স্বান্তং বিশ বিশ্রান্তিহেতবে।

একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে ॥

তুমি যে মাল্য, চন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ কর, সেই সকল ধারণ এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই আমরা তোমার মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে শ্রীযমের দূতের প্রতি উপদেশে ॥

যাঁহারা বিষ্ণুর পাদোদকে অনুরক্ত, যাঁহারা হরির নির্ম্মাল্য ধারণ করেন এবং যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরাগী, তাঁহাদিগের নিকট দিয়াও গমন করিবে না ॥

যদি বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে আবরণ সকল পরিত্যাগ করাইয়া বিসর্জ্জনী মুদ্রা দ্বারা প্রার্থনা করিয়া দেবতাকে নিজ হৃদয়ে বিসর্জ্জন করিবে ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

হে ভগবন্! হে কমলাপতে! আমি ভক্তিভাবে দেবী লক্ষ্মীর সহিত তোমার পূজা করিলাম, এক্ষণে বিশ্রামের জন্য আমার অন্তঃ-

প্রার্থ্যৈবং পাদুকে দত্ত্বা সাঙ্গমুদ্বাসয়েদ্ধরিং।
প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গঞ্চ কৃত্বা মুদ্রাং বিসর্জনীং ॥ ২২৪ ॥
অথ পূজাবিধিবিবেকঃ ॥
অয়ং পূজাবিধির্ম্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি।
অঙ্গং ভক্তেস্তু তন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে ॥ ২২৫ ॥
তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ।

এবং ক্রমদীপিকাদ্যুক্তানুসারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পূজাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং শ্রীভগবদ্ভক্তিপরাণাং পূজাবিধিং তত্রৈব বিভজ্য দর্শয়তি অয়মিতি পঞ্চমাদিবিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতোঽয়ং পূজাবিধিঃ শ্রীভগবদর্চ্চনপ্রকারঃ জপস্য অঙ্গং ক্রমদীপিকাদ্যভিপ্রেতস্য তত্তৎ-কামেন জপস্যৈব তত্র প্রাধান্যাৎ। কথম্ভূতস্য মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ সাধনং সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্য। অতস্তত্তৎফলার্থং জপেন মন্ত্রসাধনস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ মন্ত্রাদীনাং শ্রীভগবতা সহা-ভেদাপাদনার্থং তত্তন্ন্যাসাদিকমিতি ভাবঃ। ভক্তের্নববিধায়াস্তু অঙ্গং যঃ পূজাবিধিঃ সচ ন্যাসাদীন্ প্রকারান্ অন্তরা বিনৈব ভক্তিনিষ্ঠৈরিষ্যতে। আদিশব্দেন আবাহনাদিকতিপয়-মুদ্রাদি চ। ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাদ্যযোগাদিত্যেষা দিক্ ॥২২৫
ভক্ত্যঙ্গপূজাবিধৌ চ দেবালয়নিজগৃহভেদেন কথঞ্চিদ্ভেদমপি পরং দর্শয়তি। তত্রেতি। তস্মিন্ ভক্ত্যঙ্গপূজাবিধৌ যা দেবালয়ে নিজগৃহাৎ পৃথক্ত্বেন কেবলং ভগবদর্থং স্বয়ং নির্ম্মিতে মন্দিরে পূর্ব্বসিদ্ধে বা দেবকুলাদৌ মহাপ্রভোঃ শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পূজা। সা

করণে প্রবেশ করুন ॥

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পাদুকা নিবেদন পূর্ব্বক প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গ-ন্যাস ও বিসর্জনী মুদ্রা করিয়া অঙ্গ সহিত হরিকে বিসর্জন করিবে॥২২৪

অথ পূজাবিধিনির্ণয় ॥

এই পর্য্যন্ত যে সকল পূজার বিধি কীর্ত্তন করিলাম, এ সমস্ত মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য কর্ত্তব্য, ইহা জপের অঙ্গ। ভক্তির অঙ্গ যে পূজা ভক্তেরা কহিয়া থাকেন, ন্যাসাদি ব্যতিরেকেও সে পূজা হইতে পারে ॥ ২২৫ ॥
ভক্তিপূজা স্থলে দেবালয়ে পূজা উপাসকদিগের পক্ষে নিত্যও হইতে

কাম্যত্বেনাপি গেহেতু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা ॥ ২২৬ ॥
সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে।

তদুপাসকানাং নিত্যত্বেন কাম্যত্বেনাপি মতা ভক্তিনিষ্ঠৈঃ। একাদশীব্রতাদিবদিত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ মহাপ্রভোরিতি নিত্যত্বে কাম্যত্বে চ হেতুরূহ্নেয়ঃ। তস্যৈবাপূজনে মহাদোষশ্রবণাৎ পূজনে চাশেষবাঞ্ছিতবাঞ্ছাতীতফলসিদ্ধেশ্চ। তৎসর্ব্বমগ্রে তৎপ্রকরণেঁব্যক্তং ভাবি। গেহে নিজগৃহে চ যা পূজা সা প্রায়ো নিত্যত্বেনৈব মতা। এবং দেবালয়ে পূজায়া নিত্যতয়াবশ্যকর্ত্তব্যত্বাদকরণে প্রত্যবায়ঃ। সম্পাদনঞ্চ তস্যাঃ কেবলং কর্ত্তব্যত্বেন শ্রীভগবৎপ্রত্যুদ্দেশেন বা। কাম্যতয়া চ তত্তৎফলাপেক্ষয়া যথাবিধি শ্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠদ্রব্যসমর্পণাদিকালানতিক্রমণমপরাধবর্জনাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ং। গৃহে চ নিত্যত্বেন কেবলমকরণে প্রত্যবায়পরিহারাৎ ফলানুসন্ধানাভাবাচ্চ নিজনিয়মপরিপালনানুসারেণ স্বগৃহসিদ্ধদ্রব্যার্পণাদিকমেবেতি। যদ্যপি অগ্নিহোত্রাদৌ নিত্যকর্ম্মণ্যপি সামান্যতো ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিঃ ফলং যথা শ্রূয়তে তথাত্রাপি পরমপদপ্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব তথাপি সেবকৈস্তত্রানুসন্ধেয়ং। কেবলং কর্ত্তব্যত্বেনৈব কার্য্যমিত্যুক্তং। প্রায় ইত্যনেন দেবালয়বদ্গৃহেঽপি কস্যচিৎ কদাচিৎ কামেনাপি পূজা সম্মতেতি ॥ ২২৬ ॥

তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ তত্তৎভেদফলং লিখতি সেবাদীতি। দেবস্য ভগবতঃ সেবায়াঃ ভক্তিবিশেষেণ পূজায়াঃ নিয়মঃ যস্মিন্ কালে যেন দ্রব্যেণ যথা যেন কর্ত্তা কার্য্যতাদিরূপঃ। তথা যদ্যৎপ্রিয়তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। ইত্যাদিবচনানুসারেণ তত্তদ্রব্যার্পণরূপশ্চ। তথা কেবলং শ্রীভগবদুদ্দেশেনৈব যথাকালং নিত্যনিয়মিতভোগার্পণাদিরূপশ্চ আদিশব্দাৎ অগ্রে পৃষ্ঠে বামভাগে ইত্যাদিবচনানুসারেণ যস্মিন্ স্থানে যথা নমস্কার্য্যমিতি প্রণামনিয়মঃ। তথা যত্র ভোজনাদিকমুপযুজ্যতে তত্রৈব তৎকর্ত্তব্যমিত্যাদিপ্রকারকো বারাহাদ্যুক্তদেবালয়বিষয়কাপরাধপরিহারাদিনিয়মশ্চেষ্যতে ভক্তিনিষ্ঠৈঃ। অন্যথা সম্যক্‌ফলাসিদ্ধেঃ। অতো ব্রতদিনেঽপ্যন্যদিনবদ্ভোগসমর্পণং সম্মতং স্যাৎ। এবং কেচিদ্দ্বাদশ্যাং দিবাপি ভগবতঃ স্বাপনমিচ্ছন্তি নিজগৃহেতু স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়া বেষ্যতে। যদা যত্র যেন দ্রব্যেণ যথা সেবা কর্ত্তুং শক্যতে তদা তত্র তেন তথা কার্য্যা। নতু কালদেশদ্রব্যাদিনিয়মেত্যর্থঃ। গৃহস্থানা-

পারে, কাম্যও হইতে পারে। কিন্তু নিজগৃহে পূজা তাহাদিগের পক্ষে নিত্য কর্ত্তব্য ॥ ২২৬ ॥

দেবালয়ে পূজা করিতে হইলেই সেবাদির নিয়ম প্রতিপালন

প্রায়ঃ স্বগৃহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া ॥ ২২৭ ॥

কিঞ্চ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মবশ্যকৃত্যকুটম্বভরণাদিব্যাপারপরতয়া নিজভৃত্যাতিথ্যাদ্যপেক্ষয়া চ তত্তন্নিয়মাসিদ্ধেঃ। অতো নিজপরিবারবৈষ্ণবাভ্যাগতাদ্যপেক্ষয়া ভগবদর্পাভোগস্য কদাচিদ্বহুলতাঽল্পতা চ স্যাৎ। তত্র চ স্বস্য আত্মনো যদ্ব্রতং নিয়মঃ বৈষ্ণবত্বেন নিত্যং বৃন্তাকমসূরাদিবর্জনং দশম্যাদৌ ক্ষীরাদিবর্জনং চাতুর্মাস্যাদৌ শাকাদি কলিঙ্গাদিবর্জনঞ্চ তথা দ্বাদশ্যনতিক্রমণাদিকঞ্চ তস্য রক্ষয়া তৎপরিপালনানুসারেণেত্যর্থঃ। অতো ব্রতদিনে কেচিদন্নঞ্চ ন সমর্পয়ন্তি। এবং যদা যান্যেবাস্মোপভোগযোগ্যানি তদা তান্যেব ভগবতে সমর্প্যাণীতি ভাবঃ। যদি বা ভক্তিবিশেষতঃ কদাচিত্তানি সমর্প্যেরন্ তদা নিজব্রতাপেক্ষয়া স্বয়ং নোপযোক্তব্যানি কস্মৈচিদ্বৈষ্ণবায় দেয়ানি জলেবাঽর্প্যাণি। একান্তিভিশ্চ ভাববিশেষেণ চেত্তানি স্বয়মুপযুজ্যেরন্। ততশ্চ তেষাং ব্রতাদাবনধিকারান্নকোঽপি দোষো ঘটতেত্যগ্রে লেখ্যমেব। প্রায় ইত্যনেন চ দেবালয় ইব ভক্তিবিশেষেণ কস্যচিৎ কদাচিৎ কশ্চিৎ সেবানিয়মোঽভিপ্রেতঃ। এতচ্চ লৌকিকেন সেবাশব্দেনাপি লৌকিকবন্ধুবৎ শ্রীভগবতি সূচিতেন ভাববিশেষেণানুমতমেব। যদ্যপি স্বব্রতরক্ষয়েত্যত্রাপি প্রায়ঃ শব্দসম্বন্ধে কৃতে কদাচিৎ কস্যচিৎ ভক্তিবিশেষেণ নিজব্রতানাদরশ্চাপদ্যতে। তথাপি কৃষ্ণস্তস্য পরাঙ্মুখ ইত্যাদিবচনাৎ কার্ত্তিকাদিব্রতাকরণে মহাদোষশ্রবণাৎ। বৈষ্ণবৈঃ স্বব্রতং পরিপাল্যমেবেতি তথা ন ব্যাখ্যেয়ং। কিঞ্চ। যদ্যপি গৃহেঽপি পূজাপরাধবর্জনাদিকমপেক্ষতে। তথাপি উচ্চৈর্ভাষা মিথোজল্প ইত্যাদ্যপরাধানাং প্রায়ো গৃহে বর্জনস্যাবশ্যকত্বাৎ তত্তন্নিয়মো ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ং। ইত্থং চৈককালং দ্বিকালং বেত্যাদিবচনাৎ এককালমপি পূজা। তথা নিজগৃহপ্রদেশে সমাবেশেন যত্র কুত্রাপি ভগবতে নমস্কারঃ শ্রীভগবৎপুরতো ভোজনঞ্চোপপদ্যতে এবমন্যদপূহ্যং। এবমেব সর্ব্বমবিরুদ্ধমনবদ্যঞ্চ স্যাৎ। অন্যথা দ্বাত্রিংশদপরাধেষু ভগবদগ্রতো ভোজননিষেধস্য। নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রিতমিত্যাদৌ মুরারেঃ পুরতো ভোজনে মহাগুণতয়া বিধানস্য চেত্যাদের্বহুলবিরোধাপত্তেরিত্যেষা দিক্ ॥ ২২৭ ॥ ২২৮ ॥

করিতে হইবে। নিজের গৃহে নিজের ইচ্ছামত পূজা করিতে পারিবেন, কেবল নিজের ব্রতভঙ্গ না করিলেই হইল ॥ ২২৭ ॥

আরও, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ঘৃতেন স্নপিতং দেবং চন্দনেনানুলেপয়েৎ।
সিতজাত্যাশ্চ কুসুমৈঃ পূজয়েত্তদনন্তরং।
শ্বেতেন বস্ত্রযুগ্মেন তথা মুক্তাফলৈঃ শুভৈঃ।
মুখ্যকর্পূরধূপেন পয়সা পায়সেন চ।
পদ্মসূত্রস্য বর্ত্ত্যা চ ঘৃতধূপেন চাপ্যথ।
পূজয়েৎ সর্ব্বথা যত্নাৎ সর্ব্বকামপ্রদার্চ্চনাৎ।
কৃত্বৈমাঃ মুচ্যতে রোগী রোগাৎ শীঘ্রমসংশয়ং।
দুঃখার্ত্তো মুচ্যতে দুঃখাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
রাজগ্রস্তশ্চ মুচ্যেত তথা রাজভয়ান্নরঃ॥
ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানং সর্ব্বানর্থবিবর্জ্জিতঃ॥ ২২৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে প্রাতরর্চ্চাসমাপনো নামাষ্টমো বিলাসঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসটীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং অষ্টমো বিলাসঃ ॥ * ॥

বিষ্ণুকে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করিবেন। তাহার পর শুভ্র জাতীপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। পরে শ্বেত পরিধেয় ও উত্তরীয়, শ্বেত মুক্তাফল, উৎকৃষ্ট কর্পূরের ধূপ, দুগ্ধ, পায়স, পদ্মসূত্রের বর্ত্তিকা এবং ঘৃতযুক্ত ধূপ দ্বারাও ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিবেন, এই অর্চ্চনা সমস্ত কামনা পূর্ণ করে। এই পূজা করিলে রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে শীঘ্র মুক্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। যিনি দুঃখে পতিত হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখ মুক্তি হয় এবং যিনি বদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বন্ধন মুক্ত হন। রাজা যাঁহাকে অপরাধী করিয়াছেন, তাঁহার রাজভয় হইতে মুক্তি হয়। পথিক ব্যক্তি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত না হইয়া স্বচ্ছন্দে পথে গমন করিতে পারেন॥ ২২৮॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে শ্রীভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে প্রাতঃপূজা সমাপন নাম অষ্টম বিলাস ॥ * ॥ ৮ ॥ * ॥

নবমবিলাসঃ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
মহাপ্রসাদজাতার্হঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ং ॥ ১ ॥
অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণদৃষ্টিসুধোক্ষিতং।

অধুনা মহাপ্রসাদপ্রকরণং লিখন্ পরমগুরু শ্রীভগবৎপ্রসাদং প্রার্থয়তে স ইতি। মহাপ্রসাদো নাম ভগবদুচ্ছিষ্টাদি তস্য জাতং সমুচ্চয়ঃ তদেযাগ্যঃ স্যাৎ। এবমেতল্লিখনে পরমাযোগ্যস্যাপ্যাত্মনো ভগবৎপ্রসাদেনৈব যোগ্যতা সম্ভাবিতেতি পূর্ব্ববদূহ্যং। এবমগ্রেঽপি বোদ্ধব্যং ॥ ১ ॥

তচ্চেতি যৎ পূর্ব্বং পূজোপকরণাদ্যভ্যুক্ষণানন্তরং পুনর্ভৃতজলে শ্রীভগবদগ্রতো ন্যস্তে শঙ্খে স্থিতং পশ্চাচ্চ তেন শঙ্খেন ত্রির্ভ্রামণতো ভগবন্নীরাজনমনুষ্ঠিতং তদা তৎস্থজলস্যাপি নীরাজনেন সৌভাগ্যং জাতমস্তি তদিত্যর্থঃ। অতএব পূর্ব্বং ভগবদগ্রতো ন্যস্তত্বাৎ কৃষ্ণস্য দৃষ্টিরূপয়া সুধয়া উক্ষিতং সিক্তং চেতি মহাসৌভাগ্যজাতং দর্শিতং। যদিচ শঙ্খান্তরেণ সদ্যোজলভৃতেন ভগবন্নীরাজনমেব দ্রষ্টব্যং তদাপি তচ্ছঙ্খজলস্য নীরাজনেন ভগবদ্দৃষ্টিগোচরতা ব্যাপ্তা কিম্বা নীরাজনানন্তরং স্তবনবন্দনাদ্যর্থমবশ্যং ভগবদগ্রতো ধার্য্যত্বেন তদ্দৃষ্টিসুধোক্ষিতত্বং সম্পদ্যত এব। এবঞ্চ পূর্ব্বস্থাপিতেনৈব শঙ্খেন ক্ষীরাদিস্নপনং বোদ্ধব্যং অন্যথা শঙ্খবাহুল্যাপত্তেঃ। ততশ্চ স্নাপনানন্তরং তস্য রিক্তত্বাৎ তথা নীরাজন-

সেই প্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাঁহার প্রসাদে আমি অধম হইলেও সদ্যঃ প্রসাদ প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র হইতে পারি ॥ ১ ॥

অনন্তর যে শঙ্খস্থিত জলে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিরূপ অমৃতপাত হইয়াছে, সেই জল অগ্রে বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিয়া পরে নমস্কার পূর্ব্বক স্বীয়

বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মূর্দ্ধনি ধারয়েৎ ॥ ২ ॥

শঙ্খোদকমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

শঙ্খোদকং হরের্ভক্তির্নির্ম্মাল্যং পাদয়োর্জ্জলং।
চন্দনং ধূপশেষন্তু ব্রহ্মহত্যাপহারকং ॥ ৩ ॥

তত্রৈব শঙ্খমাহাত্ম্যে ॥

শঙ্খস্থিতন্তু যত্তোয়ং ভ্রামিতং কেশবোপরি।
বন্দতে শিরসা নিত্যং গঙ্গাস্নানেন তস্য কিং ॥ ৪ ॥

শঙ্খস্থ জলগ্রহণাচ্চ পুনরগ্রে লেখ্যং ভগবদগ্রতঃ শঙ্খস্থাপনং যুক্তমেব। নচ বক্তব্যমিদং পূর্ব্বং শঙ্খঃ স্থাপিতোঽস্ত্যেব ক্ষীরস্নপনাদিকং নীরাজনঞ্চ শঙ্খান্তরৈর্ব্বেতি পুনঃ শঙ্খস্থাপনেনালমিতি যতঃ শিষ্টাচারানুসারেণ বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদৌ গ্রন্থে শ্রীনৃসিংহারণ্যাদিভিঃ প্রামাণিকবর্য্যৈর্লিখিতং। পূজাসমাপ্তৌ পুষ্পাদিনা পূজাপূর্ব্বকং শঙ্খস্য বিশেষতঃ স্থাপনমপেক্ষত এব। পূর্ব্বস্তু পূজোপকরণাদ্যভ্যুক্ষণোপক্ষীণজলঃ শঙ্খঃ পূজান্তে মঙ্গলার্থং কেবলং জলেনাপূর্য্য স্থাপিত আসীদিতি বিশেষঃ ॥ ২ ॥

ভক্তিঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ॥ ৩ ॥

যো বন্দতে তস্য ॥ ৪ ॥

মস্তকে ধারণ করিবে ॥ ২ ॥

অথ শঙ্খোদকমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মানারদসম্বাদে ॥

হরির পূজাশেষ শঙ্খের জল, হরির ভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা, হরির নির্ম্মাল্য, হরির চরণামৃত এবং হরির উপভুক্ত চন্দন ও ধূপ, এই সকল দ্রব্য ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশ করে ॥ ৩ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শঙ্খমাহাত্ম্যকথনে ॥

শঙ্খে করিয়া যে জল হরির মস্তকের উপর ভ্রমণ করান হইয়াছে, যে ব্যক্তি সেই জল নিত্য মস্তকে ধারণ করেন, গঙ্গাস্নানে তাঁহার আর

ন দাহো ন ক্লমো নার্ত্তির্নরকাগ্নিভয়ং ন হি ।
যস্য শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি কৃষ্ণদৃষ্ট্যাবলোকিতং ।
ন গ্রহা ন চ কুষ্মাণ্ডাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ।
দৃষ্ট্বা শঙ্খোদকং মূর্দ্ধ্নি বিদ্রবন্তি দিশোদশঃ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণমূর্দ্ধ্নি ভ্রামিতন্তু জলং তচ্ছঙ্খসংস্থিতং ।
কৃত্বা মূর্দ্ধন্যবাপ্নোতি মুক্তিং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ।
ভ্রাময়িত্বা হরের্মূর্দ্ধ্নি মন্দিরং শঙ্খবারিণা ।
প্রোক্ষয়েদ্বৈষ্ণবো যস্তু নাশুভং তদ্গৃহে ভবেৎ ॥ ৬ ॥
কিঞ্চ ॥
নীরাজনজলং যত্র যত্র পাদোদকং হরেঃ ।

যস্য মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে গ্রহাদয়ঃ মূর্দ্ধ্নি স্থিতং শঙ্খোদকং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুবন্তি প্রত্যুত বিদ্রবন্তি পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজন কি ? ॥ ৪ ॥

যে শঙ্খস্থ জলের উপর শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, সেই জল যাঁহার মস্তকে আছে তাঁহার যাতনা, গ্লানি, শোক বা নরক ভয় কিছুই থাকে না ।

কি গ্রহ, কি কুষ্মাণ্ড, কি পিশাচ, কি সর্প, কি রাক্ষস, সকলেই মস্তকে শঙ্খ জল দেখিলে দশদিকে পলায়ন করে ॥ ৫ ॥

যে শঙ্খস্থিত জল বিষ্ণুর মস্তকের উপর ভ্রমণ করান হইয়াছে, তাহা মস্তকে ধারণ করিলে, বিষ্ণুর অনুগ্রহে মুক্তি প্রাপ্তি হয় ॥

যে বৈষ্ণব শঙ্খস্থিত জল হরির মস্তকের উপর ভ্রমণ করাইয়া সেই জল দ্বারা নিজগৃহ প্রোক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গৃহে অমঙ্গল থাকে না ॥ ৬ ॥

আরও ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে স্থলে হরির নীরাজন জল ও চরণামৃত অবস্থিত

তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল বর্দ্ধন্তে তত্র সম্পদঃ ॥

তত্রৈবাগ্রে ॥

নীরাজনজলং বিষ্ণোর্যস্য গাত্রাণি সংস্পৃশেৎ।

যজ্ঞাবভৃথলক্ষাণাং স্নানজং লভতে ফলং ॥

তত্রৈব শ্রীশিবোক্তৌ ॥

পাদোদকেন দেবস্য হত্যাযুতসমন্বিতঃ।

শুদ্ধ্যতে নাত্র সন্দেহস্তথা শঙ্খোদকেন হি ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে চ ॥

তীর্থাধিকং যজ্ঞশতাচ্চ পাবনং

জলং সদা কেশবদৃষ্টিসংস্থিতং।

ছিনত্তি পাপং তুলসীবিমিশ্রিতং

বিশেষতশ্চক্রশিলাবিনির্ম্মিতং ॥ ৭ ॥

চক্রশিলাবিনির্ম্মিতং' ভগবচ্চরণামৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

হয়, সে স্থলে সকল সম্পৎ বৃদ্ধি পায় ॥

ঐ স্থলেরই কিঞ্চিৎ পরে ॥

বিষ্ণুর নীরাজন জল যাঁহার গাত্র স্পর্শ করে, তাঁহার লক্ষ যজ্ঞের অবভৃথ স্নান জনিত ফল লাভ হয় ॥

ঐ স্থলেই শ্রীশিবের উক্তিতে ॥

যদি মনুষ্য অযুত হত্যা জনিত পাপ যুক্ত হয়, তাহা হইলেও বিষ্ণুর পাদোদক এবং নীরাজন জল স্পর্শ করিলে শুদ্ধি পাইতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেও ॥

কেশবের দৃষ্টিপ্রাপ্ত তুলসী সহিত জল, বিশেষত শালগ্রাম শিলার চরণামৃত সর্ব্বকালেই সকল তীর্থ জল হইতেও অধিক পবিত্র, শত যজ্ঞ অপেক্ষাও পবিত্রতা জনক, উহা পাপ নাশ করে ॥ ৭ ॥

অথ তীর্থধারণং ॥

কৃষ্ণপাদাব্জতীর্থঞ্চ বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায় হি।
স্বয়ং ভক্ত্যাভিবন্দ্যাদৌ পীত্বা শিরসি ধারয়েৎ ॥
তস্য মন্ত্রবিধিশ্চ প্রাক্ প্রাতঃস্নানপ্রসঙ্গতঃ।
লিখিতোঽধুনা পানে বিশেষো লিখ্যতে কিয়ান্ ॥ ৮ ॥

স চোক্তঃ ॥

ওঁ চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণং যেন পূতস্তরতি দুষ্কৃতানি।
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পূতা অপি পাপ্মানমরাতিং তরেম ॥
লোকস্য দ্বারমার্চ্চয়ৎ পবিত্রং জ্যোতিষ্মৎ বিভ্রাজমানং মহ-
স্তদমৃতস্য ধারা বহুধা দোহমানং চরণং লোকে সুধিতাং
দধাত্বিতি ॥ ৯ ॥

বিধির্ধারণপ্রকারশ্চ কিয়ান্। সংক্ষিপ্তো বিধিবিশেষো লিখ্যতে ॥ ৮ ॥

চরণং চরণারবিন্দং তদুদকমিত্যর্থঃ অরাতিং সংসারলক্ষণং সুধিতাং সুধাবদাদরণীয়তা-মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অথ পাদোদকধারণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের জল অগ্রে বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করিয়া পরে প্রণাম পূর্ব্বক প্রথমতঃ পান, তাহার পর মস্তকে ধারণ করিবে ॥

এই বিষয়ে মন্ত্রের যে বিধি, তাহা পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গে লিখিয়াছি, এক্ষণে পান বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ লিখিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

বিশেষ মন্ত্র কথিত হইয়াছে যথা ॥

পবিত্র চরণামৃতের মাহাত্ম্য পূর্ব্বকাল হইতেই প্রসিদ্ধ, চরণামৃত দ্বারা পবিত্র হইয়া লোক পাপ হইতে মুক্তি পায়। ইহার স্পর্শে পবিত্র হইলে আমরা পাপময় সংসার হইতেও নিষ্কৃতি পাইতে পারি ॥

ইহা স্বর্গের দ্বার, আমি জ্যোতির্ম্ময় সমুজ্জ্বল, বন্দনীয় এই জলের অর্চ্চনা করিলাম। এই চরণামৃত অমৃতের ধারা, বারম্বার ক্ষরিত হইয়া পৃথিবীতে অমৃতের ন্যায় আদরণীয় হউন ॥ ৯ ॥

ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বদুষ্টগ্রহাপহং।
প্রাশ্নীয়াৎ প্রোক্ষয়েদ্দেহং পুত্রমিত্রপরিগ্রহং॥

কিঞ্চ॥

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিহত্যাঘনাশনং।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ॥ ১০॥

অথ চরণোদকপানমাহাত্ম্যং॥

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষসম্বাদে॥

হরেঃ স্নানাবশেষস্তু জলং যস্যোদরে স্থিতং।
অম্বরীষ প্রণম্যোচ্চৈঃ পাদপাংশুঃ প্রগৃহ্যতাং।

তত্রৈব দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে॥

যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলং।

ততস্মাৎ পানোক্তপুণ্যাদষ্টগুণমিত্যর্থঃ॥ ১০॥

তস্য শিরসি মুখে চ পাদোদকং চেত্তর্হি স ন প্রযাতীত্যর্থঃ॥ ১১॥

সর্ব্বপ্রকার দুষ্টগ্রহের বিনাশক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পাদোদক পান এবং আপনার ও স্ত্রী কুটুম্বের দেহে প্রোক্ষণ করিবে॥

আরও॥

বিষ্ণুর পাদোদক পান করিলে কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু যদি ঐ পাদোদক কিঞ্চিন্মাত্র ভূমিতে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়॥ ১০॥

চরণোদকপানের মাহাত্ম্য॥

পদ্মপুরাণে গৌতম ও অম্বরীষ সম্বাদে॥

যাঁহার উদরে হরির স্নানাবশিষ্ট জল থাকে, হে অম্বরীষ! তুমি তাঁহাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবে॥

ঐ পদ্মপুরাণেই দেবদূত ও বিকুণ্ডলের সম্বাদে॥

যে সকল ব্যক্তি নিত্য শালগ্রামশিলার জলপান করেন, সহস্র

পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনং।
কোটিতীর্থসহস্রৈস্তু সেবিতৈঃ কিং প্রয়োজনং।
নিত্যং যদি পিবেৎ পুণ্যং শালগ্রামশিলাজলং।
শালগ্রামশিলাতোয়ং যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমং।
মাতুস্তন্যং পুনর্নৈব স পিবেদ্ভক্তিভাঙ্নরঃ ॥
কিঞ্চ ॥
দহন্তি নরকান্ সর্ব্বান্ গর্ভবাসঞ্চ দারুণং।
পীতং যৈস্তু সদা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলং ॥
তত্রৈব শ্রীযমধূম্রকেতুসম্বাদে ॥
শালগ্রামশিলাতোয়ং বিন্দুমাত্রন্তু যঃ পিবেৎ।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত মুক্তিমার্গে কৃতোদ্যমঃ ॥
তত্রৈব পুলস্ত্য-ভগীরথসম্বাদে ॥

বার পঞ্চগব্য পান করিয়া তাঁহাদের আর প্রয়োজন কি ? ॥

নিত্য যদি পবিত্র শালগ্রামশিলার জলপান করা যায়, তাহা হইলে সহস্রকোটিতীর্থ সেবা করিবারই বা প্রয়োজন কি ? ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া বিন্দু পরিমিত শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তাঁহাকে আর জননীর স্তন্যপান করিতে হইবে না ॥

আরও ॥

যাঁহারা নিত্য শালগ্রামশিলার জল পান করিয়াছেন, তাঁহারা যাবতীয় নরক ও দারুণ গর্ভবাস দগ্ধ করিয়াছেন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীযম ও ধূম্রকেতুর সম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জল বিন্দুমাত্র পান করিবেন, তাঁহার যাবতীয় পাতক হইতে মুক্তি হইবে এবং তিনি মুক্তিমার্গের নিমিত্ত উদযুক্ত হইবেন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই পুলস্ত্য ও ভগীরথসম্বাদে ॥

পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং ভগীরথ বদামি তে।
পাবনং সর্ব্বতীর্থেভ্যো হত্যাকোটিবিনাশকং।
ধৃতে শিরসি পীতে চ সর্ব্বাস্তুষ্যন্তি দেবতাঃ।
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং কলৌ পাদোদকং হরেঃ॥
কিঞ্চ॥
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদং।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুনং।
পুনন্ত্যেতানি তোয়ানি স্নানদর্শনকীর্ত্তনৈঃ।
পুনাতি স্মরণাদেব কলৌ পাদোদকং হরেঃ।
অর্চ্চিতৈঃ কোটিভির্লিঙ্গৈর্নিত্যং যৎক্রিয়তে ফলং।
তৎফলং শতসাহস্রং পীতে পাদোদকে হরেঃ।
অশুচির্ব্বা দুরাচারো মহাপতকসংযুতঃ।

হে ভগীরথ! তোমাকে পাদোদকের মাহাত্ম্য বলি, ইহা সর্ব্বতীর্থ হইতেও পবিত্রকারক এবং ইহা দ্বারা কোটিহত্যার পাপ বিনাশ পায়॥

পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলে ও পান করিলে সকল দেবতাই তুষ্ট হয়েন। কলিযুগে হরির পাদোদকই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত॥

আরও॥

সরস্বতীর জল তিন দিনে, নর্ম্মদার জল সাত দিনে, গঙ্গাজল তৎক্ষণাৎ এবং যমুনাজল দর্শনমাত্রই পবিত্র করেন॥

এই সকল জল দর্শন, স্নান ও কীর্ত্তন দ্বারাই পবিত্র করিয়া থাকেন কিন্তু হরিপাদোদক কলিযুগে স্মরণ করিলেই পবিত্র করেন॥

নিত্য কোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল উৎপন্ন হয়, হরির পাদোদক পান করিলে তদপেক্ষা শতসহস্র গুণ ফল জন্মে॥

মনুষ্য অশুচি হউক বা দুরাচার হউক কিম্বা মহাপাতক লিপ্তই

স্পৃষ্ট্বা পাদোদকং বিষ্ণোঃ সদা শুদ্ধ্যতি মানবঃ ॥
পাপকোটিযুতো যস্তু মৃত্যুকালে শিরোমুখে।
দেহে পাদোদকং তস্য ন প্রযাতি যমালয়ং ॥ ১১ ॥
ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চ্চনং।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রযান্তি পরমাং গতিং ॥ ১২ ॥
কার্ত্তিকে কার্ত্তিকীযোগে কিং করিষ্যতি পুষ্করে।
নিত্যং চ পুষ্করং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ।
বিশাখা ঋক্ষসংযুক্তা বৈশাখী কিং করিষ্যতি।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে উজ্জয়িন্যাং ভগীরথ।
মাঘমাসে প্রয়াগেতু স্নানং বৈ কিং করিষ্যতি।

হবিঃ শব্দেন হোমাদ্যুপলক্ষ্যতে ॥ ১২ ॥

যস্য পাদোদকং সেব্যং স্যাদিতি শেষঃ। স দেশো মতঃ সদ্ভিঃ। বিন্দুঃ বিন্দুমাত্রং ॥ ১৩ ॥

হউক, বিষ্ণুর পাদোদক স্পর্শ করিলেই পবিত্র হইতে পারে ॥

যে ব্যক্তি কোটি পাতকের পাতকী, মৃত্যু সময়ে যদি তাহার মস্তকে, মুখে ও দেহে বিষ্ণুর পাদোদক স্পর্শ হয়, তাহা হইলে তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না ॥ ১১ ॥

যাহারা কখন দান, হোম, বেদপাঠ, কি দেবার্চ্চনা করে নাই, তাহারাও বিষ্ণুর পাদোদক পান করিয়া পরমা গতি লাভ করে ॥১২॥

যিনি হরিপাদোদক পান করেন, কার্ত্তিকমাসে কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় পুষ্করে স্নান করিয়া তাঁহার কি ফল লাভ হইবে? তিনি নিত্যই পুষ্করে স্নান করিতেছেন ॥

হে ভগীরথ! বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমায় উজ্জয়িনীর মহাতীর্থে পিণ্ডারকে স্নান করিয়াই বা তিনি কি অধিকতর ফলের প্রত্যাশা করিতে পারেন? ॥

যিনি হরির পাদোদক নিত্য পান করেন, মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান

প্রয়াগঃ সততং তস্য যস্য পাদোদকং হরেঃ।
প্রবোধবাসরে প্রাপ্তে মথুরায়াঞ্চ তস্য কিং।
নিত্যঞ্চ যামুনং স্নানং যস্য পাদোদকং হরেঃ।
কাশ্যামুত্তরবাহিন্যাং গঙ্গায়ান্তু মৃতস্য কিং।
যস্য পাদোদকং বিষ্ণোর্মুখে চৈবাবতিষ্ঠতে॥
কিঞ্চ॥
হিত্বা পাদোদকং বিষ্ণোর্যোঽন্যতীর্থানি গচ্ছতি।
অনর্ঘ্যং রত্নমুৎসৃজ্য লোষ্ট্রং বাঞ্ছতি দুর্ম্মতিঃ।
কুরুক্ষেত্রসমো দেশো বিন্দুঃ পাদোদকং মতঃ॥ ১৩॥
পতেদ্যত্রাক্ষয়ং পুণ্যং নিত্যং ভবতি তদ্গৃহে।
গয়াপিণ্ডসমং পুণ্যং পুত্রাণামপি জায়তে।

করিলেই তাঁহার আর কি অধিক পুণ্য হইবে? তিনি নিত্যই প্রয়াগে স্নান করিতেছেন॥

যিনি নিত্য পাদোদক পান করিতেছেন, উত্থান দ্বাদশীতে মথুরায় যমুনাস্নানে তাঁহার প্রয়োজন কি? তিনি নিত্যই যমুনাস্নান করিতেছেন॥

যাঁহার মুখে বিষ্ণুর পাদোদক থাকে, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার আর কি হইবে॥

আরও॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পাদোদক পরিত্যাগ করিয়া অন্য তীর্থে গমন করে, সে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, সে অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিয়া লোষ্ট্র অভিলাষ করে। সাধুগণ বিন্দুমাত্র পাদোদকে কুরুক্ষেত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

যে গৃহে নিত্য পাদোদক পতিত হয়, সে গৃহে অক্ষয় পুণ্য জন্মে এবং পুত্রগণের গয়ায় পিণ্ড দানের ফল লাভ হয়॥

পাদোদকেন দেবস্য যে কুর্য্যুঃ পিতৃতর্পণং ॥
নাসুরাণাং ভয়ং তস্য প্রেতজন্যং ন রাক্ষসং।
ন রোগস্য ভয়ঞ্চৈব নাস্তি বিঘ্নকৃতাং ভয়ং।
ন দুষ্টা নৈব ঘোরাক্ষাঃ শ্বাপদোত্থভয়ং নহি।
গ্রহাঃ পীড়াং ন কুর্ব্বন্তি চৌরা নশ্যন্তি দারুণাঃ।
কিন্তস্য তীর্থগমনে দেবর্ষীণাঞ্চ দর্শনে।
যস্য পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি শালগ্রামশিলোদ্ভবং।
প্রীতো ভবতি মার্ত্তণ্ডঃ প্রীতো ভবতি কেশবঃ।
ব্রহ্মা ভবতি সুপ্রীতঃ প্রীতো ভবতি শঙ্করঃ।
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ কেশবাগ্রতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
প্রায়শ্চিত্তং যদি প্রাপ্তং কৃচ্ছ্রম্বা ত্বঘমর্ষণং।

যাঁহারা পাদোদক দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তাঁহাদিগের অসুর, প্রেত ও রাক্ষস জন্য ভয় থাকে না। রোগভয় বা বিঘ্নভয় কি ঘোর রাক্ষসভয় কি হিংস্র-জন্তুর ভয় থাকে না। গ্রহগণ তাঁহাদিগের পীড়া জন্মাইতে পারে না, দারুণ চৌরভয়ও তাহাদিগের বিনষ্ট হয় ॥

শালগ্রামশিলার জল যাঁহার মস্তকে থাকে, তাঁহার তীর্থগমন বা দেবতা কি ঋষিদিগকে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহার প্রতি সূর্য্য, কেশব, ব্রহ্মা ও শঙ্কর প্রসন্ন হন ॥

যে ব্যক্তি কেশবের সম্মুখে পাদোদকের মাহাত্ম্য পাঠ করেন, যে স্থানে দেবদেব জনার্দ্দন বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ধামে গমন করেন ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যদি কোন ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত কি অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিবার

সোঽপি পাদোদকং পীত্বা শুদ্ধিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ।
অশৌচং নৈব বিদ্যেত সূতকে মৃতকেঽপি চ।
যেষাং পাদোদকং মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং যে চ কুর্ব্বতে।
অন্তকালেঽপি যস্যেহ দীয়তে পাদয়োর্জলং।
সোঽপি তদ্গতিমাপ্নোতি সদাচারৈর্ব্বহিষ্কৃতঃ॥ ১৪॥
অপেয়ং পিবতে যস্তু ভুঙ্‌ক্তে যশ্চাপ্যভোজনং।
অগম্যাগমনা যে বৈ পাপাচারাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽপি পূজ্যা ভবন্ত্যাশু সদ্যঃ পাদাম্বুসেবনাৎ॥
কিঞ্চ॥
অপবিত্রং যদন্নং স্যাৎ পানীয়ঞ্চাপি পাপিনাং।
ভুক্ত্বা পীত্বা বিশুদ্ধঃ স্যাৎ পীত্বা পাদোদকং হরেঃ॥ ১৫॥

সদাচারৈর্ব্বহিষ্কৃতোঽপি চেৎ॥ ১৪॥
অভোজনং অভক্ষ্যং॥ ১৫॥

প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি পাদোদক পান করিলেই তৎক্ষণমাত্রে শুদ্ধি লাভ করেন॥

যাঁহারা পাদোদক মস্তকে ধারণ ও ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের জননাশৌচ কি মৃতাশৌচ হয় না॥

চিরকাল পাপাচারিকে অন্ততঃ অন্তকালেও যদি পাদোদক পান করান যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও সদ্গতি লাভ করে॥ ১৪॥

যে ব্যক্তি অপেয় পান করে, যে অভক্ষ্য ভোজন করে, যাহারা অগম্যা গমন করে এবং পাপ করাই যাহাদিগের স্বভাব, তাহারাও পাদোদক সেবন করিলে তৎক্ষণমাত্রে পূজনীয় হয়॥

আরও॥

যে ব্যক্তি পাপিদিগের অপবিত্র অন্ন ও জলপান করিয়াছে, সে বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে শুদ্ধি লাভ করে॥ ১৫॥

তপ্তকৃচ্ছ্রাৎ পঞ্চগব্যান্মহাকৃচ্ছ্রাদ্বিশিষ্যতে।
চান্দ্রায়ণাৎ পারকৃচ্ছ্রাৎ পরাকাদপি সুব্রত।
কায়শুদ্ধির্ভবত্যাশু পীত্বা পাদোদকং হরেঃ ॥ ১৬ ॥
অগুরুং কুঙ্কুমঞ্চাপি কর্পূরঞ্চানুলেপনং।
বিষ্ণুপাদাম্বুসংলগ্নং তদ্বৈ পাবনপাবনং।
দৃষ্টিপূতন্তু যত্তোয়ং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
তদ্বৈ পাপহরং পুত্র কিং পুনঃ পাদয়োর্জলং।
এতদর্থমহং পুত্র শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ।
ধারয়ামি পিবাম্যদ্য মাহাত্ম্যং বিদিতং মম ॥ ১৭ ॥
প্রিয়স্ত্বমগ্রজঃ পুত্রস্তদর্থং গদিতং ময়া।

তপ্তকৃচ্ছ্র মহাকৃচ্ছ্রাদিকং নাম ব্রতবিশেষঃ ॥ ১৬ ॥
বিষ্ণুনা কর্ত্রা দৃষ্ট্যা কৃত্বা পূতং পাবিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। বিষ্ণুনা বিষ্ণোরিত্যর্থঃ ॥১৭॥
অনর্হস্য অযোগ্যস্য অবৈষ্ণবস্যেত্যর্থঃ তং প্রতি ন বক্তব্যং ॥ ১৮ ॥

হে সুব্রত ! কি পঞ্চগব্য, কি তপ্তকৃচ্ছ্র, কি মহাকৃচ্ছ্র, কি চান্দ্রায়ণ, কি পারকৃচ্ছ্র বা পরাকব্রত, বিষ্ণুপাদোদক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পান করিবামাত্র দেহ পবিত্র হয় ॥ ১৬ ॥

অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর কি চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য, যদি বিষ্ণুপাদোদক সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহা পবিত্রবস্তুকেও পবিত্র করে ॥

হে পুত্র ! যে জলে ভগবান্ বিষ্ণুর দৃষ্টিপাত হয়, তাহাই যখন পবিত্র হইয়া পাপ নাশ করে। তখন আর বিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব ॥

বৎস ! এই জন্য আজ আমি বিষ্ণুতে ভক্তিমান্ হইয়া পাদোদক ধারণ ও পান করিতেছি, আমি ইহার মাহাত্ম্য জানি ॥ ১৭ ॥

তুমি আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র, এই কারণ তোমাকে আমার গোপনীয় কথা বলিলাম, যে ব্যক্তি অপাত্র, তাহার নিকট কখন ব্যক্ত

রহস্যং মে ত্বনর্হস্য ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ১৮ ॥
ধারয়স্ব সদা মূর্দ্ধ্নি প্রাশনং কুরু নিত্যশঃ।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্মোক্ষং যাস্যসি পুত্রক ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

সদ্যঃ ফলপ্রদং পুণ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বদুঃখবিনাশনং।
দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং বিষ্ণুপাদোদকং শুভং।
সর্ব্বোপদ্রবহন্তারং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বোৎপাতপ্রশমনং সর্ব্বতাপনিবারণং।
সর্ব্বকল্যাণসুখদং সর্ব্বকামফলপ্রদং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং ধন্যং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্দ্ধনং।
সর্ব্বশত্রুপ্রশমনং সর্ব্বভোগপ্রদায়কং।
সর্ব্বতীর্থস্য ফলদং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণং।

হন্তারমিত্যার্ষং হন্তৃ ॥ ১৯ ॥

করিবা না ॥ ১৮ ॥

পুত্র! পাদোদক নিত্য ধারণ ও পান কর, তাহা হইলে জরা, মৃত্যু ও দুঃখ সমূহ হইতে মুক্ত হইবা ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

বিষ্ণুর শুভ পাদোদক পবিত্র, আশু ফল প্রদান করে, সমস্ত পাপ বিনাশ করে, ইহা সমস্ত মঙ্গল বস্তুর মঙ্গল স্বরূপ, ইহাতে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ হয়, দুঃস্বপ্ন দোষ নাশ করে, সর্ব্ব উপদ্রব শান্তি করে, সকল ব্যাধি বিনাশ করে ॥ ১৯ ॥

মস্তকে বিষ্ণুর পাদোদক ধারণ করিলে সমুদায় উৎপাত শান্তি, সমস্ত দুঃখ নিবারণ, সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ ও সুখোৎপত্তি, সর্ব্বকামনার ফলপ্রাপ্তি, সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ করে, যশঃ প্রাপ্তি, সর্ব্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধি, সর্ব্ব শত্রু বিনাশ, সর্ব্ব ভোগ লাভ ও সর্ব্ব তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥

প্রয়াগস্য প্রভাসস্য পুষ্করস্য চ সেবনে।
পৃথূদকস্য তীর্থস্য আচান্তো লভতে ফলং॥ ২০ ॥
চক্রতীর্থে ফলং তাদৃক্ যাদৃক্ পাদাম্বুধারণাৎ।
সরস্বত্যাং গয়ায়াঞ্চ গত্বা যৎ প্রাপ্নুয়াৎ ফলং।
তৎফলং লভতে শ্রেষ্ঠং মূর্দ্ধ্নি পাদাম্বুধারণাৎ॥
স্কান্দে॥
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা।
স্থানং নৈবাস্তি পাপস্য দেহিনাং দেহমধ্যতঃ॥ ২১ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরং যস্য ব্যাপ্তং পাদোদকেন বৈ।
পাদোদং বিষ্ণুনৈবেদ্যমুদরে যস্য তিষ্ঠতি।

সেবনে যৎফলং তৎ। আচান্তঃ কৃতপাদোদকাচমনঃ॥ ২০॥
দেহিনাং মধ্যে তস্যৈকস্য দেহমধ্যে পাপস্য স্থানং নৈবাস্তি দেহিনঃ ইতি বা পাঠঃ॥২১॥

প্রয়াগ, প্রভাস, পুষ্কর ও পৃথূদক-তীর্থের জল পান করিলে যে ফল হয়, বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে সেই ফল লাভ হয়॥ ২০॥

আর চক্রতীর্থে যে রূপ ফল জন্মায়, বিষ্ণুর পাদাম্বু ধারণ করিলেও সেই ফল হইয়া থাকে॥

সরস্বতী ও গয়ায় গিয়া যে পুণ্য লাভ করিবে, বিষ্ণুর পাদাম্বু ধারণ করিলেও সেই উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবে॥

স্কন্দপুরাণে॥

দেব শঙ্করই পাদোদকের মাহাত্ম্য জানেন, যে হেতু তিনি বিষ্ণুর পাদচ্যুত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন॥

দেহির মধ্যে কেবল তাঁহারই দেহে পাপ নাই॥ ২১॥

যাঁহার দেহে পাদোদক ব্যাপ্ত, তিনি বাহ্যাভ্যন্তরে শুচি॥

যাঁহার উদরে বিষ্ণুর পাদোদক ও নৈবেদ্য থাকে, তাঁহার শরীরে পাপ স্থান পায় না, পাপ আপনা হইতেই দূরে পলায়ন করে॥

নাশ্রয়ং লভতে পাপং স্বয়মেব বিনশ্যতি।
মহাপাপগ্রহগ্রস্তো ব্যাপ্তোরোগশতৈর্যদি ॥ ২২ ॥
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
শিরসা তিষ্ঠতে যেষাং নিত্যং পাদোদকং হরেঃ।
কিং করিয্যন্তি তে লোকে তীর্থকোটি মনোরথৈঃ।
অয়মেব পরোধর্ম্ম ইদমেব পরন্তপঃ।
ইদমেব পরং তীর্থং বিষ্ণুপাদাম্বু যৎ পিবেৎ ॥
তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥
বিলয়ং যান্তি পাপানি পীতে পাদোদকে হরেঃ।
কিং পুনর্বিষ্ণুপাদোদং শালগ্রামশিলাচ্যুতং।
বিশেষেণ হরেৎ পাপং ব্রহ্মহত্যাদিকং প্রিয়ে।

বাহ্যং মস্তকাদি তেন সহিতমাভ্যন্তরং জঠরান্তর্নাড্যাদি তত্র বাহ্যং মস্তকাদৌ ধারণেন। অভ্যন্তরঞ্চ পানেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

হরেঃ প্রতিমারূপস্যেত্যর্থঃ। কিং পুনরিতি প্রতিমাতঃ শ্রীশালগ্রামশিলায়াঃ মাহাত্ম্য-বিশেষাভিপ্রায়েণ। অতএবাহ বিশেষেণেতি সমূলং সর্ব্বমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা। হরেঃ পাদো-

মহাপাপ গ্রহগ্রস্ত, শত শত পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তিও যদি হরির পাদোদক পান করে ॥ ২২ ॥

তাহা হইলে কষ্ট হইতে মুক্তি পায়, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥

যাঁহাদিগের মস্তকে সর্ব্বদা হরির পাদোদক থাকে, তাঁহারা কোটি তীর্থের কামনা করিবেন কেন ? ॥

বিষ্ণুপাদোদক পানই পরম ধর্ম্ম, ইহাই পরম তপস্যা, ইহাই পরম তীর্থ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শিব ও উমা সম্বাদে ॥

হরি প্রতিমার পাদোদক পান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, শালগ্রামশিলাবিগলিত পাদোদকের মাহাত্ম্য আর কি বলিব। প্রিয়ে!

পীতে পাদোদকে বিষ্ণোর্যদি প্রাণৈর্বিমুচ্যতে।
হত্বা যমভটান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবং লোকমাপ্নুয়াৎ ॥
তত্রৈব শ্রীশিবকার্ত্তিকেয়সম্বাদে ॥
শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে ॥
ছিন্নস্তেন মহাসেন গর্ব্ভবাসঃ সুদারুণঃ।
পীতং যেন সদা বিষ্ণোঃ শালগ্রামশিলাজলং।
যে পিবন্তি নরা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলং।
পঞ্চগব্যসহস্রৈস্তু প্রাশিতৈঃ কিং প্রয়োজনং।
প্রায়শ্চিত্তে সমুৎপন্নে কিং দানৈঃ কিমুপোষণৈঃ।
চান্দ্রায়ণৈশ্চ তীর্থৈশ্চ পীত্বা পাদোদকং শুচি ॥
বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে ॥

দকে গঙ্গাজলরূপে। অন্যৎ সমানং ॥ ২৩ ॥

শালগ্রামশিলার চরণোদক ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিশেষরূপে নাশ করে॥

বিষ্ণুর পাদোদক পান করিয়া যদি প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে সমস্ত যমদূতকে প্রহার করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শিব ও কার্ত্তিকেয়ের সম্বাদে ॥

শ্রীশালগ্রামশিলার মাহাত্ম্যপ্রস্তাবে ॥

হে কার্ত্তিকেয়! যিনি নিত্য শালগ্রামশিলার জলপান করিয়াছেন, তিনি ভয়ানক-গর্ব্ভবাস-যন্ত্রণা ছেদন করিয়াছেন ॥

যে সকল মনুষ্য নিত্য শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তাঁহা-দিগের সহস্র পঞ্চগব্য পান করিবার প্রয়োজন কি? ॥

প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক হইলে দান, উপবাস, চান্দ্রায়ণ বা তীর্থসেবা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, যদি পবিত্র বিষ্ণুপাদোদক পান করেন ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ॥

লুব্ধকোপাখ্যানের আরম্ভে ॥

হরিপাদোদকং যস্তু ক্ষণমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বিষ্ণোঃ প্রিয়তরস্তথা ॥
অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভং ॥
তত্রৈব তদুপাখ্যানান্তে ॥
হরিপাদোদকস্পর্শাল্লুব্ধকো বীতকল্মষঃ ।
দিব্যং বিমানমারুহ্য মুনিমেনমথাব্রবীৎ ।
হরিপাদোদকং যস্মান্ময়ি ত্বং ক্ষিপ্তবান্ মুনে ।
প্রাপিতোঽস্মি ত্বয়া তস্মাত্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
পাদং পূর্ব্বং কিল স্পৃষ্ট্বা গঙ্গাভূৎ স্মর্তৃমোক্ষদা ।
বিষ্ণোঃ সদ্যস্তু তৎসঙ্গি পাদাম্বু কথমীড্যতে ।

যিনি এক ক্ষণমাত্র হরিচরণামৃত ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয় এবং তিনি হরির অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকেন ॥

হরিপাদোদক পবিত্র স্বরূপ, ইহা অকাল মৃত্যু, সর্ব্ব ব্যাধি ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ করেন ॥

ঐ বৃহন্নারদীয়ে ঐ আখ্যানের শেষে ॥

হরির পাদোদক স্পর্শ হেতু ব্যাধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে কহিল, মুনে! আপনি যে আমার শরীরে হরিপাদোদক নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই আপনার দ্বারা আমি বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলাম ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

পূর্ব্বকালে গঙ্গা বিষ্ণুর পাদস্পর্শ করিয়া স্মরণকর্ত্তার সদ্যঃ মোক্ষদাত্রী হইয়াছেন, অতএব চরণসম্বন্ধি পাদোদককে আমি কি প্রকারে স্তব করিব? ॥

তাপত্রয়ানলো যোঽসৌ ন শাম্যেৎ সকলাব্ধিভিঃ।
দ্রুতং শাম্যতি সোঽল্পেন শ্রীমদ্বিষ্ণুপদাম্বুনা॥ ২৩॥
যুদ্ধাস্ত্রাভেদ্যকবচং ভবাগ্নিস্তম্ভনৌষধং।
সর্ব্বাঙ্গৈঃ সর্ব্বথা ধার্য্যং পাদ্যং শুচিপদঃ সদা।
অমৃতত্বাবহং নিত্যং বিষ্ণুপাদাম্বু যঃ পিবেৎ।
স পিবত্যমৃতং নিত্যং মাসে মাসে তু দেবতাঃ।
মাহাত্ম্যমিয়দিত্যস্য বক্তা যোঽপি স নির্ভয়ঃ।
নম্বনর্ঘ্যমণের্ম্মূল্যং কল্পয়ন্নঘমশ্নুতে॥
অন্যত্রাপি॥
স ব্রহ্মচারী স ব্রতী আশ্রমী চ সদা শুচিঃ।
বিষ্ণুপাদোদকং যস্য মুখে শিরসি বিগ্রহে।

সর্ব্বাঙ্গৈরিতি নাভেরূর্দ্ধাঙ্গৈরিতি জ্ঞেয়ং॥ ২৪॥

যত সমুদ্র আছে, তৎসমুদায়ও যে তাপত্রয় রূপ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই অগ্নি অল্পমাত্র শ্রীমদ্বিষ্ণুপাদোদক দ্বারাই শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয়॥ ২৩॥

পবিত্র হরিচরণারবিন্দের পাদ্য যুদ্ধাস্ত্রের পক্ষে দুর্ভেদ্য কবচ-স্বরূপ, ইহা সংসারাগ্নির স্তম্ভনকারি ঔষধ বিশেষ, অতএব সর্ব্বদা নাভির ঊর্দ্ধাঙ্গে বিষ্ণুপাদোদক ধারণ করিবে॥

দেবতারা মাসে মাসে অমৃত ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দেবত্ব সাধক পাদোদক যিনি নিত্য পান করেন, তাঁহার নিত্য অমৃত পান করা হয়॥

পাদোদকের এতাবন্মাত্র মাহাত্ম্যও যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহারও ভয় থাকে না। কিন্তু যিনি এই চরণামৃত রূপ অমূল্য মণির মূল্য অর্থাৎ ফলের পরিমাণ করেন, তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয়॥

অন্য স্থলেও॥

যাহার মুখে, মস্তকে ও শরীরে বিষ্ণুর পাদোদক থাকে, তিনিই

জন্মপ্রভৃতিপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং যদীচ্ছতি।
শালগ্রামশিলাবারি পাপহারি নিষেব্যতাং ॥ ২৪ ॥
অতএব তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে ॥
শ্রীব্রহ্মণোক্তং ॥
পীঠপ্রণালাদুদকং পৃথগাদায় পুত্রক।
সিঞ্চয়েন্মূর্দ্ধ্নি ভক্তানাং সর্ব্বতীর্থময়ং হি তদিতি ॥ ২৫ ॥
পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং বিখ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রতঃ।
লিখিতুং শক্নুয়াৎ কো হি সিন্ধূর্মীন্ গণয়ন্নপি ॥
বিশেষতশ্চ পাদোদং তুলসীদলসংযুতং।
শঙ্খে কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো দত্ত্বা প্রাগ্বৎ পিবেৎ স্বয়ং ॥

পীঠং শ্রীভগবদাসনং। তস্য প্রণালাৎ ॥ ২৫ ॥
প্রাগ্বদিতি তন্মন্ত্রোচ্চারণাদিবিধিনেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মচারী, তিনিই ব্রতচারী, তিনিই আশ্রমী, তিনিই সর্ব্বদা শুচি ॥

আজন্ম যে সকল পাপ করিয়াছে, তাহার যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে পাপহারি শালগ্রামশিলার জল সেবন করুক ॥ ২৪ ॥

এই কারণেই তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥

পুত্র! বিষ্ণুর পীঠের প্রণালী হইতে জল গ্রহণ করিয়া ভক্তজনের মস্তকে সিঞ্চন করিবে, ঐ জল সর্ব্বতীর্থময় ॥ ২৫ ॥

পাদোদকের মাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রেই বিখ্যাত আছে, বরং সমুদ্রের তরঙ্গ গণনা করা যায়, কিন্তু পাদোদকের মাহাত্ম্য লিখিতে কে সমর্থ হইবে? ॥

বিশেষতঃ তুলসীপত্রসংযুক্ত পাদোদক শঙ্খে করিয়া মন্ত্রোচ্চারণাদি পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগকে দান ও স্বয়ং পান করিবে ॥

অথ শঙ্খকৃতপাদোদকমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

কৃত্বা পাদোদকং শঙ্খে বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
যো দদ্যাত্তুলসীমিশ্রং চান্দ্রায়ণশতং লভেৎ।
গৃহীত্বা কৃষ্ণপাদাম্বু শঙ্খে কৃত্বাতু বৈষ্ণবঃ।
যো বহেৎ শিরসা নিত্যং স মুনিস্তাপসোত্তমঃ ॥

পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে।

শালগ্রামশিলাতোয়ং যদি শঙ্খভৃতং পিবেৎ।
হত্যাকোটিবিনাশঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

শালগ্রামশিলাতোয়ং তুলসীদলবাসিতং।
যে পিবন্তি পুনস্তেষাং স্তন্যপানং ন বিদ্যতে ইতি ॥ ২৬ ॥

অথ শঙ্খে স্থাপিত পাদোদকের মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি শঙ্খে করিয়া মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে তুলসীদলমিশ্রিত বিষ্ণুপাদোদক দান করেন, তাঁহার শত চান্দ্রায়ণের ফল লাভ হয়।

যে বৈষ্ণব শঙ্খে করিয়া কৃষ্ণচরণামৃত নিত্য মস্তকে বহন করেন, তিনি তাপসশ্রেষ্ঠ মুনি ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

শঙ্খে করিয়া যদি শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তাহা হইলে তিনি কোটিহত্যা পাতক নাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যাঁহারা তুলসীপত্র দ্বারা সুবাসিত শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তাঁহাদিগকে আর মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিতে হয় না ॥ ২৬ ॥

শ্রীবিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ পাবনং চরণোদকং।
সর্ব্বতীর্থময়ং পীত্বা কুর্য্যাদাচমনং ন হি ॥ ২৭ ॥
তদুক্তং স্কান্দে শিবেন ॥
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা পশ্চাদশুচিশঙ্কয়া।
আচামতি চ যো মোহাদ্ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥
শ্রুতিশ্চ ॥
ভগবান্ পবিত্রং ভগবৎপাদৌ পবিত্রং
ভগবৎপাদোদকং পবিত্রং ন তৎপান আচমনীয়ং।
যথাহি সোম ইতি।
সৌপর্ণে চ ॥

আচমনং নহি নৈব কুর্য্যাদিতি অস্পৃশ্যস্পর্শনাদিনা কথঞ্চিৎপ্রাপ্তমাচমনং চরণোদক-পানানন্তরং পুনস্তচ্ছুদ্ধয়ে ন কুর্য্যাৎ। যদ্বা। স্নাত্বা ভুক্ত্বা পয়ঃ পীত্বেত্যাদিনা জলপানা-নন্তরং স্মৃতিবিহিতং যদাচমনং তচ্ছ্রীচরণোদকপানানন্তরং ন কার্য্যমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ পিপাসয়া চরণোদকস্য পানং বিজ্ঞেয়ং ন প্রাশনরূপমাচমনমাত্রমিতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীবিষ্ণুর এবং বৈষ্ণবদিগের পবিত্র চরণোদক সর্ব্বতীর্থ স্বরূপ, তাহা পান করিয়া আচমন করিবে না ॥ ২৭ ॥

অতএব স্কন্দপুরাণে শিব বলিয়াছেন ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পাদোদক পান করিয়া পরে অশুচি বিবেচনায় অজ্ঞান বশতঃ মুখ প্রক্ষালন করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলা যায় ॥

শ্রুতিও আছে ॥

ভগবান্ পবিত্র, ভগবানের চরণযুগল পবিত্র, ভগবানের পাদোদক পবিত্র, তাহা পান করিয়া আচমন করিবে না। উহাকে সোম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥

গরুড়পুরাণেও ॥

বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সংমোহাদ্ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে। ইতি॥
ততঃ শুদ্ধং পয়ঃ পূর্ণং গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতং।
আধারোপরি সংন্যস্যেচ্ছঙ্খং ভগবদগ্রতঃ॥ ২৮॥
অথ শ্রীভগবদগ্রতঃ শঙ্খস্থাপনমাহাত্ম্যং॥
স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে শঙ্খমাহাত্ম্যে॥
পুরতো বাসুদেবস্য সপুষ্পং সজলাক্ষতং।
শঙ্খমভ্যর্চ্চিতং পশ্যেৎ তস্য লক্ষ্মীর্ন দুর্ল্লভা।
সপুষ্পং বারিজং যস্য দূর্ব্বাক্ষতসমন্বিতং।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ইতি॥ ২৯॥
গত্বাথ ভক্তিমান্ শ্রীমত্তুলস্যাঃ কাননে প্রভুং।

অশুচিশঙ্কয়া অশুদ্ধ্যা শঙ্কয়েত্যর্থঃ॥ ২৮
বারিজং শঙ্খঃ। পুরতস্তিষ্ঠতীতি শেষঃ॥ ২৯॥

বিষ্ণুপাদোদক বা ভক্তপাদোদক পান করিয়া যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ আচমন করে তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলে॥

চরণোদক সেবা করিয়া পরে জলপূর্ণ গন্ধ, পুষ্প ও তণ্ডুলযুক্ত শুদ্ধ শঙ্খ ভগবানের সম্মুখে আধারের উপর স্থাপন করিবে॥ ২৮॥

অথ শ্রীভগবানের সম্মুখে শঙ্খস্থাপন মাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে।

শঙ্খমাহাত্ম্যপ্রস্তাবে॥

যদি বাসুদেবের সম্মুখে স্থাপিত, পূজিত, পুষ্প, জল ও তণ্ডুলসমন্বিত শঙ্খ দর্শন করে তাহা হইলে লক্ষ্মী তাহার দুর্ল্লভ থাকেন না॥

যিনি বাসুদেবের সম্মুখে পুষ্প, দূর্ব্বা ও তণ্ডুলসমন্বিত শঙ্খ স্থাপন করেন, তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই সৌভাগ্য জন্মে॥ ২৯॥

তদনন্তর ভক্তিসহকারে তুলসীকাননে গমন করিয়া প্রভু শ্রীকৃষ্ণের

সংপূজ্যাভ্যর্চ্চয়েত্তাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়াং ॥ ৩০ ॥

অথ তুলসীবনপূজা ॥

প্রাগ্দত্ত্বার্ঘ্যং ততোঽভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।

স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেৎ প্রার্থ্য দণ্ডবৎ ॥

তত্রার্ঘ্যমন্ত্রঃ ॥

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধরসৎকৃতে।

ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোঽস্তু তে ॥ ৩১ ॥

পূজামন্ত্রঃ ॥

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।

তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে ॥

তাং তুলসীঞ্চ ॥ ৩০ ॥

গৃহ্ন গৃহাণ ॥ ৩১ ॥

পূজা করত পরে শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রিয়া তুলসীরও অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩০ ॥

অথ তুলসীবনপূজা ॥

প্রথমতঃ অর্ঘ্যদান করিয়া পরে গন্ধ, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুলাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর ভগবতী তুলসীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিবে ॥

অর্ঘ্যমন্ত্র যথা ॥

হে দেবি! আপনি লক্ষ্মীর আশ্রয় ও নিবাসস্থান, শ্রীধর নিত্য আপনার আদর করেন, আমি ভক্তিভাবে অর্ঘ্য দান করিলাম গ্রহণ করুন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১ ॥

পূজা মন্ত্র ॥

হে তুলসি! পূর্ব্বকালে দেবগণ আপনাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, দেব ও অসুর আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমার পাপ হরণ করুন, এই পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥

স্তুতিশ্চ ॥

মহাপ্রসাদজননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসী ত্বং নমোঽস্তু তে ॥

প্রার্থনা ॥

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসী ত্বং প্রসীদ মে ॥ ৩২ ॥

প্রণামবাক্যঞ্চাবন্তীখণ্ডে ॥

যা দৃষ্ট্বা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগানামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা

তুলসীতি দীর্ঘান্তপাঠে সম্বোধনেঽপি ছন্দোভঙ্গ ভিয়া দৈর্ঘ্যমার্ষং। যদ্বা। ত্বমিত্যস্য বিশেষণং ॥ ৩২ ॥

প্রত্যাসত্তিঃ সম্বন্ধবিশেষঃ বিমুক্তিঃ বিশিষ্টা মুক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিলক্ষণা তদেব

স্তবমন্ত্র ॥

হে তুলসি! আপনার দ্বারা ভগবানের সাতিশয় প্রসন্নতা জন্মে, আপনি নিত্য সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও আধি ব্যাধি সমস্ত নিবারণ করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার ॥

প্রার্থনা ॥

তুলসি! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে লক্ষ্মী, যশঃ, কীর্ত্তি, আয়ু, সুখ, বল, পুষ্টি ও ধর্ম্ম দান করুন ॥ ৩২ ॥

প্রণামবাক্য অবন্তীখণ্ডে ॥

যিনি দৃষ্টিগোচর হইলে সমস্ত পাপ নষ্ট করেন, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র করেন, প্রণাম করিলে রোগ সকল নষ্ট করেন, জল দ্বারা সিক্ত করিলে যমভয় নিবারণ করেন, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিলে বিশিষ্ট

ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥ ৩৩ ॥

ভগবত্যাস্তুলস্যাস্ত মাহাত্ম্যামৃতসাগরে।

লোভাৎ কূর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥ ৩৪ ॥

অথ তুলসীবনপূজামাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ॥

শ্রবণদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার্চ্চনে।

যৎফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসীপূজনেন তৎ ॥

গারুড়ে ॥

ধাত্রীফলেন যৎপুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।

ফলং। যদ্বা। বিমুক্তের্মোক্ষস্য ফলং প্রেমভক্তিঃ তৎ দদাতীতি তথা সা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীব্রহ্মাদ্যনির্ব্বাচ্যমপি ভগবৎপাদপদ্মপ্রিয়তমায়াঃ শ্রীতুলস্যা মাহাত্ম্যং পরমোপাদেয়ত্বেন লোভতো লিখন্নাদৌ নিজচাপল্যাপরাধং ক্ষমাপয়তি। ভগবত্যা ইতি। কূর্দ্দিতুং উৎপ্লূত্য নিপতিতুং ॥ ৩৪ ॥

ধাত্রীফলেনেতি তদ্ভক্ষণাদিনেত্যর্থঃ। জয়ন্ত্যাং জন্মাষ্টম্যাং মহাদ্বাদশীভেদে বা।

মুক্তি ফল অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই তুলসীকে নমস্কার করি ॥ ৩৩ ॥

হে ভগবতি তুলসি! অতি উপাদেয় বলিয়া লোভ হেতু ক্ষুদ্র আমি আপনার মাহাত্ম্য রূপ অমৃত সাগরে লম্ফ প্রদান করিতে সাহসী হইলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ৩৪ ॥

অথ তুলসীবন পূজার মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

সঙ্গমস্থলে শ্রবণাদ্বাদশীযোগে শালগ্রামশিলার পূজা করিলে যে ফল হয়, কথিত আছে তুলসী পূজা করিলেও সেই ফল ॥

গরুড়পুরাণে ॥

হে খগেন্দ্র! আমলকী ভক্ষণ করিলে, জন্মাষ্টমী বা জয়ন্তী দ্বাদ-

খগেন্দ্র ভবতে নৃণাং তুলসীপূজনেন তৎ ॥ ৩৫ ॥
প্রয়াগস্নাননিরতো কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে ।
যৎফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসীপূজনেন তৎ ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি ॥
তুলসীরোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥
কিঞ্চ ॥
প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীণমবশিষ্যতে ॥
বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে ॥

উপবাসে চ যৎপুণ্যং । যদ্বা । জয়ন্ত্যাপোষণে ধাত্রীফলস্নানাদিনা যৎপুণ্যং ভবতে ভবতি ॥৩৫

শীতে উপবাস করিলে যে ফল হয়, তুলসীপূজা করিলে মনুষ্যদিগের সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

নিত্য প্রয়াগে স্নান এবং কাশীতে প্রাণত্যাগ করিলে দেবগণ যে ফল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তুলসীপূজারও সেই ফল নিশ্চয় করিয়াছেন ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

চারিবর্ণের বিশেষত চারি আশ্রমের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যে কেহই তুলসীপূজা করেন, তুলসী তাহাকে ইষ্ট ফল প্রদান করেন ॥

মনুষ্য তুলসী রোপণ, সেবন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে পবিত্র হয়, যত্নপূর্ব্বক আরাধনা করিলে সর্ব্ব অভিলাষ সিদ্ধ হয় ॥

আরও ॥

যাঁহারা প্রত্যহ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তুলসীকে প্রণাম করেন, তাহাদিগের কোন পাপই নষ্ট হইতে অবশিষ্ট থাকে না ॥

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহর্দ্বিজাঃ॥
অতএব পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে॥
পক্ষে পক্ষে তু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশ্যাং বৈশ্যসত্তম।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনং॥
অতএব শ্রীতুলসীস্তুতিমহিমা॥
অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো নরঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা॥
অথ তুলসীবনমাহাত্ম্যং॥
স্কান্দে॥
রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।

বৃহন্নারদপুরাণে॥
যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষে॥

হে ব্রাহ্মণগণ! যাঁহার গৃহে তুলসী থাকেন এবং প্রতিদিবস সেই তুলসীর পূজা হয়, দিন দিন তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে॥

অতএব পদ্মপুরাণে॥
দেবদূত—বিকুণ্ডলসম্বাদে॥

হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! প্রতিপক্ষের দ্বাদশী উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতারাও তুলসীবনের পূজা করিয়া থাকেন॥

এই জন্য শ্রীতুলসীর স্তুতির মাহাত্ম্য॥

যে নর একান্তচিত্তে নিত্য তুলসীর স্তব করেন, তিনি পিতৃলোক, দেবতা ও মনুষ্যদিগের প্রিয় হন॥

অথ তুলসীবনের মাহাত্ম্য।
স্কন্দপুরাণে॥

তুলসীবন ভিন্ন দেবদেব জগৎস্বামী অন্য কোন বস্তুতেই প্রীতি

দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ।
হিত্বা তীর্থসহস্রাণি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্ ।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ ।
নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা ।
রোপিতা যৈশ্চ বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদং ।
ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনং ।
তৎ শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ ।
কেশবার্থে কলৌ যে তু রোপয়ন্তীহ ভূতলে ।
কিং করিষ্যত্যসন্তুষ্টো যমোঽপি সহ কিঙ্করৈঃ ।
তুলস্যারোপণং কার্য্যং শ্রবণেন বিশেষতঃ ।
অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ।
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু যো নরঃ ।
বাপয়েত্তুলসীং পুণ্যাং তত্তীর্থং চক্রপাণিনঃ ।

বিধান করেন না, বিশেষতঃ কলিযুগে ॥

সহস্র সহস্র তীর্থ ও সমুদায় পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া কেশব কলিযুগে তুলসীবনেই নিত্য বাস করেন ॥

যে সকল মনুষ্য তুলসীকানন দর্শন বা বিধিপূর্ব্বক রোপণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

যে স্থানে ফলবান্ আমলকীবৃক্ষ, বিষ্ণুমূর্ত্তি, তুলসীবন বা বৈষ্ণবগণ না থাকেন, সে স্থান শ্মশান তুল্য ॥

কলিকালে পৃথিবীতলে কেশবের জন্য যে সকল ব্যক্তি তুলসীরোপণ করিয়াছেন, যম এবং তাঁহার দূতগণ কুপিত হইয়া তাঁহাদিগের কি করিবেন ? ॥

বিশেষতঃ শ্রবণানক্ষত্রের যোগে তুলসী রোপণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পুরুষোত্তম, তাঁহার সহস্র অপরাধ মার্জনা করেন ॥

যে সকল দেবালয়ে বা পুণ্যক্ষেত্রে মনুষ্য পবিত্র তুলসীবৃক্ষ রোপণ

ঘটৈর্যত্র ঘটীভিশ্চ সিঞ্চিতং তুলসীবনং।
জলধারাভির্ব্বিপ্রেন্দ্র প্রীণিতং ভুবনত্রয়ং ॥ ৩৬ ॥
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশোদশশ্চ পূতাঃ স্যুর্ভূতগ্রামশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ৩৭ ॥
তুলসীকাননোদ্ভূতা চ্ছায়া যত্র ভবেদ্দ্বিজ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃণাং তৃপ্তিহেতবে।
তুলসীবীজনিকরঃ পততে যত্র নারদ।
পিণ্ডদানং কৃতং তত্র পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ং ॥
তত্রৈবাগ্রে ॥
দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।

জলধারাভিঃ সিঞ্চিতং সিক্তং ॥ ৩৬ ॥
চতুর্ব্বিধঃ জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জভেদেন ॥ ৩৭ ॥

করায়, সেই সকল স্থানই চক্রপাণি বিষ্ণুর তীর্থ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! ঘট বা ঘটিকা দ্বারা তুলসী সেচন করিলে জলধারা দ্বারা ত্রিভুবনের তৃপ্তিসাধন করা হয় ॥ ৩৬ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মা ও নারদের সম্বাদে ॥

বায়ু তুলসীর গন্ধ বহন করিয়া যে স্থানে গমন করে, তাহার দশদিক্ ও চতুর্ব্বিধ প্রাণী পবিত্র হয় ॥ ৩৭ ॥

হে দ্বিজ! তুলসীবনের ছায়া যে স্থানে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিশেষ তৃপ্তি লাভ হইবে ॥

হে নারদ! যে স্থানে তুলসীর বীজ পতিত হয়, সেই স্থানে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ড অক্ষয় হইয়া থাকে ॥

ঐ প্রস্তাবেরই কিঞ্চিৎ পরে ॥

রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥ ৩৮ ॥
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে ।
যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরেগৃর্হে ।
রোপিতা তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরং ।
তাবৎ কোটিসহস্রন্তু তনোতি সুকৃতং কলৌ ।
যাবচ্ছাখাপ্রশাখাভি বীজপুষ্পৈঃ ফলৈর্মুনে ।
রোপিতা তুলসী পুংভির্বর্দ্ধতে বসুধাতলে ।
কুলে তেষান্তু যে জাতা যে ভবিষ্যন্তি যে মৃতাঃ ।
আকল্পং যুগসাহস্রং তেষাং বাসোহরেগৃর্হে ॥ ৩৯ ॥
তত্রৈব চাবন্তীখণ্ডে ॥

নমিতা নতা । সেবিতা জলসেকাদিনা ॥ ৩৮ ॥

প্রশাখা উপশাখাঃ । তেষাং কুলে যাবন্তঃ পুরুষাঃ । তানেবাহ যে জাতা ইত্যাদি আকল্পং ব্রহ্মদিনং ব্যাপ্য যৎ যুগসাহস্রং তৎ প্রাপ্য ॥ ৩০ ॥

নিত্য তুলসী দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, নমস্কার, শ্রবণ, রোপণ, সেবা বা পূজা যাহা কিছু করা যায়, তাহাতেই মঙ্গল হয় ॥ ৩৮ ॥

যাঁহারা দিন দিন এই নয় প্রকার তুলসীর ভজনা করেন সহস্র-কোটিযুগ তাঁহাদের হরিধামে বাস হয় ॥

কলিযুগে তুলসী রোপিতা হইয়া যত মূল বিস্তার করেন রোপণ কর্ত্তার তত সহস্রকোটি পুণ্য বিস্তার হয় ॥

হে মুনে ! পৃথিবীতে যে সকল মানবগণ কর্ত্তৃক তুলসী রোপিতা হইয়া যত শাখা, প্রশাখা, বীজ, পুষ্প ও ফলে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন তাঁহাদিগের কুলে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বা জন্মিবেন কিম্বা জন্মিয়াছিলেন, তাহাদিগেরও ব্রহ্মার পরিমাণে সহস্রযুগ কাল বিষ্ণু-লোকে বসতি হয় ॥ ৩৯ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই অবন্তীখণ্ডে ॥

তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তৎকরপল্লবাঃ।
কেশবার্থে কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে।
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে।
তুলসী দহতে পাপং রোপণে কীর্ত্তনে কলৌ ॥ ৪০ ॥
কাশীখণ্ডে স্বদূতান্ প্রতি শ্রীযমানুশাসনে ॥
তুলস্যলঙ্কৃতা যে যে তুলসী নাম জাপকাঃ।
তুলসীবনপালা যে তে ত্যাজ্যা দূরতোভটাঃ।
তত্রৈব ধ্রুবচরিতে ॥
তুলসী যস্য ভবনে প্রত্যহং পরিপূজ্যতে।
তদ্গৃহং নোপসর্পন্তি কদাচিৎ যমকিঙ্করাঃ ॥
পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

যে চ রোপয়ন্তি তে ধন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

পৃথিবীতে কলিকালে কেশবের জন্য যাঁহারা তুলসীচয়ন এবং রোপণ করেন, তাহাদিগের করপল্লব ধন্য ॥

কলিকালে তুলসীজলে স্নান, তুলসীদান, তুলসীধ্যান, তুলসীভক্ষণ, তুলসী দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা এবং তুলসীরোপণ ও কীর্ত্তন করিলে তুলসী পাপ দাহ করেন ॥ ৪০ ॥

কাশীখণ্ডে ॥

নিজদূতের প্রতি যমের উপদেশ বাক্য ॥

দূতগণ! যাঁহারা তুলসীভূষণে ভূষিত, যাঁহারা তুলসী নাম জপ করেন এবং যাঁহারা তুলসীবন রক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিবা ॥

এই কথাই ধ্রুবচরিতে ॥

যাঁহার গৃহে প্রতি দিবস তুলসীর পূজা হয়, যমদূতগণ কখনও তাঁহার গৃহের নিকট দিয়া গমন করে না ॥

ন পশ্যন্তি যমং বৈশ্য তুলসীবনরোপণাৎ।
সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনং।
তুলসীকাননং বৈশ্য গৃহে যস্মিংস্তু তিষ্ঠতি।
তদ্গৃহং তীর্থভূতং হি নোযান্তি যমকিঙ্করাঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি যাবদ্বীজদলানি চ।
বসন্তি দেবলোকে তু তুলসীং রোপয়ন্তি যে।
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় পিতরস্তুষ্টমানসাঃ।
প্রযান্তি গরুড়ারূঢ়া স্তৎপদং চক্রপাণিনঃ॥ ৪১॥
দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং বিশাম্বর।
তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্ত্রয়ং স্মৃতং।

তৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং অনির্ব্বচনীয়ং বা পদং॥ ৪১॥

পদ্মপুরাণে দেবদূত-বিকুণ্ডল-সম্বাদে॥

হে বৈশ্য! মানবগণ তুলসীবন রোপণ করিলে তাঁহাদিগকে যম-দর্শন করিতে হয় না, তুলসীকানন সর্ব্ব পাপ হরণ ও সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ করেন॥

হে বৈশ্য! যে গৃহে তুলসী কানন থাকে সে গৃহ তীর্থ হইয়াছে, যমকিঙ্করগণ সে গৃহের নিকট দিয়া গমন করে না॥

যাঁহারা তুলসীরোপণ করেন, সেই তুলসীর যত পত্র ও যত বীজ হয় তাঁহারা তত সহস্র বৎসর দেবলোকে বাস করেন॥

তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পিতৃগণ সন্তুষ্ট মনে গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক চক্রপাণির প্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন॥ ৪১॥

হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! নর্ম্মদাদর্শন, গঙ্গাস্নান, আর তুলসীপত্রস্পর্শ, কথিত আছে এই তিনই সমান॥

বাক্য মন ও দেহ দ্বারা মনুষ্যগণ যে কিছু পাপ সঞ্চয় করে, তুলসী রোপণ, পালন, সেবন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়॥

রোপণাৎ পালনাৎ সেকাৎ দর্শনাৎ স্পর্শনান্নৃণাং।
তুলসী দহতে পাপং বাঙ্মনঃ কায়সঞ্চিতং।
আম্রবৃক্ষসহস্রেণ পিপ্পলানাং শতেন চ।
যৎফলং হি তদেকেন তুলসীবিটপেন তু।
বিষ্ণুপূজনসংযুক্তস্তুলসীং যস্তু রোপয়েৎ॥
যুগাযুতদশৈকং স রোপকো রমতে দিবি॥
তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে॥
পুষ্করাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা॥
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে।
দারিদ্র্যদুঃখরোগার্ত্তিপাপানি সুবহূন্যপি।
তুলসী হরতি ক্ষিপ্রং রোগানিব হরীতকী॥
তত্রৈব কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে॥
যদ্গৃহে তুলসী ভাতি রক্ষাভির্জলসেচনৈঃ।

রক্ষাভিঃ কণ্টকাবরণাদিভিঃ॥ ৪২॥

সহস্র আম্র-বৃক্ষ এবং একশত অশ্বথ-বৃক্ষে যে ফল, তুলসীর একমাত্র শাখায় সেই ফল॥

বিষ্ণুপূজা পরায়ণ যে ব্যক্তি তুলসীরোপণ করেন, তিনি লক্ষযুগ-কাল দেবলোকে পরমানন্দে বাস করেন॥

ঐ পুরাণেই বৈশাখমাহাত্ম্যে॥

পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী এবং বাসুদেবাদি দেবতা সকল তুলসীর দলে বাস করিয়া থাকেন॥

হরিতকী যেমন রোগশান্তি করে, তুলসী তেমনি বহু বহু দারিদ্র্য-দুঃখ ও পাপ নাশ করেন॥

ঐ গ্রন্থেই কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রস্তাবে॥

যত্ন ও জলসেচন দ্বারা বৃদ্ধি পাইয়া যে গৃহে তুলসী বিরাজ করেন,

তদ্গৃহং যমদূতাশ্চ দূরতো বর্জয়ন্তি হি ॥ ৪২ ॥
তুলস্যাস্তর্পণং যেচ পিতৄনুদ্দিশ্য মানবাঃ ।
কুর্ব্বন্তি তেষাং পিতরস্তৃপ্তা বর্ষাযুতং জলৈঃ ।
পরিচর্য্যাঞ্চ যে তস্যা রক্ষয়াবালবন্ধনৈঃ ॥
শুশ্রূষিতো হরিস্তৈস্তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৩ ॥
নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যাস্যা বৃক্ষভাবান্মনীষিভিঃ ।
যথাহি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ ।
শালগ্রামশিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে ।
তথা লক্ষ্ম্যৈক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা ।
অপরং স্থাবরং রূপং ভুবি লোকহিতায় বৈ ।
স্পৃষ্টা দৃষ্টা রক্ষিতাচ মহাপাতকনাশিনী ।
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

আবালং আলবালং তদ্বন্ধনৈর্যা রক্ষা তয়া পরিচর্য্যাং যে কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ ॥ ৪৩ ॥

যমদূতগণ সে গৃহ দূর হইতে পরিত্যাগ করেন ॥ ৪২ ॥

যে সকল মনুষ্য তুলসী সহিত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণ সেই জলে দশ সহস্র বৎসর তৃপ্ত থাকেন ॥

যাঁহারা যত্ন ও আলবাল বন্ধন দ্বারা তুলসীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের বিষ্ণু অর্চ্চনা করা হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

বৃক্ষজ্ঞানে মনুষ্যগণ কখন তুলসীর অবজ্ঞা করিবেন না, বৈকুণ্ঠে বাসুদেবের যে দেহ বিরাজমান, তুলসীও সাক্ষাৎ সেই দেহ ॥

যেমন পৃথিবীতলে শালগ্রামশিলা স্বরূপ বিষ্ণুর স্থাবর দেহ দর্শন করা যায়, তেমনি তুলসী লক্ষ্মীর দেহ ইহা লোকের হিতের নিমিত্ত পৃথিবীতে তাঁহার আর এক দেহ বিরাজ করিতেছেন। এই দেহ স্পর্শ, দর্শন ও পালন করিলে মহাপাতক নাশ হয় ॥

বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা।
প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী ॥ ৪৪ ॥
তুলসীবাটিকা যত্র পুষ্পান্তরশতাবৃতা।
শোভতে রাঘবস্তত্র সীতয়া সহিতঃ স্বয়ং।
তুলসীবিপিনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলং।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ।
তুলসীসন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর।
ন তেষাং নরকক্লেশঃ প্রযান্তি পরমং পদং ॥
কিঞ্চ ॥
অনন্যদর্শনাঃ প্রাত র্যে পশ্যন্তি তপোধন।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রহরন্তি তে ॥

তথৈবেতি যথা জনকাত্মজা সীতা প্রিয়া তথা তুলসী চেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রহরন্তি প্রকর্ষেণ হরন্তি বিনাশয়ন্তি স্বস্যান্যেষামপি বা ॥ ৪৫ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

রামরূপী ত্রৈলোক্যনাথ বিষ্ণুর জনকনন্দিনী যেমন প্রেয়সী, সর্ব্বলোকের এক পাবনী তুলসীও তেমনি প্রিয়া ॥ ৪৪ ॥

যে স্থানে মধ্যে মধ্যে বিবিধ পুষ্পে পরিশোভিত তুলসীবাটিকা থাকে রামচন্দ্র সীতার সহিত স্বয়ং তথায় অবস্থিতি করেন ॥

যেমন গঙ্গাজলের, তেমনি তুলসী বনের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এক ক্রোশ স্থান পবিত্র ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা তুলসীর সন্নিকটে প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহাদের নরকযন্ত্রণা নাই, তাঁহারা বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥

আরও ॥

হে তপোধন! যাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া অন্য বস্তু না দেখিয়া অগ্রে তুলসী দর্শন করেন, তাঁহারা অহোরাত্র কৃত পাপকে বিনাশ

গারুড়ে ॥
কৃতং যেন মহাভাগ তুলসীবনরোপণং।
মুক্তিস্তেন ভবেদ্দত্তা প্রাণিনাং বিনতাসুত ॥ ৪৫ ॥
তুলসী বাপিতা যেন পুণ্যারামে বনে গৃহে।
পক্ষীন্দ্র তেন সত্যোক্তং লোকাঃ সপ্ত প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পঠন্নামসহস্রকং।
তুলসীকাননে নিত্যং যজ্ঞাযুতফলং লভেৎ ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
নিত্যং সন্নিহিতো বিষ্ণুঃ সস্পৃহস্তুলসীবনে।
অপি মে ক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্ধন্যোঽর্পয়েদিতি ॥

সত্যোক্তং সত্যবচনমেবৈতদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

করিয়া থাকেন ॥

গরুড়পুরাণে ॥

হে মহাভাগ বিনতানন্দন! যিনি তুলসীবন রোপণ করিয়াছেন তাঁহার প্রাণিদিগকে মুক্তি দান করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

যিনি পবিত্র উপবন, বন ও গৃহে তুলসী রোপণ করিয়াছেন, হে পক্ষীন্দ্র! সত্য বলিলাম, তিনি সপ্তলোক স্থাপন করিয়াছেন ॥৪৬॥

যিনি এক মুহূর্ত্তমাত্রও তুলসীবনে বিশ্রাম করেন, তিনি কোটি জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

যে ব্যক্তি নিত্য সহস্র নাম পাঠ করিয়া তুলসী কানন প্রদক্ষিণ করেন, তিনি দশ সহস্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

বিষ্ণু সর্ব্বদা তুলসীবনের নিকট এই অভিলাষে বাস করেন যে, যদি কোন ধন্য মনুষ্য আমাকে একটী অখণ্ড তুলসীপত্র অর্পণ করেন ॥

বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে ॥
সংসারপাপবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীর্ত্তিতং।
তথা তুলস্যা ভক্তিশ্চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ॥ ৪৭ ॥
তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥
তত্রৈব যমভগীরথসম্বাদে ॥
তুলসীরোপণং যে তু কুর্ব্বতে মনুজেশ্বর।
তেষাং পুণ্যফলং বক্ষ্যে বদতস্ত্বং নিশাময়।
সপ্তকোটিকুলৈর্যুক্তো মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা।
বসেৎ কল্পশতং সাগ্রং নারায়ণসমীপগঃ।
তৃণানি তুলসীমূলাৎ যাবন্ত্যপহিনোতি বৈ।
তাবতী ব্রহ্মহত্যা হি ছিনত্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

তথা তুলস্যা নাম চ হরিকীর্ত্তিপ্রবক্তরি ভক্তিশ্চ ॥ ৪৭ ॥
অপহিনোতি দূরীকরোতি ॥ ৪৮ ॥

বৃহন্নারদপুরাণে গঙ্গামাহাত্ম্যপ্রস্তাবে ॥

কথিত আছে, গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলে সংসারের পাপ দূর হয়, তুলসী এবং হরিগুণ কীর্ত্তনকারির প্রতি ভক্তি করিলেও তাহাই হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে তুলসীকানন ও পদ্মবন থাকে এবং যে স্থানে পুরাণ পাঠ হয়, হরি সেই স্থানের সন্নিকটে বসতি করেন ॥

ঐ বৃহন্নারদপুরাণেই যম ও ভগীরথসম্বাদে ॥

হে রাজন্! যাঁহারা তুলসীরোপণ করেন, তাহাদিগের পুণ্য ফল বলিতেছি, তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥

তাঁহারা পিতৃবংশের সপ্তকোটি ও মাতৃবংশের সপ্তকোটি পুরুষের সহিত নারায়ণের সমীপে কিঞ্চিদধিক শতকল্প বাস করিয়া থাকেন ॥ যে মনুষ্য তুলসীর মূল হইতে যত তৃণ উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দেন,

তুলস্যাং সিঞ্চয়েদ্যস্তু চুলুকোদকমাত্রকং।
ক্ষীরোদশায়িনা সার্দ্ধং বসেদাচন্দ্রতারকং।
কণ্টকাবরণং বাপি বৃতিং কাষ্ঠৈঃ করোতি যঃ।
তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥ ৪৯॥
যাবদ্দিনানি সন্তিষ্ঠেৎ কণ্টকাবরণং প্রভো।
কুলত্রয়যুতস্তাবৎ তিষ্ঠেদ্ব্রহ্মপদে যুগং।
প্রাকারকল্পকো যস্তু তুলস্যা মনুজেশ্বর।
কুলত্রয়েণ সহিতো বিষ্ণোঃ সারূপ্যতাং ব্রজেৎ॥
অতএব তত্রৈব। যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে॥
দুর্ল্লভা তুলসীসেবা দুর্ল্লভা সঙ্গতিঃ সতাং।

বৃতিং আবরণং॥ ৪৯॥

তাঁহার তত ব্রহ্মহত্যা পাতক নাশ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥৪৮

যিনি তুলসীতে গণ্ডূষমাত্র জলসেচন করিবেন, তিনি যত দিন চন্দ্র-তারা থাকিবে, তত দিন ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের সহিত বাস করিতে পারিবেন॥

যিনি তুলসীর কণ্টক দ্বারা আবরণ করিয়া দেন বা তুলসীর চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠ দ্বারা আবরণ করেন, হে রাজেন্দ্র! তাঁহার মহৎ পুণ্য-ফলের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪৯॥

ঐ কণ্টকের আবরণ যত দিন থাকিবে, তত দিন তিনি তিন-কুলের সহিত ব্রহ্মলোকে যুগ ব্যাপিয়া বাস করিবেন॥

আর যিনি তুলসীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করেন, হে রাজেন্দ্র! তিনি তিন-কুলের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হন॥

অতএব ঐ স্থলেই॥

যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষে॥

তুলসীসেবা, সাধুসঙ্গ এবং হরিভক্তি, যাহারা সংসারসাগরে পতিত

দুর্ল্লভা হরিভক্তিশ্চ সংসারার্ণবপাতিনাং ॥

পুরাণান্তরেষু চ ॥

যৎফলং ক্রতুভিঃ স্বিষ্টৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ।

তৎফলং কোটিগুণিতং রোপয়িত্বা হরেঃ প্রিয়াং।

তুলসীং যে প্রযচ্ছন্তি সুরাণামর্চ্চনায় বৈ।

রোপয়ন্তি শুচৌ দেশে তেষাং লোকোঽক্ষয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৫০ ॥

রোপিতাং তুলসীং দৃষ্ট্বা নরেণ ভুবি ভূমিপ।

বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জয়েদ্যমঃ।

তুলসীতি চ যো ব্রূয়াৎ ত্রিকালং বদনে যদি।

নিত্যং স গোসহস্রস্য ফলমাপ্নোতি ভূসুর।

তেন দত্তং হুতং জপ্তং কৃতং শ্রাদ্ধং গয়াশিরে।

রোপয়িত্বা প্রাপ্নোতি ইতিশেষঃ ॥ ৫০ ॥

হইয়াছে, তাহাদিগের এই তিনটী অতি দুর্ল্লভ ॥

অন্যান্য পুরাণেও ॥

দক্ষিণা, দান ও বরলাভ পূর্ব্বক বহু ২ যজ্ঞ সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, হরির প্রিয় তুলসীরোপণ করিলে তাহার কোটি গুণ ফল হইয়া থাকে ॥

যাঁহারা দেবপূজার নিমিত্ত তুলসী প্রদান করেন এবং যিনি তুলসী রোপণ করেন, তাঁহাদিগের অক্ষয় লোক লাভ হয় ॥ ৫০ ॥

রাজন্! পৃথিবীতে মনুষ্য যদি তুলসীরোপণ করেন, তাহা দেখিয়া যম বিবর্ণবদন হইয়া তাঁহার লিপি মুছিয়া দেন ॥

হে খগশ্রেষ্ঠ! যদি ত্রিসন্ধ্যা 'তুলসী' এই নাম মাত্র মুখে উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে নিত্য সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ॥

হে পক্ষিরাজ! যিনি তুলসীরোপণ করিয়াছেন, তিনি দান, হোম, জপ, গয়াশিরে শ্রাদ্ধ এবং তপস্যা সকলই করিয়াছেন ॥

তপস্তপ্তং খগশ্রেষ্ঠ তুলসী যেন রোপিতা।
শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা রোপিতা সিঞ্চিতা নতা।
তুলসী দহতে পাপং যুগান্তাগ্নিরিবাখিলং।
কেশবায়তনে যস্তু কারয়েত্তুলসীবনং॥
লভতে চাক্ষয়ং স্থানং পিতৃভিঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥
অন্যত্রাপি॥
তুলসীকাননে শ্রাদ্ধং পিতৃণাং কুরুতে তু যঃ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন ভাষিতং বিষ্ণুনা পুরা।
তুলসীগহনং দৃষ্ট্বা বিমুক্তো যাতি পাতকাৎ।
সর্ব্বথা মুনিশার্দ্দূল ব্রহ্মহা পুণ্যভাগ্ভবেৎ॥
কিঞ্চ। স্কান্দে বসিষ্ঠমান্ধাতৃসম্বাদে॥
শুক্লপক্ষে যদা রাজন্ তৃতীয়া বুধসংযুতা।

যেমন প্রলয়াগ্নি সমস্ত বস্তু দাহ করে, তেমনি তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীকামনা এবং তুলসী দর্শন, রোপণ, সিঞ্চন ও নমস্কার করিলে তুলসী সমুদায় পাপ দাহ করেন॥

যে বৈষ্ণব কেশবের আলয়ে তুলসীবন প্রস্তুত করেন, তিনি পিতৃলোকের সহিত অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হন॥

অন্যস্থলেও॥

যিনি তুলসীকানন মধ্যে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করেন, বিষ্ণু বলিয়াছেন, তাঁহার গয়ায় শ্রাদ্ধ করা হইরাছে॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুলসীকানন দর্শন করিলে লোক সর্ব্ব পাতক হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, ব্রহ্মঘাতী হইলেও পুণ্য লাভ করে॥

আরও, স্কন্দপুরাণে বসিষ্ঠ ও মান্ধাতার সম্বাদে॥

হে রাজন্! শ্রাবণমাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া যদি বুধবারে সংযুক্ত

শ্রবণেন মহাভাগ তুলসী চাতিপুণ্যদা। ইতি॥
প্রসঙ্গাৎ শ্রীতুলস্যা হি মৃদঃ কাষ্ঠস্য চাধুনা।
মাহাত্ম্যং লিখ্যতে কৃষ্ণে অর্পিতস্য দলস্য চ॥
অথ শ্রীতুলসীমৃত্তিকাকাষ্ঠাদিমাহাত্ম্যং॥
স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
ভূগতৈস্তুলসীমূলৈর্মৃত্তিকা স্পর্শিতা তু যা।
তীর্থকোটিসমা জ্ঞেয়া ধার্য্যা যত্নেন সা গৃহে।
যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুলসীমূলমৃত্তিকা।
সর্ব্বদা তিষ্ঠতে দেহে দেবতা ন স মানুষঃ।
তুলসীমৃত্তিকালিপ্তো যদি প্রাণান্ পরিত্যজেৎ॥
যমেন নেক্ষিতুং শক্তো যুক্তঃ পাপশতৈরপি।

হয়, তাহা হইলে সেই দিনে তুলসীরোপণ করিলে, তুলসী অতিশয় পুণ্য প্রদান করেন॥

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে তুলসীমৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠের চন্দন এবং তুলসীপত্র অর্পণের মাহাত্ম্য লিখিতেছি॥

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মা ও নারদসম্বাদে॥

মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট তুলসীমূল যে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে, তাহা কোটিতীর্থের সমান জানিবে। অতিশয় যত্ন সহকারে ঐ মৃত্তিকা গৃহে রক্ষা করিবে॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুলসীমূলের মৃত্তিকা যাহার গৃহে ও দেহে থাকে, তিনি মানুষ নহেন, দেবতা॥

শত শত পাপযুক্ত পাপীও যদি গাত্রে তুলসীমৃত্তিকা লেপন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে যমও তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন না॥

শিরসি ক্রিয়তে যৈস্তু তুলসীমূলমৃত্তিকা।
বিঘ্নানি তস্য নশ্যন্তি সানুকূলা গ্রহাস্তথা॥ ৫১॥
তুলসীমৃত্তিকা যত্র কাষ্ঠং পত্রঞ্চ বেশ্মনি।
তিষ্ঠতে মুনিশার্দ্দূল নিশ্চলং বৈষ্ণবং পদং॥ ৫২॥
তত্রৈবান্যত্র॥
মঙ্গলার্থঞ্চ দোষঘ্নীং পবিত্রার্থং দ্বিজোত্তম।
তুলসীমূলসংলগ্নাং মৃত্তিকামাবহেদ্বুধঃ।
তন্মূলমৃত্তিকাং যো বৈ ধারয়িষ্যতি মস্তকে।
তস্য তুষ্টো বরান্ কামান্ প্রদদাতি জনার্দ্দনঃ॥ ৫৩॥
বৃহন্নারদীয়ে গঙ্গাপ্রসঙ্গে॥
তুলসীমূলসম্ভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা।

দেহে চ যস্য তিষ্ঠতি॥ ৫১॥
তদ্বৈষ্ণবং পদং বিষ্ণুস্থানমেব॥ ৫২॥
দোষঘ্নং দোষনাশার্থমিত্যর্থঃ। যদ্বা। ক্রিয়াবিশেষণং। দোষঘ্নীমিতি বা পাঠঃ॥ ৫৩॥

যে ব্যক্তি তুলসীমূলের মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয় এবং সমুদায় গ্রহ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন॥ ৫১॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে গৃহে তুলসীমৃত্তিকা, তুলসীকাষ্ঠ, তুলসীপত্র থাকে, নিশ্চয় সেই গৃহ বিষ্ণুর স্থান হয়॥ ৫২॥

ঐ ব্রহ্মপুরাণেরই অন্যস্থলে॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিত ব্যক্তি, মঙ্গল ও শুদ্ধির জন্য দোষনাশিনী তুলসীমূল-মৃত্তিকা অঙ্গে ধারণ করিবেন॥

যে ব্যক্তি তুলসীমূলের মৃত্তিকা মস্তকে ধারণ করেন, জনার্দ্দন তুষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ করেন॥ ৫৩॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে গঙ্গার মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে॥

তুলসীমূলের মৃত্তিকা, বৈষ্ণবদিগের চরণসংলগ্ন মৃত্তিকা এবং গঙ্গামৃত্তিকা যদি অঙ্গে তিলকাদিরূপে ধারণ করা হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ

গঙ্গোদ্ভবা চ মৃল্লেখা নয়ত্যচ্যুতরূপতাং ॥ ৫৪ ॥
গারুড়ে ॥
যদ্গৃহে তুলসীকাষ্ঠং পত্রং শুষ্কমথার্দ্রকং।
ভবতে নৈব পাপং তদ্গৃহে সংক্রমতে কলৌ ॥
শ্রীপ্রহ্লাদসংহিতায়াং। তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেঽপি ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং কাষ্ঠং ত্বক্ শাখাপল্লবাঙ্কুরং।
তুলসীসম্ভবং মূলং পাবনং মৃত্তিকাদ্যপি।
হোমং কুর্ব্বন্তি যে বিপ্রাস্তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
লবে লবে ভবেৎ পুণ্যমগ্নিষ্টোমশতোদ্ভবং।
নৈবেদ্যং পচতে যস্তু তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
মেরুতুল্যং ভবেদন্নং তদ্দত্তং কেশবায় হি।

মৃদো মূললেখা রেখা তয়া লেখা পুণ্ড্রাদিরচনা বা ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়া গণ্য হয় ॥ ৫৪ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

শুষ্কই হউক, আর সরসই হউক, যে গৃহে তুলসীর কাষ্ঠ ও পত্র থাকে, কলিতে সে গৃহে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না ॥

প্রহ্লাদসংহিতায় এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

তুলসীর পত্র, পুষ্প, ফল, কাষ্ঠ, ত্বক্, শাখা, পল্লব, অঙ্কুর, মূল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি সমস্তই পবিত্র ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে হোম করেন, শত অগ্নিষ্টোম যাগ করিলে যে ফল হয়, প্রতিলবে তাঁহাদিগের সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে নিবেদ্য অন্নপাক করিয়া বিষ্ণুকে নিবেন করেন, তাঁহার সেই অন্ন মেরুতুল্য হয় ॥

শরীরং দহ্যতে যেষাং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তির্বিষ্ণুলোকাৎ কথঞ্চন।
গ্রস্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনাদিকৈঃ।
মৃতঃ শুদ্ধ্যতি দাহেন তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা॥
তীর্থং যদি ন সংপ্রাপ্তং স্মৃতির্ব্বা কীর্ত্তনং হরেঃ।
তুলসীকাষ্ঠদগ্ধস্য মৃতস্য ন পুনর্ভবঃ।
যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ।
জন্মকোটিসহস্রৈস্তু তোষিতো যৈর্জনার্দ্দনঃ।
দহ্যন্তে তে জনা লোকে তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা॥

তুলসীকাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা যাঁহাদিগের দেহ দগ্ধ করা হয়, বিষ্ণুলোক হইতে আর কখনও তাঁহাদিগকে পুনরাগমন করিতে হয় না॥

অগম্যাগমনাদি মহাপাতকের পাতকী হইলেও যদি মৃত্যুর পর তাহাকে তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করা যায়, তাহা হইলে সে সেই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে॥

যদি তীর্থে গমন না করিয়া থাকে, যদি হরির নাম স্মরণ বা হরির গুণ কীর্ত্তন না করিয়া থাকে, তথাপি যদি মরিলে তাহাকে তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না॥

কোটিপাপের পাপী হইলেও দাহকালে অন্যান্য কাষ্ঠের মধ্যে যদি একখণ্ডমাত্র তুলসীকাষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতেই মুক্তি লাভ করে॥

যাঁহারা একাদিক্রমে সহস্রকোটিজন্ম জনার্দ্দনের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন, পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাগ্যেই তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ ঘটে॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈরক্ষমালাং স্বরূপিণীং।
কণ্ঠমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ ॥

অথ তুলসীপত্রধারণমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যস্য নাভিস্থিতং পত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ।
তুলসীসম্ভবং নিত্যং তীর্থৈস্তস্য মখৈশ্চ কিং ॥

তত্রৈবান্যত্র ॥

শত্রুঘ্নঞ্চ সুপুণ্যঞ্চ শ্রীকরং রোগনাশনং।
ধৃত্বা ধর্ম্মমবাপ্নোতি শিরসা তুলসীদলং ॥ ৫৫ ॥

মুখাদৌ স্থিতং তুলসীপত্রমিতি ভগবদর্পিতমিতি জ্ঞেয়ং এবমগ্রেঽপি। পূর্ব্বং তদর্পিত-মহাপ্রসাদস্য মাহাত্ম্যোক্তেঃ অত্রার্পণাদিশব্দাভাবাচ্চেতি দিক্ ॥ ৫৫ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠের সুন্দর জপমালা ও কণ্ঠমালা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার পূজাদি সমুদায় কার্য্য অক্ষয় হয় ॥

অথ তুলসীপত্রধারণমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যাঁহার নাভিস্থলে, মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে নিত্য তুলসীপত্র অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত তুলসীপত্র থাকে, তাঁহার তীর্থে গমন বা যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি ? ॥

ঐ গ্রন্থেই অন্য স্থলে ॥

তুলসীদল শত্রুক্ষয় করে, পুণ্য বৃদ্ধি করে, সৌভাগ্য উৎপাদন করে এবং রোগ নাশ করে। মনুষ্য এতাদৃশ তুলসীপত্র মস্তকে ধারণ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম লাভ হয় ॥

যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোপ্যনাশ্রমী।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ শিরসা তুলসীং বহন্॥
বৃহন্নারদীয়ে শ্রীযমভগীরথসম্বাদে॥
কর্ণেন ধারয়েদ্যস্তু তুলসী সততং নরঃ।
তৎকাষ্ঠং বাপি রাজেন্দ্র তস্য নাস্ত্যুপপাতকং॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে বৈষ্ণববিপ্রং প্রতি যমদূতানামুক্তৌ॥
কস্মাদিতি ন জানীমস্তুলস্যা হি প্রিয়ো হরিঃ।
গচ্ছন্তং তুলসীহস্তং রক্ষন্নেবানুগচ্ছতি॥ ৫৬॥
পুরাণান্তরে চ॥

ননু বৈষ্ণবশ্চেত্তর্হি কথং ভগবদনর্পিতাং বহেৎ তত্রাহ মিথ্যাচার ইতি দম্ভমাত্রেণ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ সোঽপি॥ ৫৬॥

যে কোন বৈষ্ণব পৃথিবীতে মিথ্যাচার বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মস্তকে তুলসী ধারণ করেন তিনি ত্রিলোক পবিত্র করিতে পারেন॥

তাৎপর্য্য। যে ব্যক্তি বৈষ্ণব তিনি বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া তুলসী পত্র ধারণ করিবেন কেন? এই প্রশ্নে আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, আচার ভ্রষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া গর্ব্বমাত্র করে, লোক-রঞ্জনার্থ সেই ব্যক্তি বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া তুলসীপত্র ধারণ করে॥

বৃহন্নারদপুরাণে যম ও ভগীরথ সম্বাদে॥

যে মনুষ্য নিয়ত কর্ণে তুলসীপত্র বা তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করেন, হে রাজেন্দ্র! তাঁহার কোন উপপাতক থাকে না॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে॥

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের প্রতি যমদূতদিগের বাক্যে॥

কি জন্য জানি না হরি তুলসীর প্রিয়, যে ব্যক্তি তুলসী হস্তে গমন করে হরি তাহাকে রক্ষা করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥

অন্যপুরাণেও॥

যঃ কৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ।
করোতি ধর্ম্মকার্য্যাণি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ং ॥ ৫৭ ॥

অথ তুলসীদলভক্ষণমাহাত্ম্যং ॥

গরুড়পুরাণে ॥

মুখে তু তুলসীপত্রং দৃষ্ট্বা শিরসি কর্ণয়োঃ।
কুরুতে ভাস্করিস্তস্য দুষ্কৃতস্যতু মার্জ্জনং।
ত্রিকালং বিনতাপুত্র প্রাশয়েত্তুলসীং যদি।
বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণশতং বিনা ॥

স্কান্দে বশিষ্ঠমান্ধাতৃসম্বাদে ॥

চান্দ্রায়ণাত্তপ্তকৃচ্ছ্রাং ব্রহ্মকৃচ্ছ্রাৎ কুশোদকাৎ।

বিষ্ণুতৎপর ইতি বিষ্ণুতৎপরত্বেন তুলসীমাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থমিত্যর্থঃ। যদ্বা অকারঃ প্রশ্লেষেণাবৈষ্ণবোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

যে বিষ্ণুপরায়ণব্যক্তি মস্তকে তুলসী ধারণ করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য সকল করেন, তাঁহার সমুদায় কার্য্যেই অক্ষয় ফল লাভ হয় ॥ ৫৭ ॥

অথ তুলসীদল ভক্ষণের মাহাত্ম্য ॥

গরুড়পুরাণে ॥

মুখে, মস্তকে ও কর্ণযুগলে তুলসীপত্র দর্শন করিলে, যম তাহার পাপ মার্জ্জনা করেন ॥

হে গরুড়! যদি ত্রিসন্ধ্যা তুলসীপত্র ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে শত চান্দ্রায়ণ না করিলেও তদপেক্ষা অধিকতর দেহশুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥

স্কন্দপুরাণে বশিষ্ঠ ও মান্ধাতার সম্বাদে ॥

চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র, ব্রহ্মকৃচ্ছ্র ও কুশোদক ব্রত দ্বারা দেহ শুদ্ধি হয়, তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে দেহ তদপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ হইয়া

বিশিষ্যতে কায়শুদ্ধিস্তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ॥ ৫৮ ॥
তথাচ তুলসীপত্রভক্ষণাৎ ভাববর্জ্জিতঃ।
পাপোঽপ সদ্‌গতিং প্রাপ্তঃ ইত্যেতদপি বিশ্রুতং ॥
তথাচ স্কান্দে শ্রীব্রহ্মণা নারদং প্রতি কথিতে অমৃত-
সারোদ্ধারে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে শ্রীবিষ্ণুদূতানাং
যমদূতান্ প্রতি বচনং ॥
ক্ষীরাব্ধৌ মথ্যমানে হি তুলসী কামরূপিণী।
উৎপাদিতা মহাভাগা লোকোদ্ধারণহেতবে।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ দর্শনাৎ কীর্ত্তনাদপি।
বিলয়ং যান্তি পাপানি কিং পুন র্বিষ্ণুপূজনাৎ।
জাতরূপময়ং পুষ্পং পদ্মরাগময়ং শুভং।
হিত্বাতু রত্নজাতানি গৃহ্নাতি তুলসীদলং।

বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি ॥ ৫৮ ॥

থাকে ॥ ৫৮ ॥

আরও প্রসিদ্ধ আছে যে তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে পাপী ব্যক্তিও দেহত্যাগান্তে সদ্গতি লাভ করে ॥

আরও স্কন্দপুরাণে নারদের প্রতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত অমৃত সারোদ্ধার প্রস্তাবে লুব্ধকোপাখ্যানের শেষে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণু দূতদিগের বাক্য ॥

ক্ষীরসাগর মথিত হইতে থাকিলে কামরূপিণী মহাভাগা তুলসী লোকের উদ্ধার নিমিত্ত উত্থিত হয়েন ॥

যখন তুলসীর স্মরণ, তুলসীর দর্শন ও তুলসীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেই পাপ লয় হয়, তখন বিষ্ণুপূজার মাহাত্ম্য আর কি বলিব ॥ —

সুবর্ণময়, কি পদ্মরাগমণিময় শুভপুষ্প কি বিবিধরত্ন, বিষ্ণু সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া তুলসীদল গ্রহণ করেন ॥

ভক্ষিতং লুব্ধকেনাপি পত্রং তুলসীসম্ভবং।
পশ্চাদ্দিষ্টান্তমাপন্নো ভস্মীভূতং কলেবরং ॥ ৫৯ ॥
সিতাসিতং যথা নীরং সর্ব্বপাপক্ষয়াবহং।
তথাচ তুলসীপত্রপ্রাশিতং সর্ব্বকামদং।
যথা জাতবলো বহ্নির্দহতে কাননাদিকং।
প্রাশিতং তুলসীপত্রং যথা দহতি পাতকং।
যথা ভক্তিরতো নিত্যং নরোদহতি পাতকং।
তুলসীভক্ষণাত্তদ্বৎ দহতে পাপসঞ্চয়ং।
চান্দ্রায়ণসহস্রস্য পরাকাণাং শতস্যচ।
ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ।
কৃত্বা পাপসহস্রাণি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ।

দিষ্টান্তং মৃত্যুং ॥ ৫৯ ॥
হরেঃ ভগবতঃ সকাশাৎ ॥ ৬০ ॥

চণ্ডালও যদি তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্তে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার দেহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৫৯ ॥

যেমন শুভ্র এবং কৃষ্ণ গঙ্গা ও যমুনার জল সমস্ত পাতক নাশ করে, তেমনি তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয় ॥

যেমন অগ্নি প্রবল হইয়া কাননাদি দাহ করে, তেমনি তুলসীপত্র ভক্ষিত হইলে পাতক দাহ করে ॥

যেমন মনুষ্য নিত্য হরিভক্তিতে রত থাকিলে পাতক দাহ করে, তেমনি তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলেও সঞ্চিত পাপ দাহ করিতে পারে ॥

তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে যে পুণ্য জন্মায়, সহস্র চান্দ্রায়ণ বা শত পরাক ব্রতের পুণ্যও তাহার সমান হয় না ॥

যে মনুষ্য প্রথম বয়সে সহস্র পাপ করিয়াছে, সে যদি পরে তুলসী পত্র ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি পায়। পূর্ব্বে

তুলসীভক্ষণান্মুচ্যেৎ শ্রুতমেতৎ পুরা হরেঃ ॥ ৬০ ॥
তাবত্তিষ্ঠন্তি পাপানি দেহিনাং যমকিঙ্করাঃ।
যাবন্নতুসীপত্রং মুখে শিরসি তিষ্ঠতি ॥
অমৃতাদুত্থিতা ধাত্রী তুলসী বিষ্ণুবল্লভা।
স্মৃতা সংকীর্ত্তিতা ধ্যাতা প্রাশিতা সর্ব্বকামদা ॥
তত্রৈব শ্রীযমং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥
ধাত্রীফলঞ্চ তুলসী মৃত্যুকালে ভবেদ্যদি।
মুখে যস্য শিরে দেহে দুর্গতির্নাস্তি তস্য বৈ ॥ ৬১ ॥
যুক্তো যদি মহাপাপৈঃ সুকৃতং নার্জ্জিতং ক্বচিৎ।
তথাপি গীয়তে মোক্ষস্তুলসী ভক্ষিতা যদি।

শিরে শিরসি ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

এ কথা হরির নিকট শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৬০ ॥

হে যমদূতগণ! মনুষ্যের মুখে ও মস্তকে যে পর্য্যন্ত তুলসীপত্র অবস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই তাহার দেহে পাপ থাকিতে পারে ॥

ধাত্রী অমৃত হইতে উৎপন্না হইয়াছেন এবং তুলসী বিষ্ণুর প্রিয়তমা অতএব এই দুইকে স্মরণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও ভক্ষণ করিলে ইহাঁরা সমুদায় কাম প্রদান করেন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই শ্রীযমের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে মুখে, মস্তকে ও শরীরে আমলকীফল ও তুলসীপত্র থাকে, তাহা হইলে কখনই তাহার দুর্গতি হয় না ॥ ৬১ ॥

যদি কোন ব্যক্তি সমুদায় মহাপাতকে যুক্ত হয় এবং কখন কোন পুণ্য উপার্জ্জন করে নাই, সে যদি তুলসীপত্র ভক্ষণ করে তথাপি তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে ॥

লুব্ধকেনাত্মদেহেন ভক্ষিতং তুলসীদলং।
সংপ্রাপ্তো মৎপদং নূনং কৃত্বা প্রাণস্য সংক্ষয়ং ॥
পুরাণান্তরে চ ॥
উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং পারণে তুলসীদলং।
প্রাশয়েদ্যদি বিপ্রেন্দ্র অশ্বমেধাষ্টকং লভেদিতি ॥ ৬২ ॥
তথৈব তুলসীস্পর্শাৎ কৃষ্ণচক্রেণ রক্ষিতঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি খ্যাতো হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥
অতএবোক্তং ॥
কিঞ্চিত্রমস্যাঃ পতিতং তুলস্যাঃ
দলং জলং বা পতিতং পুনীতে।
লগ্নাধিভালস্থলমালবাল
মৃৎস্নাপি কৃৎস্নাঘ বিনাশনায়েতি ॥ ৬৩ ॥

এতচ্চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব ॥ ৬৩ ॥

ব্যাধ নিজদেহে তুলসীপত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয় আমার স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে ॥

পুরাণান্তরেও ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া পারণে যদি তুলসী-দল ভক্ষণ করে, তাহা হইলে অষ্ট অশ্বমেধের ফল লাভ হয় ॥ ৬২ ॥

উক্ত প্রকার তুলসীর পত্র স্পর্শে কৃষ্ণচক্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল, এজন্য হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে তাহাকে ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

এই তুলসীর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য আর কি বলিব ইহাঁর পতিত পত্র ও পতিত জল পবিত্র করিয়া থাকেন এবং ইহাঁর মূলস্থ মৃত্তিকা ললাট-দেশে সংলগ্ন হইলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমত্তুলস্যাঃ পত্রস্য মাহাত্ম্যং যদ্যপীদৃশং।
তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণং বিনা॥ ৬৪॥
কৃষ্ণপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বত্র শ্রীতুলস্যাঃ প্রসঙ্গতঃ।
সঙ্কীর্ত্ত্যমানং ধাত্র্যাশ্চ মাহাত্ম্যং লিখ্যতেঽধুনা॥
অথ ধাত্রীমাহাত্ম্যং॥
স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য যোঽর্চ্চয়েচ্চক্রপাণিনং।
পুষ্পে পুষ্পেঽশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
তত্রৈবাগ্রে॥
ধাত্রীচ্ছায়ান্তু সংস্পৃশ্য কুর্য্যাৎ পিণ্ডং তু যো মুনে।
মুক্তিং প্রযান্তি পিতরঃ প্রসাদান্মাধবস্য চ॥

তর্হি কিং বৈষ্ণবৈরপ্যনিবেদিতং তদগ্রাহ্যং নেতি লিখতি শ্রীমদিতি। কৃষ্ণার্পণং বিনা তৎপত্রং ন গ্রাহ্যং॥ ৬৪॥

দেহে চ অন্তশ্মিন্ করাদ্যঙ্গেপি॥ ৬৫॥

যদিচ শ্রীমত্তুলসীপত্রের এই প্রকার মাহাত্ম্য তথাপি বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ না করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন না॥ ৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়হেতু শ্রীতুলসীর প্রসঙ্গাধীন ধাত্রীরও সকল স্থানে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে অতএব এক্ষণে ধাত্রীর মাহাত্ম্য লিখিতেছি॥

অথ ধাত্রীমাহাত্ম্য॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে॥

যে মনুষ্য আমলকী বৃক্ষের ছায়া অবলম্বন করিয়া চক্রপাণির পূজা করেন, তিনি প্রতি পুষ্পে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেরই কিঞ্চিদগ্রে॥

হে মুনে! ধাত্রীচ্ছায়া সংস্পর্শ করিয়া যে ব্যক্তি পিণ্ড প্রদান করেন,

মূর্দ্ধ্নি ঘ্রাণে মুখেচৈব দেহে চ মুনিসত্তম।
ধত্তে ধাত্রীফলং যস্তু স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৬৫॥
ধাত্রীফলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীফলবিভূষিতঃ।
ধাত্রীফলকৃতাহারো নরোনারায়ণো ভবেৎ।
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে ধত্তে ধাত্রীফলং মুনে।
প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণান্তু কা কথা।
যঃ কশ্চিদ্বৈষ্ণবো লোকে মিথ্যাচারোহপি দুষ্টধীঃ।
পুনাতি সকলাঁল্লোকান্ ধাত্রীফলদলান্বিতঃ।
ধাত্রীফলানি যো নিত্যং বহতে করসম্পুটে।
তস্য নারায়ণোদেবো বরমেকং প্রযচ্ছতি।
ধাত্রীফলঞ্চ ভোক্তব্যং কদাচিৎ করসম্পুটাঃ।

করসম্পুটাদিতি পূর্ব্বং মঙ্গলার্থং যত্র করসম্পুটে ধৃতং তস্মাদপি॥ ৬৬॥

শ্রীমাধবের প্রসন্নতা হেতু তাঁহার পিতৃগণ মুক্তি লাভ করেন॥

হে মুনিসত্তম! যে ব্যক্তি মস্তকে, নাসিকায়, মুখে এবং হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ সকলে ধাত্রীফল ধারণ করেন তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্লভ॥৬৫॥

ধাত্রীফলে অঙ্গলেপন করিয়া, ধাত্রীফলে বিভূষিত হইয়া এবং ধাত্রীফল আহার করিয়া মনুষ্য নারায়ণ হয়॥

হে মুনে! সংসার মধ্যে যে কোন বৈষ্ণব ধাত্রীফল ধারণ করেন, মনুষ্যের কথা কি তিনি দেবগণেরও প্রিয় হয়েন॥

এই লোকে যে কোন বৈষ্ণব আচার ভ্রষ্ট বা দুষ্টবুদ্ধি হইয়াও যদি তিনি ধাত্রীফল ও ধাত্রীপত্র ধারণ করেন, তাহা হইলে সকল লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন॥

যে ব্যক্তি নিত্য অঞ্জলিপুটে ধাত্রীফল বহন করেন শ্রীনারায়ণ দেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক বর প্রদান করেন॥

যশঃ শ্রিয়মবাপ্নোতি প্রসাদাচ্চক্রপাণিনঃ ।
ধাত্রীফলঞ্চ তুলসীমৃত্তিকা দ্বারকোদ্ভবা ।
সফলং জীবিতং তস্য ত্রিতয়ং যস্য বেশ্মনি ॥ ৬৬ ॥
ধাত্রীফলৈস্তু সংমিশ্রং তুলসীদলবাসিতং ।
পিবতে বহতে যস্তু তীর্থকোটিফলং লভেৎ ।
যস্মিন্ গৃহে ভবেত্তোয়ং তুলসীদলবাসিতং ।
ধাত্রীফলৈশ্চ বিপ্রেন্দ্র গঙ্গাদ্যৈঃ কিং প্রয়োজনং ॥
তুলসীদলনৈবেদ্যং ধাত্র্যা যস্য ফলং গৃহে ।
কবচং বৈষ্ণবং তস্য সর্ব্বপাপবিনাশনং ।
ব্রহ্মপুরাণে চ ॥
ধাত্রীফলানি তুলসী হ্যন্তকালে ভবেদ্যদি ।

বহত ইতি পাঠে নিরন্তর শ্লোকবক্ষ্যমাণতোয়মেব সম্বন্ধনীয়ং ॥ ৬৭ ॥

কখন যদি কোন ব্যক্তি ভোজন যোগ্য ধাত্রীফল অঞ্জলিপুটে ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি চক্রপাণির অনুগ্রহে যশঃ ও সম্পৎ প্রাপ্ত হয়েন ॥

ধাত্রীফল, তুলসী ও দ্বারকোদ্ভবা মৃত্তিকা অর্থাৎ গোপীচন্দন এই তিন যাঁহার গৃহে অবস্থিত থাকে, তাঁহার জীবন সফল ॥ ৬৬ ॥

যে ব্যক্তি ধাত্রীফলসমূহে মিশ্রিত এবং তুলসীপত্রে সুবাসিত জল, পান ও বহন করেন, তাঁহার কোটি তীর্থের ফল লাভ হয় ॥

হে বিপ্রেন্দ্র ! যে গৃহে তুলসীদল সুবাসিত ও ধাত্রীফলসমূহে মিশ্রিত জল থাকে, সে গৃহে গঙ্গাজলের প্রয়োজন কি ? ॥

যাঁহার গৃহে তুলসীদল নৈবেদ্য ও ধাত্রীফল থাকে তাহাই তাঁহার বৈষ্ণবকবচ, উহার দ্বারা সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ॥

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালে মুখে, মস্তকে ও শরীরে ধাত্রীফল

মুখেচৈব শিরস্যঙ্গে পাতকং নাস্তি তস্য বৈ ॥ ৬৭ ॥
কৃত্বাতু ভগবৎপূজাং ন তীর্থে স্নানমাচরেৎ।
ন চ দেবালয়োপেতাঽস্পৃশ্যসংস্পর্শনাদিনা ॥ ৬৮ ॥
অথ স্নাননিষেধকালঃ। স্মৃত্যর্থসারে ॥
ন স্নায়াদুৎসবে তীর্থে মাঙ্গল্যং বিনিবর্ত্ত্য চ।
অনুব্রজ্য সুহৃদ্বন্ধূনর্চ্চয়িত্বেষ্টদেবতাং ॥ ৬৯ ॥
বিষ্ণুস্মৃতৌ চ ॥
বিষ্ণ্বালয়সমীপস্থান্ বিষ্ণুসেবার্থমাগতান্।
চণ্ডালান্ পতিতান্ বাপি স্পৃষ্ট্বা ন স্নানমাচরেৎ।

এবং পূজাবিধিং লিখিত্বা তদনন্তরকৃত্যং লিখন্নাদৌ তীর্থপ্রাপ্ত্যাদিনা বিহিতস্যাপি স্নানস্য নিষেধং লিখতি কৃত্বেতি। দেবালয়মুপেতা যে ঽস্পৃশ্যা নীচজাতয়ঃ তেষাং স্পর্শনেন চ ন স্নানমাচরেৎ। আদিশব্দেন যত্র কুত্রাপি ভগবৎপূজাদ্যুৎসবে সম্প্রাপ্তানাং স্পর্শনাদিকং ॥ ৬৮ ॥

তীর্থে ন স্নায়াৎ ॥ ৬৯ ॥

বিষ্ণ্বালয়স্য সমীপে তিষ্ঠন্তি নিবসন্তীতি তথা তান্। ততশ্চ কালে বিষ্ণোঃ সেবা

ও তুলসীপত্র থাকে নিশ্চয় তাহার পাতক থাকে না ॥ ৬৭ ॥

ভগবৎপূজা করিয়া জলে স্নান করিবে না এবং দেবালয়গত নীচ জাতির সংস্পর্শেও স্নানকরিবে না। আদিশব্দ প্রয়োগ হেতু যে কোন স্থানেই হউক ভগবানের পূজাদি উৎসবে সমাগত নীচজাতির সংস্পর্শে স্নান করা নিষিদ্ধ ॥ ৬৮ ॥

অথ স্নানে নিষেধ কাল। স্মৃত্যর্থসারে ॥

উৎসবে, তীর্থে, মঙ্গল—ক্রিয়াসমাপনানন্তর, সুহৃৎ ও বন্ধুবর্গের অনুগমন করিয়া এবং অভীষ্টদেবের পূজা করিয়া জলে স্নান জরিবে না ॥ ৬৯ ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতেও ॥

বিষ্ণুমন্দিরের সমীপবর্ত্তি এবং বিষ্ণুসেবার্থ সমাগত চণ্ডাল বা পতিত ব্যক্তিদিগকেও স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে না ॥

দেবযাত্রাবিবাহেষু যজ্ঞোপকরণেষু চ।
উৎসবেষু চ সর্ব্বেষু স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি র্ন বিদ্যতে ॥ ৭০ ॥
এবং প্রাতঃ সমভ্যর্চ্চ্য শ্রীকৃষ্ণং তদনন্তরং।
শাস্ত্রাভ্যাসং দ্বিজঃ শক্ত্যা কুর্য্যাদ্বিপ্রোবিশেষতঃ ॥ ৭১ ॥
যত উক্তং ॥
শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
কিঞ্চ কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং ॥
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নমনধীত্য শ্রুতিং দ্বিজাঃ।

দর্শনাদি তদর্থং বিষ্ণ্বালয়ান্তরাগতানিত্যর্থঃ। যদ্বা বিষ্ণ্বালয়সমীপবর্ত্তিনঃ। কুতঃ বিষ্ণুসেবার্থং যতঃ কুতো হপ্যাগতান্ যদ্বা বিষ্ণুসেবার্থমাগতাংশ্চ ॥ ৭০ ॥

দ্বিজঃ ত্রৈবর্ণিকঃ ॥ ৭১ ॥

বিপ্রস্তু বিশেষতঃ শাস্ত্রাভ্যাসং কুর্য্যাদিত্যত্র হেতুং লিখতি শ্রুতীতি। একেন শ্রুতিরূপেণ স্মৃতিরূপেণ বা নেত্রেণ বিকলঃ বিহীনঃ। দ্বাভ্যাং বিকলঃ অন্ধঃ ॥ ৭২ ॥

দেবযাত্রায়, বিবাহে, যজ্ঞের উপকরণে এবং উৎসব সকলেও নীচ জাতি স্পর্শ করিলে অস্পৃষ্টি দোষ হয় না ॥ ৭০ ॥

এই প্রকার প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া, পরে দ্বিজ অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাভ্যাস করিবেন ॥ ৭১ ॥

যেহেতু কথিত হইয়াছে ॥

শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটী ব্রাহ্মণদিগের নেত্র, ইহার একটী হীন হইলে কাণ, দুইটী হীন হইলে অন্ধ বলা যায় ॥

আরও কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় ॥

হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে যত্ন করে, সে মূঢ় ও বেদবাহ্য, দ্বিজাতিগণ তাহার সহিত আলাপ করি-

স সংমূঢ়ো ন সংভাষ্যো বেদবাহ্যো দ্বিজাতিভিঃ।
ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্যেদেষ বৈ দ্বিজাঃ।
যথোক্তাচারহীনস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি।
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ।
স চান্ধঃ শূদ্রকল্পস্তু পদার্থং ন প্রপদ্যত ইতি॥ ৭২॥
অতোঽধীত্যান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ।
সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে॥ ৭৩॥
বৃত্তৌ সত্যাঞ্চ শৃণুয়াৎ সাধূন্ সঙ্গত্য সৎকথাং॥ ৭৪॥
অথ বৃত্তিসম্পাদনং॥

বিদ্বান্ শাস্ত্রজ্ঞশ্চেৎ অধ্যাপ্য শাস্ত্রং শিষ্যান্ পাঠয়িত্বা। বৈষ্ণবশ্চেৎ তৎ অধ্যয়নমধ্যাপনঞ্চ কৃষ্ণায় সমর্প্য॥ ৭৩॥
সতীমুত্তমাং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবাশ্রয়াং কথাং॥ ৭৪॥

বেন না॥

কেবল বেদমাত্র পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে না, যথোক্ত আচারহীন হইলে কর্দ্দম পতিত গোএর ন্যায় ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে॥

যে ব্যক্তি বিধি পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন কিন্তু বেদের অর্থ বিচার করেন নাই, তিনি অন্ধ ও শূদ্রতুল্য সুতরাং পদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন না॥ ৭২॥

অতএব প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবেন, যদি শাস্ত্রজ্ঞ হয়েন তবে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন, আর যদি বৈষ্ণব হয়েন তাহা হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপন শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়া নিজ জীবিকার নিমিত্ত যত্ন করিবেন॥ ৭৩॥

জীবিকা উপস্থিত থাকিলে সাধুদিগের সহিত সঙ্গ করিয়া শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবাশ্রিতা কথা শ্রবণ করিবেন॥ ৭৪॥

অথ জীবিকানিষ্পন্ন করণ॥

সপ্তমস্কন্ধে ॥

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু নিত্যং যাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং।
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনং।
আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে।
নিতরাং নিন্দ্যতে সদ্ভি র্বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ।
তদুক্তং ॥
সেবা শ্ববৃত্তি র্যৈরুক্তা ন সম্যক্ তৈরুদাহৃতং।

আত্মনঃ সকাশাৎ যে নীচা লোকা স্তেষাং বৈষ্ণবস্ত তু নীচলোকসেবনং বিশেষতো ঽধিকং নিন্দ্যতে নীচলোকসেবনেন নীচানামবৈষ্ণবদুষ্টজনানামধীনত্বমহাদোষাপত্তেঃ॥ ৭৫ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! ব্রাহ্মণজাতির যে চারিটী বৃত্তি বলিলাম তন্মধ্যে ঋত ও অমৃত দ্বারা অথবা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত দ্বারা সকল জাতিই জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কখন জীবিকা কর্ত্তব্য নহে ॥

রাজন্! ঋত শব্দের অর্থ উঞ্ছ ও শিল, অমৃতের অর্থ অযাচিত, মৃত শব্দের অর্থ নিত্য যাচ্ঞা, প্রমৃতের নাম কৃষি, সত্যানৃতের অর্থ বণিজ্য, শ্ববৃত্তির অর্থ নীচসেবা ॥

জীবিকা সিদ্ধির নিমিত্ত আপনা অপেক্ষা নীচ লোকদিগের সেবা করাকে সাধুগণ নিন্দা করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে নিন্দনীয় ॥

ঐ বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহারা সেবাকে কুক্কুরবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা

স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক্ব শ্বা বিক্রীতাসুঃ ক্ব সেবকঃ।
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেদিতি।
শুক্লবৃত্তেরসিদ্ধৌচ ভোজ্যান্নান্ শূদ্রবর্গতঃ।
তথৈব গ্রহ্যাগ্রাহ্যাণি জানীয়াচ্ছাস্ত্রকো বুধঃ।
শুক্লবৃত্তিশ্চ॥
শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে॥
প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং যাজ্যতঃ শিষ্যতস্তথা।
গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতং।
যুদ্ধোপকারাল্লব্ধঞ্চ দণ্ডাচ্চ ব্যবহারতঃ।
ক্ষত্রিয়স্য ধনং শুক্লং ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতং।

সমগ্ররূপে বলেন নাই, কোথায় স্বচ্ছন্দাচারী কুক্কুর? আর কোথায় প্রাণ বিক্রয় সেবক? অর্থাৎ এই দুইয়ের পরস্পর তুলনা হইতে পারে না। যে সকল দ্বিজাধম আপনার প্রাণকে পণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল দুরাত্মার অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে॥

পবিত্র বৃত্তির অসিদ্ধি হইলেও যে সকল শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়,সেই সকল শূদ্রের নিকট হইতে অন্ন গ্রহণ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে এই গ্রহণকে অগ্রহণ করিয়া জানিবেন॥

পবিত্র জীবিকা যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের তৃতীয়কাণ্ডে॥

প্রতিগ্রহ দ্বারা, যজমানের সমীপে ও গুণান্বিত শিষ্যের নিকট হইতে যে লাভ হয়, ব্রাহ্মণের ঐ তিন প্রকার শুক্ল অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে॥

যুদ্ধোপকার, দণ্ড এবং ব্যবহার অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিচারণ দ্বারা লব্ধ, এই তিন প্রকার ধন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুক্ল অর্থাৎ পবিত্র বলিয়া

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাঃ কৃত্বা শুক্লং তথাবিশঃ।
দ্বিজশুশ্রূষয়া লব্ধং শুক্লং শূদ্রস্য কীর্ত্তিতং।
ক্রমাগতং প্রীতিদানং প্রাপ্তঞ্চ সহ ভর্য্যয়া।
অবিশেষেণ সর্ব্বেষাং ধনং শুক্লং প্রকীর্ত্তিতং॥
অথ গ্রাহ্যাগ্রাহ্যাণি॥
কৌর্ম্মে তত্রৈব॥
নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য বিপ্রোঽন্নং মোহাদ্বা যদি কামতঃ।
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্তু ভুঙ্ক্তে হ্যনাপদি।
দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতং।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষং।

কীর্ত্তিত॥

কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা করিয়া যে ধন লব্ধ হইবে বৈশ্যের পক্ষে তাহাই পবিত্র, আর দ্বিজাতি শুশ্রূষা দ্বারা লব্ধ ধন শূদ্রের পক্ষে শুক্ল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়॥

পরম্পরাগত, প্রীতিদান এবং ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত এই ত্রিবিধ ধন অবিশেষে সকলের সম্বন্ধে পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে॥

অথ গ্রাহ্যাগ্রাহ্য অর্থাৎ গ্রহণ ও অগ্রহণ যোগ্য অন্নের বিষয়॥

কূর্ম্মপুরাণে জীবিকা বিষয়ে॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবেন না, যদি মোহ বশতঃ বা ইচ্ছা করিয়া আপদ্‌ভিন্ন কালে শূদ্রান্ন ভোজন করেন, তাহা হইলে তিনি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়েন॥

মনুষ্যের সমুদায় পাপ অন্নের মধ্যে থাকে, অতএব যিনি যাহার অন্ন ভোজন করেন তিনি তাহার পাপ ভোজন করিয়া থাকেন॥

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রশ্চ স্বগোপালশ্চ নাপিতঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দত্ত্বা স্বল্পপণং বুধৈঃ।
পায়সং স্নেহপক্কং যদ্গোরসং চৈব শক্তবঃ।
পিণ্যাকঞ্চৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদ্গ্রাহ্যং তথৈবচ।
অঙ্গিরাঃ॥
গোরসঞ্চৈব শক্তূংশ্চ তৈলপিণ্যাকমেবচ।
অপূপান্ ভক্ষয়েচ্ছূদ্রাৎ যৎকিঞ্চিৎ পয়সা কৃতং।
অত্রিস্মৃতৌ॥
স্বসুতায়াশ্চ যে ভুঙ্ক্তে স ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমলং।
নরেন্দ্রভবনে ভুক্ত্বা বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥ ৭৫॥
অন্যত্র চ॥

আর্দ্ধিক অর্থাৎ যাহার সহিত শস্যের অর্দ্ধাংশ ভাগ থাকে, তথা কুলমিত্র, স্বীয় গোপালক এবং নাপিত, শূদ্রজাতির মধ্যে এই সকল ভোজ্যান্ন অর্থাৎ ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়। পণ্ডিত-গণ কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া শূদ্রের নিকট হইতে পায়স (ক্ষীরাদি), ঘৃতপক্ক, গোরস (দুগ্ধ), শক্তু, পিণ্যাক (খলি) এবং তৈল গ্রহণ করিবেন॥

অঙ্গিরা॥

গোরস, শক্তু, তৈলপিণ্যাক, পিষ্টক এবং যে কোন দ্রব্য দুগ্ধ দ্বারা নির্ম্মিত তৎসমুদয় শূদ্রের নকট হইতে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিবে॥

অত্রি স্মৃতিতে॥

যে ব্যক্তি আপনার কন্যার দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে এবং রাজগৃহে ভোজন করিলে বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে॥ ৭৫॥

অন্যস্থানেও॥

দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্নাঃ শূদ্রবর্গে হমী তথাত্মবিনিবেদকঃ॥ ৭৬॥
মধূদকং ফলং মূলমেধাংস্যভয়দক্ষিণা।
অভ্যুদ্যতানি ত্বেতানি গ্রাহ্যাণ্যপি নিকৃষ্টতঃ।
খলক্ষেত্রগতং ধান্যং কূপবাপীষু যজ্জলং।
অগ্রাহ্যাদপি তদ্গ্রাহ্যং যচ্চ গোষ্ঠগতং পয়ঃ।
পানীয়ং পায়সং ভক্ষ্যং ঘৃতং লবণমেবচ।
হস্তদত্তং ন গৃহ্নীয়াৎ তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ।
মনুস্মৃতৌ॥
সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে।

দাসাঃ কৈবর্ত্তাঃ কুলমিত্রাণি পারম্পর্য্যেণ নিজবংশহিতকারিণঃ। অর্দ্ধসীরিণঃ। বিত্তাদিবিভাগিনঃ॥ ৭৬॥

নাপিত, গোরক্ষক, কুলমিত্র অর্থাৎ পারম্পর্য্যানুসারে নিজবংশের হিতকারী এবং অর্দ্ধসীরী অর্থাৎ ধনাদির বিভাগকারী, শূদ্রবর্গের মধ্যে ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা যায়, আর যে ব্যক্তি আত্ম সমর্পণ করে তাহারও অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে॥ ৭৬॥

মধু, জল, ফল, মূল, কাষ্ঠ এবং অভয়দান এই সমুদায় বিনা প্রার্থনায় উপস্থিত হইলে, নিকৃষ্ট জাতির নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে॥

খল (খামার) ভূমিস্থিত ধান্য, কূপ ও দীর্ঘিকাস্থ জল এবং গোষ্ঠ-স্থিত দুগ্ধ এই সমুদয় অগ্রাহ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে॥

জল, পায়স, ভক্ষ্য, ঘৃত ও লবণ এ সকল হস্ত দত্ত হইলে গ্রহণ করিবে না, করিলে গোমাংস ভক্ষণের তুল্য হয়॥

মনুস্মৃতিতে॥

সমুদ্রোৎপন্ন এবং সৈন্ধব এই দুই লবণ অতি উৎকৃষ্ট, এই দুই

প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্ত্বন্যগোচরঃ।
আয়সেনৈব পাত্রেণ যদন্নমুপনীয়তে।
ভোক্তা তদ্বিট্ সমং ভুঙ্‌ক্তে দাতাচ নরকং ব্রজেৎ।
গোরক্ষকান্ বাণিজকান্ তথা কারুকশীল্পিনঃ।
প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ ॥ ৭৭ ॥
কৌর্ম্মে চ তত্রৈব ॥
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্র হ্যন্যথা পতিতো ভবেৎ।
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্রা ধর্ম্মবিদ্ভিরিতি স্থিতিঃ।

বিপ্রেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যঃ শুক্লবৃত্তির্ন সিদ্ধ্যতীত্যভিপ্রেত্য লিখতি গোরক্ষকানিতি। কারুকশীলিনঃ কটাদিকারিণঃ ॥ ৭৭ ॥

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিবে, অন্য গোচরে নিষিদ্ধ ॥

লোহপাত্র দ্বারা যে অন্ন আনীত হয় তাহা ভোজন করিলে ভোক্তা বিষ্ঠার কৃমি ভোজন করে এবং দাতাও নরকে যায় ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, ব্যবসায়ী, কটাদি নির্ম্মাণকারী, ভৃত্য এবং বৃদ্ধিজীবী অর্থাৎ যাহারা সুদ গ্রহণ করে, ইহাদিগের প্রতি শূদ্র তুল্য ব্যবহার করিবে ॥ ৭৭ ॥

কূর্ম্মপুরাণেও সেই স্থলে ॥

হে বিপ্র! বিচক্ষণ ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রকাশ রূপে তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও পুষ্প হরণ করিবেন, অন্যথা পতিত হইবেন ॥

হে বিপ্রগণ! পান্থ ব্যক্তি সকল ক্ষুধাতুর হইলে তিল, মুদ্গ ও যব প্রভৃতির মুষ্টি গ্রহণ করিবে, অন্য অবস্থায় নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা-দিগের এইরূপ মর্য্যাদা ॥

বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা ।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ ॥ ৭৮ ॥
তথাচ পাদ্মে দেবদুতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥
প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ।
নারদীয়ে ॥
মহাপাতকসংযুক্তো ব্রজেদ্বৈষ্ণবমন্দিরং ।
যাচয়েদন্নমমৃতং তদভাবে জলং পিবেৎ ।
বিষ্ণুস্মৃতৌ ॥
শ্রোত্রিয়ান্নং বৈষ্ণবান্নং হুতশেষঞ্চ যদ্ধবিঃ ।

এবং ব্রাহ্মণস্য শুক্লবৃত্তৌ শূদ্রাণাং সর্ব্বেষামেবান্নবর্জনে প্রাপ্তে অপবাদং দর্শয়ন্ বৈষ্ণবানাঞ্চ শুক্লবৃত্তিমভিব্যঞ্জয়ন্ অবৈষ্ণবত্বেপি বিপ্রাণামপ্যন্নং বৈষ্ণবৈর্বর্জনীয়মিত্যভিপ্রেত্য লিখতি বৈষ্ণবানাং । হি নির্দ্ধারে প্রার্থ্যাপি । অমেধ্যং পুরীষাদি তদ্বৎ ॥ ৭৮ ॥

বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া বৈষ্ণবদিগের অন্ন ভোজন করিবেন, যিনি বৈষ্ণব নহেন এমত ব্রাহ্মণেরও অন্ন অপবিত্র তুল্য পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৭৮ ॥

ঐরূপই পদ্মপুরাণে দেবদূত বিকুণ্ডল সম্বাদে ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ বিশুদ্ধির নিমিত্ত যত্ন সহকারে বৈষ্ণবের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিবেন কিন্তু তাহার অভাব হইলে কেবল মাত্র জল পান করিবেন ॥

নারদপুরাণে ॥

মহাপাতক লিপ্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবের গৃহে গমন করিয়া অমৃতময় অন্ন, প্রার্থনা করিবে, তাহার অভাব হইলে জল পান করিবে ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে ॥

শ্রোত্রিয়ের অন্ন, বৈষ্ণবের অন্ন এবং হোমের অবশিষ্ট যে হবিঃ,

আনখাং শোধয়েৎ পাপং তুষাগ্নিঃ কনকং যথা ॥ ৭৯ ॥

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসম্বাদে ॥

শুদ্ধং ভাগবতস্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরথীজলং।

শুদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং শুদ্ধমেকাদশীব্রতং।

অবৈষ্ণবগৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বা জ্ঞানতোঽপি বা।

শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা সদা।

শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যেচ ॥

কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।

তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতং ॥ ৮০ ॥

শ্রোত্রিয়ান্নমিতি হুতশেষং হবিরিতিচ দৃষ্টান্তদ্বয়মত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৭৯ ॥

শুদ্ধমিতি সূতকাদৌ নিষিদ্ধমপি শুদ্ধমেবেত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণুস্মৃতৌ। শিববিষ্ণ্বর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নি পরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারি যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকমিতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। অশুচি সংসর্গাদিনাপি যথা গঙ্গাজলং শুদ্ধমেবেত্যাদয়ঃ। তদুক্তং। অপি

এ সমুদায়, যেমন তুষাগ্নি স্বর্ণ শুদ্ধ করে তাহার ন্যায়, নখ অবধি শরীরের সমস্ত পাপ সংশোধন করিয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয় ও ভগীরথসম্বাদে ॥

ভগবদ্ভক্তের অন্ন পবিত্র, গঙ্গাজল পবিত্র, বিষ্ণুতৎপর চিত্ত পবিত্র এবং একাদশীব্রত পবিত্র ॥

অজ্ঞান বশতও যদি অবৈষ্ণবগৃহে ভোজন বা পান করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধ হয়, তাহার সর্ব্বদা ইষ্টকর্ম্ম ও পূর্ত্তকর্ম্ম সকল বিফল হইয়া যায় ॥

শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যেও ॥

হে রাজন্! যাহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা অবস্থিত নাই, তাহার অন্ন কখন ভোজন যোগ্য নহে, কারণ তাহা অভক্ষ্যের তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৮০ ॥

কেচিদ্বৃত্ত্যনপেক্ষস্য জপশ্রদ্ধাযতঃ প্রভৌ।
বিশ্বস্তস্যাদিশন্ত্যস্মিন্ কালেঽপি কৃতিনো জপং ॥ ৮১ ॥

অথ মাধ্যাহ্নিককৃত্যানি ॥

মধ্যাহ্নে স্নানতঃ পূর্ব্বং পুষ্পাদ্যাহৃত্য বা স্বয়ং।
ভৃত্যাদিনা বা সম্পাদ্য কুর্য্যান্মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ।
স্নানাশক্তৌ চ মধ্যাহ্নে স্নানমাচর্য্য মান্ত্রিকং।
যথোক্তাং ভগবৎপূজাং শক্তশ্চেৎ প্রাগ্বদাচরেৎ ॥ ৮২ ॥

অথ বৈষ্ণববৈশ্বদেবাদিবিধিঃ ॥

চাণ্ডালভাণ্ডস্থং তজ্জলং পাবনং মহদিত্যাদি ॥ ৮০ ॥

বৃত্তৌ বৃত্তিসম্পাদনে অনপেক্ষস্য আসক্তিরহিতস্য যতঃ প্রভৌ ভগবতি বিশ্বস্তস্য ভগবান্ জগতাং বৃত্তিদঃ কিন্তৎ প্রয়াসেনেতি বিশ্বাসং গতস্য যতঃ কৃতিনঃ অভিজ্ঞস্য। অতো জপে শ্রদ্ধা প্রীতিস্তদ্বতঃ অস্মিন্ অধ্যয়নাধ্যাপনবৃত্তিসম্পাদনসম্বন্ধিনি কালেঽপি জপমেবাদিশন্তি কেচিৎ কৃতিন ইতি বা ॥ ৮১ ॥

প্রাগ্বৎ যথা প্রাতঃকৃত্যং তথেত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥

জপ বিষয়ে শ্রদ্ধাশালী কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত চিত্ত হইয়া অর্থাৎ ভগবান্ সমস্ত জগতের বৃত্তিদাতা অতএব জীবিকার প্রয়াসে প্রয়োজন নাই এই বোধে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও বৃত্তি সম্পাদন সম্বন্ধি কালেও জপ উপদেশ করেন ॥ ৮১ ॥

অথ মধ্যাহ্নকাল সম্বন্ধি কার্য্য সকল ॥

মধ্যাহ্নকালে স্নানের পূর্ব্বে পুষ্পাদি স্বয়ং আহরণ করিয়া অথবা ভৃত্যাদি দ্বারা সম্পাদন করিয়া মধ্যাহ্নকালের কার্য্য সকল করিবে ॥

মধ্যাহ্ন স্নানে অশক্ত হইলে মন্ত্রস্নান করিয়া পূর্ব্বে কথিতানুসারে ভগবানের পূজা করিবে, আর যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে যেমন প্রাতঃকৃত্য তদনুরূপ আচরণ করিবে ॥ ৮২ ॥

অথ বৈষ্ণবদিগের বৈশ্বদেবাদি বিধি ॥

ততঃ কৃষ্ণার্পিতেনৈব শুদ্ধেনান্নেন বৈষ্ণবঃ।
বৈশ্বদেবাদিকং দৈবং কর্ম্ম পৈত্রঞ্চ সাধয়েৎ।
তদুক্তং॥
ষষ্ঠে দিনবিভাগেতু কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্।
দৈবো হোমেন যজ্ঞঃ স্যাৎ ভৌতস্তু বলিদানতঃ।
পৈত্রো বিপ্রান্নদানেন পৈত্রেণ বলিনাথ বা।
কিঞ্চিদন্নপ্রদানাদ্বা তর্পণাদ্বা চতুর্বিধঃ।
নৃযজ্ঞোঽতিথিসৎকারাৎ হন্তকারেণ চাম্বুনা।
ব্রহ্মযজ্ঞো বেদজপাৎ পুরাণপঠনেন বা॥

ভৌতো ভূতসম্বন্ধিযজ্ঞঃ পৈত্রশ্চ যজ্ঞশ্চতুর্ব্বিধঃ। চতুর্বিধত্বমেবাহ বিপ্রেতি। অত্র চ বিশেষঃ কৌর্ম্মে। দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈব চ। মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চযজ্ঞান্ প্রচক্ষতে। যদি স্যাৎ তর্পণাদর্ব্বাক্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ কৃতো নহি। কৃত্বা মানুষ্যযজ্ঞং বৈ ততঃ সাধ্যায়মাচরেৎ। কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ। শালাগ্নৌ লৌকিকে বাথ জলে ভূম্যামথাপি বা। বৈশ্বদেবশ্চ কর্ত্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ইত্যাদি॥ ৮৩॥

অনন্তর বৈষ্ণব ব্যক্তি কৃষ্ণনিবেদিত পবিত্র অন্ন দ্বারা বৈশ্বদেবাদি দৈব ও পৈত্রকর্ম্ম সাধন করিবেন॥

ঐ বিষয় কথিত হইয়াছে॥

দিবসের ষষ্ঠভাগে দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ, এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিবে। হোমের দ্বারা দেবযজ্ঞ, বলি প্রদান দ্বারা ভূতযজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন প্রদান দ্বারা অথবা পিতৃ-সম্বন্ধীয় বলি প্রদান দ্বারা কিম্বা কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান বা তর্পণ দ্বারা এই চারি প্রকার পিতৃযজ্ঞ করিবে॥

অতিথি সৎকার অথবা হন্তকার (পানীয়শালা) কিম্বা জল দ্বারা নৃযজ্ঞ এবং বেদপাঠ বা পুরাণপাঠ দ্বারা ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে॥

তন্নিত্যতাচ কৌর্ম্মে ॥

অকৃত্বাচ দ্বিজঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ভুঞ্জীত চেৎ সুমূঢ়াত্মা তির্য্যগ্‌যোনিং স গচ্ছতি ॥ ৮৩ ॥

অথ বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধিঃ ॥

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভগবতো নরঃ ॥ ৮৪ ॥

যচ্চ স্মৃতৌ ॥

গৃহাগ্নিশিশুদেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎ পিণ্ডান্ননির্বপেদিতি ॥ ৮৫ ॥

ঈদৃক্ সামান্যবচনং বিশেষবচনব্রজৈঃ।

তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনৈব। যতো ভাগবতঃ ভগবদ্ভক্তঃ ॥ ৮৪ ॥

তত্র নিষেধবাক্যমুল্লিখন্ বহুতরবচনৈস্তদ্বাধয়িত্বা ভগবদর্পিতান্নাদিনৈব শ্রাদ্ধবিধানং সাধয়তি গৃহাগ্নীত্যাদিনা অপ্রকল্পিতা ইত্যন্তেন ॥ ৮৫ ॥

ঈদৃক্ গৃহাগ্নীতি শ্লোকসদৃশং ॥ ৮৬ ॥

পঞ্চযজ্ঞের নিত্যতা যথা—কূর্ম্মপুরাণে ॥

হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! দ্বিজ যদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই মূঢ়বুদ্ধি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৩ ॥

অথ বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধের বিধি ॥

ভগবৎপরায়ণ মনুষ্য শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে অগ্রে ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত অন্ন দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৮৪ ॥

যাহা স্মৃতিতে কহিয়াছেন ॥

গৃহাগ্নি অর্থাৎ শালাগ্নি, শিশু, দেবতা, যতি এবং ব্রহ্মচারিদিগকে যে পর্য্যন্ত পিণ্ড প্রদান করা না হইয়াছে, তাবৎ পিতৃনিমিত্ত পাককৃত অন্ন প্রদান করিবে না ॥ ৮৫ ॥

"গৃহাগ্নি" ইত্যাদি ঈদৃশ সামান্য বচন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি বর্ত্তি

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিবর্ত্তিভি র্বাধ্যতে ধ্রুবং ॥ ৮৬ ॥

তথাচ পাদ্মে ॥

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৮৬ ॥

মোক্ষধর্ম্মে নারদোক্তৌ ॥

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতং।

বিশেষবচনান্যেব দর্শয়তি বিষ্ণোরিতি ॥ ৮৭ ॥

সাত্বতমিতি সাত্বতা বৈষ্ণবাস্তৎসম্বন্ধিনমিত্যর্থঃ। দেবেশং শ্রীভগবন্তং তচ্ছেষেণ ভগবন্নিবেদিতেনেত্যর্থঃ। ন চাত্র বক্তব্যং যদন্নাদিকং ভোজনপাত্রেষু নিধায়ান্নসংস্কারাদ্যর্পণবিধিনা ভগবতেঽর্পিতং তস্য যদবশিষ্টং রন্ধনপাত্রাদাবস্তি তেনেতি বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেনেতি পাদ্মোক্তেঃ। নচ তদপ্যবশিষ্টমেবেতি শঙ্কনীয়ং যতঃ সংস্কারাদি বিধিনা ভগবতোঽগ্রে যৎ সমর্প্যতে তদেব নিবেদিতমিত্যুপপদ্যতে ইতি অতস্তস্যৈব ভগবদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টস্য ভক্ত্যা শেষ ইত্যাহ্যুক্তিঃ। অন্যথা গৃহভাণ্ডাদৌ স্থিতস্য ঘৃতখণ্ডাদি দ্রব্যস্য কিঞ্চিদর্পণাত্তত্রাপি সর্ব্বত্র শেষত্বব্যাপ্ত্যা নিবেদিতত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। তচ্চাযুক্তং। তত্র তত্রস্থিতস্য দ্রব্যস্য সর্ব্বস্যৈব উচ্ছিষ্টত্বেন পুনর্ভগবতে অর্পণাযোগাদিতি দিক্। এবঞ্চ ভগবদুচ্ছিষ্টস্য পরমভক্ত্যা মহাপ্রসাদতয়া গ্রহণে শিষ্টকৃতৌ যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য করণক হোম ইব দত্তাপহারদোষপ্রসঙ্গশ্চ ন স্যাৎ অন্যথা শ্রীচরণামৃতপানেঽনুলেপ তুলস্যাদি নির্ম্মাল্যগ্রহণেঽপি সর্ব্বত্রৈব দত্তাপাহারদোষব্যাপ্তিঃ স্যাৎ ন চ সা যুক্তা যতঃ তত্তদ্গ্রহণে মহাফলপ্রতিপাদকানি তত্র তত্র বচনানি শতশঃ সন্তি তেষু চ কানিচিৎ শ্রীচরণামৃতপানাদিপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে লিখিতানি। অত্র চ

বিশেষ বচন সমূহ দ্বারা নিশ্চয় বাধা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

তদ্বিষয় যথা পদ্মপুরাণে ॥

বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা অন্যান্য দেবগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃগণকেও সেই বিষ্ণুনিবেদিত অন্ন প্রদান করিবে, তাহা হইলে তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয় ॥ ৮৭ ॥

মোক্ষধর্ম্মে নারদের উক্তিতে ॥

বৈষ্ণব সম্বন্ধীয় বিধি অবলম্বন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শ্রীভগ-

পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাং।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসীবিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ ৮৯ ॥

স্কান্দে শ্রীশিবোক্তৌ ॥

লিখিতং বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেনেতি। লেখ্যান্তপি দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্যেতি মুকুন্দগাত্রলগ্নে-নেতি সর্ব্বপ্রযত্নেনেত্যাদীনি। শ্রুতিশ্চ। এক এব নারায়ণ ইত্যাদিঃ। এতচ্চাগ্রে লেখ্যোঃ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মিত্যাদিভিরনর্পিতোপভোগনিষেধবচনৈঃ। তথা। অম্বরীষ নবং বস্ত্রমিত্যাদিভিস্তদুপভোগবিধিবচনৈরপি নিতরাং দ্রঢ়য়িতব্যং। বিশেষতশ্চাত্র মহতাং বহূনাং শিষ্টানামাচার এব পরমং প্রমাণমিতি। ভগবন্মায়াহতানাং ভগবৎপ্রসাদবঞ্চিতানাং দুষ্ট-বুদ্ধীনাং সর্ব্বথোপেক্ষৈবোপযুক্তেতি সর্ব্বেষাং সাধূনাং মতং ॥ ৮৮ ॥

অধুনা পিতৃভ্যোঽপি ভগবদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদদানে বহুলবচনানি প্রমাণয়ন্ আদৌ তত্র নিত্যশ্রাদ্ধাদিবিষয়মেব তৎ নচ পার্ব্বণাদিপরমিতি কেষাঞ্চিদজ্ঞানাং মতং নিরস্যতি যঃ শ্রাদ্ধেতি। হরের্ভুক্তঞ্চ তৎ অতএব শেষঞ্চ ॥ ৮৯ ॥

বানের পূজা করিয়া তন্নিবেদিত অন্ন দ্বারা পিতামহগণকে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভক্তি পূর্ব্বক যদি পিতৃ ও দেবগণকে ভগব-দুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ এবং তদ্দ্বারা তুলসীবিমিশ্রিত পিণ্ড সকল প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃগণ কোটিকল্পকাল সুন্দর রূপে পরি-তৃপ্ত হয়েন ॥ ৮৯ ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীশিবের উক্তিতে ॥

দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যদ্বিষ্ণোর্ব্বিনিবেদিতং।
তানুদ্দিশ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদানং তস্য চৈব হি ॥ ৯০ ॥
প্রযান্তি তৃপ্তিমতুলাং সোদকেন তু তেন বৈ।
মুকুন্দগাত্রলগ্নেন ব্রাহ্মণানাং বিলেপনং।
চন্দনেন তু পিণ্ডানাং কর্ত্তব্যং পিতৃতৃপ্তয়ে।
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জায়তে তৃপ্তিরক্ষয়া।
এবং কৃতে মহীপাল মা ভবেৎ সংশয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ৯১ ॥
তত্রৈব শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে ॥
অন্নাদ্যং শ্রাদ্ধকালেতু পতিতাদ্যৈর্নিরীক্ষিতং।
তুলসীদলমিশ্রেণ সলিলেনাভিষিঞ্চয়েৎ।

তস্য বিষ্ণুনিবেদিতস্যৈব প্রদানং তান্ দেবাদীন্ উদ্দিশ্য কুর্য্যাৎ ॥ ৯০ ॥

ক্বচিদিতি ভগবদুচ্ছিষ্টদানে গৌণ্যাপত্ত্যা পিত্রাদিতৃপ্তিঃ স্যান্নবেতি দত্তাপহারদোষঃ স্যান্নবেত্যাদৌ কুত্রাপি সংশয়ঃ শঙ্কাপি ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

অভিষিঞ্চয়েৎ অভিষেচয়েৎ স্বার্থে ইন্ ॥ ৯২ ॥

দেবগণ এবং পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা হয়, সেই বিষ্ণু নিবেদিত বস্তু সেই সেই দেব ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রদান করিবে ॥ ৯০ ॥

তথা বিষ্ণুনিবেদিত জলের সহিত পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোকের অসীম তৃপ্তি লাভ হয়। মুকুন্দ গাত্রসংলগ্ন চন্দন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের বিলেপন বিহিত এবং পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত ঐ চন্দন দ্বারা পিণ্ডের বিলেপন কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এই প্রকার করিলে দেবগণ ও পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৯১ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীপুরুষোত্তমখণ্ডে ॥

শ্রাদ্ধকালে অন্নাদি যদি পতিত লোক সকল কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার শুদ্ধির নিমিত্ত তুলসীমিশ্রিত জল দ্বারা সেচন

তদন্নং শুদ্ধতামেতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমিশ্রিতং।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষন্তু তস্মাদ্দেয়ং দ্বিজন্মনাং।
পিণ্ডে চৈব বিশেষেণ পিতৄণাং তৃপ্তিমিচ্ছতা ॥ ৯২ ॥
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
পিতৄনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।

নচ বক্তব্যমিদং অন্যোদ্দেশেন ভগবতেঽন্নাদি সমর্পণং গৌণ্যাপত্ত্যা ভগবৎপ্রীতিবিশেষা-সাধনাং ফলবিশেষজনকং ন স্যাদিতি যতো নিজপিত্রাদিহিতার্থং কৃতং পূজনং ভগবতঃ পরমপ্রীণনমেবেতি পরমফলসম্পাদকমেব স্যাদিতি লিখতি পিতৄনুদ্দিশ্যেত্যাদিনা। এবঞ্চ পিত্রাদ্যর্থং ভগবৎপূজায়াং পশ্চাৎকৃতায়াং ভগবন্নিবেদিতেনৈব স্বতঃ শ্রাদ্ধাদিসম্পত্ত্যা তন্মহা-গুণসিদ্ধের্মুক্ত্যাদিমহাফলমুপপদ্যত এবেতি ভাবঃ। যদ্বা। শ্রাদ্ধাগ্রহপরিত্যাগেন পিত্রর্থং ভক্তিবিশেষেণ ভগবৎপূজায়া স্বতএব ফলবিশেষঃ সিদ্ধ্যেৎ। এবমেব। যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখা ইত্যাদি ন্যায়াৎ পিত্রাদীনাঞ্চ পরমতৃপ্তিঃ সিদ্ধ্যতি। নতু কেবলনিজশ্রাদ্ধদানেন তেষামপি ভগবদুচ্ছিষ্টমহাপ্রসাদাপেক্ষয়েতি দিক্ ॥ ৯৩ ॥

করিবে। আর সেই অন্ন বিষ্ণুর নৈবেদ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে শুদ্ধিতা প্রাপ্ত হয়। অতএব দ্বিজাতিগণকে বিষ্ণুর নৈবেদ্য শেষ অর্পণ করিবে এবং বিশেষরূপে পিতৃলোকের তৃপ্তি ইচ্ছা করিলে পিণ্ডে বিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ প্রদান করিবে ॥ ৯২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

হে মহামুনে! যে সকল মানব পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া কেশ-বের পূজা করেন, তাঁহারা নারকী পীড়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥

হে মুনে! সংসারমধ্যে বিশেষতঃ কলিকালে যে সকল মনুষ্য

যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে।
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে।
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজা ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদং।
যো দদাতি হরেঃ স্থানং পিতৃনুদ্দিশ্য নারদ।
কর্ত্তব্যং হি পিতৃণাং যত্তৎকৃতং তেন ভো দ্বিজ।
শ্রুতৌ চ॥
এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা পৃথিব্যৌ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণূপহৃতং ভক্ষয়েয়ুরিতি॥ ৯৩॥

পিতৃলোকের নিমিত্ত নিত্য হরির পূজা করেন, তাঁহারা ধন্য॥

হে মুনে! যাঁহারা পিতৃ উদ্দেশে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে হরির পূজা করেন, গয়াশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বহু বহু পিণ্ড দান দ্বারা তাঁহাদিগের কি হইবে॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহাকে উদ্দেশ করিয়া হরির পূজা করা যায়, তাহাকে নরকবাস হইতে উদ্ধার করিয়া পরম পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়॥

হে নারদ! যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরিকে স্থান দান করেন, পিতৃগণের যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা করিয়াছেন॥

শ্রুতিতেও কহিয়াছেন॥

একমাত্র নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা এবং দ্যাবা পৃথিবী কিছুই ছিল না। সমস্ত দেবতা, সমস্ত পিতৃলোক ও সমস্ত মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তান্ন ভোজন, বিষ্ণুর আঘ্রাত বস্তু আঘ্রাণ এবং বিষ্ণুর পীত দ্রব্য পান করেন, অতএব

অতএবোক্তং। শ্রীভগবতা বিষ্ণুধর্ম্মে॥

প্রাণেভ্যো জুহুয়াদন্নং মন্নিবেদিতমুত্তমং।
তৃপ্যন্তি সর্ব্বদা প্রাণা মন্নিবেদিতভক্ষণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন প্রদেয়ং মন্নিবেদিতং।
মমাপি হৃদয়স্থস্য পিতৃণাঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৯৪॥

কিঞ্চ তত্রৈবান্যত্র॥

ভোক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥ ৯৫॥
সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।

মমেত্যাদি ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে। হৃদয়স্থস্য পরমাত্মরূপস্যেত্যর্থঃ। এবং ভগবতে নিবেদ্যৈব পিত্রাদিভ্যোদেয়মিত্যুপপাদিতং॥ ৯৪॥

অধুনা কদাচিদপ্যনিবেদিতং ন দাতব্যমিতি লিখতি ভক্ষ্যমিতি। ভক্ষ্যভোজ্যয়ো শ্চর্ব্ব্যাচর্ব্ব্যত্বেন ভেদঃ। তৎকিঞ্চিদপি। অগ্রভোক্তরি পরমেশ্বরে। যতঃ অনিবেদিতদানাৎ প্রায়শ্চিত্তী পাতকী ভবেৎ॥ ৯৫॥

তদেবোপপাদয়তি সর্গাদাবিতি। অগ্রভুজে ভগবতে হদত্তেঽভুক্তে সতি চৌর্য্যেণেব

পণ্ডিতগণ বিষ্ণুনিবেদিত দ্রব্য সকল ভোজন করিবেন॥ ৯৩॥

অতএব ভগবান্ বিষ্ণুধর্ম্মে বলিয়াছেন॥

আমাতে নিবেদিত উৎকৃষ্ট অন্ন প্রাণ সকলকে আহুতি দিবে, আমাতে নিবেদিত ভক্ষণ হেতু সর্ব্বদা প্রাণাদি বায়ু সকল পরিতৃপ্ত হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে প্রত্যেকের হৃদয়স্থ পরমাত্ম রূপ আমাকে এবং বিশেষতঃ পিতৃগণকে আমাতে নিবেদিত অন্ন প্রদান করিবে॥ ৯৪॥

অপর ঐ বিষ্ণুধর্ম্মের অন্য স্থানে॥

অগ্রভোক্তা পরমেশ্বরে যৎকিঞ্চিৎ ভোক্ষ্য ভোজ্য নিবেদন না করিয়া পিতৃগণকে প্রদান করিবে না, যেহেতু অনিবেদিত দান করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবে॥ ৯৫॥

সৃষ্ট্যাদিতে দেবগণ ভগবান্ হরিকে অগ্রভোক্তা বলিয়া কীর্ত্তন

যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ ॥ ৯৬ ॥

অথ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে শ্রীমার্কেণ্ডেয় ভগীরথসম্বাদে ॥

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বাতু বৈষ্ণবং।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ।
সিক্থমাত্রন্তু যদ্ভুঙ্ক্তে জলং গণ্ডূষমাত্রকং।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং তজ্জলং সাগরোপমং ॥

ব্রহ্মপুরাণে। শ্রীব্রহ্মবচনং ॥

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ ॥ ৯৭ ॥

দেবাদীনামপি পাপং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

শঙ্খাঙ্কিততনুঃ বৈষ্ণব ইত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

করিয়াছেন, সেই কারণে তিনিও দেবগণকে যজ্ঞভাগ ভোক্তা রূপে কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৯৬ ॥

অথ শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজন মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয় ও ভীরথসম্বাদে ॥

যে ব্রাহ্মণ বিদ্যারহিত বৈষ্ণবকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া বেদজ্ঞদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান করে, সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস হয় অর্থাৎ তাহা রাক্ষসে গ্রহণ করে ॥

শ্রাদ্ধে যদি বৈষ্ণব গ্রাসমাত্র অন্ন এবং গণ্ডূষমাত্র জল ভোজন করেন, তাহা হইলে সেই অন্ন মেরু তুল্য ও সেই জল সাগর সমান হয় ॥

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মার বাক্য ॥

শঙ্খ চিহ্নিত শরীর ব্রাহ্মণ যাহার গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত কেশব স্বয়ং সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৯৭ ॥

স্মৃতিশ্চ ॥

সুরাভাণ্ডস্থপীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।

চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ।

কিঞ্চ বিষ্ণুরহস্যে ॥

নিবেশয়েন্নরোমোহাদন্যপঙ্‌ক্তৌ হরেঃ প্রিয়ং।

স পতেন্নিরয়ে ঘোরে পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধমঃ ॥ ৯৮ ॥

অথ শ্রীভগবদর্পণে নিষিদ্ধং ॥

নিবেদিতং যদন্যস্মৈ তদুচ্ছিষ্টং হি কথ্যতে।

অথ কথঞ্চিদপি তন্ন শ্রীভগবতেঽর্পয়েৎ।

তথাচৈকাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

চক্রেণ অঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিন্ বৈষ্ণবে তেন রহিতং। এবং শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিতভোজননির্দ্ধারাৎ ভগবন্নিবেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকমিতি স্থসিদ্ধং। অন্যেষামবৈষ্ণবানাং পঙ্‌ক্তৌ ॥ ৯৮ ॥

অন্যস্মৈ নিবেদিতং যদ্বস্তু নোপযুঞ্জ্যাৎ ন সমর্পয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

স্মৃতিও বলিয়াছেন ॥

যেমন সুরাভাণ্ডস্থ অমৃত তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট (কর্ম্মের অযোগ্য) হয়, তদ্রূপ চক্রাঙ্ক অর্থাৎ বৈষ্ণববিরহিত শ্রাদ্ধও আশু বিনাশ পায়, এই কথা শাতাতপ কহিয়াছেন ॥

অপর বিষ্ণুরহস্যে ॥

যে মনুষ্য ভ্রম বশতঃ অবৈষ্ণবদিগের পঙ্‌ক্তিতে বৈষ্ণবকে প্রবেশ করায়, সেই পঙ্‌ক্তিভেদী নরাধম ঘোর নরকে পতিত হয় ॥ ৯৮ ॥

অথ শ্রীভগবদর্পণবিষয়ে নিষিদ্ধ ॥

যে হেতু অন্যকে যাহা নিবেদন করা হয় তাহাকে উচ্ছিষ্ট কহে অতএব কোন ক্রমে শ্রীভগবানকে তাহা নিবেদন করিবে না ॥

এইরূপ একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায় ৪০ শ্লোকে

ভগবানের উক্তিতে যথা ॥

অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতং ॥ ৯৯ ॥

নারদীয়ে ॥

পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাদ্ধরয়ে পরমাত্মনে।

রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ ॥ ১০০ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ॥

হরিশেষং হবির্দদ্যাৎ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ।

ন পুনঃ পিতৃশেষন্তু হরেব্র্রহ্মাদি সদ্গুরোঃ।

অন্যত্র চ ॥

দক্ষাদয়শ্চ পিতরো ভৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।

রেতোদাঃ রেত এব উদং উদকং পেয়ং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ বিসর্গলোপেঽপি পুনঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১০০ ॥

হবিঃ পরমান্নং পিতৃণাং পিতৃভ্যো দদ্যাৎ। যতস্তৎ অক্ষয়ং অক্ষয্যফলং ভবেদিত্যর্থঃ। হরেঃ হরয়ে ন দদ্যাৎ তত্র হেতুঃ ব্রহ্মেতি ১০১ ॥

আমাকে নিবেদিত দীপের আলোকে অন্য কার্য্য করিবে না এবং অন্য দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিয়া দিবে না॥ ৯৯

নারদপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি হরিকে পিতৃশেষ অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে অগ্রে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য নিবেদন করে, তাহার পিতৃগণ রেতঃ পান করত ক্লেশ ভাগী হয়েন ॥ ১০০ ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ॥

হরিতে নিবেদিত পরমান্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিবে, তাহাই তাঁহাদের অক্ষয় হইয়া থাকে কিন্তু হরিকে কখন পিতৃশেষ অর্পণ করিবে না, যে হেতু হরি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সদ্গুরু ॥

অন্যত্রও বলিয়াছেন ॥

দক্ষাদি পিতৃগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহাঁরা সকলই ভৃত্য, অতএব

অতস্তদ্ভুক্তশেষন্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েদিতি ॥ ১০১ ॥
এবমাবশ্যকং কৃত্বা বৈষ্ণবেভ্যো বিভজ্য চ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদান্নং ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১০২ ॥
তথাচ প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রে ॥
স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ ॥ ১০৩ ॥
অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥
হরের্নিবেদিতং কিঞ্চিন্ন দদ্যাৎ কর্হিচিদ্বুধঃ।
অভক্তেভ্যঃ সশল্যেভ্যো যদ্দদন্নিরয়ে ব্রজেৎ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥

শ্রীমতো ভগবতঃ। যদ্বা। শ্রীমদ্ভগবন্নিবেদিতত্বেন পরমশোভাযুক্তং তদুচ্ছিষ্টত্বেন চ মহাপ্রসাদরূপমন্নং ॥ ১০২ ॥

স্বভাবস্থৈঃ স্বতএব বর্ত্তমানৈঃ অনিবেদিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

সশল্যেভ্যো বিদ্ধোপবাসিভ্যঃ কর্ম্মজড়েভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

ইহাঁদের ভুক্তশেষ হরিকে নিবেদন করিবে না ॥ ১০১ ॥

এই প্রকার আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণবদিগকে বিভাগ পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে ॥ ১০২ ॥

ঐ প্রকারই প্রহ্লাদপঞ্চরাত্রে ॥

অনিবেদিত বস্তু অথবা ধনাদি দ্বারা কর্ম্মজড় অর্থাৎ অবৈষ্ণবদিগকে বঞ্চনা করিয়া হরির নৈবেদ্য সকল বৈষ্ণবগণকে সমর্পণ করিবেন ॥ ১০৩ ॥

অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্ধোপবাসি কর্ম্মজড় অবৈষ্ণবদিগকে কখনই হরির নৈবেদ্যশেষ কিঞ্চিন্মাত্রও অর্পণ করিবেন না, যদি প্রদান করেন, তাহা হইলে নরকগামী হইবেন ॥

অবৈষ্ণবে দেবধৃতং নির্ম্মাল্যং ন প্রযচ্ছতি।
নৈবেদ্যং বা মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশব ইতি ॥ ১০৪ ॥
কথঞ্চিদপি নাশ্নীয়াদকৃত্বা কৃষ্ণপূজনং।
ন চাসমর্প্য গোবিন্দে কিঞ্চিদ্ভুঞ্জীত বৈষ্ণবঃ।
অথ পূজাব্যতিরিক্তভোজনদোষাঃ ॥
শ্রীকূর্ম্মপুরাণে ॥
অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানবিষ্ঠাসমং চান্নং নীরঞ্চ সুরয়া সমং ॥ ১০৫ ॥
কিঞ্চ ॥
যো মোহাদথবালস্যাদকৃত্বা দেবতার্চ্চনং।

শৌবানেতি বক্তব্যে শ্বানেত্যার্ষং। কচিচ্চ শুন ইতি পাঠঃ ॥ ১০৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি অবৈষ্ণবে দেবধৃত নির্ম্মাল্য অথবা নৈবেদ্য প্রদান না করেন, কেশব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হয়েন ॥ ১০৪ ॥

বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের পূজা না করিয়া কোনক্রমেই ভোজন করিবেন না এবং গোবিন্দে সমর্পণ না করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও উপভোগ করিবেন না॥

অথ পূজা না করিয়া ভোজন করিলে দোষ ॥

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে ॥

যে সকল ধর্ম্মবর্জিত পুরুষ গোবিন্দের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, তাহাদের সম্বন্ধে অন্ন কুক্কুর বিষ্ঠার সমান ও জল সুরার সমান হয় ॥ ১০৫ ॥

আরও ॥

যে ব্যক্তি ভ্রম অথবা আলস্য বশতঃ বিষ্ণুপূজা না করিয়া ভোজন

ভুঙ্‌ক্তে স যাতি নরকং শূকরেম্বিহ জায়তে ।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

এককালং দ্বিকালম্বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিং ।

অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্ নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥ ১০৬ ॥

নারদীয়ে চ ॥

প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়ং বিষ্ণুপূজা স্মৃতা বুধৈঃ ।

অশক্তো বিস্তরেণৈব প্রাতঃ সম্পূজ্য কেশবং ।

মধ্যাহ্ণে চৈব সায়ঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিমপি ক্ষিপেৎ ।

মধ্যাহ্ণে বা বিস্তরেণ সংক্ষেপেণাথ বা হরিং ।

সংভোজ্য ভোজনং কুর্য্যাদন্যথা নরকং ব্রজেৎ ।

অথানর্পিতভোগনিষেধঃ ॥

অপূজ্য অপূজয়িত্বা ॥ ১০৬ ॥

করে, সে নরকগামী হয় এবং ইহলোকে শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মনুষ্য এককাল বা দ্বিকাল কিম্বা ত্রিকাল হরির পূজা করিবে, যদি পূজা না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সকল প্রকার নরকে গমন করিবে ॥ ১০৬ ॥

নারদপুরাণেও ॥

পণ্ডিতগণ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকাল এই তিনকালে বিষ্ণুর পূজা বিধান করিয়াছেন, যদি বহুলরূপে পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তবে কেবল প্রাতঃকালে কেশবের পূজা করিয়া মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে পুষ্পাঞ্জলিমাত্র প্রদান করিবে। অথবা মধ্যাহ্নকালে বিস্তররূপে কিম্বা সংক্ষেপরূপে হরিকে ভোজন করাইয়া ভোজন করিবে, ইহার অন্যথা হইলে নরকে যাইতে হইবে ॥

অথ অনর্পিত ভোগ অর্থাৎ যাহা ভগবানে অর্পণ করা হয় নাই

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥

নত্বেবাপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং জনার্দ্দনং।

ন তৎ স্বয়ং সমশ্নীয়াৎ যদ্বিষ্ণৌ ন নিবেদয়েৎ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধং।

অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতং ॥ ১০৭ ॥

অনিবেদ্য তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ।

তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণো ভুঞ্জীত সর্ব্বদা ॥ ১০৮ ॥

পাদ্মে গৌতমাম্বরীষ সম্বাদে ॥

অম্বরীষ গৃহে পক্বং যদভীষ্টং সদাত্মনঃ।

আহারায় নিজোপভোগায় ॥ ১০৭ ॥

বিষ্ণোরুপভোগ্যং কৃত্বা যথাবিধ্যর্পণাদিনা তং ভোজয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

এমত দ্রব্য ভোগ নিষেধ ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥

ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা না করিয়া ভোজন করিবে না এবং যে দ্রব্য বিষ্ণুতে অর্পণ করা হয় নাই, তাহা স্বয়ং ভোজন করিবে না ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্ন, পানাদি এবং ঔষধ আর যাহা নিজের উপভোগের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে, তাহা নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না ॥ ১০৭ ॥

মনুষ্য অনিবেদ্য বস্তু ভোগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়, অতএব সর্ব্বকালে সমুদায় দ্রব্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়াই ভোজন করিবে ॥ ১০৮ ॥

পদ্মপুরাণে গৌতম ও অম্বরীষ সম্বাদে ॥

অনিবেদ্য হরে ভুঁঞ্জন্ সপ্তকল্পানি নারকী।
তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবোমাসম্বাদে ॥
অবৈষ্ণবানামন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈবচ।
অনর্পিতং তথা বিষ্ণৌ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ।
বিষ্ণুস্মৃতৌ ॥
অনিবেদ্যন্তু যো ভুঙ্‌ক্তে হরয়ে পরমাত্মনে।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
অতএব গৌতমাম্বরীষসম্বাদ এব ॥
অম্বরীষ নবং বস্ত্রং ফলমন্নং রসাদিকং।
কৃত্বা বিষ্ণূপভুক্তন্তু সদা সেব্যং হি বৈষ্ণবৈঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ ॥

হে অম্বরীষ! সর্ব্বদা স্বীয় অভিলষিত যে দ্রব্য গৃহে পাক করা হইয়াছে তাহা হরিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে সপ্তকল্প অর্থাৎ ব্রহ্মার সাত দিন যাবৎ নরক ভোগ করিতে হইবে ॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে ॥

শ্রীশিব এবং উমাসম্বাদে ॥

অবৈষ্ণবদিগের অন্ন, পতিত ব্যক্তিদিগের অন্ন, তথা বিষ্ণুতে অনর্পিত অন্ন কুক্কুর মাংস সদৃশ হয় ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা হরিকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ অসংখ্য কাল নরকে নিমগ্ন হয় ॥

অতএব গৌতমাম্বরীষ সম্বাদেই ॥

হে অম্বরীষ! বৈষ্ণবগণ নূতন বস্ত্র, ফল, অন্ন এবং রস প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা সেবন করিবেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্ম ও অগ্নিপুরাণে ॥

গন্ধান্ন বরভক্ষ্যাংশ্চ স্রজো বাসাংসি ভূষণং।
দত্ত্বাতু দেবদেবায় তচ্ছেষাণ্যুপভুঞ্জতে ॥ ১০৯ ॥
গারুড়ে ॥
পাদোদকং পিবেন্নিত্যং নৈবেদ্যং ভক্ষয়েদ্ধরেঃ।
শেষাশ্চ মস্তকে ধার্য্যা ইতি বেদানুশাসনং ॥ ১১০ ॥
ষষ্ঠস্কন্ধে পুংসবনব্রতপ্রসঙ্গে ॥
উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ।
অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১১১ ॥

গন্ধান্ অন্নানি বরভক্ষ্যাংশ্চ মোদকাদীন্ উপভুঞ্জন্তে সাধব ইতি সদাচারো দর্শিতঃ ॥১০৯
শেষাশ্চ তুলস্যাদয়ঃ ॥ ১১০ ॥
দেবং ভগবন্তং স্বে ধাম্নি স্বহৃদয়ে অগ্রতঃ প্রাক্ উদ্বাস্য বিসর্জ্য ॥ ১১১ ॥

সাধুগণ গন্ধ, অন্ন, উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য অর্থাৎ মোদকাদি তথা মালা, বস্ত্র ও ভূষণ দেবদেব বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১০৯ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

বেদের এই আজ্ঞা আছে যে, নিত্য শ্রীবিষ্ণুর পাদোদক পান, নিত্য নৈবেদ্য ভক্ষণ এবং নিত্য তুলসী প্রভৃতি মস্তকে ধারণ করিবে ॥ ১১০ ॥

৬ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ॥

তৎপরে আরাধ্য দেবকে তাঁহার নিজধামে বাসার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অগ্রে নিবেদিত বস্তু আত্মবিশুদ্ধি ও সর্ব্বকাম সমৃদ্ধি নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ভোজন করিবে ॥ ১১১ ॥

অষ্টমস্কন্ধে চ পয়োব্রতপ্রসঙ্গে ॥
নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাৎ ভুঞ্জীত বা স্বয়ং ॥ ১১২ ॥
গৌতমীয়তন্ত্রে ॥
শুক্লোপচারসম্ভারৈর্নিত্যশো হরিমর্চ্চয়েৎ।
নিবেদ্য কৃষ্ণায় বিধিবদন্নং ভুঞ্জীত তৎ স্বয়ং।
অথবা সাত্বতে দদ্যাদযদি লভ্যেত ভক্তিতঃ।
শরৎপ্রদীপে চ ॥
ভক্তক্ষণক্ষণোদেবঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।

তদ্ভক্তায় বৈষ্ণবায় ॥ ১১২ ॥

এবমনর্পিতোপভোগদোষজাতং দর্শয়িত্বা তেন চ নিবেদিতস্যৈবোপভোগং বিলিখ্যাধুনা তদেব দ্রঢ়য়ন্ ভগবদর্পিতস্য গ্রহণেঽপি দত্তাপহারদোষো ন প্রসজ্যেতেতি ভগবৎবাৎসল্য-ভরতো ন্যায়ান্তরেণ সাধয়তি ভক্তেতি। ভক্তস্য ক্ষণঃ অবসর এব উৎসব এব বা ক্ষণো যস্য। স্ববেশ্মনি স্থিতেন যা স্মৃতিঃ সৈব সেবা। স্বভোজ্যস্য নিজভক্ষস্যৈবার্পণং যত্তদেব তস্মৈ দানং। এবং সুসেব্যত্বং ভক্তবাৎসল্যঞ্চোক্তং। তৎফলঞ্চ ইন্দ্রাদিদুর্ল্লভং স্যাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকপ্রাপ্তেঃ এবঞ্চার্পণদানয়োর্ভেদোঽপ্যভিহিতঃ যতো নৃপাদিভ্যঃ সূদাদিভিরিব ভগবতো ভৃত্যৈর্দ্রব্যাণামর্পণমেব ক্রিয়তে নতু দানং তস্যৈব সর্ব্বদ্রব্যাদি স্বামিত্বেন তেষাং তত্র স্বত্বা-ভাবাৎ। অতো ভগবতে যদ্দীয়তে তদর্পণমিত্যুচ্যতে নতু দানমিতি। অতএব পাদ্যাদ্যুপ-

৮ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥

তদনন্তর নিবেদিত দ্রব্য জাত ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবে অথবা স্বয়ং ভোজন করিবে ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

পবিত্র উপচার সমূহ দ্বারা নিত্য নিত্য হরিকে অর্চ্চনা করিবে। বিধি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত অন্ন স্বয়ং ভোজন করিবে, কিম্বা যদি বৈষ্ণব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকেই ভক্তি সহকারে সমর্পণ করিবেন ॥

শরৎপ্রদীপেও ॥

শ্রীবিষ্ণু ভক্তগণের উৎসবেই উৎসবান্বিত, নিজ গৃহে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিষ্ণুর যে স্মরণ তাহাই তাঁহার সেবা এবং নিজ ভক্ষ্য

স্বভোজ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি দুর্ল্লভং ॥ ১১৩ ॥

অথ নৈবেদ্যভক্ষণবিধিঃ ॥

দৃষ্ট্বা মহাপ্রসাদান্নং তৎ প্রাঙ্নত্বাভিমন্ত্রয়েৎ।

স্বেষ্টনাম্না ততোমূলমন্ত্রেণ বারসপ্তকং ॥ ১১৪ ॥

ধর্ম্মরাজাদিভাগঞ্চাপাস্য শ্রীচরণামৃতং।

চারং কল্পয়ামীত্যেব সৎসম্প্রদায়প্রয়োগঃ এবঞ্চ দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদমিত্যাদৌ দানশব্দস্যার্পণমেবার্থোহবগন্তব্যঃ নচ শঙ্কনীয়ং স্বহাভাবে পিত্রাদিভ্যঃ কথং তদ্দানং ঘটতামিতি। মহাপ্রসাদতয়া স্বীকৃতেষু তেষু সত্ত্বোৎপত্তেঃ শ্রাদ্ধাদিবিধিবলেন তৎকল্পনাপ্তা। নচ বক্তব্যং উচ্ছিষ্টদ্রব্যদানেন শ্রাদ্ধাদৌ দোষাপত্তিরিতি ভগবদর্পণেন দ্রব্যসংস্কারবিশেষসম্পত্ত্যা ফলবিশেষজনকত্বেন পরমমুখ্যতাপত্তেঃ। এতচ্চ পূর্ব্বং সূচিতমেব তৎফলঞ্চ লিখিতং। ইত্থঞ্চ তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদেত্যাদৌ ওদনঃ পক্ত্বা ভুঞ্জীত ইত্যাদিবৎ এককর্ম্মত্বেন যন্নিবেদ্যতে তদেব ভুঞ্জীতেত্যর্থো নিতরাং সিদ্ধঃ ন হ্যন্যৎ নিবেদ্য অন্যদ্ভুঞ্জীতেতি পৃথক্ কর্ম্মান্তরকল্পনদোষাপত্তেঃ। অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতমিত্যাদিনা বিরোধাচ্চ। অতএব তত্ত্ববিদঃ সাধবঃ পক্বান্নাদিকমবশেষমেব ভগবদগ্রে নীত্বা পরিবেশ্য বিধিবদর্পয়ন্তি। যচ্চ বাহুল্যেন পরিবেশনাদ্যশক্ত্যা রন্ধনপাত্রাদৌ তিষ্ঠেৎ তদপি শঙ্খোদকতুলসীদলনিক্ষেপণাদিনা বিনিবেদিতমাপাদয়ন্তীতি দিক্ ॥ ১১৩ ॥

প্রাক্ প্রথমং নত্বা অভিবন্দ্য তদন্নং গায়ত্র্যা অভিমন্ত্রয়েৎ। ততস্তদনন্তরং মূলমন্ত্রেণ সপ্তবারান্ অভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১১৪ ॥

দ্রব্যের অর্পণই তাঁহাকে দান, এই সমুদায়ের ফল অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তি ইহা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ ॥ ১১৩ ॥

অথনৈবেদ্য ভক্ষণ বিধি ॥

মহাপ্রসাদ অন্ন দর্শন করিয়া প্রথমে অভিবন্দনা করিয়া সেই অন্নকে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে, তদনন্তর মূল মন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ১১৪ ॥

সেই মহাপ্রসাদ অন্ন হইতে ধর্ম্মরাজাদির ভাগ অপনয়ন করিয়া

তুলসীপত্রং নিঃক্ষিপ্য শ্লোকান্ সংকীর্ত্তয়েদিমান্ ॥ ১১৫ ॥

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।

সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ।

কিঞ্চ ॥

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।

তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ।

যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ।

একাদশস্কন্ধে ॥

ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।

আদিশব্দেন পিত্রাদয়ঃ। অপাস্য তদন্নাদপনীয় শ্রীচরণামৃতং ভগবৎপাদোদকং। অত্র মন্ত্রে ॥ ১১৫ ॥

তাংস্তান্ অনির্ব্বাচ্য বলপরক্রমাদিযুক্তান্। যেন লীলাবরাহেণ হিরণ্যাক্ষো নিপাতিত ইত্যেতৎ পদ্যার্দ্ধং পঠন্তি। তচ্চ নিজেষ্টদেবলীলানুসারেণেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১১৬ ॥

তাহাতে চরণামৃত এবং তুলসীপত্র নিক্ষেপ করত বক্ষ্যমাণ এই সকল শ্লোক পাঠ করিবে ॥ ১১৫ ॥

যথা ব্রহ্মাদি অমল ঋষিগণ ও সিদ্ধগণ যাঁহার উচ্ছিষ্ট বাঞ্ছা করেন আমরা সেই হরির উচ্ছিষ্টভোজী ॥

আরও ॥

যাঁহার নামে রাশি রাশি মহাপাতক বিনষ্ট হয়, আমরা সেই শ্রীকৃষ্ণদেবের উচ্ছিষ্টভোজী ॥

যিনি বাল্যলীলায় সেই সেই পূতনাদিকে বিনষ্ট করিয়াছেন, আমরা সেই অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ॥

একাদশস্কন্ধে ॥

৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥

আমরা তোমার দাস, তোমাতে সমর্পিত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও

উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ১১৬ ॥
ততোঽমৃতোপস্তরণমসীত্যুক্ত্বা যথাবিধি।
পঞ্চ প্রাণাহুতীঃ কৃত্বা ভুঞ্জীত পুরতঃ প্রভোঃ ॥ ১১৭ ॥
তত্র চ বিশেষঃ ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব সগরসম্বাদে ॥
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥ ১১৮ ॥
পুণ্যগন্ধধরঃ শস্ত মাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ।

প্রভোর্ভগবতঃ পুরতোঽগ্রে ভুঞ্জীত যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেরিতি স্কান্দোক্তেঃ যচ্চ বারাহে শয়নং ভোজনঞ্চাগ্র ইত্যাদ্যপরাধেষূক্তং তদপি বহির্দেবালয়ে শ্রীমূর্ত্তিপূজা বিষয়ং নতু স্বগৃহে শালগ্রামশিলাপূজাবিষয়মিতি বিবেচনীয়ং। এতচ্চ পূর্ব্বং লিখিতমেব ॥ ১১৭ ॥

গৃহীতি পূর্ব্বং সর্ব্বত্র গৃহস্থকৃত্য লিখনাদত্রাপি যুক্তমেব তৎ দ্রব্যসমর্পণাদি যোগ্যত্বেন পূজাবিধৌ তস্যৈব প্রাধান্যাৎ ভগবদর্থত্যাক্তপরিগ্রহস্য চ বিরক্তস্য যথালাভং ভগবন্তং পূজয়তে ন তাদৃশো বিধিনিষেধাবকাশঃ কল্প্যত ইতি শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রমেব কিঞ্চিৎ প্রাক্ লিখিতমগ্রেচ লেখ্যমিতি ॥ ১১৮ ॥

অলঙ্কার প্রভৃতিতে ভূষিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করত ত্বদীয়া মায়া জয় করিব ॥ ১১৬ ॥

তদনন্তর “অমৃতোপস্তরণমসি” যথাবিধি এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চ প্রাণোদ্দেশে আহুতি প্রদান করিয়া প্রভুর অগ্রে অর্থাৎ দেবালয়ের বহির্ভাগে ভোজন করিবে ॥ ১১৭ ॥

ঐ বিষয়ে বিশেষবিধি যথা ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব ও সগরসম্বাদে ॥

গৃহী প্রশস্তরত্নপাণি ও পবিত্র হইয়া ভোজন করিবেন ॥ ১১৮ ॥

হে নরেশ্বর! মনুষ্য ভোজনকালীন অঙ্গে পুণ্যগন্ধ লেপন ও সুগন্ধমাল্য ধারণ করিয়া প্রফুল্লবদনে আর্দ্রপাণি ও আর্দ্রপদে এবং প্রীতিচিত্তে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ভোজন করিবেন, কিন্তু এক

বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোবাপি ন চৈবান্যমুখোনরঃ ॥ ১১৯ ॥
দত্ত্বাতু ভক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী।
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥ ১২০ ॥
নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসংকীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোহগ্নয়ে।
নাশেষং পুরুষোহশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে ॥ ১২১ ॥
মধ্বম্বুদধিসর্পিভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্।
অশ্নীয়াৎ তন্ময়ো ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসং ॥ ১২২ ॥

প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা ভুঞ্জীত ॥ ১১৯ ॥
প্রশস্তং ভগবন্নিবেদনাৎ ॥ ১২০ ॥
আসন্দী দারুময়ত্রিপদী। অদেশে অযোগ্যস্থানে। অকালে সন্ধ্যাদিসময়ে আকাশ ইতি পাঠে অনাবৃতে। অগ্রমন্নং দত্ত্বা পরিশিষ্টস্যান্নস্য কিঞ্চিদগ্নৌ ক্ষিপ্ত্বা ॥ ১২১ ॥
তন্ময়োহভূত্বাহন্নে দত্তচিত্তঃ সন্ ॥ ১২২ ॥

বস্ত্র ধারণ করিয়া ও অগ্ন্যাদি কোন চতুষ্টয়ের প্রতি মুখ করিয়া কি অন্যদিকে মুখ করিয়া ভোজন করিবে না ॥ ১১৯ ॥

হে নৃপ! গৃহী ব্যক্তি শিষ্য ও ক্ষুধিতদিগকে অন্ন প্রদান করিয়া কোপ পরিহার পূর্ব্বক প্রশস্ত শুদ্ধপাত্রে ভোজন করিবেন ॥ ১২০ ॥

হে রাজন্! দারুময় ত্রিপদীর উপর পাত্র রাখিয়া, অযোগ্য স্থানে, অকালে অর্থাৎ সন্ধ্যাদি সময়ে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে ভোজন করিবে না তথা পরিশিষ্ট অন্নের কিঞ্চিৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ভোজন করিবেন, কিন্তু যেন একবারে সমস্ত ভোজন না করেন, পাত্রে কিছু অবশিষ্ট রাখিবেন ॥ ১২১ ॥

মধু, জল, দধি, ঘৃত এবং শক্তু এই সকল দ্রব্যে সদসৎ বিচার পূর্ব্বক অন্নের প্রতি চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়া প্রথমতঃ মধুররস ভোজন

লবণাম্লে তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকাংস্ততঃ।
প্রাগ্‌দ্রবং পুরুষোঽশ্নীয়াৎ মধ্যে চ কঠিনাশনং।
অন্তে পুনর্দ্রবাশীতু বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥
পঞ্চগ্রাসং মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় তৎ।
ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ।
স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তশ্চ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানাঞ্চ কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ ॥
অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ন্ত্যশেষং।
সুখঞ্চ মে তৎ পরিণামসম্ভবং
যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে ॥

করিবেন ॥ ১২২ ॥

ভোজনের মধ্যে লবণ ও অম্ল রস এবং শেষে কটু তিক্তাদি ভোজন করিবে ॥

পুরুষ যদি প্রথমে দ্রব দ্রব্য, মধ্যে কঠিন দ্রব্য ও অন্তে পুনরায় দ্রব দ্রব্য ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না ॥

পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত মৌনী হইয়া প্রাণাদির তৃপ্তি নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে পঞ্চগ্রাস ভোজন ও তৎপরে যথাবিধি ভোজন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। তদনন্তর হস্তদ্বয়ের মূল পর্য্যন্ত প্রক্ষালন করিয়া স্বস্থ এবং প্রশান্তচিত্তে আসনে উপবেশন করিয়া অভীষ্ট দেবতাদিগের স্মরণ করিবে ॥

অনন্তর অগস্তি, অগ্নি এবং বাড়বানল আমার অশেষ ভুক্ত অন্ন জীর্ণ এবং ভোজনের পরিপাক জনিত সুখ প্রদান করুন ও আমার দেহ অরোগী হউক ॥

বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥
ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃজ্য তথোদরং।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।
কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং ॥
প্রাঙ্মুখোঽন্নানি ভুঞ্জীত সূর্য্যাভিমুখমেব বা।
আসীনঃ স্বাসনে সিদ্ধে ভূম্যাং পাদৌ নিধায় চ।
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্ক্তে ঋতং ভুঙ্ক্তে উদঙ্মুখঃ।

প্রত্যঙ্মুখঃ সন্ চেদ্ভুঙ্ক্তে তদা শ্রিয়মেব ভুঙ্ক্তে সর্ব্বসম্পদং লভত ইত্যর্থঃ। ঋতং সত্যং সর্ব্বং বাঞ্ছিতং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। আত্মনি জুহুয়াৎ আত্মনা সহৈষামৈক্যং ভাবয়েদিত্যর্থঃ। ততঃ ভোজনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

যেমন এক ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহ ও দেহির প্রধান-স্বরূপ, সেই সত্য দ্বারা এই সমস্ত অন্ন আমার সম্বন্ধে আরোগ্যপ্রদ হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হউক ॥

এই দুই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজ হস্তে উদর মার্জনা করত, অলস-শূন্য হইয়া অনায়াসপ্রদ অর্থাৎ পরিশ্রমশূন্য কার্য্য সকল করিবেন ॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় ॥

স্বীয় সিদ্ধ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ভূমিতে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া পূর্ব্বমুখে অথবা সূর্য্যাভিমুখে অন্নাদি ভোজন করিবে ॥

পূর্ব্বমুখে ভোজন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি, দক্ষিণমুখে যশ, পশ্চিম-মুখে সর্ব্ব প্রকার সম্পদ্ এবং উত্তরমুখে ভোজন করিলে সমুদায়

পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ ভূমৌ পাত্রং নিধায় চ।
উপবাসেন তত্তুল্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ।
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রাক্ষাল্য বৈ করৌ।
আচম্যার্দ্রাননোঽক্রোধঃ পঞ্চার্দ্রো ভোজনঞ্চরেৎ।
মহাব্যাহৃতিভিস্ত্বন্নং পরিবায়োদকেন তু।
অমৃতোপস্তরণমসীত্যপোশানক্রিয়াং চরেৎ।
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং প্রাণায়েত্যাহুতিং ততঃ।
অপানায় ততো হুত্বা ব্যানায় তদনন্তরং।
উদানায় ততঃ কুর্য্যাৎ সমানায়েতি পঞ্চমীং।

বাঞ্ছিত লাভ হয়॥

প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন, ভূমিতে পাত্র রাখিয়া পঞ্চার্দ্ররূপে ভোজন করিলে সেই ভোজন উপবাস তুল্য হয় অর্থাৎ তাহাতে কোন রোগোৎপত্তি হয় না॥

পঞ্চার্দ্র যথা॥

গোময়াদি দ্বারা লিপ্ত পবিত্র স্থানে হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া আচমন দ্বারা আর্দ্র মুখ হইয়া এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া এই পঞ্চার্দ্ররূপে ভোজন করিবে॥

মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃ স্বঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক জলধারা দ্বারা অন্নকে বেষ্টন করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আচমন করিবে॥

তাহার পর স্বাহা এবং প্রণব সংযুক্ত করিয়া প্রাণায়, এই বলিয়া আহুতি দিবে, তাহার পর অপান,তাহার পর ব্যান, তাহার পর উদান এবং তাহার পর সমান এই পঞ্চ আহুতি দিবে॥

প্রয়োগ যথা। "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপনায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ও সমানায় স্বাহা॥"

বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদাত্মনি দ্বিজাঃ।
শেষমন্নং যথাকামং ভুঞ্জীত ব্যঞ্জনৈর্যুতং।
ধ্যাত্বা তন্মনসা দেবমাত্মানং বৈ প্রজাপতিং।
অমৃতাপিধানমসীত্যুপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ।
কিঞ্চ তত্রৈব ॥
যদ্ভুঙ্‌ক্তে বেষ্টিতশিরা যচ্চ ভুঙ্‌ক্তে বিদিঙ্মুখঃ।
সোপানাৎকশ্চ যদ্‌ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বং বিদ্যাত্তদাসুরং।
নার্দ্ধরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্ণে নার্দ্রবস্ত্রধৃক্।
নচ ভিন্নাসনগতো ন যানে সংস্থিতোঽপি বা।
ন ভিন্নভাজনে চৈব ন ভূম্যাং ন চ পাণিষু।
অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনং।

হে দ্বিজগণ! এই সকলের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাতে আহুতি দিবে, পরে যদৃচ্ছাক্রমে ব্যঞ্জন সমন্বিত করিয়া অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে ॥

পরে তদ্গত চিত্ত হইয়া আপনাকে প্রজাপতি দেবরূপে ধ্যান করিয়া ভোজন শেষে "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" শেষে এই বলিয়া আচমন করিবে ॥

আরও ঐ স্থানেই ॥

মস্তক বেষ্টন করিয়া যে ভোজন করা হয়, অগ্ন্যাদি কোণ চতুষ্টয়ের প্রতি মুখ করিয়া যাহা ভোজন করা হয় এবং চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিয়া যাহা ভোজন করা হয়, তৎসমুদায় আসুরিক ভোজন জানিতে হইবে ॥

অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে, অজীর্ণে, আর্দ্রবস্ত্রধারী হইয়া ভগ্নাসনে উপবেশন করিয়া যানের উপর অবস্থিত হইয়া ভগ্নপাত্রে, মৃত্তিকায় এবং হস্তে ভোজন করিবে না ॥

অতিভোজন করিলে আরোগ্য লাভ হয় না, পরমায়ুঃ ক্ষয় করে,

অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎপরিবর্জয়েৎ।

কিঞ্চ ॥

ন বামহস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলং।

বিষ্ণুস্মৃতৌ ॥

পিবতঃ পততে তোয়ং ভাজনে মুখনির্গতং।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥

মার্কণ্ডেয়ে ॥

ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানু সদা নরঃ।
উপঘাতাদৃতে দোষান্নান্নস্যোদীরয়েদ্বুধঃ ॥ ১২৩ ॥

অন্যত্র চ ॥

হস্তাদৃতেঽম্বুনান্যেনানশ্নন্ পাত্রাদৃতে পিবেৎ।

স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল, পাপজনক এবং লোকনিন্দনীয় অতএব অতি-ভোজন বর্জন করিবে ॥

আরও ॥

বাম হস্তে পাত্র উত্তোলন করিয়া মুখের দ্বারা জল পান করিবে না ॥

বিষ্ণুস্মৃতিতে ॥

জলপানকারির মুখ হইতে নির্গত জল যদি ভোজনপাত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই অন্ন অভোজ্য, ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ॥

মনুষ্য সর্ব্বদা জানুদেশ মধ্যে রাখিয়া অন্নগতচিত্ত হইয়া অন্ন ভোজন করিবে, পণ্ডিত ব্যক্তি কাক বা বিড়ালাদির উচ্ছিষ্ট ব্যতিরেকে অন্নের অন্য কোন দোষ কীর্ত্তন করিবেন না ॥ ১২৩ ॥

অন্যস্থানেও ॥

হস্ত ব্যতিরেকে কেবল মুখের দ্বারা জলপান করিবে না এবং

দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে নীরং নিধাপয়েৎ ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরাসমং ॥ ১২৪ ॥
তৃপ্তো দদ্যাদ্ধি তদন্নং শেষং দুর্গততৃপ্তয়ে ॥ ১২৫ ॥
সম্যগাচম্য দক্ষাঙ্ঘ্রেরঙ্গুষ্ঠে বারি নিঃক্ষিপেৎ ।
ততঃ সংস্মৃত্য সংতুষ্টঃ পুষ্টিদামিষ্টদেবতাং ।
সন্নিকৃষ্টৈর্বৃতঃ শিষ্টৈর্জপেদন্নপতের্মনূন্ ।
অন্নপতেঽন্নস্য নো দেহীত্যাদি ॥ ১২৬ ॥
ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং প্রসাদং বল্লবীপ্রভোঃ ।

অশ্নন্ ভুঞ্জানঃ সন্ হস্তাদৃতে পাণিং বিনা কেবল মুখেন জলং ন পিবেৎ । তথা পাত্রং বিনা করাদিনা ন পিবেদিত্যর্থঃ । অন্যথা অভোজ্যাদিকং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২৪ ॥

তৃপ্তঃ সমাপ্তভোজনঃ সন্ ॥ ১২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠে বারি নিক্ষিপেৎ মন্ত্রঃ অঙ্গুষ্ঠেতি ॥ ১২৬ ॥

বল্লবীপ্রভোঃ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদমিতি তন্নিবেদিতমিত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

পাত্র ব্যতিরেকে কেবল হস্ত দ্বারা জল পান করিবে না। দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগ করিয়া যদি বামদিকে জল রাখে, তাহা হইলে সেই অন্ন অভোজ্য এবং জল সুরা তুল্য হয় ॥ ১২৪ ॥

ভোজন শেষ হইলে ভোজনাবশিষ্ট অন্ন দুর্গত লোকের তৃপ্তি নিমিত্ত প্রদান করিবে ॥ ১২৫ ॥

সম্যক্‌রূপে আচমন করিয়া দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠে জল নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর পুষ্টিদায়িনী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। অনন্তর নিকটবর্ত্তি শিষ্টজনে পরিবৃত হইয়া "অন্নপতে অন্নস্য নোদেহ্যনমীরস্য শুষ্মিনঃ প্রণতারং তারিষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে" অন্নপতির এই মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৬ ॥

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদিত তাম্বূল ভোজন করিয়া অভিলষিত শিষ্টজনের সহিত উপবিষ্ট হইয়া ভগবানের উৎকৃষ্ট মঙ্গলময় নাম

শিষ্টৈরিষ্টৈর্জপেদ্দিব্যং ভগবন্নামমঙ্গলং ॥ ১২৭ ॥

অথ নৈবেদ্যমাহাত্ম্যং ॥

বারাহে ॥

যো মমৈবার্চ্চনং কৃত্বা তত্র প্রাপণমুত্তমং।
শেষমন্নং সমশ্নাতি ততঃ সৌখ্যতরং নু কিং ॥ ১২৮ ॥

স্কান্দে ॥

তবোপহারং ভুক্ত্বা যঃ সেবতে যজ্ঞপূরুষং।
সেবিতং তেন নিয়তং পুরোডাশো মহাধিয়া ॥ ১২৯ ॥

কিঞ্চ তত্রৈব ॥

শঙ্খোদকং তীর্থবরাদ্বরিষ্ঠং
পাদোদকং তীর্থগণাদ্গরিষ্ঠং।

প্রাপণমুপহারং তদেবাহ শেষমন্নমিতি ॥ ১২৮ ॥
পুরোডাশঃ যজ্ঞশেষদ্রব্যং ॥ ১২৯ ॥
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষং পাদজলেন বিমিশ্রিতং সহেতি বা। কচিদ্বিষ্ণোরিত্যত্র সিক্তমিতি

জপ করিবে ॥ ১২৭ ॥

অথ নৈবেদ্য মাহাত্ম্য ॥

বরাহপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনা করিয়া আমাতে উত্তম উপহার প্রদান করত শেষ অন্ন ভোজন করে, তাহা হইতে আর অধিকতর সুখ কি ? ॥ ১২৮ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

আপনকার উপহার ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, সেই মহাবুদ্ধিমান্ জন কর্তৃক নিয়ত যজ্ঞশেষ দ্রব্য সেবন করা হয় ॥ ১২৯ ॥

আরও ঐ স্কন্দপুরাণেই ॥

শঙ্খোদক উৎকৃষ্ট তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, চরণোদক সমস্ত তীর্থ

নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটিপুণ্যং
নির্ম্মাল্যশেষং ব্রতদানতুল্যং ॥
নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং
বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং।
যো শ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ।
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যং ॥ ১৩০ ॥
ষড়্‌ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং।
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যশেষে যৎ ফলং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ ॥ ১৩১ ॥
কিঞ্চ তত্র শ্রীশালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে ॥
ভক্ত্যা ভুনক্তি নৈবেদ্যং শালগ্রামশিলার্পিতং।
কোটিং মখস্য লভতে ফলং শতসহস্রশঃ ॥ ১৩২ ॥

বা পাঠঃ ॥ ২৩০ ॥

ভুঞ্জতাং বিষ্ণুনৈবেদ্যশেষেণাপি তৎফলং ॥ ১৩১ ॥

ভুনক্তি ভুঙ্‌ক্তে মখস্য কোটিং লভতে স যজ্ঞকোটিং কৃতবানিত্যর্থঃ। তস্য চ কিং ফলমিত্যপেক্ষায়ামাহ ফলমিতি। শতসহস্রশ অনন্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা শতসহস্রশো যা যজ্ঞকোটি-

হইতে গরিষ্ঠ, নৈবেদ্যশেষ কোটিযজ্ঞের পুণ্যস্বরূপ এবং নির্ম্মাল্যশেষ ব্রত ও দান তুল্য ॥

বিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ তুলসী মিশ্রিত এবং বিশেষতঃ চরণামৃত জলে সিক্ত করিয়া যে ব্যক্তি নিত্য মুরারির অগ্রে ভোজন করেন, তিনি অযুত কোটিযজ্ঞের পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৩০ ॥

ছয় মাস উপবাস করিলে যে ফলোৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, কলিতে বিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে সেই ফল হয় ॥ ১৩১ ॥

আরও ঐ স্কন্দপুরাণে শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার্পিত নৈবেদ্যশেষ ভোজন করেন, তাঁহার শত সহস্র কোটিযজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ১৩২ ॥

ব্রহ্মচারী গৃহস্থৈশ্চ বানপ্রস্থৈশ্চ ভিক্ষুভিঃ।
ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ভুক্ত্বান্যদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
ভুক্ত্বা কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটিফলং লভেৎ॥
তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥
অগ্নিষ্টোমসহস্রৈস্তু বাজপেয়শতৈরপি।
তৎফলং প্রাপ্যতে নূনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ॥ ১৩৩॥

স্তদ্রূপং ফলং লভতে॥ ১৩২॥

অচ্যুতঃ অচ্যুততুল্য ইত্যর্থঃ সারূপ্যাদিপ্রাপ্ত্যা। যদ্বা ভক্তিমার্গান্নিজেষ্টাদ্বা চ্যুতো ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৩৩॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক এই চতুরাশ্রমী লোক-সকল বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করিবেন, ইহাতে কোন বিচার করার প্রয়োজন নাই॥

ব্রাহ্মণ অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে কোটিযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবেন॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে॥

সহস্র অগ্নিষ্টোম এবং শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিষ্ণুর নৈবেদ্যশেষ ভোজন করিলে নিশ্চয় সেই ফল লাভ হইয়া থাকে॥

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম, উদরে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য এবং মস্তকে পাদোদক ও নির্ম্মাল্য বিদ্যমান, তিনি অচ্যুত তুল্য॥ ১৩৩॥

কিঞ্চ॥

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।
কোটিযজ্ঞৈস্তু যৎপুণ্যং মাসোপোষণকোটিভিঃ।
তৎফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
তুলস্যাশ্চ রজোজুষ্টং নৈবেদ্যস্য চ ভক্ষণং।
নির্ম্মাল্যঞ্চ ধৃতং যেন মহাপাতকনাশনং॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে॥

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ।

আরও॥

দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ঋষিসকল বিষ্ণুনৈবেদ্যকে পবিত্র এবং অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে, এই কথা বলিয়াছেন॥

কোটি যজ্ঞ দ্বারা যে পুণ্য হয়, কোটি মাসোপবাস ব্রত করিলে যে পুণ্য হয়, পুরুষগণ বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণমাত্রে সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন॥

যে ব্যক্তি তুলসীর ধূলিযুক্ত নৈবেদ্যের ভক্ষণ এবং নির্ম্মাল্য ধারণ করেন, তাঁহার মহাপাতক নাশ হয়॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে॥

হে দ্বিজগণ! শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য এবং অন্নপানাদি যে কোন দ্রব্য, তাহার ভক্ষণবিষয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই॥

হে বিপ্রগণ! বিষ্ণুনৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিকার, যেমন বিষ্ণু, নৈবেদ্যও তদনুরূপ, যে সকল দ্বিজাতি ভক্ষণ বিষয়ে বিকার করেন,

কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
নবমন্নং ফলং পুষ্পং নিবেদ্য মধুসূদনে।
পশ্চাদ্ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যশ্চ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে॥
মুকুন্দাশনশেষন্তু যো হি ভুঙ্‌ক্তে দিনে দিনে।
সিক্থে সিক্থে ভবেৎ পুণ্যং চান্দ্রায়ণশতাধিকং॥
অন্যত্রাপি॥
একাদশী সহস্রৈস্তু মাসোপোষণকোটিভিঃ।

একাদশী সহস্রৈরিত্যনেন তদ্ব্রতগণাদপি ভগবন্নৈবেদ্যভক্ষণস্য মাহাত্ম্যমধিকমুক্তং। যচ্চাগ্রে ভাগবতলক্ষণে লেখ্যং স্কান্দবচনং। প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরা ইতি। তচ্চ ভগবন্মহাপ্রসাদব্যতিরিক্তপরমিতি জ্ঞেয়ং। নচ বক্তব্যং বৈষ্ণবানামনিবেদিত-ভক্ষণং সদা নিষিদ্ধমেবেতি। যতস্তদ্বচনং ন বৈষ্ণববিষয়ং কিন্তু প্রাণাত্যয়েঽপি সতি যে নাশ্নন্তি তে ভাগবতা ইতি সামান্যোক্তেঃ। যদ্বা ভগবদ্ভক্তিরেব তদ্ব্রতমিতি বুদ্ধ্যা ভগবৎ-

---

তাঁহারা কুষ্ঠরোগযুক্ত এবং পুত্রদার বিবর্জিত হইয়া নরকে গমন করিবেন, কিন্তু নরক হইতে আর তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

যিনি নূতন অন্ন, ফল ও পুষ্প মধুসূদনকে নিবেদন করিয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করেন, তাঁহার প্রতি কেশব তুষ্ট হয়েন॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য শেষ ভোজন করেন, তাঁহার প্রতিগ্রাসে শত চান্দ্রায়ণ ব্রত অপেক্ষাও পুণ্য হয়॥

অন্যস্থলেও॥

মানবগণ সহস্র একাদশী ব্রত এবং কোটি মাসোপবাস ব্রত

তৎফলং প্রাপ্যতে পুংভির্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাদিতি ॥ ১৩৪ ॥
ততো যথোক্তমাচম্য তাম্বূলাদিনিভজ্য চ।
মহাপ্রসাদং দাস্যেন গৃহ্ণীয়াৎ প্রযতঃ স্বয়ং ॥ ১৩৫ ॥
তথাচ নবমস্কন্দে শ্রীমদম্বরীষচরিতে ॥
কামস্তু দাস্যে নতু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥
নৈবেদ্যভক্ষণে যচ্চ নির্ম্মাল্যগ্রহণে চ যৎ।

শ্রীত্যপেক্ষয়া তত্র মহাপ্রসাদান্নভক্ষণেনাপি ন দোষঃ কোঽপি প্রসজ্যেতেতি কেষাঞ্চিৎ সতাং মতং। ততশ্চৈতদ্বচনং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যপরমেব নতু তদ্ভুক্তনিষেধকমিতি মন্তব্যং। যদ্বা নিজবিশ্বাসবিশেষেণ ভগবদধরামৃতমহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা তদন্নাদ্যুপভোগো ভক্তিরূপাদ্বপ্যো-কাদশীব্রতাদেকান্তিনাং পরমফলত্বেনোপাদেয় ইতি যুক্তমেবোক্তং একাদশীসহস্রৈরিতি ॥১৩৪
মহাপ্রসাদরূপং তাম্বূলাদি। আদিশব্দেন স্রক্ চন্দনাদি। আচম্য প্রযতঃ সন্ দাস্যেন নিমিত্তেন গৃহ্ণীয়াৎ উপযুঞ্জ্যাৎ ॥ ১৩৫ ॥
কামং স্রক্ চন্দনাদি ভোগং চকারেতি পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ। দাস্যে নিমিত্তে নতু ভোগেচ্ছয়া। তত্রাপ্যুত্তমশ্লোকজনা বৈষ্ণবাস্তদ্বিষয়া রতিঃ। শ্রীতির্যথাস্যাত্তথা চকারেতি

করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণমাত্রে সেই ফল লাভ হয় ॥ ১৩৪ ॥

তদনন্তর যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক তাম্বূলাদি নিবেদন করিয়া শুদ্ধ-চিত্তে স্বয়ং দাস্যের নিমিত্ত মহাপ্রসাদ তাম্বূলাদি গ্রহণ করিবেন ॥১৩৫

তথাচ নবস্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

শ্রীমদম্বরীষচরিতে ॥

অপর তিনি কাম অর্থাৎ স্রক্ চন্দনাদি বিষয় সেবাকে ভগবজ্জনা-শ্রয়া রতি যেরূপে হয় সেইরূপ করিয়া ভগবদ্দাস্যে তৎপর করিয়া-ছিলেন, তাহাও ভগবৎ প্রসাদ স্বীকারার্থমাত্র হইয়াছিল, বিষয়েচ্ছায়

মাহাত্ম্যমাদৌ লিখিতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বমিহাপি তৎ ॥ ১৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে মহাপ্রসাদো নাম নবমো বিলাসঃ ॥ * ॥ ৯ ॥ * ॥

ভগবদ্ভক্তবিষয়কভক্তেঃ পরমোপাদেয়ত্বমগ্রে লেখ্যং সূচিতং ॥ ১৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমবিলাস টীকা ॥ * ॥

হয় নাই ॥

পূর্ব্বে নৈবেদ্যভক্ষণে এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণে যে ফল লিখিত হইয়াছে, এস্থানেও সে সমুদায় মাহাত্ম্য জানিতে হইবে ॥ ১৩৬ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্টবিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃতানুবাদে মহাপ্রসাদ নাম নবম বিলাস ॥ * ॥

দশমবিলাসঃ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ রসিকেভ্যো নমোঽস্তু মে। বহুধা যততেঽত্রোয়ং যেষাং প্রীতিচিকীর্ষয়া। অথ শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদসেবনানন্তরং সৎসঙ্গসেবাং লিখন্ তং সুসিদ্ধয়ে সতঃ প্রণমতি শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাম্ভোজয়োর্মধু ভক্তিরসং পিবন্তীতি তথা তেভ্যঃ শ্রীভগবদ্ভক্তেভ্য ইত্যর্থঃ। নমো নম ইতি বীপ্সা ভক্তিবিশেষেণ। অপীতস্য পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। যেষাং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপানাং কেনচিদপি প্রকারেণ য আশ্রয়ঃ শরণাগতিঃ তস্মাদপি শ্বা তত্তুল্যঃ পরমনীচজনোঽপীত্যর্থঃ। তস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুনঃ। তেষাম্বা শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ মধুপানাং গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন চ যথা কমলমধুপানমত্তস্য ভ্রমতো ভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্মুখ নির্গলন্মধুগন্ধেন কুক্কুরোপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ। অতস্তল্লক্ষণাদি লিখনরূপ সজ্জনাশ্রয়াৎ সৎসঙ্গাখ্য ভক্তিবিলাসস্য লিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যক্ ঘটেতেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের মধুকর তুল্য সেই সকল ভক্তবৃন্দকে নমস্কার নমস্কার, কোন প্রকারে যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে কুক্কুর তুল্য অতি নীচ ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের গন্ধভাগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন কমলমধুপানে মত্ত ভ্রমণশীল ভ্রমরের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধহেতু ঐ ভ্রমরের মুখনির্গলিত মধুগন্ধ দ্বারা কক্কুরেরাও আমোদিত হয় তদ্রূপ॥১

অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সতাং সবিনয়ং শুভাং।
গচ্ছেদ্বৈষ্ণবচিহ্নাঢ্যঃ পাতুং কৃষ্ণকথাসুধাং ॥ ২ ॥

তথাচ স্মৃতিঃ ॥
ইতিহাসপুরাণাভ্যাং ষষ্ঠসপ্তমকৌ নয়েৎ ॥ ৩ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি।
সামান্যতো লৈঙ্গে ॥

অথ মহাপ্রসাদাদি গ্রহণানন্তরং। শুভাং নির্দ্দোষাং সর্ব্বসদ্গুণাঢ্যাং চেত্যর্থঃ। সবিনয়ং যথা স্যাত্তথা গচ্ছেৎ কিমর্থং। কৃষ্ণস্য কথৈব সুধা তাং পাতুং। যদ্যপি ন রোধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিনাঽগ্রতো লেখ্যেন বচনজাতেন সতাং সঙ্গতিমাত্রস্যাপি পরমোপাদেয়ত্বমুক্তং তথাপি ভগবৎকথামৃত রসপানমেব পরমোপাদেয়মিতি কিম্বা তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তীত্যাদি ন্যায়েন সৎসঙ্গতো ভগবৎকথাসুধাপানং স্বতএব সম্পদ্যত ইতি তৎ স্বভাবানুভাবমাত্রমত্রলিখিতমিতি দিক্। কথম্ভূতঃ বৈষ্ণবানাং চিহ্নৈঃ হরিমন্দিরতিলকমালা মুদ্রাদিভিরাঢ্যঃ যুক্তঃ সন্। অন্যথা বৈষ্ণবাজ্ঞানেন প্রত্যুত্থানাদ্যকরণাৎ সভাসদাং তেষামপরাধাপত্ত্যা তস্যাপ্যপরাধাপত্তেঃ ॥ ২ ॥

ভগবৎপূজানন্তরং মধ্যাহ্নে সৎসঙ্গ ইতি কেষাঞ্চিন্মতং নিরস্যন্ ভোজনানন্তরমেব সৎসঙ্গ ইতি স্বমতং দ্রঢ়য়ন্ স্মৃতিবচনং প্রমাণয়তি। ইতিহাসেতি। ইতিহাসো ভারতাদি ষষ্ঠ সপ্তমৌ অষ্টধা বিভক্ত দিনভাগৌ নয়েৎ। পঞ্চমভাগে গ্রহস্থস্য ভোজনবিধানাৎ ॥ ৩ ॥

মহাপ্রসাদাদি গ্রহণের পর, হরিমন্দির তিলক, মালা ও মুদ্রাদি বৈষ্ণব চিহ্ন সকলে চিহ্নিত হইয়া কৃষ্ণকথামৃত পান জন্য বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণভক্ত সাধুদিগের নিকট গমন করিবে ॥ ২ ॥

তদ্বিষয়ে স্মৃতি যথা—

মহাভারতাদি ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা অষ্টমভাগে বিভক্ত দিবসের ষষ্ঠ ও সপ্তমভাগ অতিবাহিত করিবে ॥ ৩ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ সকল
সামান্যাকারে লিঙ্গপুরাণে ॥

বিষ্ণুরেবহি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
অত্র বিশেষঃ ॥
ব্রত কর্ম্ম গুণ জ্ঞান ভোগ জন্মাদিমৎস্বপি।
শৈবেষ্বপি চ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি তথা তথা ॥ ৫ ॥
তত্র ব্রতিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুব্রতপরতা ভগবদ্ভক্ত-লক্ষণং ॥

বিষ্ণুভক্তমেব লক্ষয়তি বিষ্ণুরেবেতি। দেবতা ইষ্টদেবত্বেন পূজ্য ইত্যর্থঃ। এষ বৈষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

এবং বিষ্ণুদেবতাকত্বমাত্রেণ সামান্যতো ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ব্রতাদি-বিশেষেণ বিশেষতো লক্ষণানি লিখতি ব্রতেতি। ব্রতমুপবাসাদি। কর্ম্ম সদাচারঃ গুণঃ করুণাদিঃ। জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকাদি। ভোগঃ বিষয়সেবা। জন্ম সৎকুলোৎপত্ত্যাদি। আদিশব্দাৎ বিদ্যাবিত্তাদিঃ। তদ্যুক্তেষু যদ্যপি ব্রতাদীনামহেতুত্বাৎ তেষু বিষ্ণুভক্তা ন সম্ভবন্তি তথাপি তেষু জনেষু মধ্যে তথা শৈবেষ্বপি মধ্যে চকার উক্ত সমুচ্চয়ে। তথা তথা তেন ব্রতাদি বিশেষেণৈব প্রকারেণ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি বর্ত্তন্তে। ব্রতাদিনিষ্ঠ তত্তদসাম্প্র-দায়িক মধ্যে ভগবদ্ভক্তিহেতুর্ভগবদ্ব্রতাদি পরতয়া তত্তদ্বিশেষতো ভগবদ্ভক্তা জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ ॥৫

বিষ্ণুই যাঁহার দেবতা, তিনি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৪ ॥

এই বিষয়ে বিশেষ যথা—

উপবাসাদি ব্রত, সদাচার, করুণাদি গুণ, আত্মানাত্ম বিবেকাদি জ্ঞান, বিষয় ভোগ, সৎকুলে জন্ম এবং বিদ্যা বিত্তাদি যুক্ত ব্যক্তি সকলে, তথা শৈবগণ মধ্যেও উক্ত ব্রতাদি বিশেষ প্রকার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত সকল বিদ্যমান আছেন ॥ ৫ ॥

কথিত ব্রতি সকলের মধ্যে ভগবদ্ভক্তি নিমিত্ত ব্রত পরত্বই ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ জানিতে হইবে ॥

তথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ সম্বাদে ॥

দশমীশেষসংযুক্তং দিনং বৈষ্ণববল্লভং।
নোপাসতে মহীপাল তে বৈ ভাগবতা নরাঃ ॥ ৬ ॥
প্রাণাত্যয়ে ন চাশ্নন্তি দিনং প্রাপ্য হরের্নরাঃ।
কুর্ব্বন্তি জাগরং রাত্রৌ সদা ভাগবতা হি তে ॥ ৭ ॥
উপোষ্য দ্বাদশীং শুদ্ধাং রাত্রৌ জাগরণান্বিতাং।
অল্পাস্তু সাধয়েদ্যস্তু স বৈ ভাগবতোনরঃ।
ভক্তির্ন বিচ্যুতা যেষাং ন চ্যুতানি ব্রতানি চ।

তদেব ক্রমেণ বিবিচ্য লিখতি ভক্তেত্যাদিনা হরেঃ প্রিয় ইত্যন্তেন। ভগবদ্ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি তৎপরতা ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং। তত্র হেতুঃ। ভগবদ্ভক্তের্হেতুরিতি। একাদশী ব্রতাদিভিরেব শ্রবণাদিমুখ্য ভক্তিপ্রবৃত্তেঃ। যদ্বা ভক্তির্হেতু র্যস্যাং সা। ভগবদ্ভক্তিং বিনা ভগবদ্ব্রতেষ্বপ্রবৃত্তেরিতি দিক্। এবমগ্রেঽপূহ্যং। বৈষ্ণববল্লভং দিনমেকাদশী ॥ ৬ ॥

প্রাণাত্যয়ে মরণসঙ্কটেঽপি প্রাপ্তে সতি ॥ ৭ ॥

ভগবদ্ভক্তি র্ন বিচ্যুতেত্যেতল্লক্ষণং নির্দ্দিশতি ব্রতানি একাদশী কার্ত্তিকাদি নিয়মাঃ

এই বিষয় স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ভগীরথ সম্বাদে যথা—

হে রাজন্! যে সকল মনুষ্য দশমীশেষ সংযুক্ত বিষ্ণুবল্লভ দিনের অর্থাৎ একাদশীর উপবাস না করেন, নিশ্চয় তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব জানিবা ॥ ৬ ॥

মরণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেও, যে সকল মনুষ্য হরিবাসরে ভোজন না করেন এবং ঐ হরিবাসরের রাত্রিতে জারণ করেন, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত জানিবা ॥ ৭ ॥

উপবাস পূর্ব্বক রাত্রিতে জাগরণ সমন্বিত অল্প পরিমাণে শুদ্ধা দ্বাদশীকে যে মনুষ্য সাধন করেন, তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া জানিবা ॥

যাঁহাদিগের ভক্তি বিচ্যুত হয় না, যাঁহাদিগের একাদশী ব্রত ও

স্বপ্রিয়ঃ শ্রীপতি র্যেষাং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ ॥ ৮ ॥
কর্ম্মিষু ভগবদর্পণাদিনা তদাজ্ঞা বুদ্ধ্যা বা ভক্তিহেতুঃ
সদাচারপরতা ॥ ৯ ॥
ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনং।
পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়া স্তে বৈষ্ণবা নরাঃ ॥ ১০ ॥

ন চ্যুতানি নাপযাতানি যেষাং ব্রতানাং সম্বন্ধেন শ্রীপতিঃ স্বপ্রিয়ঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

ভগবতি অর্পণং কর্ম্মণস্তৎফলস্য বা নিবেদনং। আদিশব্দাচ্চ ভগবতান্তর্যামিণ প্রেরিতোঽহং করোমীতি দাসভাববিশেষাদি তেন। নম্বেবমপি কর্ম্মণোঽত্যন্তবহিরঙ্গত্বেন তথান্তর্যামি দৃষ্ট্যা সমর্পণাৎ জ্ঞানবিশেষস্পর্শেন চ সাক্ষাদ্ভক্তিহেতুত্বাভাবাৎ তৎ পরত্বেন ভগবদ্ভক্ত লক্ষণং ন ঘটত ইত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরং লিখতি তদ্য ভগবতঃ আজ্ঞা শ্রুতি স্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি বচনাদরেণ তত্তদ্বিহিত কর্ম্মাচরণং ভগবদাজ্ঞাপ্রতিপালনমেবেতি সিদ্ধান্তি। এবং ভগবদর্পণাদিনা কৃতঃ সদাচারঃ সৎকর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিহেতুর্ভবতি অতস্তৎপরতা কর্ম্মিষু মধ্যে ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥ ৯ ॥

ধর্ম্মার্থমিত্যাদৌ যদ্যপি সাক্ষাদ্ভগবদর্পণাদিকং ন শ্রূয়তে তথাপি তে বৈষ্ণবাঃ জ্ঞেয়া ইত্যাদ্যুক্ত্যা তত্র তত্র ভগবদর্পণাদিকমূহ্যমেব। অন্যথা কেবল তত্তৎ কর্ম্মনিষ্ঠয়া ভগবৎ সম্বন্ধমাত্রাভাবাদ্বৈষ্ণবত্বানুপপত্তেঃ। অথবা ধর্ম্মার্থমেব জীবিতং নতু বিষয়ভোগার্থং সন্তানার্থমেব মৈথুনং নতু সুখার্থং পচনং অন্নাদিপাকক্রিয়া বিপ্রমুখ্যার্থমেব নতু স্বার্থং। তে বৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবত্বব্যতিরেকেণ তাদৃশশুদ্ধচিত্তত্বাভাবতস্তথা প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥১০॥

কার্ত্তিকাদির নিয়ম ভঙ্গ হয় না এবং যাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়পাত্র সেই সকল মনুষ্যই ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৮ ॥

কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণাদি দ্বারা এবং শ্রুতি স্মৃতি ভগবানের আজ্ঞা, আমি সেই আজ্ঞার প্রতিপালন করিতেছি এই জ্ঞানে যে সদাচার পরত্ব হওয়া কর্ম্মপরায়ণদিগের সম্বন্ধে তাহাই ভক্তির হেতু ॥ ৯ ॥

যাহাদিগের জীবন কেবল ধর্ম্মার্থ, মৈথুন কেবল সন্তান নিমিত্ত এবং অন্নাদি পাকক্রিয়া কেবল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের জন্য, সেই সকল মনুষ্য

অধ্বগন্তু পথি শ্রান্তং কালেঽত্র গৃহমাগতং।
যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা বৈষ্ণবঃ স ন সংশয়ঃ॥ ১১॥
সদাচাররতাঃ শিষ্টাঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকাঃ।
শুচয়স্ত্যক্তরাগা যে সদা ভাগবতা হি তে॥ ১৩॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসম্বাদে॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মোঽহর্য্যর্থমেবচ।
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থে তং মন্যে বৈষ্ণবং জনং॥ ১৩॥
লৈঙ্গেচ॥
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তান্ শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রবর্ত্তকান্।

ভক্ত্যা ভগবৎ প্রীত্যা॥ ১১॥

শিষ্টাঃ শাস্ত্রপরাঃ ত্যক্তো রাগঃ কর্ম্মফলাদৌ যৈ স্তে। এবঞ্চ ভগবদর্পণমাত্রতমেব॥ ১২॥

এবং যস্য পুণ্যার্থে হহোরাত্রাণি ভবন্তি তং॥ ১৩॥

শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকান্॥ ১৪॥

দিগকে বৈষ্ণব জানিতে হইবে॥ ১০॥

পথশ্রান্ত পথিক উপযুক্ত সময়ে গৃহে সমাগত হইলে যে ব্যক্তি অতিথিজ্ঞানে প্রীতি সহকারে তাঁহার পূজা করেন, তিনি বৈষ্ণব, ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ১১॥

যাঁহারা সদাচার পরায়ণ, শাস্ত্রানুরক্ত, সর্ব্ব প্রাণির প্রতি দয়াশীল, শুচি এবং কর্ম্মফল পরিত্যাগী তাঁহারা নিশ্চয় ভগবানের ভক্ত॥ ১০॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদ ও অম্বরীষসম্বাদে॥

যাঁহার জীবন ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মও হরির নিমিত্ত এবং অহোরাত্র কেবল পুণ্যকর্ম্ম জন্য অতিবাহিত হয় তাঁহাকে বৈষ্ণব করিয়া মানি॥ ১৩॥

লিঙ্গপুরাণেও॥

শ্রুতি প্রতিপাদ্য এবং স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বিষ্ণুভক্তি-

প্রীতো ভবতি যো দৃষ্ট্বা বৈষ্ণবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥
গুণবৎসু ভক্তিহেতুঃ কৃপালুত্বাদি সদ্গুণ শীলতা ॥
স্কান্দে তত্রৈব ॥
পরদুঃখেনাত্মদুঃখং মন্যন্তে যে নৃপোত্তম।
ভগবদ্ধর্ম্ম নিরতা স্তে নরা বৈষ্ণবা নৃপ ॥ ১৫ ॥
তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতি সম্বাদে ॥
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।

অতস্ত এব নরা ভগবদ্ধর্ম্মনিরতা বৈষ্ণবাঃ। যদ্বা বৈষ্ণবা ইত্যত্র হেতুঃ ভগবতো ধর্ম্মঃ স্বভাবঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদি স্তত্র নিতরাং রতা ইতি ॥ ১৫ ॥

যে তিতিবক্ষঃ ক্ষমাশীলাঃ সুহৃদঃ নিরুপাধ্যুপকারিণঃ শান্তাঃ ক্রোধাদি রহিতা বিনয়াদিমন্তো বা সাধু সুশীলমেব ভূষণং যেষাং তে। তুলসী মালাদি সদ্দ্রব্যাস্বা তে সাধবঃ ভগবদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ। অহং ভক্তপরাধীন ইত্যুপক্রম্য সাধবো হৃদয়ং মহ্যমিত্যাদ্যুপসংহারে বদতা শ্রীভগবতা সাধব এব ভক্তা ইত্যভিব্যঞ্জনাৎ। এবং মহচ্ছব্দেনাপি

সমন্বিত ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিয়া যিনি প্রীত হয়েন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ॥ ১৪ ॥

গুণবান্ ব্যক্তি সকলে কৃপালুতা প্রভৃতি সদ্গুণ শীলত্বই ভগবদ্ভক্তির হেতু হয় ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ভগীরথসম্বাদে ॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্যক্তি পরদুঃখকে আত্মদুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন, এমত ভগবদ্ধর্ম্মানুরক্ত মনুষ্যদিগকে বৈষ্ণব জানিবা ॥ ১৫ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

শ্রীকপিল ও দেবহূতিসম্বাদে ॥

হে মাতঃ! কিরূপ লোকদিগকে সাধু বলিয়া চিনিতে পারা যায় তাহার লক্ষণ বলি শ্রবণ করুন, যে সকল পুরুষ সহিষ্ণু, করুণাশীল,

অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে ॥

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে

স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা

বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ১৭ ॥

একাদশস্কন্ধে ॥

ভগবৎপ্রদত্তোদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে ॥ ১৮ ॥

মুখ্যতয়া ভগবদ্ভক্ত এবাভিধীয়তে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা ইত্যাদি বচনার্থ বিচারাৎ। তথা সচ্ছব্দেনাপি ভগবদ্ভক্ত এব। যৎ পাদপঙ্কজপলাশ বিলাস ভক্ত্যা কর্ম্মাশয়ং গ্রথিত মুদ্গ্রথয়ন্তি সন্ত ইত্যাদি বচনার্থানুসারাদিত্যেবা দিক্ ॥ ১৬ ॥

বিমুক্তেঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ তমসঃ সংসারস্য নরকস্য বা দ্বারং। সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবতা প্রকর্ষেণ দত্তে উদ্ধবকৃত প্রশ্নস্য সাধুস্তবোত্তমঃশ্লোকমতঃ কীদৃক্ বিধঃ প্রভো ইত্যস্য উত্তরে প্রতিবচনে ॥ ১৮ ॥

সকল প্রাণির সুহৃদ্ এবং শান্তপ্রকৃতি, আর যাহাদের কেহ শত্রু নাই তাঁহারাই সাধু অর্থাৎ শাস্ত্রানুবর্ত্তি এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণ ॥ ১৬ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে শ্রীঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে ॥

হে পুত্রগণ! পণ্ডিতেরা মহৎ সেবাকে মুক্তির দ্বার এবং যোষিত সঙ্গিদিগের সঙ্গকে সংসারের কারণ বলিয়া থাকেন, বৎসগণ! কি প্রকার লোকদিগকে মহৎ বলে তাহাদের লক্ষণ বলি শ্রবণ কর। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণির সুহৃদ্, প্রশান্ত, ক্রোধহীন এবং সদাচার, আর যাহাদের চিত্ত সর্ব্ব প্রাণিতে সমান, তাঁহারাই মহৎ ॥ ১৭ ॥

একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৯। ৩০। ৩১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবদ্দত্ত উত্তরে ॥ ১৮ ॥

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
কামাক্ষুভিতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।

কৃপালুঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ। সর্ব্বদেহিনাং কেষাঞ্চিদপ্যকৃতদ্রোহঃ। যদ্বা সর্ব্বদেহিনাং উত্তম মধ্যম নীচানাং তিতিক্ষুঃ অপরাধসহিষ্ণুঃ। সত্যং সারঃ স্থিরং বলং যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদিরহিতঃ সুখদুঃখয়োঃ সমঃ। যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ। দান্তঃ সংযতবাহেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুঃ অকঠিনচিত্তঃ। শুচিঃ সদাচারঃ। অকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ। মিতভুক্ লঘ্বাহারঃ। শান্তঃ নিয়তান্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্ম্মনিয়মাদৌ। মচ্ছরণঃ মদেকাশ্রয়ঃ মুনির্মননশীলঃ বৃথাবার্ত্তা ত্যাগী বা। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ। ধৃতিমান্ বিপদ্যপি অকৃপণঃ। জিতষড়্গুণঃ ক্ষুৎ-পিপাসে শোকমোহৌ জরামৃত্যু ষডূর্ম্ময়ঃ এতে জিতা যেন সঃ। অমানী মানাকাঙ্ক্ষারহিতঃ অন্যেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ। কারুণিকঃ করুণয়ৈব সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তমানঃ নতু দৃষ্টলোভেন। কবিঃ সম্যগ্জ্ঞানী ভগবদ্বর্ণনশীলো বা যদ্যপ্যেতে পরদুঃখাসহিষ্ণুতাদয়ো গুণাঃ কতিচিদন্যেষ্বপি সম্ভবেযুঃ তথাপি যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্য-কিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ইত্যাদি ন্যায়েন সর্ব্বেষামেষাং গুণানাং ভগবদ্ভক্তে-ষ্বেব সম্যক্ বৃত্তেঃ। কিম্বা ভগবদ্ভক্তানাং শুদ্ধসাত্ত্বিকতয়া তেষ্বেব নিষ্ঠা ব্যাপ্ত্যা তৈ র্গুণৈ

ভগবান্ কহিলেন, সর্ব্বদেহির অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, স্থিরবল, অসূয়াদি রহিত, সুখদুঃখে সমভাব ও সর্ব্বোপকারক॥

কামসকলে অক্ষুভিতচিত্ত, বাহেন্দ্রিয়নিগ্রহশীল, কোমলচিত্ত, সদাচারসম্পন্ন, অকিঞ্চন (অপরিগ্রহ) অনীহ অর্থাৎ দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, লঘ্বাহারী, নিয়তান্তঃকরণ, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মদেকাশ্রয় ও মননশীল।

সাবধান, নির্ব্বিকার, ধৃতিমান্ অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল, জিতষড়্গুণ অর্থাৎ ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুজয়ী, মানাকাঙ্ক্ষারহিত, অন্যকে মানপ্রদ, দক্ষ অর্থাৎ প্রবোধনে সক্ষম, মৈত্র (অবঞ্চক)

অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণে যম তদ্ভটসম্বাদে ॥

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চলতি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
স্থিরমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তং ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানিষু ভক্তিহেতুর্জ্ঞানবত্তা ॥

একাদশে ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

র্ভগবদ্ভক্তত্বং বোধ্যত ইতি দিক্। এবমগ্রেঽপূহ্যং ॥ ১৯ ॥

শ্রীহরিং যোগেশ্বরস্য উত্তরে অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাং। যথা চরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈ র্ভগবৎ প্রিয়ঃ। ইতি শ্রীনিমিপ্রশ্নস্য প্রতিবচনে। তত্র যদ্ধর্ম্মো যস্মিন্ ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ইত্যস্যোত্তরং সর্ব্বভূতেষ্বিতি আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমো হরিরিতি তন্ত্রোক্তেঃ আত্মনোহরেঃ সর্ব্বভূতেষু মশকাদিষ্বপি নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানস্য ভগবদ্ভাবং

কারুণিক অর্থাৎ দৃষ্টলোভ বর্জন পূর্ব্বক কেবল করুণায় বর্ত্তমান ও কবি অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানী ॥

বিষ্ণুপুরাণে যম ও যমদূতসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়েন না, যিনি আপনার সুহৃদ্ ও বিপক্ষপক্ষে সম বুদ্ধি, যিনি কাহারও কোন বস্তু হরণ বা কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে চলিত হয়েন না এবং যিনি অতিশয় স্থিরচিত্ত, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবা ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানিসকলে জ্ঞানবত্তা ভক্তির কারণ ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে যথা ॥

হবি কহিলেন, হে রাজন্! যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্ব-

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২০ ॥
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২১ ॥
জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব যঃ পশ্যেৎ নতু তারতম্যং। অয়ঞ্চাত্মজ্ঞানপর ইতি জ্ঞেয়ং প্রকরণ বলাৎ এবমগ্রে ঈশ্বর ইত্যাদিপদ্যদ্বয়েঽপি। অতএব পশ্যেদিতি সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। আত্মজ্ঞানপরস্য তাদৃশভগবজ্জ্ঞানাসম্ভবাত্তথা আত্মনি হরাবেব ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। কথম্ভূতে ভগবতি অপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাদিরূপে ন পুনর্জ্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদিপ্রসক্ত্যা ঐশ্বর্য্যাদিপ্রচ্যুতিং পশ্যেৎ স সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং ভগবত্তত্ত্বং পশ্যন্ ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিত্তেষু স্বীয়ং পরকীয়ং বেতি আত্মনি চ স্বপরোবেতি ভেদো যস্য নাস্তি যতঃ সর্ব্বভূতেষু সমঃ ভগবদ্দৃষ্ট্যা ভগবত্তত্ত্বদৃষ্ট্যা বা ব্যবহারাদিনা তুল্যঃ অতএব শান্তঃ ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিঃ শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিরিতি ভগবদুক্তেঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। অস্য চ সদা ভগবন্নিষ্ঠত্বেন সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহারাদিনা পূর্ব্বোক্তাদপি শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যং। অতএব তস্মাদুত্তরো লেখ্য এবমগ্রেঽপি ॥ ২১ ॥

যাবান্ দেশকালাপরিচ্ছিন্নঃ। যশ্চ সর্ব্বাত্মা তং মাং জ্ঞাত্বা পুনঃ পুনর্জ্ঞাত্বা একান্তভাবেন যে ভজন্তি। যদ্বি চৈবং ব্যাখ্যেয়ং যাবান্ নিত্যকৈশোরাদিরূপঃ। যশ্চ শ্রীদেবকীনন্দযশোদাবৎসলেত্যাদিরূপঃ যাদৃশঃ সহজপরমসৌন্দর্য্যগুণলীলারসবিশেষাশ্রয়ঃ অস্যৎ সমাসং। ভাবঃ প্রেম্ন এব পূর্ব্বাবস্থা তত্রাপীশ্বরদৃষ্ট্যা ভয়গৌরবাদিনা বিশুদ্ধত্বাভাবাৎ বিশুদ্ধপরমপুরুষার্থরূপপ্রেম্নো ন্যূনঃ অতএব শ্রীস্বামিপাদৈশ্চ তদ্ব্যাখ্যাতং সর্ব্বলক্ষণসারমা

ভূতকে দেখেন তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম ॥ ২০ ॥

ঐ অধ্যায়ে ৫০ শ্লোকে ॥

ধনেতে যাঁহার স্বকীয় বা পরকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, সকল আত্মাতে যিনি ভেদবুদ্ধি করেন না, অথচ সকল ভূতকে সমান দেখেন এবং শান্তচিত্ত হয়েন তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ২১ ॥

১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

যে সকল ব্যক্তি দেশ কাল পরিচ্ছন্ন, সর্ব্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ রূপ

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ ২২ ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ২৩ ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

হেতি। যদ্বা প্রথমং জ্ঞাত্বা অথানন্তরমজ্ঞাত্বা ভক্তিপরিপাকেনানুসন্ধানেতি। যদ্বা অপ্যর্থে অথ শব্দঃ জ্ঞাত্বাপ্যজ্ঞাত্বাপি কেবলমেকান্তিত্বেন যে ভজন্তি পরিচরন্ত্যেব তদা প্রেমপরতাদৌ পদ্যমেত দ্রষ্টব্যং ॥ ২২ ॥

ঈশ্বরে ভগবতি প্রেম তদধীনেষু তদ্ভক্তেষু মৈত্রী সখ্যং বালিশেষু অজ্ঞেষু কৃপাং দ্বিষৎসু চোপেক্ষাং যঃ করোতি স মধ্যমভাগবত ইত্যর্থঃ তাদৃশভেদদর্শনাৎ। যদ্বা সর্ব্বভূতেষ্বিত্যস্যায়মর্থো দ্রষ্টব্যঃ। আত্মনো যো ভগবান্ ইষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য ভাবং প্রেম সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ। তথা যানি ভূতানি সর্ব্বাণি তেষাঞ্চ ভাবং ভগবতি যঃ পশ্যেৎ। তেষাং তদ্ভাবে হেতুঃ আত্মনি আত্মবৎ স্বতো জগতঃ প্রেমাস্পদে। যদ্বা চেতয়িতরি তৎপ্রেরণপ্রসাদেনৈব তদ্ভাব ইত্যর্থঃ। কিম্বা আত্মনোঽপি চেতয়িতৃত্বেন তস্য পরমাত্মতয়াত্মনোঽপি সকাশাৎ পরমপ্রেমাস্পদত্বং যুক্তমেবেতি। এবঞ্চ স্বয়ং পরমপ্রেমরসপ্লুততয়া স্বানুমানেনান্যেষ্বপি তথাদৃষ্ট্যাসৌ ভাগবতোত্তম এব ইত্যর্থ ইতি। তদপেক্ষয়া চাস্য মধ্যমত্বমুচিতমেব। তাদৃশপ্রেমরাহিত্যেন সর্ব্বত্র তাদৃশদৃষ্ট্যভাবাৎ ইত্থং ব্যাখ্যায় চ পদ্যমিদং প্রেমপরতাদৌ দ্রষ্টব্যং ॥ ২৩ ॥

অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব পূজামীহতে করোতি। ন তদ্ভক্তেষু অজ্ঞেষু চ সুতরাং ন করোতি প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ শনৈরুত্তমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ।

আমাকে জানিয়া কি না জানিয়াও অনন্যভাবে ভজনা করে, তাঁহারাও আমার ভক্ততম সাধু ॥ ২২ ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৪। ৪৫ শ্লোকে ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞলোকের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষী অর্থাৎ হরিবিমুখের প্রতি উপেক্ষা করেন, ভেদ দর্শন নিমিত্ত তিনি মধ্যম ॥ ২৩ ॥

যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতে হরির পূজা করেন কিন্তু হরিভক্ত বা

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥
ভোগবৎসু ভক্তিহেতুর্ভোগানাসক্ততা ।
হবিযোগেশ্বরোত্তরে ॥
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥

অর্চ্চয়ামিত্যনেন চ তস্য তত্রার্চ্চা বুদ্ধ্যাপগমসূচনাৎ। পূজ্যে বিষ্ণৌ শিলাবিরিত্যাদৌ বচন-প্রমাণেন দোষবিশেষাপত্তেস্তথা বৈষ্ণবাসম্মাননাচ্চ কনিষ্ঠত্বং দর্শিতং। যদ্বা অর্চ্চায়ামিতি নিমিত্তসপ্তমী। পূজার্থমেব হরেঃ পূজাং শ্রদ্ধয়া করোতি তথা অন্যেষু চ দেবতান্তরেষু ভক্তঃ ন চ তদ্ভক্তেষু বৈষ্ণবেষু ভক্তঃ। স প্রাকৃতঃ কনিষ্ঠোভাগবত ইত্যর্থঃ। সোঽপি ভগবৎ-পূজাপ্রবৃত্ত্যা কালেনোত্তমো ভবতীতি জ্ঞেয়ং। অস্য চ দেবোত্তমাদিজ্ঞানেনৈব কিম্বা হরেঃ পূজনেনৈব লোকেষু নিজপূজা স্যাদিত্যনেন তৎপূজায়াং প্রবৃত্তেজ্র্জানিত্বং গময়তি ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্লাত্যেব ইন্দ্রিয়ৈরর্থান্ বিষয়ান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশব্দার্থঃ ন দ্বেষ্টি তেষাং দোষবত্ত্বেঽপি সতি ন নিন্দাদিকং করোতীত্যর্থঃ। ন কাঙ্ক্ষতি গুণবত্ত্বেঽপি সতি ন কাময়তে যথোৎপন্নমেব তান্ সেবতে ইত্যর্থঃ। ভোগানাসক্তত্বাৎ। তত্রৈব হেতুঃ। ইদম-র্থাদিকং সর্ব্বমপি বিষ্ণোর্মায়াং মায়েতি পশ্যন্নিতি ॥ ২৫ ॥

অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশঃ ভক্তির উত্তমাধিকারী হইবেন ॥ ২৪ ॥

ভোগবিশিষ্ট ব্যক্তি সকলে ভোগবিষয়ে অনাসক্ততা ভক্তির প্রতি কারণ, ইহাই হবি যোগশ্বরের উত্তরে বর্ণিত হইয়াছে ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে ॥

মহাজ! বাসুদেবে আবিষ্টচিত্ত পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ (রূপ রসাদি) গ্রহণ করেন না, কিন্তু তাহার মধ্যে যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিয়াও এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়ারূপে দর্শন করত হর্ষ বা দ্বেষ না করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ২৫ ॥

সজ্জন্ম বিদ্যাদিমৎসু ভক্তিহেতুর্নিরভিমানিতা ॥

তত্রৈব ॥

ন যস্য জন্ম কর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥
ভাবাঃ কথঞ্চিদ্ভক্ত্যৈব জ্ঞানানাসক্ত্যমানিতাঃ।

জন্ম সৎকুলং। কর্ম্ম তপ আদি। বর্ণো বিপ্রত্বাদিঃ। আশ্রমঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিঃ। জাতি-মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠতাদ্যনুলোমজত্বং তৈরপ্যস্মিন্ ঈদৃশগুণবত্যপি দেহে যস্যাহংভাবঃ মহা-কুলীনোঽহমিত্যাদ্যভিমানঃ। সজ্জতে স হরেঃ প্রিয়ঃ ভগবদ্ভক্তোত্তমো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নন্বেবং নির্ব্বিশেষভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবায়াতং। তৎ কুতঃ তত্র তত্র এষ ভাগবতোত্তম ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ। তত্রাহ ভাবা ইতি। কথঞ্চিৎ কেনাপি কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যা ভাবাদিনা প্রকারেণ যা ভক্তিস্তয়ৈব ন তু কর্ম্মাদিনা যা স্তাঃ পূর্ব্বলিখিতা জ্ঞানাদয়ো জাতা বা যদি। তত্র জ্ঞানং সর্ব্বভূতেষ্বিত্যাদিষু অনাসক্তিশ্চ ভোগানাসক্তত্বং গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরিত্যত্র অমা-নিতা চ নিরভিমানত্বং ন যস্য জন্মেত্যত্র দর্শিতং। কথম্ভূতা ভক্তেঃ নিষ্ঠাপকাঃ পরিপাক-প্রাপকাঃ। অনেন চ ভক্তের্জাততয়া প্রাপ্তং ভক্তের্জ্ঞানাদিফলত্বং নিরস্তং। ভক্তিজাতা-বান্তরফলরূপজ্ঞানাদিপরিকরৈর্ভক্তের্ভক্তিনিষ্ঠাফলত্বাৎ। হিশব্দোঽবধারণে। তত্তদ্ভেদাস্তর-ভিপ্রায়েণৈব বা উত্তমতা উদিতা উক্তা তত্র তত্রোক্তা বা। অন্যথা জ্ঞানাদিমাত্রপরত্বেন ভাগবতোত্তমত্বাদ্যনুপপত্তেঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সকারণং বিবৃতমেবাস্তি অত্র চ তাদৃশজ্ঞানাদ্যনঙ্গীকারেণাসামান্যভক্তমাত্রলক্ষণে তে লিখিতাঃ। তথাপি ভাগবতো-ত্তম ইত্যাদিকং পূর্ব্বলিখিতভগবদ্ভক্তপরাদ্যপেক্ষয়োঽহমিতোষা দিক্ ॥ ২৭ ॥

সৎকুলে জন্ম এবং বিদ্যাদি বিশিষ্ট জন সকলে যে নিরভিমানতা তাহাই ভক্তির প্রতি কারণ ॥

মহারাজ! যে ব্যক্তির এই পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম কর্ম্ম বা বর্ণা-শ্রম ও জাতি দ্বারা অহং ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই হরির প্রিয় ॥ ৩৬

ঐ একাদশস্কন্ধেই ২ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ॥

জ্ঞান, অনাসক্তি এবং অমানিতা প্রভৃতি ভাব সকল কিঞ্চিৎ পরি-চর্য্যাদি ভক্তি দ্বারাই ভক্তির পরিপাক প্রাপক হয়, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব

ভক্তিনিষ্ঠাপকা জাতাস্ততো হ্যুত্তমতোদিতা ॥ ২৭ ॥
শৈবেষু শ্রীশিবকৃষ্ণাভেদকাঃ ॥
বৃহন্নারদীয়ে ॥
শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমা ইতি ॥ ২৮ ॥
অন্যচ্চ তেষাং শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রার্থপরতাদিকং।
সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং মুখ্যং লক্ষণং লিখ্যতেঽধুনা ॥ ২৯ ॥
শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতা স্কান্দে ॥

যথা জ্ঞানাদিসম্প্রদায়েষু ভগবজ্‌জ্ঞানাদিপরতয়া ভগবদ্ভক্তলক্ষণং লিখিতং। তথা শৈবসম্প্রদায়েষপি শ্রীশিবেন সহ শ্রীকৃষ্ণস্যাভেদকতা অপৃথগ্‌দর্শনং ভগবদ্ভক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

যদ্যপি পূর্ব্ববৎ শাস্ত্রপরেষু ভাগবতশাস্ত্রপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎকল্পনয়া হলমিতি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদাবত্রাপি ব্যাখ্যা ঘটতে। তথাপি শ্রীভাগবতশাস্ত্রপরতাদৌ সাক্ষাদেব ভগবদ্ভক্তলক্ষণসিদ্ধেস্তৎকল্পনয়ালং। অতএব লিখতি অন্যচ্চেতি। তেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সাক্ষাদ্ভক্ত্যাত্মকং ভক্তিস্বরূপং। অতএব পূর্ব্বং সর্ব্বত্র ভক্তিহেতুরিতি ঘটিতং ॥ ২৯ ॥

ভাব হইতে তাহাদের উত্তমতা কথিত হয় ॥ ২৭ ॥

শৈব সকলে শ্রীশিব ও কৃষ্ণে যাঁহারা ভেদ জ্ঞান না করেন তাঁহারাই বৈষ্ণব ॥

যথা—বৃহন্নারদপুরাণে ॥

পরম ঈশান শিবে এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতে যাঁহারা সম বুদ্ধিতে প্রবর্ত্ত হয়েন, তাঁহারাই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম ॥ ২৮ ॥

যদি চ ভগবদ্ভক্তদিগের অন্যান্য ভগবৎশাস্ত্রপরতা ভক্তি লক্ষণ আছে তথাপি সম্প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপ ভগবদ্ভক্তির মুখ্য লক্ষণ লিখিতেছি ॥ ২৯ ॥

ভাগবতশাস্ত্রপরতা ভক্তিলক্ষণ যথা—

যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধৌ।
পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তেস্যুর্ভাগবতা নরাঃ॥ ৩০॥
যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ।
মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ॥ ৩১॥
বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠা॥
লৈঙ্গে॥
বিষ্ণুভক্তমথায়াতং যো দৃষ্ট্বা সুমুখঃ প্রিয়ঃ।
প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা।
স বৈ ভক্ত ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুনাতি জগত্রয়ং।

ভাগবতং ভগবৎপরং শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যম্বা॥ ৩০॥

যদ্যপি বৈষ্ণবসংমানমাত্রমেব ভক্তিহেতুত্বেন পূর্ব্ববং ভগবদ্ভক্তলক্ষণং স্যাত্তথাপি কদাচিদন্যস্থাপ্যাতিথ্যাদিনা তৎ ঘটত ইতি ভগবদ্‌ব্রতপরতাদিবৎ তৎপরত্বাভাবেন ভগবদ্ভক্তত্বহানিপ্রসঙ্গাদত্র নিষ্ঠা শব্দপ্রয়োগঃ। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং॥ ৩১॥

স্কন্দপুরাণে॥

যাঁহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা ভাগবত শাস্ত্র অবস্থিতি করেন এবং যাঁহারা নিত্য ভাগবত শাস্ত্রের পূজা করেন, সেই সকল মনুষ্য ভগবদ্ভক্ত বলিয়া কথিত হয়েন॥ ৩০॥

ভাগবত শাস্ত্র যাঁহাদিগের জীবন অপেক্ষাও অধিক হয়, ভগবান্ বিষ্ণু সেই সকল শ্রেষ্ঠ মানবকে মহাভাগবত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ৩১॥

বৈষ্ণবসম্মানবিষয়ে নিষ্ঠা যথা—

লিঙ্গপুরাণে॥

যিনি সমাগত বিষ্ণুভক্তকে অবলোকন করিয়া প্রফুল্লমুখে ও প্রীতিসহকারে যেমন বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া থাকেন, তদনুরূপ প্রণাম করেন, তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানিবে, তিনি ত্রিজগৎ পবিত্র করেন॥

রুক্ষাক্ষরা গিরঃ শৃণ্বন্ তথা ভাগবতেরিতাঃ।
প্রণাম পূর্ব্বকং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্বৈষ্ণবো হি সঃ ॥ ৩২ ॥
ভোজনাচ্ছাদনং সর্ব্বং যথাশক্ত্যা করোতি যঃ।
বিষ্ণুভক্তস্য সততং স বৈ ভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥
গারুড়ে ॥
যেন সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণুভক্ত্যা ভাবো নিবেশিতঃ।
বৈষ্ণবেষু কৃতাত্মত্বান্মহাভাগবতো হি সঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীতুলসীসেবানিষ্ঠা ॥
বৃহন্নারদীয়ে ॥
শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥
তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যে নমস্কুর্ব্বতে নরাঃ।

তথেতি পূর্ব্বসমুচ্চয়ে। অনির্ব্বচনীয়া ইতি বা ভাগবতেন বৈষ্ণবেন ঈরিতা উক্তাঃ গিরঃ বাক্যানি শৃণ্বন্নপি। ক্ষান্ত্যা তা গিরঃ সোঢ়া বদেৎ সম্ভাষেৎ ॥ ৩২ ॥

যথাশক্ত্যা যথাশক্তি। যদ্বা যথা যথাবৎ শক্ত্যা স্বশক্তিং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যিনি ভগবদ্ভক্তের মুখোচ্চারিত রুক্ষাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া সহিষ্ণুতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রণাম করত সম্ভাষা করেন, নিশ্চয় তিনি বৈষ্ণব ॥ ৩২ ॥

যিনি সর্ব্বদা সাধ্যানুসারে ভগবদ্ভক্তদিগের ভোজনাচ্ছাদন প্রভৃতি কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করেন, নিশ্চয় তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যায় ॥

গরুড়পুরাণে ॥

যিনি সর্ব্বতো ভাবে বিষ্ণুভক্তিতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া বৈষ্ণব সকলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় মহাভাগবত বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীতুলসীসেবায় নিষ্ঠা ॥

বৃহন্নারদপুরাণে শ্রীভগবান্ ও মার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

যে সকল মনুষ্য তুলসীকানন দর্শন করিয়া প্রণাম এবং তদীয়

তৎকাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ।
তুলসীগন্ধমাঘ্রায় সন্তোষং কুর্ব্বতে তু যে।
তন্মূলমৃদ্ধৃতা যৈশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবতঃ কথাপরতা ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীভগবন্মার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

মৎকথাশ্রবণে যেষাং বর্ত্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ।
তদ্বক্তরি সুভক্তিশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥

স্কান্দে শ্রীভগবদর্জ্জুনসম্বাদে ॥

মৎকথাং কুরুতে যস্তু মৎকথাঞ্চ শৃণোতি যঃ।
হৃষ্যতে মৎকথায়াঞ্চ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্যাস্তুলস্যা মূলস্য মৃৎ মৃত্তিকা তিলকাদিরূপেণ ভালাদৌ যৈর্ধৃতা ॥ ৩৪ ॥

এবং ভক্তিবাহ্যাঙ্গবতাং ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিত্বেদানীং ভক্ত্যন্তরঙ্গবতাং লক্ষণানি লিখতি মৎকথেত্যাদিনা যাবদেতল্লক্ষণসমাপ্তিঃ। সাত্ত্বিকী কামাদিরহিতা স্থিরা বা। তস্যা

কাষ্ঠ কর্ণে বহন করেন, নিশ্চয় তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥

যাঁহারা তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তুলসীমূলের মৃত্তিকা দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে উত্তম ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানের কথায় তৎপরত্ব ॥

বৃহন্নারদপুরাণে শ্রীভগবান্ ও মার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

আমার কথা শ্রবণে যাঁহাদিগের কামাদি রহিতা মতি এবং আমার কথা বক্তার প্রতি সুন্দর ভক্তি আছে, তাঁহারা নিশ্চয় ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে উত্তম ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান্ ও অর্জ্জুনের সম্বাদে ॥

যিনি আমার কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি আমার কথায় আনন্দ প্রকাশ করেন, তিনি নিশ্চয় ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে উত্তম ॥ ৩৫ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে তত্রৈব ॥

মাদাশ্রয়াঃ কথামৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ ॥ ৩৬ ॥

নামপরতা ॥

বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব ॥

মন্মানসাশ্চ মদ্ভক্তা মদ্ভক্তজনলোলুপাঃ।

মৎকথায়া বক্তরি কথকে ॥ ৩৫ ॥

এতান্ মৎকথায়াঃ শ্রোতৄন্ বক্তৄংশ্চ তাপাঃ আধ্যাত্মিকাদয়ঃ ন তপন্তি ন ব্যথয়ন্তি কুতঃ কথঞ্চৈব মদ্গতং চেতো যেষাং তান্। যদ্বা যে তাপৈর্নাভিভূয়ন্তে তে সাধব ইত্যত্রার্থো দ্রষ্টব্যঃ সাধু লক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ। ততশ্চ শ্রবণাদিত্রয়ং তাপানভিভূতত্বং চৈকমিত্যেবং লক্ষণ-চতুষ্টয়মুক্তং। যদ্বা। মদ্গতচেতস ইতি মৎস্মরণপরাংশ্চ ন তপন্তীত্যর্থঃ। এবং ক্রমেণ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পরাণাং মাহাত্ম্যং জ্ঞেয়ং। তে সাধব ইতি সাধুলক্ষণান্তঃপাতিত্বাৎ স্বত এবায়াতি ॥ ৩৬ ॥

মদ্ভক্তা ইতি মৎসেবাদি পরা ইত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং লক্ষণচতুষ্টয়মুক্তং তথাপ্যত্র স্মরণাদি ত্রয়বৃত্তেরত্র নামপরতা প্রকরণে নামশ্রবণাসক্তত্বমেব একং লক্ষণং। তৎ ত্রয়ঞ্চ তত্র দৃষ্টা-ন্তত্বেন জ্ঞেয়ং। এবমন্যত্রাপি ॥ ৩৭ ॥

তৃতীয়স্কন্ধের সেই স্থানেই অর্থাৎ ২৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

অপর যাঁহারা সর্ব্বদা অপ্রগল্ভ হইয়া আমার বিশুদ্ধ কথা শ্রবণ এবং বিশুদ্ধ কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, মা! তাঁহাদের চিত্ত আমাতে সংলগ্ন থাকাতে আধ্যাত্মিকাদি যে সকল বিবিধ তাপ আছে, তাহা তাঁহাদিগের ব্যথা জন্মাইতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবন্নামে তৎপরত্ব ॥

বৃহন্নাদপুরাণের সেই স্থানেই ॥

যাঁহরা আমার প্রতি মনঃ সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা আমার ভক্ত, যাঁহারা আমার ভক্তের প্রতি লালসান্বিত এবং যাঁহারা আমার নাম

মন্নাম শ্রবণাসক্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৭ ॥
যেঽভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শৃণ্বন্তি হর্ষিতাঃ।
রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥
তত্রৈবান্যত্র ॥
অন্যেষামুদয়ং দৃষ্ট্বা যেঽভিনন্দন্তি মানবাঃ।
হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৮ ॥
স্মরণপরতা ॥
তত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগদ্বেষাদিনিবৃত্ত্যা স্মরণং ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যমতদ্ভটসম্বাদে ॥
ন চলতি উচ্চৈঃ শ্রীভগবৎপদারবিন্দে

নামপরা ইতি নামশ্রবণকীর্ত্তনাদিকারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং কথাপরতয়া নামপরতয়া চ ভগবদ্ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনপরত্বং লক্ষণং লিখিত্বা

শ্রবণে আসক্ত, নিশ্চয় তাঁহারা ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম ॥ ৩৭ ॥

যাঁহারা হরির নামে আনন্দ প্রকাশ করেন, যাঁহারা হৃষ্টচিত্তে হরিনাম সকল শ্রবণ করেন এবং যাঁহাদের হরিনাম শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নিশ্চয় তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে উত্তম ॥

ঐ বৃহন্নারদপুরাণেরই অন্য স্থানে ॥

অন্য ব্যক্তিদিগের উন্নতি দেখিয়া যে সকল মনুষ্য অভিনন্দনা করেন এবং যাঁহারা হরিনামপরায়ণ, নিশ্চয় তাঁহারা ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে উত্তম ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভগবন্নামস্মরণে তৎপরত্ব ॥

তদ্বিষয়ে ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা রাগদ্বেষাদি নিবৃত্ত হইলে স্মরণ হয় ॥

বিষ্ণুপুরাণে যম ও যমদূতসম্বাদে ॥

যিনি উদ্ধত স্বভাবে বিচলিত হয়েন না, যিনি শ্রীভগবৎপদারবিন্দে

সিতমনাস্তমবেহি বিষ্ণুভক্তং ॥ ৩৯ ॥

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা

বিমলমতের্মলিনীকৃতস্তমেনং।

মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং

সততমবেহি হরেরতীব ভক্তং ॥

ইদানীং ন চলতীত্যাদিনা অর্কতাপ ইত্যন্তেন স্মরণপরত্বং লিখন্ তত্র বিশেষং লিখতি তত্রেতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া রাগতো দ্বেষাচ্চ আদিশব্দেন কলিকলুষলোভাদেশ্চ সকাশান্নিবৃত্তিরূপরতিঃ তয়া যৎ স্মরণং তত্র তু স্মরণপরং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তং সসাধনং নির্দ্দিশতি ন চলতীতি। উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কত্বাদতিশয়েন সিতং স্বচ্ছং রাগাদিরহিতং মনো যস্য। যদ্বা প্রস্তাবাদর্থাপত্ত্যা বিষ্ণাবেব কিম্বা উচ্চৈঃ পরমোচ্চতরেঽত্যন্তদুর্ল্লভে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে সিতং বদ্ধং মনো যেন তং বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধি সিতমনস্তস্যাবিজ্ঞেয়ত্বাৎ জ্ঞাপকচিহ্নান্যাহ। ন চলতীতি। বিষ্ণোরিয়মাজ্ঞেত্যেবং হি ক্রিয়মাণঃ স্বধর্ম্মো বিষ্ণুং প্রীণয়ন্ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা তদ্ভক্তিহেতুত্বেনাত্র স্মরণস্য সাধনং। শুদ্ধসত্ত্বস্য রাগাদ্যভাবাদাত্মনঃ সুহৃৎপক্ষে বিপক্ষপক্ষে চ সমমতিত্বং পরস্বহরণাদি নিবৃত্তিশ্চ স্বত এব ভবতীতি তদপি তস্য সাধনমুপপদ্যত এব। ততশ্চৈবং ব্যাখ্যেয়ং। যো ন চলতি স উচ্চৈঃ সিতমনাঃ স্যাত্তঞ্চ বিষ্ণুভক্তং বিদ্ধীতি। তত্র চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনাং স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বেষামপি সাধনত্বং কিম্বা যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্ত্বং দ্রষ্টব্যং এবমগ্রে প্যূহ্যং ॥ ৩৯ ॥

অস্যৈব প্রপঞ্চঃ কলিকলুষ ইত্যাদিনা। যদ্বা ন হরতি ন চলতীত্যাদিনা পরস্বহরণপরদ্রোহনিবৃত্তিলক্ষণমাত্র পাপনিবৃত্তিরুক্তা ইদানীং কলিকালীনবিবিধপাপনিবৃত্তিরেব বিষ্ণুভক্তস্য সাধনং স্বভাবং বা লিখতি কলীতি। আত্মা বুদ্ধিঃ। মনো বা। মনসাপি পাপং যো না চরতি কিং পুনর্বাচা কায়েন বেত্যর্থঃ। অতঃ মনসি সততং কৃতো জনার্দ্দনো যেন তং। অতীবেতি পরমদুস্তরকলিকালীন পাপপরম্পরয়া প্রমাদাদিনা কথঞ্চিদপ্যস্পর্শাৎ ॥ ৪০

অতিশয় সিতমনা অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত জানিও ॥ ৩৯ ॥

যে বিমলবুদ্ধি-জনের কলিকলুষ মল দ্বারা চিত্ত মলিন না হয় এবং যিনি সর্ব্বদা মনো মধ্যে জনার্দ্দনকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে হরির অতিশয় ভক্ত বলিয়া জানিবা ॥ ৪০ ॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি পরস্বং।
ভবতিচ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তং ॥ ৪১ ॥
স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক্বচ মৎসরাদিদোষঃ।
নহি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥ ৪২ ॥
বিমলমতিরমৎসরঃ প্রশান্তঃ

অধুনা পাপমূললোভরাহিত্যঞ্চ বিষ্ণুভক্তস্য পূর্ব্ববৎসাধনং স্বভাবো বেত্যাহ কনকমপীতি। পরস্বং কনকমিত্যন্বয়ঃ। অবেক্ষ্য দৃষ্ট্বা বুদ্ধ্যা তৃণমিব সমবৈতি অত্যন্ততুচ্ছবুদ্ধ্যা নাদত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

অধুনা নিঃশেষদোষরাহিত্যং বিষ্ণুভক্তস্য সাধনাতিশয়ং স্বভাবং বেতি বদন্ তদেব দ্রঢয়ন্ বোধবতাস্তু শ্রীভগবান্ ন সুদূরতর ইত্যাহ স্ফটিকেতি। স্ফটিকগিরেঃ শিলেবামলঃ অতো মৎসরাদিদোষবতাং মনসি বিষ্ণুর্ন সম্ভবতোবেতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি নহীতি। তুহিনময়ূখশ্চন্দ্রস্তস্য রশ্মীনাং পুঞ্জে সতি বিষয়ে বা। এবং দৃষ্টান্তেন ক্বদ্বয়োক্তমন্যোন্যবিরোধিত্বং সাধিতং ॥ ৪২ ॥

যিনি নির্জন প্রদেশ পতিত পরস্ব সুবর্ণও অবলোকন করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা তৃণতুল্য করিয়া মানেন এবং ভগবানে একান্তচিত্ত হয়েন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবা ॥ ৪১ ॥

কোথায় স্ফটিক গিরিশিলার ন্যায় অমল বিষ্ণু আর কোথায় মনুষ্যদিগের মনোবর্ত্তী মৎসরাদি দোষ অর্থাৎ মনুষ্যদিগের চিত্তে নির্ম্মল বিষ্ণু স্ফূর্ত্তিশীল হইলে তাহাতে মাৎসর্য্যাদি দোষ উপস্থিত হইতে পারে না, যেমন চন্দ্রের রশ্মিপুঞ্জে হুতাশনের দীপ্তিজনিত প্রতাপ প্রকাশ পায় না তদ্রূপ ॥ ৪২ ॥

যিনি বিমলমতি, মৎসরশূন্য, প্রশান্ত, বিশুদ্ধ আচারসম্পন্ন, অখিল

শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ৪৩ ॥
বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।

অশেষ সদ্গুণবতামেব চিত্তে ভগবান্ সদা পরিস্ফুরতীত্যতঃ সদ্গুণবত্ত্বেব তস্য সাধনং স্বভাবো বেতি লিখতি বিমলেতি। তত্র প্রথমপদত্রয়েণান্তঃকরণে সদ্গুণো দর্শিতঃ। বিমলমতেরেব বিবরণং অমৎসরঃ প্রশান্তশ্চ রাগদ্বেষাদিরহিত ইতি। যদ্যপি বিমলমতিত্বেনৈব কামাদ্যরিষড়্বর্গ জয়োঽপি বৃত্তঃ তথাপি পরমদুর্জ্জয়স্য মৎসরদোষস্য জয়ে সত্যেব বিমলমতিতা স্যাৎ ইত্যভিপ্রায়েণামৎসর ইতি পৃথগুক্তিঃ। যদ্বা বিমলমতিত্বে হেতুঃ অমৎসর ইতি। তত্রাপি হেতুঃ প্রশান্ত ইতি। এবমপি তথৈবার্থঃ। কর্ম্মণি সদ্গুণং দর্শয়তি। শুচি শুদ্ধং চরিতং যস্য। কিঞ্চ অখিলানাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মিত্রভূতঃ স্বভাবতো হিতকারী। বচসি সদ্গুণং দর্শয়তি। প্রিয়ং সর্ব্বেষাং শ্রবণ মনঃ সুখাবহং হিতঞ্চ পরিণামেঽপি শুভকরং বচনং যস্য তচ্চ ন দাম্ভিকত্বেন কিন্তু বিশুদ্ধভাবেনৈব। কিঞ্চ তথাপি ন গর্ব্বস্পর্শ ইতি নির্দ্দিষ্টনিরহঙ্কারতালক্ষণগুণবিশেষমাহ। অস্তে নিরস্তে মানমায়ে গর্ব্বদম্ভৌ যেন সঃ। যদ্বা মান এব ভগবন্মায়া অবিদ্যামূলকাখিলদোষাণামহঙ্কারপ্রাধান্যাৎ। অহঙ্কারমূলত্বাচ্চাখিলমায়িকপ্রপঞ্চস্য। অন্যৎ পূর্ব্ববদেব। এবঞ্চ সতি সর্ব্বসদ্গুণমূলনিরহঙ্কারতৈব দর্শিতা ॥ ৪৩ ॥

রুচির প্রসন্নরূপতা চ প্রকটমেব তস্য লক্ষণং স্বভাব এব বেতি লিখতি সতীতি। মুখপ্রাসাদাদিচিহ্নং তদন্তঃস্থং পরমানন্দঘনং শ্রীবিষ্ণুং সূচয়তীত্যত্রান্যার্থনিদর্শনমাহ ক্ষিতীতি। চারুতয়া কোমলতয়া শালপোতঃ। বালবৃক্ষঃ সর্জ্জস্য শিশুর্বা আত্মনোঽন্তঃস্থিতং পরমোত্তমং ক্ষিতিরসং কথয়তি সূচয়তীত্যর্থঃ। এবং চোচ্চৈঃ সিতমনসমিতি মনসি কৃত জনার্দ্দনমিতি ভগবদনন্যচেতা ইতি বসতি সদা হৃদি তস্যেত্যাদিনা। ভগবচ্ছরণপরতৈবোক্তা।

প্রাণির হিতকারী, শ্রবণ মনঃ সুখপ্রদ মিষ্টভাষী এবং গর্ব্ব দম্ভ বর্জিত, তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাসুদেব বাস করেন ॥ ৪৩ ॥

সনাতন বিষ্ণু হৃদয় মধ্যে বাস করিলে সেই পুরুষ মনোহর মূর্ত্তি

ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ-
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্যবিজয়ে বৈরাগ্যাদিনা চ স্মরণং ।
শ্রীহবিযোগেশ্বরোত্তরে ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠাদীনি চ তস্য স্বাভাবিকানি সাধানানি বা বিবিচ্য দ্রষ্টব্যানীতি পুরা লিখিতমেব অত্র চ সৌম্যরূপতা প্রায়ো লক্ষণেষ্বেবান্তর্ভবতি। অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়েত্যাদ্যুক্তেরিত্যেষা দিক্ ॥ ৪৪ ॥

অন্যবিজয়েন অন্যবৈরাগ্যেণ চ আদিশব্দাৎ শ্রাদ্ধাদিনা চ যৎ স্মরণং তৎ। তত্রান্যবিজয়েন স্মরণং দেহেন্দ্রিয়েতি। হরেঃ স্মৃত্যা হেতুনা দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যয়াদিভিঃ কৃত্বা যোঽবিমুহ্যমানঃ ন বাধিতো ভবতি তথা সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্ত্যাদি জয়েনান্যবিস্মরণাৎ স ভাগবতপ্রধানঃ। তত্র দেহস্য জন্মাপ্যয়ৌ প্রাণস্য ক্ষুন্মনসো ভয়ং। বুদ্ধেস্তর্ষস্তৃষ্ণা। ইন্দ্রিয়াণাং কৃচ্ছ্রং শ্রমঃ। যদ্বা দেহাদীনাং জন্মাদিভিরন্যৈশ্চ সংসারধর্ম্মৈঃ সুখদুঃখাদিভিরবিমুহ্যমানঃ সন্ যঃ স্মৃত্যা বিশিষ্টো ভবতি। এবং বহুবিঘ্নজয়েন স্মরণপরো ভাগবতশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥ ৪৫ ॥

সম্পন্ন হয়েন, যেমন শাল বৃক্ষ কোমলতা প্রযুক্ত আপনার অন্তরস্থ পরমোত্তম পৃথিবীর রস সূচনা করিয়া থাকে তদ্রূপ ॥ ৪৪ ॥

অন্য বিজয়ে বৈরগ্যাদি দ্বারাও স্মরণ যথা ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে হবিযোগেশ্বরের উত্তরে ॥

যিনি হরিস্মৃতি বশতঃ দেহের জন্ম, মরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রম রূপ সংসার ধর্ম্ম দ্বারা বিমুগ্ধ না হন, তিনিই ভাগবত প্রধান ॥ ৪৫ ॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতি-
রজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লব নিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ৪৬ ॥
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-

অন্তবৈরাগ্যাদিনা স্মরণং ত্রিভুবনেতি ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থমপি। যদ্বা। ত্রীণি ভুবনানি যস্মাদ্বিধাতুস্তস্য বিভবঃ পারমেষ্ঠ্যং পদং তদর্থমপি। যদ্বা। ত্রিভুবনস্যাপি কিমুতাত্মনো যো বিভবঃ ভবাভাবো মোক্ষঃ তদর্থমপি লবার্দ্ধমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভগবৎপদারবিন্দভজনাৎ যো ন চলতি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ। নন্থ লবার্দ্ধ নিমিষার্দ্ধ ভজনোপরমে চেতাবান্ লাভো ভবেৎ তৎকুতো ন চলেৎ। তত্রাহ অকুণ্ঠস্মৃতিঃ ভগবৎপদারবিন্দতোঽন্যৎ সারং নাস্তীত্যেবং রূপা অকুণ্ঠা অনপগতা স্মৃতির্যস্য সঃ। ভগবৎপদারবিন্দাদন্যৎ সারং নাস্তীতি কুতঃ অত আহ অজিতে হরাবেব আত্মা যেষাং তথাভূতৈঃ সুরাদিভিরপি দুর্ল্লভাৎ। কিন্তু কেবলং বিমৃগ্যাৎ। তদপেক্ষয়া সর্ব্বস্য তুচ্ছত্বং স্মরন্ যো ন চলতীত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবৎপদারবিন্দাৎ হৃদি গৃহীতাৎ ন চলতি ন স্মরণাদ্বিরমতীত্যর্থঃ। ত্রিভুবনবিভবার্থঃ লব নিমিষার্দ্ধমপি ততোঽচলনে হেতুঃ অকুণ্ঠা অনবচ্ছিন্না স্মৃতি র্যস্য। সদৈব ভগবৎ স্মৃত্যা অন্যস্য মনসি প্রবেশাভাবাদিতি স্মরণস্যৈব পরমপুরুষার্থতামাহ। অজিতং অপরিচ্ছেদাদিনা অবশীকৃতং ব্রহ্ম তদাত্মনস্তৎস্বরূপা মুক্তা ইত্যর্থঃ তাদৃশা যে সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ আদিশব্দাৎ মুন্যাদয়শ্চ তৈরপি বিমৃগ্যাৎ বিশেষতঃ প্রার্থ্যাদিতি। অন্যৎ সমানং ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ বিষয়াভিসন্ধিনা চলনমপি কামেনাতিতাপে সতি ভবেৎ তত্তু ভগবৎসেবানির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ। ভগবত ইতি। উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়ঃ

ঐ স্কন্ধে ঐ অধ্যায়ে ৫১। ৫২ শ্লোকে ॥

ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভ উপস্থিত হইলেও ইন্দ্রাদিদেবগণের অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লব নিমিষার্দ্ধকালের নিমিত্তও যিনি বিচলিত হয়েন না, ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ॥ ৪৬ ॥

অপিচ বিষয়াভিসন্ধি কামনা দ্বারা চিত্ত সন্তাপিত হয় সত্য, কিন্তু

নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ পূজাপরতা ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং যজ্ঞেশং বরদং হরিং।

তাস্থ নখানি তান্যেব মণয়ঃ তেষাং চন্দ্রিকা শীতলা দীপ্তিঃ তয়া নিরস্তঃ কামাদিতাপো যস্মিন্ উপসীদতাং ভজতাং হৃদি কথং পুনঃ স তাপঃ প্রভবতি। চন্দ্রে উদিতে সতি অর্কস্য তাপ ইব। যদ্বা অহো ইতঃপূর্ব্বং চিরং বঞ্চিত আসং অহো বত কিঞ্চিত্তাবদ্ভগবদস্তর্দ্ধানং ভবিতা হা হন্ত কদা সাক্ষাদিমং দ্রক্ষ্যামি ইত্যাদি তাপোঽপি তস্য সদা তৎ স্মরণানন্দতো ন স্যাৎ। কুতোঽন্যকামদুঃখমিত্যাহ ভগবত ইতি উরবো মহান্তো বিক্রমাঃ শকটপরিবর্ত্তন-কালিয়মর্দ্দনাদ্যা যস্য তস্যৈকস্যাপ্যঙ্ঘ্রেঃ শাখাশব্দেন কল্পদ্রুমত্বং রূপ্যতে শ্রীচরণকল্পদ্রুমস্য শাখা স্বল্পাংশবৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলিঃ তন্নখমণিচন্দ্রিকয়ৈবৈকয়া তৎ সকৃৎস্মরণমাত্রানন্দবিশেষে-ণৈবেত্যর্থঃ। নিরস্তঃ তাপঃ ইতঃপূর্ব্বং চিরং বঞ্চিতোঽস্মীত্যাদিরূপোঽপি যস্মাৎ তস্মিন্ হৃদি স তাপঃ কথমুপসীদতাং সমীপমায়াতু। তত্র দৃষ্টান্তেনার্থান্তরমুপন্যস্যতি চন্দ্রে উদিতে ইব উদ্গতপ্রায়েঽপি সতি অর্কতাপঃ প্রভবতি কিং কাকা অপি তু সন্ধ্যায়ামপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতীত্যর্থঃ। এবং স্মরণানন্দনিষ্ঠয়া যঃ কেনাপি তাপেন নাভিভূতঃ স চ বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি ভাগবতলক্ষণান্তরুক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদিদমপি লক্ষণমেকমূহ্যং ॥ ৪৭ ॥

এবং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপরতারূপং ভগবদ্ভক্তলক্ষণং ক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীমর্চ্চনাদিপরতা

ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের চিত্ত ঐরূপ সন্তপ্ত হয় না, যেমন চন্দ্র উদিত হইলে আর সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পদাঙ্গুলি নখচন্দ্রিকা দ্বারা উপাসকের হৃদয়তাপ নিবারিত হইলে সে আর কিরূপে উদিত হইবে ॥ ৪৭ ॥

পূজাপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ যথা ॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থলে ॥

যাঁহারা সর্ব্বদা বরদাতা যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করেন, সেই

দেহিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ সদা ভাগবতা হি তে।

লৈঙ্গে ॥

বিষ্ণুক্ষেত্রে শুভান্যেব করোতি স্নেহসংযুতঃ।
প্রতিমাঞ্চ হরের্নিত্যং পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
বিষ্ণুভক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নারায়ণপরো নিত্যং ভূপ ভাগবতো হি সঃ ॥ ৪৮ ॥

অথ বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠতাদি ॥

লক্ষণং লিখতি যেঽর্চ্চয়ন্তীতি ত্রিভিঃ। যদ্যপি শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দনমিত্যাদি ভক্তিলক্ষণাভিধায়ি প্রসিদ্ধবচনেষগ্রে লেখ্যেষু স্মরণান্তরমেব পাদসেবোক্তেঃ স্মরণপরতানন্তরং পাদসেবাপরতৈব লিখিতুং যুজ্যতে তথাপি প্রায়ঃ পাদসেবার্চ্চনয়ো রেকরূপত্বেনৈক্যাভিপ্রায়াদর্চ্চনপরতৈব লিখিতেতি জ্ঞেয়ং। অর্চ্চনে হেতুত্বেন যোগ্যত্বেন বা যজ্ঞেশমিত্যাদিবিশেষণত্রয়ং এবার্থে হি শব্দঃ। ত এব পুণ্যকর্ম্মাণঃ। ত এব চ ভাগবতাঃ শুভানি যাত্রোৎসবাদীনি। স্নেহো ভক্তিঃ। অনুক্তং সংগৃহ্নাতি। এবং কর্ম্মণা পরিচর্য্যাদিনা মনসা স্মরণাদিনা গিরা চ স্তুত্যাদিনা যো নারায়ণপরঃ সচ ভাগবত এবেতি। এবং পরিচর্য্যাবন্দনাদীনাং পূজাঙ্গত্বং তত্তৎপরতাপি ভগবদ্ভক্তলক্ষণমেবোহ্যং। তচ্চ স্বয়মেবাগ্রে লেখ্যং লক্ষণানি চ যান্যত্র ইতি ॥ ৪৮ ॥

সকল মনুষ্য পুণ্যকর্ম্মা এবং তাঁহারাই সতত ভগবদ্ভক্ত বলিয়া অভিহিত ॥

লিঙ্গপুরাণে ॥

হে রাজন্! যিনি বিষ্ণুক্ষেত্রে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবানের যাত্রোৎসব প্রভৃতি শুভকার্য্য সকল করেন এবং যত্নসহকারে নিত্য হরির প্রতিমা পূজা করেন, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবা। আর যিনি নিত্য কায়মনোবাক্যে নারায়ণপর হয়েন, তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া অবগত হইবা ॥ ৪৮ ॥

বৈষ্ণবধর্ম্মনিষ্ঠত্বাদি ভগবদ্ভক্তিলক্ষণ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥

তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা কর্ম্মকারকঃ।

এবং ঐকৈকলক্ষণেন ঐকৈকস্য ভাগবতস্য লক্ষণং লিখিত্বা অধুনা মুদ্রাধারণাদিনা সমুচিত-শ্রবণাদিনা জ্ঞানবিশেষেণ চ লক্ষণং লিখতি তাপাদীতি। তাপঃ তপ্তমুদ্রাধারণং তদাদি-পঞ্চসংস্কারযুক্তঃ। পঞ্চসংস্কারাশ্চ তত্রৈবোক্তাঃ। তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চম ইতি। অস্যার্থঃ। নাম শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদি। মন্ত্রঃ শ্রীগুরোঃ সকাশাৎ মন্ত্রগ্রহণং। যাগঃ হোমপূর্ব্বক যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণমিত্যর্থঃ। নব ইজ্যা কর্ম্মাণি পূজাসম্বন্ধিকৃত্যানি শ্রবণাদীনি পাদ্মোক্তার্চ্চনাদীনি বা সর্ব্বেষাং তেষাং পূজাঙ্গত্বাৎ। তানি চ তত্রৈবোক্তানি। অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগযোগৌ মহাত্মনঃ। নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনং চর্য্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে ইতি। অস্যার্থঃ। হে শুভে পার্ব্বতি। অর্চ্চনং যথাবিধ্যুপচারার্পণং। যাগো নিত্যহোমঃ। যোগো মনসি ভগবতঃ সংযোজনং ধ্যানাদীত্যর্থঃ। সেবা প্রণামঃ। তস্য মহাত্মনো ভগবতশ্চিহ্নৈশ্চক্রাদিভি রঙ্কনং গোপীচন্দ-

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে যথা ॥

যে ব্রাহ্মণ তাপ প্রভৃতি পঞ্চ সংস্কার বিশিষ্ট। *। নয় প্রকার

* "তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগস্তু পঞ্চম"। অস্যার্থঃ। তাপ শব্দে তপ্তমুদ্রা ধারণ, পুণ্ড্র শব্দে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, নাম শব্দে কৃষ্ণদাসাদি নাম, মন্ত্র শব্দে শ্রীগুরুদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ। যাগ শব্দে হোম পূর্ব্বক যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ ॥

শ্রবণাদি নবধা ভক্তি অথবা পদ্মপুরাণোক্ত অর্চ্চনাদি। যথা—"অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যাগ যোগৌ মহাত্মনঃ। নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা। তদীয়ারাধনং চর্য্যা নবধা-ভিদ্যতে শুভে ॥" তাৎপর্য্য। হে শুভে! হে পার্ব্বতি! অর্চ্চন শব্দে যথাবিধি উপচার অর্পণ। যাগ শব্দে নিত্য হোম। যোগ শব্দে মনোমধ্যে ভগবানের সংযোজন অর্থাৎ ধ্যানাদি। সেবা শব্দে প্রণাম। তচ্চিহ্নৈরঙ্কন শব্দে সেই মহাত্মা ভগবানের চক্রাদি চিহ্ন প্রভৃতি গোপীচন্দনাদি দ্বারা নিজের অঙ্গ সকলে লিখন। চর্য্যাশব্দে পরিচর্য্যা। এই নয় প্রকার ভেদ হয় ॥

অর্থপঞ্চক অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি। অথবা অনাত্মা, আত্মা, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং তাঁহার ভক্ত, এই পাঁচের যথার্থ তত্ত্ব জানা ॥

অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ॥ ৪৯॥

একান্তিতা গারুড়ে॥

একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদ্দেবে পরায়ণাঃ।

তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥

তদ্বিজ্ঞানেনানন্যপরতা॥

একাদশে উদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে॥

জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।

নাদিনা স্বাঙ্গেষু লিখনং। চর্য্যা পরিচর্য্যা। অর্থপঞ্চকং চত্বারো ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ পঞ্চমপুরুষার্থশ্চ ভক্তিরিত্যেতান্ পঞ্চার্থান্। যদ্বা পঞ্চতত্ত্বানি অনাত্মাত্মপরমাত্মপরমেশ্বর তদ্ভক্তানামিত্যেবং পঞ্চানাং যাথার্থ্যানি বেত্তীতি তথা সঃ। অশেষবৈষ্ণবধর্ম্মসমুচিতত্বাৎ অস্য পূর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং। তত্র চ বিপ্রশ্চেন্মহাভাগবতোত্তমঃ। অন্যস্তু মহাভাগবত ইত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

এবং পৃথক্ পৃথক্ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং তৈঃ সর্ব্বৈরপি সমুচিতৈ-র্ভগবদেকনিষ্ঠতারূপং সখ্যাত্মনিবেদনবিশেষাত্মকং লক্ষণবিশেষং লিখতি ন কামেতি দ্বাদশভিঃ। তত্র একান্তিতায়াঃ সামান্যলক্ষণং বাসুদেবঃ বসুদেবনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণ এবৈকো-

---

পূজাকর্ম্মসম্পন্ন এবং পাঁচটী অর্থ পরিজ্ঞাত হয়েন তিনি নিশ্চয় মহা ভাগবত॥ ৪৯॥

একান্তিতা ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ॥

গরুড়পুরাণে যথা॥

যে হেতু যাঁহারা একান্তভাবে সর্ব্বদা দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর আশ্রিত সেই কারণেই তাঁহাদিগকে একান্তী বলা যায় এবং তাঁহারাই ভগবদ্গত চিত্ত॥

ভগবদ্বিজ্ঞান দ্বারা অনন্যপরতা ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ॥

একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে উদ্ধবপ্রশ্নোত্তরে যথা॥

যে সকল ব্যক্তি দেশকাল পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা, সচ্চিদানন্দ রূপ

ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে বৈ ভাগবতা মতাঃ ॥

একাদশস্কন্ধে ॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥

সা চ একান্তিতা চতুর্দ্ধা ॥

তত্র ধর্ম্মানাদরেণ শ্রীমদুদ্ধবপ্রশ্নোত্তর এব।

নিলয়ঃ আশ্রয়ো যস্যেতি তল্লিঙ্গমেব দর্শয়তি কামাশ্চাভিলাষা বিষয়ভোগা বা কর্ম্মাণি তৎকারণানি তৎসিদ্ধার্থচেষ্টা বা বীজানি চ বাসনাঃ তন্মূলানি তেষাং যস্য চেতস্যপি সম্ভব উৎপত্তি র্ন স্যাদিতি। সর্ব্বথা ভগবদেকনিষ্ঠয়া তদন্যবাহ্যান্তরচেষ্টাদিরহিতো য ইত্যর্থঃ ॥৫০

সা চ সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ তদেকনিষ্ঠতারূপা একান্তিতা চতুর্দ্ধা চতুর্ভিঃ প্রকারৈঃ। একো ধর্ম্মানাদরঃ অন্যশ্চ কর্ম্মজ্ঞানাদশেষনিরপেক্ষতা অপরো বিঘ্নাকুলত্বেঽপি রতিপরতাপরশ্চ প্রেমৈকপরতেতি। তত্র ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতাং লিখতি আজ্ঞায়ৈবমিতি। ময়া বেদরূপেণাদিষ্টান্ স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য সম্যক্ তক্ত্বা যো মাং ভজেৎ। স্বর্থে চকার সতু সত্তমঃ পূর্ব্বোক্তসাধুতঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা ন ধর্ম্মাচরণে এবমীদৃশান্ কৃপা-

আমাকে জানিয়া কি না জানিয়াও অনন্য ভাবে ভজনা করে তাহারাও আমার ভক্তোত্তম সাধু ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে ॥

যাঁহার চিত্তমধ্যে কামকর্ম্মবাসনার উৎপত্তি না হয় এবং বাসুদেবই যাঁহার আশ্রয়, তিনিই ভাগবতোত্তম ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বোক্ত একান্তিতা চারি প্রকার অর্থাৎ এক ধর্ম্মের প্রতি অনাদর, দ্বিতীয় কর্ম্মজ্ঞানাদি অশেষ নিরপেক্ষতা, তৃতীয় বিঘ্নাকুলত্বেও রতিপরতা এবং চতুর্থ প্রেমৈকপরতা ॥

তন্মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি অনাদরতা ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ ॥

একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমা কর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্ম

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মাশুচ ॥ ৫২ ॥
যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

সুতাদি সদৃশান্ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চ আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বাপি মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব সর্ব্বধর্ম্মান্ মন্নিষ্ঠতাবিক্ষেপকতয়া সন্ত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বান্ নিত্যনৈমিত্তকাদি কর্ম্মলক্ষণান্ পরিত্যজ্য সর্ব্বথা ত্যক্ত্বা মামেকং শরণং ব্রজ মদেকনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ। যদ্বা শরণাগতত্বমাত্রেণাপি মামেকমাশ্রয় কিমুতৈকান্তিত্বেন। নন্থ বিহিতাকরণেন পাপং স্যাৎ তত্রাহ। সর্ব্বেভ্যো বিহিতাকরণজেভ্যঃ কথঞ্চিন্নিবিদ্ধাচরণজেভ্যশ্চ তথা সংসারদুঃখকারণকর্ম্মরূপেভ্যঃ তদ্বাসনাদিরূপেভ্যোঽপি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামীতি। অতঃ মাশুচ পাপভয়েন ভীষ্মদ্রোণাদিবধেন বা শোকং মাকুরু। এবঞ্চান্যলোকশিক্ষণার্থমর্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং নতু তং প্রতি তথোপদেশঃ তস্য নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিনা চ স্বতএব পরমভাগবতত্বাৎ ॥ ৫২ ॥

ধর্ম্মত্যাগস্তু কর্ম্মপরলোকবেদাপেক্ষাত্যাগেনৈব স্যাৎ সচ ভগবতোঽনুগ্রহেণ ভগবদ্ভক্তস্য স্বতঃ সম্পদ্যত ইত্যাশয়েন লিখতি যদেতি। যস্য যং। অনুগ্রহে হেতুঃ আত্মনি মনসি ভাবিতো ধ্যাতঃ সন্ যদ্বা স তদা আত্মভাবিতঃ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ ভগবদ্ভক্তিযুক্তঃ

সকল পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণ দোষ জানিয়া যে আমাতে ভজনা করে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সেও সত্তম ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে ॥

হে অর্জ্জুন। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মলক্ষণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমাকেই আশ্রয় কর অর্থাৎ মদেকনিষ্ঠ হও, এমত মনে করিও না যে বিহিতের অকরণ জন্য পাপ হইবে, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব অতএব পাপ ভয়ে কিম্বা ভীষ্ম দ্রোণাদির বধনিমিত্ত শোক করিও না ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ মনোমধ্যে ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া যখন যাঁহাকে অনুগ্রহ

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং ॥ ৫৩ ॥

অন্যসর্ব্বনিরপেক্ষতা ॥

শ্রীমদুদ্ধবসম্বাদে ঐলোপাখ্যানে ॥

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ॥

নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ৫৪ ॥

অতএব কপিলদেবহূতি সম্বাদে ॥

সন্ বা লোকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মমার্গে পরিনিষ্ঠিতাং পূর্ব্বজন্মাভ্যাসেন পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তামপি মতিং জহাতি। অতএব শ্রীভগবদ্গীতাসু। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনেতি ॥ ৫৩ ॥

এবং ধর্ম্মানাদরেণৈকান্তিতালক্ষণং লিখিত্বা ইদানীং ভগবদ্ব্যতিরিক্তৈহিকামুষ্মিকাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ যা একান্তিতা তল্লক্ষণং লিখতি সন্ত ইতি। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিরিত্যুক্ত্যাপেক্ষিতং সতাং লক্ষণং মুখ্যমাহ সন্ত ইতি। অনপেক্ষাঃ মদ্ব্যতিরিক্তে কুত্রচিদপেক্ষারহিতা যে তে সন্তঃ। তত্র হেতুঃ ময্যেব চিত্তং যেষাং তে। প্রশান্ত ইত্যাদিবিশেষণ ষট্‌কস্য যথাসম্ভবং হেতুহেতুমত্তোহ্যা। তত্র প্রশান্তা রাগদ্বেষাদিরহিতাঃ। সমদর্শিনঃ মিত্রে শত্রৌ চৈকদৃষ্টয়ঃ নির্ম্মমা মমত্বমোহহীনাঃ। নিরহঙ্কারাঃ অভিমানশূন্যাঃ নির্দ্বন্দ্বাঃ শীতোষ্ণাদিনাঽনাকুলাঃ নিষ্পরিগ্রহাঃ অকিঞ্চনাঃ ॥ ৫৪ ॥

করেন, তখন তিনি বেদ বিষয়ে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন ॥ ৫৩ ॥

অন্যকর্ম্মজ্ঞানাদি অশেষ নিরপেক্ষতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ ॥

শ্রীমদুদ্ধবসম্বাদে ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে যথা ॥

সন্তের লক্ষণ এই যে যাঁহারা নিরপেক্ষ, মদ্গতচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম বিরহিত ও নিষ্পরিগ্রহ তাহারাই সাধু ॥ ৫৪ ॥

অতএব ৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীকপিলদেব ও দেবহূতি সম্বাদে যথা ॥

য এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ৫৫ ॥

বিঘ্নাকুলত্বেঽপি মনোরতিপরতা ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

যস্য কৃচ্ছ্রগতস্যাপি কেশবে রমতে মনঃ।
ন বিচ্যুতা চ ভক্তির্বৈ স বৈ ভাগবতো নরঃ।

সর্ব্বেণ বাহ্যেন আন্তরেণ চ সঙ্গেন অভ্যাসক্ত্যাচ বিশেষতো বর্জ্জিতা রহিতাঃ। এতচ্চ একান্তিলক্ষণং দর্শিতং। অথ অতঃ তেষ্বেব সঙ্গস্ত্বয়া প্রার্থ্যঃ। স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বেন পরম-দুর্ল্লভত্বান্মনসাপি বাঞ্ছনীয়ঃ কিমুত বক্তব্যং সাক্ষাৎকার্য্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা। নহু তর্হি তৈঃ সহ মম সঙ্গো ভবতা ক্রিয়তাং। তত্রাহ তৈঃ সঙ্গঃ তেষ্বেব ত্বয়া প্রার্থ্যঃ। এবার্থে অথ শব্দঃ তেষাং কৃপয়ৈব স্বভক্ত্যা তৎসঙ্গঃ প্রাপ্যেত নত্বন্যথেত্যর্থঃ। নহু সঙ্গতঃ কথঞ্চিদ্রাগদ্বেষা অপি সম্ভবেয়ুঃ তত্রাহ সঙ্গে যে দোষাস্তান্ হরন্তীতি তথা তে যদ্বা। সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতানাং তেষাং সঙ্গো গৃহাদিসঙ্গবতা ময়া কথং প্রাপ্যস্তত্রাহ সঙ্গেতি। গৃহাদি সঙ্গদোষং দর্শনমাত্রেণৈব তে হরন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। সঙ্গ এব দোষরূপো যেষাং তে নিঃসঙ্গা যত ইত্যর্থঃ। তানপি হরন্তি স্বগুণৈরাকর্ষন্তীতি তথা তে। অতস্তেষাং মাহাত্ম্যেনৈবাকৃষ্টা সতী স্বয়মেব সর্ব্বং ত্যক্ত্বা যাস্যতীত্যর্থঃ। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৫৫ ॥

রাত্যর্ভাবঃ স চ আগমে প্রেম্নস্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে ইতি তৎপরতয়া

হে মাতঃ! যে সকল ব্যক্তি উক্ত প্রকারে সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জিত, তাঁহারাই সাধু। হে সাধ্বি! আপনি ঐ প্রকার সাধুজনসহ সঙ্গ করিতেই বাঞ্ছা করিবেন, যেহেতু সাধুগণ সঙ্গজনিত দোষ সকল হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

বিঘ্নাকুলত্বেও মনের রতি পরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ যথা—

স্কন্ধপুরাণের সেই স্থানেই ॥

যে ব্যক্তি কষ্টে পতিত হইয়াও কেশবের প্রতি মন অনুরক্ত করেন এবং যাঁহার কেশবের প্রতি ভক্তি বিচ্যুতা হয় না, নিশ্চয় সেই মনুষ্য ভগবদ্ভক্ত ॥

আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৫৬ ॥
প্রেমৈকপরতা চ ॥
শ্রীঋষভদেবস্য পুত্রানুশাসনে ॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।

মনোরম ইতি রতিরুক্তা। ভক্তিঃ শ্রবণাদিলক্ষণা। ভাগবতোত্তমা ইতি বা পাঠঃ। এবমগ্রেহপি। ভক্তিরত্র রতিঃ। অন্যত্র কেশবব্যতিরিক্তে চিত্তং ন রমতে তত্র প্রেমাকৃষ্টত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

অধুনা প্রেমৈকপরতয়া চৈকান্তিতা তল্লক্ষণং লিখতি যে বেতি ত্রিভিঃ। পূর্ব্বং মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা ইত্যর্দ্ধশ্লোকেন মহতাং সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং মুখ্যলক্ষণমাহ। ময়ি ঈশে ভগবতি কৃতং সৌহৃদং প্রেমৈব অর্থঃ পুরুষার্থো যেষাং তে বাশব্দেনান্যনিরপেক্ষস্যাস্য লক্ষণত্বং দর্শিতং। তদ্বাহ্যলিঙ্গমাহ। দেহং বিভর্ত্তীতি দেহম্ভরা বিষয়বার্ত্তা এব ন ধর্ম্মাদিবিষয়াপি যেষু। যদ্বা। দেহম্ভরৈব বার্ত্তা জীবনোপায় ধনাদির্ন তু ভগবৎপূজাদ্যর্থা যেষাং তেষু জনেষু গৃহেষু চ জায়াদিযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ। রাতির্মিত্রং ধনম্বা। লোকে যাবদর্থাশ্চ যাবদর্থমেবার্থো যেষাং মধ্যপদলোপী সমাসঃ। দেহনির্ব্বাহাধিকস্পৃহাশূন্যা ইত্যর্থঃ। যদ্বা। নন্বু প্রীত্যভাবাদ্দেহাদীনামুপেক্ষাপত্ত্যা দেহনির্ব্বাহঃ কথমস্তু তত্রাহ। লোকে যাবানর্থোহস্তি স এবার্থো যেষাং লোকাঃ প্রারব্ধবশেন স্বয়মেব স্বধনাদিনা তদ্দেহপোষণাদিকং কুর্য্যুরেবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বমাসক্তিরহিতত্বোক্তা। অনাসক্তৌ চ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রাপি

অপর যে ব্যক্তি আপদগত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি করেন এবং যাঁহার চিত্ত অন্যত্র অনুরক্ত হয় না, তিনি ভাগবত বলিয়া কথিত হয়েন ॥ ৫৬ ॥

প্রেমৈকপরতা ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ যথা—

পঞ্চমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে শ্রীঋষভদেবের পুত্রানুশাসনে ॥

ঋষভদেব কহিলেন, যে সকল ব্যক্তি আমি যে ঈশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাই পরমপুরুষার্থ বলিয়া বোধ করেন, যাঁহাদের

গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ৫৭ ॥
ত্রিধা প্রেমৈকপরতা প্রেম্নঃ স্যাত্তারতম্যতঃ।
উত্তমা মধ্যমা চাসৌ কনিষ্ঠা চেতি ভেদতঃ।
তত্রোত্তমা যথা ॥
একাদশে হবিযোগেশ্বরোত্তরে ॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥

প্রীতিরপি ঘটেত। কিন্তু আসক্ত্যভাবান্নির্ম্মূলা বিনশ্বরা চ। তত্র চ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রীতিরাহিত্যমেবোক্তং অতোঽস্য লক্ষণস্য পূর্ব্বতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যং দ্রষ্টব্যং। এবমগ্রেপি ॥৫৭॥

ন বিদ্যতেঽন্যৎ কিঞ্চিৎ ফলানুসন্ধানাদিকং যস্মিন্ তেন বিশুদ্ধেন ভাবেনেত্যর্থঃ। ভাবেন প্রেম্না। অতএব দৃঢ়াং পরমনিষ্ঠাং প্রাপ্তাং ভক্তিং শ্রবণাদিরূপাং বিবিধাং কেবল নামসংকীর্ত্তনাত্মিকাং বা যে কুর্ব্বন্তি তে সাধব ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। অতএব মৎকৃতে মম কর্ম্মণি নিমিত্তে। যদ্বা। মৎপ্রাপ্ত্যর্থং। যদ্বা। মৎপ্রীত্যেত্যর্থঃ। ত্যক্তানি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি সর্ব্বাণ্যেব যৈঃ। তথা ত্যক্তাঃ স্বজনা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাশ্চ সম্বন্ধিনো যৈ স্তে। এতচ্চ প্রেমনিষ্ঠতায়া বাহ্যলক্ষণং জ্ঞেয়ং। পূর্ব্বমাসক্তিত্যাগ এব ততশ্চ প্রীত্য-

বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সকলে তথা পুত্র কলত্র ধনাদিযুক্ত গৃহে প্রীতি নাই এবং যাঁহারা লোক মধ্যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ অপেক্ষা অধিক ধনে স্পৃহাশূন্য তাঁহারাই মহৎ ॥ ৫৭ ॥

প্রেমের তারতম্য বশত উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে প্রেমৈক-পরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ তিন প্রকার হয় ॥

তন্মধ্যে উত্তম প্রেমৈকপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ যথা ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে হবিযোগেশ্বরের উত্তরে ॥

হবি কহিলেন, হে রাজন্! যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্ব ভূতে অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্ব ভূতকে দেখেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম ॥

স্বেষ্টদেবস্য ভাবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যতি।
ভাবয়ন্তি চ তান্যস্মিন্নিত্যর্থঃ সম্মতঃ সতাং।
শ্রীকপিলদেবহূতিসম্বাদে ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াং।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥ ৫৮ ॥
হবিযোগেশ্বরোক্তরে চ ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-

ভাব এবোক্তঃ। অত্র সর্ব্বথা সমূলত্যাগ এব দর্শিতঃ। এবং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যমায়াতং। ইত্থং ব্রতপরতামারভ্য প্রেমপরতাপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং তথা তত্তদবান্তরেচ শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যং। অতএব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠতমস্থাস্যাঃ সর্ব্বান্তে লিখনং। এবং শ্রীহবিযোগেশ্বরেণাপি বিসৃজতীত্যেতদুক্তমিতি দিক্ ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা বহুধা ভাগবতস্য লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীমুক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব সাক্ষাৎ স্বয়ং যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি ন মুঞ্চতি। কথম্ভূতঃ। অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপি অঘৌঘং পাপসমূহং সংসারবেগং বা নাশয়তি যঃ সঃ তৎ কিমিতি ন বিসৃজতি। যতঃ প্রণয়রসনয়া প্রেমশৃঙ্খলয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। স এব ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি তত্ত্বনিষ্ঠৈরিতি। প্রধানশব্দঃ কোশে

যে ব্যক্তি সর্ব্ব ভূতে স্বীয় অভীষ্টদেবের ভাব অর্থাৎ সত্তা অবলোকন করেন এবং ভূত সকলকে ভগবানে অবস্থিতরূপে ভাবনা করেন, তিনি ভাগবত বলিয়া সৎ সকলের সম্মত ॥

৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে শ্রীকপিল দেবহূতিসম্বাদে ॥

যাঁহারা আমার প্রতি অনন্যভাবে দৃঢ়ভক্তি করিয়া থাকেন এবং মদর্থ কর্ম্ম ত্যাগ করেন, আর আমার নিমিত্ত যদি স্বজন ও বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

একাদশ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে
হবিযোগেশ্বরের উত্তরে যথা ॥

হবি কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত সমুদায় লক্ষণের সার এই যে,

হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৫৯ ॥

মধ্যমমাহ ॥

হবিযোগেশ্বরোক্ত্যৈব ॥

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

কনিষ্ঠং তত্রৈব ॥

অস্ত্রিয়ামিত্যুক্তঃ। যদ্বা। বৈষ্ণবাগ্র্য ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ প্রকরণবলাদধ্যাহার্য্যমেব বা। ভাগবতো ভগবদ্ভক্তো ভাগবতাখ্যশাস্ত্রস্য প্রধানং যস্য স ইতি বাহুলক্ষণং তস্যেতি ॥ ৫৯ ॥

নতু সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যাদৌ বহুবিধোঽপি ভগবদ্ভক্ত এব ভাগবতোত্তম ইত্যাদিনা শ্রীভাগবতে সামান্যেনৈব সর্ব্ব উক্তঃ তথাত্রাপি লিখিতঃ কিন্তু ভগবদ্ভক্তকর্ম্মাদিপরতায়া জ্ঞানাদিপরতায়াশ্চ তথা কথাদিপরতায়া একান্তিতায়াশ্চ পৃথক্ লিখনাৎ তারতম্যপ্রতীতের্ভেদো ভাসত এব স চ বাক্তং ন লিখিতঃ কথং বিবেচনীয় ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি এতানীতি। ইত্থং অনেন লিখিতপ্রকারেণ। লিখিতানি এতানি ব্রতপরাদীনি মহাভাগবতলক্ষণান্তানি ভগবদ্ভক্তলক্ষণানি গৌণমুখ্যাদিভেদেন কানি চ গৌণানি কনিষ্ঠানি কানি চ

যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, সেই হরি স্বয়ং যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন, প্রেমরজ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনি সমুদায় ভাগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥ ৫৯ ॥

মধ্যম ভক্তের লক্ষণ ১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে
হরিযোগেশ্বরের উক্তি যথা ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞলোকের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষি অর্থাৎ হরিবিমুখের প্রতি উপেক্ষা করেন, ভেদ দর্শন নিমিত্ত তিনি মধ্যম ॥

ঐ স্থলেই কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ যথা ॥

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।
শ্রদ্ধয়া পূজনং প্রেমবোধকং ভক্ত ইত্যপি।
লক্ষণানি চ যান্যগ্রে ভক্তের্লেখ্যানি তান্যপি।
বন্দনাদীনি বিদ্যন্তে যেষু ভাগবতা হি তে।
এতানি লক্ষণানীত্থং গৌণমুখ্যাদি ভেদতঃ।

মুখ্যানি আদিশব্দাৎ তত্রৈব কানিচিদ্বহিরঙ্গাণি কানিচিচ্চান্তরঙ্গাণীত্যাদিভেদেন উহ্যানি বিবিচ্য বোদ্ধব্যানি। তত্র ব্রতকর্ম্মাদিপরতা গৌণলক্ষণং। জ্ঞানাদিপরতা তত্তদপেক্ষয়া মুখ্যলক্ষণমপি ভক্তের্বহিরঙ্গমেব। অতএব সা তস্য সাক্ষাদ্ভগবদ্ভক্তলক্ষণাসম্পত্তেস্তত্র তত্র ভক্তিহেতুরিতি লিখিতং। শ্রবণাদীনি চ মুখ্যলক্ষণান্যন্তরঙ্গাণ্যেব। একান্তিতা চ পরমমুখ্যা অত্যন্তান্তরঙ্গা চ। তত্র তত্রৈবান্তর গৌণমুখ্যাদীন্যপূহ্যানি। এবং গৌণমুখ্যাদিভেদেন

যিনি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতে হরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ ক্রমশ ভক্তির উত্তমাধিকারী হইবেন॥

ভক্তজনে প্রেমসহকারে পূজাই প্রেমবোধক। বন্দন প্রভৃতি যে সমস্ত ভক্তির লক্ষণ অগ্রে লিখিত হইবে, তৎসমুদায় যে সকল মনুষ্যে বিদ্যমান আছে, তাহারাই ভগবদ্ভক্তরূপে কথিত হয়েন॥

এই প্রকারে যে সকল ব্রতপর অবধি মহাভাগবতলক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় গৌণ এবং কতিপয় মুখ্য জানিতে হইবে। আদি শব্দ প্রয়োগ হেতু ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি বহিরঙ্গ ও কতকগুলি অন্তরঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়॥

তাৎপর্য্য। ব্রতকর্ম্মাদিপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ গৌণ, জ্ঞানাদিপরতা ভগবদ্ভক্তলক্ষণ তদপেক্ষা মুখ্য লক্ষণ, এই সমুদায়কে ভক্তির বহিরঙ্গ লক্ষণ বলা যায়। আর শ্রবণ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের মুখ্য লক্ষণ সকল ভক্তির অন্তরঙ্গ লক্ষণ বলিয়া সম্মত, আর একান্তিতা প্রভৃতি

উহ্যানি লক্ষণান্যেবং বিবেচ্যানি পরাণ্যপি ॥ ৬০ ॥
ঈদৃক্ লক্ষণবন্তঃ স্যুর্দুর্ল্লভা বহবো জনাঃ।
দিব্যা হি মণয়ো ব্যক্তং ন সর্ব্বত্রৈমিতস্ততঃ ॥ ৬১ ॥
অতএবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে নারদীয়ে ॥
জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চয় ইতি ॥ ৬২ ॥
এবং সংক্ষিপ্য লিখিতাদ্বৈষ্ণবানান্তু লক্ষণাৎ।

অপরাণি অত্র লিখিতানি বন্দনাদীন্যপি বিবেচ্যানি বিবিচ্য জ্ঞেয়ানি তথা তত্তল্লক্ষণানাং তারতম্যাদিনা ভগবদ্ভক্তানামপি তারতম্যং বিবেচনীয়মিতি দিক্ ॥ ৬০ ॥

নমু কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ সর্ব্বত্র বহবো দৃশ্যন্তে লিখিতলক্ষণাশ্চ মহাভাগবতা একান্তিনো ন দৃশ্যন্তে সত্যং তে নিগূঢ়া এবেতি লিখতি ঈদৃগিতি। তথাচ হরিভক্তিসুধোদয়ে। সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ইতি। দিব্যা অমূল্যাশ্চিন্তামণ্যাদয়ঃ। ইতস্ততঃ সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। ব্যক্তমিতি সত্যেব। অন্যথা লোকরক্ষানুপপত্তেঃ। কিন্তু অলক্ষিতং কচিৎ কশ্চিৎ বর্ত্তত ইতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

স এব মোক্ষার্থে মোক্ষস্য অর্থঃ ফলং ভক্তিস্তন্নিশ্চিতঃ কৃতনিশ্চয়ো ভবতি এবং পরমদুর্ল্লভত্বমেব সিদ্ধং ॥ ৬২ ॥

সুপ্রিয়ঃ শ্রীপতির্যেষামিত্যাদিরূপাৎ তথা সদাচাররতা ইত্যাদিরূপাৎ ভিক্ষবঃ

ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুখ্য লক্ষণ সুতরাং এই সকলকে ভক্তির অত্যন্ত অন্তরঙ্গ লক্ষণ বলা যায় ॥ ৬০ ॥

উক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট বহুতর লোক অতিদুর্ল্লভ, যে হেতু চিন্তামণি প্রভৃতি অমূল্য রত্ন সর্ব্বত্র লাভ হয় না ॥ ৬১ ॥

অতএব মোক্ষধর্ম্মে নারদপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

যে জায়মান পুরুষের প্রতি মধুসূদন দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিক বলা যায়, তিনিই মোক্ষফল ভক্তির নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥

এই প্রকারে সংক্ষেপ লিখিত লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্যও

মাহাত্ম্যমপি বিজ্ঞেয়ং লিখ্যতেঽন্যচ্চ তৎ কিয়ৎ ॥ ৬৩ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যং ॥

সৌপর্ণে শ্রীশক্রোক্তৌ ॥

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
জননী পুত্রিণী তেন পিতৃণাস্তু ধুরন্ধরঃ ॥ ৬৪ ॥
কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥ ৬৫ ॥
যস্য ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।

ইত্যাদিরূপাচ্চ মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেরিত্যাদিরূপাণি লক্ষণাৎ বিজ্ঞেয়ং স্যাদেব। তৎ মাহাত্ম্যং অন্যচ্চ কিয়ৎ সংক্ষিপ্তং লিখ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ভাগবতং নাম বৈষ্ণব ইতি নাম। যদ্বা শ্রীকৃষ্ণদাসেত্যাদি সংজ্ঞাপি। তথাপি দীক্ষয়ৈব তাদৃশ নামোৎপত্ত্যা ভগবদ্ভক্তত্বং সিদ্ধমেব। যদ্বা নামমাত্রেণ তাদৃশমাহাত্ম্যং কিং পুনরাচারাদিনেত্যর্থঃ। এবমন্যদপূহ্যং ॥ ৬৪ ॥

গুরুণা শ্রীবৃহস্পতিনা ॥ ৬৫ ॥

চিহ্নং তপ্তমুদ্রাদিলক্ষণং হরির্গীয়তে চ যৈঃ তে কলৌ দেবা জ্ঞেয়াঃ। কলাবিত্যস্য পূর্ব্বেণ বান্বয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

জানিতে হইবে। সম্প্রতি বৈষ্ণবদিগের অন্য কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য সংক্ষেপে লিখিতেছি ॥ ৬৩ ॥

অথ ভগবদ্ভক্তদিগের মাহাত্ম্য ॥

গরুড়পুরাণে শ্রীইন্দ্রের বাক্য যথা ॥

কলিযুগে যে পুরুষের বৈষ্ণব বলিয়া নাম বিখ্যাত হয়, তদ্দ্বারা তাঁহার মাতা পুত্রবতী এবং তিনি পিতৃগণের ভারবাহক হয়েন ॥ ৬৪ ॥

গুরু বৃহস্পতি আমাকে কহিয়াছেন, কলিতে বৈষ্ণব নাম দুর্ল্লভ, কখনই লাভ হয় না, বৈষ্ণব নাম ব্রহ্মরুদ্র পদ হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৬৫ ॥

হে মুনে! কলিতে যাঁহার তপ্তমুদ্রাদি চিহ্ন দেখা যায় এবং

গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়োক্তৌ ॥

সমীপে তিষ্ঠতে যস্য মৃত্যুকালেঽপি বৈষ্ণবঃ।
গচ্ছতে পরমং স্থানং যদ্যপি ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

নারদীয়ে শ্রীবামদেব রুক্মাঙ্গদসম্বাদে ॥

শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ শ্বপচাধিকঃ ॥ ৬৮ ॥

স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ ॥

ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি।

গচ্ছতে গচ্ছতি ॥ ৬৭ ॥

দ্বিজাৎ বিপ্রাদপ্যধিক উত্তমঃ। শ্বপচাদপ্যধিকঃ পরমনিকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অধম ইত্যেব বা পাঠঃ ॥ ৬৮ ॥

যদা তুষ্টোঽসি তদৈব শ্বপচোঽপি ইন্দ্রাদির্ভবতি। তত্র পরব্রহ্মেতি মুক্তস্তন্ময়োবেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

যাঁহারা হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬৬ ॥

মার্কণ্ডেয় উক্তিতে ॥

যে ব্যক্তির মৃত্যুকালেও সমীপে বৈষ্ণব অবস্থিতি করেন, সে যদি ব্রহ্মহত্যা পাপও করিয়া থাকে তথাপি তাহার পরমপদে গমন হইবে ॥ ৬৭ ॥

নারদপুরাণে শ্রীবামদেব ও রুক্মাঙ্গদ সম্বাদে ॥

হে রাজন্! শ্বপচও যদি বৈষ্ণব হয়, তথাপি সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উত্তম, আর যতি ব্যক্তি অর্থাৎ সন্ন্যাসী যদি বিষ্ণুভক্তি বিহীন হয়েন, তাহা হইলে তিনি শ্বপচ অপেক্ষাও পরম নীচ ॥ ৬৮ ॥

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে ॥

হে কেশব! তুমি যদি তুষ্ট হও, তাহা হইলে শ্বপচ ব্যক্তিও ইন্দ্র,

শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব।
শ্বপচাদপি কষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ।
তদৈবাঽচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ॥ ৬৯॥
স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥ ৭০॥
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে॥ ৭১॥
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।

ন চ্যুতঃ কথঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টো ভবতি ভক্তো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনং হে অচ্যুতেতি। তথাচোক্তং। ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলো লোকে স এব ইত্যাদি এতচ্চাগ্রে লেখ্যমেব॥ ৭০॥

তব ভক্তৈঃ কৃতঃ অধর্ম্মঃ কদাচিত্তীর্থাদাববিধিকপ্রতিগ্রহাদিনা পাপমপি ধর্ম্ম এব ভবতি ভক্ত্যা ত্বদর্থমেব কৃতত্বাৎ। তবাভক্তৈঃ কৃতো ধর্ম্মো যোগাদিরপি পাপমেব ভবতি ত্বদনাদরাৎ। তদুক্তং। অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ। প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয় ইতি॥ ৭১॥

নরকে সদা তিষ্ঠতি অভক্ত্যা ভগবদনাদরেণ নাস্তিকত্বাপত্তেঃ। তথাচোক্তমেকাদশ-

মহেশ্বর, ব্রহ্মা এবং পরম ব্রহ্ম স্বরূপও হইতে পারেন। আর হে অচ্যুত! তুমি যখন পরাঙ্মুখ হও, তখনই ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণও শ্বপচ অপেক্ষা নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥ ৬৯॥

হে কেশব! যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত তিনি সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মের কর্ত্তা, হে অচ্যুত! আর যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত না হয়, সে সমস্ত পাপের কর্ত্তা॥ ৭০॥

হে অচ্যুত! তোমার ভক্তগণ যদি অধর্ম্মও করেন, তথাপি তাহা ধর্ম্ম হয়। হে হরে! আর যদি তোমার অভক্তগণ ধর্ম্মও করেন, তথাপি তাহা অধর্ম্ম হইয়া থাকে॥ ৭১॥

হে হরে! সমস্ত ধর্ম্মের কর্ত্তা যদি তোমাতে অভক্ত হয়, তাহা

সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৭২ ॥
নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতোহরে ॥ ৭৩ ॥
তত্রৈব দুর্ব্বাসো নারদসম্বাদে ॥
নূনং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষাবিশারদাঃ।
ব্রজন্তি বিষ্ণুনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে।
ভগবানেব সর্ব্বত্র ভূতানাং কৃপয়া হরিঃ।
রক্ষণায় চরল্লোঁকান্ ভক্তরূপেণ নারদ ॥ ৭৪ ॥

দশস্কন্ধে। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধ ইতি ॥ ৭২ ॥

দেহান্তে বিমুচ্যত ইতি কিম্বক্তব্যং ত্বয়ি ভক্তিনিষ্ঠয়া তস্মিন্নেব দেহে মুক্ত এবাসাবিত্যাশয়েনাহ নিশ্চলেতি। জনার্দ্দন হে জন্মলক্ষণসংসারনাশক। বিষ্ণো হে অপরিচ্ছিন্ন। হরে হে সংসারদুঃখহরেতি সম্বোধনত্রয়েণ তব ভক্তের্ভক্তানাঞ্চ তাদৃশত্বং যুক্তমেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৭৩ ॥

ব্রজন্তীত্যাদৌ গচ্ছন্তি ভ্রমন্তীতি বা ॥ ৭৪ ॥

হইলে সে চিরকাল নরকে বাস করিবে, আর তোমার ভক্ত যদি ব্রহ্মহত্যাও করিয়া থাকে তথাপি সে পবিত্র হইবে ॥ ৭২ ॥

হে জনার্দ্দন! হে বিষ্ণো! তোমাতে যে নিশ্চলা ভক্তি তাহারই নাম মুক্তি, অতএব হে হরে! যাঁহারা তোমার ভক্ত নিশ্চয় তাহারাই মুক্ত বলিয়া পরিগণিত ॥ ৭৩ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে দুর্ব্বাসা ও নারদ সম্বাদে ॥

হে মহামুনে! লোকরক্ষাবিশারদ ভগবদ্ভক্তগণ হৃদয়স্থ বিষ্ণুর আদেশানুসারে সংসার মধ্যে ভ্রমণ করেন। হে নারদ! ভগবান্ হরিই ভূত সকলের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া রক্ষার নিমিত্ত ভক্তরূপে সকল লোকে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যস্তু বিষ্ণুপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥
অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি তদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে।

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে ॥

শ্রীযম তদ্ভটসম্বাদে ॥

সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যাণাং তথৈবোরগরক্ষসাং।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥ ৭৫ ॥
যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যন্তে জাহ্নবীজলং।

নিত্যং বিষ্ণুপরত্বে হেতুঃ দৃঢ়া নিশ্চলা ভক্তির্যস্যেতি অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ। যেষাং বৈষ্ণবানাং অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ ॥ ৭৫ ॥

পাদস্য রজেন রজসৈব। নার্ম্মদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপ্যতে। কিং পুনস্তেষাং পাদয়ো-

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপরায়ণ, নিত্য দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি স্বীয় গৃহে বাস করিয়াও প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন ॥

বিষ্ণুভক্তগণ যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, দশলক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ব্যক্তি সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই অমৃতসারোদ্ধারে যম ও যমদূতসম্বাদে ॥

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি সকল স্থানে বিষ্ণুভক্তগণ দেব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষসদিগের পূজনীয়। বৈষ্ণবদিগের স্মরণমাত্রে শতলক্ষ পাপ দগ্ধ হয়, এবিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৭৫ ॥

যাঁহাদিগের চরণধূলিতে যথন গঙ্গা, নর্ম্মদা ও যমুনা জল প্রাপ্ত

নার্ম্মদং যামুনং চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলং ॥ ৭৬ ॥
যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ।
তত্রৈব চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে ॥
তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ডতৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তিযুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে।
স এব জ্ঞানবাল্লোঁকে যোগিনাং প্রথমো হি সঃ।
মহাক্রতুনামাহর্ত্তা হরিভক্তিযুতো হি যঃ ॥ ৭৭ ॥
কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে ॥
ন চ্যবন্তে হি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।

জলং তন্মহিমা। কিং পুনর্বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অন্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশাম্মাহাত্ম্যা-পেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ ॥ ৭৬ ॥

বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপম্বা তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপূরঃ তেনৈব ॥ ৭৭ ॥

প্রলয়াপদি অপি ॥ ৭৮ ॥

হওয়া যায়, তখন তাঁহাদিগের চরণামৃতের মহিমা আর কি বলিব ॥৭৬

যাঁহাদিগের উপদেশ অথবা হরিকীর্ত্তনবাক্য রূপ জল সমূহ দ্বারা সহস্র সহস্র তীর্থ ও গঙ্গাজল ব্যতিরেকেও মনুষ্য স্নাত হইয়া থাকেন॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই চাতুর্ম্মাস্য মাহাত্ম্যে ॥

যে পর্য্যন্ত কুলে ভক্তিযুক্ত সন্তান জন্ম গ্রহণ না করে, তাবৎ পিতৃগণ পিণ্ডলোলুপ হইয়া সংসার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥

যে মনুষ্য হরিভক্তিযুক্ত, তিনিই সংসার মধ্যে জ্ঞানবান্ তিনিই যোগিদিগের অগ্রগণ্য এবং তিনিই সমস্ত যজ্ঞের আহরণ কর্ত্তা ॥ ৭৭ ॥

কাশীখণ্ডে ধ্রুবচরিতে ॥

যাঁহার ভক্তগণ সুমহৎ প্রলয় আপদে চ্যুত হয়েন না, একারণ

অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ।
ন তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তাৎ ভেতব্যং কেনচিৎ ক্বচিৎ।
নিয়তং বিষ্ণুভক্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
তত্রৈবাগ্রে॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥ ৭৮॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥ ৭৯॥
মহাভারতে রাজধর্ম্মে॥
ঈশ্বরং সর্ব্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ং।

তুলসীমঞ্জরীধরঃ শিরসেত্যত্র তুলসীতি বা পাঠঃ। তত্তদা॥ ৭৯॥
যে ভক্তা অভজন্ দুর্গানি দুস্তরবিবিধদুঃখানি॥ ৮০॥

সেই বিষ্ণু এক নিখিল লোক মধ্যে অচ্যুত, সর্ব্বগামী ও অব্যয় নামে অভিহিত হয়েন। অতএব কখন কোন প্রকারে বিষ্ণুভক্ত হইতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই, যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা কখন পরকে তাপ প্রদান করেন না॥

স্কন্দপুরাণের ঐ স্থানেরই কিঞ্চিদগ্রে॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিম্বা যদি অন্ত্যজ জাতি বিষ্ণুভক্তি-যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জানিতে হইবে॥৭৮

যাঁহার শরীর শঙ্খ চক্রে অঙ্কিত, মস্তক তুলসীর মঞ্জরী বিশিষ্ট এবং অঙ্গ গোপীচন্দন লিপ্ত, তিনি যখন দৃষ্টিগোচর হয়েন, তখন আর পাপের শঙ্কা কোথায়॥ ৭৯॥

মহাভারতে রাজধর্ম্মে॥

যিনি সকল ভূতের ঈশ্বর, যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি প্রলয়

ভক্ত্যা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৮০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

শয়নাদুত্থিতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্মধুসূদনং।
কীর্ত্তনাত্তস্য পাপানি নাশমায়ান্ত্যশেষতঃ।

তত্রৈব ॥

যস্যাপ্যনন্তে জগতামধীশে
ভক্তিঃ পরা যাদবদেবদেবে।
তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ
পাত্রং ত্রিলোকে পুরুষপ্রবীর।

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥
শ্রীপ্রহ্লাদ বলিসম্বাদে ॥

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।

বিষ্ণুপ্রতিমেব স্বদর্শনাদিভির্জনস্য সর্ব্বলোকস্য তমাংসি পাপানি অজ্ঞানানি বা ধুন্বন্ নাশয়ন্ অত্র লোকে বৈষ্ণবো যদ্বসতি তৎ স্বার্থং ন কিন্তু পরং কেবলং লোকহিতায়ৈব।

হইতেছে, সেই নারায়ণদেবকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা দুস্তর বিবিধ দুঃখ উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ৮০ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যে ব্যক্তি শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া মধুসূদন নাম কীর্ত্তন করেন, কীর্ত্তনমাত্রেই তাঁহার অশেষ পাপ সকল বিনষ্ট হয় ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অনন্ত, জগদীশ্বর, যাদব দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহা অপেক্ষা অন্য আর উৎকৃষ্ট পাত্র নাই ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিসম্বাদে ॥

হে বলে! যে ব্যক্তি নিত্য প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া বৈষ্ণবদিগের

কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে।

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

স্বদর্শন স্পার্শন পূজনৈঃ কৃতী

তমাংসি বিষ্ণুপ্রতিমেব বৈষ্ণবঃ।

ধুন্বন্ বসত্যত্র জনস্য যন্ন তৎ

স্বার্থং পরং লোকহিতায় দীপবৎ ॥ ৮১ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ॥

শ্রীলোমশবাক্যে ॥

যে ভজন্তি জগদ্যোনিং বাসুদেবং সনাতনং।

ন তেভ্যো বিদ্যতে তীর্থমধিকং রাজসত্তমঃ ॥ ৮২ ॥

যত্র ভাগবতাঃ স্নানং কুর্ব্বন্তি বিমলাশয়াঃ।

অত্র দৃষ্টান্তঃ যথা দীপ ইতি ॥ ৮১ ॥

তেভ্যোঽধিকং শ্রেষ্ঠং ॥ ৮২ ॥

অধিকং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং বিদ্ধি। কুতঃ সর্ব্বেষামেব পাপানাং বিশেষেণ বাসনোন্মূলনেন

কীর্ত্তন করেন, কলিযুগে তাঁহারাই ভাগবত এবং তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ তুল্য ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

বিষ্ণুপ্রতিমার ন্যায় স্বীয় দর্শন, স্পার্শন ও পূজন দ্বারা লোক সকলের তমঃ অর্থাৎ পাপ বা অজ্ঞান নাশ করত পুণ্যবান্ বৈষ্ণব যে এই সংসার মধ্যে বাস করেন, তাহা আত্মার্থ নহে, দীপ তুল্য কেবল পরের হিত নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥ ৮১ ॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীলোমশ বাক্যে ॥

হে রাজসত্তম! যাঁহারা জগদ্যোনি সনাতন বাসুদেবকে ভজনা করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নাই ॥ ৮২ ॥

নির্ম্মলচিত্ত ভগবদ্ভক্তগণ যে স্থানে স্নান করেন, তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা

তত্তীর্থমধিকং বিদ্ধি সর্ব্বপাপবিশোধনং ॥ ৮৩ ॥
যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ।
ন গন্ধৈর্ন তথা তোয়ৈর্ন পুষ্পৈশ্চ মনোহরৈঃ।
সান্নিধ্যং কুরুতে দেবো যত্র সন্তি ন বৈষ্ণবাঃ।
বলিভিশ্চোপবাসৈশ্চ নৃত্যগীতাদিভিস্তথা।
নিত্যমারাধ্যমানোঽপি তত্র বিষ্ণুর্ন তৃপ্যতি ॥ ৮৪ ॥
তস্মাদেতে মহাভাগা বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলাল্লোঁকাংস্তত্তীর্থমধিকং ততঃ ॥ ৮৫ ॥

শোধনং ॥ ৮৩ ॥

বলিভিঃ উপহারৈঃ। যত্র বৈষ্ণবা ন সন্তি তত্র ন তৃপ্যতি ন তুষ্যতি ॥ ৮৪ ॥

তস্মাদেত এব লোকান্ পুনন্তি। ততস্তস্মাদ্ধেতোঃ। তদিত্যব্যয়ম্ ইত্যর্থঃ। যদ্বা তীর্থবিশেষণত্বান্নপুংসকত্বং। বৈষ্ণবা এব পরমং তীর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া জানিবা, কারণ তাহাতে সমস্ত পাপের বিশেষরূপে শোধন হয় ॥ ৮৩ ॥

হে রাজন্! যে স্থানে রাগাদি রহিত বাসুদেবপরায়ণ বৈষ্ণবগণ বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে বিষ্ণু বিদ্যমান, এবিষয়ে সংশয় নাই ॥

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ অবস্থিতি করেন না, সে স্থানে গন্ধ, জল ও মনোহর পুষ্প সমূহ দ্বারা অর্চ্চিত হইলেও বিষ্ণু সন্নিধান করেন না ॥

যে স্থানে বৈষ্ণবগণ না থাকেন, তথায় উপহার, উপবাস ও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা নিত্য আরাধ্যমান হইলেও বিষ্ণু সে স্থানে পরিতৃপ্ত হয়েন না ॥ ৮৪ ॥

এই কারণে এই সকল নিষ্পাপ মহাভাগ বৈষ্ণবগণ সমস্ত লোককে পবিত্র করেন, অতএব বৈষ্ণবগণই পরম তীর্থ ॥ ৮৫ ॥

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ৮৬ ॥
তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
তত্রৈব শ্রীনারদপুণ্ডরীকসম্বাদে ॥
যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তেঽপি যান্তি পরং ধাম নারায়ণপরাশ্রয়াঃ ॥ ৮৮ ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বিষ্ণুতৎপরাঃ।

জাতিসামান্যাৎ নীচজাতিরয়মিতি। যদ্বা যথান্যঃ শূদ্রস্তথায়মপীত্যাদিপ্রকারেণ সমানজাতিতয়া যো বীক্ষতে ॥ ৮৬ ॥

তেন বৈষ্ণবপরিতোষণেনৈব ॥ ৮৭ ॥

নারায়ণ এব পরঃ পরম আশ্রয়ো যেষাং তে। যদ্বা নারায়ণপরা বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়া অপি সন্তঃ ॥ ৮৮ ॥

যদৃচ্ছয়া যথাকথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অস্য স্মৃতঃ ইত্যাদিনান্বয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

বৈষ্ণব যদি শূদ্র অথবা চণ্ডাল কিম্বা শ্বপচ হয়, তথাপি তাঁহাকে জাতিসামান্যরূপে এ নীচজাতি বলিয়া অবলোকন করিবে না, যে ব্যক্তি বৈষ্ণবে জাতিসামান্য দর্শন করে, নিশ্চয় তাহাকে নরক যাইতে হইবে ॥ ৮৬ ॥

অতএব বিষ্ণুর প্রসন্নতা নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগকে পরিতুষ্ট করিবে, তাহাতেই বিষ্ণু সুপ্রসন্ন বদন হইবেন সংশয় নাই ॥ ৮৭ ॥

ঐ ইতিহাসসমুচ্চয়েই শ্রীনারদ ও পুণ্ডরীকসম্বাদে ॥

যে সকল মনুষ্য ক্রূর, দুরাত্মা, সর্ব্বদা পাপপরায়ণ তাহারাও নারায়ণপর বৈষ্ণবদিগের আশ্রিত হইলে পরমপদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে ॥ ৮৮ ॥

বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণ কখন পাপে লিপ্ত হয়েন না, সূর্য্যের ন্যায়

পুনন্তি সকলাল্লোঁকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ।
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যাদ্বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বাল্লোঁকান্ সমুদ্ধরেৎ।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
কিঞ্চ।
স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ।
পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া ॥ ৮৯ ॥
শ্রীব্যাসবাক্যে ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু বিষ্ণুভক্তো ন লিপ্যতে।
যস্য সন্দর্শনাদেব ভস্মীভবতি পাতকং ॥ ৯০ ॥

ন লিপ্যতে প্রমাদাদিনা কথঞ্চিৎ কৃতৈরপি পাপৈঃ। অন্যেষামপি পাতকং সর্ব্বং ভস্মীভবতি সমূলং বিনশ্যতি ॥ ৯০ ॥

উদিত হইয়া সমস্ত লোক পবিত্র করেন ॥

সহস্র জন্মের পরে আমি বাসুদেবের দাস, যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধি উৎপন্না হয়, সেই পুরুষ সমস্ত লোককে উদ্ধার করেন এবং তিনি বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই, আর যে সকল জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বিষ্ণুগত প্রাণ, তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব ॥

আরও ॥

হে দ্বিজোত্তমগণ! বিষ্ণুভক্ত যথা কথঞ্চিৎ চণ্ডাল হইলেও তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার সহিত সম্ভাষা বা তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি পবিত্র করেন ॥ ৮৯ ॥

শ্রীব্যাসবাক্যে ॥

সহস্র জন্মের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রমাদ বশতঃ পাপ আচরিত হইলে বৈষ্ণব ব্যক্তি তাহাতে লিপ্ত হয়েন না, তাঁহার দর্শনমাত্রে অন্য ব্যক্তি সকলের পাপ সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৯০ ॥

শ্রীভগবদ্বাক্যে ॥

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥ ৯১ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ব্রহ্মবাক্যে ॥

সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তরং শতং ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

প্রহ্লাদবলিসম্বাদে ॥

সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥

চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোঽপি বিপ্রো ন মদ্ভক্তশ্চেত্তর্হি ন মে প্রিয়ঃ। শ্বপচোঽপি মদ্ভক্তশ্চেন্মম প্রিয় ইত্যর্থঃ। তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায়ৈব ॥ ৯১ ॥

কুলং কুলানি চ। দুর্লভো বল্লভঃ ॥ ৯২ ॥

শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

বেদচতুষ্টয়যুক্ত ব্রাহ্মণ যদি আমার ভক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তিনি আমার প্রিয় হইতে পারেন না, শ্বপচও যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি আমার প্রিয় হয়, উক্ত প্রকার শ্বপচকেই দান করিবে এবং সেই শ্বপচের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আমি যেমন পূজ্য, সেই শ্বপচও আমার মত পূজনীয় ॥ ৯১ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে ব্রহ্মার বাক্যে ॥

সধবা বা বিধবা যে কোন স্ত্রী বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করে, সে আপনার একশত এক কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ ও বলিসম্বাদে ॥

যে সকল ব্যক্তি মধুসূদনের প্রতি ভক্তি করেন, তাঁহারা বর্ণসঙ্কর জাতি হইলেও পরম পবিত্র, আর যাঁহারা জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না

আদিপুরাণে ॥

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ॥

বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবমিদং জগৎ।
মদ্ভক্তো দুর্ল্লভো যস্য স এব মম দুর্ল্লভঃ॥ ৯২ ॥
তৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়।
জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ং।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা।
অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ং।
অস্মাকং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ং।
মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।

তেষামহং পরিক্রীতস্তৈঃ পরিক্রীতঃ ॥ ৯৩ ॥

করেন, তাঁহারা কুলীন হইলেও ম্লেচ্ছ তুল্য হইয়া থাকেন ॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ॥

হে অর্জ্জুন! বৈষ্ণবদিগকে ভজনা কর, অন্য দেবতাদিগের ভজনা করিও না, বৈষ্ণব সকল সমস্ত দেবগণের সহিত এই জগৎ পবিত্র করেন। যাহার সম্বন্ধে আমার ভক্ত অর্থাৎ প্রিয়, আমারও সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি দুর্ল্লভ অর্থাৎ প্রিয় ॥ ৯২ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমি বারম্বার সত্য করিয়া বলিতেছি ইহার পর আর দুর্ল্লভ কি আছে। ভক্তগণ সমস্ত জগতের গুরু এবং আমি ভক্তদিগের গুরু। আমি যেমন সকলের গুরু, ভক্তগণও সেই প্রকার সকলের গুরু। ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তগণের বান্ধব, ভক্তগণ আমার গুরু, আমি ভক্তদিগের গুরু। হে অর্জ্জুন! আমার ভক্তগণ যে স্থানে গমন করেন, আমিও সেই স্থানে গমন করি। শ্রুতিগণের সহিত মুক্তি সকল ভক্তদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন ॥

ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ।
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।
যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা মদর্থে ত্যক্তবান্ধবাঃ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো ধনঞ্জয়॥ ৯৩॥
এষাং ভক্ষ্যং সুনির্ণীতং শ্রূয়তাং নিশ্চিতং মম।
উচ্ছিষ্টমবশিষ্টঞ্চ ভক্তানাং ভোজনদ্বয়ং॥ ৯৪॥
নামযুক্তজনাঃ কেচিজ্জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ।

সুনির্ণীতং নিশ্চিতমিতি। বাক্যভেদাদপৌনরুক্ত্যং। অবশিষ্টং পুরস্তাদানীতং পাকপাত্রাদৌ স্থিতং॥ ৯৪॥

ভক্ত এব কুটুম্বং তদ্বানিতি। যদ্বা। ভক্তৈঃ কুটুম্বীতি তদেব পালয়িষ্যামীতি যথা স্বকু-

হে পার্থ! যে সকল জন আমাতে ভক্ত, সেই সকল জন আমার ভক্ত নহে, যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত বলিয়া সম্মত।

হে অর্জ্জুন! যে কোন প্রাণী আমাতে ভক্ত হইয়া আমার নিমিত্ত বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের নিকট আমি ক্রীত হইয়াছি, অন্য কেহ আমাকে ক্রয় করিতে পারে না॥ ৯৩॥

এই সকল ভক্ত জনের ভক্ষ্যরূপে যাহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট নিশ্চিতরূপে শ্রবণ কর, ভক্তজনের সম্বন্ধে দুই প্রকার ভোজন বিহিত, উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট অর্থাৎ নিবেদিতের নাম উচ্ছিষ্ট, আর অগ্রভাগ অর্পণ করিয়া যাহা পাক পাত্রে অবস্থিত থাকে তাহার নাম অবশিষ্ট॥ ৯৪॥

জাত্যন্তর সমন্বিত যদি কোন নীচ ব্যক্তি আমার নাম যুক্ত হয়, তাহা হইলে সে যেমন আমার প্রীতি সাধন করিতে পারে, তদ্রূপ

কুর্ব্বন্তি মে যথা প্রীতিং ন তথা বেদপারগাঃ।

বৃহন্নারদীয়ে ॥

মার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

বিষ্ণুর্ভক্তকুটুম্বীতি বদন্তি বিবুধাঃ সদা।

তদেব পালয়িষ্যামি মজ্জনো নানৃতং বদেৎ ॥ ৯৫ ॥

মম জন্ম কুলে যস্য তৎকুলং মোক্ষগামি বৈ।

ময়ি তুষ্টে মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব মে ॥ ৯৬ ॥

ময়ি ভক্তিপরো যস্তু মদ্যাজী মৎকথাপরঃ।

মদ্ধ্যানী স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাং।

মদর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ।

মন্মনাঃ স্বকুলং সর্ব্বং নয়ত্যচ্যুতরূপতাং ॥ ৯৭ ॥

টুম্বমক্কত্যোনাপি পরিপাল্যতে তথা নিজভক্তো ময়া পরিপাল্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

যস্য কুলে মজ্জন্ম তস্য কুলং। যস্যেত্যত্র যস্মিন্নিতি বা পাঠঃ ॥ ৯৬ ॥

অচ্যুতরূপতাং মৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা। নচ্যুতং কথঞ্চিৎ কদাচিদপি ন নিজস্বভাবাৎ ভ্রষ্টং রূপং যেষাং বৈকুণ্ঠবাসিনাং তদ্ভাবমিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

বেদপারগ ব্রাহ্মণও আমার প্রীতি সাধন করিতে পারেন না ॥

বৃহন্নারদপুরাণে মার্কণ্ডেয়ের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥

বিষ্ণুভক্ত কুটুম্বী, দেবগণ সর্ব্বদা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাহাই আমি পালন করিব, আমার জন কখন মিথ্যা বলে না ॥ ৯৫ ॥

ব্রহ্মন্! আমি যাহার কুলে জন্ম গ্রহণ করি, সেই কুল মোক্ষগামী হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সন্তুষ্ট হইলে কি অসাধ্য থাকে তাহা আমাকে বল ॥ ৯৬ ॥

যে ব্যক্তি আমাতে ভক্তি তৎপর, আমাকে পূজা করে, আমার কথায় অনুরক্ত হয় এবং আমার ধ্যান করিয়া থাকে, সে আপনার সমুদায় কুলকে বিষ্ণুর সারূপ্য প্রাপ্তি করায় ॥ ৯৭ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥ ৯৮ ॥
তত্রৈবাদিতিমাহাত্ম্যে ॥
শ্রীসূতোক্তৌ ॥
বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং হরিভক্তিরতাত্মনাং।
হরিধ্যানপরাণাস্তু কঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুং ॥ ৯৯ ॥
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাদ্যা নিত্যং তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥ ১০০ ॥
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ।

ভগবদ্ভক্তা মদ্ভক্তাঃ। যদ্বা। ভগবন্ত ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্তাঃ। যদ্বা। পরমগৌরবেণ ভগবচ্ছব্দপ্রয়োগঃ। ভগবন্তো যে মদ্ভক্তাস্তদ্রূপেণ ॥ ৯৮ ॥

প্রবাধিতুং কথঞ্চিৎ পাপাদৌ জাতেঽপি কাঞ্চিদপি বাধাং বিঘ্নং বা কর্ত্তুং ॥ ৯৯ ॥

দেবাঃ ইন্দ্রাদ্যাঃ হে সত্তমাঃ। যদ্বা। সিদ্ধাদ্যাঃ সত্তমাঃ পরমসাধবঃ। যদ্বা। সত্তমাঃ শ্রীনারদাদয়শ্চ তত্রৈব নিত্যং তিষ্ঠন্তি ॥ ১০০ ॥

সত্তমা হরিভক্তা যত্র ॥ ১০১ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই নিত্য প্রচ্ছন্ন শরীরে আমার ভক্তরূপে সর্ব্বদা লোক সকলকে রক্ষা করিয়া থাকি ॥ ৯৭ ॥

ঐ নারদপুরাণেই অদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতবাক্য ॥

হে বিপ্রগণ! হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মহাত্ম্য শ্রবণ কর, হরিধ্যান পর মানবগণের কোন প্রকারে পাপাদি জন্মিলেও কে বিঘ্ন করিতে সমর্থ হইতে পারে? ॥ ৯৯ ॥

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! যে স্থানে হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি অবস্থিত থাকেন, ব্রহ্মা, হরি, শিব এবং দেবগণ ও সিদ্ধগণও সেই স্থানে নিত্য অবস্থিতি করেন ॥ ১০০ ॥

হরিভক্তগণ যে স্থানে নিমিষ বা নিমিষার্দ্ধকাল অবস্থিতি করেন,

তত্রৈব সর্ব্বশ্রেয়াংসি তত্তীর্থং তত্তপোবনং ॥
তত্রৈবাদিতিং প্রতি শ্রীভগবদুত্তরে ॥
রাগদ্বেষবিহীনা যে মদ্ভক্তা মৎপরায়ণাঃ।
বদন্তি সততং তে মাং গতাসূয়া অদাম্ভিকাঃ।
পরাপকারবিমুখা মদ্ভক্তার্চ্চনতৎপরাঃ।
মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাং ॥ ১০১ ॥
তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ ॥
যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিং ॥ ১০২ ॥
তত্রৈব শ্রীভগবত্তোষপ্রকারপ্রশ্নোত্তরে ॥

অপি শব্দস্য সর্ব্বত্রানুসঙ্গঃ। যতীনামপি বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈরপি ॥ ১০২ ॥

সেই স্থানেই সকল মঙ্গল অবস্থিত হয়েন এবং তাহাই তীর্থ এবং তাহাই তপোবন বলিয়া বিদিত হয় ॥

ঐ নারদপুরাণেই অদিতির প্রতি ভগবানের উত্তরে ॥

যে সকল রাগদ্বেষবিহীন আমার ভক্ত, আমার প্রতি পরায়ণ, তাঁহারাই সর্ব্বদা অসূয়া ও দম্ভপরিহার পূর্ব্বক আমাকে কীর্ত্তন করেন, যাঁহারা পরের অপকার বিমুখ, যাঁহারা আমার ভক্তগণের পূজায় তৎপর এবং যাঁহারা আমার কথা শ্রবণে আসক্ত, তাঁহারাই সর্ব্বদা আমাকে বহন করেন ॥ ১০১ ॥

ঐ নারদপুরাণেই ধ্বজারোপণ মাহাত্ম্যের শ্রীবিষ্ণুদূতের বাক্যে ॥

যাঁহারা সন্ন্যাসী ও বিষ্ণুভক্তদিগের পরিচর্য্যাপরায়ণ, তাঁহারা যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা পাপী হইলেও পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০২ ॥

ঐ নারদপুরাণেই শ্রীভগবত্তোষপ্রকার প্রশ্নোত্তরে ॥

রিপবস্তং ন হিংসন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তং।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং বিষ্ণুপরায়ণং ॥
ভক্তির্দৃঢ়া ভবেদ্যস্য দেবদেবে জনার্দ্দনে।
শ্রেয়াংসি তস্য সিদ্ধ্যন্তি ভক্তিমন্তোঽধিকাস্ততঃ ॥
তত্রৈবাগ্রে ॥
অদ্যাপি চ মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মাদ্যা অপি দেবতাঃ।
প্রভাবং ন বিজানন্তি বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং ॥ ১০৩ ॥
কিঞ্চ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ।
হরিভক্তিপরাণাম্বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ১০৪ ॥
তত্রৈব লুব্ধকোপাখ্যানস্যাদৌ ॥

ন হিংসন্তি হিংসাং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা কুলক্রমাগতবৈরবন্তোঽপি ন দ্বিষন্তি পরমপ্রীতিবিষয়ত্বাৎ। এবমগ্রেঽপুত্বং ॥ ১০৩ ॥
হে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১০৪ ॥

যে মনুষ্য বিষ্ণুপরায়ণ তাঁহাকে শত্রু সকল হিংসা করিতে সমর্থ হয় না, গ্রহগণ পীড়া দিতে পারে না এবং রাক্ষসগণ ভক্ষণ করিতে পারে না ॥

যে ব্যক্তির দেবদেব জনার্দ্দনে দৃঢ়তর ভক্তি আছে, তাঁহার সকল প্রকার মঙ্গল সিদ্ধি হয়, যেহেতু ভক্তিমান্ জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ॥

নারদপুরাণের ঐ প্রকরণের কিঞ্চিৎ অগ্রে ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অদ্যাপিও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মহিমা জানিতে সমর্থ হয়েন নাই ॥ ১০৩ ॥

আরও ॥

হে দ্বিজোত্তমগণ ! হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগেরই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ নামক পুরুষার্থচতুষ্টয় সম্পন্ন হয় সংশয় নাই ॥ ১০৪ ॥

ঐ স্থানেরই লুব্ধকোপাখ্যানের আদিতে ॥

যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতৎপরাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১০৫ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ।
তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যাদৌ ॥
শ্রীসূতবাক্যং ॥
হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌যতঃ।
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।

বিষ্ণুনিরতা ইত্যস্য লক্ষণানি শান্তা ইত্যাদিবিশেষণানি ত্রীণি। তত্রানুগ্রহশব্দেনোপকারঃ দয়াশব্দেন তৎকারণং স্নেহো জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা লোকানুগ্রহঃ লোককর্ত্তৃকস্ববিষয়কোঽনুগ্রহস্তৎপরাস্তদেকাপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতেষু দয়াযুক্তাশ্চ। বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

তেষাং তেভ্যো নমস্করোমি যতঃ তেষাং সঙ্গ্যপি মুক্তিভাক্ জীবন্মুক্ত এবেত্যর্থঃ। অতস্তেষাং বাহ্যাচারো ন কদাপি বিচার্য্যঃ সর্ব্বথাসম্মান এব কার্য্যঃ ইত্যাশয়েনাহ হরিভক্তিপরা বেতি ॥ ১০৬ ॥

যাঁহারা বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ত, শান্ত, লোকানুগ্রহে তৎপর এবং সকল ভূতে দয়াযুক্ত, তাঁহারাই বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন ॥ ১০৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তি বিহীন তাহাদিগকে চণ্ডাল বলা যায়, চণ্ডালও যদি হরিভক্তিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে সে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥

ঐ গ্রন্থেই যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের আদিতে শ্রীসূতবাক্য ॥

যে সকল নরোত্তম হরিভক্তিরসের আস্বাদনে আনন্দিত তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, যে হেতু তাঁহাদের সঙ্গীও মুক্তিভাগী হইয়া থাকে ॥

যাঁহারা হরিভক্তি তৎপর এবং যাঁহারা হরিনামপরায়ণ, তাঁহারা

দুর্ব্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমোনমঃ ॥ ১০৬ ॥
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং।
যস্মান্মুক্তিঃ করস্থৈব যোগিনামপিদুর্ল্লভা ॥ ১০৭ ॥
তত্রৈব কলিপ্রসঙ্গে ॥
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ ॥
অত্যন্তদুর্ল্লভা প্রোক্তা হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে।
হরিভক্তিরতানাং বৈ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥ ১০৮ ॥
বেদবাদরতাঃ সর্ব্বে তথা তীর্থনিষেবিণঃ।

যস্মাদন্যস্যাপি তেষাং প্রসাদান্মুক্তিঃ করস্থা স্বাধীনৈব। যেষামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। যদ্বা স্বাশ্রিতেভ্যো মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করনিহিতেত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥
পাপরূপো বন্ধঃ। যদ্বা পাপেন কথঞ্চিৎ কৃতেনাপি বন্ধঃ ॥ ১০৮ ॥
যতঃ স এবোত্তমঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১০৯ ॥

দুর্ব্বৃত্তই হউন বা সদ্বৃত্তই হউন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার নমস্কার ॥ ১০৬ ॥

বিষ্ণুভক্তিতে অনুরক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, যে হেতু তাঁহাদিগের প্রসাদে অন্য ব্যক্তিরও যোগিদুর্ল্লভা মুক্তি করস্থিতা হয় ॥ ১০৭ ॥

ঐ গ্রন্থেই কলির প্রস্তাবে ॥

সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ঘোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে যে সকল মনুষ্য বাসুদেবপরায়ণ হয়েন, তাঁহারাই কৃতার্থ হইবেন ইহাতে সংশয় নাই ॥

কলিযুগে হরিভক্তি অত্যন্ত দুর্ল্লভা বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহাদিগের পাপরূপ বন্ধন হয় না ॥ ১০৮ ॥

যে সকল ব্যক্তি বেদবাদরত এবং যাঁহারা সর্ব্বতীর্থনিষেবক, তাঁহারা হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সহিত ষোড়শ কলার এক

হরিভক্তিরতৈঃ সার্দ্ধং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
অতএবোক্তং দেবৈস্তত্রৈব ভারতবর্ষপ্রসঙ্গে॥
হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ॥ ১০৯॥
পাদ্মে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসম্বাদে॥
দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ।
পুষ্ণন্তি স্বান্যপত্যানি তথাহমপি পদ্মজ॥ ১১০॥
মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্।
মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ ১১১॥
তত্রৈব মাঘমাহাত্ম্যে॥

পদ্মজ হে ব্রহ্মন্। যথা মৎস্যাদয়ো দর্শনাদিভিঃ ক্রমেণ স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি দর্শনাদিভিঃ সমুচিতৈরেব সর্ব্বৈঃ স্বভক্তান্ পুষ্ণামীত্যর্থঃ॥ ১১০॥

ইত্থং মম সর্ব্বং রূপলীলাদিবৈভবং ভক্তোৎসবার্থমেবেত্যাহ মুহূর্ত্তেনাপীতি॥ ১১১॥

কলাও যোগ্য হইতে পারে না॥

অতএব ঐ গ্রন্থেরই ভারতবর্ষপ্রস্তাবে দেবগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে॥

যে ব্যক্তি হরিকীর্ত্তনশীল বা হরিভক্তদিগের প্রিয় কিম্বা মহৎ জনের সেবাপরায়ণ তিনিই উত্তম ও আমাদিগের বন্দনীয়॥ ১০৯॥

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ ও ব্রহ্মসম্বাদে॥

হে ব্রহ্মন্! যেমন মৎস্য কূর্ম্ম ও পক্ষিগণ দর্শন, ধ্যান এবং সংস্পর্শ দ্বারা স্বীয় স্বীয় অপত্যগণকে পোষণ করে, তাহার ন্যায় আমিও দর্শনাদি দ্বারা স্বীয় ভক্তগণকে পোষণ করিয়া থাকি॥ ১১০॥

যদিচ আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ, তথাপি ভক্তগণের আমোদ নিমিত্ত বিবিধ প্রকার কার্য্য করিয়া থাকি॥ ১১১॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই মাঘমাহাত্ম্যে॥

দেবহূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥
ন যমং যমলোকং ন ন দূতান্ ঘোরদর্শনান্।
পশ্যন্তি বৈষ্ণবা নূনং সত্যং সত্যং ময়োদিতং।
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ং।
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।
বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ।
তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে পঞ্চপুরুষাণামুক্তৌ।
ভব্যানি ভূতানি জনার্দ্দনস্য পরোপকারায় চরন্তি বিশ্বং।

দৈবাৎ পূর্ব্বদুষ্কর্ম্মবশাৎ অকস্মাদ্বা উদ্ভূতং যৎ পাপং তদ্বতাং। পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ। অতএব দীনানাং জনানাং সন্ত এব প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। যদ্বা। সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠারূপা এব যথা

দেবহূত বিকুণ্ডলসম্বাদে ॥

আমি নিশ্চয়রূপে বারম্বার সত্য করিয়া বলিতেছি, বৈষ্ণবগণ যম বা যমলোক কিম্বা ঘোরদর্শন যমদূতদিগকে অবলোকন করেন না ॥

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে শ্বপাক তুল্যও নিরীক্ষণ করিবে না, বৈষ্ণব অন্ত্যজ জাতি হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন ॥

ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়েন না, তাঁহারা ভাগবত বলিয়া সম্মত, যাহারা জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি করে না, সকল বর্ণের মধ্যে তাহারাই শূদ্র ॥

হে বৈশ্য! যাঁহারা বিষ্ণুভক্তের দাস এবং যাঁহারা বৈষ্ণবের অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারাও নিরাকুল হইয়া যজ্ঞভোক্তাদিগের গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥

তথা ॥

সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দৈবাদুদ্ভূতপাপ্মনাং।
আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১১২ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসংবাদে।

ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১১৩ ॥
ন দাস্যং বৈ পরেশস্য বন্ধনং পরিকীর্ত্তিতং।
সর্ব্ববন্ধননির্মুক্তা হরিদাসা নিরাময়াঃ ॥ ১১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে ॥
শ্রীচিত্রগুপ্তোক্তৌ ॥

প্রতিমাদীনাং প্রতিষ্ঠৈয়েব শোধনং পূজ্যত্বাদিকঞ্চ সম্পাদ্যতে তথা সন্ত এব তেষাং তদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

কর্ম্মণা বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি কর্ম্মবন্ধনং। অনুচরত্বং। দাস্যং। হি যস্তঃ ॥ ১১৩ ॥

বন্ধনং সংসারবন্ধাপাদকং। নিরাময়া নির্দ্দোষাঃ ॥ ১১৪ ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই বৈশাখমাহাত্ম্যে পঞ্চপুরুষদিগের উক্তিতে ॥

জনার্দ্দনের ভব্য ভূতগণ অর্থাৎ ভক্ত সকল পরোপকার নিমিত্ত সংসার মধ্যে বিচরণ করেন ॥

পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন উদ্ভূত পাপ বিশিষ্ট দীন ব্যক্তিদিগের সাধুগণই আশ্রয়, সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পীড়িত ব্যক্তিদিগের পীড়া নাশ করেন॥১১২

ঐপদ্মপুরাণেরই উত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসম্বাদে ॥

বৈষ্ণবদিগের কর্ম্মবন্ধন নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ হয় না, পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর দাস্যকেই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১১৩ ॥

পরমেশ বিষ্ণুর দাস্য কখন সংসার বন্ধন উৎপাদন করে না, নির্দ্দোষ হরিদাস সকল সর্ব্ব প্রকার বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হয়েন ॥ ১১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমীব্রতমাহাত্ম্যে শ্রীচিত্রগুপ্তের বাক্যে ॥

দর্শনস্পর্শনালাপ সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশং।
ত্যক্তসর্ব্বকুলাচারো মহাপাতকবানপি।
বিষ্ণোর্ভক্তং সমাশ্রিত্য নরো নার্হতি যাতনাং।
বাশিষ্ঠে ॥
যস্মিন্ দেশে মরৌ তজ্জ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ১১৫ ॥
সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তে ॥ ১১৬ ॥
গারুড়ে ॥

তং ভগবন্তং জানাতীতি তজ্জ্ঞঃ। দিবসমেকদিনমপি ॥ ১১৫ ॥

তেষাং যাঃ স্বৈরকথাঃ অন্যোন্যং স্বচ্ছন্দবার্ত্তাস্তা অপি তে তব। ত এব বা উপদেশ-বিশেষণত্বেন পুংস্তং উপদেশা ভবিষ্যন্তি ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ দর্শন, স্পর্শন, আলাপ এবং সহবাস প্রভৃতি দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে সাক্ষাৎ চণ্ডালকে পবিত্র করেন ॥

যে মনুষ্য সমস্ত কুলাচার ত্যাগ করিয়াছে এবং সমুদায় মহাপাতক বিশিষ্ট হইয়াছে, সেও যদি বিষ্ণুভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে কখনও যাতনা ভোগ করিবে না ॥

বাশিষ্ঠে ॥

যে মরুদেশে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ, সফল শীতল ছায়া বিশিষ্ট সজ্জন বৃক্ষ নাই, সে স্থানে এক দিনও বাস করিবে না ॥ ১১৫ ॥

সর্ব্বদা সাধুদিগের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য, যদিচ তাঁহারা উপদেশ না করুন, তথাপি তাঁহারা যে পরস্পর স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিবেন, তাহাই তাঁহাদিগের উপদেশ হইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎ কোট্যাদ্বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদং ॥ ১১৭ ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ১১৮ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

মদ্ভক্তেরবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ অপীতি। অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরো যদি পৃথক্ত্বেন দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং শ্রীদেবকীনন্দনং ভজতি মদ্ভজনে মতিং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ। শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ১১৮ ॥

নন্বু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধু মন্তব্যঃ তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ধর্ম্মস্বরূপো বা প্রাপ্নোতি ভবতি। যদ্বা। ভগবদ্ভক্তলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য আত্মা প্রবর্ত্তকো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপশান্তিং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈবং মন্যেরন্নিতি শোকব্যাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি। হে কৌন্তেয় পটহকোলাহলাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা

সহস্র যাজ্ঞিক হইতে এক সর্ব্ববেদান্তপরাগশ্রেষ্ঠ, কোটি সর্ব্ববেদান্তবেত্তা হইতে এক বিষ্ণুভক্ত প্রধান, সহস্র বৈষ্ণব হইতে এক একান্ত বৈষ্ণব উত্তম, যে সকল পুরুষ একান্ত তাঁহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১৭ ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক হইতে ॥

যদ্যপি কোন সুদুরাচার ব্যক্তিও অনন্য ভক্ত হইয়া আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও উপযুক্ত অধ্যবসায়শালী ও সাধু বলিয়া মান্য হইবে ॥ ১১৮ ॥

এবং তিনি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইবেন ও নিত্য শান্তি লাভ করিতে

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ১১৯ ॥
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ॥ ১২০ ॥
কিঞ্চ তত্রৈব ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু কথং মে পরমেশ্বরস্য। যদ্বা মে পরমেশ্বরভক্তস্যাপি ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে প্রৌঢ়িবাদবিজৃম্ভবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ১১৯ ॥

আচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং। যতো মদ্ভক্তির্যথা কথঞ্চিৎ যদাশ্রয়াপি বা দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ। মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চাধ্যয়নাদিরহিতাঃ তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য। যদ্বা বিধিত্যাগাদিনাং বিরূপতয়া অপকর্ষেণাপি যথাকথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রং কৃত্বাপি পরাং গতিং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং যান্তি লভন্তে। হি নিশ্চিতং যদৈবং তদা সজ্জাতয়ঃ সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরা গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিমিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চৈতে ঋষয়শ্চ এবম্ভূতাঃ ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

যুক্ততমঃ সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

থাকিবেন, হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ১১৯ ॥

হে পার্থ! যাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা যদি নীচ জাতি অথবা স্ত্রী কিম্বা বৈশ্য অথবা শূদ্র হয়, তাহা হইলেও তাহারা পরম গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে পুণ্যজন্মা ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয়বংশোৎপন্ন ভক্তের পক্ষে সংশয় কি? ॥ ১২০ ॥

আরও ঐ ভগবদ্গীতার ৬ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে ॥

অপর সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যিনি আমাতে অর্থাৎ

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ১২১ ॥
শ্রীভাগবতস্য প্রথমস্কন্ধে শ্রীপরীক্ষিত উক্তৌ।
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ।
তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবিদুরস্য ॥
শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দপাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাং॥ ১২২ ॥

যেষাং ভবাদৃশাং সংস্মরণাদপি সংশব্দস্তস্যৈব স্বতঃ সম্যক্ত্বাভিপ্রায়েণ ইবদর্থে বা। পুংসামিতি অবিশেষেণাখিলজনানামেবেত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সম্ভাষণাদীনি। সুচিরং শ্রমো যস্মিন্ তস্য পুংসাং শ্রুতস্য শাস্ত্রাভ্যাসস্য অয়মেব অর্থঃ ফলং। নন্থ নিশ্চিতং অঞ্জসা সুখেন ঈড়িতঃ স্তুতস্তমেবাহ মুকুন্দপাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষ্বস্তি তেষাং গুণানুস্মরণমিতি। অঞ্জসেত্যস্যাত্রৈবান্বয়ঃ ॥ ১২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপ আমার পদারবিন্দে অন্তরাত্মা সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তিনি আমার নিকট সকল যোগি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১২১ ॥

প্রথমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে
পরীক্ষিতের বাক্য যথা ॥

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন, প্রভো! আপনাদিগের স্মরণমাত্রে লোক সকলের গৃহ সদ্যঃ পবিত্র হয়, দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্রিত হইবে না, তাহার কথা কি ? ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে বিদুরের উক্তিতে ॥

হে মুনে! যাঁহাদের হৃদয় মধ্যে ভগবান্ মুকুন্দের পদারবিন্দ দেদীপ্যমান, তাঁহাদের যে গুণানুবাদ শ্রবণ, তাহাই পুরুষ সকলের চিরকালের শ্রমোপার্জিত শ্রবণাদির অর্থ এবং পণ্ডিতেরা তাহারই যথার্থরূপে স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১২২ ॥

দেবহূতিং প্রতি কপিলদেবস্য ॥

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে

নংক্ষ্যন্তি নো মে নিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ

হে শান্তরূপে। কদাচিদপি ন নংক্ষ্যন্তি ভোগহীনা ন ভবন্তি। তত্র হেতুঃ। অনিমিষো মে হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং ন লেঢ়ি ন তান্ গ্রসতি। যদ্বা জিহ্বাগ্রেণাপি ন স্পৃশতি। তত্রৈব হেতুর্যেষামিতি। সুত ইব স্নেহবিষয়ঃ সখেব বিশ্বাসাস্পদং। গুরুরিবোপদেষ্টা। সুহৃদিব হিতকারী। ইষ্টং দৈবমিব পূজ্যং। এবং সর্ব্বভাবেন যে মাং ভজন্তি তান্ মদীয়ং কালচক্রং ন গ্রসতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন নংক্ষ্যন্তি বিচিত্রবিষয়াদিভোগেহপি নিজমার্গান্ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা মদাদৃশ্যা ন ভবন্তি। অতঃ কালচক্রং জিহ্বয়া লেঢ়ুং কথঞ্চিৎ স্প্রষ্টুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। চকারোঽত্র বিকল্পে তেষামেকতরত্বেনৈব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। যদ্বা যেষাং সাক্ষাৎ প্রিয়াদিরূপোঽপ্যহং ভবামি। তত্র প্রিয়ঃ উপকারাদিনা প্রীতিবিষয়ঃ। আত্মা স্বভাবত এব প্রিয়ঃ। সুহৃদঃ সর্ব্বজ্ঞাতয়ঃ সম্বন্ধিনশ্চ। ইষ্টং দৈবং আত্মপ্রদো নাগঃ। এষাং দুর্ঘটত্বং যথোত্তরমূহ্যং। যথা প্রিয়ো ভর্ত্তা দণ্ডকারণ্যবাসি মুনীনাং গোপীজনানাঞ্চ

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি

শ্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥

হে শান্তরূপে! আমার ভক্তিযোগে মুক্ত পুরুষ বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, ইহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোকস্থিত ভোক্তা ও ভোগ্য সকলের কাল বশত ক্ষয় হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, কোনকালে তাহাদের ভোগ্যবস্তু বিহীন হয় না এবং আমার অনিমিষ কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না, ফলত আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহভাজন, সখা তুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরু সদৃশ উপদেষ্টা, সুহৃৎ সম হিতকারী, ইষ্টদেবের তুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করে, মদীয়

সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥ ১২৩ ॥

চতুর্থে শ্রীধ্রুবস্য ॥

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ ১২৪ ॥

শ্রীরুদ্রস্য ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

আত্মা স্বয়মেবাহং। এবমত্র ভক্তমাহাত্ম্যবর্ণনরসেন ক্রমো নাপেক্ষিতঃ ॥ ১২৩ ॥

তনুভৃতামবিশেষেণ সর্ব্বেষামেব জীবানাং। অপ্যর্থে বাশব্দঃ ভবজ্জনানাং কথায়াঃ শ্রবণেনাপি। যদ্বা। বিকল্প এব। ততশ্চ পাদপদ্মধ্যানেন সহ বৈষ্ণবকথাশ্রবণস্য সাম্যতো মাহাত্ম্যবিশেষ উক্তো ভবতি। স্বমহিমনি নিজানন্দরূপে। যদ্বা। স্বঃ অসাধারণঃ অস্মানন্দাদ্যপেক্ষয়া বিশিষ্টো মহিমা যস্য তস্মিন্নপি মাভূৎ ন ভবেদিত্যর্থঃ। অন্তকস্য অসিনা কালেন লুলিতাৎ খণ্ডিতাৎ বিমানাৎ পততাং সা নাস্তীতি কিমু বক্তব্যং ॥ ১২৪ ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ পুমান্ বহুভির্জন্মভির্বিরিঞ্চিতাং প্রাপ্নোতি। ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন

কাল চক্র তাহাদিগকে কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয়? ॥ ১২৩ ॥

চতুর্থস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীধ্রুবের বাক্য ॥

হে নাথ! আপনকার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা ভক্তজনের কথা শ্রবণে দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নির্ব্বৃতি হয়, আত্মানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে সুখ লভ্য হয় না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কাল-রূপ অসি দ্বারা কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি? অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐরূপ নির্ব্বৃতি লাভ সম্ভবনা নাই ইহা বলা বাহুল্যমাত্র ॥ ১২৪ ॥

চতুর্থস্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে শ্রীরুদ্রের বাক্য যথা—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ বহু জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর আমাকে

বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাং।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ১২৫ ॥

পঞ্চমে শ্রীজড়ভরতস্য ॥

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নাপি জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকাৎ ॥ ১২৬ ॥

মামেতি। ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে ভাগবতত্বানন্তরং বা অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদমেতি। যথা রুদ্রো ভূত্বা অধিকারিকবদ্বর্ত্তমানাঃ বিবুধাশ্চ দেবা আধিকারিকাঃ। কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সত্যোষ্যন্তি। যদ্বা। কলাত্যয়ে প্রকৃত্যতিক্রমে ॥ ১২৫ ॥

হে রহূগণ এতৎ শ্রীবাসুদেবরূপং যস্তু তপসা পুরুষো ন জাতি। ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা। নির্বপণাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন। গৃহাদ্বা তন্নিমিত্ত পরোপকারেণ। ছন্দসা বেদাভ্যাসেন জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈরপি। অভিষেকশব্দেন মহৎপাদরজসঃ সর্ব্বতীর্থময়ত্বং সূচ্যতে ॥১২৬॥

পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব পদ লাভ হয়, ইহার প্রমাণ দেখ, এই আমি রুদ্র হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্ত্তমান আছি এবং এই দেবতারা অধিকৃত হইয়া আছেন, কিন্তু যখন আমাদের অধিকারের শেষ হইবে তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ১২৫ ॥

পঞ্চমস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে
শ্রীভরতের বাক্য যথা—

অহে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান মহাপুরুষদিগের চরণরজের অভিষেক ব্যতিরেকে, তপস্যা বা বৈদিক কর্ম্ম কিম্বা অন্নাদি সম্বিভাগ অথবা গ্রহস্থ ধর্ম্মার্থ পরোপকার কিম্বা বেদাভ্যাস অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা, কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১২৬ ॥

ষষ্ঠে শ্রীপরীক্ষিতঃ॥

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥ ১২৭॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিদ্ধ্যতি॥ ১২৮॥

পার্থিবৈ রজোভিঃ পরমাণুভিঃ সমাঃ সংখ্যাতা অনন্তা ইত্যর্থঃ। জন্তবো জীবাঃ তেষাং মধ্যে যে কেচন কতিপয়ে শ্রেয়ো ধর্ম্মমীহন্তে কুর্ব্বন্তি॥ ১২৭॥

মুচ্যেত গৃহাদি সঙ্গান্মুচ্যতে। সিদ্ধ্যতি তত্ত্বং জানাতি। যদ্বা। মুচ্যেত সংসারান্মুক্তো ভবেৎ। তস্মিন্নপি কশ্চিদেব সিদ্ধ্যতি স্বস্বরূপানুভবরূপমানন্দাংশং প্রাপ্নোতি। এবং মুক্তেঃ সকাশাৎ নির্ব্বিশেষঃ সিদ্ধঃ। যদ্বা মুচ্যেত জীবন্মুক্তো ভবেৎ। সিদ্ধ্যতি ভগবতি পরমানন্দসমুদ্রে লীয়তে। এবং জীবন্মুক্তত্বে স্বরূপানুভবরূপানন্দাংশমাত্রানুভবাৎ সিদ্ধত্বে চানন্দবিশেষানুভবেন পূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সিদ্ধমেব। ভগবল্লয়ত্বেঽপি পৃথক্ স্থিত্যভিপ্রায়েণোত্তরশ্লোকে সিদ্ধানামিতি বহুত্বং। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্ নিরূপিত মেবাস্তি॥১২৮

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোক হইতে ৪ শ্লোক পর্য্যন্ত
শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য যথা—

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই পৃথিবীতে অনন্ত জীব আছে, তাহাদের সংখ্যা পার্থিব রজঃ অর্থাৎ পৃথিবীস্থ পরমাণু তুল্য অশেষ। কিন্তু ঐরূপ অসংখ্য জীব মধ্যে কতিপয়মাত্র মনুষ্যাদি শ্রেয়ঃসাধন অর্থাৎ স্বধর্ম্মাচরণ করে॥ ১২৭॥

হে দ্বিজোত্তম! ঐ মনুজাদি সকলেও মুমুক্ষু হয় না, তাহাদের মধ্যে প্রায় অল্প ব্যক্তিই মুক্ত্যর্থ অভিলাষ করেন, ঐরূপ মুমুক্ষু জীব সকলই যে সিদ্ধ হয়েন এমত নহে,সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ কোন ব্যক্তি গৃহাদি সঙ্গ ত্যাগী ও তত্ত্বজ্ঞ হয়েন॥ ১২৮॥

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥ ১২৯ ॥
শ্রীশিবস্য ॥
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ১৩০ ॥
সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদস্য ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।

মুক্তানামপি সিদ্ধানামপি কোটিষ্বপি মধ্যে সুদুর্ল্লভঃ পরমদুষ্প্রাপ্যঃ এবং পরমদৌর্লভ্যোনাস্যাত্যন্তশ্রেষ্ঠতমত্বমুক্তং। প্রশান্তাত্মেতি স্বরূপমাত্রনির্দ্দেশঃ। তস্যৈব মুখ্যতমত্বং সংপূর্ণপ্রশান্তত্বাৎ। হে মহামুনে ইতি এতচ্চ ত্বমেব সম্যগ্‌জানাসি নান্যঃ। যদ্বা। ত্বমেবৈকঃ এতাদৃশঃ নান্য ইতি ভাবঃ ॥ ১২৯ ॥

কুতশ্চন কস্মাচ্চিদপি দেবাদেঃ শাপাদের্ব্বা সকাশান্ন ভয়ং প্রাপ্নুবন্তি। যতঃ স্বর্গাদিষ্বপি তুল্যোঽর্থঃ প্রয়োজনমিতি দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা ন চান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্ত্যপীতি ভাবঃ ॥ ১৩০ ॥

নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানানাং ভগবৎপ্রীত্যা ত্যক্তাশেষপরিগ্রহাণাং বা অতএব মহত্তমানাং পাদরজোভিষেকং যাবন্ন বৃণীত প্রীত্যা ন ভজেৎ তাবৎ শ্রুতিবাক্যাদিনা

অপর যে সকল পুরুষ ঐরূপ মুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের কোটির মধ্যে আবার নারায়ণপর ও প্রান্তাত্মা অতি দুর্ল্লভ অর্থাৎ তদ্রূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১২৯ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীশিবের বাক্য যথা—

শ্রীশিব শঙ্করীকে কহিলেন, হে প্রিয়তমে! যে সকল ব্যক্তি নারায়ণপর, তাঁহারা কাহা হইতেও ভয় পায় না। স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) ও নরক এই তিনে তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১৩০ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে প্রহ্লাদের বাক্য যথা—

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পিতঃ! যদিও এক বিষ্ণুই সর্ব্ব প্রাণিতে গূঢ় এবং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী সত্য, তথা বিষয়াভিমান

মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥১৩১

কিঞ্চ॥

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচম্বরিষ্ঠং।

জ্ঞাতমপি এষাং দুরাশয়ানাং মতিঃ উরুক্রমস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি ন প্রাপ্নোতি। অসম্ভাবনাদিভির্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য সংসারস্যাপগমো যস্যা অঙ্ঘ্রি-স্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং মহদনুগ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ঃ নাপি মোক্ষস্তেষামিত্যর্থঃ। যদ্বা অনর্থস্য অর্থতয়া ভাসমানস্য বিচারেণানর্থরূপস্য। যদ্বা বেদান্তাদৌ ন বিদ্যতেঽর্থো যস্মাৎ তস্য মোক্ষস্যাপগমো যস্য পাদরজোঽভিষেকস্যার্থঃ। ভগবদ্ভক্তকৃপাবিশেষমন্তরেণ ন মোক্ষেচ্ছানিবৃত্তিঃ ন চ তাং বিনা মতের্ভগবচ্চরণারবিন্দস্পর্শনমপীতি॥ ১৩১॥

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃ শ্রুতৌজস্তেজঃ প্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ। ইতি পূর্ব্বোক্তা যে ধনাদয়ঃ দ্বিষট্ দ্বাদশ গুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। যদ্বা উদ্যমপর্ব্বণি সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্ম্মাদয়ো গুণাঃ দ্রষ্টব্যাঃ। তথাহি। ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি। কথম্ভূতাৎ বিপ্রাৎ অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দতো বিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং তস্মিন্ অরবিন্দনাভপাদারবিন্দে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং। ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে

শূন্য মহত্তম পুরুষদিগের পদধূলি দ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ বেদবাক্য দ্বারা ঐরূপ বিষ্ণু জ্ঞাত হইলেও গৃহাসক্ত পুরুষদের মতি তাঁহার চরণ প্রাপ্ত হইতে পারে না, বরং অসম্ভাবনাদি দ্বারা ব্যাহত হয়, পরন্তু এ প্রকার ভগবৎপদারবিন্দ প্রাপ্ত হইতে পারিলেই সংসার দূরীভূত হয়॥ ১৩১॥

আরও সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে প্রভো! আমার বোধ হয়, উল্লিখিত দ্বাদশ-গুণভূষিত যে বিপ্র তিনিও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের পদারবিন্দে বিমুখ হন, তবে তাঁহা অপেক্ষা সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যাহার মনঃ, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানেই অর্পিত। কারণ ঐ প্রকার চণ্ডাল

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স্বকুলং নতু ভূরিমানঃ ॥ ১৩২ ॥
অষ্টমে, শ্রীগজেন্দ্রস্য ॥
একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।

হেতুঃ সঃ এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি। ভূরির্মানো গর্ব্বো যস্য সতু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি কুতঃ কুলং। যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি অতো হীন ইতি ভাবঃ। যদ্বা তাদৃশাৎ বিপ্রাৎ শ্বপচমেবাহং মন্যে আদ্রিয়ে। ভগবদ্বিমুখত্বেন বিপ্রস্য শ্বপচতোঽপ্যধমত্বং। শ্বপচস্য চ জাত্যাদিস্বভাবেন ভগবজ্জ্ঞানাদ্যসম্ভবাৎ কেবলং ভগবত্যাভিমুখ্যাভাবো নতু বৈমুখ্যং অতস্তস্মাদপ্যয়মেব সাধুঃ। অতএব তং মন্যে ইতি। তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং সন্তং বরিষ্ঠং সর্ব্বোৎকৃষ্টং মন্যে। তত্র হেতুঃ পুনাতীতি। যদ্বা। আদিতো বিপ্রস্য সন্ধ্যোপাসনাদৌ স্বত এব নিত্যং ভগবদাভিমুখ্যমস্ত্যেব। পশ্চাচ্ছাধ্যয়নাদিনা তাদৃশ দ্বাদশগুণাঃ সম্পন্নাঃ। অতোঽধুনাভিমুখ্যবিশেষস্তাবদ্দূরেঽস্তু অথচ অহমেব সত্যং পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ মত্তোঽন্যচ্চ দৃষ্টশ্রুতং সর্ব্বং মন্মায়াকল্পিতং মষ্যধ্যস্তমেবেত্যাদি মিথ্যাভিমানেন ভগবৎপাদারবিন্দাৎ বৈমুখ্যং গতাদিতি অন্যৎ সমানং ॥ ১৩২ ॥

ভগবৎপ্রপন্না যে একান্তিনঃ। ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে যে একান্তভক্তা ইত্যর্থঃ। যদ্বা ভগবদ্ভির্ব্রহ্মাদিভির্মুক্তৈর্বা প্রপন্না আশ্রিতা অতএব তে তস্য ভগবতশ্চরিতং গায়ন্তঃ সন্তস্তত এব আনন্দরসসমুদ্রমগ্নাঃ সন্তঃ যস্য অর্থং ঐশ্বর্য্যাদিকং। যদ্বা যস্যেতি যস্মাৎ

সকল কুল পবিত্র করিতে পারে, ভূরি গর্ব্বান্বিত উক্ত রূপ ব্রাহ্মণও আপনার আত্মা পবিত্র করিতে পারেন না, কুল কি প্রকারে পবিত্র করিবেন! ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্ব্বার্থই হয়, আত্মশোধনার্থ হয় না, সুতরাং সে চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ॥ ১৩২ ॥

অষ্টমস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে
শ্রীগজেন্দ্রের বাক্য যথা ॥

আমার ভক্তিসুখে পরিজ্ঞান নাই, একারণ আমি এতাবন্মাত্র প্রার্থনা করিলাম, যাঁহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত, মুক্তপুরুষদিগের সেবা

অত্যদ্ভুতং যচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥ ১৩৩ ॥
নবমে শ্রীভগবতঃ ॥
অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥ ১৩৫ ॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তান্ প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং।

কঞ্চনার্থং মোক্ষাদিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি ন বাঞ্ছন্তি। কুতঃ সুমঙ্গলং পরমসুখাত্মকং অত্যদ্ভুতঞ্চ অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যমিতি। এবমেকান্তিনাং মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চোক্তং ॥ ১৩৩ ॥

কথম্ভুতৈঃ সাধুভির্ভক্তৈঃ নতু কর্ম্মাদিপরৈঃ এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ১৩৪ ॥

নাশাসে ন স্পৃহয়ামি নাপেক্ষা বা। আত্যন্তিকীং মদেকনিষ্ঠাং ॥ ১৩৫ ॥

দারাদীন্ বিত্তঞ্চ ধনং নৃণামিতি ভগবদুক্তেঃ। ইমং পরঞ্চ লোকং হিত্বা উপেক্ষ্য ॥১৩৬।

করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন, অতএব কেবল অদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্র গান করিয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন থাকেন,তাঁহারা কোন বাঞ্ছাই করেন না ॥১৩৩

নবমস্কন্ধের ৪ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোক হইতে
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, অহে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য, ভক্তজন আমার প্রিয়, এপ্রযুক্ত সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছে ॥ ১৩৪ ॥

হে মুনিবর! যে সকল মানবদের আমিই পরমা গতি সেই সমস্ত সাধু ভক্তজন ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভাল বাসি না ॥ ১৩৫ ॥

ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন,

হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তু মুৎসহে ॥ ১৩৬ ॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ১৩৭ ॥

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং।

মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীদুর্ব্বাসসঃ ॥

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাং।

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়ত্বাদেব সমদর্শিনঃ। স্বর্গনরকাদিষু তুল্যদৃষ্টয়ঃ। তদুক্তমেব শ্রীরুদ্রেণ। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিন ইতি ॥ ১৩৭ ॥

অতঃ মম হৃদয়ং অন্তরঙ্গং সারবস্তু বা। অহঞ্চ তেভ্যোঽন্যৎ মনাগপি ন জানে। এবং তৈর্মম হৃদয়াক্রমণাৎ তেষামধীন এবাহং ন স্বতন্ত্র ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৮ ॥

সাত্বতাং সাত্বতানাং ঋষভঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ ভগবান্ পরমস্বতন্ত্রোঽপি হরির্যথাকথঞ্চিৎ স্মৃতোঽপি সংসারদুঃখাপহারকঃ যৈঃ সংগৃহীতঃ ভক্ত্যা বশীকৃতস্তেষাং সাধূনাং অতএব মহাত্মনাং কোঽর্থো দুষ্করঃ দুস্ত্যজো বা অতো ব্রহ্মাদিদুষ্করমৎপ্রাণরক্ষণাদিকং মন্মহাপরাধ-

আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি ? ॥ ১৩৬ ॥

অহে সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুপুরুষেরা! আমার প্রতি স্ব স্ব হৃদয় বন্ধন করিয়া যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎ পতিকে বশীভূত করে, তাহার ন্যায় আমাকে স্ব স্ব বশতাপন্ন করিয়াছে ॥ ১৩৭ ॥

অপর যে সকল পুরুষ আমাতে স্ব স্ব হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগের হৃদয় অবগত আছি, তাহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ব্যতীত কিছুমাত্র জানি না ॥ ১৩৮

নবমস্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে

শ্রীদুর্ব্বাসার বাক্য যথা ॥

দুর্ব্বাসা কহিলেন, যে সকল ব্যক্তি সাত্বতপতি ভগবান্ হরিকে

যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥ ১৩৯ ॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ১৪০ ॥
দশমে দেবস্তুতৌ ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচি-

ক্ষমাদিকঞ্চ যুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৩৯ ॥

নির্ম্মলঃ অবিদ্যাসম্বন্ধমলরহিতঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ। দাসানাং সেবাপরাণাং সর্ব্বথা ভক্তি-পরাণাম্বা ॥ ১৪০ ॥

মাধব হে শ্রীমধুবংশসমুদ্রচন্দ্র। স্বর্থে তথা শব্দঃ। যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ। ইত্যাদিনোক্তেভ্যোঽভক্তেভ্যো ভিন্নক্রমাপেক্ষয়া তাবকাস্ত্বদীয়াস্তু ক্বচিৎ কদাচিদপি মার্গাৎ সাধনাদপি ন ভ্রশ্যন্তি ন স্খলন্তি কিমুত প্রাপ্তপরমপদাৎ। যদ্বা। মৃগ্যতে ইতি মার্গং শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলং তস্মাদপি ন ভ্রশ্যন্তি কিমুত ভক্তিমার্গাৎ। কুতঃ ত্বয়ি বদ্ধং দৃঢ়তয়া যোজিতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে। অত্র বদ্ধশব্দেনেবং সূচ্যতে। যথা দৃঢ় রজ্জ্বা মহাবৃক্ষে দৃঢ়ং বদ্ধা নৌ র্নদীবেগাদিনা স্বস্থানাচ্চ্যাবয়িতুং ন শক্যেত তথা প্রেমবিশেষেণ ভগবচ্চরণাব্জ-নিবদ্ধাত্মনামাপৎস্বপি কথঞ্চিৎ নিজসাধ্যসাধনতঃ স্খলনং ন স্যাদিতি তথেত্যস্য বদ্ধসৌহৃদা ইত্যনেন বা সম্বন্ধঃ। তেনানির্ব্বচনীয় প্রকারেণেত্যর্থঃ। অতএব বিনায়কা বিঘ্নহেতব-স্তেষামনীকানি স্তোমাঃ সৈন্যানি বা তানি পান্তি যে তন্মুখ্যাস্তেষাং মূর্দ্ধসু বিচরন্তি বিঘ্নান্ জয়ন্তীত্যর্থঃ। যতঃ ত্বয়া অভিতো গুপ্তা রক্ষিতাঃ অতএব নির্ভয়াঃ কুতশ্চিদপি শঙ্কারহিতাঃ সন্তঃ। অত্রচ মূর্দ্ধসু বিচরন্তীত্যনেনৈবং সূচ্যতে। অত্যুচ্চপদারোহণার্থং যথা নিঃশ্রেণিকা-

সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা সাধুপুরুষের দুষ্কর অথবা দুস্ত্যজ কি আছে? ॥ ১৩৯ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয়, তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে? ॥ ১৪০ ॥

১০ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে দেবকৃত স্তবে যথা—

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ কহিলেন, হে মাধব! যে সকল ব্যক্তি আপন-কার ভক্ত, আপনাতেই সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন তাঁহাদের ঐ

ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ১৪১ ॥
শ্রীবাদরায়ণেঃ ॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৪২ ॥
শ্রীভগবতঃ ॥

পেক্ষাতে তথা ভাগবতানাং ভগবৎপদারোহণার্থং বিঘ্না এব নিঃশ্রেণিকা ভবেয়ুঃ। বিঘ্নেষু জাতেষু ভগবৎস্মরণাদভিনিবেশবিশেষোৎপত্তেঃ। বিঘ্ন জয়ে চ ভগবদ্বাৎসল্যবিশেষানুসন্ধানাদিনা ভক্তিবিশেষসম্পত্তেশ্চেতি দিক্। তাবকা মার্গান্ন ভ্রশ্যন্তি ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাস্ত ত্বয়াভিগুপ্তামূর্দ্ধসু বিচরন্তীতি বাক্যদ্বয়ং। অস্মাকমুপরি বিচরন্তি হে বিনায়কানীকপ গরুড়স্তোমপতে। অন্যৎ সমানং ॥ ১৪১ ॥

গোপিকাসুতোঽয়ং ভগবান্ শ্রীদামোদরঃ দেহিনাং দেহাভিমানিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ নিবৃত্তাভিমানিনাং অতএব আত্মভূতানাং স্বরূপং প্রাপ্তানামাত্মারামাণামিত্যর্থঃ। অতএব ন সুখাপঃ ন সুলভঃ। যদ্বা। ভক্তিমতাং বিশেষণং আত্মভূতানামিতি। আত্মস্বরূপাণাং ভগবতঃ পরমপ্রিয়তমানামিত্যর্থঃ। অতএব সুখাপঃ ॥ ১৪২ ॥

রূপ দুর্গতি হয় না। তাঁহারা আপনা কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের অধিপতিদিগের মস্তকোপরি ভ্রমণ করিয়া বেড়ান অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন জয় করেন। অথবা তাহাদের মস্তককে সোপান করিয়া বৈকুণ্ঠপদে আরোহণ করেন ॥ ১৪১ ॥

১০ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা—

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! গোপীনন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্ জনগণের যদ্রূপ সুখলভ্য দেহাভিমানি তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানিদিগেরও তদ্রূপ সুলভ নহেন ॥ ১৪২ ॥

১০ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥ ১৪৩ ॥
কিঞ্চ ॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১৪৪ ॥
অপিচ ॥

সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং সমচিত্তানাং আত্মবিদাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং। এষাং কৃপাতিরেকাৎ সুতরামিত্যুক্তং। যদ্বা। সাধূনামেব বিশেষণদ্বয়ং সমচিত্তানামিতি মৎকৃতাত্মনামিতি চ। দর্শনাদপি পুংসঃ সর্ব্বস্যৈব পুংমাত্রস্য সংসারবন্ধঃ সুতরাং ন ভবেৎ স্বয়মেব সমূলং বিনশ্যতীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ সবিতুর্দর্শনাদক্ষ্ণোর্যথা তমো বন্ধো ন ভবেদিতি ॥ ১৪৩ ॥

তীর্থেভ্যো দেবেভ্যোঽপি সাধব এব শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ নহীতি। অম্ময়ানি তীর্থানি মৃণ্ময়াঃ শিলাময়াশ্চ দেবা ন ভবন্তীতি ন অপিতু ভবন্ত্যেব। তথাপি সাধূনাং তেষাং চ মহদন্তরমিত্যাহ তে পুনন্তীতি। অতঃ সাধব এব মহাতীর্থানি পরমদেবতাশ্চ। অতএব নিত্যং সেব্যা ইতি ভাবঃ। তদুক্তং তত্রৈব। ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ। শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ইতি ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীভগবানের বাক্য যথা—

যে সকল ব্যক্তি সাধু অর্থাৎ স্বধর্ম্মবর্ত্তী এবং সর্ব্বত্র সমচিত্ত ও আত্মজ্ঞ তাঁহাদিগের চিত্ত সুতরাং আমাতেই অর্পিত থাকে, সূর্য্য দর্শনে যেমন চক্ষুর বন্ধন হয় না তাহার ন্যায়, আমার দর্শনে তাঁহাদিগের বন্ধন হয় না ॥ ১৪৩ ॥

অপর ১০ স্কন্ধের ৮৪ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে ॥

জলময় স্থান তীর্থ নহে ও মৃৎ পাষাণময়ী মূর্ত্তিও দেবতা নহে, যেহেতু তাঁহারা বহুকালে মনুষ্যকে পবিত্র করিতে পারেন কিন্তু সাধুরা দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১৪৪ ॥

আরও ঐ অধ্যায়ের ৭ শ্লোক হইতে ॥

নাগ্নি র্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকাঃ
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া॥ ১৪৫॥
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-

বাঙ্মনসয়োরপ্যুপাসনাবিষয়ত্বং। যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইতি শ্রুতেঃ। অঘং পাপং তন্মূলমজ্ঞানম্বা ন হরন্তি। কুতঃ ভেদকৃতঃ ভেদকর্ত্তারঃ। যদ্বা। ভগবতা সহ বিচ্ছেদকারকাঃ। পৃথক্ পৃথক্ তত্তদুপাসনেন ভগবৎপরতাহান্যাপাদনাৎ। বিপশ্চিতঃ ভগবদ্ভক্তাস্তু তদেকপরতাপাদকাঃ। যদ্বা। বিপশ্চিতঃ অদ্বৈতদর্শিনোঽপি ভেদকৃতঃ সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বমিত্যাদ্যুক্তভেদাভেদন্যায়েন জীবতত্ত্বাৎ ভগবত্তত্ত্বস্য ভেদকর্ত্তারঃ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্বাভিজ্ঞাঃ পরমভাগবতা যে ইত্যর্থঃ। তে মুহূর্ত্তমাত্রসেবয়ৈ বাঘং ঘ্নন্তীতি॥ ১৪৫॥

অতঃ সাধব এবাত্মাদিরূপাঃ। তাং স্তু বিহায়ান্যত্রাত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জন্নতিমন্দ এবেত্যাহ যস্যেতি। ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতয়ো যস্য তস্মিন্ কুণপে মৃততুল্যে শরীরে আত্মবুদ্ধিঃ অহমিতি বুদ্ধিঃ কলত্রাদিষু স্বধীঃ স্বীয়া ইতি বুদ্ধিঃ ভৌমে ভূবিকারে মৃণ্ময়প্রতিমাদৌ ইজ্যধীঃ দেবতাবুদ্ধিঃ সলিল এব যৎ যস্য তীর্থবুদ্ধিঃ অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু কদাচিদপি আত্মাদিবুদ্ধয়ো যস্য ন সন্তি স এব গোষপি খরঃ। দারুণঃ অত্যবিবেকীত্যর্থঃ। যদ্বা গবাং

অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহারা ভেদ বুদ্ধিতে উপাসিত হইলে অজ্ঞান নাশ করিতে পারেন না কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র সাধু সেবায় সমুদায় অজ্ঞান বিনষ্ট হয়॥ ১৪৫॥

অতএব যে ব্যক্তি সাধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আত্মাদি বুদ্ধি দ্বারা আসক্ত হয় তাহারা অতিমন্দ, কেননা বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মাময় শরীরে যাহার আত্মজ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা বিকারে যাহার দেবতা বুদ্ধি ও জলেতে যাহার তীর্থ জ্ঞান এবং

জ্জনেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১৪৬ ॥

শ্রুতিস্তুতৌ ॥

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া

ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নিঋ্ঋতেঃ।

তৃণাদিভারবাহকঃ খরো গর্দ্দভঃ। এবং সাধব এবাত্মাদিরূপা ইতি তেষাং মাহাত্ম্যোক্তিঃ ॥ ১৪৬ ॥

তবেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী তাং যে পরিচরন্তি। ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি যচ্ছব্দেন ব্যবধানমদোষঃ। কেন রূপেণ অখিলসত্ত্বনিকেততয়া অখিলানি সত্ত্বানি নিকেতো যস্য স তথা তস্য ভাবস্তত্ত্বা তয়া সর্ব্বভূতাবাসতয়েত্যর্থঃ। অতএব অবিগণয্য তিরস্কৃত্য ত এব নিঋ্ঋতের্মৃত্যোঃ শিরঃ মূর্দ্ধানং পদা পদেনাক্রামন্তি। মৃত্যোর্মূর্দ্ধ্নি পদং দধতি তং তরন্তি মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে পুনর্বিমুখা অভক্তাস্তান্ গিরা বেদলক্ষণয়া বাচা পশূনিব বিবুধান্ বিদুষোঽপি পরিবয়সে বধ্নাসি। কুতঃ ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ। কৃতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে খলু নিশ্চিতং পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি আত্মানমন্যানপীতি শেষঃ। নেতরে। তথাচ শ্রুতিঃ তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি তদস্যেদং বাচা তন্ত্র্যা নামভির্দামভিঃ সর্ব্বং সিতমিতি। যদ্বা। যেঽখিলসত্ত্বনিকেততয়া পরিচরন্তি তে মৃত্যোঃ শিরঃ পদাক্রামন্তি। অবিবেকিনস্তু বধ্নন্তি বদ্ধসৌহৃদাস্তু জগদেব মোচয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং। যদ্বা অবিগণয্য স্বধর্ম্মাদিকমনাদৃত্য উত অপি। অখিলসত্ত্বনিকেততয়া কিমুত প্রেম্না যে পরিচরন্তি ভজন্তে। যদ্বা অখিলসত্ত্বেষু অন্তর্যামি ভগবদ্দৃষ্ট্যা তয়া পরিচর্য্যামাত্রমপি কুর্ব্বন্তি কিং পুনঃ সাক্ষাদ্ভূত ভগবতীব

মৃত্তিকা বিকারে যাহার দেবতা বুদ্ধি ও জলেতে যাহার তীর্থজ্ঞান এবং সাধুজনেতে যাহার ঐ সকল জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ ॥ ১৪৬ ॥

দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রুতিস্তবে ॥

যাঁহারা অখিল জগদাধাররূপে আপনার উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুকে অনাদর পূর্ব্বক তাহার মস্তকে পদাঘাত করেন, আর যাহারা আপনার উপাসনায় বিমুখ, তাহারা পণ্ডিত হইলেও রজ্জু দ্বারা পশুবন্ধনের ন্যায় বাক্যেতে আবদ্ধ হয়, মুক্ত হয় না, যে হেতু আপনাতে

পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥ ১৪৭ ॥
একাদশে শ্রীবসুদেবস্য ॥
ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাং ॥ ১৪৮ ॥

ত্বদীয় শ্রীমূর্ত্তৌ প্রেম্ণা যে সর্ব্বথা ভজন্তি তেঽপি সংসারান্মুচ্যন্তে ন চ কেবলমেতাবদেব ত্বৎ-পরমপ্রসাদপাত্রতামপি যান্তীত্যাহুঃ। বিবুধান্ সর্ব্বজ্ঞানপি তান্ পরিচারকান্ গিরা অহং পরাধীন ইত্যাদিবচনেন পশূন্ বিবেকহীনানিব পরিবয়সে বশীকরোষি। ত্বদ্ভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণেন তদ্রসেন কিমপ্যননুসন্দধানান্ সহসা প্রেমাব্ধৌ পাতয়সীত্যর্থঃ। তথাচোক্তং শ্রীভগবদ্গীতাদিভিঃ। মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া ইত্যাদি। এবং ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাস্তু খল্বিতি সমুচ্চয়ে। যে ত্বয়ি ন বিমুখাঃ তত্ত্বজ্ঞানে জাতেঽপি ভক্ত্যত্যাগিনস্তেঽপি পুনন্তি জগদপি সংসারান্মোচয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা ত্বয়ি যে বিমুখাঃ শুষ্কজ্ঞাননিষ্ঠয়া ভক্তিত্যাগেন বৈমুখ্যং গতাস্তাংস্তু ন পুনন্তি ভগবদ্বৈমুখ্যমহাপাপফলভোগেন তেষামন্যেষাঞ্চ শিক্ষণার্থং ভক্তি-মাহাত্ম্যপ্রদর্শনার্থঞ্চ। যদ্বা যে বিমুখাস্তান্ পুনন্তি কিং কাকা অপি তু পুনন্ত্যেব অগ্ন্যাদে-রুষ্ণতাদিবত্তেষাং প্রকৃত্যা পাবনত্বাদিতি অন্যৎ সমানং ॥ ১৪৭ ॥

দেবৈরপি মহতামুপমানমনুচিতমিত্যাহ ভূতানামিতি। দেবানাং চরিতমতিবৃষ্ট্যাদিনা ভূতানাং দুঃখায়াপি ভবতি। ত্বয়া সদৃশানামপি অতঃ অচ্যুতে আত্মা মনোমাত্রং নতু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তির্যেষাং তেষামপি ॥ ১৪৮ ॥

কৃতসৌহৃদ ব্যক্তিরা আপনাকে ও অন্যকে পবিত্র করেন, কিন্তু অভ-ক্তকে পবিত্র করেন না ॥ ১৪৭ ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪। ৫ শ্লোকে
শ্রীবসুদেবের বাক্য যথা ॥

বসুদেব কহিলেন, দেবতাদিগেরও মহতের সম্মান করা উচিত, কারণ দেবতাদিগের যে আচরিত অর্থাৎ অতিবৃষ্টি ও সুবৃষ্টি তাহা কখন প্রাণিদিগের দুঃখের নিমিত্ত ও কখন বা সুখের নিমিত্ত হয়, কিন্তু আপনকার মত অচ্যুতাত্মা সাধুদিগের যে আচরিত, তাহা কেবল সুখেরই কারণ হয় ॥ ১৪৮ ॥

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥ ১৪৯॥

শ্রীভগবতঃ॥

ন মষ্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।

কিঞ্চ। সুখং কুর্ব্বন্তোঽপি দেবা ভজনানুসারেণৈব কুর্ব্বন্তি ন তথা সাধব ইত্যাহ ভজন্তীতি। ছায়েব যথা পুরুষো যাবৎ করোতি তাবদেব তস্য ছায়াপি তথা কর্ম্মসচিবাঃ কর্ম্মসহায়াঃ দীনাঃ সৎকর্ম্মাদিরাহিত্যেন সদার্ত্তাস্তেষু বৎসলাঃ॥ ১৪৯॥

ভক্তিনিষ্ঠানান্তু ন গুণদোষা ইত্যাহ ময়ীতি। ময়ি যে একান্তভক্তাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যশেষনৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাস্তেষাং গুণদোষৈর্বিহিতপ্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয়ঃ। সাধূনাং নিরন্তরাগাদীনাং অতঃ সমচিত্তানাং অতএব বুদ্ধেঃ পরমীশ্বরং মাং প্রাপ্তানাং। যদ্বা গুণাঃ সৎকর্ম্মাচরণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণা সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ দোষাঃ সৎকর্ম্মত্যাগাদয়স্তদুদ্ভবাশ্চ যে গুণা জ্ঞাননিষ্ঠাদয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠার্থং শ্রীভগবৎপাদাদিভির্জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়দোষদর্শনেন কর্ম্মত্যাগোপপাদনাৎ তে ন সন্তি কিং কাক্কা অপি তু সন্ত্যেব একান্তভক্তত্বেন পূর্ব্বমেব স্বতঃ সর্ব্বগুণসিদ্ধেঃ। তদুক্তং যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ইত্যাদিনা তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি সাধূনামিত্যাদি। যদ্বা গুণদোষোদ্ভবা যেঽর্থাঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ জ্ঞাননিষ্ঠাদয়শ্চ। তে তেষাং গুণা উপকারকা মহিমানো বা ন ভবন্তি কিং দোষা এবেত্যর্থঃ। একান্তভক্ততায়াঃ সাধনত্বেন পূর্ব্বমেব তদ্গুণানাং সিদ্ধেরধুনা পুনঃ সাধনপ্রবৃত্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠাহান্যাপত্তেঃ। যদ্বা গুণা বহুলোপচারসমর্পণাদয়স্তদুদ্ভবা যে গুণাঃ সাধনবিশেষাঃ। দোষাশ্চ পূজাবিধ্যতিক্রমাদয়স্তদুদ্ভবগুণা দ্বাত্রিংশদাদয়ঃ তে ময়ি ন ভবন্তি তেষামারাধন-

যে ব্যক্তি যেরূপে দেবতাদিগকে ভজনা করে, ছায়ার ন্যায় দেবতারাও কর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ তদ্রূপ নহেন, তাঁহারা দীনবৎসল॥ ১৪৯॥

একাদশস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! যাঁহারা প্রকৃতির পর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত, আমার একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত ও সেই সকল সাধু ব্যক্তিদিগের

সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং ॥ ১৫০ ॥
কিঞ্চ ॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ১৫১ ॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং ॥ ১৫২ ॥

বিশেষাশ্চ ময়া নাপেক্ষ্যন্তে ন চাপরাধা গৃহ্নন্ত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সর্ব্বত্র সমানং। অলমতি-বিস্তরেণ ॥ ১৫০ ॥

অস্তু তাবৎ সাধূনাং মাহাত্ম্যং তদাশ্রিতানামপি মাহাত্ম্যমনির্ব্বচনীয়মিতি লিখতি যথেতি। বিভাবসুমগ্নিং উপশ্রয়মাণস্য সমীপে গত্বা সেবমানস্য। অপ্যেতি নশ্যতি তথা কর্ম্মাদিজাড্যং আগামি সংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ। সাধূন্ সংসেবতঃ শ্রদ্ধয় কিঞ্চিদ্দ্রব্যপ্রদানাদিনা দূরতোঽপি সেবমানস্য ॥ ১৫১ ॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং উচ্চাবচযোনীর্গচ্ছতাং। যদ্বা ভবাব্ধৌ নিমজ্জ্য পশ্চাৎ উন্মজ্জতাং সন্তরিষ্যতাং। পরমায়ণং পরমাশ্রয়ঃ ব্রহ্মবিদ ইতি আত্মতত্ত্বমাত্রোপদেশেন ভবাব্ধিতারণ-সিদ্ধেঃ। যদ্বা বেদার্থবেদিনঃ শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়মিতি গুরুলক্ষ-ণোক্তেঃ ॥ ১৫২ ॥

বিধিনিষেধোৎপন্ন পুণ্য পাপাদি সম্ভব হয় না ॥ ১৫০ ॥

আরও একাদশস্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোক
হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে যেমন ত্রিলোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুকে আশ্রয় করিলে সকল পাপ ধ্বংস হয় ॥ ১৫১ ॥

জলমগ্ন ব্যক্তির নৌকার ন্যায় শান্ত, সাধু, ব্রহ্মজ্ঞেরা ঘোর ভব-সমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পরম গতি হয়েন ॥ ১৫২ ॥

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণা আর্ত্তানাং শরণং ত্বহং।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাখিভ্যতোঽরণং ॥ ১৫৩॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষুংসি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ১৫৪ ॥
কিঞ্চ ॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং ॥ ১৫৫ ॥

কিঞ্চ। যথান্নমেব প্রাণা জীবনং। অহমেব যথা শরণং। ধর্ম্ম এব যথা প্রেত্য পরলোকে বিত্তং। তথা সন্ত এব অর্ব্বাক্ সর্ব্বান্তে সংসারপতনাদ্বিভ্যতঃ পুংসঃ অরণং শরণং। যদ্বা। যতঃ কুতশ্চিদ্বিভ্যতো জনস্য অর্ব্বাক্ নূতনং জীর্ণত্বাদিদোষহীনং শরণং ॥ ১৫৩ ॥

কিঞ্চ। চক্ষূংষি সগুণনির্গুণজ্ঞানানি। অর্কঃ পুনঃ সম্যগুত্থিতোঽপি বহিঃ তদপ্যেকমেব চক্ষুরিত্যর্থঃ। অতঃ সতাং সেবয়ৈব কৃতার্থতা স্যাৎ ইত্যাহ দেবতা ইতি ॥ ১৫৪ ॥

ধীরা ধীমন্তঃ। যতঃ মম একান্তিনঃ ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ। যদ্ব। ভক্ত্যেকনিষ্ঠাযুক্তাঃ। অতো ময়া দত্তমপি ন গৃহ্নন্তি কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা। ন বাঞ্ছন্ত্যপি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং ন গৃহ্নন্তীতি কৈবল্যমাত্যন্তিকমপি অপুনর্ভবং মোক্ষং ॥ ১৫৫ ॥

যেমন অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণ ও যেমন আমি আর্ত্তদিগের শরণ্য এবং যেমন ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের পরকালের ধন, তদ্রূপ সাধুরা সংসার পতনে ভীত লোকদিগের শরণ্য ॥ ১৫৩ ॥

বহির্ভাগে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সাধুরা অন্তরে চক্ষু অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ জ্ঞান প্রদান করেন, অতএব সাধুরাই দেবতা, সাধুরাই বান্ধব এবং সাধুরাই আত্মস্বরূপ আমি ॥ ১৫৪ ॥

আরও ঐ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

একান্ত মদ্ভক্ত ধীর সাধু ব্যক্তি আমার কর্তৃক দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যও বাঞ্ছা করেন না, অন্য বস্তুর কথা আর কি বলিব ॥ ১৫৫ ॥

দ্বাদশে চ শ্রীপরীক্ষিতঃ ॥

নহ্যদ্ভুতমিদং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাং।
অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ ॥ ১৫৬ ॥

শ্রীরুদ্রস্য চ মার্কণ্ডেয়মধিকৃত্য ॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মহাপাতকিনোঽপি বঃ।
শুদ্ধ্যেরন্নন্ত্যজাশ্চাপি কিমু সম্ভাষণাদিভিঃ ॥ ১৫৭ ॥

অতএব শ্রীধর্ম্মরাজস্য স্বদূতানুশাসনে ষষ্ঠস্কন্ধে।

অজ্ঞেষু ভগবদ্ভজনাদিমহিমানভিজ্ঞেষু অতএব তাপৈস্তপ্তেষু ভূতেষু প্রাণিমাত্রেষু অনুগ্রহ ইতি যৎ ইদমদ্ভুতমঘটমানং ন মন্যে। যতঃ অচ্যুতস্যৈব আত্মা স্বভাবঃ দীনানামেকশরণত্বাদিরূপো যেষামিতি ॥ ১৫৬ ॥

অস্তু তাবৎ মহতাং সঙ্গসেবাদিকং নামশ্রবণাদিনাপি মহাদুষ্টা অপি মুক্তা ভবন্তীতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বিষয়ক শ্রীশিববচনং লিখতি শ্রবণাদিতি। বঃ ভগবদ্ভক্তানাং যুষ্মাকং। মহাপাতকিনঃ মহাপাপকর্ম্মরতাঃ। অন্ত্যজাশ্চ মহাপাপজাতয়ঃ। শুদ্ধ্যেরন্ তত্তৎ পাপতঃ সংসারমহামলাদ্বা বিমুক্তা ভবন্তি আদিশব্দেন প্রণামাদিঃ ॥ ১৫৭ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকেও শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য যথা—

তাপসন্তপ্ত অজ্ঞ লোকের প্রতি অচ্যুতাত্মা মহৎ লোকের যে এইরূপ অনুগ্রহ হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে ॥ ১৫৬ ॥

ঐ দ্বাদশস্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে মার্কণ্ডেয়কে অধিকার করিয়া শ্রীরুদ্রের বাক্য যথা—

ভগবান্ শিব মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমাদিগকে শ্রবণ বা দর্শন করিয়া অন্ত্যজ মহাপাতকিরাও পবিত্র হয় অতএব তোমাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ॥ ১৫৭ ॥

অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীধর্ম্মরাজের দূতানুশাসন বিষয়ে ॥

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং নচ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে॥ ১৫৮॥
তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥
যমনিয়মবিধূতকল্মষাণা-
মনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাং।

এবং সর্ব্বশাস্ত্রসারাখিল বেদফলরূপ শ্রীভাগবতে প্রতিস্কন্ধমেব ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যং বিভাতীতি স্কন্ধক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্ববৎ সাক্ষাৎ মাহাত্ম্যাভাবেঽপি কেষাঞ্চিদ্বচনানাং তাৎপর্য্যেণ বিশেষতো মাহাত্ম্য এব পর্য্যবসানাৎ তানি পৃথগ্লিখন্তি তে দেবেত্যাদিনা নমোনম ইত্যন্তেন। যে ভগবন্তং প্রপন্না যথা কথঞ্চিদপ্যাশ্রিতাঃ। অতএব সাধবঃ সুশীলাঃ সমদৃশশ্চ তে দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ শ্রীসনকাদিভিঃ পরিগীতপবিত্রগাথাঃ। অনুবর্ণিতপবিত্রকথাঃ। অতস্তান্নোপসীদত তৎসমীপমপি নোপগচ্ছত তৎপ্রতিবেশিনোঽপি পরিত্যজতেত্যর্থঃ। কিঞ্চ গদয়া কৌমোদক্যাঽভিতো গুপ্তান্। ততস্তৎসমীপগতাঃ সন্তস্তয়া হনিষ্যধ্বে ইতি ভাবঃ। তেষাং কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপি ন কোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ভগবৎপ্রপন্নত্বেনৈব সর্ব্বপাপক্ষয়াপত্তেরিত্যাহ নৈষামিতি। বয়মিতি নিজভৃত্যাদ্যপেক্ষয়া বহুত্বং। বয়ঃ কালোঽপি সর্ব্বনিয়ন্তা ন প্রভবতি॥ ১৫৮॥

অচ্যুতাসক্তমানসানাং ভগবৎস্মরণপরাণাং। যদ্বা। অচ্যুতাসক্তা ভগবদনুরক্তাস্তেষু

যম কহিলেন, হে দূতগণ! অদ্যাবধি তোমরা আমার এই অনুশাসন বচন শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে ধারণ করিয়া রাখ। যে সকল সাধুপুরুষ ভগবানের শরণাপন্ন, সর্ব্বত্র সমদর্শী, দেবগণ ও সিদ্ধগণ যাঁহাদের পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তোমরা কদাচ সেই সকল সাধুর নিকট যাইও না, তাঁহাদিগকে ভগবানের গদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন, অতএব তাঁহাদের দণ্ডবিধানে আমরাও সমর্থ নহি, কালও সমর্থ নহেন॥ ১৫৮॥

ঐ প্রকার বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন॥

হে দূত! যাঁহাদিগের যম নিয়ম দ্বারা পাপ সকল বিধূত হইয়াছে

অপগতমদমানমৎসরাণাং
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাং॥ ১৫৯ ॥
সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরমলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥ ১৬০ ॥

মানসমপি যেষাং তেষামপি। যমনিয়মবিধূতকল্মষাণামিতি অপগতমদমানমৎসরাণামিতি চ বিশেষণদ্বয়ং অচ্যুতাসক্তমানসানাং স্বভাবঃ সাধনঞ্চ পূর্ব্ববৎ জ্ঞেয়ং। দূরতরেণ ব্রজেতি তন্নিকটবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেতি পূর্ব্ববদর্থঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ১৫৯॥

তথৈব জ্ঞানভক্তানামপি তন্নিকটবর্ত্তিনামপি নিকটং ন গচ্ছেত্যাহ সকলমিতি। ইদং জগৎ সকলং বাসুদেব এব বাসুদেবাদ্ভিন্নং ন ভবতি অহঞ্চ বাসুদেবাৎ ভিন্নো ন ভবামি তদংশত্বাজ্জীবানাং স চাস্মত্তো ন ভিন্নঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিনেতি ভেদাভেদ ন্যায়েনাহ। সঃ বাসুদেবঃ এবৈকঃ পরমেশ্বরঃ। যতঃ পরমপুমান্ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতুঃ পুরুষাদপি পরমঃ পরব্রহ্মাত্মকত্বাৎ। অতো বয়ং সেবকাঃ স চ পরমসেব্য ইতি ভাবঃ। শুদ্ধভক্তিমদ্ভ্যো জ্ঞানভক্তানাং ন্যূনত্বাৎ দূরাদিত্যুক্তং। তত্র চ দূরতরেণেতি॥ ১৬০॥

এবং যাঁহাদিগের মত্ততা, মান ও মৎসর প্রভৃতি অপগত হইয়াছে সেই সকল ভগবদনুরক্ত চিত্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট হইতে অতিদূরে গমন কর অর্থাৎ তাঁহারা নিকটবর্ত্তি হইলেও তাঁহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিবা না॥ ১৫৯॥

এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবই অর্থাৎ বাসুদেব হইতে জগৎ ভিন্ন নহে, আমিও বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহি, বাসুদেবই এক পরমেশ্বর, যেহেতু তিনি পরমপুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এই বলিয়া যাঁহাদিগের হৃদয়গত অনন্তের প্রতি অমলা বুদ্ধি হয়, হে দূত! তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিও অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট দিয়াও যাইও না॥ ১৬০॥

কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভবশরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্॥ ১৬১॥
বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ॥ ১৬২॥
নারসিংহে বিষ্ণুপুরাণে চ॥

পাপকারিণামপি ভগবৎকীর্ত্তনকৃতাস্তথেত্যাহ কমলনয়নেতি। ঈরয়ন্তি উচ্চারয়ন্তি অপাপানিতি কথঞ্চিৎ পাপে জাতেঽপ্যপাপানেবেত্যর্থঃ॥ ১৬১॥

দূরতরেণ ব্রজেত্যাদি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ বসতীতি। তস্য দৃষ্টিপাতং যাবদ্বিষ্ণোশ্চক্রং পরিভ্রমতি অতস্তচ্চক্রাৎ প্রতিহতং বীর্য্যং বলঞ্চ যস্য তথাভূতস্য তব বা মম বা তাবতি দেশে পাপিষ্ঠং জনমানেতুমপি গতির্নাস্তি। স পুনরন্যলোক্যঃ বৈকুণ্ঠলোকার্হঃ। নত্বস্মল্লোঁকার্হ ইতি॥ ১৬২॥

হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! তুমি আমার আশ্রয় হও, এই বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, হে দূত! সেই সকল অপাপ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে দূরে গমন করিও॥ ১৬১॥

যে ব্যক্তির মনোমধ্যে সেই অব্যয়াত্মা পরম পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহার যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয়, সেই পর্য্যন্ত চক্র ভ্রমণ করিতেছে, তথায় চক্র দ্বারা বীর্য্য বল প্রভাব প্রভৃতি হত হওয়াতে তথায় তোমার বা আমার গমনের শক্তি নাই, তিনি অন্যলোক্য অর্থাৎ তিনি বৈকুণ্ঠলোকে গমনযোগ্য॥ ১৬২॥

নৃসিংহপুরাণে এবং বিষ্ণুপুরাণেও॥

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্নমস্করোমি ॥ ১৬৩ ॥
সুগতিমভিলষামি বাসুদেবা-
দহমপি ভাগবতস্থিতান্তরাত্মা।
মধুবধবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি কৃষ্ণঃ ॥ ১৬৪ ॥

যময়তি নিয়ময়তীতি যমো নিয়ন্তেতি লোকানাং হিতে নিমিত্তে পুণ্যফলস্বর্গাদিদানার্থং অহিতে চ নিমিত্তে পাপফলনরকাদিদানার্থং নিযুক্তোঽপি সন্। হরিরেব গুরুস্তদ্বিমুখান্ অভক্তানেব প্রশাস্মি প্রকর্ষেণ দণ্ডং করোমি ॥ ১৬৩ ॥

সুগতিং মুক্তিং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তিং বা। ভাগবতেষু ভগবদ্ভক্তেষু স্থিতঃ স্থিরতাং প্রাপ্তঃ অন্তরাত্মা মনো যস্য তথাভূতঃ সন্। তেষু কদাচিৎ পাপেঽপি জাতে মমৈশ্বর্য্যং নাস্তীত্যাহ মধুবধেতি। কৃষ্ণাধীন এবাহং ন স্বতন্ত্রোঽস্মি ॥ ১৬৪ ॥

দেবগণের পূজনীয় বিধাতা লোকদিগের হিত ও অহিতের নিমিত্ত অর্থাৎ পুণ্যফল স্বর্গাদি এবং পাপফল নরকাদি প্রদান জন্য আমাকে যমরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব যাহারা গুরুরূপ হরির চরণারবিন্দে বিমুখ, সেই সকল মনুষ্যগণকে শাসন এবং যাঁহারা হরিচরণারবিন্দে প্রণত তাঁহাদিগকে নমস্কার করি ॥ ১৬৩ ॥

হে দূত! কদাচিৎ বৈষ্ণবদিগের পাপ উপস্থিত হইলেও আমার তদ্বিষয়ে প্রভুত্ব নাই। আমি ভগবদ্ভক্তগণে নিশ্চলরূপে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া বাসুদেবের নিকট শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির অভিলাষ করি, আমি শ্রীকৃষ্ণের অধীন, স্বতন্ত্র নহি, আমারও শাসন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণই প্রভু ॥ ১৬৪ ॥

নহি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচি-
ত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ।
ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা-
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ॥ ১৬৫॥
পাদ্মে দেবহূতবিকুণ্ডলসম্বাদে॥
প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা ন তে স্যুর্মম গোচরাঃ॥ ১৬৬॥
দুরাচারো দুষ্কুলোঽপি সদা পাপরতোঽপি বা।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ॥ ১৬৭॥

তেষাং কথঞ্চিৎ জাতেঽপি পাপে ন কোঽপি দোষঃ স্যাৎ প্রত্যুত ভগবদ্বিশ্বাসবিশেষেণ শোভৈব স্যাদিত্যাহ নহীতি শশরূপঃ কলুষঃ কলঙ্কঃ তস্য ছবিশ্ছায়া বা যস্মিন্ সোঽপি যথা তয়া তস্য শোভাবিশেষ এব স্যাৎ তথেত্যর্থঃ॥ ১৬৫॥
মম গোচরাঃ মদধিকারবিষয়াঃ॥ ১৬৬॥ ১৬৭॥

ভগবদ্ভক্তদিগের কথঞ্চিৎ পাপ উৎপন্ন হইলেও কোন দোষ হয় না, প্রত্যুত ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হেতু শোভাই হইয়া থাকে। মৃগ-কলঙ্কধারী চন্দ্র যেমন কখন তিমিরের নিকট পরাভবতা প্রাপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ যে মনুষ্য ভগবান্ হরিতে অনন্য চিত্ত, তিনি অতিশয় মলিন হইলেও শোভিত হইয়া থাকে॥ ১৬৫॥

পদ্মপুরাণে দেবহূত বিকুণ্ডলসম্বাদে॥

যমুনাভ্রাতা যম আদর সহকারে বারম্বার আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমরা বৈষ্ণবদিগকে পরিত্যাগ করিবা, তাঁহারা আমার অধিকারের বিষয় নহেন॥ ১৬৬॥

যে মনুষ্য বিষ্ণুকে ভজন করেন, তিনি যদি দুরাচার, দুষ্কুলজাত ও সর্ব্বদা পাপপরায়ণও হয়েন, তথাপি তিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে তোমরা পরিত্যাগ করিবা॥ ১৬৭॥

বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ ॥ ১৬৮ ॥
স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে ॥
একাদশ্যামভুঞ্জানা যুক্তাঃ পাপশতৈরপি।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা হিতা মে যদি সর্ব্বদা ॥ ১৬৯ ॥
যে স্মরন্তি জগন্নাথং মৃত্যুকালে জনার্দ্দনং।
পাপকোটিশতৈর্যুক্তা ন তে গ্রাহ্যা মমাজ্ঞয়া ॥ ১৭০ ॥
ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।

তেঽপি দুরাচারাদয়োঽপি স্যুস্তথাপি তে পরিহার্য্যাঃ দূরতস্ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। যতস্তেষাং বৈষ্ণবানাং সঙ্গেন হতং কিল্বিষং যেষাং তে ॥ ১৬৮ ॥ ১৬৯ ॥

মমাজ্ঞয়েতি অন্যথা মদাজ্ঞাভঙ্গে ময়ৈব ভবন্তো দণ্ডয়িতব্যা ইত্যর্থঃ। যদ্বা মমাজ্ঞয়াপি কদাচিৎ প্রমাদেন ময়াজ্ঞায়াং দত্তায়ামপীত্যর্থঃ ॥ ১৭০ ॥

বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবেভ্যো বিভেমি তেম্বপরাধেন ভগবৎক্রোধবিশেষোৎপত্তেঃ। অতঃ

যাঁহাদিগের গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন এবং যাঁহাদের বৈষ্ণবের সহিত সঙ্গ লাভ হয়, তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবা, তাঁহারা বৈষ্ণব সঙ্গে নিষ্পাপ হইয়াছেন ॥ ১৬৮ ॥

স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে ॥

হে দূতগণ! তোমরা যদি সর্ব্বদা আমার হিতকারী হও, তাহা হইলে যাঁহারা একাদশীতে ভোজন করেন না, তাঁহারা শত শত পাপে যুক্ত হইলেও তোমরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবা ॥ ১৬৯ ॥

যাঁহারা মৃত্যুকালে জগন্নাথ জনার্দ্দনকে স্মরণ করেন, তাঁহারা কোটি কোটি পাপে যুক্ত হইলেও আমার আজ্ঞায় তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিবা ॥ ১৭০ ॥

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি (যম) এবং অন্যান্য দেবতাগণ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহি, আমি সকল কালেই

শক্তা ন নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
অতোঽহং সর্ব্বকালঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিভেমি বৈ।
ভবদ্ভিঃ পরিহর্ত্তব্যা বৈষ্ণবা যে সদৈব হি॥ ১৭১॥
বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যা মম মান্যা বিশেষতঃ।
তেষাং কৃতেঽপমানেঽপি বিনাশো জায়তে ধ্রুবং॥ ১৭২॥
কিঞ্চ॥
যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং॥ ১৭৩॥
যেষাং পাদরজেনৈব প্রাপ্যতে জাহ্নবীজলং।
নার্ম্মদং যামুনঞ্চৈব কিং পুনঃ পাদয়োর্জ্জলং॥ ১৭৪॥

সদৈব পরিহর্ত্তব্যাঃ॥ ১৭১॥

সর্ব্বেষামেব পূজ্যাঃ। বিশেষতশ্চ মম ভগবদ্ধর্ম্মাভিজ্ঞস্য মান্যাঃ॥ ১৭২॥

যেষাং বৈষ্ণবানাং অতএব মহাত্মনাং স্মরণমাত্রেণ॥ ১৭৩॥

পাদস্য রজেন রজসৈব। নার্ম্মদং যামুনঞ্চ জলং প্রাপ্যতে কিং পুনস্তেষাং পাদয়োর্জ্জলং তন্মহিমা কিমবক্তব্য ইত্যর্থঃ। অস্য পানসম্ভবেন রজসঃ সকাশাৎ মাহাত্ম্যাপেক্ষয়া কিং পুনরিতি ন্যায়োক্তিঃ॥ ১৭৪॥

বৈষ্ণবদিগের নিকট ভীত হই, অতএব যাঁহারা বৈষ্ণব, তোমরাও তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে॥ ১৭১॥

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর ন্যায় পূজনীয়, বিশেষতঃ আমি তাঁহাদিগকে মান্য করি, তাঁহাদিগের অপমান করা হইলে ঐ অপমানকারি ব্যক্তির নিশ্চয় বিনাশ হয়॥ ১৭২॥

আরও॥

মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের স্মরণমাত্রেই শত লক্ষ পাপ দগ্ধ হয়, ইহাতে সংশয় নাই॥ ১৭৩॥

যাঁহাদিগের চরণধূলি দ্বারা গঙ্গা, নর্ম্মদা ও যমুনার জল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাদের চরণদ্বয়ের জলের কথা আর কি বলিব॥ ১৭৪॥

যেষাং বাক্যজলৌঘেন বিনা গঙ্গাজলৈরপি।
বিনা তীর্থসহস্রেণ স্নাতো ভবতি মানবঃ॥ ১৭৫॥
কিঞ্চ॥
ব্রহ্মলোকে ন মে বাসো ন মে বাসো হরালয়ে।
নালয়ে লোকপালানাং বৈষ্ণবানাং পরাভবে॥ ১৭৬॥
ন দেবা ন চ গন্ধর্ব্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ।
ত্রাতুং সমর্থা ঋষয়ো বৈষ্ণবানাং পরাভবে।
করোমি কর্ম্মণা বাচা মনসাপি ন বিপ্রিয়ং।
বৈষ্ণবানাং মহাভাগাঃ সুদর্শনভয়াদপি।
একতো ধাবতে চক্রমেকতো হরিবাহনং।

বাক্যমুপদেশরূপং ভগবৎকথাকীর্ত্তনাদিরূপং বা। তদেব জলৌঘঃ পয়ঃপুরস্তেনৈব॥১৭৫॥

পরাভবে মত্তো ভবত্ত্যো বা কথঞ্চিৎ তিরস্কারে সতি ব্রহ্মলোকাদিষ্বপি বাসং কর্ত্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ॥ ১৭৬॥

হে মহাভাগা ইতি স্বদূতান্ প্রতি শিক্ষণার্থং যমস্য সলালনং সম্বোধনং হরিবাহনং

যাঁহাদিগের বাক্যরূপ জলসমূহ দ্বারা গঙ্গাজল ব্যতিরেকে এবং সহস্র সহস্র তীর্থ ব্যতিরেকে মনুষ্য স্নাত হইয়া থাকে॥ ১৭৫॥

আরও॥

হে দূতগণ! আমাকর্ত্তৃক বা তোমাদের কর্ত্তৃক বৈষ্ণবদিগের পরাভব উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মলোকে, মহাদেবের আলয়ে এবং লোকপালদিগের আলয়ে আমার বাস হয় না॥ ১৭৬॥

বৈষ্ণবদিগের পরাভবে, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি ঋষিগণ কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয়েন না॥

হে মহাভাগ সকল! সুদর্শনের ভয়েই আমি বাক্য দ্বারা বা মনের দ্বারা বৈষ্ণবদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারি না॥

আমাকর্ত্তৃক যদি বৈষ্ণবদিগের পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে

একতো বিষ্ণুদূতাশ্চ বৈষ্ণবেচার্দ্দিতে ময়া।
বৃহন্নারদীয়ে চৈকাদশীমাহাত্ম্যে ॥
যে বিষ্ণুভক্তিনিরতাঃ প্রযতাঃ কৃতজ্ঞা
একাদশীব্রতপরা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ।
নারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভবেতি
শান্তা বদন্তি সততং তরসা ত্যজধ্বং।
নারায়ণার্পিতধিয়ো হরিভক্তভক্তান্
স্বাচারমার্গনিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ।
সৎপাত্রদাননিরতান্ হরিকীর্ত্তিভক্তান্
দূতাস্ত্যজধ্বমনিশং হরিনামসক্তান্ ॥ ১৭৭ ॥

গরুড়ঃ। অর্দ্দিত ইবার্দ্দিতে পীড়ার্থোদ্যমেঽপি ক্তে সতীত্যর্থঃ। বিষ্ণুভক্তিনিরতানেবাহ প্রণতা ইত্যাদিনা। স্বাচারো বৈষ্ণবধর্ম্মস্তন্মার্গনিরতান্। সৎপাত্রাণি বৈষ্ণবাস্তেভ্যো যদ্দানং তস্মিন্ নিরতান্ ॥ ১৭৭ ॥

একদিকে চক্র, অন্যদিকে হরিবাহন গরুড়, অপরদিগে বিষ্ণুদূতগণ আমাকে বাধা প্রদান করেন ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও একাদশী মাহাত্ম্যে ॥

যে সকল শান্ত ব্যক্তি ভক্তি তৎপর, যত্নশীল, কৃতজ্ঞ, একাদশীব্রত-পরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে হরে! আমার আশ্রয় হউন, সর্ব্বদা শান্তভাবে এই কথা বলেন, হে দূতগণ! শীঘ্র তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিও ॥

যাঁহারা নারায়ণের প্রতি বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা হরি-ভক্তের ভক্ত, যাঁহারা বৈষ্ণবমার্গে অনুরক্ত, যাঁহারা গুরুসেবক, যাঁহারা বৈষ্ণবদিগকে দান করেন, যাঁহারা হরিকীর্ত্তিতে ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা হরিনামে আসক্ত, হে দূতগণ! নিরন্তর তাঁহাদি-গকে ত্যাগ করিও ॥ ১৭৭ ॥

পাষণ্ডসঙ্গরহিতান্ হরিভক্তিতুষ্টান্
সৎসঙ্গলোলুপতরাংশ্চ তথাতিপুণ্যান্।
শম্ভোর্হরেশ্চ সমবুদ্ধিমতস্তথৈব
দূতাস্ত্যজধ্বমুপকারপরান্ নরাণাং ॥ ১৭৮ ॥
যে বীক্ষিতা হরিকথামৃতসেবকৈশ্চ
নারায়ণস্মৃতিপরায়ণমানসৈশ্চ।
বিপ্রেন্দ্রপাদজলসেবনসংপ্রহৃষ্টৈ-
স্তান্ পাপিনোঽপি চ ভটাঃ সততং ত্যজধ্বং ॥ ১৭৯ ॥
অতএবোক্তং শ্রীনারদেন চতুর্থস্কন্ধশেষে ॥
শ্রিয়মনুচরন্তীং তদর্থিনশ্চ

পাষণ্ডা বিষ্ণুবিমুখাঃ। অতিপুণ্যান্ পরমমঙ্গলরূপ বৈষ্ণবচিহ্নধারিণ ইত্যর্থঃ। উপকারঃ ভগবদ্ভক্ত্যুপদেশাদিরূপস্তৎপরান্ ॥ ১৭৮ ॥

বিপ্রেন্দ্রা বৈষ্ণবব্রাহ্মণাঃ ॥ ১৭৯ ॥

অনুচরন্তীং অনুবর্ত্তমানামপি শ্রিয়ং তদর্থিনঃ সকামান্ দ্বিপদপতীন্ নরেন্দ্রান্ বিবুধান্

যাঁহারা পাষণ্ড অর্থাৎ বিষ্ণুপরাঙ্মুখদিগের সঙ্গ করেন না, হরিভক্তিতে সন্তুষ্ট, সৎসঙ্গে লালসান্বিত, অতিশয় পুণ্যবান্, শিব ও বিষ্ণুতে সমবুদ্ধি এবং মনুষ্যদিগের উপকারে তৎপর, হে দূতগণ! তাঁহাদিগকেও ঐরূপে ত্যাগ করিবা ॥ ১৭৮ ॥

যাঁহারা হরিকথামৃত সেবক, নারায়ণ স্মৃতিপরায়ণ চিত্ত এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের চরণামৃত সেবনে আনন্দিত সেই সকল ব্যক্তি যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, হে দূতগণ! তাহারা পাপী হইলেও সর্ব্বদা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবা ॥ ১৭৯ ॥

অতএব চতুর্থস্কন্ধের শেষে অর্থাৎ ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
শ্রীনারদ বলিয়াছেন ॥

নারদ কহিলেন, হে নৃপ! যিনি আপনাতেই পরিপূর্ণ এবং আপ-

দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুং বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥ ১৮০ ॥
অতএব প্রার্থনং নারায়ণব্যূহস্তবে।
নাহং ব্রহ্মাপি ভূয়াসং ত্বদ্ভক্তিরহিতো হরে।
ত্বয়ি ভক্তস্তু কীটোঽপি ভূয়াসং জন্মজন্মসু ॥ ১৮১ ॥
শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ চ দশমস্কন্ধে ॥
তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো

দেবানপি যোনানুবর্ত্ততে। যতঃ স্বৈর্নিজভক্তৈরেব পূর্ণঃ অতঃ স্বভৃত্যবর্গানুরক্ত এব কেবলং। যদ্বা ন ভজতীত্যত্র হেতুদ্বয়ং স্বপূর্ণঃ স্বেন আত্মনৈকপূর্ণ ইতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ ইতি চ। যদ্বা স্বপূর্ণোঽপি নিজভৃত্যবর্গাধীনঃ সন্ ন ভজতি এবম্ভূতমমুং হরিং উং ঈষদপি কথং বিসৃজেৎ। কৃতজ্ঞঃ তস্য কৃতং উপকারং কর্ম্ম বা জানাতি অনুসন্দধাতি য ইত্যর্থঃ। এবমন্তে ভগবদ্বশীকরণরূপো ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ ॥ ১৮০ ॥

জন্মজন্মস্বিতি মুক্তিবিষয়কে নৈরপেক্ষ্যং দর্শিতং তত্র ভক্তিরসাভাবাৎ ॥ ১৮১ ॥

তত্তস্মাত্ত্বদ্ভক্তানামেব পরমোৎকর্ষাদ্ধেতোঃ। 'তত্র ভবে ব্রহ্ম জন্মনি তিরশ্চামপি মধ্যে

নার ভক্তজনেই অনুরক্ত হওয়াতে অনুবর্ত্তমানা শ্রী ও সকাম রাজগণ এবং দেবতাদিগেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না, তাদৃশ ভগবানকে কোন্ কৃতজ্ঞ পুরুষ অত্যল্পও পরিত্যাগ করিতে পারে? ॥ ১৮০ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে প্রার্থনা ॥

হে হরে! আমি তোমার ভক্তিবিরহিত হইয়া ব্রহ্মাও হইতে ইচ্ছা করি না, তোমাতে ভক্ত হইয়া যদি জন্মে জন্মে কীটও হই, তাহাও আমার প্রার্থনীয় ॥ ১৮১ ॥

শ্রীব্রহ্মস্তুতিতেও শ্রীদশমস্কন্ধে
১৪ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মে অথবা পরে অন্য কোন

ভবেঽত্র বাঽন্যত্র তু বা তিরশ্চাং।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবং ॥ ১৮২ ॥
অতএবোক্তং শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে ॥
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ।
ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥ ১৮৩ ॥
এবং শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যামৃতবারিধেঃ।

যজ্জন্ম তস্মিন্ বা ভূরিভাগো মহদ্ভাগ্যং মে সোঽস্ত। যেন ভাগ্যেন ভবদীয়ানাং জনানাং একোঽপি যঃ কশ্চিদপি ভূত্বা ত্বৎপাদপল্লবং নিষেবে অত্যর্থং সেবয়ে ॥ ১৮২ ॥

এবং মাহাত্ম্যপ্রকরণমুপসংহরন্ ভগবদ্ভক্তান্ প্রণমতি য ইতি। ত্যক্তাঃ লোকাঃ কলত্র-পুত্রাদয়ো ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাচারাদয়ঃ অর্থাশ্চ ধনানি মোক্ষাদয়ো বা যৈস্তথাভূতাঃ সন্তো যে পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ভজন্তি। তর্হি কিমর্থমিত্যত্রাহ বিষ্ণুভক্তের্বশং গতাঃ তদ্রসাকৃষ্টচিত্ত-ত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তমেব কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থং ভূতগুণো হরিরিতি। এবং চান্তে পরমমাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিত ইতি দিক্ ॥ ১৮৩ ॥

অসংখ্যেয়স্য ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যস্য লিখনদ্বারা সংখ্যায়া ইবাপাদনেন নিজচাপল্য-মুদ্ভাব্য তৎপরিহরতি এবমিতি। শ্রীভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্যমেবামৃতবারিধিস্তস্য বিচিত্রাণাং ভঙ্গানামূর্ম্মীণাং পরম্পরাণাং লেখস্য লিখনস্য অর্হো যোগ্যঃ। লোভেন তদ্রসতৃষ্ণয়া লোলং চঞ্চলং জনং বিনা কোঽন্যোঽত্রাস্তি। কেবলং চাঞ্চল্যেনৈব তদ্যোগ্যঃ স্যান্ন চান্যথা

পশু পক্ষ্যাদি মধ্যে যে জন্ম হইবে, সেই জন্মে আমার যেন সেই মহৎ ভাগ্য হয়, যাহাতে আমি ভবদীয় পুরুষদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি হইয়া তোমার পাদপল্লব অত্যর্থ সেবা করিতে পারি ॥ ১৮২ ॥

অতএব নারায়ণব্যূহস্তবে কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহারা পুত্র, কলত্র, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং মোক্ষ প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে নিত্য নমস্কার নিত্য নমস্কার ॥ ১৮৩ ॥

এই প্রকার ভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্য রূপ অমৃতসাগরে বিচিত্র তরঙ্গ

বিচিত্রভঙ্গলেখার্হো লোভলোলং বিনাস্তি কঃ॥ ১৮৪॥
অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্তজনানাং সঙ্গতিঃ সদা।
কার্য্যা সর্ব্বৈঃ প্রযত্নেন দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভি॥ ১৮৫॥
অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্যং॥
ভগবদ্ভক্তপাদাব্জপাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যং চাখিলমুত্তমং॥ ১৮৬॥
তত্র সর্ব্বপাতকমোচকতা।
বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে॥

কথঞ্চিৎ। তচ্চ তন্মাধুরীবিশেষেণাকর্ষণাদেবেত্যর্থঃ॥ ১৮৪॥

অতঃ লিখিতাদস্মাৎ মাহাত্ম্যাদ্ধেতোঃ। দ্বৌ লোকৌ বিজিগীষুভিঃ লোকদ্বয়ং বিশেষতো জেতুমিচ্ছুভিঃ ঐহিকামুষ্মিকসাধনসাধ্যবর্গং বশীকর্ত্তুং সর্ব্বৈরেব সদা কার্য্যেত্যর্থঃ॥ ১৮৫॥

ইদানীং তেষাং সঙ্গমাহাত্ম্যং লিখন্ তৎসুসিদ্ধয়ে প্রথমং তান্ প্রণমতি ভগবদিতি। যদ্যপি ভগবদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যলিখনেন তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্যং তথা তৎসঙ্গতিমাহাত্ম্যলিখনেন তেষাঞ্চ মাহাত্ম্যং লিখিতং স্যাৎ তথাপি সঙ্গং বিনাপি দূরতঃ কথঞ্চিৎ সেবয়াপি কৃতার্থতা স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিতং। উত্তমং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমখিলং সাধনং সাধ্যঞ্চ ফলং। এবং সংক্ষেপেণ মাহাত্ম্যমখিলমেবোল্লিখিতং॥ ১৮৬॥

পরম্পরার লেখনের যোগ্য ঐ রস তৃষ্ণায় চঞ্চল জনব্যতিরেকে আর কে আছে॥ ১৮৪॥

অতএব যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গ করিবেন॥১৮৫

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গমাহাত্ম্য॥

যাঁহাদিগের সঙ্গ অখিল সাধন সাধ্যের ফল স্বরূপ সেই ভগবদ্ভক্তজনের পাদুকা সকলের প্রতি আমার নমস্কার থাকুক॥ ১৮৬॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বপাতকমোচকতা যথা।—

বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞমালির উপাখ্যানের শেষে॥

হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ১৮৭ ॥
সামান্যতোঽর্থনিবর্ত্তকতাঽর্থপ্রাপকতা চ।
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মাণং প্রতি প্রেতানামুক্তৌ॥
বিনাশয়ত্যপযশো বুদ্ধিং বিশদয়ত্যপি।
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রায়ো নৃণাং বৈষ্ণবদর্শনং ॥ ১৮৮ ॥
তত্র শ্রীযমব্রাহ্মণসম্বাদে মহীরথনৃপোক্তৌ ॥
যথা প্রপদ্যমানস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতঃ সদা॥ ১৮৯ ॥

তদেব বিবেচয়ন্ যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখতি হরিভক্তীত্যাদিনা সাধুসমাগম ইত্যন্তেন। সঙ্গিনাং গৃহাদ্যাসক্তিমতামপি। যদ্বা হরিভক্তিপরাণাং যে সঙ্গিনস্তেষামপি ॥ ১৮৭ ॥
প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রতিষ্ঠাং করোতি। তত্র প্রায় ইতি কস্যাশ্চিৎ প্রতিষ্ঠায়া বৈষ্ণবৈরুপেক্ষ্যত্বাৎ। বৈষ্ণবানাং দর্শনমাত্রমপি অস্তু তাবৎ সঙ্গঃ ॥ ১৮৮ ॥
পূর্ব্বং যথোপশ্রয়মাণস্যেত্যত্র দূরতোঽপি সেবামাত্রমপেক্ষিতং নতু সঙ্গঃ। অত্র চ প্রপদ্যমানস্যেত্যনেন সঙ্গ এবেতি ভেদঃ। এবং সংশব্দেনাত্র সঙ্গোঽভিপ্রেতঃ। তত্র চ শ্রদ্ধয়েত্যেষা দিক্ ॥ ১৮৯ ॥

হরিভক্তিপরায়ণগণের সঙ্গিদিগের সঙ্গমাত্র মহাপাতকান্বিত ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৮৭ ॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গে সামান্যত অনর্থনিবর্ত্তকত্ব ও
অর্থপ্রাপকত্ব যথা ॥

পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীমুনিশর্ম্মার প্রতি
প্রেতগণের উক্তি ॥

বৈষ্ণবদর্শন মনুষ্যদিগের অপযশ বিনাশ করে, বুদ্ধি নির্ম্মল করে এবং প্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করাইয়া থাকে ॥ ১৮৮ ॥

ঐ পদ্মপুরাণে যম ব্রাহ্মণসম্বাদে মহীরথ নৃপতির বাক্যে ॥

যেমন ভগবান্ অগ্নির শরণাপন্ন ব্যক্তির শীত, ভয় ও অন্ধকার থাকে না, তদ্রূপ সর্ব্বদা সাধুসংসেবিজনের কোন প্রকার ভয় হয় না॥ ১৮৯॥

তত্রৈব প্রেতোপাখ্যানে প্রেতোক্তৌ ॥

অপাকরোহতিদুরিতং শ্রেয়ঃ সংযোজয়ত্যপি।
যশো বিস্তারয়ত্যাশু নৃণাং বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥ ১৯০ ॥

সর্ব্বতীর্থাধিকতা তত্রৈব ॥

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ ॥ ১৯১ ॥

সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা ॥

তত্রৈব ভগীরথনৃপোক্তৌ ॥

যঃ স্নাতঃ শান্তিশিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিন্তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।

দুরিতং পাপং শ্রেয়ঃ মঙ্গলং যশঃ মুক্তত্বভক্তত্বাদিমাহাত্ম্যং। যদ্বা। দুরিতং সংসারশ্রেয়শ্চতুর্বর্গং যশঃ মুক্তেভ্যো প্যুৎকর্ষাদিকং ॥ ১৯০ ॥

স্নাতুমিচ্ছতি শ্রদ্ধয়া স্নাতীত্যর্থঃ। তয়োঃ স্নাতৃসঙ্গকর্ত্রোর্মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ১৯১ ॥

সাধুসঙ্গতিরেব গঙ্গা তয়া স্নাতঃ। কথম্ভূতয়া শান্ত্যা শিতয়া পরমোজ্জ্বলয়া গঙ্গাপি শুক্লবর্ণা ভবতি। এবং সাধুসঙ্গতেঃ শান্ত্যাত্মকত্বাৎ গঙ্গায়াশ্চ শুক্লবর্ণগাত্রাত্মকত্ব সাধু-

ঐ পদ্মপুরাণেই প্রেতোপাখ্যানে প্রেতের বাক্যে ॥

মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে বৈষ্ণবসঙ্গ, পাপনিবারণ, মঙ্গলসংযোজন এবং যশঃ বিস্তার করেন ॥ ১৯০ ॥

বৈষ্ণবসঙ্গ সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা অধিক ॥

ঐ পদ্মপুরাণে ॥

যে মনুষ্য গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থে স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, আর যে মনুষ্য সৎসঙ্গ করেন, এই দুইয়ের মধ্যে সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯১ ॥

বৈষ্ণবসঙ্গ সমুদায় সৎকর্ম্ম অপেক্ষা অধিক ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই ভগীরথ নৃপতির বাক্যে ॥

যিনি পরমোজ্জ্বলা সাধুসঙ্গতিরূপ গঙ্গায় স্নান করিয়াছেন, তাঁহার

সর্ব্বেষ্টসাধকতা তত্রৈব ॥

যানি যানি দুরাপানি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ ॥ ১৯২ ॥

অনর্থস্যাপ্যর্থত্বাপাদকতা ॥

বাশিষ্ঠে ॥

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃতিরপ্যমৃতায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে ॥ ১৯৩ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেবহূত্যোক্তৌ ॥

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।

সঙ্গতেরুৎকর্ষঃ। যদ্বা। শান্তিরেব সিতা শর্করা যস্যামিতি গঙ্গায়াস্তথত্বাভাবাৎ সাধুসঙ্গতে-রুৎকর্ষো বিতর্ক্যঃ ॥ ১৯২ ॥

শূন্যং বন্ধুবিয়োগাদিনা রিক্ততাং প্রাপ্তমপি গৃহাদি। অমৃতায়তে ভগবৎপদপ্রাপণাৎ। সম্পৎ ধনৈশ্বর্য্যাদিঃ। ইবেতি লোকোক্তৌ। বিদ্বাংসঃ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞাঃ ॥ ১৯৩ ॥

অধিয়া বিবেকহীনেন জনেন অসৎসু বিহিতো যঃ সংসারস্য হেতুঃ সঙ্গবিষয়ভোগাদি-

---

দান, তপস্যা, তীর্থ, যজ্ঞ ইত্যাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই ॥

বৈষ্ণবসঙ্গে সর্ব্ব প্রকার ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে।

ঐ পদ্মপুরাণেই ॥

মহীমণ্ডলে যে সমুদায় বাঞ্ছিত দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য, তাহা সাধুসঙ্গমাত্রেই প্রাপ্তি হয় ॥ ১৯২ ॥

বৈষ্ণবসঙ্গ অনর্থের অর্থ সাধক যথা—

বাশিষ্ঠে ॥

ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে বন্ধু বিয়োগাদি দ্বারা শূন্যগৃহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, মরণ অমৃতত্বকে লাভ করে এবং আপদ্ সম্পদের ন্যায় প্রকাশ পায় ॥ ১৯৩ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ৫১ শ্লোকে দেবহূতির উক্তিতে ॥

হে মুনিবর! যদিও বিষয়াসক্তি অভয়ের নিমিত্ত হয় না সত্য,

স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ১৯৪ ।

শ্রীকপিলদেবোক্তৌ ॥

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।

স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতং ॥ ১৯৫ ॥

যতঃ ॥

অরির্মিত্রং বিষং পথ্যমধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ ।

প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ।

কিঞ্চ ॥

শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

রূপঃ অপ্যর্থে এব শব্দঃ । সোঽপি সাধুষু কৃতশ্চেত্তর্হি নিঃসঙ্গত্বায় সংসারনাশায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৯৪ ॥

প্রসঙ্গমত্যন্তাসক্তিং । অপাবৃতং নিরাবরণং ॥ ১৯৫ ॥

নমু তাদৃশস্য মহানর্থস্য কথমীদৃশত্বং শ্রীভগবৎকারুণ্যমহিম্নৈবেতি লিখতি অরিরিতি

তথাচ আমার শ্রুত আছে যে, আসক্তি অসৎ বিষয়ে অজ্ঞান পূর্ব্বক বিধান করিলে সংসারবিষয়ক ভয়ের কারণ হয়, তাহাই আবার সাধু-পুরুষে বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দেয় ॥ ১৯৪ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কপিলদেবের বাক্য ॥

হে মাতঃ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে প্রসক্তি আত্মার অজর পাশ, তাহাই আবার সাধুপুরুষের প্রতি বিহিত হইলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হয় ॥ ১৯৫ ॥

যেহেতু পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন হইলে অরি মিত্র, বিষ পথ্য এবং অধর্ম্ম ধর্ম্ম হয়, আর ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন না হইলে সকল বিপর্য্যয় অর্থাৎ মিত্র ব্যক্তি শত্রু, পথ্য বিষ এবং ধর্ম্ম অধর্ম্ম হয় ॥

আরও শ্রীভগবদ্বাক্য ॥

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যাৎ মৎ প্রভাবতঃ।
দেহিদৈহিকাদিবিস্মারকতা ॥
চতুর্থস্কন্ধে শ্রীধ্রুবোক্তৌ ॥
তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃত প্রসঙ্গাঃ ॥ ১৯৭ ॥

ম্বাভ্যাং। ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপীতি পূর্ব্বং লিখিতার্থমেব। মৎপ্রভাবত ইত্যস্যোভয়ত্রাপি সম্বন্ধঃ। অতোঽত্র হেত্বনুসন্ধানাদিকং ন কার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৯৬ ॥

তে অতিতরাং অত্যন্তং প্রিয়মপি মর্ত্যং দেহং ন স্মরন্তি। নানুসংদধতে। অতিতরামিত্যস্যাত্রৈবান্বয়ঃ সম্যগ্বিস্মরন্তীত্যর্থঃ। যে চ সুতাদয়ঃ অদঃ মর্ত্ত্যমনুসম্বন্ধাস্তানপি ন স্মরন্তি তে কে ন স্মরন্তি যে কৃতপ্রসঙ্গাঃ কেষু ভবদীয়ং ভবদীয়ানামপি যাবৎ পদারবিন্দসৌগন্ধ্যং তস্মিন্ লুব্ধমপি হৃদয়ং যেষাং তেষু। তুশব্দেনান্যেষাং কেবলযোগাদিনিষ্ঠানাং দেহাভিমানানিবৃত্তিং তত্র তত্রাভিমানবিশেষং বা দর্শয়তি ॥ ১৯৭ ॥

আমার নিমিত্ত পাপকৃত হইলেও আমার প্রভাবে তাহা ধর্ম্মের নিমিত্ত কল্পিত হয়, আর আমাকে অনাদর করিলে ধর্ম্মও অধর্ম্ম হয় ॥ ১৯৬ ॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ দেহি অর্থাৎ দেহবিশিষ্ট জীব
ও দেহসম্বন্ধীয় বিষয় সকল বিস্মরণ করায় ॥
চতুর্থস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রীধ্রুবের বাক্যে ॥

হে কমলনাভ! আপনকার চরণকমলের সৌগন্ধ্যে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লোলুপ অর্থাৎ যাঁহারা আপনকার একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের সহিত যে সকল ব্যক্তি সঙ্গ করেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রিয় যে মর্ত্যদেহ এবং এই মর্ত্যদেহের অনুবর্ত্তী যে সকল গৃহ, বিত্ত, মিত্র, পুত্র, কলত্র, তাহা কিছুই স্মরণ করেন না ॥ ১৯৭ ॥

জগদানন্দকতা।

পাদ্মে তত্রৈব প্রেতোক্তৌ ॥

রসায়নময়ী শীতা পরমানন্দদায়িনী।

নানন্দয়তি কং নাম বৈষ্ণবাশ্রয়চন্দ্রিকা ॥ ১৯৮ ॥

মোক্ষপ্রদতা দশমস্কন্ধে ॥

শ্রীমুচুকুন্দস্তুতৌ ॥

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-

জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ।

রসায়নং রোগহর্ত্তা পুষ্ট্যাদিকর্ত্তা স্বাদ্বৌষধবিশেষঃ তন্ময়ী। শীতা শীতলা তাপহরেত্যর্থঃ। চন্দ্ররশ্মিরপি অমৃতময়ত্বাদ্রসায়নময়ী সদা এব পিত্তোপশমনাদিস্বভাবকত্বাৎ। অন্যৎ সমমেব ॥ ১৯৮ ॥

ভো অচ্যুত ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য যদা ত্বদনুগ্রহেণ ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অন্তো ভবেৎ কালঃ প্রাপ্তঃ স্যাৎ তদা সতাং সঙ্গমো ভবেৎ। যদাচ সৎসঙ্গমো ভবেৎ তদা সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা কার্য্যকারণনিয়ন্তরি ত্বয়ি ভক্তির্ভবতি ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ। যদি বায়মর্থঃ ভবস্য গৃহাদ্যাসক্তিলক্ষণস্য সংসারস্যাপবর্গঃ পরিত্যাগো যদা ভবেৎ তদৈব অচ্যুতঃ স্থিরঃ সৎসমাগমো ভবেৎ পূর্ব্ববদ্বা বিষয়মহিমবতঃ পরমপুরুষার্থতাবোধনার্থং বিশেষণদ্বয়ং। সতাং মুক্তানামপি ভক্তানামেব বা গতৌ প্রাপ্যে। পরাবরয়োঃ চিচ্ছক্তিমায়াশক্ত্যোঃ লক্ষ্মীভূম্যো

ভগবদ্ভক্তসঙ্গ জগতের আনন্দজনক ॥

পদ্মপুরাণের সেই স্থানে প্রেতের বাক্যে ॥

রসায়নময়ী, শীতলা, পরমানন্দদায়িনী বৈষ্ণবাশ্রয়রূপ চন্দ্ররশ্মি কাহাকে না আনন্দিত করিয়া থাকে? ॥ ১৯৮ ॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গের মোক্ষপ্রদত্ব ॥

দশমস্কন্ধে ৫১ অধ্যায় ৩৫ শ্লোকে মুচুকুন্দের স্তবে যথা ॥

মুচুকুন্দ কহিলেন, হে অচ্যুত! আপনকার অনুগ্রহে যখন সংসারি জনের সংসারান্ত হয় তখনি সাধুসহ সমাগম হইয়া থাকে। সে সময়

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥ ১৯৯ ॥
অতএবোক্তং শ্রীপ্রচেতোভিশ্চতুর্থস্কন্ধে ॥
যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন।
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০০ ॥

বা পরাণাং শ্রীগোপীনাং অবরাণাঞ্চ শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামীশে স্বামিনীতি তদাচ ভগবৎপ্রেমপ্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৯৯ ॥

যত্র যেষু। যতো যাভ্যঃ কথাভ্যঃ নির্ব্বৈরং বৈরাভাবঃ। যত্র যাসু কথাসু মুক্তসঙ্গৈস্তৈরেব নারায়ণঃ সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে। যদ্বা ন্যাসিনামপি গতিরাশ্রয়ো নারায়ণো ভগবান্ যত্র সাক্ষাদস্তীতি। মুক্তসঙ্গৈঃ শ্রীসনকাদিভিঃ সৎকথাসু মধ্যে প্রস্তূয়তে। যদ্বা মুক্তসঙ্গৈরাত্মারামৈরপি যত্র নারায়ণ এব সাক্ষাৎ প্রস্তূয়তে ন তু জ্ঞানাদি। এতাদৃশং যেষাং মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥

সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তি দ্বারা কার্য্যকারণনিয়ন্তা সাধুগণের পরমগতি এবং পরাবরেশ আপনাতে মতি জন্মে, আপনাতে মতি হইলেই মুক্ত হয় ॥১৯৯॥

চতুর্থস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩৪। ৩৫ শ্লোকে প্রচেতোগণের বাক্য যথা ॥

প্রচেতারা কহিলেন, প্রভো! তোমার যে সকল সঙ্গিদিগের সন্নিধানে পবিত্র কথার প্রস্তাব হয়, যাঁহাদের হইতে তৃষ্ণার শান্তি হয়, যাঁহারা সকল প্রাণিতে বৈরহীন, যাঁহাদের সমীপে কোন প্রকার উদ্বেগ নাই, অপর যাঁহারা মুক্ত সঙ্গ হইয়া সৎকথার অবসরে সন্ন্যাসিদিগের গতি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ করিয়াথাকেন ॥ ২০০ ॥

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥ ২০১ ॥
সর্ব্বসারতা ॥
বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদসনৎকুমারসম্বাদে ॥
অসারভূতে সংসারে সারমেতদজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গো হি হরিভক্তিং সমিচ্ছতাং ॥ ২০২ ॥
পাদ্মে তত্রৈব মহারথনৃপোক্তৌ ॥
অসাগরোত্থং পীযূষমদ্রব্যং ব্যসনৌষধং।

পদ্ভ্যাং পাবনেচ্ছয়া। যদ্বা পদ্ভ্যাং বিচরতামিতি সৌলভ্যমুক্তং। সংসারাদ্ভীতস্যাপি কিং ন রোচেত অপিতু রোচত এব। ভীতানামনন্যগতিত্বাৎ। তদুক্তং ভগবতৈব সন্তোহর্ব্বাক্ বিভ্যতোহরণমিতি ॥ ২০১ ॥
সংসারে প্রপঞ্চে। কিন্তদাহ ভগবদ্ভক্তসঙ্গ ইতি। হরিভক্তিং সম্যগিচ্ছতাং জনানামিতি হরিভক্তিবাঞ্ছাবিশেষং বিনা ভগবদ্ভক্তসঙ্গমহাত্ম্যানমুভবাৎ যদ্বা তেষাং শ্রেষ্ঠসাধনমেতদেবেতি ব্যাখ্যয়ায়ং শ্লোকো ভক্তিসম্পাদকতায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২০২ ॥
সতাং সমাগমঃ পীযূষং ভবত্যেব কিন্তু অসাগরোত্থং। অতঃ সাগরোদ্ভূতস্য দেবভোগ্য

তাঁহাদের সহিত সমাগম প্রাপ্ত হইতে কোন্ ভীত ব্যক্তির স্পৃহা না হইবে? প্রভো! তোমার ঐ সকল পুরুষের পাদ দ্বারা পৃথিবী পবিত্র করিবার বাসনায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা তীর্থ স্বরূপ ॥ ২০১ ॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ॥
বৃহন্নারদপুরাণে শ্রীনারদ সনৎকুমারসম্বাদে ॥

হে ব্রহ্মনন্দন! যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে হরিভক্তি ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে এই অসারময় সংসারে ভগবদ্ভক্ত সঙ্গই সার জানিবা ॥ ২০২ ॥

পদ্মপুরাণের সেই স্থানেই মহারথ নৃপতির বাক্যে ॥

সৎ সকলের সমাগম অসাগরোৎপন্ন অমৃত, পাক ভিন্ন অপূর্ব্ব

হর্ষশ্চালোকপর্য্যন্তঃ সতাং কিল সমাগমঃ ॥ ২০৩॥

ভগবৎকথামৃতপানৈকহেতুতা।

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥

শ্রীনারদোক্তৌ ॥

প্রসঙ্গেন সতামাত্মমনঃশ্রুতিরসায়নাঃ।

ভবন্তি কীর্ত্তনীয়স্য কথাঃ কৃষ্ণস্য কোমলাঃ ॥ ২০৪ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবোক্তৌ ॥

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

পীযূষস্য মথনাদিপরিশ্রমেণৈব সাধনাৎ বারুণ্যাদিসম্বন্ধাচ্চ ততোঽপ্যস্য শ্রৈষ্ঠ্যং সূচিতং। তথাহ দ্রব্যমিতি দ্রব্যময়ৌষধে পাকক্রিয়া প্রয়াসোঽথ ভক্ষণাদিযত্নশ্চাপেক্ষতে। ইত্যত্র তত্তদভাবস্য শ্রৈষ্ঠ্যং তথা সুখস্যান্তে ভবেদ্দুঃখমিতি ন্যায়েনান্তেঽহর্ষঃ শোকাবসান এব স্যাৎ অয়ং হর্ষয়তীতি হর্ষরূপো বা শোকান্তো ন ভবতি কিন্তু সদা হর্ষ এব। অতোঽস্য নিত্যপরমানন্দময়ত্বমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সর্ব্বসারতৈব সিদ্ধা ॥ ২০৩ ॥

আত্মনাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং মনসঃ শ্রুত্যোশ্চ রসায়নাঃ সুখপ্রাপকাঃ যতঃ কোমলাঃ মধুরাঃ ॥ ২০৪ ॥

বীর্য্যস্য সম্যগ্বেদনং যাসু তাঃ বীর্য্যসম্বিদঃ। অতএব হৃৎকর্ণরসায়নাঃ সুখদাঃ। তাসাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোঽবিদ্যানিবৃত্তির্মোক্ষো বা বর্ত্ম যস্মিন্ তস্মিন্ হরৌ প্রথমং

ঔষধ এবং সমস্ত লোকের হর্ষপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ২০৩ ॥

ভগবৎকথামৃতপানের এক হেতুতা ॥

পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদের বাক্যে ॥

সৎ সকলের প্রসঙ্গে জীবগণের মন ও কর্ণের সুখপ্রাপিকা কীর্ত্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের কোমলকথা সকলই হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥

তৃতীয়স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের বাক্যে ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! সাধুজনের সহিত সংসর্গ হইলে আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক,

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২০৫ ॥
চতুর্থে শ্রীনারদোক্তৌ ॥
যত্র ভাগবতা রাজন্ সাধবো বিষদাশয়াঃ।
ভগবদ্গুণানুকথনশ্রবণব্যগ্রচেতসঃ ॥ ২০৬ ॥
তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।

শ্রদ্ধা ততো রতিস্ততো ভক্তিঃ অনুক্রমিষ্যতি ক্রমেণৈব ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ। রতিশ্চ রত্যাখ্যো ভাবঃ। ভক্তিশ্চ প্রেমলক্ষণা। এতদ্বিবরণঞ্চ শ্রীমহানুভাবৈরেব রসার্ণবে কৃতমস্ত্যেব ॥ ২০৫ ॥

নন্নু সাধুসঙ্গং বিনা স্বয়মেব হরিকথাচিন্তনাদিনা ভক্তির্ভবেদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যত্রেতি দ্বাভ্যাং। যস্মিন্ স্থানে। ভগবতো গুণানুকথনে শ্রবণে চ ব্যগ্রং সত্বরমত্যাসক্তং বা চেতো যেষাং তে ॥ ২০৬ ॥

যস্মিন্ স্থানে মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ। যদ্বা মহান্তঃ মৌনাদিশীলা অপি মুখরিতাঃ তাভিঃ তাঃ। মধুভিদশ্চরিতমেব পীযূষং তদেব শিষ্যত ইতি শেষো যাসু তাঃ। অসারাংশরহিতশুদ্ধামৃতবাহিন্য ইত্যর্থঃ। অবিতৃষঃ অলং বুদ্ধিশূন্যাঃ সন্তঃ গাঢ়ৈঃ সাবধানৈঃ কর্ণৈঃ যে তাঃ সরিতঃ পিবন্তি সেবন্তে। অশনশব্দেন ক্ষুদ্ভাতে অশনাদরস্তান্ন স্পৃশন্তি

সুতরাং তাহার সেবন দ্বারা আশু আগাতে অর্থাৎ অপবর্গবর্ত্ম স্বরূপ ভগবান্ হরিতে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি, ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২০৫ ॥

৪ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৩৬। ৩৭ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্য ॥

হে রাজন্! যে স্থানে বিষদাশয় ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ ভগবানের গুণ সকলের কথন ও শ্রবণ নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন ॥২০৬॥

সেই স্থানে মহদ্ব্যক্তিদিগের বদন হইতে ভগবান্ মধুসূদনের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্ত্তিত হয়। রাজন্! ভগবানের চরিত্র কথা সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী। যে সকল ব্যক্তি অলংবুদ্ধিশূন্য হইয়া

তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২০৭ ॥
পঞ্চমে শ্রীব্রাহ্মণরহূগণসম্বাদে ॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ২০৮ ॥
একাদশে ভগবদুদ্ধবসম্বাদে শ্রীঐলোপাখ্যানান্তে ॥

ভক্তিরসিকান্ন বাধন্ত ইত্যর্থঃ। নৃপ হে প্রাচীনবর্হিঃ। সৎসঙ্গমন্তরেণ স্বয়মেব কথা-চিন্তনাদাবালস্যাদিনা রসাবেশাভাবতঃ ক্ষুৎপিপাসাদ্যভিভূতস্য ভক্ত্যসম্ভবাদবশ্যং সৎসঙ্গো বিধেয়ঃ ততশ্চ ভগবৎকথামৃতরসপানাদিরূপা ভক্তিঃ স্বতঃ সম্পদ্যত এবেতি ভাবঃ॥ ২০৭ ॥

যত্র যেষু মহৎসু। গ্রাম্যকথানাং বিঘাতো যস্মাৎ মুমুক্ষোরপি। সতীং মতিং প্রেম-ভক্তিমিত্যর্থঃ॥ ২০৮ ॥

সাবধানে ঐ নদীর সেবা করেন, তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় শোক এবং মোহ ইত্যাদি কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না। ফলতঃ ভক্তি রসিক ব্যক্তিদিগকে ক্ষুধা প্রভৃতি বাধা দিবে সম্ভাবনা কি ? ॥ ২০৭ ॥

৫ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে শ্রীব্রাহ্মণ রহূগণ সম্বাদে যথা ॥

হে নরেন্দ্র ! সাধুব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বদা ভগবান্ উত্তমঃ-শ্লোকের গুণানুবাদেরই প্রস্তাব হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের নিকট গ্রাম্য কথার সম্পর্কমাত্র নাই, সেই ভগবদ্গুণানুবাদ নিরন্তর সেব্যমান হইলে তাহাই ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি মুমুক্ষু জনের সদ্বুদ্ধি প্রদান করে ॥ ২০৮ ॥

১১ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ২৮। ২৯ শ্লোকে ভগবদুদ্ধব
সম্বাদে শ্রীঐলোপাখ্যানের অন্তে ॥

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথা।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘং ॥ ২০৯ ॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥
ভক্তিসম্পাদকত্বং ॥
বৃহন্নারদীয়ে তত্রৈব ॥
ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥ ২১০ ॥
শ্রীভগবদ্বশীকারিতা ॥

সম্ভবন্তি সম্যক্ জায়ন্তে। তাঃ কথা এব অঘং পাপং প্রকর্ষেণ পুনন্তি সবাসনমুন্মূলয়ন্তি সংসারদুঃখং নাশয়ন্তীতি বা ॥ ২০৯ ॥

শ্রবণাদিভিরেব মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ শ্রবণাদিষেব প্রীতিমন্তঃ সন্তঃ ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং বিদন্তি। ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য দৌর্ল্লভ্যমাহ সৎসঙ্গ ইতি ॥ ২১০ ॥

হে মহাভাগ উদ্ধব! সেই সকল সাধু ব্যক্তির নিকটে শিষ্টলোকের হিতজনক আমার কথা উপস্থিত হয় এবং তাহা শ্রবণকারি ভক্তদিগের হিতকরী হইয়া পাপ মোচন করে ॥ ২০৯ ॥

যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আদরের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অনুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তি লাভ করে ॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গের ভক্তিসম্পাদকত্ব যথা—

বৃহন্নারদপুরাণের সেই স্থানে ॥

ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলে ভগবদ্ভক্তি জন্মে এবং পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত পুণ্য সমূহ দ্বারা পুরুষ সকলের সৎসঙ্গ লাভ হয় ॥ ২১০ ॥

ভগবদ্ভক্তসঙ্গের শ্রীভগবদ্বশীকারিত্ব যথা—

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা ॥
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব বা।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।

সাংখ্যযোগাদীনি সাধনান্তর সব্যপেক্ষাণি সব্যভিচারাণি চ সৎসঙ্গস্তু স্বতন্ত্র এব সমর্থঃ ফলাব্যভিচারী চেতি বর্ণয়িতুমাহ অথেত্যেতি ত্রিভিঃ। এতদ্বক্ষ্যমাণং পরমং গুহ্যং শৃণু। যতস্ত্বং মম ভৃত্যঃ সুহৃৎ জ্ঞাতিঃ সখা চ অতঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি। ন রোধয়তি ন বশীকরোতি। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। সাংখ্যং তত্ত্বানাং বিবেকঃ। ধর্ম্মঃ সামান্যতোঽহিংসাদিঃ বর্ণাশ্রমাচারো বা। স্বাধ্যায়ো বেদজপঃ। তপঃ কৃচ্ছ্রাদি। ত্যাগঃ সংন্যাসঃ। ইষ্টাপূর্ত্তিঃ ইষ্টং পূর্ত্তঞ্চ তত্র ইষ্টমগ্নিহোত্রাদি পূর্ত্তং কূপারামাদিনির্ম্মাণং। দক্ষিণাশব্দেন সামান্যতো দানং লক্ষ্যতে। ব্রতানি একাদশ্যুপবাসাদীনি। যজ্ঞো দেবপূজা। ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ। নিয়মা বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাদয়ঃ। যমাঽন্তঃকরণসংযমাদয়ঃ। যদ্বা অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ। আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমাঽভয়ং। শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং। তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনমিতি ভগবদুক্তলক্ষণা গ্রাহ্যাঃ। তত্র অস্তেয়ং মনসাপি পরস্বাগ্রহণং। আস্তিক্যং ধর্ম্মে বিশ্বাসঃ।

একাদশস্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গজনিত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসারতরণের সম্যক্ উপায় আর প্রায় নাই, যে হেতু আমিই সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয় অতএব সৎসঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন ॥

একাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১। ২ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেক সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞ, আরামাদি নির্ম্মাণ এবং দান, ইহারা আমাকে তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না ॥

একাদশ্যাদি ব্রত, দেবপূজা, রহস্য মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম ও যম,

যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং ॥ ২১১ ॥

অতএবোক্তং বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে ॥

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।

রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥ ২১২ ॥

স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা ॥

প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকাদীনাং ॥

অভয়ং পাপাদিভ্যঃ। শৌচং বাহ্যমান্তরঞ্চেতি দ্বয়ং। অতো দ্বাদশনিয়মাঃ। শ্রদ্ধা ধর্ম্মাদয় ইতি। অবরুন্ধে বশীকরোতি। সর্ব্বসঙ্গাপহঃ বাহ্যান্তরাশেষাসক্তিনিরসনঃ ॥ ২১১ ॥

যেষাং ভগবদ্ভক্তানাং সেবয়া সঙ্গরূপয়া। কূটস্থস্য নির্ব্বিকারস্যাপি যদ্বা শ্রীগোবর্দ্ধন-শৃঙ্গোপরি বর্ত্তমানস্য মধুদ্বিষো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদয়োঃ চরণারবিন্দয়োরতিরাসঃ প্রেমোৎসবঃ তীব্রঃ স্বাভাবিকো ভবেৎ। ব্যসনং সংসারদুঃখমর্দ্দয়তি নাশয়তি তথা সঃ। যদ্বা মধুদ্বিট্ সম্বন্ধীয় রত্যা প্রেম্না রতিযুক্তো বা রাসঃ রাসক্রীড়া তীব্রঃ অত্যুৎকটঃ দেবাদী-নামপি মোহনত্বাৎ বহুকালব্যাপিত্বাচ্চ। পাদয়োর্ব্যসনাদি দুঃখান্যর্দ্দয়তীতি তথা সঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দকস্যাপি রাসস্য প্রায়ো নৃত্যবিশেষত্বেন গতিবিশেষসম্পত্তেঃ। যদ্বা মধুদ্বিষঃ পাদয়োরিত্যেবান্বয়ঃ ততশ্চ তচ্চরণারবিন্দদ্বয়েন সহেত্যর্থঃ পূর্ব্ববদেব অতোঽস্য ফল-বিশেষত্বেনাস্তে লেখ্যঃ ॥ ২১২ ॥

ইহারাও তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না, সর্ব্বসংসারসঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে যাদৃশ বশীকৃত করে ॥ ২১১ ॥

অতএব ৩ স্কন্ধে ৭অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

বিদুরকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে কহিলেন, হে মুনে! আপনাদিগের চরণসেবা দ্বারা কি না হয়? তদ্দ্বারা সর্ব্বকালব্যাপী মধুদ্বেষি ভগবানের পাদ-পদ্মে দুর্নিবার প্রেমোৎসব জন্মে, তাহাতেই সংসার বিনষ্ট হয় ॥২১২।

ভগবদ্ভক্তসঙ্গের স্বতই পরমপুরুষার্থতা ॥

১ স্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে শৌনকাদির বাক্য ॥

চতুর্থে চ শ্রীপ্রচেতসামুক্তৌ ॥

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২১৩ ॥

চতুর্থে শ্রীপ্রচেতসঃ প্রতি শ্রীশিবোপদেশে ॥

ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ২১৪ ॥

ভগবৎসঙ্গিনো ভগবদ্ভক্তাঃ তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পঃ কালঃ তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম সমং ন পশ্যাম নচাপুনর্ভবং মোক্ষং। মর্ত্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যং। এবং ফলরূপাৎ স্বর্গাৎ অপবর্গাদপ্যধিকত্বেন সৎসঙ্গস্য পরমফলত্বং সিদ্ধং ॥ ২১৩ ॥

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য ক্ষণার্দ্ধেনাপি স্বর্গং ন তুলয়ে সমং ন পশ্যামি নবাঽপুনর্ভবং ॥ ২১৪ ॥

তথা ৪ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে শ্রীপ্রচেতাদিগের বাক্যে যথা ॥

হে ভগবন্! আমরা তোমার সঙ্গিদিগের সঙ্গলেশের সঙ্গে স্বর্গ ও মোক্ষও তুলনা করি না, ইহাতে মানবগণের প্রার্থনীয় অন্য অন্য বিভবের কথা কি? অর্থাৎ সে সকল উহার সহিত তুলনা করিবার সম্ভাবনা কি? ॥ ২১৩ ॥

তথা ৪ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে প্রচেতাদিগের প্রতি শ্রীশিবের উপদেশে যথা ॥

শ্রীশিব কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার পাদমূলে শরণাপন্ন ব্যক্তিদিগের যে শমন ভয় নিবারণ হয় এ বড় লাভ নহে, কারণ, তোমার সঙ্গিদিগের সহিত যে সঙ্গ তাহার ক্ষণার্দ্ধের সহিত স্বর্গ অথবা মোক্ষ এতদুভয়কে সমান বলিয়া গণ্য করিতে পারি না, ইহাতে মরণধর্ম্মশীল মানবদিগের রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা কি? অর্থাৎ সে সকল কখনই উহার তুল্য হইতে পারিবে না ॥ ২১৪ ॥

দ্বাদশে শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবস্য ॥

তথাপি সংবদিষ্যামো ভবান্যেতেন সাধুনা।
অহং হি পরমোলাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ॥ ২১৫ ॥

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদং প্রতি শ্রীধরণ্যোক্তং ॥
শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ২১৬ ॥

অতএব বিদুরেণ তৃতীয়স্কন্ধে ॥

যদ্যপি নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে। তথাপি। অনেন মার্কণ্ডেয়েন সহ সম্বদিষ্যামঃ সম্ভাষাং করিষ্যামঃ। যতঃ সাধুভিঃ সমাগমঃ সংযোগঃ অয়মেব পরমো লাভঃ ফলং ॥ ২১৫ ॥

ত্বাদৃশানাং কথঞ্চিৎ ত্বদনুকরণবতামপি দর্শনমেবাক্ষ্ণোঃ ফলং এবমন্যদপি ॥ ২১৬ ॥

---

১২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে
মার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবের বাক্য যথা ॥

হে ভবানি! তথাপি তোমার অনুরোধে আমি ইহাঁর সহিত সম্ভাষণ করিতে ইচ্ছা করি, যে হেতু সাধুসঙ্গম সকলেরই পক্ষে পরম লাভ ॥ ২১৫ ॥

অতএব প্রহ্লাদের প্রতি পৃথিবীর উক্তি
হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! তোমার মত ভক্তগণের দর্শনই চক্ষুর্দ্বয়ের ফল, তোমার মত ভক্তগণের অঙ্গ সঙ্গই দেহের ফল এবং তোমার মত ভক্তগণের নাম কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল, অতএব সংসার মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণই পরম দুর্ল্লভ ॥ ২১৬ ॥

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে বিদুরের বাক্য যথা ॥

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ২১৭ ॥
শ্রীবিদেহেনাপ্যেকাদশস্কন্ধে ॥
দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং ॥ ২১৮ ॥
অতএব হি প্রার্থিতং শ্রীধ্রুবেণ চতুর্থস্কন্ধে ॥
ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো

বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু শ্রীভগবতঃ তল্লোকস্য বা মার্গভূতেষু মহৎসু সেবা সঙ্গাদিরূপা অল্পতপসঃ ভাগ্যবিশেষহীনস্য জনস্য দুরাপা যত্র যৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা যেষু বিষয়েষ্বৈরপি সর্ব্বৈ-গীয়তে অতস্তেষাং সান্নিধ্যমাত্রেণৈব কৃতার্থতা নচোপদেশাপেক্ষাপীতি ভাবঃ। যদ্বা যেষু নিমিত্তেষু যৎপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সৎসঙ্গস্য স্বতঃ পুরুষার্থতা সিদ্ধৈব ॥ ২১৭ ॥

বহবো দেহা ভবন্তি যেষাং তে দেহিনো জীবাস্তেষাং ক্ষণভঙ্গুরোঽপি মানুষো দেহো দুর্ল্লভঃ পরমপুরুষার্থসাধনত্বাৎ। বৈকুণ্ঠঃ প্রিয়ো যেষাং বৈকুণ্ঠস্য বা প্রিয়াস্তেষাং দর্শন-মপি কিমুত সঙ্গাদিকং ॥ ২১৮ ॥

ভক্তিং ত্বয়ি প্রবহতাং সাতত্যেন কুর্ব্বতাং অতএবামলাশয়ানাং প্রসঙ্গো মে মম্না সহ

আমার অতি দুর্ল্লভ লাভ হইল, আমি মহৎ সেবা করিতে পাই-লাম। হে মহাত্মন্! মহদ্ব্যক্তিরা ভগবান্ বিষ্ণুর অথবা তদীয় লোকের বর্ত্ম স্বরূপ, তাঁহারা সর্ব্বদা দেবদেব জনার্দ্দনের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেবা অল্পতপা ব্যক্তির অনায়াস লভ্য নহে ॥২১৭॥

১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে বিদেহের বাক্য যথা ॥

বিদেহ কহিলেন, হে ঋষিগণ। আমি আপনাদিগকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মধুসূদনের পার্ষদ বলিয়া জানিতেছি, কারণ বিষ্ণুভক্তেরা লোকদিগকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২১৮ ॥

অতএব ৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে
শ্রীধ্রুবের প্রার্থনা যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন, হে অনন্ত! আমার প্রার্থনা এই যে, যে সকল অমলাশয়

ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাং।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ॥ ২১৯॥
প্রচেতসঃ প্রত্যুপদেশে শ্রীশিবেন চ॥
অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্ব্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাং।

ভূয়াৎ। ননু মোক্ষং কিং ন যাচসে অত আহ যেন মহৎপ্রসঙ্গেন অঞ্জসা অযত্নত এব। উল্বণি ব্যসনানি যস্মিন্ তৎ। নেষ্যে পারং গমিষ্যামি। ভগবদ্গুণকথৈবামৃতং তস্য পানেন মত্তঃ সন্। অত্র মত্তশব্দেনৈবং সূচ্যতে যথা মদিরামত্তো ন জানাতি কথং রাত্রির্গতা দিনমায়াতং বেতি তথা সৎসঙ্গজাত কথামৃতপানমত্তোঽপি ন জানাতি কথং সংসারোঽপগতো মোক্ষো বা জাত ইতি। এবমমৃতপানস্য যথা দেহগেহাদ্যননুসন্ধানং ন ফলং কিন্তু পরমমধুররসাস্বাদনাদিকমেব তথা সৎসঙ্গস্য ভগবৎকথামৃতপানমেব ফলং মোক্ষস্বানুসঙ্গিকঃ স্বয়মেবোপস্থাস্যতি কিন্তদ্যাচনেনেতি ভাবঃ॥ ২১৯॥

অথ অতো হেতোঃ। অনঘৌ অঘহরাবঙ্ঘ্রী যস্য তস্য তব কীর্ত্তির্যশঃ তীর্থং গঙ্গা তয়োঃ ক্রমেণান্তর্ব্বহিঃস্নানাভ্যাং বিধূতঃ বিনাশিতঃ পাপ্মা যেষাং অন্যেষামপি যৈরিতি বা। অত-

মহৎপুরুষ আপনকার প্রতি সতত ভক্তি করেন, আপনকার কথা শ্রবণার্থ তাঁহাদের সহিত যেন আমার প্রসঙ্গ হয়। প্রভো! মহৎসঙ্গ লাভ হইলেই আমি আপনকার গুণকথামৃত পানে মত্ত হইয়া যত্নব্যতিরেকে এই ভয়ঙ্কর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব, ইহাতে যদিও ভূরি ভূরি গুরুতর বিপদ্ আছে, তথাচ তখন ইহা আমার দুস্তর হইবে না॥ ২১৯॥

চতুর্থস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে প্রচেতাদিগের
প্রতি শ্রীশিবের উপদেশে॥

শিব কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার যশঃ এবং তীর্থ (গঙ্গা) এই দুইয়ে ক্রমে অন্তর্বহিঃস্নান দ্বারা যে সকল পুরুষের পাপ বিধৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল ব্যক্তিতে দয়া, রাগাদিরহিত চিত্ত এবং

ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নঃ স্তব ॥ ২২০ ॥
শ্রীপ্রচেতোঽভিশ্চ ॥
যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবেঽভবে ॥ ২২১ ॥
শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি সপ্তমস্কন্ধে ॥
তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোজ্ঞ

এব ভূতেষু অনুক্রোশঃ কৃপা সুসত্ত্বঞ্চ রাগাদিরহিতং চিত্তং শীলং চার্জ্জবাদি তদ্বতাং সঙ্গোঽস্মাসু অস্তু। এষ এব নোঽস্মান্ প্রতি ত্বদনুগ্রহঃ ॥ ২২০ ॥

স্পৃষ্টা ব্যাপ্তাঃ সন্তো বয়ং কর্ম্মভির্যাবদিহ প্রপঞ্চমধ্যে ভ্রমামস্তাবদ্ভবতি প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যেষাং সঙ্গোঽস্মাকং জন্মনি জন্মনি স্যাৎ। যাবদ্ভ্রমাম তাবদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তৌ স্বতএব ভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গসিদ্ধেঃ। যদ্বা যাবৎ কর্ম্মভির্ভ্রমামঃ মায়য়া অস্পৃষ্টা মুক্তা বা ভবামঃ। এবং ভবে সংসারে অভবে চ মোক্ষে সঙ্গঃ স্যাৎ অন্যৎ সমানং ॥ ২২১ ॥

যস্মাৎ লোকপ্রার্থ্যাঃ স্বর্গিণামায়ুরাদয়ো বিভবা মৎপিতৃক্রোধভ্রূক্ষেপেণৈব বিনষ্টা

আর্জ্জবাদি গুণ বিদ্যমান, সেই সমস্ত সাধুপুরুষের সহিত আমাদের মিলন হউক। প্রভো! তাহা হইলেই আমরা তোমার মহৎ অনুগ্রহ বোধ করিব ॥ ২২০ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
প্রচেতাদিগের উক্তি যথা ॥

হে ভগবন্! তুমি বরগ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ, অতএব এই বর প্রার্থনা করি, আমরা তোমার মায়া দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়াতে কর্ম্ম বশতঃ এ সংসারে যাবৎ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, তাবৎ যেন জন্মে জন্মে তোমার সঙ্গি ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের সঙ্গ হয় ॥ ২২১ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে
শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য যথা ॥

হে ভগবন্! শরীরিদিগের ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয়,

আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ।
নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বমিতি ॥ ২২২ ॥
অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে ॥ ২২৩ ॥
অথাসৎসঙ্গদোষাঃ ॥
শ্রীকাত্যায়নবাক্যে ॥

তস্মাৎ আশিষঃ ভোগান্। ঐন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়ৈর্ভোগ্যং। ব্রহ্মণো ভোগ্যমভিব্যাপ্য কিমপি নেচ্ছামি। যতো জন্তুৎপরিপাকং বিদ্বান্ নশ্বরত্বাদিত্যর্থঃ। তে কালত্মনা কালরূপস্বরূপেণ উরুবিক্রমেণ বিলুলিতান্ অণিমাদীনপি। যদ্বা কালাত্মনা অবিলুলিতান্ অস্পৃষ্টান্ অর্থান্ সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্যলক্ষণানপি নেচ্ছামি। তর্হি কিমিচ্ছসীত্যত আহ উপনয়েতি পরমফলরূপস্তদ্ভক্তসঙ্গো যত্র কুত্রাপি ভূয়াৎ তত্র মম স্থানাদ্যাগ্রহো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২২ ॥

এবং সৎসঙ্গসেবনমুপপাদ্য তস্যৈব দার্ঢ্যায়াঽসৎসঙ্গবর্জ্জনং লিখতি অসদ্ভিরিতি। সর্ব্বেষামৈহিকানামামুষ্মিকাণাঞ্চ অর্থানাং সাধনানাং সাধ্যানাঞ্চ হানিঃ ক্ষয়ঃ স্যাৎ। ন চ তাবদেব কিন্তু অধঃপাতঃ নরকাদিভোগশ্চ জায়তে ॥ ২২৩ ॥

আমি তাহা বিলক্ষণ জানি, এই নিমিত্ত আয়ুঃ, অথবা শ্রী, কিম্বা বিভব অথবা ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় কিছুই বাঞ্ছা করি না, অণিমাদি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ স্পষ্ট দেখিতেছি, মহাবিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্ত্তৃক ঐ সকলও বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবন্! অবশেষে আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি, আপনকার ভৃত্যবর্গ সমীপে আমাকে নীত করুন ॥ ২২২ ॥

অসৎ সকলের সহিত কখন সঙ্গ করিবে না। যে হেতু তাহাতে সকল অর্থের হানি এবং অধঃপাত হয় ॥ ২২৩ ॥

অথ অসৎসঙ্গের দোষ সকল
শ্রীকাত্যায়নের বাক্যে ॥

বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্বাসবৈশসং ॥ ২২৪ ॥
পাদ্মে উত্তরখণ্ডে ॥
শ্রীউমামহেশ্বরসম্বাদে ॥
অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাঃ স্মৃতাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং সোমপানাদিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২২৫ ॥
তৃতীয়স্কন্ধে ॥
শ্রীকপিলদেবহূতিসম্বাদে ॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।

বিশেষেণ অবস্থিতির্নিবাসঃ। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া তু নৈব সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ। লোকদ্বয়ে স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ ॥ ২৪৪ ॥

কথঞ্চিৎ সম্ভাষণে সত্যপি স্পর্শং বর্জ্জয়েৎ। কথঞ্চিৎ স্পর্শে সত্যপি সোমপানং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন সহবাসান্নভক্ষণাদি ॥ ২২৫ ॥

শমোহন্তঃকরণোপরতিঃ দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ ভগঃ ভাগ্যং। যোষিতাং ক্রীড়ামৃগ-

অগ্নির জ্বালারূপ পিঞ্জর মধ্যে অবস্থিতি করা বরং ভাল, কিন্তু যেন শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাবিমুখজনের সহিত সহবাসরূপ পীড়া ভোগ করিতে না হয় ॥ ২২৪ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে
উমামহেশ্বরসম্বাদে ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব, তাঁহারা চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ, স্পর্শ এবং একত্র সোমপানাদি বর্জন করিবেন ॥ ২২৫ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতিসম্বাদে
৩১ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোক হইতে ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! অসৎসঙ্গ অতিশয় অনিষ্টকর,

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ং।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু ॥ ২২৬ ॥
ন তথাস্য ভবেদ্বন্ধো মোহশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ২২৭ ॥
একাদশে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥
সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।

বদধীনেষু। খণ্ডিতাত্মসু। দেহাত্মবুদ্ধিষু অস্থিরচিত্তেষিতি বা অতএব শোচ্যেষু নিন্দ্যেষু ॥ ২২৬ ॥

অত্র চ যোষিতাং যোষিদাসক্তানাঞ্চ সঙ্গোঽবশ্যং ত্যাজ্য ইত্যাহ ন তথেতি। যথাচ যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গতো বন্ধো মোহশ্চ। তথা অন্যপ্রসঙ্গতো ন ভবেৎ ॥ ২২৭ ॥

অসতাং লক্ষণমাহ। শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তীতি শিশ্নোদরতৃপস্তেষাং। ক্বচিৎ কদাচিদপি আস্তাং তারতাদৃশানাং বহুনাং সঙ্গঃ। তস্যৈব কস্যাপ্যনুগঃ অনুবর্ত্তী। অন্ধমন্ধুপঙ্গচ্ছতি

তাহাতে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য, ইত্যাদি সমুদায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়॥

এই কারণে ঐ সকল মূঢ় অশান্ত দেহে আত্মবুদ্ধিকারী এবং ক্রীড়া মৃগের ন্যায় যোষিৎদিগের বশীভূত হয়, অতএব ঐ সকল নিন্দনীয় অস্থিরচিত্ত অসৎ লোকের সহিত সঙ্গ করা কদাচ বিধেয় নহে ॥ ২২৬ ॥

মা! আবার অসাধু লোকের সঙ্গ অপেক্ষা যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গির সঙ্গ অতীব অনিষ্টকর, এই দুইয়ের সঙ্গে যেমন মোহ ও বন্ধন হয় অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তদ্রূপ হয় না ॥ ২২৭ ॥

১১ স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

ভগবান্ কহিলেন, শিশ্নোদর তৃপ্তিকারি অসৎ লোকের সহিত

তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগোঽন্ধবৎ ॥ ২২৮ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি ॥ ২২৯ ॥
অথাসতাং নিষ্ঠা। বৃহন্নারদীয়ে।
প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে ॥
কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থনিষেবণৈঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিন্তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥ ২৩০ ॥

যোঽন্ধস্তদ্বৎ ॥ ২২৮ ॥

যদ্যপি যোষিদাসক্তাঃ শিশ্নোদরতর্পণপরা এবাসন্তো নির্দ্দিষ্টাঃ তথাপ্যভক্তা এবাসৎসু মুখ্যাঃ ভগবদ্ভক্ত্যভাবেন সর্ব্বদোষাশ্রয়ত্বাৎ অতস্তেষাং কথঞ্চিৎ কুত্রাপি শুভং ন স্যাদিতি সৎসঙ্গতিদার্ঢ্যায়ৈব লিখতি ভগবদ্ভক্তীতি। মুখ্যাশ্চ তে অসন্তশ্চ। পরমাসাধব ইত্যর্থঃ। নিষ্ঠা গতিঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২৯ ॥

বেদাদিভিঃ কিং অপি তু ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং সৎকর্ম্মণাং ভগবদ্ভক্তিসাধনত্বাৎ তদভাবে চ বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। তদুক্তং। ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসামিত্যাদি ॥ ২৩০ ॥ ২৩১ ॥

সংসর্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধতম কূপে নিপতিত হয়. ॥ ২২৮ ॥

যাহারা ভগবদ্ভক্তি হীন, তাহারা নিশ্চয় অসাধুর মধ্যে প্রধান, সদাচারপরায়ণ হইলেও কোন স্থানে তাহাদের শুভগতি লাভ হয় না ॥ ২২৯ ॥

অথ অসৎসকলের গতি ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণের অন্তে ॥

বেদ সকলের দ্বারা, শাস্ত্র সকলের দ্বারা, তীর্থনিষেবণ দ্বারা বহু তপস্যা এবং যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুভক্তি বিহীন ব্যক্তিদিগের কি হইবে অর্থাৎ এ সমুদায় কার্য্যে তাহাদের কিছুই ফল হয় না ॥ ২৩০ ॥

শ্রীগারুড়ে ॥

অন্তং গতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি ।

যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমং ॥ ২৩১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ ॥

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা

নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ ।

দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব

যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ২৩২ ॥

বিবেকিনোঽপ্যভক্তাশ্চেৎ সদা সংসারদুঃখাদ্যনুভবন্ত্যেবেত্যাহ অহ্নীতি । দিবসে আপৃতানি চ তানি আর্ত্তানি ক্লিষ্টানি করণানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং রাত্রাবপি সুখলবো

শ্রীগরুড়পুরাণে ॥

যে ব্যক্তি সমস্ত বেদের পারদর্শী এবং সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থবেত্তা, তিনি যদি সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে ভক্ত না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিও ॥ ২৩১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে

শ্রীব্রহ্মার স্তবে যথা—

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব ! অবিবেকি লোকদিগেরই ঐরূপ দুর্গতি হয় এ নিমিত্ত তাহাদের তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক, জ্ঞানির ভক্তিতে কোন প্রয়োজন নাই এমত বলিতে পারা যায় না, কারণ ঋষিগণও যদি তোমার প্রতি ভক্তি করণে বিমুখ হন্ তবে তাঁহাদিগকেও সংসারক্লেশ ভোগ করিতে হয়। দিবসে তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল নানা বিষয়ে ব্যাপৃত এবং ক্লিষ্ট থাকে সুতরাং কোন সুখলাভ হয় না, রাত্রিকালে নিদ্রা যায়, তৎকালেও বিষয়সুখের লেশমাত্র লাভ হয় না, স্বপ্ন দর্শনে ক্ষণে ক্ষণে নানা মনোরথ চিন্তায় নিদ্রা ভগ্ন হয়, আর দুরদিষ্টবশতঃ তাহাদের অর্থার্থ উদ্যম প্রতি হত হইয়া পড়ে, অতএব

অতএবোক্তং ষষ্ঠে ॥

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখং।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ২৩৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

কুতঃ পাপক্ষয়স্তেষাং কুতস্তেষাঞ্চ মঙ্গলং।
যেষাং নৈব হৃদিস্থোঽয়ং মঙ্গলায়তনোহরিঃ ॥ ২৩৪ ॥

অতএব বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানারম্ভে ॥

হরিপূজাবিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা।

নাস্তি যতো নিঃশয়ানাঃ স্বপ্নদর্শনেন চ ক্ষণে ক্ষণে ভগ্ননিদ্রাঃ দৈবেন আহতাঃ সর্ব্বতঃ প্রতিহতাঃ অর্থরচনাঃ অর্থার্থোদ্যমা যেষাং ॥ ২৩২ ॥

চীর্ণানি কৃতান্যপি ন নিষ্পুনন্তি ন শোধয়ন্তি। মহতাপাশোধকত্বে দৃষ্টান্তঃ সুরাকুম্ভমাপগা ইবেতি ॥ ২৩৩ ॥

মঙ্গলং ঐহিকামুষ্মিকশ্রেয়ঃ। হৃদিস্থোঽপি ন স্যাৎ মনসাপি ন চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৪ ॥

হরিপূজাবিহীনত্বাদেব বেদাদিবিদ্বেষিণো রাক্ষসাশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩৫ ॥

বিবেকিদিগেরও তোমার প্রতি ভক্তি করা আবশ্যক ॥ ২৩২ ॥

অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! এক ভক্তিই অন্য নিরপেক্ষ হইয়া পবিত্র করিতে সমর্থ হয়, সান্তর্পণাদি প্রায়শ্চিত্ত ভক্তি ব্যতিরেকে স্বাতন্ত্র্যে পবিত্র করিতে সক্ষম নহে। ফলতঃ যেমন নদী সকল মদ্যভাণ্ড শুদ্ধ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত আচরিত হইলেও নারায়ণপরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৩৩ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মঙ্গলময় এই হরি যাঁহাদিগের হৃদয়স্থ না হয়েন, তাঁহাদিগের পাপ ক্ষয় কোথায়? এবং তাহাদিগের মঙ্গলই বা কোথায়? ॥ ২৩৪ ॥

অতএব বৃহন্নারদপুরাণে লুব্ধকের উপাখ্যানের আরম্ভে ॥

যাঁহারা হরিপূজা বিহীন, যাঁহারা বেদের বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মণ ও

দ্বিজ গোদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩৫ ॥
অতএব নিজদূতান্ প্রতি ধর্ম্মরাজস্যানুশাসনং ষষ্ঠস্কন্ধে ॥
তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রং।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসজ্ঞৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥ ২৩৬ ॥
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দং।

অসতো দুষ্টান্ তানেবাহ মুকুন্দপদারবিন্দয়োর্মকরন্দরূপো রসঃ ভক্তিলক্ষণস্তস্মাদ্বিমুখান্। কথম্ভূতান্ রসজ্ঞৈঃ ভক্তিসুখাভিজ্ঞৈঃ রসবিবেকিভির্বা পরমহংসকুলৈঃ অতএব নিষ্কিঞ্চনৈঃ অভিমানশূন্যৈর্নিরপেক্ষৈর্বা অজস্রং জুষ্টান্ সেবিতান্। যদ্বা অজস্রং বিমুখানিতি সম্বন্ধঃ। তাদৃশে মহারসে সকৃৎ ক্ষণমপি যেঽভিমুখা ন ভবন্তি তানিত্যর্থঃ। অসতাং জ্ঞাপকমাহ নিরয়বর্ত্মনি স্বধর্ম্মশূন্যে গৃহে অনিবেদিতভোগাদৌ বা বদ্ধাস্তৃষ্ণা যৈস্তান্ দণ্ডার্থমিহানয়ধ্বং। এবং তেষাং লক্ষণং নিষ্ঠা চোক্তা ॥ ২৩৬ ॥

কিঞ্চ। যৎ যেষাং জিহ্বেত্যাদ্যন্বয়ঃ। ন কৃতং বিষ্ণুকৃত্যং ভগবদ্ব্রতং একাদশ্যুপবাস-

গো সকলের দ্বেষকারী, তাহাদিগকে রাক্ষস বলা যায় ॥ ২৩৫ ॥

অতএব নিজদূতের প্রতি ধর্ম্মরাজের অনুশাসন
ষষ্ঠস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৮। ২৯ শ্লোকে ॥

যম কহিলেন, হে দূতগণ! যাঁহাদিগকে দণ্ডার্থ এস্থানে আনয়ন করিতে হইবে, তাহা বলি শ্রবণ কর, যাহারা অসাধু ও নিষ্কিঞ্চন রসজ্ঞ পরমহংস সমূহ কর্ত্তৃক অজস্র সেবিত মুকুন্দপদারবিন্দ মকরন্দ রসপানে বিমুখ এবং নিরয়ের বর্ত্ম স্বরূপ যে স্বধর্ম্মশূন্য গৃহ তাহাতেই বদ্ধতৃষ্ণ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আমার নিকট আনয়ন করিও ॥২৩৬

অপর যাহাদের জিহ্বা ভগবানের গুণ বর্ণন অথবা নামোচ্চারণ না করে, কিম্বা যাহাদের চিত্ত ভগবচ্চরণাম্বুজের স্মরণে বিমুখ হয়,

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥ ২৩৭॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদিদোষঃ॥

স্কান্দে॥

মার্কণ্ডেয়ভগীরথসম্বাদে॥

যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম।
করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ॥ ২৩৮॥

কার্ত্তিকনিয়মাদি যৈস্তাংশ্চ একদাপীত্যস্য পূর্ব্ববাক্যদ্বয়ে সম্বন্ধঃ। অপিশব্দস্যাপি সর্ব্বত্রানুসঙ্গঃ ততশ্চায়মর্থঃ জিহ্বাপি গুণকৃতনামধেয়ং দীনবৎসল ইত্যাদিকমপি ন বক্তীতি যথা কথঞ্চিদেব নামোচ্চারণং। তচ্চ নিজার্ত্ত্যাদিহেতুনাপি নত্বর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং শ্রদ্ধয়া শ্রীকৃষ্ণস্য নাম সম্যগুচ্চারণং করোতীত্যর্থঃ। এবং চেতোঽপি তচ্চরণারবিন্দমপীতি যথা কথঞ্চিন্মনোমাত্রেণৈবাঙ্গস্য স্পর্শনং নতু সর্ব্বাঙ্গস্য শ্রীমচ্চরণারবিন্দয়োর্দ্ব্বয়োর্ব্বা সম্যগ্ধ্যানং। তথা শিরোঽপি কৃষ্ণায়াপীতি। শিরোঽভিনমনমাত্রেণ বন্দনং তচ্চ কৃষ্ণোদ্দেশেন যং কঞ্চিদপ্যালক্ষ্যেতি নতু সর্ব্বাঙ্গৈঃ সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্ত্যাদিকং প্রেতি। এবং কথঞ্চিদপি শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধহীনা যে তানেবানয়ধ্বমিতি। অতএব জিহ্বাদিশব্দপ্রয়োগঃ। অন্যথা জিহ্বাদীনামেব বচনাদিব্যাপারাৎ পুনস্তত্তচ্ছব্দপ্রয়োগস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি দিক্॥ ২৩৭॥

অসতাং নিষ্ঠামেব বিশেষতো দর্শয়ন্ তেষু চাসৎসু মধ্যে বৈষ্ণববিষয়কাপরাধিনোঽসত্তমমুখ্যা ইত্যভিপ্রেত্য তেষাঞ্চ নিষ্ঠাদিকং পূর্ব্বতো বিশেষেণ পৃথক্ লিখতি যো হীত্যাদিনা অচ্যুত ইত্যন্তেন॥ ২৩৮॥

অথবা যাহাদের মস্তক কখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদারবিন্দে প্রণত না হয়, কিম্বা যে ব্যক্তিরা জন্মাবধি একবারও ভগবদ্ব্রত করে নাই, সেই সকল অসৎ লোকদিগকে আমার নিকট আনিও॥ ২৩৭॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবনিন্দাদি দোষ॥

স্কন্দপুরাণের মার্কণ্ডেয় ভগীরথসম্বাদে॥

হে রাজসত্তম! যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তজনকে উপহাস করে, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, যশঃ ও সন্তান সমস্ত নষ্ট হয়॥ ২৩৮॥

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ ২৩৯॥
তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে॥
শ্রীযমোক্তৌ॥
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতং সমুপার্জ্জিতং।
নাশমায়াতি তৎসর্ব্বং পীড়য়েদ্যদি বৈষ্ণবান্॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে॥
প্রহ্লাদবলিসম্বাদে।
করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ।

ভাগবতং প্রতি হন্তি প্রহরতি দর্শনে সত্যপি হর্ষং ন যাতি নাপ্নোতি। এতানি ষট্ পতনানি পাতিত্যাপাদকানি নরকাবহানীত্যর্থঃ॥ ২৩৯॥

অস্তু তাবৎ বৈষ্ণবনিন্দাকারিণাং পরমানর্থঃ বৈষ্ণবনিন্দাশ্রোতৃণামপি মহানরকং স্যাদিতি লিখতি নিন্দামিতি। ততস্তস্মাৎ নিন্দাশ্রবণাৎ তৎস্থানাদ্বা। সুকৃতাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বকৃতাদপি

যে সকল মূঢ় মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয়॥

যাহারা বৈষ্ণবদিগকে প্রহার করে, দ্বেষ করে এবং সমাদর করে না, প্রত্যুত তাঁহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় ও তাঁহাদিগের দর্শনে আনন্দানুভব করে না, এই ছয়টী তাহাদিগের নরকপতনের হেতু॥ ২৩৯॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই অমৃতসারোদ্ধারে॥

শ্রীযমের বাক্যে॥

বৈষ্ণবদিগের যদি পীড়া উৎপাদন করে, তাহা হইলে জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে, তৎসমুদয় বিনষ্ট হয়॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ বলিসম্বাদে॥

যে পাপপরায়ণ ব্যক্তিগণ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের নিন্দা করে, যম-

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥
দশমস্কন্ধে চ ॥
নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বংস্তৎপরস্য জনস্য বা ॥
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃসুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ ২৪০ ॥
অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
নতু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥ ২৪১ ॥
অতএবোক্তং শ্রীভাগবতে ঐলোপাখ্যানান্তে ॥

পুণ্যাদ্ভ্রষ্টঃ সন্ অধোযাতি নিন্দাকর্ত্তা চ সুকৃতাচ্চ্যুতো অধোযাতীতি কিম্বক্তব্যমিত্যপি শব্দার্থঃ ॥ ২৪০ ॥

অতো ভগবদ্ভক্তস্য সদ্য এব মরণং শ্রেয়ঃ চিরজীবনং চ মহানর্থায়ৈবেত্যাশয়েন লিখতি জীবিতমিতি ॥ ২৪১ ॥

দূত সকল সুতীক্ষ্ণ করপত্র দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে ॥

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের অপমান করে, তদ্দ্বারা শত শত জন্মে বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইলেও তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না ॥

দশমস্কন্ধে ৭৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে ॥

যে ব্যক্তি ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান না করে, সে ব্যক্তিও সুকৃতচ্যুত হইয়া নরকগামী হয় ॥ ২৪০ ॥

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে ॥

বিষ্ণুভক্তের বরং পাঁচদিন জীবন ধারণ করাও ভাল, তথাপি কেশবের প্রতি ভক্তিহীন হইয়া সহস্রকল্পপর্য্যন্ত জীবন ধারণও কোন ফলপ্রদ নহে ॥ ২৪১ ॥

অতএব একাদশস্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে
ঐল উপাখ্যানের অন্তে ॥

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৪২ ॥
অথ শ্রীভগবদ্ভক্তান্ সল্লক্ষণবিভূষিতান্।
গত্বা তান্ দূরতো দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেন্মুদা ॥ ২৪৩ ॥
অথ শ্রীবৈষ্ণবসমাগমবিধিঃ ॥
তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে ॥
বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ২৪৪ ॥

সন্তো ভবদ্ভক্তা এব নতু কর্ম্মজ্ঞানাদিপরাঃ। মনসো ব্যাসঙ্গং গৃহাদ্যাসক্তিং কামাদিসম্বন্ধম্। উক্তিভিঃ ভগবৎকথাহিতোপদেশৈঃ ॥ ২৪২ ॥

সদ্ভিরুক্তৈস্তপ্তমুদ্রাধারণাদিভির্লক্ষণৈর্বিভূষিতান্ ॥ ২৪৩ ॥

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা প্রণমেদিতি দ্বয়োরন্যোন্যমেব প্রণামোঽভিপ্রেতঃ। অতএব তয়োরুভয়োর্বৈষ্ণবয়োর্মধ্যে বিষ্ণুর্ভবতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যচ্চ কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং। ন কুর্য্যাদ্যোঽভিবাদস্য দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনং। নাভিবাদ্যঃ স বিদুষা যথা শূদ্রস্তথৈব স ইতি প্রত্যভিবাদনমাত্রমুক্তং। তচ্চ স্মার্ত্তজনপরমিতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা অভিবাদনপ্রত্যভিবাদনাভ্যাং প্রণাম প্রতিপ্রণাম বাচিভ্যামন্যোন্য নমস্কার এবাভিপ্রেত ইতি ॥ ২৪৪ ॥

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে আসক্ত হইবেন, যেহেতু সাধুরা উপদেশ দ্বারা তাঁহার মনোব্যথা নষ্ট করেন ॥ ২৪২ ॥

অনন্তর তপ্তমুদ্রাদি বৈষ্ণবচিহ্নে বিভূষিত শ্রীভগবদ্ভক্তগণের নিকট গমন করিয়া আনন্দসহকারে দূর হইতে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥ ২৪৩ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণব আগমনে ব্যবস্থা ॥

তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্রে ॥

বৈষ্ণব বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিবে, যেহেতু শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণু উভয়েরই অন্তর্বর্ত্তী ॥ ২৪৪ ॥

তত্র চ বিশেষো বৃহন্নারদীয়ে ॥

সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষ্বপি।
প্রত্যেকস্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥
পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে স্বাধ্যায়সময়ে তথা।
প্রত্যেকস্তু নমস্কারো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥ ২৪৫ ॥
বৈষ্ণবঞ্চাগতং বীক্ষ্যাভিগম্যালিঙ্গ্য বৈষ্ণবং।
বৈদেশিকং প্রীণয়েয়ুর্দর্শয়ন্তঃ স্ববৈষ্ণবান্।

তথাচোক্তং শ্রীব্রহ্মণা তেজোদ্রবিণপঞ্চরাত্রে ॥

নারায়ণাশ্রয়ং ভক্তং দেশান্তরসমাগতং।
প্রীণয়েদ্দর্শয়ংস্তস্য ভক্ত্যা নারায়ণাশ্রয়ানিতি ॥

তত্র চ সর্ব্বান্ সভাস্থিতান্ একত্রৈব প্রণমেন্নতু প্রত্যেকমিতি লিখতি সভায়ামিতি ॥২৪৫ এবং যাত্রিকস্য কৃত্যং লিখিত্বা সভ্যানামপি কৃত্যং লিখতি বৈষ্ণবঞ্চেত্যাদিনা পূজাভ্যধিকেত্যন্তেন। বৈদেশিকং দূরদেশাদাগতঞ্চেৎ। স্বকীয়ান্ বৈষ্ণবান্ দর্শয়ন্তঃ তত্তন্নাম

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা।
বৃহন্নারদীয়পুরাণে ॥

সভায়, যজ্ঞশালায় এবং দেবমন্দির সকলে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন প্রণাম করিলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট করে ॥

পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যতীর্থে এবং বেদাধ্যায়ন সময়ে প্রত্যেকের প্রতি যে নমস্কার, তাহা পূর্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট করে ॥ ২৪৫ ॥

বিদেশস্থ বৈষ্ণবকে সমাগত দেখিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে এবং আপনার সঙ্গি বৈষ্ণবদিগকে তাঁহাদের নাম কথনাদি দ্বারা পরিচয় করাইয়া প্রীতি যুক্ত করাইবে ॥

তেজোদ্রবিণ পঞ্চরাত্রে ঐ প্রকারই ব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥

দেশান্তর হইতে সমাগত নারায়ণাশ্রয় ভক্তকে দর্শন করিয়া নিজের নারায়ণাশ্রিত ভক্তগণকে দেখাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রীতি সাধন করিবেন ॥

ততশ্চ বৈষ্ণবঃ প্রাপ্তঃ সন্তর্প্য বচনামৃতৈঃ।
সদ্বন্ধুরিব সংমান্যোঽন্যথা দোষো মহান্ স্মৃতঃ॥ ২৪৬॥
অথ বৈষ্ণবসম্মাননিত্যতা।
স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথসম্বাদে॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং দৈবাৎ সম্মুখে যো ন যাতি হি।
ন গৃহ্নাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
যো ন গৃহ্নাতি ভূপাল বৈষ্ণবং গৃহমাগতং।
তদ্গৃহং পিতৃভিস্ত্যক্তং শ্মশানমিব ভীষণং।
অথবাভ্যাগতং দূরাৎ যো নার্চ্চয়তি বৈষ্ণবং।
স্বশক্ত্যা নৃপশার্দ্দূল নান্যঃ পাপরতস্ততঃ॥ ২৪৭॥
শ্রান্তং ভাগবতং দৃষ্ট্বা কঠিনং যস্য মানসং।

কথনাদিনা পরিচয়ং কারয়ন্তঃ সন্তঃ॥ ২৪৬॥
দূরাৎ দূরদেশাদভ্যাগতং॥ ২৪৭॥
কঠিনং স্নেহার্দ্রং ন স্যাৎ। ন চ প্রসীদতি। অতঃ স এব দুষ্টাত্মা শ্বপচাদপ্যধিকঃ

অতএব বৈষ্ণব সমাগত হইলে বচনামৃত দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া সদ্বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিবে, অন্যথা গুরুতর দোষ হয়॥ ২৪৬॥

অথ বৈষ্ণবসম্মাননের নিত্যতা যথা॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ সম্বাদে॥

যে ব্যক্তি অকস্মাৎ ভগবদ্ভক্তকে দেখিয়া সম্মুখে গমন না করে, হরি তাহার দ্বাদশ বৎসরের পূজা গ্রহণ করেন না॥

হে রাজন্! গৃহাগত বৈষ্ণবকে যে গ্রহণ করে না, তাহার শ্মশান তুল্য ভয়ানক গৃহ পিতৃগণ পরিত্যাগ করেন॥

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! দূরদেশ হইতে অভ্যাগত বৈষ্ণবকে যে ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে পূজা না করে, তাহা হইতে পাপপরায়ণ অন্য আর কেহ নাই॥ ২৪৭॥

ভগবদ্ভক্তকে শ্রান্ত দেখিয়া যাহার মন স্নেহার্দ্র ও প্রসন্ন না হয়

প্রসীদতি ন দুষ্টাত্মা শ্বপচাদধিকো হি সঃ।
বিপ্রং ভাগবতং দৃষ্ট্বা দীনমাতুরমানসং।
ন করোতি পরিত্রাণং কেশবো ন প্রসীদতি।
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ।
দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ।
অপূজিতো যদা গচ্ছেদ্বৈষ্ণবো গৃহমেধিনঃ।
শতজন্মার্জ্জিতং ভূপ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ২৪৮ ॥
অনভ্যর্চ্চ্য পিতৃন্ দেবান্ ভুঞ্জতে হরিবাসরে।
তৎপাপং জায়তে ভূপ বৈষ্ণবানামতিক্রমে ॥ ২৪৯ ॥
পূর্ব্বং কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ।

পরমাধম ইত্যর্থঃ। নমস্কারেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥

হরিবাসরে চ যে ভুঞ্জতে তেষাং যৎ পাপং তৎ। অতিক্রমে অপূজনাদিনাপরাধে সতি ॥ ২৪৯ ॥

নরকাতিথিঃ বহুল নরকদুঃখং চিরং ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫০ ॥

সে দুষ্টাত্মা শ্বপচ অপেক্ষাও অধিক ॥

হে বিপ্র! দীনভাবাপন্ন কাতর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্রাণ করে না, কেশব তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন না ॥

ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যে নমস্কার দ্বারা পূজা করে না, সেই পাপপরায়ণ দেহধারিকে হরি ক্ষমা করেন না ॥

বৈষ্ণব যাহার গৃহ হইতে অপূজিত হইয়া গমন করেন, হে রাজন্! তিনি সেই গৃহস্থের শতজন্মার্জিত পুণ্য গ্রহণ করিয়া গমন করেন ॥ ২৪৮

যাহারা পিতৃগণ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করে না এবং যাহারা একাদশীতে ভোজন করে তাহাদের যে পাপ হয়, হে রাজন্! বৈষ্ণবদিগের অতিক্রমে সেই পাপ হইয়া থাকে ॥ ২৪৯ ॥

হে মহীপাল! যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের সম্মান করিয়া পশ্চাৎ

বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ো যাতি সংক্ষয়ং ॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসম্বাদে ॥
বৈষ্ণবং জনমালোক্য নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
প্রণয়াদরতো বিপ্র স নরো নরকাতিথিঃ ॥ ২৫০ ॥
চতুর্থস্কন্ধে চ ॥
ব্যালালয়দ্রুমা হ্যেতেহপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়পাদতীর্থবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫১ ॥
অথ বৈষ্ণবস্তুতিঃ ॥
স্কান্দে ॥
ধন্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং যদ্যূয়ং গৃহমাগতাঃ।

ব্যালানামালয়া দ্রুমা এব। অরিক্তাঃ পূর্ণাঃ অখিলাঃ সম্পদো যেষু তাদৃশা অপি। যদ্গৃহা যে গৃহাঃ তীর্থপাদীয়বৈষ্ণবাস্তেষাং পাদতীর্থেন পাদোদকেন বা বিবর্জ্জিতাঃ ॥২৫১॥ বচনামৃতৈঃ সন্তর্প্যেতি লিখিতং তান্যেব লিখতি ধন্যোহমিত্যাদীনি সপ্ত। অত্র চ

অবজ্ঞা করে, সে সবংশে বিনষ্ট হয় ॥

পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে যম ও ব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

হে বিপ্র ! যে ব্যক্তি বৈষ্ণবজনকে অবলোকন করিয়া প্রণয় এবং আদর সহকারে অভ্যুত্থান না করে, সেই মনুষ্য নরকের অতিথি জানিবা ॥ ২৫০ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

পৃথু কহিলেন, যে সকল গৃহ সাধুবৈষ্ণবদিগের পাদতীর্থে অর্থাৎ চরণোদকে বর্জিত, সে সকল আলয় যদিও অখিল সম্পদে পরিপূর্ণ হয়, তথাপি সর্পদিগের আবাস বৃক্ষের তুল্য ॥ ২৫১ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতি ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

আপনারা যখন আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন, তখন আমি ধন্য

দুর্ল্লভং দর্শনং নূনং বৈষ্ণবানাং যথা হরেঃ ॥ ২৫২ ॥
মেরুমন্দরতুল্যা বৈ পুণ্যপুঞ্জা ময়া কৃতাঃ।
সংপ্রাপ্তং দর্শনং যদ্বৈ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং ॥ ২৫৩ ॥
দশমস্কন্ধে শ্রীগর্গাচার্য্যং প্রতি শ্রীনন্দস্য বাক্যং ॥
মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২৫৪ ॥

ধন্যোঽহমিত্যাদি বচনপাঠেন তদর্থনির্ব্বচনেন বা স্তুতিঃ কার্য্যেতি জ্ঞেয়ং ॥ ২৫২ ॥

যৎ যস্মাৎ যেভ্যঃ পুণ্যপুঞ্জেভ্য ইতি বা ॥ ২৫৩ ॥

মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গমনং ন স্বার্থং কিন্তু গৃহিণাং মঙ্গলায়। নন্থ তর্হি ত এব মহদ্দর্শনার্থং কিমিতি নাগচ্ছন্তি তত্রাহ দীনচেতসাং কৃপণানাং। ক্ষণমপি গৃহং ত্যক্তুমশক্তবতামিত্যর্থঃ। যদ্বা। গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় মহতাং বিচলনং ভগবৎপূজাপরতাদি স্বধর্ম্মত্যাগোঽপি কল্পতে যোগ্যং ভবতি। কুতঃ দীনচেতসাং সদা পরমার্ত্তানামিত্যর্থঃ স্বার্থানপেক্ষণাৎ নচ কচিৎ কদাচিদপি অন্যথা পূজাঽলাভাদ্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৫৪ ॥

হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম, হরিদর্শনের ন্যায় নিশ্চয় বৈষ্ণবদিগের দর্শন দুর্ল্লভ ॥ ২৫২ ॥

আমি নিশ্চয় মেরু ও মন্দরপর্ব্বত তুল্য পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছি, সেই কারণেই মহাত্মা বৈষ্ণবদিগের দর্শন প্রাপ্ত হইলাম ॥ ২৫৩ ॥

দশমস্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
গর্গাচার্য্যের প্রতি শ্রীনন্দের বাক্য ॥

নন্দ কহিলেন, হে ভগবন্! মহদ্ব্যক্তিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে যে অন্যত্র গমন করেন, তাহা তাঁহাদিগের স্বার্থ নিমিত্ত নহে, গৃহিদিগেরই মঙ্গলার্থ, গৃহি ব্যক্তিরা অতিশয় কৃপণ, ক্ষণকালের নিমিত্তও গৃহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, মহাপুরুষেরা দয়া করিয়া স্বয়ং তাহাদিগের গৃহে আসিয়া দর্শন দেন। প্রভো! মহাত্মাদিগের গৃহিগৃহে আগমনের কারণ এতদ্ব্যতীত অন্য কোন প্রকারই কল্পিত হইতে পারে না ॥২৫৪॥

চতুর্থস্কন্ধে সনকাদীন্ প্রতি পৃথুমহারাজস্য ॥

অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।
যস্য বো দর্শনং হ্যাসীদ্দুর্দর্শানাং চ যোগিভিঃ ॥ ২৫৫ ॥
অধনা অপি তে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ।
যদ্গৃহা হ্যর্হবর্য্যাম্বুতৃণভূমীশ্বরাহবরাঃ ॥ ২৫৬ ॥
কচ্চিন্নঃ কুশলং নাথা ইন্দ্রিয়ার্থার্থবেদিনাং।
ব্যসনাবাপ এতস্মিন্ পতিতানাং স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ২৫৭ ॥

মঙ্গলময়নং যেষাং হে মঙ্গলায়নাঃ। ময়া কিং মঙ্গলমাচরিতং যস্য মে। যোগিভিরপি দুর্দ্দর্শানাং ॥ ২৫৫ ॥

যেষাং সাধূনাং গৃহাঃ অর্হাণাং পূজ্যানাং বর্য্যা বরণীয়াঃ স্বীকারার্হাঃ চর্য্যেতি পাঠে আচরণযোগ্যাঃ। অম্ব্াদয়ো যেষু তাদৃশাঃ অম্বুচ তৃণঞ্চ ভূমিশ্চ ঈশ্বরো গৃহস্বামী চ অবরাশ্চ ভৃত্যাদয়ঃ ॥ ২৫৬ ॥

হে নাথাঃ। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। ইন্দ্রিয়ার্থং বিষয়মেব অর্থং পুরুষার্থং যে বিদন্তি তেষ ঃ নঃ। ব্যসনানি উপ্যন্তে যস্মিন্ সংসারে ॥ ২৫৭ ॥

চতুর্থস্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে ৭। ৯। ১২। ১৩ শ্লোকে শ্রীসনকাদির প্রতি শ্রীপৃথুরাজের বাক্য ॥

পৃথু কহিলেন, অহো মহোদয়গণ! মঙ্গলই আপনাদের স্থান, কিন্তু আমি এমন কি মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম যে, আপনাদের দর্শন প্রাপ্ত হইলাম, আপনারা যোগিদিগেরও দুর্দর্শ ॥ ২৫৫ ॥

অহো! সেই সকল সাধু গৃহস্থ অধন হইলেও ধন্য বলিতে হয়। পূজ্য ব্যক্তিরা যাহাদের গৃহে গিয়া জল, তৃণ, ভূমি, গৃহ, স্বামি ও ভৃত্য-দিগকে স্বীকার করেন ॥ ২৫৬ ॥

হে নাথগণ! এই সংসার সমুদায় ব্যসনের বপনক্ষেত্রে আমরা স্ব স্ব কর্ম্ম বশতঃ ইহাতে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়কেই অর্থাৎ রূপ রসাদি বিষয়সুখকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া বোধ করি-তেছি, আমাদের কি এখানে কোন কুশল সম্ভাবনা আছে? ॥ ২৫৭ ॥

ভবৎসু কুশলং প্রশ্ন আত্মারামেষু নেষ্যতে।
কুশলাকুশলা যত্র ন সন্তি মতিবৃত্তয়ঃ ॥ ২৫৮ ॥
অথ বৈষ্ণবাভিগমনমাহাত্ম্যং ॥
স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসম্বাদে ॥
সম্মুখং ব্রজমানস্য বৈষ্ণবানাং নরাধিপ।
পদে পদে যজ্ঞফলং প্রাহুঃ পৌরাণিকা দ্বিজাঃ ॥ ২৫৯ ॥
অথ বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্যং ॥
তত্রৈব।
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যঃ প্রসংশতি বৈষ্ণবং।

নম্বভ্যাগতানামেব কুশলং পৃচ্ছ্যতে নত্বাত্মনস্তত্রাহ ভবৎস্বিতি। কুশলা অকুশলাশ্চ মতের্বৃত্তয়োঽপি যেষাং ন সন্তি ॥ ২৫৮ ॥

এবং বৈষ্ণবানামভিগমনং সম্মাননং স্তুতিঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং তত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি সম্মুখমিত্যাদিনা নরা ইত্যন্তেন ॥ ২৫৯ ॥

গুরুগামী গুরুতল্পগঃ নৃণাং মধ্যে নর ইতি পাঠো বা ॥ ২৬০ ॥

হে মহোদয়গণ! আপনারা আমার গৃহে অভ্যাগত হইয়াছেন, গৃহস্থকে অভ্যাগতেরই কুশল প্রশ্ন করিতে হয়, আত্মমঙ্গল জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে সত্য, কিন্তু আপনারা আত্মারাম,আত্মাতেই আপনাদের রতি, তাহাতে কুশল অথবা অকুশল জিজ্ঞাসা করা বিফল ॥২৫৮॥

অথ বৈষ্ণবদিগের নিকটে গমন মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ভগীরথসম্বাদে ॥

হে রাজন্! বৈষ্ণদিগের সম্মুখে গমনকারি ব্যক্তির পদে পদে যজ্ঞ ফল লাভ হয়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণেরা এই কথা কহিয়াছেন ॥ ২৫৯ ॥

অথ বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্য ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই ॥

হে রাজন্! বিষ্ণু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সম্মুখে বা পরোক্ষে বৈষ্ণবকে প্রসংশা করেন, তিনি যদি মনুষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বদা ব্রহ্মহা, মদ্য-

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী গুরুগামী সদা নৃণাং ।
মুচ্যতে পাতকাৎ সদ্যো বিষ্ণুরাহ নৃপোত্তম ॥ ২৬০ ॥

কিঞ্চ ॥

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা যে প্রশংসন্তি বৈষ্ণবং ।
প্রসাদাদ্বাসুদেবস্য তে তরন্তি ভবার্ণবং ॥ ২৬১ ॥

অথ শ্রীবৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যং ॥

তত্রৈবামৃতসারোদ্ধারে ॥

শ্রদ্ধয়া দত্তমন্নঞ্চ বৈষ্ণবাগ্নিষু জীর্য্যতি ।
তদন্নং মেরুণা তুল্যং ভবতে চ দিনে দিনে ।
দৈবে পৈত্রে চ যো দদ্যাৎ বারিমাত্রন্তু বৈষ্ণবে ।

যদ্যপি যথালিখনক্রমং বৈষ্ণবসম্মাননমাহাত্ম্যানন্তরমেব বৈষ্ণবস্তুতিমাহাত্ম্যং লিখিতুমুপযুজ্যতে তথাপি প্রথমং স্তুতিস্ততঃ সম্মাননমিত্যপেক্ষয়া তথা সম্মাননমাহাত্ম্যস্য বাহুল্যাচ্চ তস্য পশ্চাল্লিখনং ॥ ২৬১ ॥

সর্ব্বদোষনির্হারকত্বাদ্বৈষ্ণবা এবাগ্নয়স্তেষু জীর্য্যতে । স্বয়ং তৈর্ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ ।

পায়ী, স্বর্ণস্তেয়ী এবং গুরুপত্নীগামী হন, তথাপি তিনি সেই পাতক হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৬০ ॥

আরও ॥

যাঁহারা প্রত্যক্ষে হউক বা পরোক্ষেই হউক, বৈষ্ণবকে প্রশংসা করেন, বাসুদেবের প্রসন্নতায় তাঁহারা ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ২৬১ ॥

অথ বৈষ্ণবসম্মাননের মাহাত্ম্য ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই অমৃতসারোদ্ধারে ॥

শ্রদ্ধাদত্ত অন্ন যদি বৈষ্ণবদিগের জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ অন্ন দিন দিন সুমেরুতুল্য হয় ॥

যে ব্যক্তি দেবকর্ম্মে বা পিতৃকর্ম্মে বৈষ্ণবকে জলমাত্র প্রদান

সপ্তোদধি সমং ভূত্বা পিতৃণামুপতিষ্ঠতি।
বিষ্ণুধর্ম্মে ॥
কিং দানৈঃ কিং তপোভি র্বা যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ কৃতৈঃ।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে পুংসাং বিষ্ণুভক্তাভিপূজনাৎ।
পূজয়েৎ বৈষ্ণবানেতান্ প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
স্বশক্ত্যা বৈষ্ণবেভ্যো যদ্দত্তং স্যাদক্ষয়ং ভবেৎ ॥
বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যোপাখ্যানান্তে ॥
হরিভক্তিরতান্ যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ২৬২ ॥
হরিপূজারতানাঞ্চ হরিনামরতাত্মনাং।
শুশ্রূষাভিরতা যান্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিং ॥

হে বিপ্রেন্দ্রাঃ ॥ ২৬২ ॥

করে, সেই জল সপ্ত সমুদ্রের তুল্য হইয়া তাহার পিতৃলোকের নিকট উপস্থিত হয় ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

দান, তপস্যা ও বিবিধ যজ্ঞ করিলে কি হইবে বিষ্ণুভক্তের অভি-পূজনে পুরুষদিগের সকল সম্পত্তি লাভ হয়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক এই সকল বৈষ্ণবদিগের পূজা করিবেন, স্বীয়শক্তি অনুসারে বৈষ্ণবগণকে যাহা দেওয়া যায় তাহাই অক্ষয় ফলজনক হয় ॥

বৃহন্নারদপুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যানের শেষে ॥

যে ব্যক্তি হরিভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবগণকে হরিবুদ্ধিতে পূজা করেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! তাঁহার প্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি সন্তুষ্ট হয়েন ॥ ২৬২ ॥

যাঁহারা হরিপূজারত ও হরিনামপরায়ণ বৈষ্ণবদিগের শুশ্রূষায় অনুরক্ত, তাঁহারা পাপী হইলেও পরমগতি প্রাপ্ত হয়েন ॥

তত্রৈব যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানস্যারম্ভে ॥

সংসারসাগরং তর্ত্তুং য ইচ্ছেন্মুনিপুঙ্গবাঃ।
স ভজেদ্ধরিভক্তানাং ভক্তাংস্তে পাপহারিণঃ ॥ ২৬৩ ॥

তদন্তে চ ॥

যো বিষ্ণুভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিমন্দিরং ॥
বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিষ্কামায় মহাত্মনে।
পানীয়ম্বা ফলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ ॥
বিষ্ণুপূজাপরাণান্তু শুশ্রূষাং কুর্ব্বতে হি যে।
তে যান্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষান্বিতাঃ ॥
দেবপূজাপরো যস্য গৃহে বসতি সর্ব্বদা।

তে হরিভক্তভক্তাঃ। পাপং সংসারদুঃখং তদপহারিণঃ ॥ ২৬৩ ॥
দেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য পূজাপরঃ ॥ ২৬৪ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহারা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হরিভক্তদিগের ভক্তগণকে ভজনা করুন, তাঁহারা সংসার দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন ॥ ২৬৩ ॥

ঐ উপাখ্যানের অন্তে ॥

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তদিগকে ভোজন করান, তিনি একবিংশতি কুলের সহিত হরিমন্দিরে গমন করিবেন ॥

যিনি নিষ্কাম মহাত্মা বিষ্ণুভক্তকে জল কিম্বা ফল প্রদান করেন, তিনিই ভগবান্ হরি ॥

যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা একবিংশতি পুরুষের সহিত বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া থাকেন ॥

যাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণপূজাপরায়ণ বৈষ্ণব সর্ব্বদা বাস করেন, সেই

তত্রৈব সর্ব্বদেবাশ্চ হরিশ্চৈব শ্রিয়ান্বিতঃ ॥ ২৬৪ ॥

লৈঙ্গে ॥

নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ।

অশ্নাতি তদ্ধরেরাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ ॥

স্বার্চ্চনাদপি বিশ্বাত্মা প্রীতো ভবতি মাধবঃ।

দৃষ্ট্বা ভাগবতস্যান্নং স ভুঙ্‌ক্তে ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৬৫ ॥

ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।

ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ ॥ ২৫৬ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

স ভক্তবৎসলো মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ২৬৫ ॥

পুরতঃ শ্রীশালগ্রামশিলাদিরূপিণো মমাগ্রতো ন্যস্তমেব সৎ ॥ ২৬৬ ॥

গৃহে সকল দেবতা এবং হরিও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বাস করেন ॥ ২৭৪ ॥

লিঙ্গপুরাণে ॥

নারায়ণপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রীতমনে যাহার অন্ন ভোজন করেন, সেই অন্ন হরির মুখকমল গত জানিতে হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥

ভক্তবৎসল বিশ্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আপনার পূজা অপেক্ষা বৈষ্ণবের অন্ন দেখিয়া প্রীতিযুক্ত হয়েন এবং তাহা ভোজন করেন ॥ ২৬৫ ॥

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্য ॥

হে ব্রহ্মন্! শালগ্রামশিলাদিরূপি আমার অগ্রে অর্পিত অন্ন অবলোকন করিয়াই আমি স্বীকার করি, কিন্তু ভক্তজনের জিহ্বাগ্রে রসাস্বাদন করিয়া থাকি ॥ ২৬৬ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে ॥

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥ ২৬৭॥
অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥ ২৬৮॥
একাদশে শ্রীভগবদ্বাক্যং॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা॥ ২৬৯॥
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা॥ ২৭০॥

পরং শ্রেষ্ঠং। পরতরং পরমশ্রেষ্ঠং॥ ২৬৭॥

মহৎ যৎ ভাগবতানামর্চ্চনং তস্মাৎ॥ ২৬৮॥

বৈষ্ণবেঽধিষ্ঠানে মৎপূজনঞ্চ তস্মিন্নেব বন্ধুবৎ সম্মাননেনেত্যর্থঃ॥ ২৬৯॥

পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরমিতি প্রতিজ্ঞয়োক্তং মদ্ভক্তেতি। মদ্ভক্তানাং পূজা মত্তোঽপ্যভ্যধিকা বিশেষেণ কার্য্যেত্যর্থঃ॥ ২৭০॥

যত যত আরাধনা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বৈষ্ণবদিগের অর্চ্চনা পরম শ্রেষ্ঠ॥ ২৬৭॥

যে মনুষ্য গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া বৈষ্ণবদিগের অর্চ্চনা করে না, সে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া বিদিত হয় না, তাহাকে কেবল দাম্ভিক জানিতে হইবে॥

অতএব সকলকালে সর্ব্ব প্রযত্নে বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিবে, কেননা মহাভাগবতের অর্চ্চনা করিলে সমস্ত দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়॥ ২৬৮॥

একাদশস্কন্ধে॥

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকার দ্বারা আমার পূজা করিবে॥ ২৬৯॥

আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা অধিক॥ ২৭০॥

কিঞ্চ স্কান্দে ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসম্বাদে ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিং।
তেষাং বাক্যং নরৈঃ কার্য্যং তে হি বিষ্ণুসমা নরাঃ ॥ ২৭১ ॥

ইত্যাদৃতোঽনুশৃণুয়াদ্ভক্তিশাস্ত্রাণি তত্র চ।
শ্রীভাগবতমত্রাপি কৃষ্ণলীলাকথাং মুহুঃ ॥ ২৭২ ॥

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

এবমন্নাদিসমর্পণেন সম্মাননং লিখিত্বা ইদানীং বাক্যপরিপালনেনাপি সম্মানঃ কার্য্য ইতি লিখতি কর্ম্মণেতি। কায়াদিব্যাপারেণ ত্রিধা সদা যে অর্চ্চয়ন্তি। যদ্বা কর্ম্মাদিনা তেষাং বচঃ কার্য্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৭১ ॥

ইতি এবমাদৃতঃ সন্ ভগবদ্ভক্তিপরাণি শাস্ত্রাণ্যেব অনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ। তত্র ভক্তি-শাস্ত্রেষু চ মধ্যে শ্রীভাগবতং বিশেষতোঽনুশৃণুয়াৎ। তত্র শ্রীভাগবতেঽপি কৃষ্ণস্য লীলা-কথাং দশমস্কন্ধাদিসম্বন্ধিনীমনু নিরন্তরং শৃণুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ২৭২ ॥

আরও স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ভগীরথসম্বাদে ॥

যাঁহারা কায়মনোবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা হরির পূজা করেন, মনুষ্যগণ তাঁহাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিবেন, যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণু তুল্য ॥ ২৭১ ॥

এই প্রকার আদৃত হইয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট ভগবদ্ভক্তি প্রধান শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিবে, ভক্তিশাস্ত্র সকলের মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও পুনরায় দশমস্কন্ধ সম্ব-ন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা নিরন্তর শ্রবণ করিবে ॥ ২৭২ ॥

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ২৭৩ ॥
বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যেঽর্চ্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তা ভবন্তি সর্ব্ববন্দিতাঃ ॥
সর্ব্বস্বেনাপি বিপ্রেন্দ্র কর্ত্তব্যঃ সাস্ত্রসংগ্রহঃ।
বৈষ্ণবৈস্তু মহাভক্ত্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ ॥
পৌরাণং বৈষ্ণবং শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমথবাপি চ।

ভক্তিশাস্ত্রাদীনামেষাং প্রত্যেকং মাহাত্ম্যং লিখিষ্যন্নাদৌ সামান্যতো বিষ্ণুভক্তিসম্বন্ধিশাস্ত্রমাহাত্ম্যং লিখতি। বৈষ্ণবানীত্যাদিনা সদেতান্তেন। পূর্ব্বঞ্চ পূজাঙ্গত্বেন স্বপনে পুরাণপাঠস্য মাহাত্ম্যং লিখিতং অধুনা চ পূজানন্তরং সৎসঙ্গে বৈষ্ণবশাস্ত্রশ্রবণাদীনাং মাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ। কিন্তু প্রায়ো দ্বয়োরৈক্যাৎ তত্র লিখিতং মাহাত্ম্যমত্র দ্রষ্টব্যমত্র লিখিতং তত্র চেতি ॥ ২৭৩ ॥

পৌরাণং পুরাণসম্বন্ধিনং। বৈষ্ণবং বিষ্ণুপরং ॥ ২৭৪ ॥

যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল শ্রবণ এবং পাঠ করেন, সংসার মধ্যে সেই সকল মনুষ্য ধন্য, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েন ॥২৭৩॥

যে সকল মনুষ্য আপনার গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্র সকলের পূজা করেন, তাঁহারা সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত এবং সকলের বন্দনীয় হয়েন ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ নিমিত্ত মহাভক্তিসহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিবেন ॥

হে নারদ। যাঁহার গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্র লিখিত হইয়া অবস্থিতি করেন, সেই গৃহে স্বয়ং নারায়ণদেব বসতি করেন ॥

পুরাণসম্বন্ধীয় বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রতিপাদক এক শ্লোক অথবা অর্দ্ধ শ্লোক কিম্বা পাদশ্লোক যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার সহস্র গোদানের

শ্লোকপাদং পঠেদ্যস্তু গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৭৪ ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ যোগিনামপি দুর্ল্লভং।
বিপ্রেন্দ্র বৈষ্ণবং শাস্ত্রং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥
তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ॥
মম শাস্ত্রাণি যে নিত্যং পূজয়ন্তি পঠন্তি চ।
তে নরাঃ কুরুশার্দ্দূল মমাতিথ্যং গতাঃ সদা ॥ ২৭৫ ॥
মম শাস্ত্রপ্রবক্তারং মম শাস্ত্রানুচিন্তকং।
চিন্তয়ামি ন সন্দেহো নরং তং চাত্মবৎ সদা ॥ ২৭৬ ॥
অথ শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যং ॥
তত্রৈব জীবিতাদধিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।

আতিথ্যং অতিথিবৎ পরমাদরণীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২৭৫ ॥
চিন্তয়ামি কদাচিদপি ন বিস্মরামীত্যর্থঃ। যদ্বা তস্য যোগক্ষেমমনুসন্দধে ॥ ২৭৬ ॥
প্রীতাঃ হৃষ্টাঃ সন্তঃ বল্গন্তি নৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তি ॥ ২৭৭ ॥

ফল লাভ হয় ॥ ২৭৪ ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের কথা কি বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল ঋষিগণ, দেবগণ এবং যোগিগণেরও দুর্ল্লভ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা নিত্য আমার শাস্ত্র সকলের পূজা ও পাঠ করেন, সেই সকল মনুষ্য সর্ব্বদা আমার সম্বন্ধে অতিথির ন্যায় পূজনীয় হয়েন ॥ ২৭৫ ॥

যে মনুষ্য আমার শাস্ত্রের বক্তা এবং নিরন্তর আমার শাস্ত্রের চিন্তা করে, আমি সর্ব্বদা আপনার ন্যায় তাহাকে চিন্তা করি অর্থাৎ তাহার কল্যাণের প্রতি অনুসন্ধান রাখি, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৭৬ ॥

অথ শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই ॥

কলিযুগে যাঁহাদিগের জীবন অপেক্ষাও ভাগবতশাস্ত্র অধিক,

ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি।
ধারয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
আস্ফোটয়ন্তি বল্গন্তি তেষাং প্রীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ২৭৭ ॥
যাবদ্দিনানি বিপ্রর্ষে শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে।
তাবৎ পিবন্তি পিতরঃ ক্ষীরং সর্পির্মধূদকং।
যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং নরাঃ।
প্রীণিতাস্তৈশ্চ বিবুধা যাবদাহূতসংপ্লবং ॥ ২৭৮ ॥
যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে ভক্ত্যা শাস্ত্রং ভাগবতং হি যে।
কল্পকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে বসন্তি তে।
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ ॥ ২৭৯ ॥

আহূতেত্যত্র ভকারস্থানে হকারশ্ছান্দসঃ। ভূতসংপ্লবো মহাপ্রলয়স্তৎপর্য্যন্তং ॥ ২৭৮ ॥ ভাগবতং শ্রীভাগবতীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৭৯ ॥

তাঁহাদিগের শতকল্পেও যমসম্বন্ধীয় ক্লেশ হয় না ॥

যাহারা নিত্য গৃহ মধ্যে ভাগবতশাস্ত্র স্থাপন করেন, তাঁহাদিগের পিতামহগণ হৃষ্টচিত্তে আস্ফোটন ও নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ২৭৭ ॥

হে বিপ্রর্ষে! যত দিন পর্য্যন্ত ভাগবতশাস্ত্র গৃহে অবস্থিতি করেন, তত সংখ্যক বৎসর পিতৃগণ ক্ষীর, ঘৃত, মধু ও জল পান করেন ॥

যে সকল মনুষ্য গৃহে ভাগবতশাস্ত্রের পূজা করেন, তাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন ॥ ২৭৮ ॥

যাঁহারা ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবকে ভাগবতশাস্ত্র প্রদান করেন, তাঁহাদের সহস্রকোটিকল্প বিষ্ণুলোকে বাস হয় ॥

যদি গৃহ মধ্যে শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ ভাগবত অবস্থিতি করেন, তাহাও ভাল, শত শত সহস্র সহস্র অন্য শাস্ত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন কি? ॥ ২৭৯ ॥

ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্যাম্যাৎ পাশাৎ কদাচন।
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমঃ।
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে মুনিসত্তম।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সর্ব্বে যজ্ঞাঃ সুদক্ষিণাঃ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পূজিতং তিষ্ঠতে গৃহে।
কিঞ্চ॥

শ্রীভাগবতসংগ্রহস্য নিত্যতামাহ ন যস্যেতি দ্বাভ্যাং॥ ২৮০॥

কলিকালে যাঁহার গৃহে ভাগবতশাস্ত্র অবস্থিতি করেন না, তাহার কখন যমপাশ হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না॥

কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগবতশাস্ত্র অবস্থিতি করেন না, তাহাকে কি প্রকারে বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায়, সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম॥

কলিকালে যে স্থানে যে স্থানে ভাগবতশাস্ত্র অবস্থিতি করেন। হে নারদ! সেই স্থানে সেই স্থানে দেবগণের সহিত হরি গমন করিয়া থাকেন॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে স্থানে ভাগবতশাস্ত্র অবস্থিতি করেন, সেই স্থানে নদী, নদ ও সরোবর প্রভৃতি সমুদায় তীর্থ অবস্থিত থাকেন॥

যে গৃহে ভাগবতশাস্ত্র পূজিত হইয়া অবস্থিত আছেন, সেই স্থানে সমুদায় তীর্থ ও দক্ষিণার সহিত সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ বিরাজমান রহিয়াছেন॥

আরও॥

নিত্যং ভাগবতং যস্তু পুরাণং পঠতে নরঃ।
প্রত্যক্ষরং ভবেত্তস্য কপিলাদানজং ফলং॥
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবং।
পঠেৎ শৃণোতি বা ভক্ত্যা গোসহস্রফলং লভেৎ॥
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ২৮০ ॥
তত্রৈব মার্কণ্ডেয়ভগীরথসম্বাদে॥
যো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিঘ্নমাচরতে পুমান্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা কুলানাং পাতয়েচ্ছতং॥ ২৮১ ॥
পাদ্মে গৌতমাম্বরীষসম্বাদে॥
অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ং।

বিঘ্নং তৎপাঠাদাবন্তরায়ং ন চ তদভিনন্দতি যঃ॥ ২৮১ ॥

যে মনুষ্য নিত্য ভাগবত পুরাণ পাঠ করেন সেই ভাগবতের প্রতি অক্ষরে কপিলা গোদান জনিত ফল হয়॥

যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ভাগবতস্থিত অর্দ্ধশ্লোক বা পাদশ্লোক নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়॥

হে মুনে! যে মানব শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল প্রাপ্ত হয়েন॥ ২৮০ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই মার্কণ্ডেয় ও ভগীরথ সম্বাদে॥

যে মনুষ্য ভাগবত পাঠাদিতে বিঘ্ন আচরণ করে এবং অভিনন্দনা করে না, সেই দুষ্টাত্মা আপনার শত কুলকে অধঃপাত করে॥ ২৮১ ॥

পদ্মপুরাণে গৌতম ও অম্বরীষ সম্বাদে॥

হে অম্বরীষ! যদি সংসার নাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে নিত্য শুকভাষিত ভাগবত শ্রবণ কর অথবা নিজমুখে পাঠ কর॥

শ্লোকং ভাগবতং বাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা ॥
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য সদা হরিঃ।
বসতে নাত্র সন্দেহো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥
দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ইন্দ্রদ্যুম্নসম্বাদে ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং পঠতে কৃষ্ণসন্নিধৌ।
কুলকোটিশতৈর্যুক্তঃ ক্রীড়তে যোগিভিঃ সহ ॥ ২৮২ ॥
গারুড়ে ॥
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।

কৃষ্ণসন্নিধৌ ক্রীড়তি। যোগিভিঃ ভক্তিযোগপরৈঃ। যদ্বা কৃষ্ণসংযোগবদ্ভিঃ সহ ক্রীড়তি ॥ ২৮২ ॥

ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদান্তসূত্রাণাং পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। সারেতি বা

যাঁহার গৃহে এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক অথবা পাদশ্লোক ভাগবত লিখিত হইয়া অবস্থিতি করেন, তাঁহার গৃহে দেবদেব জনার্দ্দন হরি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে শ্রীমার্কণ্ডেয় ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সম্বাদে ॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পাঠ করেন তিনি আপনার কুলকোটিসমন্বিত হইয়া ভক্তিরসিক বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে ক্রীড়া করেন ॥ ২৮২ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত সূত্রের অর্থ, মহাভারতের অর্থ নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ, বেদের অর্থ প্রকাশক এবং পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অপর ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের কথিত, দ্বাদশস্কন্ধ যুক্ত, শত-

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥ ২৮৩ ॥

তস্মিন্নেব ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।

পাঠঃ। বিচ্ছেদাঃ প্রকরণানি ॥ ২৮৩ ॥

তথা স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদানাং সর্ব্বাণ্যেব বচনানি প্রমাণভূতানি তথা সর্ব্ববেদ-ফলস্য শ্রীভাগবতস্য বচনান্যেব স্বয়ং পরমপ্রমাণভূতানীতি তৈরেব তন্মাহাত্ম্যং লিখতি। ধর্ম্ম ইত্যাদিভিঃ। তত্র প্রথমং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমতি সুন্দরে সাক্ষাদ্ভক্তিসম্পত্তিমতি বা ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। সাক্ষাদেবাস্তীতি বা। এতৎসেবয়ৈব স স্বতঃ প্রাপ্তঃ স্যাদিতি ভাবঃ। পরমত্বে হেতুঃ। প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং ত্যক্তং কৈতবং ফলাভিসন্ধি-লক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ নির্ম্মৎসরাণাং। পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ। তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং। যদ্বা পরমত্বহেতুতয়া প্রোজ্ঝিতকৈতবত্ব-মেব প্রতিপাদয়তি। মৎসরকারণে বর্ত্তমানেঽপি মৎসরহীনানাং সতাং ভগবদ্ভক্তানা-মিত্যর্থঃ। কর্ম্মিণাং স্পর্দ্ধাদিহেতুসদ্ভাবেন মৎসরস্বভাবত্বাৎ জ্ঞানিনাঞ্চ কর্ম্মাদিপরিত্যাগেন মৎসরকারণাভাবাৎ। ভক্তানান্তু পূজাদি ভগবদ্ধর্ম্মপরাণাং কর্ম্মিণামেব মৎসরসম্ভবেঽপি ভক্তিস্বভাবেন পরস্পরমাসক্ত্যা ভগবৎকথাশ্রবণাদিনান্যোঽন্যং প্রীতিসম্পত্ত্যা মৎসরাদি-দোষানুৎপত্তেঃ। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যো-ঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং। নতু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং। যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ। তৎসর্ব্বং বস্তেব নতু ততঃ পৃথগিতি। বেদ্যং অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যং। ততঃ কিমত আহ। শিবদং পরমসুখদং। আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ। যদ্বা বস্তুসারভূতং

প্রকরণসমন্বিত, অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ॥ ২৮৩ ॥

সেই ভাগবতেরই প্রথমস্কন্ধে ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র মহামুনি শ্রীনারায়ণের প্রণীত, ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সাধুপুরুষদিগের অনুষ্ঠেয় পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত আছে, অপর আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের উন্মূলনকারি

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২৮৪॥

ভগবদ্ভক্তিলক্ষণং তস্যাপি বস্তু প্রেম তৎ বেদ্যং প্রাপ্যং। বিদ্লাভ ইত্যস্মাৎ। এবং সাধনসাধকসাধ্যদ্বারা ক্রমেণ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃতোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণস্তেন প্রথমতঃ সংক্ষেপেণ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ। পরৈঃ শাস্ত্রৈঃ তদুক্তসাধনৈর্বা ঈশ্বরো হৃদি কিং বা সদ্য এব অবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বাশব্দঃ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরপি তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। যদ্বা। অপরৈঃ প্রয়োজনৈর্নির্ব্বর্ণিতৈঃ কিং সদ্যঃ সপদ্যেব হৃদ্যবরুধ্যতে প্রকটসর্ব্বাঙ্গলাবণ্যতত্তল্লীলাপরিকরপরিবারাদিসহিতঃ সাক্ষাদিব সদানুভূয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা হৃদি স্থিতো যঃ সোঽবরুধ্যতে সাক্ষান্নিজসমীপং প্রাপ্যতে। কীদৃশঃ স নির্ব্বক্তুমযোগ্যো বঃ ক্ষণঃ মরণকাল ইত্যর্থঃ। তমত্তি নাশয়তীতি তথা সঃ। মরণাদিসংসারদুঃখহন্তেত্যর্থঃ। যদ্বা স অনির্ব্বচনীয়ঃ ক্ষণঃ উৎসবঃ মুক্তিলক্ষণস্তমত্তি নিজভক্তিমহিম্না নিরস্যতি তথা সঃ। যদ্বা তং প্রসিদ্ধং ক্ষণং ইন্দ্রমহঃ অত্তি শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনেন হন্তীতি সঃ। যদ্বা তস্মিন্ শ্রীগোবর্দ্ধনমহোৎসবে তদখিলবলিভক্ষণেনোপচারাত্তমেব অত্তি ভক্ষয়তীতি তথা সঃ। বলিমাদৎ বৃহদ্বপুরিতি তত্রৈবোক্তেঃ। যদ্বা তাসাং শ্রীগোপীনাং তস্যা বা শ্রীরাধায়াঃ তন্নামাগ্রহণং গৌরবাদিনা ক্ষণং গৃহাদ্যশেষোৎসবং বাহ্যমান্তরঞ্চ প্রেমবিশেষবিস্তারণেন প্রায়ো বিরহদুঃখপ্রদানেন বা নাশয়তীতি তথা সঃ। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতে বিস্তরতো লিখিতমস্তি। এবং সর্ব্বথা শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যর্থঃ। শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নায়কত্বেন প্রাধান্যাৎ তথাচ। যৎ কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্ন ইত্যত্র শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং। যতঃ কৃষ্ণবিষয়ঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রসারোদ্ধারপ্রশ্নস্যাপি শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসানাদিতি অতএব তত্তদুপাখ্যানাদেঃ সর্ব্বস্যাপি শ্রীকৃষ্ণ এব তাৎপর্য্যং সাক্ষাদেব ভাতীতি দিক্। নন্থ তর্হি ইদমেব সর্ব্বে কিমিতি ন শৃণ্বন্তি তত্রাহ কৃতিভিঃ। এতৎশ্রবণেচ্ছাতু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। যদ্বা কৃতিভিঃ পণ্ডিতৈঃ। সদসদ্বিচারাভাবেনাস্য শুশ্রূষানুৎপত্তেঃ। এবং সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদিদমেব নিত্যমবশ্যং শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৮৪ ॥

পরমার্থস্বরূপ যে বস্তু তাহাই ইহাতে জানা যায়। অতএব অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? সুকৃতশালি ব্যক্তিরা শ্রবণেচ্ছামাত্রে এতদ্দ্বারাই পরমেশ্বরকে সদ্যো হৃদয়মধ্যে স্থিরীকৃত করিতে পারিবেন ॥ ২৮৪ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৮৫ ॥
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরং।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং ॥ ২৮৬ ॥

ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম শ্রীভাগবতসংজ্ঞং। যদ্বা নাম পুরাণং নাম প্রধানং পুরাণমিদমিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নামমাহাত্ম্যপ্রতিপাদনাৎ। ব্রহ্মসম্মিতং সর্ব্ববেদতুল্যং। যদ্বা অষ্টাদশসাহস্রীসংহিতারূপেণ সম্মিতং পরিমিতমেব প্রাপ্তং পরব্রহ্মৈব। কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ইত্যাদি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। উত্তমঃশ্লোকস্য চরিতং যস্মিন্ তৎ। যদ্বা উত্তমাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ উত্তমসো বা তমো অজ্ঞানাদিদুঃখং তন্নিবর্ত্তকাঃ শ্লোকাঃ পদ্যানি চরিতানি চাখ্যানানি যস্মিন্। ভগবানেব ঋষিঃ ব্যাসরূপঃ সন্ চকার নিববন্ধ ॥ ২৮৫ ॥

ধন্যং ধনাবহং। স্বস্ত্যয়নং সর্ব্বমঙ্গলপ্রাপকং। যদ্বা প্রেমধনাবহমত এব সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়ং। কিঞ্চ। মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং স্বতঃ পরমফলরূপমেবেত্যর্থঃ। তত্তস্মাদেব হেতোঃ সুতং শ্রীশুকদেবং। মহত্ত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি সর্ব্বেতি সারমভিধেয়েষু শ্রেষ্ঠং বীপ্সয়া সর্ব্বং সারমিত্যর্থঃ। সমুদ্ধৃতমিত্যনেন ক্ষীরোদমহাসাগরাদমৃতমেবেতি সূচিতং। অতএব আত্মবতাং ধীরাণাং জীবন্মুক্তানাং বা বরং পরমভক্তত্বাৎ। অতএব তং গ্রাহয়ামাস। অন্যথা তস্যাত্র প্রবৃত্ত্যসম্ভবাদিতি দিক্ ॥ ২৮৬ ॥

১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪০। ৪১ শ্লোকে ॥

হে ঋষি সকল! আমি আপনাদিগের সমক্ষে এই ভাগবত পুরাণ বলিতেছি, ইহা ব্রহ্মসম্মিত অর্থাৎ সর্ব্ববেদতুল্য, ইহাতে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের চরিত্র বর্ণিত আছে, মহর্ষি বেদব্যাস লোকদিগের মঙ্গলার্থ এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, অতএব ইহা সর্ব্বপুরুষার্থ প্রাপক এবং পরমমঙ্গলদায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস এই শাস্ত্রে সকল বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিয়া স্বীয় তনয় ধীরশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবকে উপদেশ দিয়াছেন ॥ ৩৮৬ ॥

কিঞ্চ ॥

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ২৮৭ ॥

কিঞ্চ ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাং ॥ ২৮৮ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি। স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ। ইত্যস্য শ্রীশৌনকাদিপ্রশ্নস্য উত্তরমাহ কৃষ্ণেতি। স্বধাম বৈকুণ্ঠমুপগতে সতি। অধুনা কলৌ নষ্টদৃশাং সতাং লোকানাং এষ ভাগবতাখ্যঃ পুরাণার্কঃ ধর্ম্মাদিভিঃ সহ উদিত যথার্কোদয়ে তমোনাশাচ্চক্ষুরিন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যা দৃশ্যং দৃশ্যেত। তথাস্য প্রাকট্যেন সর্ব্বজ্ঞাননিবৃত্তের্ভক্তিপ্রবৃত্ত্যা শ্রীকৃষ্ণঃ সাক্ষাদিব প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৭ ॥

সাক্ষাদেব অনর্থং সংসারং। যদ্বা ন অর্থো ভক্তিলক্ষণো যস্মিন্ তং মোক্ষং উপশময়তীতি তথা তং ভক্তিযোগমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং শ্রীভাগবতাখ্যাং ॥ ২৮৮ ॥

অনর্থোপশমং দর্শয়তি যস্যামিতি। শ্রূয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ শ্রুতায়ামিত্যর্থঃ। পরমপূরুষে পুরুষোত্তমে। ভক্তিঃ পুরুষোত্তমবিষয়কভাববিশেষঃ। পুংসঃ যস্য কস্যচিজ্জন-

আরও ঐ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত স্বধামে উপগত হইলে কলিযুগে সকল লোকেরই চক্ষুঃ অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়াছিল, ঐ সময় এই পুরাণস্বরূপ দিবাকরের উদয় হইল ॥ ২৮৭ ॥

আরও ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৬। ৭ শ্লোকে ॥

অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগ করিলে অনর্থের উপশম হয় তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল। এই সকল স্বয়ং অবলোকন করিয়া অজ্ঞানি লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সাত্বতসংহিতা রচনা করিলেন॥২৮৮

এই সংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক, মোহ,

ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ ২৮৯ ॥

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ ॥

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুর্ণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ২৯০ ॥

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ২৯১ ॥

দ্বাদশে চ ॥

সেত্যর্থঃ। শোকঃ সংসারিস্বাদিনানুতাপঃ মোহস্তন্মূলমজ্ঞানং ভয়ং সংসারঃ তান্যপহন্তীতি তথা সা। যদ্বা শোকঃ ভগবদপ্রাপ্ত্যাঽনুতাপঃ মোহঃ গৃহাদ্যাসক্তিঃ ভয়ং লোকাদিভ্যঃ তান্যপহন্তীতি তথা সা। এতচ্চানর্থোপশমতারূপমানুষঙ্গিকফলং দর্শিতং ॥ ২৮৯ ॥

ব্রহ্মানন্দপরিনিষ্ঠিতস্য শ্রীবাদরায়ণেরেতদধ্যয়নে প্রবৃত্ত্যাঃ পরমফলত্বং দর্শয়ন্ তদ্বচনেনৈব লিখতি পরিনিষ্ঠিত ইতি। গৃহীতচেতা আকৃষ্টচিত্তঃ। আখ্যানং শ্রীভাগবতরূপং ॥২৯০॥

মহাপুরুষো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তদীয়ঃ। এবং বৈষ্ণবেষেব শ্রীভাগবতমভিধেয়মিত্যুক্তং। যস্য যস্মিন্ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বতামপি। সতী অহৈতুকী মতিঃ প্রেমেত্যর্থঃ ॥ ২৯১ ॥

ভয়নাশিনী ভক্তি উৎপন্না হয় ॥ ২৮৯ ॥

২ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৯। ১০ শ্লোকে
শ্রীশুকদেবের বাক্যে ॥

হে রাজন্! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা আমার চিত্তকে যেন আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতেই এই আখ্যান অধ্যয়ন করি ॥ ২৯০ ॥

তুমি ভগবানের পরমভক্ত, তোমার নিকটে আমি এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। ইহাতে যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা করে ভগবান্ মুকুন্দে তাহার নির্ম্মলা মতি হয় ॥ ২৯১ ॥

দ্বাদশস্কন্ধেও ১৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক হইতে ॥

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাঙ্গনে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরঃ ॥ ২৯২ ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ২৯৩ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।

অমৃতং ভগবদ্ভক্তিরসঃ তস্য সাগরঃ ॥ ২৯২ ॥

তদ্রসঃ তস্যাস্বাদনং তৎপ্রীতি র্বা স এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য অন্যত্র বেদান্তাদৌ ॥ ২৯৩ ॥

বৈষ্ণবানাং প্রিয়ত্বে হেতুমাহ। যস্মিন্নিত্যাদিনা পরমহংসৈঃ প্রাপ্যং। যদ্বা পরমহংসানামপি হিতং পরং জ্ঞানং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিবিষয়ং। অতোঽমলং সর্ব্বমলনিবর্ত্তকং অতএব শ্রীভাগবতে ব্যাখ্যাতং আদৌ জ্ঞানং তত্তত্ত্ববেদনং ততো বিরাগঃ বিষয়াদিবৈরাগ্যং ততো ভক্তিশ্চ শ্রবণাদিলক্ষণা তৎসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মাণো ভগবদ্ভক্তাস্তৈঃ প্রাপ্যং ভগবৎপ্রেম আবিষ্কৃতং সাক্ষাদিব দর্শিতং। এতৎ শ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যা এব স্বতন্ত্রতঃ সিদ্ধেঃ। তৎ শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শৃণ্বন্ বিপঠন্ কীর্ত্তয়ন্ বিচারণপরশ্চ তদর্থং বিচারয়ংশ্চ

তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সাধুসমাজে অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত হয়, যাবৎ কাল অমৃতসাগর এই পুরাণ শ্রুত না হয় ॥ ২৯২ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদান্তের সার, যে ব্যক্তি ইহার অমৃতরসে পরিতৃপ্ত তাঁহার আর কখন অন্যত্র রতি হয় না ॥

নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব, পুরাণের মধ্যে ইহাও সেইরূপ ॥ ২৯৩ ॥

এই নির্ম্মল ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদিগের অতিপ্রিয়, ইহাতে পরমহংসপ্রাপ্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় পরমজ্ঞান বিস্তৃত আছে এবং জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির সহিত সমস্ত কর্ম্মের উপরম আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব

যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ বিপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥ ২৯৪ ॥
অতএবোক্তং ॥
নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।

সন্ নরঃ সর্ব্বো জনঃ বিশেষেণমুচ্যতে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ২৯৪ ॥

এবং প্রায়ঃ সাধনরূপত্বমস্য দর্শিতং অধুনা স্বতঃ পরমফলরূপত্বং দর্শয়ন্ সর্ব্বদা পরমাদরেণেদমেব সেব্যমিতি লিখতি নিগমেতি। নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ সেবকস্যাভীষ্টপূরকত্বাদ্বা তস্য ফলমিদং শ্রীভাগবতং নাম তত্তু বৈকুণ্ঠগতং শ্রীনারদেনানীয় শ্রীব্যাসায় দত্তং তেন চ শ্রীশুকমুখে নিহিতং তচ্চ তন্মুখাদ্ভুবি গলিতং শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপপল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং নতূচ্চনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতং। লোকে হি শুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্র তু শুকো মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ। রসো বৈ সঃ রসং হ্যেব লব্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুতেঃ। যদ্বা দ্রবয়তি জগচ্চিত্তমাদ্রবয়তীতি দ্রবঃ স এব পরমমধুরত্বাদিনা অমৃতরূপঃ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দবিষয়কপ্রেমেত্যর্থঃ। অতঃ হে রসিকাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ। অহো ভুবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। নন্বগষ্ঠ্যাদিকং বিহায় ফলাদ্রসঃ পীয়তে কথং ফলমেব পাতব্যং। তত্রাহ রসং রসরূপং। অতস্ত্বগষ্ঠ্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়া রসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যং। অত্র ফলমিত্যুক্তে পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তং রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য রসস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং। নচ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়ো মোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ। লয়মভিব্যাপ্য নহীদং স্বর্গাদিসুখবৎ

ইহা ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে মনুষ্য মুক্ত হয়॥২৯৪
অতএব ১ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

এই ভাগবতশাস্ত্র সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে,

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ২৯৫ ॥
কিঞ্চ ॥
যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোন্ধং।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাং ॥ ২৯৬ ॥

মুক্তৈরুপেক্ষ্যং কিন্তু সেব্যমেবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি হি আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরু ক্রমে ইত্যাদি ॥ ২৯৫ ॥

এবং শ্রীভাগবতস্যাসাধারণমাহাত্ম্যমেব দর্শয়ন্ তচ্ছোপসংহরন্ ভক্ত্যা তত্র প্রবক্তারং শ্রীব্যাসনন্দনমাশ্রয়তি য ইতি। অন্ধং গাঢ়ং তমঃ সংসারাখ্যং মায়াখ্যংবা। অত্যন্তং সম্যক্তয়া তরিতুমিচ্ছতাং সংসারিণাং করুণয়া তদ্বিষয়কৃপয়া যঃ পুরাণেষু মধ্যে গুহ্যং গোপ্যমাহ। গোপ্যত্বে হেতুত্বেন চত্বারি বিশেষণানি। স্বো নিজঃ অসাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাব ঈশ্বরঃ সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যত ইত্যাদিরূপো যস্য। অখিলশ্রুতীনাং সারং। একং অদ্বিতীয়মনুপমমিত্যর্থঃ। আত্মানং কার্য্যকারণসঙ্ঘমধিকৃত্য বর্ত্তমাননাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মং। যদ্বা আত্মানং ভগবন্তং হরিমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মং তৎপ্রসাদৈকলভ্যং তৎপ্রেমেত্যর্থঃ। তস্য দীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকং। উপযামি শরণং ব্রজামি ॥ ২৯৬ ॥

অতএব হে রসজ্ঞেরা! হে রসবিশেষ ভাবনা চতুরেরা! অমৃত দ্রবসংযুক্ত রসময় এই ফল মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ পান কর ॥ ২৯৫ ॥

১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

অপর অসাধারণ প্রভাব, অখিল বেদসার এবং সংসাররূপ ঘোর অন্ধকার তরণেচ্ছুক জনের পক্ষে যাহা অধ্যাত্ম প্রকাশক অনুপম দীপস্বরূপ এমত গুহ্য পুরাণ, যিনি সংসারিদিগের প্রতি করুণা করিয়া বলিয়াছেন, ব্যাসনন্দন মুনিশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করি ॥ ২৯৬ ॥

ভগবদ্ধর্ম্মবক্তারং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচকং।
বৈষ্ণবং গুরুবদ্ভক্ত্যা পূজয়েজ্জ্ঞানদায়কং॥ ২৯৭॥

অথ শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তৃমাহাত্ম্যং॥

নারদপঞ্চরাত্রে॥

ঋষীন্ প্রতি শ্রীশাণ্ডিল্যোক্তৌ।

বৈষ্ণবজ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুং।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ।
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥ ২৯৮॥

কিঞ্চ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানেনাথ গম্যতে।

গুরুমন্ত্রোপদেষ্টা তদ্বৎ জ্ঞানস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদিবিষয়কস্য দায়কং ভগবচ্ছাস্ত্রবাচনেন ভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনাৎ॥ ২৯৭॥

স্বরূপং তত্ত্বং তদ্ধর্ম্মাদিমাহাত্ম্যং॥ ২৭৮॥

যিনি ভগবদ্ধর্ম্মের বক্তা এবং যিনি ভাগবতশাস্ত্রের বাচক, সেই জ্ঞানদাতা বৈষ্ণবকে মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবে॥ ২৯৭॥

অথ শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রবক্তার মাহাত্ম্য॥

নারদপঞ্চরাত্রে ঋষিদিগের প্রতি শ্রীশাণ্ডিল্যের বাক্যে॥

যিনি বিষ্ণুসম্বন্ধীয় জ্ঞানের বক্তাকে বিষ্ণু তুল্য গুরুরূপে জানেন ও তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে পূজা করেন, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং বৈষ্ণব॥ যিনি পাদশ্লোকের বক্তা, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয়, আর যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ অর্থাৎ তত্ত্ব বা তদ্ধর্ম্মাদি মাহাত্ম্য বিস্তার করেন, তাঁহার কথা কি বলিব॥ ২৯৮॥

আরও॥

হে বিপ্রগণ! পরম ব্রহ্ম নারায়ণকে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে

জ্ঞানস্য সাধনং শাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ গুরুবক্ত্রগং।
ব্রহ্মপ্রাপ্তিরতো হেতো গুর্ব্বধীনা সদৈব হি।
হেতুনানেন বৈ বিপ্রা গুরুর্গুরুতরঃ স্মৃতঃ॥ ২৯৯॥
যস্মাদ্দেবো জগন্নাথঃ কৃত্বা মর্ত্ত্যময়ীং তনুং।
মগ্নানুদ্ধরতে লোকান্ কারুণ্যাচ্ছাস্ত্রপাণিনা॥ ৩০০॥
তস্মাদ্ভক্তির্গুরৌ কার্য্যা সংসারভয়ভীরুণা।
শাস্ত্রজ্ঞানেন যোঽজ্ঞানং তিমিরং বিনিপাতয়েৎ।
শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদং।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ॥ ৩০১॥
অথ শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণমাহাত্ম্যং॥
তত্র পাপাদিশোধকত্বং।

হে বিপ্রাঃ॥ ২৯৯॥
শাস্ত্রমেব পাণিঃ উদ্ধারহেতুত্বাৎ তেন॥ ৩০০॥
মহানর্থঃ ভক্তিলক্ষণো যস্মাত্তৎ॥ ৩০১॥

পারা যায় না, জ্ঞানসাধন শাস্ত্র এবং শাস্ত্রও গুরুর মুখগত, এই কারণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সর্ব্বদাই গুরুর অধীন, এই হেতুই গুরু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত॥ ২৯৯॥

অতএব জগন্নাথ দেব মানবময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া করুণা সহকারে সংসার মগ্ন লোকদিগকে শাস্ত্ররূপ হস্ত দ্বারা উদ্ধার করেন॥ ৩০০॥

যিনি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন, সংসার-ভীরু ব্যক্তি সর্ব্বদা ঐ গুরুতে ভক্তিমান্ হইবেন॥

শাস্ত্র পাপনাশক, পুণ্য, পবিত্র, ভোগমোক্ষপ্রদ, শান্তিদায়ক এবং মহান্ অর্থ অর্থাৎ ভক্তিলক্ষণ স্বরূপ। যিনি এই শাস্ত্রের বক্তা, তিনি জগতের গুরু॥ ৩০১॥

অথ শ্রীকৃষ্ণলীলকথা শ্রবণমাহাত্ম্য॥

তন্মধ্যে ঐ লীলাকথার পাপাদি শোধকত্ব॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

তেষাং ক্ষীণং মহৎ পাপং বর্ষকোটিশতোদ্ভবং।
বিপ্রেন্দ্র নাস্তি সন্দেহো যে শৃণ্বন্তি হরেঃ কথাং ॥

তত্রৈবান্যত্র ॥

সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
ন তথা পাবনং নৃণাং নারায়ণকথা যথা ॥ ৩০২ ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানারম্ভে ॥

অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদায়িনী।

সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং অভিগমনং ক্রমেণ তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানং। কথেতি সামান্যতো যদ্যপি কথায়াঃ শ্রবণং কীর্ত্তনাদিকং চোক্তং স্যাৎ তথাপি শ্রবণানন্তরমেব কীর্ত্তনাদি সম্ভবতীতি আদৌ শ্রবণাপেক্ষা। যদ্বা শ্রবণে সতি স্বত এব কীর্ত্তনাদিসিদ্ধ্যতীতি। কথায়াং শ্রবণস্য প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ পদ্যমেতদত্র সংগৃহীতং। কিঞ্চ। শৃণ্বতাং ব্রুবতামিত্যাদৌ চ যদ্যপি কীর্ত্তনাদেরপি স্পষ্টং মাহাত্ম্যমুচ্যতে তথাপি শ্রবণপ্রকরণেঽত্র লিখনাৎ তত্তদত্র দৃষ্টান্তত্বেনোহ্যং। যদি বা তৎসর্ব্বং স্বতন্ত্রমেব মন্তব্যং তর্হি এক এব মহাভাগবতো রসিকতয়া কদাচিৎ বক্তা কদাচিৎ শ্রোতা যুগপদ্বা শ্রবণাদিকর্ত্তেত্যেবং শ্রবণকীর্ত্তনাদিমিশ্রিতপ্রকরণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণলিখিতানুসারেণ পৃথক্ কল্পয়িতব্যং। অত্র চ প্রয়োজনবিশেষাভাবেন গ্রন্থবিস্তরভয়েন চ ন লিখিতমিতি দিক্ এবমন্যদপ্যূহ্যং ॥ ৩০২ ॥

যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা হরির কথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের শতকোটিবর্ষসমুৎপন্ন মহৎ পাপ ক্ষীণ হয় সন্দেহ নাই ॥

ঐ স্কন্দপুরাণের অন্যস্থলে ॥

মানবকুলকে নারায়ণের কথা যেরূপ পবিত্র করেন, তদ্রূপ সকল আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা সকল তীর্থের অবগাহন পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩০২ ॥

বৃহন্নারদপুরাণে যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানের আরম্ভে ॥

কি আশ্চর্য্য! সংসার মধ্যে হরিকথাই পাপনাশিনী ও পুণ্য-

শৃণ্বতাং ব্রুবতাঞ্চৈব তদ্ভাবানাং বিশেষতঃ ॥ ৩০৩ ॥

প্রথমস্কন্ধে ॥

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।

হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং ॥ ৩০৪ ॥

একাদশে চ দেবস্তুতৌ ॥

শুদ্ধির্নৃণাং নতু তথেড্য দুরাশয়ানাং

তস্যাং হরিকথায়াং ভাবো ভক্তির্যেষাং তেষাং ॥ ৩০৩ ॥

পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ। হৃদি যানি অভদ্রাণি কামাদিবাসনান্তানি। অন্তঃস্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্ সতাং কথাশ্রবণাদিপরাণাং সুহৃৎ হিতকারী ॥ ৩০৪ ॥

হে ঈড্য হে ঋষভ। দুরাশয়ানাং রাগিণাং। বিদ্যাদিভিস্তথা শুদ্ধির্ন ভবতি। অত্র বিদ্যা উপাসনা। শ্রুতং শাস্ত্রং। অধ্যয়নং। বেদাভ্যাসঃ। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং ক্রিয়া যজ্ঞাদয়ঃ। স্বত্বাত্মনাং সতাং তে যশসি শ্রবণেন সম্ভৃতয়া পরিপুষ্টয়া অতিবৃদ্ধয়া সৎশ্রদ্ধয়া উত্তমপ্রীত্যা পরমাদরেণ বা। যদ্বা সতামিব শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যমাত্রেণাপি যথা স্যাৎ। যদ্বা শুদ্ধির্ন স্যাদিত্যত্র হেতুঃ দুরাশয়ানাং বিদ্যাদিভিরেব দুষ্টাভিমানবতাং সতামিতি শুদ্ধিঃ স্যাদি·

দায়িনী, যাঁহারা আবার হরিকথায় ভক্তি করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া ঐ হরিকথা পাপনাশিনী ও পুণ্য-দায়িনী হয়েন সন্দেহ নাই ॥ ৩০৩ ॥

প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

হরিকথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা হইল, কেননা সুহৃৎ হিতকারী পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ নিজকথা শ্রবণকারি মানবদিগের হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহার হৃদ্গত সমস্ত অশুভ কামাদি বাসনা নষ্ট করেন ॥ ৩০৪ ॥

একাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে

দেবস্তুতিতে ॥

প্রভো! যদি বলেন, আত্মারামের কর্ম্মকরণে প্রয়োজন কি? তাহার কারণ এই, হে স্তবনীয়! হে ঋষভ! আপনার যশোরাশি

বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সংশ্রদ্ধয়া শ্রবণসংভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৩০৫ ॥
ক্ষুত্তৃড়াদিসর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বং ॥
দশমে শ্রীবাদরায়ণিং প্রতি শ্রীপরীক্ষিদুক্তৌ।
নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতং ॥ ৩০৬ ॥

তত্র হেতুঃ। যশসি প্রবৃদ্ধ সংশ্রদ্ধয়ৈব সত্ত্বাত্মনাং শুদ্ধচিত্তানাং সত্তামিতি। যদ্বা হে সত্ত্বাত্মনামৃষভ সাত্বতবর্গপ্রভো দুরাশয়ানামপি যশসি প্রবৃদ্ধ সংশ্রদ্ধয়া যথা শুদ্ধিঃ স্যাৎ তথা বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ। যদ্বা তথা সত্ত্বাত্মনাং সাত্ত্বিকানামপি বিদ্যাদিভির্ন স্যাৎ ভগবৎ কথাশ্রবণাভাবাৎ ॥ ৩০৫ ॥

এষা তু অনশনব্রতোত্থা সর্ব্বানর্থমূলভূতা সদ্যোমহার্ত্তিপ্রদত্বেন সর্ব্বৈরনুভূয়মানা বা অন্যেষামতিদুঃসহাপি মাং ত্যক্তোদমপি ন বাধতে ন পীড়য়তি। যদ্বা কায়িকব্যাপারাদি বাধমপি নাচরতি কুতঃ সর্ব্বদুঃখং হরতীতি হরিস্তস্য কথৈবামৃতং তৎপিবন্তং। তচ্চ ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতমিতি গুণবিশেষো দর্শিতঃ। হরিকথামৃতপানাভাবে চ সদ্য এব জীবনং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০৬ ॥

শ্রবণে প্রবৃদ্ধ শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা, অধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া দ্বারাও সংসারিদিগের তদ্রূপ হয় না ॥ ৩০৫ ॥

১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন, যদিও আমি প্রায়োপবেশনার্থ উদক পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি তথাচ আপনকার বদনারবিন্দবিনির্গত হরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহা ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না। ফলতঃ জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও কেবল হরিকথামৃত পান নিমিত্তই আমার জীবন বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার উপরম হইলে সদ্যই জীবন নষ্ট হইবে অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৩০৬ ॥

স্কান্দে চ তত্রৈব ॥

শ্রীপদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণং ॥

প্রকর্ষেণ সর্ব্বমঙ্গলকারিত্বং তত্রৈব ॥

শ্রোতব্যং সাধুচরিতং যশোধর্ম্মজয়ার্থিভিঃ।
পাপক্ষয়ার্থং দেবর্ষে স্বর্গার্থং ধর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনং।
চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা।
কুটুম্ববৃদ্ধিং বিজয়ং শত্রুনাশং যশোবলং।
করোতি বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বকামফলপ্রদং ॥ ৩০৭ ॥

সর্ব্বসৎকর্ম্মফলত্বং ॥

কিং বহুনোক্তেন সর্ব্বেষামেব কামানাং বাঞ্ছানাং ফলং প্রকর্ষেণ দদাতীতি তথাতং ॥৩০৭॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থানে ॥

বিষ্ণুচরিতশ্রবণ সম্পত্তিপ্রদান, সকল প্রকার উপদ্রব নাশ, সমুদায় দুঃখের উপশম ও দুষ্টগ্রহ নিবারণ করেন ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ উত্তমরূপে সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল প্রদান করেন ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই ॥

হে দেবর্ষে! যাঁহারা যশঃ, ধর্ম্ম ও জয় অভিলাষ করেন এবং যে সকল ধার্ম্মিক ধর্ম্মবুদ্ধিতে পাপক্ষয় নিমিত্ত ও স্বর্গলাভ জন্য ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভগবচ্চরিত শ্রবণ করিবেন। সদ্বুদ্ধিশালী পুরুষ আয়ুঃবৃদ্ধিকর, আরোগ্যকর, যশঃপ্রাপক ও পুণ্যবর্দ্ধক বিষ্ণুসম্বন্ধীয় চরিত্র নিত্য শ্রবণ করিবেন, বিষ্ণুচরিত কুটুম্ববৃদ্ধি, বিজয়, শত্রুনাশ, যশঃ ও বল বর্দ্ধন করেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ৩০৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলাশ্রবণ সকল সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ ॥

প্রথমস্কন্ধে ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥ ৩০৮ ॥

শ্রোত্রেন্দ্রিয়সাফল্যকারিত্বং ॥

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরমৈত্রেয়সম্বাদে ॥

যো ধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ স যদি বিষ্বক্সেনকথাসু রতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হি স্বনুষ্ঠিতোঽপি সন্ অয়ং শ্রমোজ্ঞেয়ঃ। কথাস্বিতি বহুত্বং গৌরবেণ যাসু কাসুচিদিত্যেতৎ বিবক্ষয়া বা নন্নু মোক্ষাদ্যর্থস্য ধর্ম্মস্য শ্রমত্বমস্ত্যেব অত আহ। কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ। ভগবৎকথারত্যনুৎপত্ত্যা মোক্ষাসিদ্ধেঃ নিজসাধ্য ভগবৎকথারত্যনুৎপাদনাদ্বা। নন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি। ক্ষয়িষ্ণুত্বান্ন তৎফলমিত্যর্থঃ। নন্বক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদিশ্রুতে র্ন তৎফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমিত্যাশঙ্ক্য হিশব্দেন সাধয়তি তদ্বৎ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি তর্কানুগৃহীতয়া শ্রুত্যা ক্ষয়প্রতিপাদনাৎ। যদ্বা নন্নু সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষঃ ফলমস্ত তত্রাহ কেবলমিতি তথাপি বিফলশ্রম এবেতি ভাবঃ বৈষ্ণবৈ র্মোক্ষস্যাপ্যনাদৃতত্বাৎ। যদ্বা নন্নু ভক্তিবিঘ্নরূপ বিবিধসংসারদুঃখনিরসনার্থং তেষামপ্যসাবপেক্ষ্যঃ স্যাৎ তত্রাহ এবেতি তথাপি তস্যাতিতুচ্ছত্বাৎ কেবলং শ্রম এবেতি ভাবঃ। নন্নু মোক্ষঃ পরমপুরুষার্থো বেদান্তাদৌ প্রসিদ্ধঃ তত্রাহ হীতি। অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষাবিত্যাদিভির্বচনৈর্মোক্ষস্য মায়িকতুল্যতাপ্রতিপাদনাৎ। তচ্চ বিস্তরেণ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেবাস্তি। এবং শ্রীকৃষ্ণকথারত্যুৎপাদনমেব সর্ব্বধর্ম্মফলমিতি তাৎপর্য্যং ॥ ৩০৮ ॥

১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! যাহা ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় রতি উৎপন্ন না হয় তবে তদ্বিষয়ক শ্রম শ্রমমাত্র ॥

৩ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে ॥

শ্রীবিদুরমৈত্রেয় সম্বাদে ॥

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং সুশ্লোকমৌলেগু‍র্ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং কথাসুধায়ামুপসংপ্রয়োগং॥৩০৯
আয়ুঃসাফল্যকারিত্বং দ্বিতীয়ে শৌনকোক্তৌ ॥
আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ৩১০ ॥
পরমবৈরাগ্যোৎপাদত্বং ॥

একান্ততো লাভং ফলং নু নিশ্চিতমাহুঃ। শ্রুতেঃ শ্রোত্রস্য চ। উপাকৃতায়াং নিরূপিতায়াং। উপসংপ্রয়োগং সন্নিধাবর্পণং ॥ ৩০৯ ॥

অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্ যৎ যেন ক্ষণো নীতঃ তস্যায়ুর্জীবনকালং ঋতে বর্জ্জয়িত্বা হরতি। এবং শ্রীভগবদ্বার্ত্তারহিতস্য বৃথৈবায়ুর্গচ্ছতি। একদাপি শ্রীভগবৎকথয়া সর্ব্বমেবায়ুঃ সফলং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১০ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুর! পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের গুণকীর্ত্তনই পুরুষদিগের বাক্যের একান্ত লাভ, অপর পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নিরূপিতা তদীয় কথারূপ সুধায় শ্রোত্রেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষই কর্ণের সার্থকতা। ফলতঃ ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিলে পুরুষদিগের অবশ্য কৈবল্য লাভ হয় ॥ ৩০৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ পরমায়ুর সাফল্যকারিত্ব ॥

২ স্কন্ধে ৩ অধ্যায় ১৭ শ্লোকে

শ্রীশৌনকের বাক্য ॥

হে সূত! দিবাকর দিন দিন উদয়াস্ত প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকেরই আয়ুঃ বৃথা হরণ করিতেছেন, কেবল যে ব্যক্তি হরিকথায় কাল যাপন করেন, তাঁহারই আয়ুঃ বৃথা নষ্ট হয় না, অতএব আমাদের জীবিত কাল বৃথা ক্ষয় হইতেছে, তুমি হরিকথা শ্রবণ করাইয়া সফল কর ॥ ৩১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের পরমবৈরাগ্যোৎপাদকত্ব ॥

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে

তৃতীয়ে বিদুরোক্তৌ ॥

সা শ্রদ্দধানস্য বিবর্দ্ধমানা বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে॥ ৩১১ ॥

চতুর্থে শ্রীপৃথুচরিতান্তে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ ॥

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো।

সা হরিকথা শ্রদ্দধানস্য প্রীতিং বিশ্বাসং বা কুর্ব্বতঃ। তয়া বিনা তাদৃশবিরক্ত্যসিদ্ধেঃ প্রবৃত্ত্যভাবাচ্চ। যদ্বা আস্তিক্যমাত্রং কুর্ব্বতোঽপি পুংমাত্রস্য। অন্যত্র গ্রাম্যসুখে হরিকথাব্যতিরিক্তে বা সর্ব্বত্র। ততঃ কিমত আহ হরেরিতি। হরেঃ পাদয়োরনুস্মৃতিঃ নিরন্তরস্মরণং তয়া নির্বৃতস্য সতঃ॥ ৩১১ ॥

ছিন্না বিনষ্টা অন্যধীঃ দেহাত্মবুদ্ধির্দেবান্তরবিষয়কবুদ্ধির্বা ভক্তিব্যতিরিক্তজ্ঞানাদিবিষয়ক বুদ্ধির্বা যস্য সঃ। যতঃ অধিগতা অধিকং প্রাপ্তা আত্মগতিঃ আত্মতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণো বা তদ্ভক্তির্বা যেন সঃ। অতএব নিরীহঃ প্রাপ্তাস্বু সিদ্ধিষপি নিস্পৃহঃ দেহাদ্যর্থচেষ্টারহিতো বা। কিঞ্চ। যেন বয়ুনেন জ্ঞানেন ইদং পূর্ব্বোক্তং সংশয়পদং সংসারবন্ধনং বা চিচ্ছেদ তত্যাজ পৃথুঃ তৎপ্রযত্নাদপ্যুপররামেত্যর্থঃ। ফলে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপপত্তেঃ। তস্যাণিমাদি-

শ্রীবিদুরের বাক্যে ॥

যে পুরুষ শ্রদ্ধান্বিত হয়, তাহার সেই মতি বৃদ্ধিশীলা হইয়া গ্রাম্যসুখে বৈরক্তি উৎপন্ন করিয়া দেয়, তদনন্তর তাহাকে হরিচরণারবিন্দের অনুস্মরণে আনন্দিত করিয়া আশু তদীয় সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ৩১১ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে পৃথুচরিতে
শ্রীমৈত্রেয়ের বাক্য যথা ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, পৃথুর দেহে আত্মবুদ্ধি ছিন্ন হইয়া গেল এবং ভগবৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াতে উপস্থিত অণিমাদি সিদ্ধিতেও আর

যাবদগদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩১২ ॥

একাদশে চ শ্রীভগবন্তং প্রত্যুদ্ধববাক্যে ॥

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলং।

কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৩১৩ ॥

সংসারতারকত্বং ॥

চতুর্থে প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাং।

সিদ্ধিষু চতুর্ব্বিধমোক্ষেষ্বপি নিস্পৃহত্বং যুক্তমেবেত্যাহ তাবন্নাপ্রমত্তঃ কিন্তু প্রমত্তো ভবত্যেব যতির্জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি অতঃ পৃথোঃ শ্রীকৃষ্ণকথারত্যা তত্র তত্র ন লোভো জাত ইত্যর্থঃ॥৩১২

আস্বাদ্য প্রীত্যা নিশম্য। অন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ মোক্ষেঽপি স্পৃহাং ॥ ৩১৩ ॥

আবিশতাং আসক্ত্যা নিবসতামপি। কুশলং মদর্পিতং কর্ম্ম যেষাং। মদ্বার্ত্তয়া যাতো যামঃ

স্পৃহা রহিল না, অতএব যে জ্ঞান দ্বারা অসম্ভাবনাদির আস্পদ হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন হইল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যত্ন করিতে বিরত হইলেন। হে বিদুর! ঐ অবস্থায় যোগসিদ্ধি বিষয়ে পৃথুর নিস্পৃহ হওয়া উপযুক্ত বটে, কারণ যাবৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথায় রতি হইয়া লোভ না জন্মে, তাবৎ পর্য্যন্ত যোগগতি বিশিষ্ট যতি অপ্রমত্ত হইতে পারে না। ভগবৎ কথায় লোভ জন্মিলে আর তাহাতে প্রয়োজন কি? ॥ ৩১২ ॥

একাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে
শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্য ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্ণের অমৃত স্বরূপ ও পরম মঙ্গল-জনক তোমার ক্রীড়াবিষয় আস্বাদন করিয়া লোক সকল অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করে ॥ ৩১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণের সংসারতারকত্ব ॥
চতুর্থস্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
প্রচেতাদিগের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে নৃপনন্দন সকল! এস্থলে তোমরা এমত

মদ্বার্ত্তা যাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥ ৩১৪ ॥

সর্ব্বার্থপ্রাপকত্বং ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।

তৎসর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা ॥ ৩১৫ ॥

দ্বাদশে চ শ্রীশুকোক্তৌ ॥

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-

র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।

কালঃ একপ্রহরমাত্রো বা যেষাং। ন বন্ধায় মতাঃ কিন্তু সংসারবন্ধমোচনায়ৈব মতাঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥

বৎস হে নারদ। যদ্বা হরের্বৎসসম্বন্ধিকথাং বৎসপালনলীলাবার্ত্তামিত্যর্থঃ ॥ ৩১৫ ॥

বিবিধং দুঃখমেব দাবানলঃ তেনার্দ্দিতস্য পীড়িতস্য। অত উত্তিতীর্ষোঃ পুংসঃ ভগ-

আশঙ্কা করিও না যে, গৃহে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতেই আসক্তি জন্মিবে এবং ঐ আসক্তি বশতঃ বন্ধ হইবার সম্ভব, তবে ত ভক্তি ও নির্ব্বেদ হইল না। বৎসগণ! গৃহাশ্রম বন্ধের কারণ সত্য, কিন্তু যদি গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়াও কুশলকর্ম্মা হয় অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া আমাতেই অর্পণ করে এবং আমার কথাপ্রসঙ্গে সময় যাপন করিতে অনুরাগী হয়, তাহা হইলে গৃহাশ্রম কখন বন্ধের কারণ হয় না ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণ সর্ব্বার্থ প্রাপকত্ব ॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থলে ॥

বৎস নারদ! এই সংসারে মনুষ্যগণের যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রতি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে হরিকথা শ্রবণ করুন, তাহাতেই সমুদায় লাভ হইবে ॥ ৩১৫ ॥

দ্বাদশস্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে

শ্রীশুকের বাক্য ॥

বিবিধ দুঃখ দাবানলে পীড়িত এবং অতিদুস্তর সংসারসাগর হইতে

লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ৩১৬ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

নিত্যং কৃষ্ণকথা তস্য প্রাণাদপি গরীয়সী।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৩১৭ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ॥

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র
আত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ

বতো যা লীলাকথাস্তাসাং রসস্তন্নিষেবণমন্তরেণ অন্যঃ প্লবঃ উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ ॥ ৩১৬ ॥

প্রাণাদপি কথা গরীয়সীতি নিজজীবনাদপি কথাশ্রবণাদৌ যস্যাসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১৭ ॥

যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশং। আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তং উপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ। তদ্ধেতুরাত্মনো মনসঃ প্রসাদশ্চ যত্র যাসু। আত্মপ্রসাদহেতুঃ গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো বৈরাগ্যঞ্চ। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষ্বসঙ্গঃ। অথ তত্তদনন্তরং কৈবল্যমিত্যেব সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ স চ ভবতি নির্বৃতঃ

উত্তরণেচ্ছু পুরুষের সম্বন্ধে পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথারস সেবা ব্যতিরেকে আর উপায়ান্তর নাই ॥ ৩১৬ ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে ॥

যে ব্যক্তির নিত্য কৃষ্ণকথা প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী, তাঁহার ইহলোকে কিছুই দুর্ল্লভ নাই ॥ ৩১৭ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! হরিকথা রতির প্রশংসা আর কি করিব, হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এবম্বিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, তাহাতে রাগাদি সকল একেবারে নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং মন প্রসন্ন হয়, অপর হরিকথা শুনিলে বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অতএব তাহাকেই কৈবল্যপথ স্বরূপ অথবা ভক্তিযোগ বলা গিয়া থাকে, সেই কথাতে কোন্ ব্যক্তি রতি না করিবে? বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অন্যত্র শ্রবণ সুখে

কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩১৮ ॥

মোক্ষাধিকত্বং দশমস্কন্ধে ॥

শ্রুতিস্তুতৌ ॥

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-

শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।

ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে

চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ ॥ ৩১৯ ॥

শ্রবণসুখেন অন্যত্র নির্বৃত ইতি বা ॥ ৩১৮ ॥

ভো ঈশ্বর দুর্ব্বোধং যৎ আত্মনস্তব তত্ত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্ততনোঃ আবিষ্কৃতমূর্ত্তেঃ। চরিতমেব মহামৃতাব্ধিঃ তস্মিন্ পরিবর্ত্তো বিগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ পরিবর্জ্জনার্থঃ শ্রমণং শ্রমঃ গতশ্রমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা তৎপরিশ্রমণমভ্যাসো যেষাং তে। যদ্বা চরিতমহামৃতাব্ধেঃ পরিবর্ত্তাস্তরঙ্গাস্তেষু পরিশ্রমণাঃ কৃতপরিশীলনাঃ ত্বন্মধুরকথারসসেবিন ইত্যর্থঃ। অপবর্গমপি ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি কুতোঽন্যৎ। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়তি ন কেবলমন্যন্নেচ্ছন্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্ব্বসিদ্ধগৃহাদিসুখমপ্যপেক্ষন্তে ইত্যাহ। তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা। যদ্বা চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণত্বে হেতুঃ চরণসরোজহংসকুলসঙ্গবিসৃষ্টগৃহা ইতি। অর্থস্তু তথৈব। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি। যং সর্ব্বে বেদা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্ত ইতি ॥ ৩১৯ ॥

নির্বৃত হয় নাই, তাহার হরিকথায় রতি হইবার বিষয় কি ? ॥ ৩১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণের মোক্ষাপেক্ষা আধিক্য ॥

দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রুতিস্তুতিতে ॥

হে ঈশ্বর ! দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত আবিষ্কৃতমূর্ত্তি যে আপনি, আপনার চরিতরূপ মহাসমুদ্রের পরিভ্রমণে বিগত শ্রম ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আপনার পাদসরোজে রমমাণ হংসকুলের ন্যায় তৎ সংসর্গে পরিত্যক্তাশ্রম হইয়া মুক্তি পর্য্যন্তও ইচ্ছা করেন না ॥ ৩১৯ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবহূতিসম্বাদে ॥

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-

ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।

যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য

সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ৩২০ ॥

বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং ॥

দ্বিতীয়ে শ্রীসূতোক্তৌ ॥

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং

কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতং।

মোক্ষাদপি ভক্তের্গরিষ্ঠত্বমেবোপপাদয়তি নৈকাত্মতামিতি একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষং। পাদসেবাভিরতত্বমেবাহ। মদীহা মদর্থমেব ঈহা শ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপারা যেষাং। তামেবাভিব্যঞ্জয়তি যে ইতি। প্রসজ্য আসক্তিং কৃত্বা পৌরুষাণি বীর্য্যাণি সভাজয়ন্তে শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা সম্মানয়ন্তি। প্রসজ্যেত্যনেন অন্যোন্যপ্রীতিহেতুঃ পৌরুষভাজনস্য স্বাভাবিকো রসবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব গরিষ্ঠত্বং সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৩২০ ॥

সতাং জ্ঞানিনামাত্মনঃ আত্মত্বেন প্রকাশমানস্য। যদ্বা সতাং ভক্তানামাত্মনঃ পরমপ্রিয়স্য শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতং পিবন্তীতি সুখমাদরেণ মুহুঃ শৃণ্বন্তীত্যর্থঃ। বিষয়ৈর্বিদূষিতং মলিনীকৃত-

---

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে

শ্রীকপিলদেবহূতি সম্বাদে ॥

মা! যাঁহারা আমার পাদসেবায় অভিরত, যাঁহাদের আমার নিমিত্তই সমস্ত চেষ্টা, বিশেষতঃ যাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া আসক্তি যুক্ত চিত্তে আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আদর প্রকাশ করেন এতাদৃশ কোন কোন ভাগবত পুরুষ ঐ প্রকার মুক্তি অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতা ইচ্ছা করেন না ॥ ৩২০ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণের শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব যথা ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীশুকবাক্য ॥

ভগবান্ হরি ভক্তগণের আত্মপ্রকাশক, তাঁহার কথারূপ অমৃত

পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকং ॥ ৩২১ ॥
তৃতীয়ে কপিলদেবস্তুতৌ ॥
পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিষদাশয়া যে ।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যং ॥ ৩২২ ॥
স্কান্দে অমৃতসারোদ্ধারে ॥
শ্রীযমস্য দূতানুশাসনে ॥
যে শৃণ্বন্তি কথাং বিষ্ণোর্যে পঠন্তি হরেঃ কথাং ।

মাশয়ং । যদ্বা বিষয়ৈর্বিদূষিত আশয়ো যস্য তমপি পুনন্তি কিমুতাত্মানং । কিঞ্চ । তস্য চরণপদ্মান্তিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজন্তি ॥ ৩২১ ॥

বৈরাগ্যসারং বলং যস্য তং । যদ্বা । বৈরাগ্যস্য ফলরূপং বোধং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদি জ্ঞানং যথাবৎ প্রতিলভ্য লব্ধ্বা অঞ্জসা সুখেন অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং অন্বীয়ুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩২২ ॥

শ্রবণপুটে স্থাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পান করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণবিষয় দ্বারা দূষিত হইলেও তাঁহারা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে ॥
দেবগণের স্তবে যথা ॥

হে দেব ! তোমার কথারূপ সুধাপান এবং প্রবৃদ্ধ ভক্তি দ্বারা যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যসার জ্ঞান লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩২২ ॥

স্কন্দপুরাণে অমৃতসারোদ্ধারে ॥
শ্রীযমের দূতানুশাসনে ॥

হে দূতগণ ! যাঁহারা বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করেন এবং যাঁহারা বিষ্ণুর

কুলাযুতং নাবলোক্যং গতাস্তে ব্রহ্মশাশ্বতং ॥ ৩২৩ ॥

যস্য বিষ্ণুকথালাপৈর্নিত্যং প্রমুদিতং মনঃ।
তস্য ন চ্যবতে লক্ষ্মীস্তৎপদঞ্চ করে স্থিতং ॥ ৩২৪ ॥

প্রেমসম্পাদকত্বং দ্বাদশে ॥

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সঙ্গীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ৩২৫ ॥

শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বং ॥

ব্রহ্মস্বরূপং শাশ্বতং নিরপায়পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥ ৩২৩ ॥

তস্য বিষ্ণোঃ পদং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ। করস্থিতং সুলভমিত্যর্থঃ ॥ ৩২৪ ॥

তমেব ন তু তদ্ব্যতিরিক্তং শৃণুয়াৎ। নিত্যং প্রত্যহং তত্রাপ্যভীক্ষ্ণং। যদ্বা অভীক্ষ্ণং। কৃষ্ণে যা অমলা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা তামভীপ্সমানঃ। গুণানুবাদশ্রবণেনৈব সা সম্পদ্যেতেত্যর্থঃ॥ ৩২৫ ॥

কথা পাঠ করেন, তাঁহাদের অযুত কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা না, তাঁহারা সকলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩২৩ ॥

যে ব্যক্তির বিষ্ণুকথা আলাপ দ্বারা নিত্য মন আনন্দিত, কখন তাঁহাকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন না এবং তাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠলোক হস্তস্থিত, অর্থাৎ সুলভ ॥ ৩২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণের প্রেমসম্পাদকত্ব ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি প্রার্থনায় সর্ব্বদা তাঁহার গুণানুবাদ পূর্ব্বক স্তব করা এবং প্রতিদিন বারম্বার তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ করাই পারমার্থিক কথা জানিবে ॥ ৩২৫ ॥

কৃষ্ণলীলাশ্রবণের ভগবদ্বশীকারিত্ব ॥

স্কান্দে ॥

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবদুক্তৌ
স্কান্দে চ শ্রীভগবদর্জ্জুনসম্বাদে ॥

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতং।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরং ॥

দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতৌ ॥

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব

উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা। সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাং। যদ্বা সন্তঃ সংবৃত-বাচোঽপি মুখরিতা যয়া তাং ভবদীয়াং ভবদীয়ানাং বা ভগবদ্ভক্তানামপি বার্ত্তাং। স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধিমাত্রেণ সম্মুখরিতত্বেন বা স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণং প্রাপ্তাং। তনু-বাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তঃ যে জীবন্তি কেবলং নত্বন্যৎ যদ্যপি কুর্ব্বন্তি তৈঃ প্রায়শ-স্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ বশীকৃতো বাপি। যদ্বা। শ্রুতিগতাং বেদ-বর্ত্তিনীং সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং প্রায়শো নমন্তঃ তদুদ্দেশেন নমনং কুর্ব্বন্তোঽপি অপ্যর্থে এবকারঃ। প্রায়শ ইতি কদাচিদশক্ত্যাদিনা ন নমন্তোঽপীত্যর্থঃ। জীবন্তি যদ্যপি স্বপ্রা-ণান্ পোষয়ন্তি। যদ্বা বার্ত্তামুপজীবন্তি তয়া নিজজীবিকাং সাধয়ন্তি তথাপি হে অজিত।

স্কন্দপুরাণে ॥

হে রাজন্! যে স্থানে যে স্থানে বিষ্ণুকথা বিদ্যমান, সেই স্থানে সেই স্থানে সন্তানবৎসলা গাভীর ন্যায় ভগবান্ হরি গমন করেন ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীভগবানের বাক্য এবং স্কন্দপুরাণেও
শ্রীভগবান্ ও অর্জ্জুনসম্বাদে ॥

যে মনুষ্য নিত্য আমার কথা বাচক, আমার কথা শ্রবণে অনুরক্ত এবং আমার কথায় প্রীতচিত্ত, আমি তাহাকে ত্যাগ করি না ॥

দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ব্রহ্মস্তুতিতে ॥

হে ভগবন্! আপনার মহিমা এবম্বিধ দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং॥ ৩২৬॥
স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা তৃতীয়ে শ্রীসনকাদিস্তুতৌ॥
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং

ত্রিলোক্যাং সর্ব্বত্রৈবেত্যর্থঃ। নন্থ বাঙ্মনোভিঃ কৃত্বা তৈরপি ত্বং জিতোঽপি ত্বমজিতোঽসি কিং পুনর্যত্নতঃ সতাং স্থানে গত্বা ভক্ত্যা ত্বৎকথাশ্রবণাদিপরৈরিত্যর্থঃ। তত্র তন্বা সহ জিতত্বং। সতত বিচিত্রপরিচর্য্যাদিশক্ত্যা বাচা চ সতত ত্বন্নামাদি স্ফূর্ত্ত্যা মনসা চ সতত চিন্তান্তরাবির্ভাবেন। যদ্বা তত্রৈব তন্বাদিভিঃ সহ জিতোঽসি। ততশ্চ তন্বা সহ জিতত্বং সততং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্ত্যাদি। বাচা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তৎ স্তুত্যাদিকং। মনসা সহ জিতত্বং শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্ত্যাদি। বাচা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তৎ স্তুত্যাদিকং। মনসা সহ জিতত্বঞ্চ তেনৈব তস্য ধ্যানাদিকমিতি দিক্। অন্যৎ সমানং। এবং জ্ঞানানাদরেণ ভগবৎ-কথাশ্রবণপরতয়া মাহাত্ম্যং দর্শিতং॥ ৩২৬॥

আত্যন্তিকং মোক্ষাখ্যমপি তে প্রসাদং বৈকুণ্ঠলোকস্থা তে ন বিগণয়ন্তি নাদ্রিয়ন্তে কিমু

নিস্তারের সম্ভাবনা দেখি না, যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানবিষয়ে অত্যল্পও প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করত সাধুজন কর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত ত্বদীয় বার্ত্তা যাহা সাধুজনের সন্নিধান মাত্রে আপনা হইতে শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা যদিও অন্য কোন কর্ম্ম না করুক তথাচ ত্রৈলোক্য মধ্যে অন্যান্য সকলের অজিত হইয়াও আপনি তাহাদের কর্ত্তৃক প্রায় জিত হয়েন অর্থাৎ আপনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারে॥ ৩২৬॥

শ্রীকৃষ্ণলীলাশ্রবণের পরমপুরুষার্থতা॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে

শ্রীসনকাদির স্তবে॥

হে প্রভো! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র, সুতরাং

কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৩২৭ ॥

চতুর্থে শ্রীভগবন্তং প্রতি সিদ্ধানাং স্তুতৌ ॥

অয়ং তে কথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো নসস্মার দাবং

কিমুত অন্যদিন্দ্রাদিপদং। তে তব ভ্রুব উন্নয়ৈরুজ্জৃম্ভৈরর্পিতং নিহিতং ভয়ং যস্মিন্। কে তে অঙ্গ হে ভগবন্ যে ভবতঃ কথায়াঃ রসজ্ঞাঃ যতঃ কুশলা নিপুণাঃ। যতস্তদঙ্ঘ্র্যা-কাশ্রয়াঃ। কথম্ভূতস্য রমণীয়ত্বেন পাবনত্বেন চ কীর্ত্তন্যং কীর্ত্তনার্হং তীর্থঞ্চ যশো যস্য তস্য। এবং কথারসজ্ঞানাং বৈকুণ্ঠলোকানাদরেণ কথায়াঃ স্বতঃ পরমফলত্বং সিদ্ধং ॥ ৩২৭ ॥

অয়ং মনোগজঃ ত্বৎকথৈব মৃষ্টং শুদ্ধং পরমমধুরং বা পীযূষং তন্ময়ী যা নদী তস্যামব-গাঢ়ঃ প্রবিষ্টঃ দাবাগ্নিতুল্যং সংসারতাপং ন স্মরতিস্ম ন চ ততো নির্গচ্ছতি। তস্যৈব স্বতঃ

কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থ স্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ তাহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ যে মোক্ষপদ তাহাকেও গণ্য করে না অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহত হয়, তোমার কথা রসজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে ॥ ৩২৭ ॥

৪ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
শ্রীভগবানের প্রতি সিদ্ধগণের স্তবে ॥

সিদ্ধগণ ভগবানের কথারূপ অমৃতে আনন্দ প্রকাশ করত এই বলিয়া স্তব করিলেন, হে ভগবন্! আমাদের মনোরূপ এই মত্তমাতঙ্গ ক্লেশরূপ দাবানলে দগ্ধ এবং তৃষ্ণার আর্ত্ত হইয়াছে আপনার কথা-রূপ পরিশুদ্ধ পিযূষনদীতে অবগাহন করুক, তাহা হইলে সংসারতাপ স্বরূপ দাবানল একেবারে বিস্মৃত হইবে এবং পরব্রহ্মের সহিত ঐক্য

ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্ন ॥ ৩২৮ ॥
অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে ॥
শ্রীশৌনকাদিভিঃ ॥
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৩২৯ ॥
কিঞ্চ ॥

পরমপুরুষার্থত্বাৎ। ব্রহ্মসম্পন্নবৎ ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তো জন ইব ॥ ৩২৮ ॥

এবং লীলাকথাশ্রবণস্য পাপাদিশোধকত্বমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতান্তং মাহাত্ম্যং যথোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যক্রমেণ লিখিত্বা ইদানীং কেষুচিদ্বচনেষু পূর্ব্ববৎ সাক্ষান্মাহাত্ম্যাভিধায়কত্বাভাবেঽপি তাৎপর্য্যেণ তত্রৈব পর্য্যবসানান্মাহাত্ম্যদার্ঢ্যায়ৈব তানি সংগৃহ্ণাতি বয়স্ত্বিত্যাদিনা সেব্যতামিত্যন্তেন। এবমগ্রেঽপ্যত্র বোদ্ধব্যং। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম। উদগচ্ছতি তমো যস্মাৎ স উত্তমাঃ তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অলমিতি ন মন্যামহে। অত্র হেতুঃ যদ্বিক্রমং শৃণ্বতাং। যদ্বা অন্যে তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতি তুশব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ ত্রিধা হ্যলং বুদ্ধির্ভবতি উদরাদিভরণেন বা রসাজ্ঞানেন বা স্বাদবিশেষাভাবাদ্বা। অত্র শৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বাৎ ন ভরণমিত্যুক্তং। রসজ্ঞানামিত্যনেন চ অজ্ঞানতঃ পশুবত্তৃপ্তির্নিরাকৃতা। ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি পদে পদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোঽপি স্বাদ্বিতি ॥ ৩২৯ ॥

প্রাপ্তের ন্যায় হওয়াতে তাহা হইতে আর নির্গত হইবে না ॥ ৩২৮ ॥

অতএব প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে

শ্রীশৌনকাদির বাক্য যথা ॥

শৌনকাদি কহিলেন, হে সূত! আমরা যাগ যোগ প্রভৃতিতে তৃপ্ত হইয়াছি সত্য, কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের চরিত্র শ্রবণে এই পর্য্যন্তই অধিক ইহা বলিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হই নাই, কেননা রসজ্ঞদিগের হরিচরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে পদে পদে স্বাদু হইতেও স্বাদু হইয়া থাকে, ইক্ষুচর্ব্বণের ন্যায় পরিণাম বিরস হয় না ॥ ৩২৯ ॥

আরও প্রথমস্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

শ্রীশৌনকাদির বাক্য ॥

কো নাম লোকে রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য ।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ৩৩০ ॥

তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ ॥

ক্রীড়ন্ বিধত্তে দ্বিজগোসুরাণাং
ক্ষেমায় কর্ম্মাণ্যবতারভেদৈঃ ।
মনো ন তৃপ্যত্যপি শৃণ্বতাং নঃ
সুশ্লোকমৌলেশ্চরিতামৃতানি ॥ ৩৩১ ॥

রসবিৎ রসজ্ঞঃ মহত্তমানাং শ্রীনারদাদীনামেকান্তং পরময়নমাশ্রয়ো যস্তস্য কথায়াং। অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য কল্যাণগুণানামন্তং যে যোগেশ্বরাস্তেঽপি ন জগ্মুঃ এতাবন্ত ইতি ন পরিগণয়াঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ পাদ্মো ব্রহ্মা চ মুখ্যো যেষাং তে ॥ ১৫৩ ॥

মৎস্যাদ্যবতারভেদৈঃ ক্রীড়ন্ বিচিত্রাণি কর্ম্মাণি বিধত্তে। সুশ্লোকমৌলেঃ সুশ্লোকাঃ পুণ্যকীর্ত্তয়স্তেষাং মৌলিরিবাধিক্যেনোপরি বিরাজমানস্তস্য চরিতামৃতানি শৃণ্বতামপি নোঽস্মাকং মনো ন তৃপ্যতি ॥ ৩৩১ ॥

শৌনকাদি কহিলেন, হে সূত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহত্তম পুরুষদিগের একান্ত আশ্রয় এবং প্রাকৃত গুণ রহিত, অথচ তাঁহার কল্যাণকর গুণ সকলের অন্ত, যোগীশ্বর শিবব্রহ্মাদিও প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ এতাবৎ বলিয়া বিশেষ পরিমাণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার কথাতে কি কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে? ॥৩৩০॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে শ্রীবিদুরের বাক্য যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তিনি মৎস্যাদি অবতার গ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া করত গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের হিতের নিমিত্ত যে প্রকারে যে যে কর্ম্ম করেন, সে সকলও আমাদিগকে বলুন, হে মুনে! পুণ্যশ্লোক শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরিতামৃত যতই শ্রবণ করি ততই আমাদের যেন তৃপ্তিলাভ হয় না ॥ ৩৩১ ॥

দশমস্কন্ধে চ শ্রীপরীক্ষিতা ॥

ব্রহ্মন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা মাধ্বীর্লোকমলাপহাঃ।

কো নু তৃপ্যেত শৃণ্বান্ শ্রুতজ্ঞো নিত্যনূতনাঃ ॥ ৩৩২ ॥

অতোহি শ্রীপৃথুরাজেন প্রার্থিতং ॥

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-

ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।

পুণ্যা মহাফলাঃ মাধ্বীঃ শ্রুতিসুখাঃ লোকস্য মলাপহাশ্চ শৃণ্বান্ শৃন্বন্নিত্যর্থঃ। শ্রুতজ্ঞঃ শ্রুতসারবিৎ। নিত্যনূতনাঃ প্রতিক্ষণমাশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মানাঃ ॥ ৩৩২ ॥

মহত্তমানামন্তর্হৃদয়ান্মুখদ্বারা নির্গতো যুষ্মাকং তব ত্বদীয়ানাঞ্চ পদাম্ভোজমকরন্দযশঃ শ্রবণসুখং যত্র নাস্তি তৎকৈবল্যমপি ক্বচিৎ কদাচিদপি ন কাময়ে। তর্হি কিং কাময়সে তদাহ যশঃশ্রবণায় কর্ণানাময়ুতং বিধৎস্ব ননু কোঽপ্যেবং ন বৃতবানস্তি কিমন্যচ্চি-

দশমস্কন্ধে ৫২ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের বাক্য ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন, ব্রহ্মন্! শ্রুতসারবেত্তা কোন্ ব্যক্তি মহাফল, শ্রুতিসুখদ, লোকমলাপহ এবং নিত্যনূতন অর্থাৎ প্রতিক্ষণে আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়মান কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া তাহাতে পরিতৃপ্ত হয়? কেহই হয় না, অতএব বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৩৩২ ॥

চতুর্থস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীপৃথুরাজের প্রার্থনা ॥

হে নাথ! আমি আপনাকে "কৈবল্যপতি" বলিয়া সম্বোধন করিলাম ইহাতে এমত মনে করিবেন না যে আমি মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, প্রভো! মোক্ষপদেও যদি মহত্তম সাধুপুরুষদিগের বদনকমল দ্বারা হৃদয়াভ্যন্তর হইতে আপনকার চরণাম্বুজের মকরন্দ পাইবার আশা না থাকে অর্থাৎ আপনকার যশঃ শ্রবণাদি দ্বারা সুখলাভের সম্ভাবনা না হয়, তবে ঐ পদও আমি কখন প্রার্থনা করি না, আমার প্রার্থনা এই

মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ৩৩৩ ॥
অতএব নিশ্চিত্যোক্তং পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে
অম্বরীষং প্রতি শ্রীনারদেন ॥
নাতঃ পরং পরমতোষবিশেষতোষং
পশ্যামি পুণ্যমুচিতঞ্চ পরস্পরেণ।
সন্তঃ প্রসজ্য যদনন্তগুণাননন্ত
শ্রেয়োবিধীনধিকভাবভুজো ভজন্তি ॥ ৩৩৪ ॥
প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতেন ॥
যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।

ত্বয়েত্যাহ মমতু এষ এব বর ইতি ॥ ৩৩৩ ॥

পরস্পরেণ আসজ্য অন্যোন্যং আসক্তিং কৃত্বা অনন্তস্য ভগবতো গুণান্। অধিকভাবভুজঃ ভক্তিবিশেষযুক্তাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩৪ ॥

কিং বহুনা এতাবদেব কর্ত্তব্যমিতি সর্ব্বশাস্ত্রসারং কথয়তি যা যা ইতি। কথনীয়ানি

হৃদয়পূর্ণ করিয়া আপনকার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি তদর্থে আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, প্রভো! ইহাই আমার বর ॥ ৩৩৩ ॥

অতএব পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে
অম্বরীষের প্রতি নারদ নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন ॥

ভক্তিবিশেষ যুক্ত ভগবদ্ভক্তগণ পরস্পর আসক্তি বিধান করিয়া অনন্ত ভগবানের অনন্ত কল্যাণপ্রদ গুণ সকলের যে ভজনা করেন, হে রাজন্! তাহা অপেক্ষা পরমপরিতোষের বিশেষ তোষ স্বরূপ উচিত পুণ্য আর দেখিতে পাই না ॥ ৩৩৩ ॥

প্রথমস্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্যে ॥

হে ঋষিগণ! ভগবানের গুণকর্ম্মাশ্রিত আর যে যে কথা আছে

গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥ ৩৩৫ ॥

দশমস্কন্ধশেষে চ।

শ্রীবাদরায়ণিনা ॥

ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-

লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।

কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য

শ্রূয়াদমুষ্যপদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ইতি ॥ ৩৩৬ ॥

অতঃ কৃষ্ণকথায়াস্তু সত্যামন্যকথাশ্রুতিং।

উরূণি কর্ম্মাণি যস্য তস্য। গুণকর্ম্মাশ্রয়া গুণকর্ম্মবিষয়াঃ। বুভূষুভিঃ সদ্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ ॥ ৩৩৫ ॥

ইত্থমুক্তপ্রকারেণ নিজধর্ম্মো ভগবদ্ধর্ম্মঃ তস্য রিরক্ষয়া স্বীকৃতমৎস্যকূর্ম্মাদি নানামূর্ত্তেঃ পরমেশ্বরস্য বিশেষতো যদূত্তমস্য সতঃ তদনুরূপানুকারীণি কর্ম্মকষণানি কর্ম্মণি বন্ধনিরসনানি কর্ম্মাণি চরিতানি শ্রূয়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ। যদ্বা ভবান্ শ্রূয়াদিতি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি। যদ্বা সর্ব্বোঽপি জনঃ শ্রূয়াদিতি সর্ব্বলোকং প্রতি শ্রীবাদরায়ণেরাশীঃ। এবমপি তদেক তাৎপর্য্যং। অনুবৃত্তিং তদেকনিষ্ঠতাং ॥ ৩৩৬ ॥

অতোঽস্মাল্লিখিতাদ্ধেতোঃ। সত্যাং বর্ত্তমানায়ান্তু অন্যকথায়াঃ শ্রুতিং শ্রবণং তথা তস্যাঃ কৃষ্ণকথায়া অশ্রুতিং অশ্রবণং তথা তস্যাং কৃষ্ণকথায়াং বৈমুখ্যং অশ্রদ্ধয়া বলাত্ততঃ পরাঙ্মুখত্বমিত্যর্থঃ। তৃপ্তিং কিঞ্চিৎ শ্রবণানন্তরং তত্র বিরক্ত্যা অলং বুদ্ধিমপি ত্যজেৎ

সদ্ভাব ইচ্ছুক পুরুষমাত্রের তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৩৫ ॥

দশমস্কন্ধের ৯০ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

যিনি নিজধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত লীলা বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণের তদনুরূপ কর্ম্ম ও আচরিত সকল তাঁহার পাদ-পদ্মের অনুবৃত্তি ইচ্ছা করিয়া এইরূপে শ্রবণ করিবে ॥ ৩৩৬ ॥

অতএব কৃষ্ণকথার বিদ্যমানে অন্য কথার শ্রবণ, ভগবৎকথার অশ্রবণ, কৃষ্ণকথায় বৈমুখ্য অর্থাৎ অশ্রদ্ধায় পরাঙ্মুখত্ব এবং কৃষ্ণকথায় তৃপ্তি অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিরক্তি দ্বারা অলম্বুদ্ধি

তদশ্রুতিঞ্চ বৈমুখ্যং তস্যাং তৃপ্তিমপি ত্যজেৎ ॥ ৩৩৭ ॥

অথ শ্রীভগবৎকথাত্যাগাদিদোষঃ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতিসম্বাদে।

নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাং।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্ভুজঃ ॥ ৩৩৮ ॥

তত্রৈব শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে।

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।

বর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৩৭ ॥

এতদেব ক্রমেণ দর্শয়তি নূনমিত্যাদিনা পশুঘ্নাদিত্যন্তেন। তত্রাদৌ। অন্যকথাশ্রবণ-দোষং লিখতি নূনমিতি দ্বাভ্যাং। যে তু অচ্যুতস্য কথাসুধাং হিত্বা অসতাং গাথাং শৃণ্বন্তি তে নূনং দৈবেন বিহতাঃ ॥ ৩৩৮ ॥

যং বৈকুণ্ঠং ন ব্রজন্তি কে যে কুকথাঃ শৃণ্বন্তি। কা স্তাঃ। অঘং পাপং সংসারদুঃখং বা ভিনত্তি নাশয়তীতি। যদ্বা অঘাসুরং ভিনত্তি মূর্দ্ধ্নি বিদারিতবান্ যঃ সোঽঘভিৎ তস্য

ইত্যাদি সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৩৭ ॥

অথ ভগবৎ কথা ত্যাগাদি দোষ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেবহূতিসম্বাদে ৩২ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ॥

অপর যাহারা ভগবান্ অচ্যুতের কথা সুধা পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা-ভোজী শূকর যেমন পুরীষাহার নিমিত্তই অনুরাগী হয় তাহার ন্যায় অসৎ সকলের গাথা শ্রবণ করে, তাহাদিগকে দৈব কর্ত্তৃক বিহত জানিবেন অর্থাৎ তাহারা দুরদিষ্টশালী ॥ ৩৩৮ ॥

ঐ ৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে

শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে ॥

হে দেবগণ! যে সকল মনুষ্য পাপনাশন ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ হইতে বিমুখ হইয়া অর্থকামাদি বিষয়ের মতিভ্রংশিকা

যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ৩৩৯ ॥
কিঞ্চ স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥
বাচ্যমানস্তু যে শাস্ত্রং বৈষ্ণবং পুরুষাধমাঃ।
ন শৃণ্বন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ ॥ ৩৪০ ॥
ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাং।
ধনমায়ুর্যশোধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য রচনা সৃষ্ট্যাদিলীলা শাদ্বলজেমনাদিক্রীড়া বা তস্য অনুবাদাৎ কথনাদন্যবিষয়াঃ। অর্থকামাদিবার্ত্তা যাগযোগাদ্যাশ্রয়া বা মতিভ্রংশিকাঃ। তেষামব্রজনে হেতুঃ। অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু। যদ্বা ন কেবলং তেষাং তত্রাব্রজনমাত্রং তাভিশ্চ তেষাং পুণ্যক্ষয়ো দুস্তর-নরকপাতশ্চ ভবতীত্যাহ যাস্তু হতভাগ্যৈরেব নরৈঃ শ্রুতাঃ সত্যস্তাংস্তান্ শ্রোতৄন্ অশরণেষু নিরাশ্রয়েষু তমঃসু নরকেষু ক্ষিপন্তি। হন্ত খেদে। কথম্ভূতাঃ আত্তং সারং শ্রোতৄণাং পুণ্যং যাভিস্তাঃ ॥ ৩৩৯ ॥

অথাশ্রবণদোষং লিখতি বাচ্যমানস্তু ইত্যাদি চতুর্ভিঃ। সদা যমঃ স্বামীতি সততং নরকে বাস ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪০ ॥

ন শৃণ্বতঃ অশৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। নচেদুপগায়তি

কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখন সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পায় না। তাহাদের দৌর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, অন্য বিষয়ক কুকথা তাহাদের শ্রবণ গোচর হইয়া তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্য সকল হরণ করত তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে ॥ ৩৩৯ ॥

আরও স্কন্দপুরাণের ব্রহ্ম নারদ সম্বাদে ॥

যে নরাধম পঠ্যমান বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ করে না, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বদা যমই তাহাদিগের প্রভু অর্থাৎ তাহারা নিরন্তর নরকে বাস করে ॥৩৪০

যে সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবীকথা প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ করে না এবং তাহাতে হৃষ্ট হয় না, তাহাদের ধন, আয়ুঃ, যশঃ, ধর্ম্ম এবং সন্তান নষ্ট হয় ॥

যে ব্যক্তি হরির সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী কথা শ্রবণ করে না, হে

ন শৃণোতি হরের্যস্তু কথাং পাপপ্রণাশিনীং।
অচিরাদেব দেবর্ষে সমূলস্তু বিনশ্যতি।
দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীশৌনকোক্তৌ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ৩৪১॥
তৃতীয়ে শ্রীব্রহ্মস্তবে॥
দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।

তস্য জিহ্বা অসতী দুষ্টা দর্দ্দুরো ভেকস্তদীয়জিহ্বেব॥ ৩৪১॥

বৈমুখ্যদোষং লিখতি দৈবেনেতি দ্বাভ্যাং। প্রসঙ্গাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাৎ কথায়া বা সর্ব্বাণি অশুভানি অমঙ্গলানি দুঃখানি বা উপশময়তীতি তথা তস্মাৎ। বিমুখানি অশ্রদ্ধয়া নিবৃত্তানি ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে। বিমুখেন্দ্রিয়ত্বং তৎফলং তদ্ধেতুং বা অভিব্যঞ্জয়তি কুর্ব্ব-

দেবর্ষে! সে অচিরকাল মধ্যে মূলের সহিত বিনষ্ট হয়॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে
শ্রীশৌনকের উক্তিতে॥

অপর যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটী কর্ণরন্ধ্র বৃথা ছিদ্র মাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা, ভেক জিহ্বার তুল্য॥ ৩৪১॥

৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে
শ্রীব্রহ্মস্তবে॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! যে সকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তক তোমার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ, তাহারা দুরদৃষ্ট বশতঃ নিতান্ত হতবুদ্ধি। এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়? যে

কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥ ৩৪২ ॥
তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্ব্বৃথাবাদগতিস্মৃতীনাং ॥ ৩৪৩ ॥
শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ চ ॥

শ্রীতি। অকুশলানি অক্ষেমকরাণি কর্ম্মাণি ॥ ৩৪২ ॥

এবম্ভূতায়াং কথায়াং যে ন রমন্তে শোচ্যশোচ্যান্ শোচ্যা যে তেষামপি শোচ্যান্। ততঃ অবিদঃ ভারতাদিতাৎপর্য্যানভিজ্ঞান্ হরিকথানভিজ্ঞান্ বা শোচ্যান্। যে জ্ঞাত্বাপি হরেঃ কথায়াং বিমুখাস্তান্ তেষামপি শোচ্যানিতি যোজ্যং। অনিমিষঃ কালো যেষামায়ুঃ ক্ষপয়তি। অত্র হেতুঃ। বৃথৈব ভগবৎকথাবৈমুখ্যেন বিফলা বাদগতিস্মৃতয়ঃ বাগ্‌দেহ-মনোব্যাপারা যেষাং তেষাং ॥ ৩৪৩ ॥

সকল দীন পুরুষ লোভাভিভূত চিত্ত হইয়া কাম সুখ কণিকামাত্র লাভ নিমিত্ত নিরন্তর অক্ষেমকর নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বেড়ায় ॥ ৩৪২ ॥

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে
শ্রীবিদুরের বাক্যে ॥

হে মুনে! যে সকল ব্যক্তি পাপ বশতঃ হরিকথায় বিমুখ তাহারাই ভারতাখ্যানের তাৎপর্য্য গ্রহণে অনভিজ্ঞ অতএব তাহারা শোচ্য জন-গণের শোচনীয়, তাহাদের নিমিত্ত আমিও শোক করিতেছি। আহা! কাল তাহাদের আয়ুঃ বৃথা ক্ষয় করিতেছে এবং কায়মনোবাক্যের ব্যাপারও বৃথা যাইতেছে ॥ ৩৪৩ ॥

৩ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে
শ্রীমৈত্রেয়ের বাক্যে ॥

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরা কথানাং ভগবৎকথাসুধাং।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরং॥ ৩৪৪॥
চতুর্থে শ্রীপৃথুস্তবৌ চ॥
যশঃশিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তেঽসকৃৎ।

তৃপ্তিদোষং লিখতি কো নামেতি ত্রিভিঃ। পুরা কথানাং পূর্ব্ববৃত্তানাং মধ্যে ভগবৎ-কথাসুধাং কথঞ্চিদাপীয় কো বিরজ্যেত বিরমেত বিরক্ত্যা তৃপ্তিং যাতীত্যর্থঃ। নরেতরং পশুং বিনা। সারাসারজ্ঞানাভাবাৎ॥ ৩৪৪॥

নন্থ ভক্তির্মুক্তিফলা অতঃ ফলং বিহায় সাধনে কোঽয়মাগ্রহঃ ইত্যাশঙ্কাহ যশ ইতি। হে সুশ্রবো মঙ্গলকীর্ত্তে শিবং পরমসুখাত্মকং তে যশঃ সতাং সঙ্গমে যঃ সকৃদপি যদৃচ্ছয়াপি উপ শ্রোতৃণাং সমীপে উপবিষ্টমাত্রোঽপি শৃণোতি। গুণজ্ঞশ্চেৎ কথামাহাত্ম্যাভিজ্ঞশ্চেৎ স কথং বিরমেৎ। পশুং বিনা পশুরেব বিরমতি নান্য ইত্যর্থঃ। গুণাতিশয়ং সূচয়তি শ্রীর্যৎ যশ এব প্রকর্ষেণ বৃতবতী গুণানাং সর্ব্বপুরুষার্থানাং সংগ্রহঃ সমাহারস্তদিচ্ছয়া। অতো যশঃ সেবয়ৈব পরমানন্দোঽবান্তরফলত্বেনাখিলার্থসিদ্ধিরপীতি কিং মূলপরিত্যাগেন

৩ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে॥

অহো! এই কারণেই নরেতর অর্থাৎ পশু ব্যতিরেকে পুরুষার্থ-সারবেত্তা কোন ব্যক্তি পুরাবৃত্ত মধ্যে ভগবানের সংসারবিমোচনী কথারূপ সুধা কর্ণাঞ্জলি দ্বারা পান করিয়া বিরত হয় না॥ ৩৪৪॥

৪ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে
শ্রীপৃথুর স্তবে॥

প্রভো! আমি ফলরূপ মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল যে সাধনাঙ্গ ভক্তি প্রার্থনা করিতেছি, ইহাতে অন্যথা আশঙ্কা করিবেন না, আপন-কার যশঃ পরমমঙ্গলস্বরূপ, সাধুসঙ্গ দ্বারা যে ব্যক্তির যদৃচ্ছাক্রমে তাহা একবার শ্রবণগোচর হয়, সে গুণজ্ঞ হইলে কি আর তাহা হইতে

কথং গুণজ্ঞো বিরমেদৃতে পশুং
শ্রীর্যং প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৩৪৫ ॥
দশমারম্ভে শ্রীপরীক্ষিৎপ্রশ্নে ॥
নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-

পত্রমাত্রচ্ছায়াশ্রয়ণেনেতি দিক্। অথবা মৎকথাশ্রবণমাত্রেণ কৃতার্থ এবাসি কিং পুনস্তৎ শ্রবণাগ্রহেণ। তত্রাহ যশ ইতি। অন্যথা গুণজ্ঞত্বাভাবেন পশুত্বাপত্তেরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ৩৪৫ ॥

অত্র লোকে ত্রিবিধা জনাঃ মুক্তা মুমুক্ষবো বিষয়িণশ্চ। তেষাং মধ্যে কস্যাপি নাত্রালং প্রত্যয় ইত্যাহ নিবৃত্ততর্ষৈরিতি। গততৃষ্ণৈর্মুক্তৈরপীত্যর্থঃ। মুমুক্ষূণাময়মেবোপায় ইত্যাহ। ভবৌষধাদিতি। বিষয়িণাং পরমো বিষয়োঽয়মেবেত্যাহ শ্রোত্রমনোভিরামাদিতি। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণা ভক্তবাৎসল্যাদয়ঃ। যদ্বা উত্তম শ্লোকা যুধিষ্ঠিরাদয়ো ভগবদ্ভক্তাস্তেষামপি গুণা মহিমানঃ। তেষামনুবাদঃ কথনং তস্মাৎ। যদ্বা। অনুবাদয়তীতি অনুবাদঃ শ্রবণং। শ্রোতৄণাং শ্রবণেনৈব বক্তুর্বচনপ্রবর্ত্তনাৎ। যদ্বা অনুবাদঃ কথা আখ্যায়িকেত্যর্থঃ। তস্মাৎ কো বিরজ্যেত নির্ব্বিণ্ণো ভবেৎ বিরমেদিত্যর্থঃ। এবং মুক্তানাং পরমফলত্বেন মুমুক্ষূণাং সংসারদুঃখবিনাশনাত্মানন্দপ্রকাশনয়োঃ পরমসাধনত্বেন বিষয়িণাং চেন্দ্রিয়সুখপ্রদত্বেন সদা সেব্যত্বাম্ন কেষাঞ্চিদপি তৃপ্তিরুচিতেতি ভাবঃ। যদ্যপি মুক্তানাং মুমুক্ষূণামপি বস্তুস্বভাবতঃ শ্রোত্রমনোভিরামত্বং স্যাদেব তথাপি একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ। ইত্যাদি ন্যায়েন শ্রীনারদাদীনামিব জিতন্তে পুণ্ডরীকাক্ষেত্যাদি সঙ্কীর্ত্তনপর শ্রীশ্বেতদ্বীপনিবাসিনামিব চ মুক্তানাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনপরত্বেন বহিরন্তশ্চানন্দরসনিমগ্নত্বাৎ। তথা মুমুক্ষূণাং কেবলং মোক্ষমাত্রাপেক্ষয়া বহিঃশ্রোত্রমনোভিরামতানপেক্ষণাৎ। ইন্দ্রিয়সুখৈকা-

বিরত হইতে পারে? ফলতঃ পশু ব্যতিরেকে অন্য কাহারও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না, যেহেতু স্বয়ং কমলা সমস্ত পুরুষার্থ একত্র সংগ্রহ করিবার বাসনায় ঐ যশঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৪৫ ॥

১০ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নে ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই লোকে তিন প্রকার মনুষ্য আছে,

ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৩৪৬ ॥

পেক্ষকাণাং বিষয়িণামেব বিষয়াসক্ত্যা লজ্জাদিনা চ কীর্ত্তনাসম্ভবাৎ শ্রবণমাত্রদ্বারা শ্রোত্রমনোভিরামত্বমুক্তং । যদ্বা উপগানেন মুক্তানামপি স্বতএব শ্রোত্রমনোভিরামতা সিদ্ধ্যত্যেব মুমুক্ষূণাঞ্চ ভবৌষধত্বেন সদা তৎকীর্ত্তনশ্রবণস্মরণং । তেন চ তত্তদিন্দ্রিয়াভিরামত্বং সিদ্ধত্যেব । বিষয়িণাঞ্চ পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা কেবলং শ্রোত্রমনসো রেবাভিরামত্বং । যদ্যপি বিষয়িণামপি কদাচিৎ জ্ঞানাদিনা বাগভিরামত্বমপি ঘটেত তথাপি শ্রীপরীক্ষিতা নিজশ্রবণাপেক্ষয়া শ্রীগুরুগৌরবেণ চ তথোক্তং । এবং গুণানুবাদস্য সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চ দর্শিতং । তত্র স্তুতিক্রমোল্লঙ্ঘনেন সাধ্যত্বাৎ পশ্চাৎ সাধনত্বোক্তিঃ । শ্রীপরীক্ষিতো বিনয়ভরেণ বিষয়িষু নিজান্তঃপাতবিবক্ষয়া । অতঃ সর্ব্বথা সর্ব্বৈরেবাত্তস্মাৎ কো বিরজ্যেত । কিঞ্চ । পুমাংশ্চেৎ । স্ত্রীবদশক্তঃ ক্লীবচিত্তশ্চ কথঞ্চিদ্বিরজ্যেতাপীত্যর্থঃ । যদ্বা পুংস এব সর্ব্বত্র প্রাধান্যাৎ পুমানিত্যুক্তং । তেন চ সর্ব্বোঽপি জনঃ উপলক্ষ্যতে । অপগতা শুক্ শোকো যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তীতি অপশুঘ্নস্তস্মাৎ । ঘুটোধুট্যোকবর্গ ইতি গকারলোপঃ । পশুঘাতিনো ব্যাধাদিতি বা । বিষয়িত্বসম্ভবেঽপি পশুঘাতার্থনিরন্তরারণ্যপরিভ্রমণাদিমহাদুঃখেন লোকদ্বয়সুখোপেক্ষয়া বিষয়িত্বস্যাপ্যসিদ্ধেঃ পৃথঙ্নির্দ্দেশঃ । অস্মিন্ শ্লোকে আপীয়েত্যাদ্যভাবেঽপি শ্রবণানন্তরং কো বিরজ্যেতেত্যেব জ্ঞেয়ং । নবমস্কন্ধকথাশ্রবণানন্তরমেব শ্রীপরীক্ষিত এবৈতদুক্তেরিতি দিক্ । অলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩৪৭ ॥

মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী । ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার মানবেরই হরিচরিত্র শ্রবণে অলংবুদ্ধি হয় না অর্থাৎ এই পর্য্যন্তই অধিক আর শুনিব না বলিয়া বিরক্তি উৎপন্ন হয় না । ফলতঃ উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ মুক্ত জন কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই পরিগীত হয়, আর তাহা সংসার বিনাশের মহৌষধ, ইহাতে মুমুক্ষুদিগের তাহাই মোক্ষের উপায় আর ভগবদ্গুণানুবাদ শ্রোত্র ও মনের আনন্দজনক ইহাতে বিষয়িদিগেরও তাহাই পরমবিষয় । অতএব আত্মঘাতী অথবা পশুঘাতী ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হইবে ? ॥ ৩৪৬ ॥

অতএবোক্তং দেবৈঃ পঞ্চমস্কন্ধে ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং ॥ ৩৪৭ ॥
অতো নিষেব্যমাণাঞ্চ সর্ব্বথা ভগবৎকথাং।
মুহুস্তদ্রসিকান্ পৃচ্ছেন্মিথো মোদবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৪৮ ॥

যত্র বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি মধুরমধুরা ভগবৎকথাঃ সততং ন বর্ত্তন্তে। যদ্বা বৈকুণ্ঠস্য কথাসুধা আপগাশ্চ শ্রীগঙ্গাযমুনাদিনদ্যঃ। বৈকুণ্ঠশব্দেন তৎকথাসুধাপগানামপ্যকুণ্ঠত্বং সর্ব্বথা সূচিতং। তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ। মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎসবা যেষু তথাভূতা যজ্ঞেশস্য বিষ্ণোর্মখা পূজাঃ। যদ্বা মহোৎসবাশ্চ জন্মাষ্টম্যাদিবিষয়কাঃ যজ্ঞেশশব্দেন স এব মখযোগ্যো নত্বন্য ইত্যভিপ্রেতং। যদ্বা গোবর্দ্ধনপ্রবর্ত্তকস্তৎযজ্ঞভোক্তা শ্রীগোবর্দ্ধনধরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽভিহিতঃ। সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকো ন সেব্যতাং শ্রদ্ধয়া চিরং নোপভুজ্যতাং কিন্তু দ্রুতমেব পরিত্যজ্যতামিত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩৪৭ ॥

অতোঽস্মান্মাহাত্ম্যবিশেষাদ্ধেতোঃ। অপ্যর্থে চকারঃ। সর্ব্বথা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদ্যখিলপ্রকারেণ নিতরাং সেব্যমানামপি। মিথঃ প্রষ্টৃশ্রোতৃবক্তৃণামন্যোন্যং প্রীতিবিবর্দ্ধয়ে ভগবৎকথারসিকান্ পৃচ্ছেৎ ॥ ৩৪৮ ॥

অতএব ৫ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে
দেবগণের বাক্যে ॥

যাহা হউক যে স্থানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথের কথারূপ অমৃতবাহিনী নদী নাই, নৃত্যাদি উৎসবসমন্বিত ভগবান্ যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞরূপ পূজা নাই, সে স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও সেবা করিবার যোগ্য নহে ॥ ৩৪৭ ॥

অতএব সর্ব্বপ্রকারে ভগবৎকথা শ্রবণ করা হইলেও ভগবৎকথারসিক ব্যক্তিদিগকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিবে তাহাতে পরস্পরের আনন্দ বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৪৮ ॥

অথ ভগবৎকথাসক্তিঃ ॥

দশমস্কন্ধে ॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্ত্তা ॥ ৩৪৯ ॥

অতএব তত্রৈব ॥

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ইতি ॥ ৩৫০ ॥

সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং সতাময়মেব নিসর্গঃ স্বভাবঃ। কোঽসৌ অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং সাধু যথা স্যাত্তথা নব্যবদ্ভবতীতি যৎ। বিটানাং স্ত্রৈণানাং স্ত্রিয়াঃ কামিন্যা বার্ত্তেব। কথম্ভূতানামপি সতাং অচ্যুতবার্ত্তৈব অর্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি ॥ ৩৪৯ ॥

অতএব শ্রীশনকাদয়ঃ তথা চক্রুরিতি লিখতি তুল্যেতি। শ্রুতাদিভিরবিশেষাঃ অরিমিত্রোদাসীন হীনত্বেন নিরূপমকরুণাঃ অতঃ সর্ব্বে প্রবচনযোগ্যা অপি ভগবৎকথারসিকতয়া একং প্রবক্তারমন্যঞ্চ প্রষ্টারং কৃত্বা পরে শুশ্রুবুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫০ ॥

অথ ভগবৎকথায় আসক্তি ॥

দশমস্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! সারগ্রাহি সাধুপুরুষদিগের অচ্যুতবার্ত্তাই বাক্য কর্ণ এবং চিত্তের বিষয়, তাঁহাদিগের ইহাই স্বভাব যে, স্ত্রৈণপুরুষদিগের কামিনীবার্ত্তার ন্যায় ভগবান্ অচ্যুতের কথা প্রতিক্ষণ নব্যবৎ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪৯ ॥

অতএব দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

তত্রস্থ ঋষিগণ স্বাধ্যায় তপঃ ও চরিত্রবিষয়ে এবং অরিমিত্র উদাসীনের প্রতি সকলেই সমানপ্রযুক্ত সকলেই প্রবচনযোগ্য হইলেও কৌতুকক্রমে একজনকে বক্তা করিয়া অন্যান্য সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫০ ॥

তথা বৈষ্ণবধর্ম্মাংশ্চ ক্রিয়মাণানপি স্বয়ং।
সপৃংচ্ছেত্তদ্বিদঃ সাধূনন্যোন্যপ্রীতিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৫১ ॥
শ্রদ্ধয়া ভগবদ্ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবায়ানুপৃচ্ছতে।
অবশ্যং কথয়েদ্বিদ্বানন্যথা দোষভাগ্ ভবেৎ।
তদুক্তং ॥
নাখ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্ম্মং বিষ্ণুভক্তস্য পৃচ্ছতঃ।
কলৌ ভাগবতো ভূত্বা পুণ্যং যাতি শতাব্দিকং ॥ ৩৫২ ॥
অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিপাদনমাহাত্ম্যং ॥
স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

তথেতি পূর্ব্বলিখিত সমুচ্চয়ে। স্বয়ং ক্রিয়মাণানপি বৈষ্ণবধর্ম্মান্। তান্ বৈষ্ণবধর্ম্মান্ যে বিদন্তি তান্ সাধূন্ সম্যক্ পৃচ্ছেৎ ॥ ৩৫১ ॥

ননু ভগবদ্ধর্ম্মাঃ পরমগোপ্যাঃ প্রশ্নমাত্রেণ কথং কথ্যাঃ তত্র লিখতি শ্রদ্ধয়েতি। বিদ্বান্ বৈষ্ণবধর্ম্মাভিজ্ঞশ্চেৎ অবশ্যং কথয়েদেব কুতঃ বৈষ্ণবায় তত্র চ শ্রদ্ধয়া বারং বারং পৃচ্ছতে। চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে সুগমত্বায় ॥ ৩৫২ ॥

আপনি বৈষ্ণবধর্ম্ম সকল যাজন করিলেও তথাপি যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের তত্ত্বজ্ঞ, পরস্পার প্রীতিবৃদ্ধি নিমিত্ত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ৩৫১ ॥

শ্রদ্ধাসহকারে বারম্বার বৈষ্ণবধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, বিদ্বান্ ব্যক্তি অবশ্য বৈষ্ণবকে ভগবদ্ধর্ম্ম বলিবেন, অন্যথা দোষভাগী হইবেন ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

কলিযুগে বিষ্ণুভক্তজন বৈষ্ণবধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, যিনি ভগবদ্ভক্ত হইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম না বলেন, তাঁহার একশত বৎসরের পুণ্য ক্ষয় হয় ॥৩৫২ ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্ম প্রতিপাদন মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবং ধর্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তমঃ ।
সসাগরমহীদানে যৎফলং লভতেঽধিকং ॥ ৩৫৩ ॥
কিঞ্চ তত্রৈব ॥
অজ্ঞানায় চ যো জ্ঞানং দদ্যাদ্ধর্ম্মোপদেশনং ।
কৃৎস্নাং বা পৃথিবীং দদ্যাত্তেন তুল্যং হি তৎস্মৃতং ॥ ৩৫৪ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
তৎকথাং শ্রাবয়েদ্যস্তু তদ্ভক্তান্ মানবোত্তমঃ ।
গোদানফলমাপ্নোতি স নরস্তেন কর্ম্মণা ।
পাদ্মে দেবদূতবিকুণ্ডলসম্বাদে ॥
জ্ঞানমজ্ঞায় যো দদ্যাদ্বেদশাস্ত্রসমুদ্ভবং ।

যৎফলং ততোঽপ্যধিকং লভতে ॥ ৩৫৩ ॥

বিশেষতশ্চ ভগবদ্ধর্ম্মং সম্যগ্‌জ্ঞানতে বৈষ্ণবায় অবশ্যং কথয়েদিত্যাহ । অজ্ঞানায়েতি । ভগবদ্ধর্ম্মোপদেশনরূপং জ্ঞানং । যদ্বা সামান্যধর্ম্মোপদেশরূপমপি ॥ ৩৫৪ ॥

অর্চ্চন্তি অর্চ্চয়ন্তি । যতঃ আত্মনোঽন্যেষামপি সংসারমোচকং ॥ ৩৫৫ ॥

যে দ্বিজোত্তম বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রদান করেন, সাগরসহ পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয় তদপেক্ষা তাঁহার অধিক ফললাভ হয় ॥৩৫৩॥

আরও ঐ স্থানেই ॥

যিনি অজ্ঞান ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, সমস্ত পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাঁহার তত্তুল্য পুণ্যলাভ হইয়া থাকে ॥৩৫৪

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তদিগকে বিষ্ণুকথা শ্রবণ করান, সেই মনুষ্য গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

পদ্মপুরাণে দেবদূত বিকুণ্ডল সম্বাদে ॥

যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রসমুৎপন্ন জ্ঞান অজ্ঞানব্যক্তিকে প্রদান করেন,

অপি দেবাস্তমর্চ্চন্তি ভববন্ধবিদারকং ॥ ৩৫৫ ॥

বৃহন্নারদীয়ে ॥

সৎসঙ্গদেবার্চ্চনসৎকথাসু
পরোপদেশেঽভিরতো মনুষ্যঃ।
স যাতি বিষ্ণোঃ পরমং পদং ত-
দ্দেহাবসানেঽচ্যুততুল্যতেজাঃ ॥ ৩৫৬ ॥

তে চ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভগবদ্ভক্তলক্ষণৈঃ।
ব্যঞ্জিতাঃ কতিচিন্মুখ্যা লিখ্যন্তেঽত্র পরেঽপি তে ॥ ৩৫৭ ॥

সৎসঙ্গাদিষু পরোপদেশে চ যোঽভিরতঃ। যদ্বা। সৎসঙ্গাদিষু বিষয়েষু যঃ পরং প্রত্যুপদেশস্তস্মিন্ যোঽভিরতঃ। তৎ অনির্ব্বচনীয়ং। যদ্বা তস্য উপদেশসম্বন্ধিনো দেহস্যান্ত এব নতু জন্মান্তরে ইত্যর্থঃ। ভগবত্তুল্যতেজাঃ সন্ সারূপ্যাদিপ্রাপ্তেঃ ॥ ৩৫৬ ॥

কে তে বৈষ্ণবধর্ম্মা ইত্যপেক্ষায়াং লিখতি। পূর্ব্বলিখিতৈর্ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণৈর্দ্বারভূতৈর্মুখ্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কতিচিদ্ব্যঞ্জিতাঃ ব্যক্তীকৃতা এব। অপরেঽপি তে। শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাঃ কতিচিদত্র লিখ্যন্তে। শ্রীভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তেরঙ্গান্যেব তানি চ মুখ্যানি গৌণ্যানি চ কানিচিচ্চ তৎসাধনানি সর্ব্বাণ্যেব একমাত্র লেখ্যানীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৭ ॥

সেই সংসারমোচক ব্যক্তিকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৫৫ ॥

বৃহন্নারদপুরাণে ॥

যে মনুষ্য সৎসঙ্গ, দেবার্চ্চন, সৎকথা এবং পরোপদেশে অনুরক্ত, তিনি সেই দেহের অবসানে অচ্যুততুল্য তেজস্বী হইয়া বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন ॥ ৩৫৬ ॥

পূর্ব্বলিখিত ভগবদ্ভক্তলক্ষণ দ্বারা কতিপয় মুখ্য শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, সম্প্রতি এস্থলে অপর কতকগুলি শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম লিখিত হইতেছে ॥ ৩৫৭ ॥

তে তু যদ্যপি বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু।
তথাপি যত্নাদেকত্র সংগৃহ্যন্তে সসাধনাঃ ॥ ৩৫৮ ॥
অথ ভগবদ্ধর্ম্মাঃ ॥
তে চোক্তাঃ কাশীখণ্ডে দ্বারকমাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মণা।
অদ্য প্রভৃতি কর্ত্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু।
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা।
মহোৎসবঃ প্রকর্ত্তব্যঃ প্রত্যহং পূজনন্তব ॥
পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধন্তু ভোক্তব্যং বাসরন্তব।
ত্বৎপ্রীত্যাহষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যো ব্রতসংযুতাঃ ॥

নমু শ্রীভগবদ্ধর্ম্মাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যক্তমেব বর্ত্তন্তে কিন্তল্লিখনশ্রমেণ সত্যং তথাপি নানা-স্থানস্থিতানি সমাহৃত্য সবিশেষমেকত্র সংগৃহ্যন্ত ইতি লিখতি। তেত্বিতি। এবং তত্তল্লক্ষণেষু পূর্ব্বং লিখিতানামপি কেষাঞ্চিৎ পুনরত্র সংগৃহীতবচনান্তর্বর্ত্তিত্বেন লিখনাদপি ন দোষঃ। একত্রৈব সুখলাভাৎ। সসাধনা ভগবদ্ধর্ম্মস্য সাধনৈঃ সহিতাঃ। তানি চাগ্রে তত্র তত্রৈবাভিব্যঞ্জয়িতব্যানি ॥ ৩৫৮ ॥

যদিচ সেই সকল শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে, তথাপি সুলভ নিমিত্ত সাধনের সহিত সেই সকল বচন গুলি একত্র সংগ্রহ করিতেছি ॥ ৩৫৮ ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্ম সকল ॥

কাশীখণ্ডে দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মা কর্ত্তৃক
ঐ সকল ভাগবদ্ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে যথা ॥

হে কৃষ্ণ! আজ অবধি আমি যাহা করিব তাহা বলি শ্রবণ করুন, একাদশীতে ভোজন করিব না, সর্ব্বদা জাগরণ করিব, প্রত্যহ মহোৎ-সব এবং তোমার পূজা করিব। একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তোমার দিবস অর্দ্ধপল দ্বারাও বিদ্ধ হইলে তাহাতে ভোজন করিব। তোমার প্রীতি সাধন জন্য ব্রতসংযুক্ত অষ্টমহাদ্বাদশী পালন করিব, প্রাণ ও

ভক্তির্ভাগবতী কার্য্যা প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
নিত্যং নামসহস্রন্তু পঠনীয়ন্তব প্রিয়ং।
পূজা তু তুলসীপত্রৈর্ম্ময়া কার্য্যা সদৈব হি।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া।
নৃত্যগীতং প্রকর্ত্তব্যং সংপ্রাপ্তে জাগরে তব।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতচন্দনেন বিলেপনং।
করিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্ত্তনং।
মথুরায়াং প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যব্দং গমনং ময়া।
ত্বৎকথাশ্রবণং কার্য্যং তথা পুস্তকবাচনং ॥ ৩৫৯ ॥
নিত্যং পাদোদকং মূর্দ্ধ্না ময়া ধার্য্যং প্রযত্নতঃ।
নৈবেদ্যভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যতব্রতঃ।
নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং ত্বদীয়ং সাদরং ময়া।
তব দত্ত্বা যদিষ্টন্তু ভক্ষণীয়ং মুদা ময়া ॥ ৩৬০ ॥

বাসরং একাদশীজন্মাষ্টম্যাদি। ভক্তিঃ পরিচর্য্যা লক্ষণা। পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি ॥ ৪৫৯ ॥
ইষ্টং প্রিয়ং যদ্বস্তু তৎ তুভ্যং দত্ত্বা সমর্প্যৈব ময়া ভক্ষণীয়ং ॥ ৩৬০ ॥

ধনের দ্বারাও ভগবদ্ভক্তি যাজন করিব। নিত্য তোমার প্রিয় সহস্র নাম পাঠ করিব। আমি সর্ব্বদা তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিব। তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মিত মালা ধারণ করিব। তোমার জাগর অর্থাৎ একাদশীরাত্রিতে জাগরণ উপস্থিত হইলে তাহাতে নৃত্য গীত করিব। তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত চন্দন দ্বারা অঙ্গ বিলেপন এবং তোমার অগ্রে তোমার গুণ সকল কীর্ত্তন করিব। প্রতি বৎসর মথুরায় গমন করিব এবং তোমার কথা শ্রবণ ও পুস্তক পাঠ করিব ॥ ৩৫৯ ॥

আমি প্রত্যহ যত্নসহকারে তোমার পাদোদক মস্তকে ধারণ এবং নিয়মপূর্ব্বক নৈবেদ্যও ভক্ষণ করিব। আমি আদরসহকারে তোমার নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিব এবং যে বস্তু প্রিয় তাহা তোমাকে নিবেদন করিয়াই ভক্ষণ করিব ॥ ৩৬০ ॥

তথা তথা প্রকর্ত্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে।
সত্যমেতন্ময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৩৬১ ॥
সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেন ॥
গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ সাধুসঙ্গেন চৈব হি।
তৎপাদবন্দনাদ্যৈশ্চ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৩৬২ ॥
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈ স্তৈঃ সাধুমানয়েৎ ॥ ৩৬৩ ॥

তত্তচ্চ সর্ব্বং তব প্রীত্যর্থমেব যথাবিধি কার্য্যং নত্বন্যার্থমিত্যাহ তথেতি। যদ্বানুক্ত মন্যদপি সংগৃহ্ণাতি তথা তথেতি তত্তৎপ্রকারোঽন্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৬১ ॥

গুরোঃ শুশ্রূষয়া তস্যৈব ভক্ত্যা প্রেম্না। তস্মিন্নেব সর্ব্বেষাং লাভানাং লব্ধানামর্পণেন চ। সাধবঃ সদাচারা যে ভক্তা বৈষ্ণবাস্তেষাং সঙ্গেন। তল্লিঙ্গানাং শ্রীমূর্ত্তীনামীক্ষণমর্হণঞ্চাদি- র্যেষাং বন্দনাদীনাং তৈশ্চ ॥ ৩৬২ ॥

কামৈশ্চ তত্তদিষ্টদানৈঃ। এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরিত্যনেন সর্ব্বেষামেবা- ন্বয়ঃ। অত্র চ ঈশ্বরারাধনাদীনি ভক্ত্যঙ্গানি তৎসাধনানি চ গুরুশুশ্রূষাদীনি জ্ঞেয়ানি ॥৩৬৩॥

হে কৃষ্ণ! আমি তোমার অগ্রে সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহাতে যাহাতে তোমার তুষ্টি জন্মে, যথাবিধি তাহাই করিব ॥ ৩৬১ ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে প্রহ্লাদের বাক্য ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বালকগণ! গুরুশুশ্রূষা, গুরুভক্তি, গুরুর প্রতি লব্ধবস্তু সমর্পণ, সাধু ও ভগবদ্ভক্তজন সংসর্গ, ঈশ্বরারাধনা ॥

ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণকর্ম্ম কীর্ত্তন, তদীয় চরণারবিন্দ ধ্যান, তাঁহার মূর্ত্তি সকল দর্শন ও অর্চ্চনাদি ॥ ৩৬২ ॥

তথা ভগবান্ হরিকে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান চিন্তন এবং সকলভূতকে অভীষ্ট দান দ্বারা উত্তমরূপে সম্মান করিবে ॥ ৩৬৩ ॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ ॥

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।

অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥ ৩৬৪ ॥

তত্রৈব প্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ ॥

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।

সামান্যেন ভাগবতলক্ষণমাহ যে বৈ ইতি। মন্বাদিমুখেন বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মানুক্ত্বাঽতিরহস্যত্বাৎ স্বমুখেনৈব ভগবতা অবিদুষামপি পুংসাং অঞ্জঃ সুখেনৈবাত্মলব্ধয়ে জীবস্য স্বরূপস্ফূর্ত্ত্যৈ ভগবতঃ প্রাপ্তয়ে বা যে বৈ উপায়াঃ যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপাঃ প্রোক্তাস্তান্ বিদ্ধি এতে চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব। যদ্বা অন্তরঙ্গত্বাভাবেন মুখ্যাঃ যদ্বা দাস্যান্তর্গতা বাহ্যাঃ। যদ্বা মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ইত্যাদিনা স্মরণাদয়ঃ অর্জ্জুনং প্রতি যথা শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে ইত্যাদিনা যে চোদ্ধবং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা প্রোক্তাস্তান্। ততশ্চ সর্ব্বে প্রায়ো মুখ্যা এবেতি ॥ ৩৬৩ ॥

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদিত্যুক্তান্ তান্ দর্শয়তি সর্ব্বত ইত্যষ্টভিঃ। যথোচিতমিতি হীনেষু দয়াং সমেষু মৈত্রীং উত্তমেষু চ প্রশ্রয়ং শিক্ষেদিতি সর্ব্বত্র পূর্ব্বশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ।

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে কবি যোগেশ্বরের বাক্যে ॥

কবি কহিলেন, রাজন্! তাহার মধ্যে ভাগবতধর্ম্মের লক্ষণ শ্রবণ কর, মূঢ়মতি লোকদিগের অনায়াসে আত্মলাভ সিদ্ধিনিমিত্ত ভগবান্ যে সকল উপায় উপদেশ করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্গীতায় "যৎকরোষি যদশ্নাসি" ইত্যাদি পদ্যে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন সেই সকলকেই ভাগবতধর্ম্ম জানিবা ॥ ৩৬৪ ॥

ঐ একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোক হইতে

শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগেশ্বরের বাক্যে ॥

প্রবুদ্ধ কহিলেন, রাজন্! প্রথমতঃ সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি-পরিহার পূর্ব্বক সতের সহিত সঙ্গ করিবে, পরে হীনলোকের প্রতি

দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেম্বদ্ধা যথোচিতং।
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেতনং।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।

শৌচং বাহ্যং মৃজ্জলাদিভিঃ আভ্যন্তরঞ্চাদম্ভমানাদি। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং তিতিক্ষাং ক্ষমাং। মৌনং বৃথাবাচামনুচ্চারণং। স্বাধ্যায়ং যথাধিকারং বেদপাঠাদি। আর্জ্জবং স্বচ্ছতাং। ব্রহ্মচর্য্যং যস্য যাদৃগুচিতং ঋতুষু স্বদারনিয়মাদি। অহিংসা ভূতেম্বদ্রোহঃ দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিরূপয়োঃ সমং হর্ষবিষাদরাহিত্যং। আত্মেশ্বরান্বীক্ষাং সচ্চিদ্রূপেণাত্মেক্ষাং নিয়ন্তৃরূপেণেশ্বরেক্ষাঞ্চ। কৈবল্যমেকান্তশীলত্বং। অনিকেতং গৃহাদ্যভিমানরাহিত্যং। বিবিক্তচীরবসনং বিজনপতিতানাং শুদ্ধানাং বা বল্কলাদীনাং পরিধানং। ভাগবতে ভগবৎপ্রতিপাদকে শ্রীভাগবতে বা। অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ অনিন্দা। মনসঃ প্রাণায়ামৈঃ বাচো মৌনেন কায়স্যানীহয়া দণ্ডঃ। সত্যং যথার্থভাষণং। শমদমৌ অন্তঃকরণবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহৌ ইমানি চ প্রায়ঃ সাধনান্যুক্তানি। ভক্তেমুখ্যাঙ্গান্যাহ

দয়া, সমান লোকের সহিত মিত্রতা ও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি সম্মান শিক্ষা করিবে॥

তদনন্তর বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং দম্ভমানাদি পরিত্যাগনিবন্ধন আন্তরিক শৌচ, তৎপরে স্বধর্ম্মাচরণ, ক্ষমা, মৌন অর্থাৎ ব্যর্থ বাক্যের অনুচ্চারণ, স্বাধ্যায় (অধিকারানুরূপ বেদপাঠ) শরলতা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ঋতুকালে স্বদারনিয়মাদি, অহিংসা (প্রাণিমাত্রের অনিষ্টচিন্তা না করা) ও শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি সহন শিক্ষা করিবে॥

তৎপরে সর্ব্বত্র সচ্চিৎ স্বরূপে আত্মার ঈক্ষণ, নিয়ন্তারূপে ঈশ্বরের ঈক্ষণ, নির্জনপ্রদেশে বাস, গৃহাদির প্রতি অভিমানরাহিত্য, বিজন পতিত শুদ্ধ বল্কল পরিধান এবং যে কোন প্রকারে হউক সন্তোষ শিক্ষা

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্রচাপি হি।
মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্ম কর্ম্ম গুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং।
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ং।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনং॥ ৩৬৫॥

শ্রবণমিতি চতুর্ভিঃ। হরের্জন্মকর্ম্মগুণানাং শ্রবণাদি। অদ্ভুতকর্ম্মণ ইতি জন্মাদীনি সর্ব্বাণ্যেবাদ্ভুতানীতি সর্ব্বেষামপি জন্মাদীনামদ্ভুতত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা অদ্ভুতানি জগদাশ্চর্য্যকরাণি কর্ম্মাণি পূতনাবধাদীনি যস্য তস্য হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদর্থে হর্য্যুদ্দেশেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমার্থং বা সর্ব্বং কর্ম্ম বিশেষতো যজনাদি তদর্থে শিক্ষেৎ। ইষ্টং দত্তমিত্যাদয়ো ভাবে নিষ্ঠাঃ। বৃত্তং সদাচারঃ। আত্মনঃ প্রিয়ং গন্ধপুষ্পাদি দারাদীনপ্যালক্ষ্য পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নিবেদনং তৎসেবকতয়া সমর্পণং যত্তৎ শিক্ষেৎ॥ ৩৬৫॥

করিবে॥

ভগবৎ প্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্যশাস্ত্রে অনিন্দা, মনঃ, বাক্য ও শরীরের দণ্ড অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা মনের দণ্ড, মৌন দ্বারা বাক্যের দণ্ড এবং কর্ম্মাকরণনিবন্ধন শরীরের দণ্ড, সত্য (যথার্থ ভাষণ) ও শমদমাদি অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ শিক্ষা করিবে॥

অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম কর্ম্ম ও গুণ সকলের শ্রবণ কীর্ত্তন ও ধ্যান এবং তাঁহারই উদ্দেশে সমুদায় কর্ম্ম করিবে॥

ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, আপনার প্রিয় বস্তু, কলত্র, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ এ সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করিবে॥

তাৎপর্য্য। ইষ্ট শব্দে বিষ্ণুসম্প্রদানক যাগ, দত্ত শব্দে বিষ্ণু ও বৈষ্ণব সম্প্রদানক দান, তপস্যা শব্দে একাদশী প্রভৃতির ব্রত, জপ শব্দে বিষ্ণুমন্ত্র জপ এবং আপনার যাহা প্রিয় তৎসমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করিবে, আর কলত্র পুত্রাদি ভগবৎ সেবার্থ নিযোজন করিবে॥ ৩৬৫॥

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং।
পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥ ৩৬৬ ॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥ ৩৬৭ ॥
শ্রীভগবতা চ ॥
মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পার্শনার্চ্চনং।
পরিচর্য্যা স্তুতিঃ প্রহ্বো গুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং।

কৃষ্ণ এবাত্মা নাথশ্চ যেষাং শ্রীকৃষ্ণ আত্মনঃ স্বস্য নাথো যেষামিতি বা। যদ্বা। কৃষ্ণো জীবনস্বামী যেষাং তেষু। উভয়ত্র স্থাবরে জঙ্গমে চ যা পরিচর্য্যা তাং। বিশেষতো নৃষু তত্রাপি সাধুষু স্বধর্ম্মশীলেষু ততোঽপি মহৎসু শ্রীভাগবতবরেষু। যদ্বা বিশেষতঃ সাধুষু দয়ালুষু মহৎসু নৃষ্বিতি ॥ ৩৬৬ ॥

তৈশ্চ সহ সঙ্গম্য যৎপাবনং ভগবদ্যশঃ তস্য পরস্পরানুকথনং শিক্ষেৎ। যদ্বা যশঃ প্রতি। তত্র সংস্পর্দ্ধাদিপরিত্যাগেন মিথো যা রতিঃ রমণং যা চ তুষ্টিঃ সুখং যাচ নিবৃত্তিঃ সমস্তদুঃখনিবৃত্তিস্তাং শিক্ষেৎ ॥ ৩৬৭ ॥

কৃপালুরিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ সাধুলক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং ভক্তের্লক্ষণমাহ মল্লিঙ্গ ইত্যষ্টভিঃ। লিঙ্গানি প্রতিমাদীনি। মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনানামেব পরিচর্য্যাদি। তত্র প্রহ্বো

এইরূপ কৃষ্ণভক্ত মনুষ্যের সহিত সৌহৃদ্যভাব ও স্থাবরজঙ্গমের পরিচর্য্যা, বিশেষতঃ মনুষ্যে, তন্মধ্যে ধর্ম্মশীলে, তন্মধ্যে আবার সাধু-ব্যক্তিতে পরিচর্য্যা শিক্ষা করিবে ॥ ৩৬৬ ॥

অনন্তর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ হইলে পবিত্র ভগবদ্যশের পরস্পর কথোপকথন, পরস্পর প্রণয়, সন্তোষ ও দুঃখনিবৃত্তি শিক্ষা করিবে॥৩৬৭

১১ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোক হইতে
শ্রীভগবানের বাক্য ॥

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! আমার প্রতিমা বা আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, পরিচর্য্যা, স্তুতি, নমস্কার এবং গুণকীর্ত্তন ॥

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনং।
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনং।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ।
যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণং।
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি।
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ ॥ ৩৬৮ ॥

নমস্কারঃ। পর্ব্বাণি জন্মাষ্টম্যাদীনি তদনুমোদনং। বলিবিধানং পুষ্পোপহারাদি সমর্পণং। সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বস্বিতি চাতুর্ম্মাস্যৈকাদশ্যাদিষু বিশেষত ইত্যর্থঃ। উদ্যানাদিকরণে সামর্থ্যে সতি স্বতঃ অসতি চান্যৈঃ সম্ভূয় চোদ্যমঃ। উদ্যানং পুষ্পপ্রধানং বনং উপবনং ফলপ্রধানং আক্রীড়ং ক্রীড়াস্থানং। সম্মার্জ্জনং রজসোঽপাকরণং উপলেপঃ গোময়োদকাদিভিরালেপনং। সেকঃ তৈরেব প্রোক্ষণং মণ্ডলবর্ত্তনং সর্ব্বতোভদ্রাদিকরণং ॥ ৩৬৮ ॥

আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, লব্ধবস্তু আমাতে সমর্পণ, দাস্যভাবে আমাতে আত্মনিবেদন, আমার জন্মকর্ম্মকথন, আমার পর্ব্বদিনের অর্থাৎ জন্মাষ্টমী প্রভৃতির অনুমোদন, আমার গৃহে গীত, নৃত্য, বাদ্য এবং পরিবার সহ আমার গৃহে উৎসব ॥

আমার সমুদায় বার্ষিক পর্ব্বে যাত্রা ও পূজোপহার বিধান, আমার বৈদিক তান্ত্রিক দীক্ষা, আমার ব্রত ধারণ ॥

আমার প্রতিমা স্থাপনে শ্রদ্ধা, আর উদ্যান, উপবন, ক্রীড়াস্থান, পুর, মন্দির প্রভৃতি আমার তুষ্টিসাধন কর্ম্মে স্বয়ং বা অনেকে মিলিয়া উদ্যোগ। সম্মার্জ্জন, গোময়োপলেপন, জলসেক, সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি দান ॥ ৩৬৮ ॥

গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবৎ যদমায়য়া।
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনং।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতং॥ ৩৬৯॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৩৭০॥
কিঞ্চাগ্রে॥

মহ্যং মম। কৃতস্য ধর্ম্মস্য অপরিকীর্ত্তনং। স্বয়মন্যেন বা নিবেদিতং ন স্বীকুর্য্যাৎ। এতচ্চ সাধারণস্থাবরবিষয়ং রাগপ্রাপ্তবিষয়ম্বা ভক্ত্যা তু গ্রাহ্যমেব। ষড়্ভির্মাসোপবাসৈশ্চ যৎফলং পরিকীর্ত্তিতং। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন পুণ্যং তদ্ভুঞ্জতাং কলৌ। হৃদি-রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমুদরে হরেঃ। পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সোঽচ্যুতঃ। ইত্যাদিবচনেভ্যঃ। যদ্বা। অন্যস্মৈ নিবেদিতং মে নোপযুঞ্জ্যাৎ মহ্যং ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং। পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে। পিতৃশেষন্তু যো দদ্যাদ্ধরয়ে পরমাত্মনে। রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিন ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। যদ্বা। পূর্ব্বং মে নিবেদিতং সন্তং পুনর্মে ন নিবেদয়েদিত্যর্থঃ। এতচ্চ স্থাবরাতিরিক্তনির্ম্মাল্যবিষয়কং জ্ঞেয়ং। ভূষণাদীনাং পুনরর্পণে দোষাভাবাৎ। সচ পূর্ব্বমেব তত্তৎপ্রকরণে লিখিতোঽস্তি॥ ৩৬৯॥

আনন্ত্যায় শ্রীবিষ্ণুলোকায়। মল্লিঙ্গেত্যাদিষু চাত্র ভক্তেরঙ্গান্যেব প্রায়েণোক্তানি তত্র কানিচিন্মুখ্যানি কানিচিদমুখ্যানি চ। অমানিত্বমিত্যাদৌ চ সাধনান্যেবেতি বিবেচনীয়ং॥৩৭০

ভৃত্যের ন্যায় অকপট ভাবে আমার গৃহে শুশ্রূষা করা, অমানিত্ব, অদাম্ভিত্ব, কৃতকার্য্যের অপরিকীর্ত্তন এবং আমাকে নিবেদিত দীপের আলোকে অন্য কার্য্য করিবে না॥ ৩৬৯॥

যে যে দ্রব্য লোকের অভিলষিত এবং যাহা আপনার অত্যন্ত প্রিয় সেই সেই দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিয়া দিবে, তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হইবে॥ ৩৭০॥

আরও ১১ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক হইতে॥

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতন্তপঃ॥ ৩৭১॥

পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণমিতি প্রতিজ্ঞাতমেবাহ। শ্রদ্ধেতি চতুর্ভিঃ। শ্রদ্ধা শ্রবণাদরঃ শশ্বদিতি সর্ব্বত্রানুষজ্যতে। মদনুকীর্ত্তনং শ্রবণানন্তরং মৎকথাব্যাখ্যানমিত্যর্থঃ। অঙ্গচেষ্টা লৌকিকী ক্রিয়া। বচসা লৌকিকেনাপি মদ্গুণানামীরণং কথনং। মদর্থে মদ্ভজনার্থং তদ্বিরোধিনোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ। ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ সুখস্য চ পুত্রোপলালনাদেঃ। যদ্বা। অর্থো ধনং ভোগো বিষয়োপভোগঃ সুখং মোক্ষানন্দঃ তেষাং পরিত্যাগঃ। ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম্ম তদপি মদর্থং চেন্মদ্ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। অত্রাদৌ প্রায়ো ভক্তের্মুখ্যান্যঙ্গান্যুক্তানি। সর্ব্বকামবিবর্জ্জনাদীনি চ প্রায়ঃ সাধনান্যেব॥ ৩৭১॥

সর্ব্বদা আমার অমৃতকথায় শ্রদ্ধা, নিত্য আমার নাম কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, সর্ব্বদা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় সমাদর, সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন, ইত্যাদি তথা আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা এবং সকল ভূতে আমাকে দর্শন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আমার শ্রেষ্ঠ পূজা॥

আমার উদ্দেশে লৌকিক ক্রিয়া, লৌকিক বাক্যেতেও আমার গুণ কীর্ত্তন, আমাতে মন অর্পণ ও সর্ব্বকাম পরিত্যাগ॥

আমার ভজন নিমিত্ত ভোগ সুখাদি সম্বন্ধীয় তদ্বিরোধি অর্থ পরিত্যাগ ও ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত, তপস্যা, এ সকল আমার ভক্তির কারণ॥ ৩৭১॥

অপি চাগ্রে ॥

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থে শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ।
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ।
পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ।
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতং।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৩৭২ ॥

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলানিতি প্রতিজ্ঞায় তানেবাহ কুর্য্যাদিতি চতুর্ভিঃ মাং স্মরন্ শনকৈঃ অসংরম্ভতঃ কুর্য্যাৎ। তদাহ ময়ীতি অর্পিতে মনশ্চিত্তে সঙ্কল্পবিকল্পানুসন্ধানাত্মিকে যেন। অতএব মদ্ধর্ম্মেষ্বেবাত্মমনসো রতির্যস্য সঃ। পুণ্যদেশলক্ষণং মদ্ভক্তৈরিতি। দেবাদিষু যে যে মদ্ভক্তাস্তেষামাচরিতানি কর্ম্মাণি চাশ্রয়েৎ। সত্রেণ সম্ভূয় বা। সর্ব্বভূতেষু আত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামেবেক্ষেত। ননু কথমেকস্য সর্ব্বেষ্বনুবৃত্তিঃ তত্রাহ বহিরন্তশ্চ অপাবৃতং পূর্ণমিত্যর্থঃ। এষু চ ক্রমেণ সাধনানি ভক্ত্যঙ্গানি চ মুখ্যান্যপি পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ বিবেচনীয়ানীতি দিক্ ॥ ৩৭২ ॥

ঐ ১১ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোক হইতে ॥

আমাকে স্মরণ, আমাতে মন অর্পণ, আমার ধর্ম্মে রতিমতি হইয়া আমার নিমিত্ত অল্পে অল্পে সকল কর্ম্মই করিবে ॥

মদ্ভক্ত সাধু কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্যদেশ আশ্রয় করিবে ও দেবাসুর-মনুষ্যের মধ্যে মদ্ভক্ত কর্ত্তৃক আচরিত ব্যবহার সম্পাদন করিবে ॥

পৃথক্ পৃথক্ হউক বা সকলে মিলিয়াই হউক নৃত্য গীতাদি দ্বারা ও মহারাজ বিভূতি দ্বারা আমার নিমিত্ত সকল যাত্রা মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে ॥

নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃত রূপে আমাকে দর্শন করিবে ॥ ৩৭২ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ধর্ম্মমাহাত্ম্যং ॥

উক্তঞ্চ সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেন ॥

এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৩৭৩ ॥

একাদশে শ্রীনারদেন ॥

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বাঽনুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি ॥ ৩৭৪ ॥

তত্রৈব শ্রীকবিযোগেশ্বরেণ ॥

এবমুক্তগুরুশুশ্রূষাদিপ্রকারেণ নির্জিতঃ ষণ্ণাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাণামিন্দ্রিয়াণাং বা বর্গো যৈস্তৈঃ। ভক্তিঃ ঈশ্বরারাধনরূপৈব। যয়া ভক্ত্যা। রতিঃ প্রেমা ॥ ৩৭৩ ॥

আদৃতঃ আস্তিক্যে গৃহীতঃ অনুমোদিতঃ পরৈঃ ক্রিয়মাণঃ সংস্তুতঃ সদ্ধর্ম্মঃ ভগবদ্ধর্ম্মঃ। দেব হে বসুদেব। যদ্বা দেবেভ্যো বিশ্বস্মৈ চ দ্রুহ্যন্তি যে তানপি ॥ ৩৭৪ ॥

---

৭ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বালকগণ! এই সকল কর্ম্ম দ্বারা ষড়্‌বর্গ অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, জয় করিয়া ভগবান্ বাসুদেবে রতি করিতে হয়, তাহা করিলেই ভগবদ্বিষয়া রতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৭৩ ॥

১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্য ॥

হে বসুদেব! ভাগবতধর্ম্মের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে তাহা শ্রুত অথবা পঠিত কিম্বা ধ্যাত বা আদর পূর্ব্বক গৃহীত অথবা সংস্তুত কিম্বা অনুমোদিত হইলে বিশ্বদ্রোহকারি ব্যক্তিকেই সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৩৭৪ ॥

১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে
শ্রীকবি যোগেশ্বরের বাক্যে ॥

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৩৭৫ ॥
তত্রৈব শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরেণ ॥
ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া ।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাং ॥ ৩৭৬ ॥
শ্রীভগবতা চ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাং ।

যান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ আস্থায় আশ্রিত্য যোগাদিষ্বিব ন প্রমাদ্যেত বিঘ্নৈর্ন বিহন্যেত। কিঞ্চ। নিমীল্যনেত্রে ধাবন্নপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং নামাজ্ঞানং যথাহ। শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে। একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ইতি। অজ্ঞাত্বাপীত্যর্থঃ। যথা পদন্যাসস্থানমতিক্রম্য শীঘ্রং পরতঃ পদন্যাসেন গতির্ধাবনং তদ্বদত্রাপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদতিক্রম্যাতিশীঘ্রমনুষ্ঠানং ধাবনং। তথানুতিষ্ঠন্নপি ন স্খলেৎ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ তথা ন পতেৎ ফলান্ন ভ্রশ্যেৎ ॥ ৩৭৫ ॥

তদুত্থয়া ভাগবতধর্ম্মোৎপন্নয়া ভক্ত্যা ভক্তিনিষ্ঠয়া নারায়ণপরঃ সন্ অতিদুস্তরামপি মায়াং অঞ্জঃ সুখেন তরতি ॥ ৩৭৬ ॥

এবমীদৃশৈরেতৈর্বা আত্মনিবেদিনাং সতাং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা সম্যগ্জায়তে। অস্য ভক্তস্য অন্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপোবাবশিষ্যতে সর্ব্বোঽপি স্বতএব ভবতিত্যর্থঃ। যদ্বা

হে রাজন্! যে ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য চক্ষুঃ নিমীলন পূর্ব্বক ধাবমান হইলেও কখন বিঘ্নবশতঃ স্খলিত বা পতিত হয় না ॥ ৩৭৫ ॥

একাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে শ্রীপ্রবুদ্ধের বাক্য ॥

হে রাজন্! এইরূপ ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করত তদুৎপন্ন প্রেম-ভক্তিসহকারে নারায়ণপর হইয়া দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৩৬ ॥

একাদশস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে শ্রীভগবানের বাক্য ॥

হে উদ্ধব! এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা আত্মনিবেদি মনুষ্যগণের আমাতে

ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥ ৩৭৭॥
কিঞ্চাগ্রে ॥
ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষ ইতি ॥ ৩৭৮ ॥
অলাভে সৎসভায়াস্তু শুশ্রূষুঞ্চ নিজালয়ে।
দেবালয়ে বা শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদ্ভগবৎকথাং ॥ ৩৭৯ ॥
অথ শ্রীভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমাহাত্ম্যং ॥

অস্য মম। ততশ্চ সতাং মদ্ভক্তিসমাগাবির্ভাবে সতি মমৈব কৃতার্থতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৭ ॥

অঙ্গ হে উদ্ধব অনাশিষো নিষ্কামস্য যদ্বা ন বিদ্যতে আশীর্যস্মাৎ। সতাং পরমাশীর্ব্বাদরূপস্যেত্যর্থঃ। উপক্রমে আরম্ভে সতি অণ্বপি ঈষদপি বৈগুণ্যাদিভির্নাশো নাস্ত্যেব মতো মমৈব নির্গুণত্বাদয়ং ধর্ম্মঃ সম্যগ্ব্যবসিতোনিশ্চিতঃ ন তু মন্বাদিমুখেন কথঞ্চিৎ। যদ্বা। নিরাশিষো মোক্ষস্য নির্গুণত্বাৎ ফলবিশেষাভাবাৎ সম্যক্ তস্মাদপি সমীচীন ইত্যয়ং ব্যবসিতঃ ইতি ॥ ৩৭৮ ॥

এবং সতাং সভায়াং গত্বা ভগবল্লীলাকথাং শৃণুয়াৎ ভগবদ্ধর্ম্মাংশ্চ পৃচ্ছেদিতি লিখিতং। যত্র চ তাদৃশী সভা নাস্তি তত্র কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি। অলাভে ইতি। শাস্ত্রজ্ঞশ্চেত্তর্হি শ্রোতুমিচ্ছুং ভগবৎকথাং স্বয়মেব কথয়েৎ। ক্ব নিজালয়ে দেবালয়ে বা ॥ ৩৭৯ ॥

ভক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার আর অন্য কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না ॥৩৭৭॥

আরও ঐ একাদশস্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে সখে! আমার এই ধর্ম্মের উপক্রমে বৈগুণ্য হইলেও নিষ্কাম ব্যক্তির অণুমাত্রও ধর্ম্ম ধ্বংস হয় না, যে হেতু আমার নির্গুণত্বপ্রযুক্ত এই ধর্ম্ম আমাকর্ত্তৃক সম্যক্ ব্যবসিত ॥ ৩৭৮ ॥

সৎসভার অলাভ হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজালয়ে অথবা দেবালয়ে গিয়া, শুশ্রূষু জনকে ভগবৎকথা স্বয়ংই কহিবেন ॥ ৩৭৯ ॥

অথ ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তন মাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন ॥

উক্তঞ্চ স্কান্দে শ্রীভগবতা অর্জ্জুনং প্রতি ॥

মৎকথাং কুরুতে যস্তু বৈষ্ণবানাং সদাগ্রতঃ।
ইহ ভোগানবাপ্নোতি তথা মোক্ষং ন সংশয়ঃ।

প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদেন ॥

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনং ॥ ৩৮০ ॥

কিঞ্চ ॥

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।

ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনেনৈব তপ আদি সর্ব্বং সফলং স্যাৎ। যদ্বা ভগবল্লীলাকথাকীর্ত্তনমেব তপ আদীনাং ফলমিত্যাহ ইদং হীতি। শ্রুতাদয়ো ভাবে নিষ্ঠাঃ ইদমেব তপঃ শ্রবণাদেঃ অবিচ্যুতো নিত্যোঽর্থঃ ফলং। কিন্তৎ। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবর্ণনং লীলাকথাকীর্ত্তনমিতি যৎ ॥ ৩৮০ ॥

মুহুর্মাত্রাণাং বিষয়াণামুপভোগস্যেচ্ছয়া আতুরাণি বিকলাণি চিত্তানি যেষাং তেষামপি হরেঃ চর্য্যায়া লীলায়া অনুবর্ণনং যৎ যদ্বা মুহুরাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়াপি যৎ হরিচর্য্যানুবর্ণনং এতদেব হি নিশ্চিতং ভবসিন্ধোঃ প্লবঃ পোতঃ সুখোত্তারসাধনং। ন কেবলং

যিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবদিগের অগ্রে আমার কথা কীর্ত্তন করেন, তিনি ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন সংশয় নাই ॥

প্রথমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্যে ॥

উত্তমঃশ্লোক হরির যে গুণানুবর্ণন পণ্ডিতেরা তাহাকেই তপস্যা, বেদাধ্যায়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দান এই সকল কর্ম্মের নিত্যফল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩৮০ ॥

আরও প্রথমস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগবাসনায় আতুরচিত্ত জীবদিগের ভবসিন্ধু

ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনং ॥ ৩৮১ ॥
একাদশে শ্রীশুকেনাপি ॥
ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যাণি বাল্যচরিতানি চ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৩৮২ ॥
অতএব শ্রীপ্রহ্লাদেন নৃসিংহস্তুতাবুক্তং ॥
সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চিগীতাঃ।

শ্রুতিপ্রামাণ্যেন কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৮১ ॥

রুচিরাণামবতারাণাং মৎস্যাদীনাং বীর্য্যাণি পরমাদ্ভুতচরিতানি চ পূতনাবধাদীনি লোকত্রয়েঽপি শন্তমানি মঙ্গলানি পরমসুখরূপাণি বা। পরামুৎকৃষ্টাং প্রেমলক্ষণামিত্যর্থঃ। পরমহংসানাং গতৌ শ্রীকৃষ্ণে ॥ ৩৮২ ॥

সোঽহং ত্বদ্দাসঃ ভো নৃসিংহ তব লীলাকথা অনুগৃণন্ দুর্গাণি মহাদুঃখানি অঞ্জসা অনায়াসেন তিতীর্ষি তরামি ন গণয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ গুণৈরাগাদিভির্বিশেষেণ

পারবিষয়ে এই হরিলীলা কীর্ত্তনই ভেলাস্বরূপ ইহা আমি সুন্দররূপে বিবেচনা করিয়াছি ॥ ৩৮১ ॥

একাদশস্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! ভগবান্ হরির এই সকল বাল্য চরিত সুমঙ্গল মনোহর অবতার কথা, ইহলোকে বা অন্য লোকে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করত মনুষ্য সকল পরমহংসগতি শ্রীকৃষ্ণে পরমা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৩৮২ ॥

অতএব সপ্তমস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ
কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহস্তবে কথিত হইয়াছে যথা ॥

হে দেব! আমি সকল যোনিতেই প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয় সংযোগ দেখিয়া শোকানলে সাতিশয় দগ্ধ হইতেছি। ভগবন্! ঐ

অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ৩৮৩ ॥
গোপিকাভিরপি গীতং ॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।

প্রযুক্তঃ সন্। তৎকুতঃ তে পদযুগমেবালয়ো যেষাং ভক্তানাং ত এব হংসা জ্ঞানিনঃ সারাসারবিবেকিনো বা তৈঃ সঙ্গো যস্য মনসঃ। কথম্ভূতস্য কথাঃ প্রিয়স্যেত্যাদিবিশেষণ-ত্রয়েণানেন কথায়া অপি প্রিয়ত্বাদিবিবক্ষয়া পরমসুখময়ত্বাদিকং তেন চ সদানুকীর্ত্তনমভি-প্রেতং। কুতো গীতাঃ বিরিঞ্চিনা গীতাঃ তৎসম্প্রদায়প্রবৃত্ত্যাঃ। তথাচাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। দেবা হ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নিত্যাদি। এতেন কথায়াঃ পরমপুরুষার্থতা চ দর্শিতা সনকাদি-পরমহংসাচার্য্যেণাপি সেবিতত্বাৎ। দুর্গাণি তিতর্ম্মীতি আনুষঙ্গিকফলমাত্রমিতি দিক্ ॥৩৮৩

কথৈবামৃত অত্র হেতুঃ তপ্তজীবনং প্রতিসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ। কবিভির্ব্রহ্মাদিভি-রপীড়িতং স্তুতং। দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতং। কিঞ্চ। কল্মষাপহং কামকল্মষ-নিরসনং। তত্ত্বমৃতং নৈবম্ভূতং। কিঞ্চ। শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং। তত্ত্বনুষ্ঠানা-পেক্ষং। কিঞ্চ। শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকং। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনাঃ ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ।

বিষয়ে যে দুঃখ প্রাপ্ত হই তাহার প্রতিকার করিতে আমার ইচ্ছা হয় না যে হেতু দুঃখের প্রতিকারও দুঃখ, হে বিভো! আমি এইরূপে দেহাদিতে অহং বুদ্ধি করিয়া আত্মাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার নিস্তারার্থ আপনকার দাস্য যোগ বলিতে আজ্ঞা হউক ॥ ৩৮৩ ॥

১০ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে
শ্রীগোপিকাদিগেরও গীত যথা ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে প্রিয়! তোমার বিরহে আমাদের মৃত্যু

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৩৮৪ ॥
কীর্ত্তনেঽপ্যত্র তজ্জ্ঞেয়ং মাহাত্ম্যং শ্রবণেঽস্য যৎ।

অধুনা চ তাদৃশানামলাভেন বয়ং মৃতা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহুদত্তবন্তঃ পরমসুকৃতিন ইত্যর্থঃ। অতো বয়ং তাদৃশাদৃষ্টাভাবেন ত্বৎকথাং কীর্ত্তয়িতুমশক্তাঃ কথং জীবামেতি ভাবঃ। যদ্বা। ত্বদ্বিরহে ত্বৎকথাস্ফূর্ত্তিবিশেষেণ বয়ং মারিতা এবেত্যাহুঃ। ত্বৎকথৈব মৃতং মৃতিঃ সাক্ষান্মরণমেব। কুতঃ তপ্তং তাপাভিভূতং ভবতি জীবনং যস্মাৎ। পরমদাহকস্বভাবস্য প্রেমবিশেষস্য সন্দো। জনকত্বাৎ। তথাপি কবিভিঃ কাব্যকৃদ্ভিরেবেড়িতং। যতঃ কল্মষাপহং। কিঞ্চ। শ্রবণয়োর্ম্মঙ্গলং সুখকরং। কিঞ্চ। শ্রিয়া মদো যেষাং ব্রহ্মাদীনাং তৈরাততং সর্ব্বতো বিস্তারিতং বস্তুতস্তু শ্রবণয়োরেব মঙ্গলং। শ্রীমদৈরেবাততমিতি দোষঃ সূচিতঃ। অত এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি ত এব জনা ভূরি বহু দ্যন্তি অবখণ্ডয়ন্তি গলে কর্ত্তয়ন্তীতি তথা তে। এবঞ্চ তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকথায়া মহাফলবিশেষ এব সূচিত ইতি দিক্ ॥ ৩৮৪ ॥

নন্ু শ্রবণস্য মাহাত্ম্যবচনানি বহূনি লিখিতানি কথং কীর্ত্তনস্যাল্পতরাণি ততোঽপ্যস্য বিশেষাৎ তত্র লিখতি কীর্ত্তনেঽপীতি হি যতঃ নূনং নিশ্চিতং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব শ্রবণং

উপস্থিত হইয়াছিল, পুণ্যবানেরা ত্বদীয়কথামৃত পান করাইয়া তাহা নিবারণ করিয়াছেন, ফলতঃ তোমার কথামৃত, তপ্ত জনের জীবন স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ জনগণও তাহার স্তব করেন, তাহাতে কামকর্ম্ম নিরস্ত হয়। অপর ঐ অমৃত শ্রবণ মাত্রে মঙ্গলপ্রদ এবং শান্তিদায়ক, পৃথিবীতলে যে সকল ব্যক্তি বিস্তারিত রূপে তাহা পান করান, অসংশয় তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে বহু ২ দান করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা অতিশয় পুণ্যবান্। হে প্রভো! যাঁহারা কেবল তোমার কথামৃত নিরূপণ করেন তাঁহারা যখন ধন্য হইলেন তখন দর্শনকারিদের কথা কি? অতএব প্রার্থনা করি আমাদিগকে দর্শন দিউন ॥ ৩৮৪ ॥

শ্রবণ বিষয়ে যে মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে, কীর্ত্তনেও তাহাই জানিতে

সিদ্ধ্যতি শ্রবণং নূনং কীর্ত্তনাৎ স্বয়মেব হি ॥ ৩৮৫ ॥
শাস্ত্রাভ্যাসস্য চাভাবে পূর্ব্বেষাং লোকবিশ্রুতাং।
সতামাধুনিকানাঞ্চ কথাং বন্ধুষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৩৮৬ ॥

॥ ❀ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে সৎসঙ্গমো নাম দশমো বিলাসঃ ॥ ❀ ॥ ১০ ॥ ❀ ॥

সিদ্ধ্যতি। শ্রোত্রেণ স্বকীয়কীর্ত্তনস্য স্বতঃ শ্রবণাৎ অতঃ শ্রবণাদপি কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যবিশেষোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তথাপ্যল্লবচনানি প্রায়ঃ কীর্ত্তনমাহাত্ম্যোক্ত্যা বক্তুর্মাহাত্ম্যাপত্তের্লজ্জাদিনা তথানুক্তেঃ। শ্রোতৃণাং শ্রবণাপেক্ষয়া বহুলকীর্ত্তনযোগ্যত্বাদিতি দিক্ ॥ ৩৮৫ ॥

শাস্ত্রজ্ঞঃ কীর্ত্তয়েদিতি লিখিতং কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞত্বাভাবেঽপি তথা তেন ভগবৎকথাশুশ্রূষুবৈষ্ণবসমাগমবিশেষাভাবেঽপি কদাচিদপি ভগবৎকথা ন পরিত্যাজ্যেতি লিখতি শাস্ত্রেতি। পূর্ব্বেষাং পুরাতনানাং আধুনিকানাঞ্চ তৎকালীনানাং সতাং শ্রীবৈষ্ণবানাং কথাং বন্ধুষু নিজভ্রাতৃপুত্রকলত্রাদিষু কীর্ত্তয়েৎ। নন্বু সাপি কথং জ্ঞেয়া তত্র লিখতি লোকবিশ্রুতামিতি ॥ ৩৮৬ ॥

॥ ❀ ॥ ইতি দশমবিলাসঃ ॥ ❀ ॥

হইবে। নিশ্চয় কীর্ত্তন হইতে শ্রবণ স্বয়ংই সিদ্ধ হয় ॥ ৩৮৫ ॥

শাস্ত্রাভ্যাসের অভাবে লোকবিশ্রুতা পূর্ব্বতন সাধুদিগের কথা অথবা আধুনিক বৈষ্ণবদিগের কথা নিজ ভ্রাতৃ পুত্র কলত্রাদি সকলের নিকট কীর্ত্তন করিবে ॥ ৩৮৬ ॥

॥ ❀ ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেনানুবাদিতে সৎসঙ্গম নাম দশমবিলাস ॥ ❀ ॥

একাদশ বিলাসঃ।

শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যে তং মহাশ্চর্য্যপ্রভাবকং।
প্রসাদে যস্য জড়োঽপি ভগবদ্ভক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১ ॥
ততো দিনান্ত্যভাগেষু বাহ্যেষু সুরসদ্মসু।
যাত্রাং কৃত্বা দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত যথাবিধি ॥ ২ ॥
অথ সায়ন্তনকৃত্যানি ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্ব সগরসম্বাদে ॥
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ।

শ্রীমচ্চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য প্রভাবতঃ। জড়োঽপি ভগবদ্ভক্তিং নিত্যকৃত্যং সমাপয়েৎ। নিত্যকৃত্যসাঙ্গাশেষভগবদ্ভক্তিপ্রকারলিখনং পরমগুরো র্ভগবতঃ প্রভাবেণৈব সম্পদ্যতে ইত্যাশয়েন তং শরণং যাতি শ্রীচৈতন্যমিতি। মহাশ্চর্য্যঃ পরমাদ্ভুতঃ প্রভাবঃ শক্তির্যস্য তং। তমেবাভিব্যঞ্জয়তি যস্য প্রসাদে সতীতি ॥ ১ ॥

বাহ্যেষু বহিঃস্থিতেষু দেবালয়েষু ॥ ২ ॥

দিনান্তসন্ধ্যামিত্যত্র স্মৃতিঃ। প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি। সাদিত্যাং

যাঁহার অনুগ্রহে জড় ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ নিত্যকৃত্য সমাপন করে, সেই মহা অদ্ভুত প্রভাবশালি শ্রীমচ্চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ॥১॥

অনন্তর দিবসের অন্ত্যভাগে অর্থাৎ সায়ংকালে ব্রাহ্মণ বহিঃস্থিত দেবালয় সকলে যাত্রা করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন ॥২॥

অথ সন্ধ্যাকালের কৃত্য সকল ॥

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর সম্বাদে ॥

হে রাজন্! পণ্ডিত ব্যক্তি আচমনপূর্ব্বক সূর্য্যযুক্তা স্বায়ংসন্ধ্যার

উপতিষ্ঠেদ্‌যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব।
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে ॥ ৩ ॥
অন্যত্র সূতিকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ।
উপতিষ্ঠন্তি বৈ সন্ধ্যাং যে ন পূর্ব্বাং ন পশ্চিমাং।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তমিস্রং নরকং নৃপেতি ॥ ৪ ॥
ততো যথাশ্রমাচারং কর্ম্ম সায়ন্তনং কৃতী।
নির্ব্বর্ত্ত্য পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ ভক্ত্যা ভগবদর্চ্চনং ॥ ৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্যাদিকং যদি।

পশ্চিমাং সন্ধ্যাং পর্য্যস্তমিতভাস্কর ইতি ॥ ৩ ॥

সূতকং পুত্রজন্মাদি অশৌচং শাবঞ্চ। বিভ্রমঃ উন্মাদাদিবৈচিত্ত্যং। আতুরং রোগাবস্থা ভীতিশ্চ ॥ ৪ ॥

ততোঽন্যত্র যথাশ্রমাচারং যো যস্যাশ্রমস্তস্মিন্ য আচারঃ কর্ম্ম তমনতিক্রম্য। পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বলিখিতানুসারেণ শক্তশ্চেত্তর্হি সন্ধ্যায়ামপি কুর্য্যাৎ ॥ ৫ ॥

অন্ধ্যোপাসনাদিকং নিষ্পাদ্যৈব পশ্চাদ্ভগবন্তমর্চ্চয়েদিতি লিখিতং অধুনা ভগবৎ পূজা

এবং নক্ষত্র সমন্বিতা প্রাতঃসন্ধ্যার যথাবিধি উপাসনা করিবেন অর্থাৎ সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তসময়ে স্বায়ংসন্ধ্যা এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব নক্ষত্রযুক্তকালে প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবেন। হে নৃপ। সকল কালেই সন্ধ্যার উপাসনা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥

সূতিকাশৌচ, মরণাশৌচ, উন্মাদগ্রস্ত, আতুর এবং ভয়, এই সকল অবস্থা ব্যতিরিক্ত অন্য কালে যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা বা স্বায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করে না, হে রাজন্! সেই সকল দুরাত্মা তমিস্র নামক নরকে গমন করিবে ॥ ৪ ॥

অতএব কৃতী ব্যক্তি আশ্রমাচার সায়ন্তনকৃত্য সমাধা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিসহকারে ভগবানের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযোগে আসক্তচিত্ত থাকাতে যদি সন্ধ্যোপাসনাদি

পতেৎ কর্ম্ম ন পাতিত্যদোষশঙ্কা কথঞ্চন ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তানাং কর্ম্মপাতিত্যপরিহারঃ ॥

পাদ্মে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদযদি ।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ ।

আদিপুরাণে চ ॥

স্মরন্তি মম নামানি যে ত্যক্ত্বা কর্ম্ম চাখিলং ।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ঋষয়ো ভগবৎপরা ইতি ।
মৃদুশ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনুপেয়ুষঃ ।
কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মাস্যৈতৎ প্রপঞ্চিতং ।

পরেণ কদাচিৎ সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মাণ্যুপেক্ষণীয়ানীতি লিখতি। শ্রীকৃষ্ণেতি। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তৌ আসক্তিস্তৎপরতা তয়া। পাতিত্যরূপদোষশঙ্কাপি কথঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৬ ॥

মম কর্ম্ম পূজাদি অগ্রতঃ ভক্তিমাহাত্ম্যে তাবৎকর্ম্মাণীত্যাদিনা লেখ্যং ॥ ৭ ॥

কর্ম্ম পতিত হয়, তাহাতে কোন ক্রমে দোষের আশঙ্কা নাই ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তদিগের কর্ম্ম পতিত হইলে তদ্দোষ-পরিহার ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীভগবদ্বাক্যে ॥

পুরুষ সকল আমার কর্ম্ম করিতে করিতে যদি তাহাদের ক্রিয়া লোপ হয়, তাহা হইলে তিনকোটি মহর্ষি তাহাদিগের কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন ॥

আদিপুরাণেও ॥

যে সকল ব্যক্তি অখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার নাম সকল স্মরণ করেন, ভগবৎপরায়ণ ঋষিগণ তাহাদিগের কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কোমল শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ভক্তের, যে পর্য্যন্ত গাঢ় শ্রদ্ধা লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্মের অধিকারহেতু, তাঁহার সম্বন্ধে কর্ম্ম বিস্তার

প্রৌঢ়শ্রদ্ধস্য ভক্তস্য কর্ম্মস্বনধিকারতঃ।
পাতিত্যং ন ভবত্যেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ।
কিঞ্চিদ্ধ্যানাদিভেদেন ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
প্রোক্তঃ পূজাবিধিঃ প্রাজ্ঞৈস্তত্তৎ কামাশুসিদ্ধয়ে॥ ৭॥
অথ ত্রিকালার্চ্চনবিধিবিশেষঃ॥
শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে॥
আরাধনবিধিং বক্ষ্যে প্রাতঃকালে বিশেষতঃ।
বরং বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পুণ্যবৃক্ষাদিসেবিতং।
পুন্নাগৈর্নাগবৃক্ষৈশ্চ পনসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ।
বকুলৈশ্চৈব বিল্বৈশ্চ বন্যৈঃ কুরবকৈরপি।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনতশাখিভিঃ।

প্রিয়াভিঃ শ্রীরাধিকাদিভিঃ॥ ৮॥

করা হইল অর্থাৎ তিনি সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবেন॥

গাঢ়শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভক্তের কর্ম্ম সকলে অনধিকারহেতু, কর্ম্মের অকরণে পাতিত্য দোষ হয় না, এবিষয় পরে লিখিত হইবে॥

কিঞ্চিৎ ধ্যানাদি ভেদে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আশু তত্তৎ কাম সিদ্ধির নিমিত্ত, ত্রিসন্ধ্যায় পৃথক্ পৃথক্ পূজার বিধি বলিয়াছেন॥ ৭॥

অথ ত্রিকাল অর্চ্চনার বিশেষ বিধি॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে॥

বিশেষ করিয়া প্রাতঃকালের আরাধন বিধি বর্ণন করিব। প্রথমতঃ পুন্নাগ, নাগ, পনস, কাঞ্চন, বকুল, বিল্ব, বন্য কুরুবক এবং সকল ঋতুর কুসুম সম্পন্ন ও পুষ্পাবনতশাখাবিশিষ্ট পুণ্যবৃক্ষসমূহে পরিবৃত উৎকৃষ্ট বৃন্দাবনকে ধ্যান করিবে॥

তাঁহার মধ্যে বহু চম্পকপুষ্প, ধূপ, দীপ, শয্যা তথা পুষ্প মালা

তন্মধ্যে পুলিনং ধ্যায়েদ্বহুপুষ্পকচম্পকং।
ধূপদীপৈর্ব্বিতানেন পুষ্পমালাবিভূষিতং।
মুক্তাদামপতাকাভির্ব্বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতং।
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য চ্ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে।
সুস্থিতং বেণুগীতাঢ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতং।
বনমালাপরিবৃতং গোপিকাশতবেষ্টিতং।
দেবাসুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোগণৈঃ।
যক্ষৈর্ব্বিদ্যাধরগণৈর্ব্বিহগৈর্ভুবি সংস্থিতৈঃ।
ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানং কৃষ্ণঞ্চৈব শুচিস্মিতং।
নানাবিধৈশ্চ গোপালৈর্ম্মৃগপক্ষিবিভূষিতং।
লেলিহ্যমানং প্রণয়াৎ পশূনাং শতকোটিভিঃ।
ইন্দীবরনিভং দিব্যং সুন্দরং শ্রিন্দিরালয়ং।
সম্পূর্ণচন্দ্রবদনং পদ্মপত্রনিভেক্ষণং।
পদ্মাভপাণিপাদঞ্চ পদ্মরাগবরার্চ্চিতং।

বিভূষিত ও মুক্তাদাম পতাকাদি বন্যপুষ্পে অলঙ্কৃত পুলিন ধ্যান করিবে। তাহার মধ্যে কল্পবৃক্ষের ছায়ায় পদ্মাসনে সুন্দররূপে অবস্থিত, বেণুগীতসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, বনমালাপরিবৃত, শত শত গোপিকাবেষ্টিত, তথা দেব, অসুর, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, যক্ষ, বিদ্যাধর, পক্ষী এবং ভূমিসংস্থিত ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ঈষৎ হাস্যমুখ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে॥

তিনি নানাবিধ গোপাল এবং মৃগ পক্ষিতে বিভূষিত, প্রণয়বশতঃ শতকোটি গবাদি পশু তাঁহার অঙ্গ লেহন করিতেছে, তিনি ইন্দীবরের ন্যায় মনোহর সুন্দর এবং শোভার আশ্রয় স্বরূপ, তাঁহার পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদন, পদ্মপত্রের ন্যায় লোচন এবং পদ্মতুল্য হস্ত ও চরণ। অপর তিনি উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ মণিতে শোভিত, সকল লোকের আশ্রয়

শরণ্যং সর্ব্বলোকানাং গোপীনাং প্রাণবল্লভং।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েন্নিত্যং ষোড়শেনোপচারতঃ।
দুগ্ধঞ্চ দধিখণ্ডেন সহিতং সংনিবেদয়েৎ।
সৌবর্ণপাত্রে গোপানাং গ্রাসং কাংস্যে নিবেদয়েৎ।
এবং সমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা জপন্মন্ত্রং সমাহিতঃ॥
মধ্যাহ্নে সংপ্রবক্ষ্যামি পূজাং সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাং।
সৌবর্ণপর্ব্বতে মূলে ধাতুভিঃ সমলঙ্কৃতে।
পুণ্যবৃক্ষসমাকীর্ণে পুণ্যপক্ষিনিনাদিতে।
পদ্মোৎপলাদিসঙ্কীর্ণে বাপীভিঃ সমলঙ্কৃতে।
তস্মিন্ সংপুলিনং রম্যে ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে।
সৌবর্ণমণ্ডপে সম্যগ্বিতানাদিবিভূষিতে।
মালাদিরচিতে রম্যে মণিভিঃ পুষ্পশোভিতৈঃ।
সুবর্ণরত্নসন্দোহৈরন্তরান্তরশোভিতে।
সিংহাসনে সমাসীনং বিশ্রান্তং কংসসূদনং।

এবং তিনি গোপীদিগের প্রাণবল্লভ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিত্য ষোড়শোপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। তৎপরে স্বর্ণপাত্রে খণ্ডের সহিত দুগ্ধ ও দধি নিবেদন করিবে। কাংস্যপাত্রে গোপদিগকে অন্ন নিবেদন করিবে। এই প্রকারে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া সাবধানচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে॥

মধ্যাহ্নকালের সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদায়িনী পূজা বলিতেছি। পুণ্যবৃক্ষ সমূহে আকীর্ণ, পুণ্য পক্ষিকুলে নিনাদিত এবং ধাতু সকলে অলঙ্কৃত সুবর্ণপর্ব্বতের মূলে, যে স্থান পদ্মোৎপলাদি সঙ্কীর্ণ বাপী সমূহে অলঙ্কৃত সেই রমণীয় প্রশস্ত পুলিনে, ছায়াবর্ত্তি পদ্মাসনে, বিচিত্র চন্দ্রাতপ ভূষিত স্বর্ণমণ্ডপ, মালা প্রভৃতি রচনায় মনোহর, মণি ও পুষ্প সমূহে শোভিত, মধ্যে মধ্যে বহু বহু স্বর্ণ রত্ন দ্বারা খচিত সিংহাসনে মুক্তাময়

মুক্তাময়ৈঃ সুরুচিরৈর্হারৈর্দামবিভূষিতং।
ধ্যাত্বা সম্যগ্বিশুদ্ধাত্মা জাতীপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
মহারজতপাত্রে তু নৈবেদ্যান্নং নিবেদয়েৎ।
দদ্যাদন্নং সখীনাঞ্চ গোপানাং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দেবকীপরমানন্দমেবং ধ্যায়েৎ সুখাসনং॥
রাত্রিপূজাবিধিং বক্ষ্যে রুক্মিণীবল্লভস্য চ।
অধস্তাৎ কল্পবৃক্ষস্য সর্ব্বপুষ্পফলস্য বৈ।
রত্নমণ্ডপমধ্যস্থং দিব্যপীতাম্বরং হরিং।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যাভরণভূষিতং।
অনেকদিব্যমালাভির্মণ্ডিতং পঙ্কজেক্ষণং।
রত্নমণ্ডপমধ্যস্থং সুন্দরং সুন্দরস্মিতং।
শোভয়ন্তং স্ববপুষা সর্ব্বলোকান্নিজশ্রিয়া।
গোপীজনানাং হৃদয়বল্লভং প্রোক্তবর্চ্চসং।

মনোহর হার এবং মালায় বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন। সম্যক্ প্রকারে বিশুদ্ধ চিত্তে ধ্যান করিয়া জাতীপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে স্বর্ণপাত্রে অন্ন নিবেদন করিয়া সখা গোপ সকলকে অন্ন দিবে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ এইরূপ সুখোপবিষ্ট দেবকীনন্দনকে ধ্যান করিবে॥

রুক্মিণীবল্লভের রাত্রিকালীন পূজার বিধিও বলিতেছি। সর্ব্ব প্রকার পুষ্প ফলসমন্বিত কল্পবৃক্ষের মূলে রত্নমণ্ডপের মধ্যস্থ দিব্য পীতাম্বর হরি, দিব্য চন্দনে লিপ্তাঙ্গ, দিব্য আভরণে বিভূষিত, অনেক অনেক দিব্য মালা সমূহে অলঙ্কৃত, পদ্মনেত্র, রত্নমণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী, পরম সুন্দর, শোভন হাস্যান্বিত, স্বীয় শরীর ও স্বীয় শোভা দ্বারা সমস্ত লোকের শোভাকারী এবং যিনি গোপীজনসকলের হৃদয়-

সুগন্ধিপুষ্পৈরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং সর্ব্বনায়কং।
রাজতে তু পয়ঃ শুদ্ধং পক্বং পাত্রে নিবেদয়েৎ।
এবমভ্যর্চ্চ মনসা জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।
কালত্রয়ার্চ্চনে চৈব সহস্রং সাষ্টকং জপেৎ।
এষ নিত্যক্রমঃ প্রোক্তঃ কৃষ্ণমন্ত্রস্য সূরিভিঃ॥
তত্রৈবাদৌ সংক্ষিপ্তত্রিকালপূজোক্ত্যনন্তরং॥
মনসা বা সমভ্যর্চ্চ্য ত্রিষু সন্ধ্যাসু সংযমী।
প্রত্যহন্তু জপেন্মন্ত্রমষ্টোত্তরসহস্রকং।
অসামর্থ্যে জপেন্মন্ত্রং নিত্যমষ্টশতং তথেতি॥
অথ নক্তকৃত্যানি॥
ততো যথা সম্প্রদায়ং হোমং নিষ্পাদ্য বৈষ্ণবঃ।
গীতনৃত্যাদিকং ভক্ত্যা বিধায় প্রার্থয়েৎ প্রভুং।

বল্লভ তেজোরূপে কথিত সেই সর্ব্বনায়ক শ্রীকৃষ্ণকে সুগন্ধি পুষ্প সমূহ দ্বারা আরাধনা করিয়া রজতপাত্রে পবিত্র পক্ক দুগ্ধ নিবেদন করিবে। এই প্রকার পূজা করিয়া স্থিরচিত্তে মনোমধ্যে মন্ত্র জপ করিবে। ত্রৈকালিক পূজায় এক সহস্র অষ্টবার জপ করিবে। পণ্ডিতগণ কৃষ্ণমন্ত্রের এই নিত্য ক্রম বলিয়াছেন॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ সংক্ষেপে ত্রিকাল পূজা কথনের পর জিতেন্দ্রিয়-পুরুষ মনের দ্বারাই বা ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিয়া প্রত্যহ অষ্ট অধিক এক সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। অসমর্থ হইলে প্রত্যহ একশত অষ্ট মন্ত্র জপ করিবে॥

অথ রাত্রিকৃত্য॥

তদনন্তর যেরূপ গুরুপরম্পরা ব্যবহার আছে, বৈষ্ণব ব্যক্তি তদনুরূপ হোমকর্ম্ম সমাধা পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে গীত নৃত্যাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিবেন॥

তথাচোক্তং ॥

বলীয়সা পদা স্বামিন্ পদবীমবধারয়।
আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশবেতি ॥ ৮ ॥
এবং প্রার্থ্য সমর্প্যাস্মৈ পাদুকে শয়নালয়ং।
আনীয় দেবং তত্রত্যানুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৯ ॥
বিশেষতোঽর্পয়েত্তত্র ঘনং দুগ্ধং সশর্করং।
তাম্বূলঞ্চ সকর্পূরং দিব্যমাল্যানুলেপনং।
ইত্থং ভক্ত্যা সমারাধ্য ভগবন্তং স্বশক্তিতঃ।
তৎপ্রীত্যৈ সর্ব্বকর্ম্মাণি তৎফলং বার্পয়েৎ কৃতী ॥

তত্রত্যান্ শয়নালয়ে কৃতান্ ॥ ৯ ॥

আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ। অয়মর্থঃ। ন কেবলং বিহিতং কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারি লৌকিকমপীতি। তথাচ ভগবদ্গীতাসু। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষীত্যাদি। যদ্বা। নন্বাকারাদীনামেব কর্ম্ম নাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ অধ্যাসেনানুসৃতাৎ ব্রাহ্মণত্বাদিস্বভাবাৎ যৎ যৎ করোতীত্যর্থঃ। যদ্বা অনুসৃতঃ আশ্রিতো

প্রার্থনা কথিত হইয়াছে যথা ॥

হে স্বামিন্! বলিষ্ঠচরণ দ্বারা পদবী অবধারণ করুন। হে কেশব! প্রিয়াগণের সহিত শয়ন স্থানে আগমন করুন ॥ ৮ ॥

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পাদুকা অর্পণ করিবে, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণকে শয়নস্থানে আনয়ন করিয়া শয়নস্থানোপযুক্ত উপচার সকল কল্পনা করিবে ॥ ৯ ॥

বিশেষ করিয়া শয়নস্থানে শর্করাসমন্বিত ঘনদুগ্ধ, সকর্পূর তাম্বূল, উত্তম মালা ও অনুলেপন অর্পণ করিবে। এই প্রকার স্বীয়শক্তি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে আরাধনা করিয়া কৃতী ব্যক্তি তাঁহার প্রীতিনিমিত্ত সমস্ত কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল তাঁহাকে অর্পণ করিবেন ॥

অথাহোরাত্রাখিলকর্ম্মার্পণবিধিঃ ॥

একাদশস্কন্ধে ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চাত্র ॥

সাধু বাসাধু বা কর্ম্ম যদ্যদাচরিতং ময়া।

যঃ স্বভাবঃ বৈষ্ণবত্বং তস্মাদ্ধেতোঃ কায়াদিনা যদ্যৎ ভগবদারাধনকর্ম্মেত্যর্থঃ। তৎ সকলং পরস্মৈ পরমেশ্বরায় নারায়ণায় সমর্পয়েৎ। ইত্যনেন বচনেন কায়েনেত্যাদি নারায়ণায়েত্যন্তপদ্যমিদং পঠিত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা নারায়ণ প্রীত্যর্থং ভবত্বিতি সমর্পয়েৎ ॥ ১০ ॥

কর্ম্ম ভগবদারাধনলক্ষণং। সাধু সম্যক্তয়া অসাধু অসম্যক্তয়া বা কৃতমিত্যর্থঃ। শ্রীভগবতি ভক্তেরসৎকর্ম্মণামর্পণস্যাযোগ্যত্বাৎ। এবং আরাধনং পরমারাধনত্বেন গৃহাণ

অথ অহোরাত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ম্মার্পণ বিধি ॥

একাদশস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

যদি বল ভাগবতধর্ম্ম সকল কি? তাহার উত্তর এই, যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহা যদি ভগবান্ নারায়ণে সমর্পিত হয় তবেই সেই সকল কর্ম্মকে ভাগবতধর্ম্ম বলে অর্থাৎ বিধিবিহিতরূপে শরীর দ্বারা যাহা করিবে, বাক্যে যাহা বলিবে, মনে যাহা ভাবনা করিবে, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা চিন্তা করিবে, তৎসমুদায় ভগবানে সমর্পণ করিবে। অপর কেবল যে বিধিবিহিত কর্ম্মমাত্র করিবে এমত নয় ব্রাহ্মণত্বাদি স্বভাববশতঃ যাহা যাহা করিবে তৎসমুদায়ও ঈশ্বরে অর্পণ করিবে॥১০॥

আরও এইস্থানে ॥

হে ভগবন্! হে বিষ্ণো! আমি সাধু বা অসাধু যে যে কর্ম্ম আচরণ করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায় পরম আরাধনস্বরূপে গ্রহণ

তৎসর্ব্বং ভগবন্ বিষ্ণো গৃহাণারাধনং পরং ॥ ১১ ॥
কিঞ্চ ॥
অপাং সমীপে শয়নাসনে গৃহে
দিবা চ রাত্রৌ চ যথা চ গচ্ছতা।
যদস্তি কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতং ময়া
জনার্দ্দনস্তেন কৃতেন তুষ্যতু ॥
অতএবোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা ॥
পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতমিতি ॥ ১২ ॥

স্বীকুরু ॥ ১১ ॥
ন চ মৎপ্রীতেরধিকং কিঞ্চিদস্তি ইত্যাহ পূর্ব্বেণেতি পূর্ত্তাদিভীরাদ্ধং সিদ্ধং যন্নিঃশ্রেয়সং ফলং। মৎপ্রীতিরেবেতি তত্ত্ববিদাং মতং ॥ ১২ ॥

করুন ॥ ১১ ॥

আরও ॥

জলের সমীপে, শয়নে, উপবেশনে, গৃহে, দিবায়, রাত্রে অথবা গমন করিতে করিতে আমার কৃত যে কিছু সুকৃত আছে, সেই কার্য্য দ্বারা জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হউন ॥

অতএব তৃতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি ভগবান্ কহিয়াছেন ॥

হে ব্রহ্মন্! আমার প্রীতি উৎপাদন করাই পুরুষ সকলের পরম-শ্রেয়ঃ তদ্ভিন্ন অন্য উত্তম ফল আর কিছুই নাই, খাতাদি কর্ম্ম, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ এবং সমাধি, এ সকল দ্বারা পুরুষের যে ফল সিদ্ধি হয়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন আমার প্রীতিতেও তাহাই সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ইত্থমারাধয়েন্নিত্যং ভগবন্তং যথাবিধি।
ন্যায়ার্জ্জিতাপ্তবিত্তেন সমগ্র ফলসিদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥

অথ পূজাফলসম্প্রাপ্ত্যুপায়ঃ ॥

দশমস্কন্ধে ॥

অয়ং স্বস্ত্যয়নং পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ ॥ ১৪ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াঞ্চ।

ন্যায়ার্জ্জিতৈঃ সাধনৈশ্চ দানহোমার্চ্চনাদিকং।
কুর্য্যান্নচেদধোযাতি ভক্ত্যা কুর্ব্বন্নপি দ্বিজেতি ॥ ১৫ ॥

ইত্থং লিখতিপ্রকারেণ যথাবিধি নিত্যমারাধয়েৎ। তচ্চ ন্যায়ার্জ্জিতেন আপ্তেন এব বিত্তেন ধনেন সমগ্রস্য সম্পূর্ণস্য ফলস্য সিদ্ধয়ে। অন্যথা শাস্ত্রোক্তপূজাফলং সম্পূর্ণং ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

স্বস্ত্যয়নং স্বস্তি ক্ষেমময়তেঽনেনেতি তথা। শ্রদ্ধয়া নিষ্কামতয়া ভক্ত্যা বা। শুক্লেন শুদ্ধেন আপ্তেন ন্যায়ার্জ্জিতেন বিত্তেন পুরুষ ঈশ্বর ঈজ্যেতেতি যৎ। অয়ং পন্থাঃ ॥ ১৪ ॥

নচেৎ অন্যায়ার্জ্জিতৈর্যদি কুর্য্যাত্তদেত্যর্থঃ। দ্বিজ হে সুতক্ষণ ॥ ১৫ ॥

আপনার ন্যায়ার্জিত ধন দ্বারা সমস্ত ফল সিদ্ধির নিমিত্ত এই প্রকার যথাবিধি ভগবান্‌কে আরাধনা করিবে ॥ ১৩ ॥

অথ পূজাফলপ্রাপ্তির উপায় ॥

দশমস্কন্ধে ৮৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

গৃহাশ্রমি ব্রাহ্মণের ইহাই মঙ্গলজনক উত্তম পথ যে, শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই পুরুষের অর্চ্চনা করা ॥ ১৪ ॥

অগস্ত্যসংহিতাতেও ॥

হে সুতক্ষণ! ন্যায়ার্জিত এবং সাধনলব্ধ ধন দ্বারা দান, হোম ও অর্চ্চনাদি করিবে, তাহা না হইলে অন্যায় উপার্জিত ধন দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥

যত্নাৎ সিদ্ধৈর্নিজৈঃ শুদ্ধৈর্দ্রব্যৈর্ধন্যোঽর্চ্চয়েৎ প্রভুং।
পূজাদ্রব্যাণ্যশক্তশ্চেদ্দদ্যাদীক্ষেত বার্চ্চনং॥ ১৬॥
অথাশক্তস্য পূজাফলপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং॥
আরাধনাসমর্থশ্চেদ্দদ্যাদর্চ্চনসাধনং।
যো দাতুং নৈব শক্নোতি কুর্য্যাদর্চ্চনদর্শনং।
নিস্তারায় তদেবালং ভবাব্ধের্মুনিসত্তম।
নৈকঞ্চ যস্য বিদ্যেত সোঽধোযাত্যেব নান্যথা॥ ১৭॥

যশ্চ শ্রদ্ধাবিশেষেণ যত্নতো বিশুদ্ধসাধনানি সম্পাদ্য পূজামাচরেৎ স চ পরমভাগ্যবানিতি লিখতি যত্নাদিতি। অশক্তশ্চেদ্যদি তথার্চ্চনেঽসমর্থঃ। তদা পূজাদ্রব্যাণি দদ্যাৎ। তত্রাশক্তৌ চ পূজাদর্শনমপি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

এতদেবাগস্ত্যাদ্যুক্ত্যা প্রমাণয়ন্ আদৌ পূজাসাধনদাতাপি সমগ্রমেব ফলং প্রাপ্নুয়াদিতি লিখতি আরাধনেতি। অপ্যর্থে এব শব্দঃ। তৎ অর্চ্চনদর্শনমপি ভবাব্ধেঃ সকাশান্নিস্তারায় অলং সমর্থং॥ ১৭॥

ধন্য ব্যক্তি যত্নসিদ্ধ নিজের শুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিবেন, পূজায় অশক্ত হইলে পূজার দ্রব্য দিবেন এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে কেবলমাত্র দর্শন করিবেন॥ ১৬॥

অথ অশক্ত ব্যক্তির পূজাফল প্রাপ্তির উপায়॥

অগস্ত্যসংহিতায়॥

পূজাকরণে অসমর্থ ব্যক্তি পূজাসাধনদ্রব্য অর্পণ করিবে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে পূজা দর্শন করিবে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পূজাদর্শন ভবসাগর পার হইবার এই একমাত্র উপায়। এই দুইয়ের মধ্যে যাহার একটীও নাই, নিশ্চয় সে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না॥ ১৭॥

কিঞ্চ তত্রৈব ॥

যস্তু ভক্ত্যা প্রযত্নেন স্বয়ং সম্পাদ্য চাখিলং।
সাধনঞ্চার্চ্চয়েদ্বিদ্বান্ সমগ্রং লভতে ফলং।
যোঽর্চ্চয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা পরানীতৈশ্চ সাধনৈঃ।
পূজাফলার্দ্ধমেব স্যান্ন সমগ্রং ফলং লভেৎ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ ॥

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যাসম্বাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যং পরং যাচয়তে নরঃ।
তৎপুণ্যকর্ম্মজং তস্য ধনং দত্ত্বাপ্নুয়াৎ ফলং ॥ ১৯ ॥

অথ দর্শনমাহাত্ম্যং ॥

ফলভেদমাহ। যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৮ ॥

স্বয়ন্তু পূজার্থং দ্রব্যমন্যজনং নৈব যাচেতেত্যত্র পাদ্মবচনং লিখতি। ধর্ম্মেতি। তস্য দ্রব্যযাচকস্য ॥ ১৯ ॥

আরও ঐ অগস্ত্যসংহিতায় ॥

যে বিদ্বান্ পুরুষ যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে নিখিল পূজাসাধন দ্রব্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়া অর্চ্চনা করেন, তিনি পূজার সমগ্রফল প্রাপ্ত হন ॥

যে ব্যক্তি পরের আনীত উপকরণ দ্বারা ভক্তি পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করেন, তিনি পূজার অর্দ্ধ ফল প্রাপ্ত হন্, সমগ্র ফল লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৮ ॥

আরও। পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সম্বাদীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

যে মনুষ্য ধর্ম্মোদ্দেশে অর্থাৎ পুণ্যের নিমিত্ত অন্য জনের নিকট দ্রব্য যাচ্ঞা করেন, সেই দ্রব্যযাচকের সেই পুণ্যকর্ম্ম জনিত ফল ধনদাতা প্রাপ্ত হন ॥ ১৯ ॥

অথ পূজাদর্শন মাহাত্ম্য ॥

পাদ্মে শ্রীপুলস্ত্যভগীরথসম্বাদে ॥

পূজিতং পূজ্যমানঞ্চ যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনং।
কপিলাশতদানস্য নিত্যং ভবতি তৎফলং ॥ ২০ ॥

আগ্নেয়ে ॥

পূজিতং পূজ্যমানম্বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিং।
শ্রদ্ধয়া মোদতে যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ।
সংপূজ্যমানং বিধিনা যঃ পশ্যেৎ শ্রদ্ধয়া হরিং।
সোঽপি যোগফলং কৃৎস্নং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সংপূজিতং দেবং নৃত্যমানোঽনুমোদয়েৎ।
অসংশয়মতিঃ শুদ্ধঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ২১ ॥

অধুনা স্বপরদ্রব্যার্চ্চনাৎ পূজাদর্শনে শ্রীভগবতো দর্শনং স্যাদিতি প্রসঙ্গাত্তন্মাহাত্ম্যং লিখতি পূজিতমিত্যাদিনা ॥ ২০ ॥

মোদয়েৎ অনুমোদং কুর্য্যাৎ ॥ ২১ ॥

পদ্মপুরাণে পুলস্ত্য ও ভগীরথসম্বাদে ॥

যে সকল মনুষ্য পূজিত বা পূজ্যমান জনার্দ্দনকে দর্শন করেন, একশত কামধেনু দান করিলে যে ফল হয়, নিত্য তাঁহাদিগের সেই ফল হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

অগ্নিপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিত বা পূজ্যমান হরিকে দর্শন করেন এবং যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অনুমোদন করেন, তিনিও যোগফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিধি সহকারে সংপূজ্যমান হরিকে দর্শন করেন, তিনিও সমস্ত যোগের ফল প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

যিনি সংপূজিত ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে করিতে অনুমোদন করেন, সেই অসংশয় মতি শুদ্ধ পুরুষ পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥

অথ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিদর্শননিত্যতা ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে মনুষ্যা মন্দবুদ্ধয়ঃ।
যাবদ্রূপং ন পশ্যন্তি কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥

পাদ্মে চ তত্রৈব ॥

পূজ্যমানং হৃষীকেশং যে ন পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
তেষাং দত্তং হুতং জপ্তং দৈত্যেয়ায়োপতিষ্ঠতি।

কিঞ্চ তত্রৈব ॥

নারায়ণনারদসম্বাদে পূজাবিধিকথনে ॥

যত্র কুত্রাপি প্রতিমাং বেদধর্ম্মসমন্বিতাং।

তথা সুপ্রতিষ্ঠিতায়া ভক্তৈঃ পূজ্যমানায়াঃ সন্নিহিতায়াঃ শ্রীভগবন্মূর্ত্তেঃ সন্দর্শনমবশ্যং কার্য্যমিতি লিখতি তাবদিত্যাদিনা। রূপং শ্রীমূর্ত্তিং ॥ ২২ ॥

যত্র কুত্রাপি দুর্গমে স্থানে সুগমে বেতি জ্ঞেয়ং। বেদধর্ম্মসমন্বিতাং বেদোক্তধর্ম্মেণ

অথ শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শনের নিত্যতা ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণ সেই পর্য্যন্ত সংসারে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, যে পর্য্যন্ত মহাত্মা কেশবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করিয়াছে ॥ ২২ ॥

পদ্মপুরাণেরও সেই স্থানেই ॥

যে সকল বৈষ্ণব পূজ্যমান হৃষীকেশকে দর্শন করেন না, তাঁহাদিগের দান, হোম ও জপ এ সমস্ত দৈত্যগণের নিমিত্ত উপস্থিত হয় ॥

আরও ঐ স্থানেই শ্রীনারায়ণ নারদসম্বাদে ॥

পূজাবিধি কথনে ॥

দুর্গম বা সুগম যে কোন স্থানেই হউক, বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠা

ন পশ্যন্তি জনা গত্বা তে দণ্ড্যা যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥

অথ ভগবদর্থদ্রব্যদানমাহাত্ম্যং ॥

স্কান্দে ॥

বিষ্ণুমুদ্দিশ্য যৎকিঞ্চিদ্বিষ্ণুভক্তায় দীয়তে।
দানং তদ্বিমলং প্রোক্তং কেবলং মোক্ষসাধনং ॥

কৌর্ম্মে ॥

যৎকিঞ্চিদ্দেবমীশানমুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণায় চ।
প্রভবেদ্বিষ্ণবে চাথ তদনন্তফলং স্মৃতং ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

অনুগ্রহেণ মহতা প্রেতস্য পতিতস্য চ।
নারায়ণবলিঃ কার্য্যস্তেনাস্যানুগ্রহো ভবেৎ।

প্রতিষ্ঠাদিপূর্ব্বকং যথাবিধিপূজ্যমানানিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পূজাদ্রব্যাণি বা দদ্যাদিতি সমস্তপূজাসাধনদানেনাপি সমগ্রং পূজাফলং লভত ইতি

পূর্ব্বক পূজ্যমান বিষ্ণুপ্রতিমাকে যে সকল মানব গিয়া দর্শন না করে, যমকিঙ্করগণ কর্ত্তৃক তাহারা দণ্ডনীয় হয় ॥ ২৩ ॥

অথ ভগবানের নিমিত্ত দ্রব্যদানমাহাত্ম্য ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া বিষ্ণুভক্তকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, সেই দান নির্ম্মল বলিয়া কথিত, কেবল তাহাতেই মোক্ষ সাধন হয় ॥

কূর্ম্মপুরাণে ॥

যে কোন দ্রব্য বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণকে দেওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুর নিমিত্ত হয় এবং তাহা অনন্ত ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

মহৎ অনুগ্রহের নিমিত্ত প্রেত এবং পতিত ব্যক্তির সম্বন্ধে নারা-

অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
অক্ষয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্তত্র দত্তং ন নশ্যতি।
যথা কথঞ্চিদ্‌যদ্দত্তং দেবদেবে জনার্দ্দনে।
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি পাত্রমেকো জনার্দ্দনঃ।
তত্রৈব তৃতীয়কাণ্ডে॥
সামান্যভক্ত্যা যদ্দত্তং তদ্ধি পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতি।
একান্তভাবোপগতৈর্মূর্দ্ধ্না দ্বিজবরোত্তমাঃ।
অনন্তো ভগবান্ বিষ্ণুস্তস্য কামবিবর্জ্জিতৈঃ।
যদেব দীয়তে কিঞ্চিত্তদেবাক্ষয়মুচ্যতে॥ ২৪॥

লিখিতং তত্র শ্রীভগবদর্থকিঞ্চিদ্দানেনাপি মহাফলং সিদ্ধেদিত্যাশয়েন সামান্যতো বিশেষতশ্চ ভগবদর্থদ্রব্যদানমাহাত্ম্যং লিখন্নাদৌ তত্র সামান্যতো লিখতি বিষ্ণুমিত্যাদিনা স্বয়মিত্যন্তেন॥ ২৪॥

য়ণের পূজা করিবেন, তাহাতেই তাঁহার অনুগ্রহ হইবে॥

যে দেব আদ্যন্তশূন্য, শঙ্খ চক্র গদাধর, অক্ষয় ও পদ্মলোচন, তাঁহাতে দত্ত বস্তু কখন নষ্ট হয় না॥

যে কোনরূপে হউক, দেবদেব জনার্দ্দনকে যাহা কিছু দেওয়া যায়, তাহার বিনাশ হয় না জানিতে হইবে, জনার্দ্দনই দানের একমাত্র পাত্র॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মেরই তৃতীয়কাণ্ডে॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মনুষ্য সামান্য ভক্তিসহকারে অনন্ত ভগবান্ বিষ্ণুকে যাহা কিছু দান করে, তিনি চরণদ্বয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন, একান্তভাবে যাহা কিছু অর্পণ করে, তিনি মস্তক দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন এবং কামনা পরিহার পূর্ব্বক যাহা নিবেদন করে, তাহাই অক্ষয় বলিয়া কথিত হয়॥ ২৪॥

পদ্ভ্যাং প্রতীচ্ছতে দেবঃ সকামেন নিবেদিতং ।
মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দত্তমকামেন দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥
তথৈবোক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারদেন ॥
ব্রহ্মা যম্ঋষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যং ।
অন্যে চ বিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ।
নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা রাজর্ষয়স্তথা ।
হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রভুঞ্জতে ।
কৃৎস্নস্তু তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি ।
যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাস্তু একান্তগতবুদ্ধিভিঃ ।
তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্নাতি বৈ স্বয়ং ॥ ২৬ ॥

প্রতীচ্ছতে স্বীকরোতি ॥ ২৫ ॥
যং হব্যং দেবেভ্যো দেয়ং । কব্যঞ্চ পিতৃভ্যো দেয়ং । চরণৌ প্রতি । একস্মিন্নেব ভগবতি অন্তং গতা নিষ্ঠাং প্রাপ্তা বুদ্ধির্যেষাং তৈঃ ॥ ২৬ ॥

হে দ্বিজোত্তম ! মনুষ্য কামনা করিয়া বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করে, তিনি চরণদ্বয় দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন এবং কামনারহিত হইয়া যাহা প্রদান করে, তিনি মস্তক দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন ॥ ২৫ ॥

মোক্ষধর্ম্মে নারদ ঐ প্রকারই কহিয়াছেন ॥

ব্রহ্মা যাহা ভোজন করেন, ঋষিগণ যাহা ভোজন করেন এবং স্বয়ং পশুপতি যাহা ভোজন করেন, তথা অন্যান্য প্রধান প্রধান দেব, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং রাজর্ষিগণ সর্ব্বদা বিধিযুক্ত যে হব্য কব্য ভোজন করেন, তৎসমুদায় সেই বিষ্ণুর চরণদ্বয়ে উপস্থিত হয় । একান্ত বুদ্ধি মানবগণ যে কোন ক্রিয়া করেন, তৎসমুদায় ভগবান্ স্বয়ং মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

অথ দানবিশেষফলং ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

একামপি নরো ধেনুং সবৎসাং বিধিপূর্ব্বকং।
দত্ত্বোদ্দেশেন কৃষ্ণস্থ প্রাপ্নোত্যেবাভিবাঞ্ছিতং ॥

নারসিংহে ॥

যো গাং পয়স্বিনীং বিষ্ণোঃ কৃষ্ণবর্ণাং প্রযচ্ছতি।
অশ্বমেধস্থ যজ্ঞস্থ ফলং প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ।
সর্ব্বপাপৈর্ব্বিরহিতঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ।
গবাং সহস্রদানস্থ ফলং প্রাপ্য দিবং ব্রজেৎ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

গবাং লোকমবাপ্নোতি ধেনুং দত্ত্বা পয়স্বিনীং।

অধুনা দ্রব্যবিশেষদানেন ফলবিশেষং লিখতি একামিত্যাদিনা সুখং ভবেদিত্যন্তেন। যদ্যপি গোদানাদিকমেতৎ কাদাচিৎকত্বান্নিত্যকর্ম্মমধ্যেঽত্র লিখিতুং নোপযুজ্যতে তথাপি

অথ দানবিশেষে ফলবিশেষ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে একটীমাত্র সবৎসা ধেনু বিধি পূর্ব্বক দান করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয় ॥

নৃসিংহপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর উদ্দেশে কৃষ্ণবর্ণা দুগ্ধবতী গাভী দান করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া হরির নিকট গমন করেন। অপর তিনি সর্ব্বপাপশূন্য, সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ করত স্বর্গে গমন করেন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

বাসুদেবের মন্দিরে দধি দুগ্ধ ঘৃতের নিমিত্ত দুগ্ধবতী ধেনু দান করিলে গোলোক প্রাপ্তি হয়। মধুপর্কের নিমিত্ত গোদান করিলে

দধিক্ষীরঘৃতার্থায় বাসুদেবস্য চালয়ে।
দত্ত্বা গাং মধুপর্কায় মহৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥
জলাশয়ং তথা কৃত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
সপুষ্পৈঃ সফলৈর্ব্বৃক্ষৈর্যুতং কৃত্বা জলাশয়ং॥
উদ্যানৈঃ পদ্মিনীষণ্ডৈরাশ্রমৈশ্চ মনোহরৈঃ।
শ্বেতদ্বীপমবাপ্নোতি পুনর্নাবর্ত্ততে ততঃ॥
দেবাগ্রে কারয়েদ্যস্তু রম্যামাপণবীথিকাং।
রাজা ভবতি লোকেষু বিজিতারির্মহাযশাঃ॥
নগরঞ্চ তথা কৃত্বা সাম্রাজ্যমধিগচ্ছতি।
শিবিকাং যে প্রযচ্ছন্তি তে প্রযান্ত্যমরাবতীং॥
অশ্বদাঃ স্বর্গলোকস্থা রাজন্তে দিবি সূর্য্যবৎ।
করীন্দ্রদানাচ্ছক্রস্য চিরাল্লোকাচ্চ্যুতো নরঃ॥

তত্তদ্দানেন নিত্যপূজাসিদ্ধেঃ পূজাদ্রব্যদানলিখনাচ্চ তত্তৎফলবিশেষাপেক্ষয়া সঙ্গতোঽত্রৈব লিখিতমিতি দিক্॥ ২৭॥

মহাফল প্রাপ্তি হয়। জলাশয় দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্তি হইয়া থাকে।

সপুষ্প ও সফলবৃক্ষসমন্বিত, তথা উদ্যান, পদ্মিনীসমূহে এবং মনোহর আশ্রম সকলে যুক্ত জলাশয় করিলে শ্বেতদ্বীপ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর অগ্রে মনোহর আপণবীথিকা প্রস্তুত করেন, তিনি সকলের মধ্যে শত্রুজয়ী মহাযশস্বী রাজা হন। আর নগর নির্ম্মাণ করিলে সাম্রাজ্য লাভ করেন॥

যাঁহারা বিষ্ণুকে শিবিকা প্রদান করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। অশ্বদান কর্ত্তা স্বর্গলোকস্থ হইয়া স্বর্গে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান হয়েন। মনুষ্য হস্তী দান করিলে চিরকালের পর ইন্দ্রলোক হইতে চ্যুত হইয়া

রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৭ ॥
বিষ্ণোরায়তনে দত্ত্বা তৎকথাপুস্তকং নরঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি বহুকালস্থিরং দ্বিজাঃ ॥ ২৮ ॥
পুস্তকাংশ্চ তথৈবান্যান্ যঃ প্রদদ্যান্নরস্ত্বিহ।
সারস্বতমবাপ্নোতি লোকং কালং তথা বহুং ॥ ২৯ ॥
স্বভৃতং বাচকং কৃত্বা দেবাগারে নরঃ সদা।
বিদ্যাদানফলং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণোঃ শঙ্খপ্রদানেন বারুণং লোকমশ্নুতে।
মানুষ্যমাসাদ্য তথা খ্যাতশব্দশ্চ জায়তে ॥
ঘণ্টাপ্রদানেন তথা মহদ্যশ উপাশ্নুতে।

তস্য বিষ্ণোঃ কথায়াঃ পুস্তকং শ্রীভাগবতাদি ॥ ২৮ ॥
ইহ বিষ্ণ্বায়তনে ॥ ২৯ ॥
স্বভৃতং বেতনাদিনা স্বায়ত্তীকৃতং ॥ ৩০ ॥
কূটাগারং মঞ্চগৃহং ॥ ৩১ ॥

পৃথিবীতে ধর্ম্মাত্মা পৃথ্বীপতি রাজা হয়েন ॥ ২৭ ॥

হে দ্বিজগণ! মনুষ্য বিষ্ণুমন্দিরে বহুকালস্থায়ী বিষ্ণুকথার পুস্তক শ্রীমদ্ভাগবতাদি দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২৮ ॥

যে মনুষ্য বিষ্ণুমন্দিরে অন্যান্য পুস্তক সকল প্রদান করেন, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত সরস্বতীসম্বন্ধীয় লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৯ ॥

যে মনুষ্য সর্ব্বদা বেতন দিয়া দেবালয়ে বাচক নিযুক্ত করেন, তিনি বিদ্যাদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হইয়া বাস করেন ॥ ৩০ ॥

বিষ্ণুকে শঙ্খ দান করিলে বরুণ লোক প্রাপ্ত হয়েন, পরে মনুষ্য-লোকে আসিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়া থাকেন। অপর ঘণ্টা প্রদান করিলে মহাযশঃ লাভ করেন, তথা মঞ্চগৃহ প্রদান করিলে নগরের অধিপতি

কূটাগারং তথা দত্ত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
দত্ত্বা তু দেবকর্ম্মার্থং নবাং বেদীং দৃঢ়াং শুভাং।
পার্থিবত্বমবাপ্নোতি দেবী হি পৃথিবী যতঃ।
তোরণং কারয়েদ্যস্তু দেবদেবালয়ে নরঃ।
লোকেষু তস্য দ্বারাণি ভবন্তি বিবৃতানি বৈ ॥ ৩২ ॥
দেববেশ্মোপযোগ্যানি শিল্পভাণ্ডানি যো নরঃ।
দদ্যাদ্বা বাদ্যভাণ্ডানি গণেশত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥
যঃ কুম্ভং দেবকর্ম্মার্থং নরো দদ্যান্নবং শুভং।
বারুণং লোকমাপ্নোতি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥
চতুরঃ কলসান্ দদ্যাদ্যস্তু দেবগৃহে নরঃ।

বেদীং ভগবদগ্রতঃ পূজোপকরণস্থাপনার্থমিষ্টকাদিনির্ম্মিতং স্থানবিশেষং ॥ ৩২ ॥
শিল্পভাণ্ডানি শিল্পনির্ম্মাণোচিতদ্রব্যাণি বাস্যাদীনি ॥ ৩৩ ॥
শুভমুৎকৃষ্টদ্রব্যনির্ম্মিতং সুন্দরম্বা ॥ ৩৪ ॥

হয়েন ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি দেবোত্তম বিষ্ণুর পূজোপকরণ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে ইষ্টকাদি দ্বারা দৃঢ় মনোহর নূতন বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তিনি পার্থিবত্ব অর্থাৎ নৃপতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু পৃথিবী দেবী বলিয়া বিখ্যাত। অপর যে মনুষ্য বিষ্ণুমন্দিরে তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, লোকসমূহে তাঁহার দ্বার সকল বিবৃত অর্থাৎ মুক্ত থাকে ॥ ৩২ ॥

যে মনুষ্য দেবগৃহের উপযুক্ত শিল্পভাণ্ড (বাসি অর্থাৎ কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র) সকল প্রদান করেন অথবা বাদ্যভাণ্ড দেন, তিনি গণেশত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

যে মনুষ্য দেবকর্ম্মের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মিত নূতন কলস অর্পণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বরুণলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৪ ॥

যে মনুষ্য দেবগৃহে চারিটী কলস দান করেন, তিনি নিশ্চয় চতুঃ-

চতুঃসমুদ্রবলয়াং স হি ভুঙ্‌ক্তে বসুন্ধরাং।
দত্ত্বৈকমপি বিপেন্দ্রাঃ কলসং সুসমাহিতঃ।
রাজা ভবতি ধর্ম্মাত্মা ভূতলে নাত্র সংশয়ঃ।
বারিধানীং তথা দত্ত্বা বারুণং লোকমশ্নুতে।
কমণ্ডলুপ্রদানেন যজ্ঞস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৫॥
মাত্রান্তু পরিচর্য্যার্থং নিবেদ্য হরয়ে তথা।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে॥ ৩৬॥
তালবৃন্তপ্রদানেন নির্ব্বৃতিং প্রাপ্নুয়াৎ পরাং।
মাল্যাধারং তথা দত্ত্বা ধূপাধারন্তথৈব চ।
গন্ধাধারং তথা পাত্রং কামানাং পাত্রতাং ব্রজেৎ।
সমুদ্রজানি পাত্রাণি দত্ত্বা বৈ তৈজসানি বা।

বারিধানীং লঘুকুটং॥ ৩৫॥
মাত্রাং দেবোপচারসামগ্রীং তদাধারদ্রব্যম্বা॥ ৩৬॥

সমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা ভোগ করিয়া থাকেন॥

হে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণগন! যে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যত্নবান্ হইয়া একটী-মাত্রও কলস অর্পণ করেন, তিনি ভূতলে রাজা হইবেন ইহাতে সংশয় নাই॥

বারিধানী অর্থাৎ লঘু ঘট দান করিলে বরুণলোক ভোগ হয়। কমণ্ডলু দান করিলে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়॥ ৩৫॥

মাত্রা অর্থাৎ দেবোপচার সামগ্রী, অথবা তদাধার দ্রব্য পরিচর্য্যার নিমিত্ত হরিকে দান করিলে সর্ব্বকামসমৃদ্ধি যজ্ঞের ফল ভোগ করেন॥ ৩৬॥

তালবৃন্ত প্রদান করিলে পরম সুখানুভব হয়। মাল্যাধার, ধূপাধার, গন্ধাধার এবং পাত্র দান করিলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগের পাত্র হয়॥

সমুদ্রজাত পাত্র এবং তৈজসজাত পাত্র দান করিলে, ঐশ্বর্য্য,

পাত্রং ভবতি কামানাং বিদ্যানাঞ্চ ধনস্য চ ।
শয়নাসনদানেন স্থিতিং বিন্দতি শাশ্বতীং ।
উত্তরচ্ছদদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
নরঃ সুবর্ণদানেন সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ।
রূপ্যদো রূপমাপ্নোতি বিশেষাৎ ভুবি দুর্ল্লভং ॥ ৩৭ ॥]
রত্নদানেন লোকেষু প্রামাণ্যমুপগচ্ছতি ।
অনড্বাহপ্রদানেন দশধেনুফলং লভেৎ ॥ ৩৮ ॥
অজাবিমহিষোষ্ট্রাণাং দানমশ্বতরস্য চ ।
সহস্রগুণিতং দানাৎ পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৩৯ ॥
বারুণং লোকমাপ্নোতি দত্ত্বা বস্তং দ্বিজোত্তমাঃ ।
অবিপ্রদানাচ্চ তথা তমেনং লোকমশ্নুতে ।

কামানামৈশ্বর্য্যভোগানাং পাত্রতামাশ্রয়তাং ॥ ৩৭ ॥
রত্নানি মৌক্তিকহীরকগোমেদেন্দ্রনীলপুষ্পরাগবৈদূর্য্যবিদ্রুমমরকতপদ্মরাগাদীনি ॥ ৩৮ ॥
পূর্ব্বপ্রোক্তাৎ ব্রাহ্মণসম্প্রদানকাদ্দানাৎ ॥ ৩৯ ॥

বিদ্যা ও ধনের পাত্র হয়। শয়ন ও আসন দান করিলে নিত্য স্থিতি লাভ হয়। উপরের আচ্ছাদন দান করিলে সমুদায় কামনা লাভ করে॥

মনুষ্য সুবর্ণ দান করিলে সর্ব্বপ্রকার কামনা প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ রূপ্যদানকর্ত্তা পৃথিবীতে দুর্ল্লভ রূপ লাভ করেন ॥ ৩৭ ॥

মনুষ্য রত্ন অর্থাৎ মৌক্তিক, হীরক, গোমেদ, (পীতবর্ণ মণিবিশেষ) ইন্দ্রনীল, পুষ্পরাগ, বৈদূর্য্য, বিদ্রুম, মরকত ও পদ্মরাগাদি মণি দান করিলে প্রামাণ্য প্রাপ্ত হয়, বৃষ প্রদান করিলে দশধেনু দানের ফল লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

অজ, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র এবং অশ্বতর দানে পূর্ব্বকথিত দান সকল হইতে সহস্র গুণ ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ছাগ দান করিলে বরুণলোক প্রাপ্ত হয়, মেষ প্রদানেও বরুণলোক লাভ হইয়া থাকে ॥

উষ্ট্রং বা গর্দ্দভং বাপি খরং বা যঃ প্রযচ্ছতি।
অলকাং স সমাসাদ্য পক্ষীন্দ্রৈঃ সহ মোদতে।
আরণ্যমৃগজাতীনাং তথা দানাচ্চ পক্ষিণাং।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সুভগশ্চ তথা ভবেৎ।
দাসং দত্ত্বা সুখে লোকে নেষ্টভ্রষ্টো বিজায়তে।
দাসীং দত্ত্বা তথা বিপ্রা নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
গণিকাং যে প্রযচ্ছন্তি নৃত্যগীতবিশারদাং।
সর্ব্বদুঃখবিনির্ম্মুক্তাস্তে প্রযান্ত্যমরাবতীং।
নৃত্যং দত্ত্বা তথাপ্নোতি রুদ্রলোকমসংশয়ং॥ ৪০॥
প্রেক্ষণীয়প্রদানেন শক্রলোকে মহীয়তে।
দুন্দুভিং যে প্রযচ্ছন্তি কীর্ত্তিমন্তো ভবন্তি তে।

বস্তং ছাগং। অবির্মেষঃ খরং গর্দ্দভবিশেষং পশ্চিমদেশে গোখরেতি প্রসিদ্ধং॥ ৪০॥ প্রেক্ষণীয়মিন্দ্রজালাদিগীতং দত্ত্বা গায়নদ্বারা গীতং গাপয়িত্বা। বীজানি শাকাদীনাং

যে ব্যক্তি উষ্ট্র, গর্দ্দভ অথবা গোখর (খচ্চর) দান করেন, তিনি কুবেরের পুরী প্রাপ্ত হইয়া পক্ষীন্দ্রগণের সহিত আনন্দানুভব করেন॥

অরণ্যমৃগ এবং পক্ষিগণের দান হেতু অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সৌভাগ্য বিশিষ্টও হইয়া থাকে॥

দাস দান করিলে সুখময় লোকে ইষ্ট ভ্রষ্ট হয় না। হে বিপ্রগণ! দাসী দান করিলেও তাহাই লাভ হয়, এবিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই॥

যাঁহারা নৃত্যগীতনিপুণা গণিকা দান করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অমরাবতীতে গমন করেন। নৃত্য দান করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই॥ ৪০॥

প্রেক্ষণীয় অর্থাৎ ইন্দ্রজাল প্রদান করিলে ইন্দ্রলোকে সুখানুভব করিবে। যাঁহারা দুন্দুভি দান করেন, তাঁহারা কীর্ত্তিমান্ হয়েন॥

দত্ত্বা ধান্যানি বীজানি শস্যানি বিবিধানি চ।
রূপকাণি চ তান্যেব প্রাপ্নুয়াৎ সুরপূজ্যতাং।
দত্ত্বা শাকানি রম্যাণি বিশোকস্ত্বভিজায়তে।
দত্ত্বা চ ব্যঞ্জনার্থায় তথোপকরণানি চ॥ ৪১॥
পুষ্পবৃক্ষং তথা দত্ত্বা দেশস্যাধিপতির্ভবেৎ।
ফলং বৃক্ষং তথা দত্ত্বা নগরাধিপতির্ভবেৎ॥
তথা॥
সুগন্ধসাধনানীহ পটবাসানি যো নরঃ।
দদাতি দেবদেবস্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।
কঙ্কতস্য প্রদানেন বিরোমস্ত্বভিজায়তে।
কূর্চ্চপ্রসাধনং কৃত্বা পরং মঙ্গলমশ্নুতে॥ ৪২॥

বীজানি। বীজরূপাণি ধান্যানি বা। শস্যানি ভোজ্যানি যবাদীনি। রূপকাণি অঙ্কুরিতানি॥ ৪১॥

পুষ্পবৃক্ষং পুষ্পপ্রধানকং বৃক্ষং। এবং ফলবৃক্ষং॥ ৪২॥

যিনি ধান্যের বীজ, বিবিধ শস্যের বীজ এবং বীজের অঙ্কুর সকল প্রদান করেন, তিনি দেবপূজ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥

যিনি রমণীয় শাক ও ব্যঞ্জনের নিমিত্ত উপকরণ সকল দান করেন, তিনি শোক হইতে নির্ম্মুক্ত হয়েন॥ ৪১॥

পুষ্পপ্রধান বৃক্ষ দান করিলে দেশের অধিপতি হয়, ফলবৃক্ষ দান করিলে নগরের অধিপতি হয়॥

যে মনুষ্য দেবদেব বিষ্ণুকে সুগন্ধসাধন ও পটবাস (গন্ধচূর্ণ) সকল দান করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন॥

কঙ্কতকের (চিরুণীর) দানে লোমশূন্য হয় এবং কূর্চ্চপ্রসাধন (ভ্রূমধ্যস্থ রোমচয়ের অলঙ্করণ) দান করিলে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥

বিস্মাপনীয়ং যৎকিঞ্চিদ্দত্ত্বাত্যন্তং সুখং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥
বস্ত্রালঙ্করণাদীনাং কৃষ্ণার্পণফলঞ্চ যৎ ॥
উপচারপ্রয়োগে প্রাক্ তত্র তত্র ব্যলেখি তৎ ॥ ৪৪ ॥
উপচারাশ্চ বিবিধাঃ শ্রীমদ্ভগবদর্চ্চনে।
শক্ত্যাশক্ত্যাদিভেদেন তান্ত্রিকৈর্বৈষ্ণবৈর্মতাঃ ॥ ৪৫ ॥
অথ বিবিধোপচারাঃ ॥
আগমে ॥
আসনস্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্যমাচমনীয়কং।

বিস্মাপনীয়ং আশ্চর্য্যাবহং ॥ ৪৩ ॥

অত্র লিখিতোঽপি বস্ত্রাদিদানফলভেদঃ পূর্ব্ববদর্পণপ্রকরণে লিখিতোঽত্রাপি তত্রৈব জ্ঞেয়ঃ ইত্যাশয়েন লিখতি বস্ত্রেতি ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্ববৎ কুর্য্যাৎ শক্তো ভগবদর্চ্চনমিতি যায়ং পূজায়াং লিখিতং তত্র শক্তৌ পূর্ব্বলিখিতৈঃ সর্ব্বৈরেবোপচারৈররর্চ্চনং কার্য্যং অশক্তৌ সংক্ষেপেণ কতিচিদেব কর্ত্তব্যমিত্যাশয়েনোপচারাণাং বহুবিধত্বং লিখতি উপচারাশ্চেতি। শক্তেরশক্তেশ্চ ভেদেন আদিশব্দাৎ কালদেশশ্রদ্ধাদিভেদেন চ বিবিধা মতাঃ ॥ ৪৫ ॥

সার্ঘ্যে অর্ঘ্যসহিতে। অর্ঘ্যৈকৈকমিত্যর্থঃ। এবং ষোড়শ ॥ ৪৬ ॥

আশ্চর্য্যজনক যে কোন দ্রব্য অর্পণ করিলে অতিশয় সুখ লাভ হয় ॥ ৪৩ ॥

বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলে যে ফল হয়, পূর্ব্বে উপচার প্রদানে সেই সেই স্থানে লেখা হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

ভগবানের অর্চ্চন বিষয়ে উপচার বিবিধ প্রকার, তান্ত্রিক বৈষ্ণবগণ সমর্থাসমর্থভেদে ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অথ নানাবিধ উপচার ॥

তন্ত্রে ॥

আসন, স্বাগত (কুশল প্রশ্ন), অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক

মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ।
সুগন্ধসুমনোধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥ ৪৬ ॥
অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনমধুপর্কাচমান্যপি।
গন্ধাদয়ো নিবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥
গন্ধাদিভির্নিবেদ্যান্তৈঃ পূজা পঞ্চোপচারিকী।
সপর্য্যাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ ॥ ৪৮ ॥
ক্বচিচ্চ ॥
আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কং।
স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ।
প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃ পরং।
প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ ॥ ৪৯ ॥

অর্ঘ্যাদীনি পঞ্চ গন্ধাদয়শ্চ পঞ্চ ইত্যেবং দশ ॥ ৪৭ ।
ত্রিবিধা উপচারাণাং ষোড়শাদিনা ভেদত্রয়েণ ত্রিপ্রকারাঃ ॥ ৪৮ ॥
ষোড়শত্বেব মতান্তরং লিখতি আসনেতি। পুষ্পস্য পুষ্পাঞ্জলেশ্চৈক্যেন ষোড়শ ॥ ৪৯ ॥

আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন, পূজাবিষয়ে এই ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে ॥ ৪৬ ॥

অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ক্রমে এই দশ উপচার অর্পণ করিবে ॥ ৪৭ ॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য পর্য্যন্ত পূজাকে পঞ্চোপচারিকা পূজা বলে। পূজা তিন প্রকার কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে কোন প্রকার হউক একটী আচরণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

কোন স্থানে ॥

আসন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জন, এই ষোড়শ উপচার ॥ * ॥ ॥ ৪৯ ॥

* পুষ্প ও পুষ্পাঞ্জলি এই দুই ঐক্যপ্রযুক্ত ষোড়শ হইবে ॥

কেচিচ্চাহুশ্চতুঃষষ্টিমুপচারান্মমার্চ্চনে।
তেষ্বনেকপ্রকারেষু প্রকারৈকোঽত্র লিখ্যতে ॥ ৫০ ॥
সুখসুপ্তস্য কৃষ্ণস্য প্রাতরাদৌ প্রবোধনং।
বেদঘোষণবীণাদিবাদ্যৈর্বন্দিস্তবৈরপি। ১।
জয়শব্দা। ২। নমস্কারা ৩। মঙ্গলারাত্রিকং। ৪। ততঃ।
আসনং। ৫। দন্তকাষ্ঠঞ্চ। ৬। পাদ্যা। ৭। র্ঘ্যা।৮। চমনান্যপি। ৯।
ততশ্চ মধুপর্কাঢ্যাচমনং। ১০। পাদুকার্পণং। ১১।
অঙ্গমার্জ্জন। ১২। মভ্যঙ্গো। ১৩। দ্বর্ত্তনে ১৪। স্নপনং জলৈঃ। ১৫।
ক্ষীরেণ।১৬। দধ্না। ১৭। হবিষা। ১৮। মধুনা। ১৯। সিতয়া তথা।২০

অনেকপ্রকারভেদা যেষাং তেষু উপচারেষু মধ্যে একঃ প্রকারোঽত্র গ্রন্থে লিখ্যতে ॥৫০ প্রবোধনমিত্যাদিভিঃ প্রথমান্তপদৈরুপচারাঃ। তত্রৈকবচনান্তেনৈকঃ দ্বন্দ্বসমাসে দ্বিবচনান্তেন দ্বৌ বহুবচনান্তেন চ বহবঃ। তৃতীয়ান্তপদৈশ্চ প্রায় উপচারস্য সাধনং কচিচ্চ তস্য ভেদোঽপি জ্ঞেয়ঃ মধুপর্কেণাঢ্যং সহিতমাচমনমিতি তয়োর্দ্বিত্বেঽপি মধুপর্কানন্তরমাচমনস্যাবশ্যাপেক্ষত্বাদৈক্যাভিপ্রায়েণৈক এবোপচারঃ। অঙ্গমার্জ্জনং পর্য্যুষিতানুলেপনাদিরূপ শ্রীগাত্রমলোত্তারণং। অভ্যঙ্গস্তৈলাভ্যঙ্গনং। তৈলমর্দ্দনেনেতি বা পাঠঃ। অভ্যঙ্গো বিশেষতঃ তৈলাদিনা শ্রীমস্তকাভ্যঞ্জনং। উদ্বর্ত্তনঞ্চ তৈলাদ্যপসারণং। জলৈঃ সুগন্ধ পুষ্পোদকাদিভিঃ স্নপনস্যৈকবিধত্বেঽপি জলভেদেন ক্ষীরাদিভেদেন চ সপ্তধা সপ্তোপচারা

কেহ কেহ আমার অর্চ্চনবিষয়ে চতুঃষষ্টি উপচার বলিয়া থাকেন, সেই সকল অনেক প্রকার হইলেও তাহাদের মধ্যে এই গ্রন্থে এক প্রকার লিখিত হইতেছে ॥ ৫০ ॥

সুখসুপ্ত শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রাতঃকালে বেদধ্বনি, বীণাদির বাদ্য, ও বন্দিগণের স্তব দ্বারা প্রবোধন। ১। জয়শব্দ। ২। নমস্কার। ৩। মঙ্গল আরাত্রিক।৪। আসন। ৫। দন্তকাষ্ঠ। ৬। পাদ্য। ৭। অর্ঘ্য।৮। আচমন। ৯। মধুপর্কসমন্বিত আচমন। ১০। পাদুকার্পণ। ১১। অঙ্গ মার্জন অর্থাৎ পর্য্যুষিত অনুলেপনাদিরূপ শ্রীগাত্রমলের উত্তারণ।১২। অভ্যঙ্গ (তৈলাভ্যঙ্গন)। ১৩। উদ্বর্ত্তন (তৈলাদ্যপসারণ)। ১৪।

মন্ত্রপূতৈঃ পুনর্বার্ভি। ২১। রঙ্গবাসো। ২২। হথ বাসসী। ২৩।
উপবীতং। ২৪। পুনশ্চাচমনীয়ং। ২৫। চানুলেপনং। ২৬।
ভূষণং। ২৭। কুসুমং।২৮। ধূপো।২৯। দীপো।৩০। দৃষ্ট্যপসারণং।৩১
নৈবেদ্যং।৩২। মুখবাসস্ত।৩৩। তাম্বূলং। ৩৪। শয়নোত্তমং। ৩৫।
কেশপ্রসাধনং। ৩৬। দিব্যবস্ত্রাণি। ৩৭। মুকুটং মহৎ।৩৮।
দিব্যগন্ধানুলেপশ্চ। ৩৯। কৌস্তভাদিবিভূষণং। ৪০।
বিচিত্রদিব্যপুষ্পাণি। ৪১। মঙ্গলারাত্রিকং ততঃ। ৪২।
আদর্শঃ। ৪৩। সুখযানেন মণ্ডপাগমনোৎসবঃ। ৪৪।
সিংহাসনোপবেশশ্চ। ৪৫। পাদ্যাদ্যৈঃ পুনরর্চ্চনং। ৪৬।
পুনর্ধূপাদ্যর্পণেন প্রাগ্বন্নৈবেদ্যমুত্তমং। ৪৭।

ইত্যেবং শিষ্টসম্প্রদায়াচারোঽনুসর্ত্তব্যঃ। অঙ্গবাসঃ শ্রীমদঙ্গজলমার্জ্জনার্থং বস্ত্রং। বাসসী পরিধানোত্তরীয়ে। দৃষ্টেঃ দুষ্টলোকাবলোকস্য অপসারণং সর্ষপাদিভির্নির্মঞ্ছনেনোত্তারণং। শয়নোত্তমং দিব্যশয্যা। মহারাজোপচারান্ লিখতি দিব্যবস্ত্রাণীত্যাদিনা আদর্শ ইত্যন্তেন। দিব্যানি বিচিত্রাণি কঞ্চুকোষ্ণীষাদিরূপাণি বহূনি। মণ্ডপে বহিঃপ্রাসাদে আগমনমেবোৎ·

সুগন্ধি পুষ্পোদকে স্নান। ১৫। দুগ্ধস্নান। ১৬। দধিস্নান। ১৭। ঘৃত-স্নান। ১৮। মধুস্নান। ১৯। শর্করাস্নান। ২০। পুনরায় মন্ত্রপূত জল দ্বারা স্নান। ২১। অঙ্গবাস (শ্রীমৎ অঙ্গজল মার্জনার্থ বস্ত্র) ।২২। পরিধানবস্ত্র এবং উত্তরীয়বস্ত্র। ২৩। যজ্ঞসূত্র। ২৪। পুনরাচমনীয়।২৫। অনুলেপন। ২৬। ভূষণ। ২৭। পুষ্প। ২৮। ধূপ। ২৯। দীপ। ৩০। দৃষ্ট্যপসারণ অর্থাৎ দুষ্টলোকের অবলোকনের অপসারণ। ৩১। নৈবেদ্য। ৩২। মুখবাস। ৩৩। তাম্বূল। ৩৪। উৎকৃষ্ট শয্যা। ৩৫। কেশপ্রসাধন। ৩৬। উত্তম বস্ত্র। ৩৭। উত্তম মুকুট। ৩৮। উত্তম গন্ধা-নুলেপ। ৩৯। কৌস্তুভাদি ভূষণ। ৪০। বিচিত্র দিব্য পুষ্প। ৪১। মঙ্গল আরাত্রিক। ৪২। দর্পণ। ৪৩। উত্তম যানে আরোহণ করাইয়া মণ্ডপগমনোৎসব। ৪৪। সিংহাসনের উপরি উপবেশন। ৪৫। পাদ্যাদি দ্বারা পুনর্ব্বার অর্চ্চন। ৪৬। পুনর্ধূপার্পণাদি দ্বারা পূর্ব্বের

ততশ্চ দিব্যতাম্বূলমহানীরাজনং পুনঃ। ৪৮।
চামরব্যজনচ্ছত্রং। ৪৯। গীতং। ৫০। বাদ্যঞ্চ। ৫১। নর্ত্তনং।৫২ ॥৫১॥
প্রদক্ষিণং। ৫৩। নমস্কারঃ। ৫৪। স্তুতিঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ।১৫
তয়োশ্চ স্থাপনং মূর্দ্ধ্নি। ৫৬। তীর্থনির্ম্মাল্যধারণং। ৫৭।
উচ্ছিষ্টভোজনং। ৫৮। পাদসেবোদ্দেশোপবেশনং। ৫৯।
নক্তং শয্যাবিনির্ম্মাণং দিব্যৈর্ব্বিবিধসাধনৈঃ। ৬০।
হস্তপ্রদানং। ৬১। শয়নস্থানাগমমহোৎসবঃ। ৬২।
শয্যোপবেশনং শ্রীমৎপাদক্ষালনপূর্ব্বকং ॥
গন্ধপ্রসূনতাম্বূলার্পণ নীরাজনোৎসবঃ। ৩৬।

সবঃ বিশেষতোঽত্রোৎসবপ্রয়োগেণ গীতবাদ্যাদিপূর্ব্বকতা সূচিতা। পাদ্যাদীনাং পৃথক্ত্বেন পুনর্যুগপদর্পণাদেকোনৈবেক এবোপচারঃ কচিচ্চ নিত্যসাহচর্য্যাভাবাৎ পৃথগুপচারনির্দ্দেশ ইতি দিক্ ॥ ৫১ ॥

পাদয়োঃ শ্রীচরণাব্জয়োঃ যা সেবা সম্বাহনাদিরূপা তদুদ্দেশেনোপবেশনমুপবেশঃ। বিবিধৈঃ সুসন্ধিচূর্ণাদিসুবাসিতকোমলবস্ত্রান্তঃপুষ্পবিরচনাদিভিঃ সাধনৈঃ হস্তপ্রদানং শয়ন

ন্যায় উত্তম নৈবেদ্যার্পণ। ৪৭। তাহার পর পুনরায় উত্তম তাম্বূল প্রদান পূর্ব্বক মহানীরাজন।৪৮। চামরব্যজন ছত্র। ৪৯। গীত। ৫০। বাদ্য। ৫১। নৃত্য। ৫২। ॥ ৫১ ॥

প্রদক্ষিণ। ৫৩। নমস্কার। ৫৪। শ্রীচরণাব্জদ্বয় সমীপে স্তুতি।৫৫। শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় মস্তকে স্থাপন। ৫৬। মস্তকে পবিত্র নির্ম্মাল্য ধারণ। ৫৭। উচ্ছিষ্ট ভোজন। ৫৮। পাদসেবার উদ্দেশে উপবেশন অর্থাৎ চরণদ্বয়ের সম্বাহনাদি সেবার উদ্দেশে উপবেশন। ৫৯। রাত্রিকালীন উত্তম উত্তম নানা প্রকার সুগন্ধি চূর্ণাদি সুবাসিত কোমলবস্ত্রের মধ্যে পুষ্পরচনাদি সাধনদ্বারা শয্যা নির্ম্মাণ। ৬০। শয়নস্থানে শুভগমনার্থ হস্ত প্রদান অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের যোজন। ৬১। শয়নস্থানে আগমনের মহোৎসব। ৬২। শ্রীমৎপাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শয্যায় উপবেশন এবং গন্ধ

শেষপর্য্যঙ্কশয়নপাদসম্বাহনাদিকং। ৬৪।
ক্রমেণৈতে চতুঃষষ্টিরুপচারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৫২॥
সদাচারানুসারেণ যদ্যদাচর্য্যতে স্বয়ং।
নিত্যকর্ম্মাদিকং তত্তৎ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি কারয়েৎ॥ ৫৩॥
অতোঽত্রালিখিতং যদ্যদুপচারাদিকং পরং।

স্থানে শুভাগমনার্থং হস্তযোজনং। শয্যায়ামুপবেশনং। শ্রীমৎপাদয়োঃ ক্ষালনঞ্চ পূর্ব্বগাদৌ যস্য তাদৃশং। গন্ধাদ্যর্পণেন নীরাজনরূপোৎসবঃ॥॥ ৫২॥

তত্র তত্রানুক্তমপ্যুপচারাদিকং শিষ্টাচারদৃষ্ট্যা লিখতি সদাচারেতি দ্বাভ্যাং। যদ্যন্নিত্যকর্ম্ম আদিশব্দাজ্জন্মাদিকৃত্যঞ্চ। তথা তত্র তত্র কালদেশাদিভেদেন যদ্যথা স্বয়ং ক্রিয়তে তচ্চ সর্ব্বং॥ ৫৩॥

অতোঽস্মাদ্ধেতোঃ পরমন্যদুপচারাদিকং অত্র গ্রন্থে যদ্যল্লিখিতং নাস্তি তচ্চ স্নানাৎ পূর্ব্বং কেশপ্রসাধনং স্নানার্থঞ্চ ধৌতবস্ত্রপরিধাপনং ভোজনে চাদৌ পীঠাদ্যর্পণং ভোজনান্তে চ জলগণ্ডূষার্পণং সুগন্ধিতাম্বূলমিত্যেবমাদিকং নিত্যকর্ম্ম। তথা জন্মদিনে তিলস্নানাদি তথা নবান্নাদিকালে নবান্নপ্রাশনাদিকং চেত্যেবমাদিকং মাসাদিকৃত্যং জানীয়াৎ। তচ্চ লোকস্য রীতের্ব্যবহারক্রমস্যানুসারতঃ। শীতকালে উষ্ণদ্রব্যং শীতনিবারণার্থং তদ্যোগ্যবস্ত্রং জলদঙ্গারস্থাল্যাদিকমুষ্ণকালে চ শীতলং দ্রব্যং হিমাদিকঞ্চ সমর্পয়েৎ। ভোজনানন্তরং ক্ষণং সুখবিশ্রামার্থং শয্যাবিস্তারণাদিবিবিক্ততাপাদনং তত্রাপি চশীতকালেঽল্পকালং গ্রীষ্মে চ বহুকালং উত্থাপনানন্তরঞ্চ পাদ্যাচমনীয়াদিকং কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যপেয়াদিক-

পুষ্প তাম্বূলার্পণ সহকারে নীরাজনোৎসব। ৬৩। এবং শেষপর্য্যঙ্কে শয়ন ও পাদসম্বাহনাদি। ৬৪। ক্রমে এই চতুঃষষ্টি উপচার কীর্ত্তন করিলাম॥ ৫২॥

যে যে উপচার উক্ত হয় নাই, তাহা তাহা শিষ্টদিগের আচার অনুসারে জানিতে হইবে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের যে যে নিত্যকর্ম্ম এবং জন্মাদির কৃত্য স্বয়ং করিয়া থাকেন, সদাচারানুসারে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিবেন॥ ৫৩॥

অতএব এস্থানে অন্য যে সকল উপচার লেখা হয় নাই, সেই সমু-

সর্ব্বং তত্তচ্চ জানীয়াল্লোকরীত্যনুসারতঃ ॥ ৫৪ ॥
উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা।
ভক্তেনার্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি ॥ ৫৫ ॥

অথালব্ধসমাধানং ॥

তন্ত্রে ॥

উপচারোক্তবস্তূনামুপসংগ্রহণে বিধিঃ।
দ্রব্যাণামপ্যভাবে তু পুষ্পাক্ষতযবৈঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫৬ ॥
অর্চ্চোপচারবস্তূনামভাবে সমুপস্থিতে।

কার্পাসিত্যাদিশিষ্টাচারাদ্বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

নন্থ পঞ্চস্বপ্যুপচারেষু যদি কশ্চিন্ন সিদ্ধ্যেত্তর্হি কিং কার্য্যমিত্যপেক্ষায়াং লিখতি উক্তানামিতি শাস্ত্রপ্রতিপাদিতানাং। তৈরুপচারৈঃ যথালব্ধৈঃ যেনানায়াসতঃ প্রাপ্তৈস্তৈর্যৈচালব্ধাস্তৈরন্তর্ভাবিতৈর্মানসিকৈরিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

উপসংগ্রহণে সমাধানে বিধিরয়ং। তমেবাহ দ্রব্যাণামিতি। পুষ্পাদিভিরপি ক্রিয়াঃ পূজাকর্ম্মাণি ভবন্তি। তত্তদ্দ্রব্যস্থানে পুষ্পাদিনৈবার্চ্চয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

পুষ্পাদ্যভাবে চ জলেনৈব সিদ্ধ্যন্তীত্যাহ অর্চ্চেতি ॥ ৫৭ ॥

দায় লোকব্যবহারে জানিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

উক্ত পঞ্চ উপচার সকলের মধ্যেও যে যে দ্রব্যের অভাব হইবে, ভক্ত যথালব্ধ এবং মানস কল্পিত দ্রব্য দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৫৫ ॥

অথ উপচার অলাভ হইলে তাহার সমাধান ॥

তন্ত্রে ॥

উপচারোক্ত বস্তু সকলের সমাধানে এই বিধি যে, দ্রব্য সকলের অভাবেতেও পুষ্প,আতপ তণ্ডুল এবং যবাদি দ্বারা ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৫৬ ॥

পূজোপকরণ বস্তু সকলের অভাব উপস্থিত হইলে নির্ম্মল জল

নির্ম্মলেনোদকেনৈব দ্রব্যসম্পূর্ণতা ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
উপচারেষু দ্রব্যেষু যৎকিঞ্চিদ্দুষ্করং বুধঃ।
তৎসর্ব্বং মনসা বুদ্ধ্যা পুষ্পক্ষেপেণ কল্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
এতেষু চোপচারেষু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতং।
যদসম্পন্নমেতেষাং মনসা তু প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং তুলসীমাহাত্ম্যে ॥
যদ্যন্ন্যূনং ভবত্যেব রামারাধনসাধনং।
তুলসীদলমাত্রেণ যুক্তং তৎ পরিপূর্য্যতে ॥ ৬০ ॥
একাদশস্কন্ধে চ শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

জলাভাবে চ তত্তদ্ধ্যানেনৈব সিদ্ধ্যন্তীত্যাহ উপচারেষ্বিতি। মনসা যা বুদ্ধিভাবনা তয়া যদ্বা বুদ্ধ্যা যৎ পুষ্পং তস্য মনসৈব প্রক্ষেপেণ কল্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

কিন্তু তত্র বিত্তশাঠ্যং ন কার্য্যমিত্যাহ এতেষ্বিতি। বিত্তশাঠ্যং বিত্তে সতি গৌণোপচারেঽকিঞ্চনবৎ প্রবৃত্তিস্তদ্বিবর্জ্জিতং যথা স্যাত্তথা প্রকল্পয়েৎ। বিবর্জ্জিত ইতি প্রথমান্তো বা পাঠঃ ॥ ৫৯ ॥

যুক্তং সম্বদ্ধং সৎ ॥ ৬০ ॥

দ্বারাই দ্রব্য সকলের সম্পূর্ণতা হয় ॥ ৫৭ ॥

উপচার দ্রব্য সকলের মধ্যে যে দ্রব্য দুর্ল্লভ হইবে, পণ্ডিত ব্যক্তি মনের দ্বারাই বুদ্ধিভাবিত পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া সেই সেই দ্রব্য কল্পনা করিবেন ॥ ৫৮ ॥

এই সমুদায় উপচারের মধ্যে বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ করিয়া যাহা অসম্পন্ন হইবে, তাহা মনের দ্বারা কল্পনা করিবে ॥ ৫৯ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় তুলসীমাহাত্ম্যে ॥

হে রাম! যে যে পূজোপকরণই ন্যূন হইবে, তাহা তাহা তুলসীদলমাত্র যুক্ত হইয়াই পরিপূর্ণ হইবে ॥ ৬০ ॥

একাদশস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্ম্মদযাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈব হি।
ততোঽনুজ্ঞাং প্রভোঃ প্রার্থ্য দণ্ডবত্তং প্রণম্য চ।
সায়ং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং সুখং সুপ্যাৎ প্রভুং স্মরন্॥ ৬১॥
অথ শয়নবিধিঃ॥
আগমে॥
নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ।
অনাদ্যন্তে সদানন্তে ফণামণিবিশোভিতে।

প্রসিদ্ধৈঃ প্রকর্ষেণ সিদ্ধৈঃ সুশোভনৈরিত্যর্থঃ। যদ্বা প্রখ্যাতৈরেব গন্ধচন্দনপুষ্পাদিভিঃ। অতস্তত্তদ্বিশেষনির্দ্দেশেনালমিত্যর্থঃ। অমায়িনঃ নিষ্কামস্য ভক্তস্য চেতি সম্বন্ধঃ। যদ্বা। শাঠ্যহীনস্য জনস্যেতি তত্র বিত্তশাঠ্যমবশ্যং বর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। ভক্তস্য তু যথালব্ধৈঃ যথোপপন্নৈঃ যত্তু চন্দনাদি সর্ব্বথা ন লভ্যতে তস্য হৃদি ভাবেন ভাবনয়া॥ ৬১॥
দ্বিরুপস্পৃশেৎ বারদ্বয়মাচমনং কুর্য্যাৎ। অমৃতস্য সুধায়াঃ আসারঃ ধারাসম্পাতঃ তদ্বদাচরন্তীং গিরং সুচিরং পিবন্তং সংস্মৃত্য। শয়নং শয্যাং॥ ৬২॥

নিষ্কাম ভক্তের যথালব্ধ প্রসিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা ও হৃদিস্থিত ভাব দ্বারা অর্থাৎ কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে মনোমধ্যে সেই দ্রব্য-কল্পনা করিয়া প্রতিমাদিতে যে আমার অর্চ্চনা তাহাই প্রসিদ্ধ কল্প॥

অনন্তর প্রভুর নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া দণ্ডের ন্যায় প্রণাম পূর্ব্বক যথাযোগ্য সায়ংকালীন ভোজন সমাধান করত প্রভুকে স্মরণ করিতে করিতে শয্যায় সুখে শয়ন করিবে॥ ৬১॥

অথ শয়নবিধি॥

তন্ত্রে॥

যিনি সর্ব্বদা ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে আদ্যন্তশূন্য, ফণামণিসুশোভিত অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নির্গুণ, নির্ম্মল, বিশ্বমূর্ত্তি

ক্ষিরাব্ধিমধ্যে যঃ শেতে স মাং রক্ষতু মাধবঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং দেহমাপাদতলমস্তকং।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিশ্চ পাতু মাং গরুড়ধ্বজঃ।
ইতি রক্ষাং পুরস্কৃত্য স্বপেদ্বিষ্ণুমনুস্মরন্॥
কিঞ্চান্যত্র॥
অদ্ভিঃ শৌচবিধিং বিধায় চরণৌ প্রক্ষাল্য চোপস্পৃশে-
দ্দ্বিঃ সংস্মৃত্য জগৎপতিং ব্রজপতিং শ্রীবল্লবীবল্লভং।
রাধায়াঃ সুচিরং পিবন্তমমৃতাসারায়মাণং গিরং
বস্ত্রেণাঙ্ঘ্রি যুগং প্রমৃজ্য শয়নস্থানাদ্য সদ্যঃ স্বপেৎ॥ ২॥
কিঞ্চ॥
রামং স্কন্দং হনুমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরং।
শয়নে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুঃস্বপ্নং তস্য নশ্যতি।

ধারী, অব্যয় মাধব আমাকে রক্ষা করুন॥

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বশক্তিধারী গরুড়ধ্বজ বাহ্য ও অভ্যন্তরের সহিত পাদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন॥

এইরূপ রক্ষা বিধান করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিবে॥

আরও অন্যস্থানে॥

জলের দ্বারা শৌচ বিধান পূর্ব্বক চরণদ্বয় প্রক্ষালন ও দুইবার আচমন করিয়া জগৎপতি, ব্রজপতি, শ্রীবল্লবীবল্লভ, যিনি সুচির কাল শ্রীরাধার অমৃতধারাময় বাক্য পান করিতেছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা পদদ্বয় মার্জন করত সদ্যঃ শয্যায় গিয়া শয়ন করিবে॥ ৬২॥

আরও॥

যিনি নিত্য শয়নকালে রাম, কার্ত্তিকেয়, হনূমান্, বৈনতেয় ও বৃকোদরকে স্মরণ করেন তাঁহার দুঃস্বপ্ন নাশ হয়॥

অপিচ স্কান্দপাদ্ময়োঃ ॥
ঋতুকালাভিগামী যঃ স্বদারনিরতশ্চ যঃ।
স সদা ব্রহ্মচারীহ বিজ্ঞেয়ঃ সন্ গৃহাশ্রমী ॥ ৬৩ ॥
ঋতুঃ ষোড়শ যামিন্যশ্চতস্রস্তাসু গর্হিতাঃ।
পুত্রাস্তাস্বপি যুগ্মাসু অযুগ্মাঃ কন্যকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৪ ॥
ত্যক্ত্বা চন্দ্রমসং দুষ্টং মঘাং মূলাং বিহায় চ।
শুচিঃ সন্নিবিশেৎ পত্নীং পুন্নামর্ক্ষে বিশেষতঃ।
শুচিঃ পুত্রং প্রসূয়েত পুরুষার্থপ্রসাধকং ॥ ৬৫ ॥

ইহ গৃহাশ্রমেঽপি স এব সন্ উত্তমঃ গৃহাশ্রমী চ গৃহী বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

তাসু অগর্হিতাস্বপি যামিনীষু মধ্যে যুগ্মাঃ ঋতুদর্শনাৎ পরা ষষ্ঠ্যাদ্যা যামিন্যঃ পুত্রাঃ পুত্রোৎপাদিকা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

পুন্নামর্ক্ষং নক্ষত্রদশকং। তদুক্তং বার্হস্পত্যে। সর্পাচ্চতুষ্কং রৌদ্রঞ্চ যাম্যং ত্বাষ্ট্রত্রিকং তথা। বৈশ্বেন্দ্রবাসবং পৌষ্ণং স্ত্রীলিঙ্গাঃ সমুদাহৃতাঃ। সৌম্য বারুণ মূলানি নপুংসকদিনান্যপি। শেষাঃ পুংলিঙ্গতাং প্রাপ্তাস্তারাঃ সুর শচীপত ইতি। অতোঽশ্বিনী কৃত্তিকা রোহিণী পুনর্ব্বসু পুষ্যা হস্তানুরাধা শ্রবণা পূর্ব্বভাদ্রোত্তরভাদ্রপদানীতি দশ ॥ ৬৫ ॥

আরও স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে ॥

যিনি ঋতুকালে ভার্য্যায় অভিগমন করেন ও যিনি নিজভার্য্যায় অনুরক্ত সেই সাধু গৃহাশ্রমিকে সর্ব্বদা ব্রহ্মচারী জানিতে হইবে ॥৬৩॥

স্ত্রীলোকের ঋতু ষোড়শ রাত্রি, তাহার মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি নিন্দনীয় তদ্ব্যতিরিক্ত যুগ্মা রাত্রি পুত্রোৎপাদিকা, অযুগ্মা রাত্রি কন্যোৎপাদিকা বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥

অশুদ্ধ চন্দ্র এবং মঘা ও মূলা নক্ষত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশেষতঃ পুরুষ নামক দশ নক্ষত্রে * শুচি হইয়া পত্নীতে উপগত হইবেন। তাহা হইলে পবিত্র পুত্র প্রসব হয় ॥ ৬৫ ॥

* অশ্বিনী, কৃত্তিকা, রোহিণী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, অনুরাধা, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ এই দশ পুরুষ নক্ষত্র ॥

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসম্বাদে ॥

কৃতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী।
গচ্ছেচ্ছয্যামস্ফুটিতামেকদারুময়ীং নৃপ।
নাবিশালাং ন বৈ ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাং ॥ ৬৬ ॥
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ।
যদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতস্তু রোগদং।
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে।
পুন্নামর্ক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥ ৬৭ ॥
নাস্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাং।

শয্যাং খট্টাং। অস্ফুটিতাং অবিদীর্ণাং ॥ ৬৬ ॥
ঋতুদর্শনাৎ পরাসু ষষ্ঠ্যাদ্যাসু রাত্রিষু তত্রাপি জ্যেষ্ঠাসু উত্তরোত্তরশুভাসু ॥ ৬৭ ॥
অস্নাতাং চাণ্ডালাদিস্পর্শেঽপ্যকৃতস্নানাং। রজস্বলাং চতুর্থরাত্রিপ্রভৃত্যনুপরতরজসং।

বিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগরসম্বাদে ॥

হে রা ন্! গৃহী ব্যক্তি পাদাদি শৌচ বিধান পূর্ব্বক সায়ংকালে ভোজন করিয়া অবিদীর্ণা, এক দারুময়ী খট্টায় শয়ন করিবে ॥

কিন্তু যাহা সঙ্কীর্ণ, ভগ্ন, অসম, মলিন, জন্তুময়ী এবং বিস্তৃত নয় এমত শয্যায় শয়ন করিবেন না ॥ ৬৬ ॥

হে রাজন্! সর্ব্বদাই পুরুষের পূর্ব্বদিকে অথবা দক্ষিণদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করা প্রশস্ত, ইহা ভিন্ন বিপরীত দিকে মস্তক করিলে রোগ হয় ॥

হে মহীপাল! ঋতুকালে পুরুষ নক্ষত্রে, পবিত্র সময়ে এবং ছয় রাত্রি অবধি করিয়া উত্তরোত্তর যুগ্ম রাত্রি সকলে স্বীয় পত্নীতে গমন করা প্রশস্ত ॥ ৬৭ ॥

যে স্ত্রী অস্নাতা অর্থাৎ চণ্ডালাদি স্পর্শেও অকৃতস্নানা, পীড়িতা,

নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গুর্ব্বিণীং ॥ ৬৮ ॥
নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতং।
ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভির্গুণৈর্যুতঃ ॥ ৬৯ ॥
স্নাতঃ স্রগ্‌গন্ধধৃক্‌ প্রীতো নাধ্যাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা।
সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥ ৭০ ॥
চতুর্দ্দশ্যষ্টমীচৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ।
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্‌।
বিন্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং নৃপ ॥
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।

অনিষ্টাং সদ্যোনিবিষ্টাং অপ্রশস্তাং পরিবাদাদিযুতাং ॥ ৬৮ ॥
অদক্ষিণাং অননুকূলাং ॥ ৬৯ ॥
আধ্যাতঃ অতিতৃপ্তঃ সকামঃ রিরংসুঃ। সানুরাগঃ স্ত্রিয়াং প্রীতিমান্‌ ব্যবায়ং সুরতং ॥৭০॥
অন্যযোনৌ গবাশ্বাদিযোনৌ দেবদ্বিজগুরূণামাশ্রমী তেষাং গৃহে স্থিতঃ ॥ ৭১ ॥

রজস্বলা অর্থাৎ চতুর্থ রাত্রি পর্য্যন্ত অনুপরক্ত রজস্কা, সদ্য নিবিষ্টা অর্থাৎ তৎকালে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, রাগান্বিতা, অপ্রশস্তা অর্থাৎ নিন্দাদি যুক্তা এবং গুর্ব্বিণী, এই সকল স্ত্রীতে গমন করিবে না ॥ ৬৮ ॥

যে স্ত্রী অনুকূলা নহে, অন্য পুরুষাভিলাষিণী, অনিচ্ছাবতী, পরভার্য্যা, ক্ষুধাক্লিষ্টা ও গুরুতর ভোজনসম্পন্না এবং আপনিও এই সকল দোষযুক্ত হইয়া তাহাতে উপগত হইবে না ॥ ৬৯ ॥

পুরুষ স্নাত, মাল্য গন্ধধারী, প্রীত, চিন্তাশূন্য অক্ষুধিত, সকাম এবং অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া ব্যবায় করিবেন ॥ ৭০ ॥

হে রাজেন্দ্র! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং রবিসংক্রান্তি এই পঞ্চপর্ব্বে যে পুরুষ স্ত্রী, তৈল ও মাংস সম্ভোগ করেন, তিনি বিষ্ঠা মূত্র ভোজন নামক নরকে গমন করিবেন ॥

গবাশ্বাদি যোনিতে বা যোনি ব্যতিরেকে অথবা ঔষধসেবন করিয়া

দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমী ভবেৎ।
চৈত্যচত্বরতীর্থেষু নৈব গোষ্ঠে চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনে সলিলেষু মহীপতে।
প্রোক্তপর্ব্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল সন্ধ্যয়োঃ।
গচ্ছেদ্ব্যবায়ং মতিমান্ ন মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ॥ ৭১॥
পরদারান্ ন গচ্ছেত্ত মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাং।
মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তে চাত্র চায়ুষঃ।
পরদাররতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা।
ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু বুধো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষনৃতাবপীতি॥ ৭২॥

পরদারেষু ব্যবায়িনামস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি কেবলমনস্থিক্রিমিকীটযোনিষু পরিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ ৭২॥

এবং দেব, ব্রাহ্মণ ও গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া ব্যবায় কর্ম্ম করিলে আশ্রমী হইবেন না॥

চৈত্য অর্থাৎ গ্রামের পূজ্যবৃক্ষ, চত্বর (যাগস্থান), তীর্থ, গোষ্ঠ, চতুষ্পথ, শ্মশান, উপবন এবং জল, এই সকল স্থানে তথা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পর্ব্বে, উভয় সন্ধ্যায় ও মল মূত্র পীড়িত হইয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ব্যবায় কার্য্য করিবেন না॥ ৭১॥

মনের দ্বারাও কখন পরভার্য্যায় গমন করিবে না, কথায় আর কি বলিব, পরভার্য্যাদিতে গমন করিলে কেবল ক্রিমি কীটযোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে॥

পরদার রত পুরুষের মৃত্যুর পর নরক গমন এবং ইহলোকে আয়ুঃ ক্ষয় হয়। পরদার রতি পুরুষদিগের সম্বন্ধে উভয় লোকেই ভয় প্রদান করে। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল অবগত হইয়া ঋতুমতী স্বদারে গমন করিবেন। যথা কথিত দোষহীন সকাম সকলে ঋতু ভিন্ন কালেও গমনের ব্যবস্থা জানিতে হইবে॥ ৭২॥

তেষাং ভক্ত্যুপযোগিত্বং ন স্যাদ্যদ্যপি কর্ম্মণাং।
তথাপি কৃত উল্লেখোগৃহিস্বাবশ্যকং ততঃ।
ইত্থং হি প্রাতরুত্থানাৎ প্রত্যহং শয়নাবধি।
শ্রীকৃষ্ণং পূজয়ন্ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽস্য প্রিয়ো ভবেৎ॥ ৭৩॥

অথ শ্রীভগবদর্চ্চনমাহাত্ম্যং॥

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে॥

ন বিষ্ণ্বারাধনাৎ পুণ্যং বিদ্যতে কর্ম্ম বৈদিকং।
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েদ্ধরিং॥ ৭৪॥

তত্রৈব ভৃগ্বাদীন্ প্রতি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদুক্তৌ॥

সিদ্ধাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ পুরুষার্থা যস্য সঃ। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়শ্চ॥ ৭৩॥

বিষ্ণোরারাধনাদন্যৎ বৈদিকং কর্ম্ম পুণ্যং নাস্তি বিষ্ণ্বারাধনমেব পুণ্যমিত্যর্থঃ। অনেন তদারাধনপুণ্যস্যাপ্যপরিচ্ছিন্নতাভিপ্রেতা। অতঃ পরিচ্ছিন্নস্বর্গাদিফলবৈদিকযজ্ঞাদিকর্ম্মতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ॥ ৭৪॥

যদিচ এই সকল কার্য্য ভক্তির উপযোগী না হউক, তথাপি গৃহিসকলে আবশ্যক হেতু উল্লেখ করা হইল॥

যে ব্যক্তি এই প্রকার প্রাতরুত্থান অবধি শয়ন পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন, তাঁহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হয়েন॥ ৭৩॥

অথ শ্রীভগবদর্চ্চনমাহাত্ম্য॥

কূর্ম্মপুরাণে॥

বিষ্ণুর আরাধন হইতে অন্য কোন বৈদিক কর্ম্ম পুণ্যজনক নহে, বিষ্ণুর আরাধনাই পুণ্য, অতএব আদি, মধ্য ও অন্তশূন্য হরিকে নিত্য আরাধনা করিবে॥ ৭৪॥

ঐ কূর্ম্মপুরাণেই ভৃগু প্রভৃতির প্রতি সাক্ষাৎ
শ্রীভগবানের উক্তি॥

যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ।
বিধিনাবেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎপদং ॥ ৭৫ ॥
বিষ্ণুরহস্যে ॥
শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদমিতি।
তত্রৈব শ্রীভগবদুক্তৌ ॥
ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্‌যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে।
তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়াযোগরতা যথা ॥ ৭৬ ॥
ক্রিয়াযোগো হি মেঽভীষ্টঃ পরযোগাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

বেদদৃষ্টেন সদাচারানুসারেণেত্যর্থঃ। যদ্বা। অকারঃ অশ্লেষতঃ অবেদদৃষ্টেন স্বচ্ছন্দ-কৃতেনাপীত্যর্থঃ। তৎ অনির্ব্বচনীয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং ॥ ৭৫ ॥

মে মম পরিতুষ্টয়ে ন ভবন্তি। ক্রিয়া পূজা পরিচর্য্যাদিঃ তদ্রূপো যোগো ভক্তিযোগ ইত্যর্থঃ তদ্রতাঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুষ্ঠিতাৎ সুষ্ঠু বিহিতাদপি পরযোগাৎ। পরো ভক্তিযোগাদন্যযোগঃ ধ্যানধারণাদি-

হে দ্বিজগণ! কলিযুগে যে সকল মনুষ্য সদাচারানুসারে যথা-বিধি নিত্য ভক্তি পূর্ব্বক আমার পূজা করেন, তাঁহারা আমার অনি-র্ব্বচনীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন ॥ ৭৫ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

যে সকল মানব পৃথিবীতে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য পরম আনন্দময় ধামে গমন করিবেন ॥

ঐ বিষ্ণুরহস্যেই শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

হে দেবর্ষে! যেরূপ ভক্তিযোগপরায়ণ মানবগণ আমার পরিতোষ সাধন করেন, তদ্রূপ ধ্যানযোগরত যোগি সকল আমার পরিতোষ সাধনে সমর্থ হয়েন না ॥ ৭৬ ॥

সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধ্যানধারণা প্রভৃতি অন্য যোগ হইতে

তুষ্টির্মে সম্ভবেৎ পুংভির্ভক্তিমদ্ভিরমৎসরৈঃ ॥ ৭৭ ॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং ক্রিয়াযোগরতাঃ স্বয়ং।
ধ্যায়ন্তি যে চ মাং নিত্যং তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ ক্রিয়া মতাঃ।
ক্রিয়াহীনস্য দেবর্ষে তথাধ্যানং ন মুক্তিদং।
ন তথা মাং বিদুর্বিপ্রা ধ্যানিনস্তত্ত্বতো বিনা।
ক্রিয়াযোগরতাঃ সম্যক্ লভন্তে মাং সমাধিনা ॥ ৭৮ ॥
যথা হি কামদং নৃণাং মম তুষ্টিকরং পরং।
ভক্তিযোগং মহাপুণ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভং।

রূপস্তস্মাৎ মে মমাভীষ্টঃ প্রিয়তমঃ ॥ ৭৭ ॥

তত্ত্বতঃ ক্রিয়াযুক্তযোগান্ বিনা তদাশ্রয়েণৈব জানন্তীত্যর্থঃ। ক্রিয়াযোগস্ত স্বতন্ত্র এবেত্যাশয়েনাহ ক্রিয়েতি। সমাধিনা চিত্তস্থৈর্য্যেণ ক্রিয়াযোগেন স্বয়ং চিত্তস্থৈর্য্যং স্যাদতো মাং সম্যগ্‌লভন্তে ইত্যর্থঃ। তত্ত্বত ইতি পাঠে তত্ত্বজ্ঞানং বিনাপি মাং সম্যগ্‌লভন্তে। অন্যৎ সমানং ॥ ৭৮ ॥

যথা যথাবৎ। শুভং স্বতএব পরমফলরূপঞ্চ জানীহীতি শেষঃ। কর্ম্ম ভগবৎপরিচ-

ক্রিয়াযোগই আমার প্রিয়তম, নির্ম্মৎসর ভক্তিমান্ পুরুষেরাই আমার তুষ্টি সাধন করেন ॥ ৭৭ ॥

যে সকল মনুষ্য নিত্য ক্রিয়াযোগপরায়ণ হইয়া স্বয়ং আমার পূজা করেন, আর যাঁহারা নিত্য আমাকে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রিয়াযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মত ॥

হে দেবর্ষে! ক্রিয়াহীন ব্যক্তির ধ্যানযোগ তদ্রূপ মুক্তি প্রদান করে না, ক্রিয়াযুক্ত যোগ ব্যতিরেকে ধ্যানযোগরত ব্রাহ্মণগণ তদ্রূপ আমাকে জানিতে পারেন না। যেমন ক্রিয়াযোগরত ব্যক্তিরা চিত্ত-স্থির করিয়া সম্যক্ প্রকারে আমাকে লাভ করিতে পারেন ॥ ৭৮ ॥

যেমন ভক্তিযোগ মনুষ্য সকলের অভীষ্টপ্রদ এবং আমার পরম তুষ্টিকর, তদ্রূপ আর কিছুই নাই, ভক্তিযোগ মহাপুণ্য স্বরূপ, ভক্তি

সম্বৎসরেণ যৎপুণ্যং লভন্তে ধ্যানিনো মম।
প্রাপ্যতে তদিহৈকাহাৎ ক্রিয়াযোগপরৈর্নরৈঃ।

আদিপুরাণে॥

ন কর্ম্মসদৃশং ধ্যানং ন কর্ম্মসদৃশং ফলং।
ন কর্ম্মসদৃশস্ত্যাগো ন কর্ম্মসদৃশস্তপঃ।
ন কর্ম্মসদৃশং পুণ্যং ন কর্ম্মসদৃশী গতিঃ॥ ৭৯॥

নারদীয়ে॥

ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ।
ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতং॥ ৮০॥

ধ্যাদি। ফলং স্বর্গাদিঃ গতিরাশ্রয়ঃ॥ ৭৯॥
সমীহিতং বাঞ্ছিতং॥ ৮০॥

যোগই ভোগ ও মোক্ষফল প্রদান করেন এবং ভক্তিযোগই স্বতঃ পরমফলস্বরূপ জানিও॥

আমার ধ্যানপরায়ণ মানবগণ সম্বৎসরে যে পুণ্যলাভ করেন, ভক্তিযোগরত পুরুষেরা তাহা একদিবসেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥

আদিপুরাণে॥

ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মসদৃশ ধ্যান নাই, ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মসদৃশ ফল অর্থাৎ স্বর্গাদি নাই, ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মসদৃশ দান নাই, ভগবৎ-পরিচর্য্যা কর্ম্মসদৃশ তপস্যা নাই, ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মসদৃশ পুণ্য নাই এবং ভগবৎপরিচর্য্যা কর্ম্মসদৃশী গতি অর্থাৎ আশ্রয় নাই॥ ৭৯॥

নারদপুরাণে॥

হে ব্রাহ্মণগণ! হৃষীকেশ ভক্তিগ্রাহ্য, তাঁহাকে ধন দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। ভক্তিযোগ সহকারে বিষ্ণু পূজিত হইলে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন॥ ৮০॥

জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ।
পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষার্ত্তঃ সুজলৈর্যথা।
হরিভক্তিসুধোদয়ে॥
কৃতাপি দম্ভহাস্যার্থে সেবা তারয়তে জনান্।
বিফলা নান্যকর্ম্মেব কৃপালুঃ কোন্বতঃ পরঃ॥ ৮১॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥
স যথারাধিতোদেবো মুক্তিকৃৎ স্যাৎ যথা তথা।
অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজ।
ধনবান্ পুত্রবান্ ভোগী যশস্বী ভয়বর্জ্জিতঃ।
মেধাবী মতিমান্ প্রাজ্ঞো ভবত্যারাধনাদ্ধরেঃ॥ ৮২॥

বিফলা বৈগুণ্যেপি ন ফলহীনা॥ ৮১॥
ধীর্ধারণাবতী মেধা তদ্বান্। মতির্জ্ঞানং আত্মানাত্মাদিবিষয়কং তদ্বান্। প্রাজ্ঞশ্চ আত্মতত্ত্বাদ্যনুভাববান্ ভক্তিমাহাত্ম্যাভিজ্ঞো বা॥ ৮২॥

যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সুশীতল জল পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ ক্লেশনাশন জগন্নাথ হরি কেবল জল দ্বারা পূজিত হইলেই আশু পরিতোষ লাভ করেন॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে॥

যাঁহার দম্ভ ও হাস্য নিমিত্ত সেবা করিলেও ঐ সেবা লোক সকলকে উদ্ধার করেন, অন্য কর্ম্মের ন্যায় বিফলা হয় না, অতএব সেই হরি অপেক্ষা আর কৃপালু কে আছে? ॥ ৮১॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে॥

হে ব্রহ্মন্! যেমন অনিচ্ছাতেও অগ্নি সংস্পৃষ্ট হইলে দাহ করিয়া থাকে তাহার ন্যায়, সেই দেব যে কোনরূপে আরাধিত হইলেই মুক্তি প্রদান করেন॥

ভগবান্ হরির আরাধনা করিলে মনুষ্য ধনবান্, পুত্রবান্, ভোগী, যশস্বী, নির্ভয়, মেধাবী, জ্ঞানবান্ এবং প্রাজ্ঞ হয়॥ ৮২॥

স্কান্দে ॥

সনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাচ্চ ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাং।
সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলং।
তৎ ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সংপূজ্য চাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ।

তত্রৈব শ্রীশিবোমাসম্বাদে ॥

যঃ প্রদদ্যাৎ দ্বিজেন্দ্রায় সর্ব্বাং ভূমিং সসাগরাং।
অর্চ্চয়েদ্যঃ সকৃদ্বিষ্ণুং তৎ ফলং লভতে নরঃ।
মাসার্দ্ধমপি যোবিষ্ণুং নৈরন্তর্য্যেণ পূজয়েৎ।
পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তো ন সংশয়ঃ।
মধ্যং দিনগতে সূর্য্যে যোবিষ্ণুং পরিপূজয়েৎ।

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার ও মার্কণ্ডেয় সম্বাদে ॥

মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থস্নান করিলে যে ফল হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণিত ফল প্রাপ্তি হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ইহলোকে নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শিব ও উমাসম্বাদে ॥

যে মনুষ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সাগরসহ সমস্ত ভূমিদান করেন, আর যে ব্যক্তি একবারমাত্র বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥

যে ব্যক্তি অবাধে অর্দ্ধমাসও বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাকে পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জানিবা, তিনি বিষ্ণুভক্ত সংশয় নাই ॥

সূর্য্যদেব দিবার মধ্যগামী হইলে যে ব্যক্তি বিষ্ণুর পূজা করেন,

বসুপূর্ণমহীদাতু র্যৎপুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ।
প্রাতরুত্থায় যো বিষ্ণুং সততং পরিপূজয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমসহস্রস্য লভতে ফলমুত্তমং।
যো বিষ্ণুং প্রযতো ভূত্বা সায়ংকালে সমর্চ্চয়েৎ।
গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি দুর্ল্লভং।
এবং সর্ব্বাসু বেলাসু অবেলাসু চ কেশবং।
সম্পূজয়ন্নরো ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥
কিং পুনর্যোঽর্চ্চয়েন্নিত্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতং।
ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪ ॥
কিঞ্চ ॥
দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।

বেলাসু মধ্যাহ্নাদিকালেষু অবেলাসু তদন্তকালেষ্বপি ॥ ৮৩ ॥
এবং মধ্যাহ্নাদৌ যদা কদাচিৎ কৃতার্চ্চনস্য ফলমুক্ত্বা নিত্যপূজাফলমাহ কিমিতি ॥ ৮৪ ॥

ধনপূর্ণা পৃথিবী দানকর্ত্তার যে পুণ্য হয়, তাহা তিনি প্রাপ্ত হন্ ॥

যিনি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া নিত্য বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি সহস্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের উত্তম ফলপ্রাপ্ত হয়েন ॥

যিনি যত্নবান্ হইয়া সায়ংকালে বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের দুর্ল্লভ ফলপ্রাপ্ত হয়েন ॥

এই প্রকারে ত্রিকাল এবং তদ্ভিন্ন অন্য কালেও ভক্তিপূর্ব্বক কেশবের পূজা করিলে সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৩ ॥

অধিক আর কি বলিব, যে ব্যক্তি নিত্য সর্ব্বদেব নমস্কৃত বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৪ ॥

আরও ॥

শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষামাত্রেই যখন নর সকল মোক্ষ লাভ করেন, তখন

কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুভয়াকুলে ।

পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতং ॥ ৮৫ ॥

স নাম সুকৃতী লোকে কুলন্তেন হ্যলঙ্কৃতং ।

আধারঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ ॥ ৮৬ ॥

যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানামপি কর্ম্মণাং ।

তদ্বিশিষ্টফলং নৃণাং সদৈবারাধনং হরেঃ ॥ ৮৭ ॥

কলৌ কলিমলাক্রান্তা ন জানন্তি হরিং পরং ।

যেঽর্চ্চয়ন্তি তমীশানং কৃতকৃত্যাস্ত এব হি ।

বাদিভিঃ স্মৃতং সর্ব্ববাদিনামেব সম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রসাদিতঃ আরাধিতঃ ॥ ৮৬ ॥

হরের্যদারাধনং তদেব যজ্ঞাদীনাং বিশিষ্টং ফলং ॥ ৮৭ ॥

উত্তমং শ্রেয়ঃ ফলং সদ্ভিরার্দ্দঃ । পাঠান্তরং স্পষ্টং ॥ ৮৮ ॥

যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করেন, তাঁহাদের কথা আর কি ? ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেই শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে ॥

এই জন্মমৃত্যুভয়সঙ্কুল মহাঘোর সংসারে একমাত্র বাসুদেবের পূজাই সংসারনিস্তারক, ইহা সকল বাদিদিগেরই সম্মত ॥ ৮৫ ॥

যিনি বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়াছেন, তিনিই সংসার মধ্যে কৃতী, তিনিই কুলকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং তিনিই সকল ভূতের আধার-স্বরূপ ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বদা যে বিষ্ণুর আরাধনা, তাহাই মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে যজ্ঞ, তপস্যা এবং শুভ কর্ম্ম সকলের বিশিষ্ট ফল ॥ ৮৭ ॥

কলিকালে কলিকল্মষে অভিভূত হইয়া পরম পুরুষ হরিকে জানিতে পারে না, যাঁহারা সেই বিষ্ণুকে পূজা করেন, তাঁহারাই কৃতকৃত্য ।

নাস্তি শ্রেয়োত্তমং নৃণাং বিষ্ণোরারাধনাৎ পরং ॥ ৮৮ ॥
যুগেঽস্মিন্ তামসে তস্মাৎ সততং হরিমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ।
অর্চ্চিতে সর্ব্বলোকেশে সুরাসুরনমস্কৃতে।
কেশবে কেশিকংসঘ্নে ন যাতি নরকং নরঃ ॥ ৮৯ ॥
৺ সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন হেলয়াপি নমস্কৃতঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি পূজিতং।
সমস্তলোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো নিত্যং পূজনং জন্মনঃ ফলং ॥
তত্রৈবাগ্রে ॥
অসারে খলু সংসারে সারমেতন্নিরূপিতং।

নরঃ পাপকৃদপি নরকং ন যাতি ॥ ৮৯ ॥

মনুষ্যদিগের বিষ্ণু আরাধনা হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ ফল নাই ॥ ৮৮ ॥

অতএব এই তামসযুগে সর্ব্বদা হরিকে অর্চ্চনা করিবে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী,দেবদেবেশ্বর হরি অর্চ্চিত হইলে সকল দেবতাই পূজিত হয়েন, যে হেতু হরিই সর্ব্বগামী, সর্ব্বলোকেশ্বর, দেবাসুরনমস্কৃত, কংসনাশন, কেশব পূজিত হইলে মনুষ্য নরকে গমন করে না ॥ ৮৯ ॥

যে মনুষ্য বিষ্ণুর একবারমাত্র পূজা করিয়াছেন অথবা হেলাতেও একবারমাত্র নমস্কার করিয়াছেন, তিনি সেই পরম স্থানে গমন করিবেন, যাঁহাকে দেবগণেও পূজা করিয়া থাকেন ॥

সমস্ত লোকনাথ সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব শার্ঙ্গির নিত্য পূজাই জন্মের ফল ॥

ঐ স্কন্দপুরাণেরই কিঞ্চিৎ অগ্রে ॥

সমস্ত লোকনাথ বিষ্ণুর শ্রদ্ধা সহকারে যে আরাধনা, তাহাই এই

সমস্তলোকনাথস্য শ্রদ্ধয়ারাধনং হরেঃ।

কিঞ্চ॥

যত্র বিষ্ণুকথা নিত্যং যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ।

কলিবাহ্যা নরাস্তে বৈ যেঽর্চ্চয়ন্তি সদা হরিং॥

কাশীখণ্ডে॥

হরেরারাধনং পুংসাং কিং কিং ন কুরুতে বত।

পুত্রমিত্রকলত্রার্থরাজ্যস্বর্গাপবর্গদং।

হরত্যঘং ধ্বংসয়তি ব্যাধীনাধীন্নিরস্যতি।

ধর্ম্মং বিবর্দ্ধয়েৎ ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতি মনোরথং॥

অতএব স্কান্দে॥

ধ্রুবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়স্য বচনং॥

/ সকৃদভ্যর্চ্চিতো যেন দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।

সর্ব্বোত্তমোত্তমং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি প্রাপ্নোতি ত্রৈলোক্যান্তর্গতং প্রাপ্নোতীতি

অসার সংসারে সাররূপে নিরূপিত হইয়াছে॥

আরও॥

যে স্থানে নিত্য বিষ্ণুকথা হয়, যে স্থানে নিত্য বৈষ্ণবগণ অবস্থিতি করেন এবং যাঁহারা সর্ব্বদা হরির পূজা করেন, সেই সকল মনুষ্যই কলিবাহ্য॥

কাশীখণ্ডে॥

অহো! হরির আরাধনা পুরুষদিগের কি কি না করিয়া থাকে, তাহা পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজ্য, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদান করে, তথা পাপ হরণ, ব্যাধিধ্বংস এবং মনপীড়া নাশ করে, আর শীঘ্র ধর্ম্মবৃদ্ধি ও মনোরথ সম্পাদন করে॥

অতএব স্কন্দপুরাণে॥

ধ্রুবের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ের বাক্য॥

যে ব্যক্তি একবারমাত্র দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিয়াছেন,

স প্রাপ্নোতি পরং স্থানং সত্যমেতন্ময়োদিতং ॥
তথাঙ্গিরসঃ ॥
যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবেদং যস্য নান্তো মহাত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥
পুলস্ত্যস্য ॥
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ শাশ্বতপূরুষঃ।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাং ॥
পুলহস্য ॥
ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিং।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ॥
বসিষ্ঠস্য ॥
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্যদিচ্ছতি।

আমি সত্য বলিতেছি, তিনি পরম স্থান প্রাপ্ত হইবেন ॥

ঐ প্রকার অঙ্গিরাও বলিয়াছেন ॥

যদি শ্রেষ্ঠ স্থান ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে মহাত্মার অন্তরে এই সমস্ত জগৎ এবং যাঁহার অন্ত নাই, সেই গোবিন্দের আরাধনা কর ॥

পুলস্ত্য বলিয়াছেন ॥

যিনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, যিনি নিত্যপুরুষ সেই হরিকে আরাধনা করিলে সুদুর্ল্লভা মুক্তি প্রাপ্তি হয় ॥

পুলহের বাক্য যথা ॥

হে সুব্রত! দেবরাজ ইন্দ্র, যে জগৎপতি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া উৎকৃষ্ট ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আরাধনা কর ॥

বসিষ্ঠের বাক্য যথা ॥

বিষ্ণু আরাধিত হইলে যখন সর্ব্বোত্তম বৈকুণ্ঠলোকও প্রাপ্ত হওয়া

ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু সর্ব্বোত্তমোত্তমং ॥ ৯০ ॥
যান্ যান্ কাময়তে কামান্ নারী বা পুরুষোঽপি বা।
তান্ সমাপ্নোতি বিপুলান্ সমারাধ্য জনার্দ্দনং ॥
অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥
আরাধ্যৈব নরো বিষ্ণুং মনসা যদ্যদিচ্ছতি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিহতং ভূরি স্বল্পমথাপি বা ॥ ৯১ ॥
ঈদৃশং বিষ্ণুপুরাণেঽপি কিঞ্চিদধিকং চেদং।
শ্রীমরীচেঃ ॥
অনারাধিতগোবিন্দৈর্ন রৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ।
ন হি সংপ্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতং।

কিমুত বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

স্বল্পং ভূরি বা যদ্যদিচ্ছতি তৎফলমারাধ্যৈব আরাধনমাত্রং কৃত্বা সদ্য এব অবিহতং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং অনশ্বরঞ্চ প্রাপ্নোতি ॥ ৯১ ॥

স্বর্গবন্দ্যমাস্পদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং মুমুক্ষুশ্চেৎ নির্ব্বাণমপি প্রাপ্নোতি। যদ্বা স্বর্গবন্দ্যং শ্রীধ্রুবলোকং ব্রহ্মলোকম্বা। উত্তমং নির্ব্বাণং মুক্তিবিশেষরূপং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং। যদ্বা নির্ব্বাণং

যায়, তখন মনোমধ্যে যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্ত্তি সেই সেই স্থানের কথা আর কি বলিব ॥ ৯০ ॥

নারী হউক বা পুরুষই হউক, যাহা যাহা কামনা করিবে, জনার্দ্দনকে আরাধনা করিয়া তাহা তাহা বিপুল পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

মনুষ্য মনোমধ্যে অল্প হউক বা অধিকই হউক, যাহা যাহা ইচ্ছা করিবে, বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়াই সদ্যঃ তাহা ২ প্রাপ্ত হইবে ॥৯১॥

এই প্রকার বিষ্ণুপুরাণেও ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়াছেন॥

শ্রীমরীচির বাক্য যথা ॥

হে রাজনন্দন! যে সকল মনুষ্য গোবিন্দের আরাধনা করে নাই, নিশ্চয় তাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হয় না, অতএব গোবিন্দের আরাধনা

কিঞ্চ তত্রৈব ॥

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গং স্বর্গবন্দ্যং তথাস্পদং।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমং ॥ ৯২ ॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি নৃত্যতি।
যন্নাভিনলিনাদাসীদ্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যদিচ্ছাশক্তিবিক্ষোভাদ্ব্রহ্মাণ্ডোদ্ভবসংক্ষয়ৌ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥

নারসিংহে মার্কণ্ডেয়সহস্রানীকসম্বাদে ॥

যস্তু সম্পূজয়েন্নিত্যং নরসিংহং নরেশ্বর।
স স্বর্গমোক্ষভাগী স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
তস্মাদেকমনা ভূত্বা যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞয়া ॥

মোক্ষং তস্মাদুত্তমঞ্চ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি ॥ ৯২ ॥

কর ॥

আরও ঐ স্থানেই ॥

বিষ্ণুর আরাধনা করিলে পৃথিবীসম্বন্ধীয় মনোরথ সকল, স্বর্গবন্দ্য ধ্রুবলোক, নির্ব্বাণমুক্তি এবং বৈকুণ্ঠলোকও প্রাপ্তি হয় ॥ ৯২ ॥

ঐরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

যাঁহার পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া শিব নৃত্য করিতেছেন, যাঁহার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার ইচ্ছাশক্তির ক্ষোভহেতু ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ও লয় হইতেছে, যদি উত্তম স্থান ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই গোবিন্দের আরাধনা কর ॥

নৃসিংহপুরাণে মার্কণ্ডেয় ও সহস্রানীক সম্বাদে ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি নিত্য নৃসিংহদেবের পূজা করেন, তিনি স্বর্গ ও মোক্ষভাগী হয়েন, ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই, অতএব

অর্চ্চনান্নরসিংহস্য সংপ্রাপ্নোত্যভিবাঞ্ছিতং।
তত্রৈব শ্রীব্যাসশুকসম্বাদে।
শ্রীমার্কণ্ডেয়মৃত্যুঞ্জয়সম্বাদানন্তরং॥
নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ।
কিন্ত্বয়া নার্চ্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ।
উদকেনাপ্যলাভেতু দ্রব্যাণাং পূজিতঃ প্রভুঃ।
যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ॥ ৯৩॥
নরসিংহো হৃষীকেশঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ।
স্মরণান্মুক্তিদো নৃণাং স ত্বয়া কিং ন পূজিতঃ॥
বৃহন্নারদীয়েঽদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতোক্তৌ॥
যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে।
রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥ ৯৪॥

পাদ্যাদীনামলাভে সতি উদকেনাপি পূজিতঃ সন্॥ ৯৩॥
স্মরণাদপি মুক্তিদঃ। রাজা তৎকৃতোপদ্রব ইত্যর্থঃ॥ ৯৪॥

যাবজ্জীবন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক একান্তচিত্তে নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে॥

ঐ নৃসিংহপুরাণেই শ্রীব্যাস শুকসম্বাদে।
মার্কণ্ডেয় ও মৃত্যুঞ্জয়ের সম্বাদের পর॥

নরকে পচ্যমান জনকে যম জিজ্ঞাসা করেন, কেন তুমি ক্লেশনাশন দেব কেশবকে পূজা কর নাই?॥

যে প্রভু দ্রব্য সকলের অলাভ হইলেও কেবল জলের দ্বারা পূজিত হইয়া মনুষ্যদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, তুমি তাঁহাকে পূজা করিলে না কেন?॥ ৯৩॥

নরসিংহ, হৃষীকেশ, পুণ্ডরীকলোচন ভগবান্ যখন স্মরণমাত্র লোকদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন, তখন তুমি তাঁহাকে পূজা করিলা না কেন?॥

বৃহন্নারদপুরাণে অদিতিমাহাত্ম্যে শ্রীসূতের বাক্যে॥

যে স্থানে বিষ্ণুপূজা তৎপর মনুষ্য বিদ্যমান, সে স্থানে কোন বিঘ্ন

প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা।
ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকং॥
তত্রৈব যমভগীরথসম্বাদে॥
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ব্বার্চ্চ্য পূজারহিতমচ্যুতং।
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং কুলসপ্ততিসংযুতঃ॥ ৯৫॥
তত্রৈব ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতানামুক্তৌ॥
উৎক্রান্তিকালে যন্নাম শ্রুতবন্তোঽপি বৈ সকৃৎ।
লভন্তে পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ॥ ৯৬॥
মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে।
স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ॥

আর্চ্চ্য সম্যগীষদ্বার্চ্চয়িত্বা। পূজারহিতং অরণ্যান্তর্গতত্বাদিনা কেনাপ্যপূজ্যমানং॥ ৯৫॥
উৎক্রান্তিকালে মরণসময়ে॥ ৯৬॥
যস্য কর্ম্ম কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদিরূপং॥ ৯৭॥

বাধা করিতে পারে না, রাজকৃত উপদ্রব বা তস্কর কি রোগাদি সে স্থানে কিছুই থাকিতে পারে না॥ ৯৪॥

অপর বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তিকে, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী এবং রাক্ষস প্রভৃতি কেহই পীড়া দিতে পারে না॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণে যম ও ভগীরথসম্বাদে॥

যিনি অরণ্যান্তর্গত পূজারহিত অচ্যুতকে পত্র, পুষ্প এবং ফল দ্বারাও সম্যক্‌রূপে পূজা করেন, তিনি সপ্ততিকুলের সহিত বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হয়েন॥ ৯৫॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে
শ্রীবিষ্ণুদূতদিগের বাক্যে॥

যখন মৃত্যুকালে যাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিয়াই মনুষ্যগণ পরম স্থান লাভ করেন, তখন সর্ব্বদা সেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কথা কি?॥ ৯৬॥

যিনি মুহূর্ত্ত বা মুহূর্ত্তার্দ্ধ হরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তিনি পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন, সেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের কথা আর কি বলিব॥

তত্রৈব বিভাণ্ডকমুনিং প্রতি সুমতিনৃপস্য ॥
অবশেনাপি যৎ কর্ম্ম কৃতন্তু সুমহৎ ফলং।
দদাতি নৃণাং বিপ্রেন্দ্র কিং পুনঃ সম্যগর্চ্চনা ॥
প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে।
সম্পর্কাদযদি বা মোহাদ্যস্তু পূজয়তে হরিং।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমং পদং।
সর্ব্বান্তরায়া নশ্যন্তি মনঃশুদ্ধিশ্চ জায়তে।
পরং মোক্ষং লভেচ্চৈব পূজ্যমানে জনার্দ্দনে।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ।
হরিপূজাপরাণাস্তু সিদ্ধন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭ ॥
সর্ব্বতীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সাঙ্গা বেদাশ্চ সত্তমাঃ।
নারায়ণার্চ্চনস্যৈতে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৯৮ ॥

হে সত্তমাঃ। যদ্বা পরমোত্তমা ইতি যজ্ঞাদীনাং বিশেষণং ॥ ৯৮ ॥

ঐ বৃহন্নারদীয়পুরাণেই বিভাণ্ডকমুনির প্রতি
সুমতি নৃপতির বাক্য ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! অবশেও যাঁহার কর্ম্ম কৃত হইলে যখন সুমহৎ ফল প্রদান করে, তখন তাঁহার সম্যক্ প্রকারে অর্চ্চনার কথা কি? ॥

প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের অন্তে ॥

যিনি সম্পর্ক বশতঃ অথবা মোহহেতু হরির পূজা করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করেন ॥

জনার্দ্দন পূজ্যমান হইলে সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট হয়, মনের শুদ্ধি জন্মে এবং পরম মোক্ষ লাভ হয়। হরিপূজাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের নিত্য-স্বরূপ ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ নামক পুরুষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধ হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৯৭ ॥

হে সাধুগণ! সমুদায় তীর্থ, সমস্ত যজ্ঞ এবং অঙ্গের সহিত বেদ-চতুষ্টয় ইহারা নারায়ণপূজার ষোড়শ কলার যোগ্য হয় না ॥ ৯৮ ॥

শ্রীবিষ্ণুতোষবিধিপ্রশ্নোত্তরে ॥

সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি সারং বচ্মি পুনঃ পুনঃ।
অসারোদগ্রসংসারে সারং যদ্বিষ্ণুপূজনং ॥

উপলেপনমাহাত্ম্যান্তে ॥

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎপূজাং প্রকুর্ব্বতে।
ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে ॥

যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে ॥

তস্মাৎ শৃণুত বিপ্রেন্দ্রা দেবোনারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥
তে বন্দ্যাস্তে প্রপূজ্যাশ্চ নমস্কার্য্যা বিশেষতঃ।
যেঽর্চ্চয়ন্তি মহাবিষ্ণুং প্রপন্নার্ত্তিপ্রণাশনং ॥
যে যজন্তি স্পৃহাশূন্যা হরিম্বা হরমেব বা।

হে বিবুধর্ষভাঃ। যদ্বা ত এব বিবুধর্ষভাঃ বিদ্বদ্বরাঃ দেবোত্তমা বা ॥ ৯৯ ॥

শ্রীবিষ্ণুর তোষবিধির প্রশ্নোত্তরে ॥

আমি সত্য বলিতেছি, হিত বলিতেছি এবং বারম্বার সার বলিতেছি, পরিণামে অসার সংসার মধ্যে এক বিষ্ণুপূজামাত্রই সার ॥

উপলেপনমাহাত্ম্যের অন্তে ॥

যে সকল ব্যক্তি অনিচ্ছাতেও যদি একবারমাত্র বিষ্ণুর পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কখনও ভববন্ধন হয় না ॥

যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষে ॥

অতএব হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, যাঁহারা অজ্ঞানেই হউক বা জ্ঞানেই হউক বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অব্যয় নারায়ণ দেব মুক্তিপ্রদ হয়েন ॥

যাঁহারা প্রপন্ন জনের পীড়ানাশন মহাবিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারাই বন্দনীয়, তাঁহারাই পূজনীয়, বিশেষতঃ তাঁহারাই নমস্কারের পাত্র ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ! যাঁহারা স্পৃহাশূন্য হইয়া হরি কিম্বা হরকে পূজা

ত এব ভুবনং সর্ব্বং পুনন্তি বিবুধর্ষভাঃ ॥ ৯৯ ॥
পাদ্মে শ্রীনারায়ণনারদসম্বাদে।
পূজাবিধিপ্রসঙ্গে ॥
মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিদৃষ্টয়ে।
তস্যান্তরায়ঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবত্যভয়ো হি সঃ ॥
তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসম্বাদে ॥
পুত্রান্ কলত্রান্ দীর্ঘায়ূ রাজ্যং স্বর্গাপবর্গকং।
স দদ্যাদীপ্সিতং সর্ব্বং ভক্ত্যা সংপূজিতোঽজিতঃ ॥
নরকেঽপি চিরং মগ্নাঃ পূর্ব্বজা যে কুলদ্বয়ে।
তদৈব যান্তি তে স্বর্গং যদার্চ্চতি সুতো হরিং ॥ ১০০ ॥
তত্রৈব শ্রীযমব্রাহ্মণসম্বাদে চ ॥

যদা তেষাং সুতঃ কুলোৎপন্নো হরিমর্চ্চয়তি ॥ ১০০ ॥

করেন, তাঁহারাই সমস্ত ভুবন পবিত্র করেন ॥ ৯৯ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণ নারদসম্বাদে।
পূজাবিধিপ্রসঙ্গে ॥

যিনি আমার ভক্ত হইয়া বিধি অনুসারে আমার পূজা করেন, স্বপ্নেও তাঁহার বিঘ্ন হয় না, তিনি ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত হয়েন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদ
ও অম্বরীষসম্বাদে ॥

অজিত বিষ্ণু ভক্তিসহকারে সম্যক্ পূজিত হইলে, পুত্র, কলত্র, দীর্ঘায়ুঃ, রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ প্রভৃতি সমুদায় অভীষ্ট প্রদান করেন ॥

যাঁহাদিগের কুলোৎপন্ন সন্তান যখন হরির পূজা করেন, তখনই তাঁহাদের কুলদ্বয়োৎপন্ন পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহারা চিরকাল নরকে নিমগ্ন আছেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করেন ॥ ১০০ ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই যম ও ব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

অনারাধ্য হরিং ভক্ত্যা কো লোকান্ প্রাপ্নুয়াদ্বুধঃ।
আরাধিতে হরৌ কামাঃ সর্ব্বে করতলস্থিতাঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।
শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে॥
সোঽপি ধন্যতমো লোকে যোঽর্চ্চয়েদচ্যুতং সকৃৎ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সুপুষ্পৈঃ প্রতিবাসরং।
বৈষ্ণবানপি যে নিত্যং প্রপশ্যন্ত্যর্চ্চয়ন্তি চ।
তেঽপি বিষ্ণুপদং যান্তি কিং পুনর্বিষ্ণুসেবকাঃ।
স যোগী স বিশুদ্ধাত্মা স শান্তঃ স মহামতিঃ।
স শুদ্ধঃ স চ সম্পূর্ণঃ কৃষ্ণং সেবেত যো নরঃ।
অগস্ত্যসংহিতায়াং॥

ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে আরাধনা না করিয়া কোন্ পণ্ডিত স্বর্গাদি লোক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন, হরিকে আরাধনা করিলে সমুদায় অভিলষিত করতলে অবস্থিত হয়॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে॥

যিনি একবারমাত্র বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়াছেন সংসার মধ্যে তিনিও যখন ধন্যতম, তখন যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া মনোহর পুষ্প দ্বারা হরিপূজা করেন, তাঁহার কথা কি ?॥

যাঁহারা নিত্য বৈষ্ণবদিগকে দর্শন ও অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও বিষ্ণুলোকে গমন করেন, বিষ্ণুভক্তের কথা আর কি বলিব ?॥

যে মনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তিনি যোগী, তিনি বিশুদ্ধচিত্ত, তিনি শান্ত, তিনি মহামতি, তিনি পবিত্র এবং তিনি সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ॥

অগস্ত্যসংহিতায়॥

অনন্যমনসঃ শশ্বদ্গণয়ন্তোঽক্ষমালয়া।
জপন্তো রামরামেতি সুধামৃতনিধৌ মনঃ।
প্রবিলাপ্যামৃতীভূয় সুখং তিষ্ঠন্তি কেচন ॥ ১০১ ॥
পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষ্বেব শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥১০২ ॥
কিঞ্চ ॥
যথাবিধিনিষেধৌতু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ।
তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং।

অমৃতীভূয় জীবন্মুক্তো ভূত্বা ॥ ১০১ ॥

তেভ্যোঽপি পূজাপরাণাং মাহাত্ম্যমাহ পরিচর্য্যেতি। প্রাসাদেষ্বেব শেরত ইতি সদা ভগবৎসান্নিধ্যেন পরমনৈশ্চিন্ত্যাদিনা চৈহিক পরমসুখমুক্তং। তং শ্রীরামং মনুষ্যমিব লোকব্যবহারাদ্যনুসারিণং দ্রষ্টুং অতো বন্ধুবৎ তেন সহ ব্যবহর্তুঞ্চ বিহর্তুমপি প্রেমবিশেষ-সম্পত্ত্যা পারলৌকিকপরমসুখং চোক্তং। এতচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে সম্যক্‌নিরূপিত-মস্তি। অনন্যেত্যাদয়ঃ শ্লোকা যদ্যপি ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যে লিখিতুং যুজ্যন্তে তথাপি পরি-চর্য্যা পরা ইতি উপাসকমিতি চেত্যুক্ত্যা পরিচর্য্যোপাসনয়োঃ প্রাধান্যে পূজাপরতামাত্রা-ভিধানাদত্র লিখিতাঃ এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ১০২ ॥

কতিপয় ব্যক্তি একান্তচিত্তে নিরন্তর জপমালা দ্বারা গণনা করত রাম রাম এই নাম জপ করিয়া সুধামৃতসমুদ্রে মন নিক্ষেপ পূর্ব্বক জীবন মুক্ত হইয়া সুখে অবস্থিতি করেন ॥ ১০১ ॥

কতিপয় পরিচর্য্যাপরায়ণ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রকে মনুষ্যের ন্যায় দর্শন এবং বন্ধু তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য দেবমন্দিরেই শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১০২ ॥

আরও ॥

বিধি ও নিষেধ যেমন মুক্তপুরুষের নিকট গমন করে না, তদ্রূপ ঐ বিধিনিষেধ বিধিপূর্ব্বক রামোপাসকের নিকট গমন করিতে পারে না ॥

শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১০৩ ॥

ইত্যর্জ্জুনেন পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ ॥

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ইত্যাদি ॥১০৪॥

পূর্ব্বং মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরম ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যং বর্ণিতং। তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যত ইত্যাদিনা সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈবেত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া শ্রীভগবন্তমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তাস্তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে সমারাধয়ন্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম অব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে অতিশয়েন যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

তত্র প্রথমা শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানাহ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতাদিগুণবিশিষ্টে সাক্ষাদ্ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যং যুক্তাঃ মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মেঽভিমতাঃ ॥১০৪॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১২ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপ সতত সমাহিত হইয়া যে সকল ভক্ত আপনার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা আপনাকে অক্ষর ও অব্যক্ত বোধ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠযোগী হয়েন ? ॥ ১০৩ ॥

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ কহিলেন।

ঐ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে যথা ॥

অর্জ্জুন ! যাঁহারা আমাতে মন সমর্পণ করিয়া নিত্য সমাহিত হইয়া আমার উপাসনা করেন,সেই শ্রদ্ধাযুক্ত যোগিরাই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ যোগি বলিয়া গণ্য হয়েন ॥ ১০৪ ॥

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথূক্তৌ ॥

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চ নারদোক্তৌ ॥

যস্য মম পাদয়োঃ সেবায়ামভিরুচিরপি তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাং। যদ্বা তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং চিত্তৈকাগ্রতা বা তদ্যুক্তানামপি অশেষজন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়োমলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি। কথম্ভূতা অহন্যহনি বর্দ্ধমানা। সতী সাত্ত্বিকী পরমোত্তমা বা। এবং মলক্ষপণমানুষঙ্গিকং মুখ্যঞ্চ ফলং নিত্যমেধমানোত্তমা তৎসেবাভিরুচিরেবেত্যভিপ্রেতং। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ-মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। পাদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতেত্যয়ং ভাবঃ। বামপাদস্যাঙ্গুষ্ঠাৎ বিনিঃসৃতা নির্গত্য ভুবং গতা সা চ একরূপৈব ন চ নিত্যং বর্দ্ধমানা তথাপ্যনেকজন্মাচিতং মলং সদ্যঃ ক্ষপয়তি। এষা চ পাদয়োঃ সেবাসু অভিরুচিঃ। তত্র সংলগ্নো মনসো ভাবঃ তং সদ্যঃ ক্ষিণোতীতি কিং চিত্রং কিন্তু নিত্যং বর্দ্ধমানা চোত্তমা সতী ফলরূপতাং প্রাপ্নোতীত্যুচিতমেবেতি ॥ ১০৫ ॥

৪ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে
শ্রীপৃথুর বাক্য যথা ॥

পৃথু কহিলেন, হে প্রজাগণ! একমাত্র পরমেশ্বরই জীব সকলের মোক্ষদাতা, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দেবতার মুক্তি দিবার সাধ্য নাই, যে হেতু তাঁহারাও জীববিশেষ, অতএব যাঁহার চরণপঙ্কজের সেবাভিলাষও পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় সংসারতাপে সন্তপ্ত জীবপুঞ্জের অশেষ জন্মসমৃদ্ধবুদ্ধিমালিন্য সদ্যঃ বিনষ্ট করিয়া অহরহঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৫ ॥

অপর ৪ স্কন্ধে ৩১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে
শ্রীনারদের বাক্য যথা ॥

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ১০৬ ॥
একাদশস্কন্ধে চ কবিযোগেশ্বরস্য বাক্যং ॥
মন্যেঽকুতশ্চিৎ ভয়মচ্যুতস্য

শ্রীভগবদর্চ্চনেনৈব জগতঃ সন্তোষ ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ তদ্বিভাগাঃ ভুজাস্তেষামপ্যুপশাখাঃ উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি নতু মূলসেকং বিনা স্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনং তস্মাদেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ নতু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনাৎ। তথা চাচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

আত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি মন্য ইতি। ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যস্মাৎ তদকুতশ্চিদ্ভয়ং।

হে বৎসগণ! নানাপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা তত্তদ্দেবতার প্রীতি নিমিত্ত যে সকল ফল হয়, তাহাও ভগবানের প্রীতি হেতু হইয়া থাকে, নিরবচ্ছিন্ন তত্তদ্দেবতার আরাধনে কিছুই হয় না। ফলতঃ যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধশাখা উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয়, মূলসেচন বিনা স্কন্ধ প্রভৃতি এক এক অবয়বে জল দিলে কিছুই হয় না এবং যেমন প্রাণের উপহার অর্থাৎ ভোজন দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, এক এক ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ অন্নলেপনাদি করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের পুষ্টি হয় না, তেমনি ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনাই সকল দেবতার আরাধনা অর্থাৎ তাহাতেই সকল দেবতার সন্তোষ হয় ॥ ১০৬ ॥

১১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে
কবিযোগেশ্বরের বাক্যেও যথা ॥

কবিযোগেশ্বর নিমিকে কহিলেন, মহারাজ! সকল ধর্ম্মেই ভয়

পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যং।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবা-
দ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥ ১০৭॥
শ্রীভগবতশ্চ॥
এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দ্যত্যভীপ্সিতাং॥ ১০৮॥
কিঞ্চ॥

অত্র সংসারে অসদাত্মভাবাৎ অসতি দেহাদাবাত্মভাবনাতঃ। নিত্যং সর্ব্বদা উদ্বিগ্নবুদ্ধের্জ্জনস্য বিশ্বাত্মনা সর্ব্বথা নিঃশেষং যত্র পাদাম্বুজোপাসনে ভীর্নিবর্ত্ততে। যদ্বা যত্র যস্মিন্ সতি। রসদাত্মভাবাৎ অসদশ্চাসাবাত্মা চ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ ভাবঃ প্রেমা তস্মাদ্ধেতোর্নিত্যমুদ্বিগ্ন বুদ্ধেরপি বিশ্বাত্মনা ভীর্নিবর্ত্ততে অন্যৎ সমানং॥ ১০৭॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারৈঃ ক্রিয়াযোগরূপৈর্মার্গৈঃ। যদ্বা ঈদৃশৈঃ ক্রিয়াযোগপ্রকারৈঃ অর্চ্চন্ অর্চ্চয়ন্ উভয়ত্র ইহামুত্র চ॥ ১০৮॥

দৃষ্ট হইতেছে, আমি জানি ভগবান্ অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনা করিলে আত্যন্তিক কল্যাণ হয় এবং অন্য কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না, যে হেতু এই সংসারে দেহাদিতে অর্থাৎ দেহ গেহ কুটুম্বাদিতে আত্মীয়-ভাবনানিবন্ধন সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত লোকদিগেরও ঐ উপাসনাতে সর্ব্বতোভাবে ভয় নিবর্ত্ত হয়॥ ১০৭॥

১১ স্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে
শ্রীভগবানের বাক্য যথা॥

পুরুষ এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অভীপ্সিত সংসিদ্ধি আমা হইতে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১০৮॥

ঐ অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে যথা॥

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাং ॥ ১০৯ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীনারদস্য ॥

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১১০ ॥

অথ পূজানিত্যতা ॥

মহাভারতে ॥

মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকং।
যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্ব্রহ্মঘাতকং ॥

অতএবোক্তং বৃহন্নারদীয়ে পাদোদক-

নৈরপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন প্রেমলক্ষণেনেত্যর্থঃ। নন্বু নৈরপেক্ষ্যো ভক্তিযোগঃ কথং ভবতি তত্রাহ ভক্তিযোগমিতি ॥ ১০৯ ॥

বিক্রীণীতে বশ্যং করোতি ॥ ১১০ ॥

কেবল নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে আমার পূজা করে, সে ভক্তিযোগ লাভ করে ॥ ১০৯ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে শ্রীনারদের বাক্য ॥

এক পত্রমাত্র তুলসী ও এক চুলুকমাত্র জল অর্পণ করিলে ভক্তবৎসল হরি ভক্তগণকে আপনার দেহ বিক্রয় করিয়া রাখেন অর্থাৎ তিনি তাঁহাদিগের বশতাপন্ন হয়েন ॥ ১১০ ॥

অথ পূজানিত্যতা মহাভারতে ॥

যিনি মাতার ন্যায় রক্ষা করিতেছেন, সেই সৃষ্টিসংহারকারক দেবেশ্বরকে যে ব্যক্তি অর্চ্চনা করে না, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিও ॥

অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে ॥

-মাহাত্ম্যাখ্যানারম্ভে ॥

হরিপূজাবিধানন্তু যস্য বেশ্মনি নো দ্বিজাঃ।
শ্মশানসদৃশং বিদ্যান্ন কদাপি বিশেচ্চ তৎ ॥ ১১১ ॥

অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

পুষ্পৈর্ব্বা যদি বা পত্রৈঃ ফলৈর্ব্বা যদি বাম্বুভিঃ।
যষ্টব্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষস্ত্যক্ত্বা কার্য্যশতানি চ ॥

কিঞ্চ। নারদীয়ে ॥

নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু তত্তৎকালবিশেষতঃ।
পূজয়েদ্দেবদেবেশং দ্রব্যং সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ১১২ ॥

অতএবোক্তং ভগবতা হয়গ্রীবেণ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ॥

হরেঃ পূজাবিধানং পূজনং। হে দ্বিজাঃ ॥ ১১১ ॥
নিমিত্তেষু জন্মাষ্টম্যাদিষু ॥ ১১২ ॥

পাদোদকমাহাত্ম্যের কথনারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

হে দ্বিজগণ! যাহার গৃহে হরির পূজা নাই, তাহার গৃহ শ্মশান সদৃশ জানিতে হইবে, কখনও তাহাতে প্রবেশ করিবে না ॥ ১১১ ॥

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে ॥

পুষ্পেই হউক বা পত্রেই হউক অথবা ফলেই হউক কিম্বা জলেই হউক, শত শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও বিষ্ণুর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥

আরও নারদপুরাণে ॥

জন্মাষ্টমী প্রভৃতি তত্তৎকাল বিশেষে যত্ন সহকারে দ্রব্য সম্পাদন করিয়া দেবদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে ॥ ১১২ ॥

অতএব হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে ভগবান্ হয়গ্রীব বলিয়াছেন ॥

প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ।
বরং প্রাণস্য বা ত্যাগঃ শিরসোবাপি কর্ত্তনমিতি ॥ ১১৩ ॥
পূজায়া নিত্যতালেখি প্রাক্ চ নৈবেদ্যভক্ষণে।
মাহাত্ম্যঞ্চ পরং শালগ্রামচক্রপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১১৪ ॥
পূজাঙ্গানাঞ্চ মাহাত্ম্যং যদ্যদ্বিলিখিতং পুরা।
তৎ সর্ব্বমিহ পূজায়াং পর্য্যবস্যতি হি স্বতঃ ॥ ১১৫ ॥
পূজামহিমমত্তেভাঃ শাস্ত্রারণ্যবিহারিণঃ।

অর্চ্চা প্রতিমা যা কাচিদপি। এবমর্চ্চননিত্যতা স্বতএব সিদ্ধা ॥ ১১৩ ॥

অত্রালিখিতমপ্যন্তৎ পূজায়া নিত্যত্বস্য মাহাত্ম্যস্য চ বচনজাতং পূর্ব্বলিখিতেনৈকী-কুর্ব্বন্ লিখতি পূজায়া ইতি দ্বাভ্যাং। প্রাগলেখি। অনর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং যৈর্ভুক্তং ধর্ম্ম-বর্জ্জিতৈরিত্যাদিভিঃ। পরমন্যচ্চ মাহাত্ম্যং শালগ্রামশিলারূপস্য চক্রিণশ্চক্রযুক্তস্য ভগবতঃ প্রসঙ্গে। তথাচ শালগ্রামশিলামাহাত্ম্যে। যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে। রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরমিত্যাদি ॥ ১১৪ ॥

পূজাঙ্গানাং তত্তদুপচারসমর্পণাদীনাং। স্বতএব পর্য্যবস্যতি পূজায়া এব মাহাত্ম্যমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। অঙ্গানাং মাহাত্ম্যেনাঙ্গিন এব মাহাত্ম্যাপত্তেঃ এবং সর্ব্বস্যৈব পূজাঙ্গত্বাৎ তত্তন্মাহাত্ম্যং সর্ব্বমেব পূজায়া মাহাত্ম্যমিতি ভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ হউক বা শিরশ্ছেদনই হউক, বরঞ্চ সেও ভাল, তথাপি বিষ্ণুর যে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা পরিত্যাগ করিবে না, যাবজ্জীবন তাঁহার পূজা করিবে ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্বে নৈবেদ্যভক্ষণে পূজার নিত্যতা এবং প্রসঙ্গাধীন শালগ্রাম-শিলাচক্রের মাহাত্ম্যও লিখিত হইয়াছে ॥ ১১৪ ॥

পূর্ব্বে পূজাঙ্গ সকলের যে যে মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, এস্থলে স্বতই তৎসমুদায় পূজায় পর্য্যবসান হইল ॥ ১১৫ ॥

কীট তুল্য ব্যক্তি কর্তৃক শ্রীহরির কৃপা ব্যতিরেকে শাস্ত্ররূপ

কীটেন কতি সংগ্রাহ্যাঃ প্রভাবং শ্রীহরের্ব্বিনা ॥ ১১৬ ॥
অথ শ্রীভগবন্নাম সদা সেবেত সর্ব্বতঃ।
তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বিখ্যাতং সংক্ষেপাত্র লিখ্যতে ॥ ১১৭ ॥
অথ শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যং ॥

এবমনন্তান্যেব পূজামাহাত্ম্যবচনানি জ্ঞানক্রিয়াশক্তিহীনেন ময়া কতি লিখিতুং শক্যন্তে যচ্চ তত্র কিঞ্চিল্লিখিতং তৎ শ্রীভগবন্মহিম্নৈবেতি নিজৌদ্ধত্যং পরিহরন্ পূজায়া মাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়তি পূজেতি। পূজায়া মহিমান এব মত্তেভাঃ মত্তহস্তিনঃ দুর্গ্রহত্বাৎ কথম্ভূতাঃ শাস্ত্রাণ্যেবারণ্যানি অর্থতঃ শব্দতশ্চানন্ত্যেন পরমদুর্গমত্বাৎ তেষু বিহর্ত্তুমিতস্ততঃ সর্ব্বত্র ক্রীড়িতুং শীলং যেষাং তে। অতএব কীটতুল্যেন পরমাসমর্থেন জনেন কতি সংগ্রাহ্যাঃ সংগ্রহীতুং শক্যাঃ। শ্রীহরেঃ প্রভাবং বিনেতি তেনৈব সংগ্রাহ্যা ভবন্তি নান্যেনেত্যর্থঃ। অত্র চ যথা বনান্তর্ব্বর্ত্তিনো মত্তগজাঃ কীটেন সংগ্রাহ্যাঃ ন ভবন্তি কিন্তু সিংহস্যৈব শক্যা ভবন্তীতি দৃষ্টান্তঃ স্পষ্ট এব ॥ ১১৬ ॥

এবং পূজামাহাত্ম্যং লিখিত্বা মধুরেণ সমাপয়েদিতি ন্যায়েনান্তে নামমাহাত্ম্যং লিখন্ তত্রাদৌ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থানতো নক্তং শয়নপর্য্যন্তে নিজকর্ম্মণি তথা শ্রীভগবতঃ প্রবোধনতো নক্তং স্থাপনপর্য্যন্ত সেবাপ্রকারে চ সর্ব্বত্রৈব বিঘ্ননিবারকতয়া ন্যূনসংপূর্ত্তিকারকত্বেন পূজাঙ্গতয়া তথা সর্ব্বকর্ম্মণাং গুণবিশেষাপাদকতয়া তথা স্বতঃ পরমফলরূপতয়া চাদৌ মধ্যে অন্তে চ শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনং কুর্য্যাদিতি লিখতি অথেতি আনন্তর্য্যে মঙ্গলে বা। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বার্থেষ্বেত্যর্থঃ। এবং কালবিশেষকৃত্যতাদ্যভাবাৎ সর্ব্বপরিপোষকত্বাচ্চান্তে লিখনমিতি ভাবঃ ॥ ১১৭ ॥

অরণ্যচারী পূজামাহাত্ম্যস্বরূপ মত্তহস্তিগণ কতিপয় গ্রহণীয় হইবে, অর্থাৎ আমি কীট সদৃশ হইয়া শ্রীহরির অনুগ্রহ ব্যতিরেকে পূজা-মাহাত্ম্যপর কতিপয় বচন কি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব? ॥ ১১৬ ॥

অনন্তর শ্রীভগবন্নাম সকলকালে সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিবে, ঐ নামমাহাত্ম্য অতিবিস্তৃত, আমি এস্থলে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে লিখি-তেছি ॥ ১১৭ ॥

অথ শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য ॥

তত্র শ্রীভগবন্নামবিশেষস্য চ সেবনং।
ঋষিভিঃ কৃপয়াদিষ্টং তত্তৎ কামহতাত্মনাং ॥ ১১৮ ॥
অথ কামবিশেষেণ শ্রীভগবন্নামবিশেষসেবামাহাত্ম্যং।
তত্র পাপক্ষয়ার্থং কৌর্ম্মে ॥
শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দপূর্ব্বং
জয়দ্বয়াদুত্তরতস্তথা হি।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নরসিংহনাম
জপ্তং নিহন্যাদপি বিপ্রহত্যাং ॥ ১১৯ ॥

তত্রাদৌ নামবিশেষস্য মাহাত্ম্যং বিশেষতো লিখতি তত্রেতি। তেন তেনাগ্রে লেখ্যেন কামেন হত আত্মা চিত্তং যেষাং তেষাং আদিষ্টং তান্ প্রতিজ্ঞাপিতং। ননু মহাফলং ভগবন্নামসেবনং সর্ব্বজ্ঞৈঋর্ষিভিস্তত্তৎ তুচ্ছফলার্থং কিমিত্যাদিষ্টং। তত্র লিখতি কৃপয়েতি। তেনৈব শীঘ্রং সম্যক্ তত্তৎ সিদ্ধেঃ। যদ্বা তত্তৎ কামেনাপি কথঞ্চিৎ তেষাং তত্র প্রবৃত্ত্যর্থমিতি দিক্ ॥ ১১৮ ॥

জয়শব্দয়োর্ম্মধ্যং অন্তর্ব্বর্ত্তি জয় নরসিংহ জয়েতি। জয়াদুত্তরতঃ জয় নরসিংহেতি। নরসিংহস্য নাম নরসিংহেতি নাম বা ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর অগ্রে যে যে কাম লিখিত হইবে, সেই সেই কামে হতচিত্ত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ঋষিগণ কৃপা করিয়া শ্রীভগবন্নাম বিশেষের সেবা আদেশ করিয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

অথ কামবিশেষে শ্রীভগবন্নামবিশেষের মাহাত্ম্য ॥

তন্মধ্যে পাপক্ষয় নিমিত্ত শ্রীভগবন্নামবিশেষের সেবা যথা।

কূর্ম্মপুরাণে ॥

শ্রীশব্দ পূর্ব্ব, জয়শব্দ পূর্ব্ব, জয় দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি এবং জয়শব্দের উত্তর অর্থাৎ শ্রীনরসিংহ, জয় নরসিংহ এবং জয় নরসিংহ জয়, এই প্রকার নরসিংহ নাম একবিংশতিবার জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাও বিনষ্ট হয় ॥ ১১৯ ॥

মহাভয়নিবারণার্থং তত্রৈব ॥

শ্রীপূর্ব্বো নরসিংহো দ্বির্জয়াদুত্তরতস্তু সঃ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জপ্তস্তু মহাভয়নিবারণঃ ॥ ১২০ ॥

কালবিশেষেতু মঙ্গলার্থং ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বজ্রসম্বাদে ॥

পুরুষং বামদেবঞ্চ তথা সঙ্কর্ষণং বিভুং ।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ ক্রমাদব্দেষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২২১ ॥

স নরসিংহঃ দ্বির্বারদ্বয়ং জয় জয়েতি তস্মাদুত্তরতশ্চ জয় জয় নরসিংহেতি পাঠান্তরেঽপি স এবার্থঃ ॥ ১২০ ॥

পুরুষাদীন্ পঞ্চ অব্দেষু সম্বৎসরাদি ভেদেন পঞ্চসু ক্রমাৎ কীর্ত্তয়েৎ পঞ্চাব্দাশ্চোক্তাঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে । সম্বৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ । ইদাবৎসরস্তৃতীয়শ্চতুর্থশ্চানু বৎসরঃ উদ্বৎসরঃ পঞ্চমাস্তু কালস্য যুগসংজ্ঞিতঃ । ইতি । যদ্যপ্যত্রাগ্রে চ ফলং বিশেষতো ন শ্রূয়তে তথাপ্যন্তে বরদস্যোত্যুক্ত্যা তথা সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতীত্যাদ্যুক্ত্যা চ সামান্যতঃ ফলং মহদস্তীতি জ্ঞেয়মেব ॥ ১২১ ॥

মহাভয়নিবারণ নিমিত্ত শ্রীভগবন্নামসেবা যথা ।

ঐ কূর্ম্মপুরাণে ॥

শ্রীনরসিংহ এবং জয় জয় নরসিংহ, এইরূপ নাম একবিংশতিবার জপ করিলে মহাভয় নিবারণ হয় ॥ ১২০ ॥

কালবিশেষেও মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভগবন্নাম সেবা ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীমার্কণ্ডেয় বজ্রসম্বাদে ॥

পুরুষ, বামদেব, বিভু, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ ক্রমে পঞ্চবৎসরে অর্থাৎ সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও উদ্বৎসর এই সকল বৎসরে এক একটী নাম কীর্ত্তন করিবে ॥ ২২১ ॥

বলভদ্রং তথা কৃষ্ণং কীর্ত্তয়েদয়নদ্বয়ে।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং তথা বৈ ভোগশায়িনং ॥
পদ্মনাভং হৃষীকেশং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং।
ক্রমেণ রাজশার্দ্দূল বসন্তাদিষু কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১২২ ॥
বিষ্ণুঞ্চ মধুহন্তারং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং।
বামনং শ্রীধরঞ্চৈব হৃষীকেশং তথৈব চ ॥
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবঞ্চ যদূত্তমং।
নারায়ণং মাধবঞ্চ গোবিন্দঞ্চ তথাক্রমাৎ ॥
চৈত্রাদিষু চ মাসেষু দেবদেবমনুস্মরেৎ।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ পক্ষয়োঃ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ॥
সর্ব্বঃ সর্ব্বশিবঃ স্থাণুর্ভূতাদি র্নিধিরব্যয়ঃ।

মাধবাদীন্ ষট্সু বসন্তাদি ষট্ঋতুষু ক্রমেণ কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১২২ ॥

বিষ্ণ্বাদীন্ দ্বাদশচৈত্রাদীন্ দ্বাদশমাসেষু ক্রমাদনুস্মরেৎ তত্র চ। যদূত্তমমিতি বিশেষণং জ্ঞেয়ং। অন্যথা ত্রয়োদশ স্যুঃ। যদূত্তমেতি বা পাঠঃ। ততশ্চ সম্বোধনং। হে বজ্রেতি যদ্বা কদাচিৎ মলমাসে সতি ত্রয়োদশমাসা ভবন্তি তদপেক্ষয়া যদূত্তমেন সহ ত্রয়োদশেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১২৩ ॥

উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অয়নে বলভদ্র এবং কৃষ্ণ এই দুই নাম কীর্ত্তন করিবে। অপর হে রাজেন্দ্র! মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ, ভোগশায়ী, পদ্মনাভ, হৃষীকেশ তথা ত্রিবিক্রমদেব, এই ছয় নাম বসন্তাদি ঋতু ষট্কে কীর্ত্তন করিবে ॥ ১২২ ॥

বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রমদেব, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, দামোদর, পদ্মনাভ, যদুশ্রেষ্ঠ কেশব, নারায়ণ, মাধব এবং গোবিন্দ, চৈত্রাদি দ্বাদশমাসে ক্রমে এই সকল নাম তথা কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নাম স্মরণ করিবে ॥

সর্ব্ব, সর্ব্বশিব, স্থাণু, ভূত, আদি, নিধি ও অব্যয় এই সাত নাম

আদিত্যাদিষু বারেষু ক্রমাদেবমনুস্মরেৎ ॥ ১২৩ ॥
বিশ্বং বিষ্ণুর্বষট্কারো ভূতভব্য ভবৎপ্রভুঃ।
ভূতভৃৎ ভূতকৃৎ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ॥
অব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বিশ্বকর্ম্মা শুচিশ্রবাঃ।
সদ্ভাবো ভাবনোভর্ত্তা প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ ॥
অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ।
অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতো ধাতা কৃষ্ণশ্চৈতান্যনুস্মরেৎ ॥
দেবদেবস্য নামানি কৃত্তিকাদিষু যাদব ॥ ১২৪ ॥
ব্রহ্মাণং শ্রীপতিং বিষ্ণুং কপিলং শ্রীধরং প্রভুং।
দামোদরং হৃষীকেশং গোবিন্দং মধুসূদনং ॥
ভূধরং গদিনং দেবং শঙ্খিনং পদ্মিনন্তথা।
চক্রিণঞ্চ মহারাজ প্রথমাদিষু সংস্মরেৎ ॥ ১২৫ ॥

বিশ্বমিত্যাদীনি সপ্তবিংশতিনামানি কৃত্তিকাদিষু সপ্তবিংশতিনক্ষত্রেষু ক্রমাদেবানুস্মরেৎ ॥ ১২৪ ॥

প্রথমা তিথিঃ প্রতিপৎ তদাদিষু পঞ্চদশতিথিষু ব্রহ্মাদীন্ পঞ্চদশক্রমেণৈব সংস্মরেৎ॥১২৪

ক্রমে আদিত্যাদি বারে স্মরণ করিবে ॥ ১২৩ ॥

বিশ্ব, বিষ্ণু, বষট্কার, ভূতভব্যভবৎপ্রভু, ভূতভৃৎ, ভূতকৃৎ, ভাব, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, অব্যক্ত, পুণ্ডরীকাক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, শুচিশ্রবাঃ, সদ্ভাবঃ, ভাবন, ভর্ত্তা, প্রভব, প্রভু, ঈশ্বর, অপ্রমেয়, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, অমরপ্রভু, অগ্রাহ্য, শাশ্বত, ধাতা এবং কৃষ্ণ। হে যাদব! কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে দেবদেবের এই সকল নাম কীর্ত্তন করিবে ॥ ১২৪ ॥

ব্রহ্মা, শ্রীপতি, বিষ্ণু, কপিল, শ্রীধর, প্রভু, দামোদর, হৃষীকেশ, গোবিন্দ, মধুসূদন, ভূধর, গদী, শঙ্খী, পদ্মী এবং চক্রী। হে মহারাজ! প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিতে এই পঞ্চদশ নাম স্মরণ করিবে ॥ ১২৫ ॥

সর্ব্বং বা সর্ব্বদা নাম দেবদেবস্য যাদব।
নামানি সর্ব্বাণি জনার্দ্দনস্য
কালশ্চ সর্ব্বঃ পুরুষপ্রবীরঃ।
তস্মাৎ সদা সর্ব্বগতস্য নাম
গ্রাহ্যং যথেষ্টং বরদস্য রাজন্॥ ১২৬॥
বিবিধকামসিদ্ধয়ে চ পুলস্ত্যোক্তৌ॥
কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালস্তথা হরিঃ।
আনন্দো মাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ॥ ১২৭॥
রামঃ পরশুরামশ্চ নৃসিংহো বিষ্ণুরেব চ।
বিক্রমশ্চৈবমাদীনি জপ্যান্যরিজিগীষুভিঃ॥

নমু চিন্তামণেরিব সর্ব্বস্যাপি ভগবন্নাম্নঃ সমানফলং শ্রূয়তে তৎ কিং বিশেষনির্দ্দেষতো মাহাত্ম্যসঙ্কোচাপাদনেন সত্যং অত্যন্তকামাদ্যপহতচিত্তানাং শ্রদ্ধাসম্পত্তয়ে তথোক্তং। বস্তুতস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বমেব নাম সেব্যমিত্যাহ সর্ব্বমিতি। সংস্মরেদিতি পূর্ব্বয়া ক্রিয়য়া গ্রাহ্যমিতি পরয়া বা সম্বন্ধঃ। তদেব সহেতুকমাহ। নামানীতি॥ ১২৬॥
কাম ইত্যাদি নামানি জপেৎ॥ ১২৭॥

হে যাদব! দেবদেবের সকল নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিবে। হে রাজন্! জনার্দ্দনের নাম সকল সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করিবে, তাঁহার নাম কীর্ত্তনে সকল কাল ও সর্ব্বপুরুষই শ্রেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বগামি বরদাতার নাম সকল যথেষ্টরূপে গ্রহণ করিবে॥ ১২৬॥

বিবিধ কামনা সিদ্ধি নিমিত্ত শ্রীভগবন্নাম সেবা
পুলস্ত্য বলিয়াছেন॥

কাম, কামপ্রদ, কান্ত, কামপাল, হরি, আনন্দ এবং মাধব, সমস্ত কামনা সিদ্ধি নিমিত্ত এই সমুদায় নাম জপ করিবে॥ ১২৭॥
শত্রুজয়কামী পুরুষ রাম, পরশুরাম, নৃসিংহ, বিষ্ণু এবং ত্রিবিক্রম, ইত্যাদি নাম জপ করিবে॥

বিদ্যাসভ্যস্ততা নিত্যং জপ্তব্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
দামোদরং বন্ধগতো নিত্যমেব জপেন্নরঃ।
কেশবং পুণ্ডরীকাক্ষমনিশং হি তথা জপেৎ।
নেত্রবাধাসু সর্ব্বাসু হৃষীকেশং ভয়েষু চ ॥ ১২৮ ॥
অচ্যুতঞ্চামৃতঞ্চৈব জপেদৌষধকর্ম্মণি।
সংগ্রামাভিমুখো গচ্ছন্ সংস্মরেদপরাজিতং।
চক্রিণং গদিনঞ্চৈব শার্ঙ্গিণং খড়্গিনন্তথা।
ক্ষেমার্থী প্রবসন্নিত্যং দিক্ষু প্রাচ্যাদিষু স্মরেৎ ॥ ১২৯ ॥
অজিতঞ্চাধিপঞ্চৈব সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরং তথা।
সংস্মরেৎ পুরুষো ভক্ত্যা ব্যবহারেষু সর্ব্বদা ॥ ১৩০ ॥
নারায়ণং সর্ব্বকালং ক্ষুতপ্রস্খলনাদিষু।

নেত্রবাধাসু চক্ষুঃপীড়াসু ॥ ১২৮ ॥
প্রবসন্ বিদেশং গচ্ছন্ চক্র্যাদীন্ চতুরঃ প্রাচ্যাদিচতুর্দ্দিক্ষু ক্রমাৎ স্মরেৎ ॥ ১২৯ ॥
ব্যবহারেষু বাণিজ্যাদিষু ॥ ১৩০ ॥

বিদ্যা অভ্যাসশীল পুরুষ নিত্য পুরুষোত্তম নাম জপ করিবেন, বন্ধনগ্রস্ত পুরুষ নিত্য দামোদর নাম জপ করিবেন। নেত্র প্রভৃতির পীড়া সমুদায়ে নিরন্তর কেশব ও পুণ্ডরীকাক্ষ নাম জপ করিবে। ভয় সকল উপস্থিত হইলে হৃষীকেশ নাম জপ করিবে ॥ ১২৮ ॥

ঔষধ কর্ম্মে অচ্যুত ও অমৃত নাম জপ করিবে। সংগ্রামের অভিমুখে গমনকালীন অপরাজিত নাম স্মরণ করিবে। পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে গমনশীল পুরুষ মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া ক্রমশঃ চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী ও খড়্গী এই চারি নাম স্মরণ করিবে ॥ ১২৯ ॥

পুরুষ সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক বাণিজ্যাদি ব্যবহার সকলে অজিত, অধিপ, সর্ব্ব ও সর্ব্বেশ্বরকে স্মরণ করিবেন ॥ ১৩০ ॥

ক্ষুত (হাঁচি) ও স্খলন প্রভৃতি সকল সময়ে তথা গ্রহ-নক্ষত্র-পীড়া

গ্রহনক্ষত্রপীড়াসু দেববাধাসু সর্ব্বতঃ॥ ১৩১ ॥
দস্যুবৈরিনিরোধেষু ব্যাঘ্রসিংহাদিসঙ্কটে।
অন্ধকারে তমস্তীব্রে নরসিংহমনুস্মরেৎ।
অগ্নিদাহে সমুৎপন্নে সংস্মরেজ্জলশায়িনং।
গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদ্বিষবীর্য্যং ব্যপোহতি।
স্নানে দেবার্চ্চনে হোমে প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
কীর্ত্তয়েদ্ভগবন্নাম বাসুদেবেতি তৎপরঃ।
স্থাপনে বিত্তধান্যাদেরপধ্যানে চ দুষ্টজে।
কুর্ব্বীত তন্মনা ভূত্বা অনন্তাচ্যুতকীর্ত্তনং॥ ১৩২॥
নারায়ণং শার্ঙ্গধরং শ্রীধরং পুরুষোত্তমং।
বামনং খড়্গিনঞ্চৈব দুষ্টস্বপ্নে সদা স্মরেৎ।

দেববাধাসু অতিবৃষ্ট্যাদিষু॥ ১৩১ ॥
দুষ্টজেঽপধ্যানে দুষ্টজনচিন্তিতানিষ্টে॥ ১৩২ ॥

এবং অতিবৃষ্টি প্রভৃতি দেববাধা সকলে সর্ব্বতোভাবে নারায়ণকে স্মরণ করিবে॥ ১৩১ ॥

দস্যু ও বৈরিগণ কর্ত্তৃক নিরোধ তথা সিংহব্যাঘ্রাদিসঙ্কটে, তীব্রতমঃ ও ঘোর অন্ধকারে নরসিংহ নাম স্মরণ করিবে॥

অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে জলশায়িকে স্মরণ করিবে, গরুড়ধ্বজকে স্মরণ করিলে বিষের পরাক্রম বিনষ্ট হয়। ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তি স্নান, দেবার্চ্চন, হোম, প্রণাম ও প্রদক্ষিণকালে বাসুদেব এই ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিবেন॥

বিত্ত ও ধান্যাদির স্থাপনে তথা দুষ্টজনচিন্তিত অনিষ্টে ভগবদ্গতচিত্ত হইয়া, হে অনন্ত! হে অচ্যুত! এই নাম কীর্ত্তন করিবে॥ ১৩২॥

নারায়ণ, শার্ঙ্গধর, শ্রীধর, পুরুষোত্তম, বামন ও খড়্গী দুঃস্বপ্ন দর্শনে সর্ব্বদা এই সকল নাম স্মরণ করিবে॥

মহার্ণবাদৌ পর্য্যঙ্কশায়িনঞ্চ নরঃ স্মরেৎ।
বলভদ্রং সমৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মাণি সংস্মরেৎ।
জগৎপতিমপত্যার্থং স্তুবন্ ভক্ত্যা ন সীদতি।
শ্রীশং সর্ব্বাভ্যুদয়িকে কর্ম্মণ্যাশু প্রকীর্ত্তয়েৎ।
অরিষ্টেষু হ্যশেষেষু বিশোকঞ্চ সদা জপেৎ।
মরুপ্রপাতাগ্নিজলবন্ধনাদিষু মৃত্যুষু।
স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু বাসুদেবং জপেদ্বুধঃ॥ ১৩৩॥
সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।

মরুর্নির্জ্জলদেশস্তস্মিন্ প্রপাতঃ অকস্মাদ্গমনং। মরুদিতি পাঠে বাত্যা তদাদিষু মৃত্যুষু মরণহেতুষু। কথম্ভূতেষু। স্বতন্ত্রপরতন্ত্রেষু স্বাধীনপরাধীনেষু স্বতঃ প্রাপ্তেষু পরৈর্ব্বা প্রাপিতেষু॥ ১৩৩॥

মনুষ্য মহাসমুদ্রাদিতে পর্য্যঙ্কশায়িকে স্মরণ করিবে, সমৃদ্ধির নিমিত্ত সকল কর্ম্মে বলভদ্রকে স্মরণ করিবে॥

সন্তান নিমিত্ত ভক্তি পূর্ব্বক জগৎপতিকে স্তব করিলে বিপদ্গ্রস্ত হয় না। সর্ব্বপ্রকার আভ্যুদয়িক কর্ম্মে আশু শ্রীশ ভগবান্‌কে কীর্ত্তন করিবে। অশেষ বিঘ্ন সকলে বিশোক নামা ভগবান্‌কে সর্ব্বদা জপ করিবে॥

নির্জলপ্রদেশে অকস্মাৎ গমন, অগ্নি, জল এবং বন্ধনাদি মৃত্যু-সকলে তথা স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র সমুদায়ে পণ্ডিত ব্যক্তি বাসুদেব নাম জপ করিবেন॥ ১৩৩॥

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রির যে নামে অভিরুচি হইবে, সকল বিষয়ে সেই নাম কীর্ত্তন করিবে॥

নাম সকলের একার্থতাপ্রযুক্ত, এই সমুদায় নামই পরব্রহ্ম হরির,

সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ ॥ ১৩৪ ॥

এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ মার্কণ্ডেয়বজ্রসম্বাদে ॥

কিঞ্চ ॥

কূর্ম্মং বরাহং মৎস্যম্বা জলপ্রতরণে স্মরেৎ।
ভ্রাজিষ্ণুমগ্নিজননে জপেন্নাম ত্বখণ্ডিতং ॥ ১৩৫ ॥
গরুড়ধ্বজানুস্মরণাদাপদোমুচ্যতে নরঃ।
জ্বরজুষ্টশিরোরোগবিষবীর্য্যঞ্চ শাম্যতি।
বলভদ্রস্তু যুদ্ধার্থী কৃষ্যারম্ভে হলায়ুধং।
উত্তারণং বণিজ্যার্থী রামমভ্যুদয়ে নৃপ।
মাঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং মাঙ্গল্যেষু চ কীর্ত্তয়েৎ।
উত্তিষ্ঠন্ কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণুং প্রস্বপন্ মাধবং নরঃ।

যস্য চ যন্নাম্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ সর্ব্বার্থেতি দ্বাভ্যাং ॥ ১৩৪ ॥

অখণ্ডিতং অবিচ্ছিন্নং ॥ ১৩৫ ॥

জ্বরাদীনাং বীর্য্যং প্রভাবশ্চ শাম্যতি ॥ ১৩৬ ॥

যে কোন নাম জপ করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয় ॥ ১৩৪ ॥

এই প্রকার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও শ্রীমার্কণ্ডেয় ও বজ্রসম্বাদে ॥

আরও ॥

জলসন্তরণে কূর্ম্ম, বরাহ ও মৎস্য দেবকে স্মরণ করিবে এবং অগ্নি উৎপন্ন হইলে নিরন্তর ভ্রাজিষ্ণু ভগবন্নাম জপ করিবে ॥ ১৩৫ ॥

হে নৃপ! গরুড়ধ্বজ নাম করিলে মনুষ্য আপদ হইতে মুক্ত তথা জ্বরযুক্ত শিরোরোগ ও বিষাদির প্রভাব উপশম হয়। যুদ্ধার্থী পুরুষ বলভদ্রকে, কৃষিকার্য্যের আরম্ভে হলায়ুধকে এবং বাণিজ্যার্থী উত্তারণকে, অভ্যুদয়ে রামকে ও মাঙ্গল্যকার্য্য সমুদায়ে মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল স্বরূপ বিষ্ণুকে কীর্ত্তন করিবে ॥

মনুষ্য উত্থানে বিষ্ণু, শয়নে মাধব, ভোজনে গোবিন্দ এবং সর্ব্বত্র

ভোজনে চৈব গোবিন্দং সর্ব্বত্র মধুসূদনং।
তত্রৈবান্যত্র ॥
ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ মৈথুনে চ প্রজাপতিং।
সংগ্রামে চক্রিণং ক্রুদ্ধং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
জলমধ্যে তু বারাহং পাবকে জলশায়িনং ॥ ১৩৬ ॥
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধৌ মধুসূদনং।
মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং ॥ ১৩৭ ॥
কিঞ্চ ॥
কীর্ত্তয়েদ্বাসুদেবঞ্চ অনুক্তেষ্বপি যাদব।

বিশুদ্ধৌ শুদ্ধিবিশেষার্থং ॥ ১৩৭ ॥

মধুসূদনকে কীর্ত্তন করিবে ॥

ঐ গ্রন্থেরই অন্য স্থানে ॥

ঔষধে বিষ্ণু, ভোজনে জনার্দ্দন, শয়নে পদ্মনাভ, মেথুনে অর্থাৎ বিবাহে প্রজাপতি, সংগ্রামে ক্রোধ স্বরূপ চক্রী, স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রম, বৃষোৎসর্গে নারায়ণ, প্রিয়সঙ্গমে শ্রীধর, জলমধ্যে বরাহ এবং অগ্নিমধ্যে জলশায়িকে চিন্তা করিবে ॥ ১৩৬ ॥

কাননে নরসিংহ, পর্ব্বতে রঘুনন্দন, দুঃস্বপ্নে গোবিন্দ, শুদ্ধিবিশেষ নিমিত্ত মধুসূদন, মায়াসকলে বামন এবং সর্ব্বকার্য্যে মাধবদেবকে স্মরণ কর ॥ ১৩৭ ॥

আরও ॥

হে যাদব! যে সকল বিষয় উক্ত হয় নাই, তৎসমুদায় এবং

কার্য্যারম্ভে তথা রাজন্ যথেষ্টং নাম কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্
সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাদযথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা॥
অথ সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্যং।
তত্রাখিলপাপোন্মূলনত্বং।
বিষ্ণুধর্ম্মে হরিভক্তিসুধোদয়ে চোক্তং নারদেন॥
অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে।
অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ॥ ১৩৮॥

সুনির্ম্মলাঃ অত্যন্তমলহীনাঃ হি যস্মাৎ হরিকীর্ত্তনে রাগঃ শ্রদ্ধা নৃণাং তমঃ পাপমলং কৃৎস্নং অবিধূয় অনিরস্য নোদেতি অপি তু বিধূয়ৈবোদেতি। যথা সূর্য্যোঽন্ধকারং সর্ব্বং বিধূয়ৈবোদেতি তদ্বৎ॥ ১৩৮॥

কার্য্যারম্ভে যথেষ্টরূপে বাসুদেবের নাম কীর্ত্তন করিবে॥

হে রাজন্! ভগবানের সমস্ত নামই পুরুষের সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত হয়, অতএব সকল কার্য্যেই ভক্তিপূর্ব্বক যথেষ্টরূপে কৃষ্ণনাম জপ করিবে॥

অথ সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনমাহাত্ম্য।

তন্মধ্যে অখিল পাপের উন্মূলনত্ব যথা—

বিষ্ণুধর্ম্মে ও হরিভক্তিসুধোদয়ে নারদ বলিয়াছেন॥

কি আশ্চর্য্য! তোমাদের যখন হরিকীর্ত্তনে শ্রদ্ধা দেখিতেছি, তখন তোমরা অতিশয়রূপে নিষ্পাপ, যেমন সূর্য্য উদিত হইয়া সমুদায় অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইয়া সকল পাপ দূর করিয়া থাকেন॥ ১৩৮॥

গারুড়ে ॥

পাপানলস্য দীপ্তস্য মাকুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ।
গোবিন্দনাম মেঘৌঘৈর্নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ ॥ ১৩৯ ॥
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব ॥ ১৪০ ॥
যন্নাম কীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমং।

গোবিন্দস্য নামৈব মেঘৌঘাস্তৈর্যে নীরবিন্দবস্তৈর্হেতুভির্নশ্যতে নশ্যতি ॥ ১৩৯ ॥

অবশেনাপি যদৃচ্ছয়াপি যস্য নাম্নি কীর্ত্তিতে সতি যথা অকস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তা হরিণং অবরুদ্ধন্তো বৃকাস্তং বিসৃজ্য পলায়ন্তে তদ্বৎ। যদ্বা মৃগয়ার্থং বনং প্রবিষ্টঃ কশ্চিৎ পুমান্ বৃকৈরাবৃতোঽকস্মাদাগতং সিংহং দৃষ্ট্বা ত্রস্তৈস্তৈর্যথাসৌ বিমুচ্যতে তদ্বদিতি ॥ ১৪০ ॥-

ভক্ত্যা তৎ কীর্ত্তনফলমাহ যন্নামেতি দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্তৈঃ পাপমেব বিনশ্যতি তৎ সংস্কারস্ত্ববশিষ্যতে ইদং ত্বশেষাণাং সংস্কারাণাং পাপানাং বিলাপকং বিনাশকং ন চান্যেন নিঃশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ যথা ধাতূনাং সুবর্ণাদীনাং উদ্বর্ত্তনপ্রক্ষালনাদি ধাত্ব-

গরুড়পুরাণে ॥

অহে মনুষ্যগণ! প্রদীপ্ত পাপাগ্নি দেখিয়া ভয় করিও না, গোবিন্দনামরূপ মেঘপুঞ্জের জলবিন্দুসমূহে ঐ অগ্নি বিনষ্ট হইবে॥ ১৩৯

অবশেও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সিংহ ত্রস্ত মৃগগণের ন্যায় অর্থাৎ অকস্মাৎ আগত সিংহ অবলোকন করিয়া বৃকবেষ্টিত হরিণ যেমন মুক্ত হয়, তাহার ন্যায় পুরুষ সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে সদ্যঃ বিমুক্ত হয়েন ॥ ১৪০ ॥

হে মৈত্রেয়! যেমন অগ্নি সুবর্ণাদি ধাতু সকলের সংশোধক, তাহার ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপ্রকার

মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ ॥ ১৪১ ॥
যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ
কিঞ্চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে॥ ১৪২ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীর্ত্তনং।

স্তম্ভসংযোগজং মলং ন নাশয়তি কিন্তু পাবক এব অতঃ সর্ব্বোত্তমমিদমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

হরিকীর্ত্তনমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবতীতি। যদুক্তং তৎ কৈমুতিকন্যায়েনোপপাদয়তি যস্মিন্নিতি। ন্যস্তা নিক্ষিপ্তা মতির্যেন অচ্যুতৈকচিত্ত ইতি যাবৎ। স প্রমাদাদিকৃতৈ-রঘৈর্নরকং ন যাতি তস্মিন্নঘসংশ্লেষাসম্ভাবাৎ। যস্য চিন্তনে ধ্যানে ক্রিয়মাণে স্বর্গপ্রাপ্তিরপি বিঘ্নপ্রায়া। যস্মিন্ নিবেশিত আত্মা মনশ্চ সমাধিনা যেন তস্য ব্রহ্মলোকোঽপ্যতিতুচ্ছঃ। তস্মাদন্যথা কথঞ্চিদপি যশ্চেতসি স্থিতঃ অতএব নির্ম্মলধিয়াং। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষং বিনা মলিনমতীনামপি মুক্তিমপি দদাতি। যদৈবং স্বৈকহিতকারিণাং স্মৃতিমাত্রেণাচ্যুতনিষ্ঠানা-মীদৃশং ফলগৌরবং তদা তন্নামকীর্ত্তনেন পরেষামপ্যঘং ক্ষপয়তাং স্বকীয়াঘনাশঃ কিঞ্চিত্র-মিত্যর্থঃ। অঘ ইতি প্রথমান্তপাঠে পাপোঽপি জনঃ বিলয়ং মোক্ষং। অন্যৎ সমানং। এবঞ্চ সতি মুক্তিপ্রদত্বেঽয়ং শ্লোকো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৪২ ॥

পাপের অতিশয়রূপে সংশোধন হয় ॥ ১৪১ ॥

যাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে যখন নরক গতি হয় না, যাঁহার ধ্যান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তিও বিঘ্নপ্রায় হয়, যাঁহাতে সমাধি দ্বারা মন নিবে-শিত করিলে ব্রহ্মলোকও যখন অতিতুচ্ছ বোধ হয়, যে অব্যয় পুরুষ নির্ম্মলচিত্ত মানবগণের চিত্ত মধ্যে অবস্থিত হইয়া যখন মুক্তি প্রদান করেন, তখন অচ্যুত নাম কীর্ত্তন করিলে যে পাপ নষ্ট হইবে না আশ্চর্য্য কি। ॥ ১৪২ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

সায়ং এবং প্রাতঃকালে দেবদেব বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিয়া সকল

সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
বামনে ॥
নারায়ণো নাম নরো নরাণাং
প্রসিদ্ধচৌরঃ ক থতঃ পৃথিব্যাং ।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপসঞ্চয়ং
হরত্যশেষং শ্রুতমাত্র এব ॥ ১৪৩ ॥
স্কান্দে ॥
গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ ।
দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৪৪ ॥
গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে ।

নারায়ণ ইতি নরশ্চেতি নাম । যদ্বা হে নরাঃ ভো জনাঃ নামস্বরূপো নারায়ণঃ । যদ্বা নারায়ণনামা নর ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৩ ॥

তথা স্বমেব ব্যঞ্জয়তি ভক্ত্যা বা প্রোক্তং ভক্তিবর্জ্জিতৈর্জনৈর্বাহস্তক্ত্যা প্রোক্তমিতি॥১৪৪

পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত স্বর্গলোকে পরম সুখে বিরাজ করে ॥

বামনপুরাণে ॥

নারায়ণ নামরূপ নর পৃথিবীমধ্যে প্রসিদ্ধ চৌর বলিয়া বিখ্যাত, যে হেতু ঐ নারায়ণ নামরূপ চৌর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশমাত্র মনুষ্যদিগের বহুজন্মোপার্জ্জিত পাপসঞ্চয় অশেষরূপে হরণ করে, কিঞ্চিন্মাত্রও অবশেষ রাখে না ॥ ১৪৩ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

গোবিন্দ এই নাম ভক্তিপূর্ব্বক বলুক বা ভক্তিবর্জ্জিত হইয়াই কীর্ত্তন করুক, ঐ নাম উত্থিত প্রলয়াগ্নির ন্যায় হইয়া সমুদায় পাপ দগ্ধ করেন ॥ ১৪৪ ॥

পৃথিবীতে গোবিন্দ নামে যদি কোন পুরুষ থাকে, তাহারও নাম

কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥

কাশীখণ্ডে ॥

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথাঽনলকণো দহেৎ।

তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘং ॥

বৃহন্নারদীয়ে। লুব্ধকোপাখ্যানান্তে ॥

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং।

একমেব হরের্নাম সর্ব্বপাপবিনাশনং ॥

অতএব তত্রৈব যমেনোক্তং ॥

হরি হরি সকৃদুচ্চরিতং দস্যুচ্ছলেন যৈর্মনুষ্যৈঃ।

হুতং হুতমিতস্য মধ্যদেশে লৌকিকীভাষা হরিহরীতি। জনন্যা জঠরস্য মার্গোঽপি লুপ্তো যেষাং তে মুক্তা ইত্যর্থঃ। মম পটলিপিং ন বিশন্তি মদধিকারং ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥১৪৫

কীর্ত্তনমাত্রে সহস্র প্রকারে পাপ গমন করে ॥

কাশীখণ্ডে ॥

ভ্রমবশতও যেমন অগ্নিকণস্পৃষ্ট হইলে দাহ করে, তদ্রূপ হরিনাম ওষ্ঠদ্বয় সংস্পৃষ্ট হইয়া পাপ দগ্ধ করেন ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে। লুব্ধকের উপাখ্যানের অন্তে ॥

মমতাকুলচিত্ত বিষয়ান্ধ মানবগণের একমাত্র হরিনামই সকল পাপের বিনাশক ॥

অতএব ঐ বৃহন্নারদীয়েই যম বলিয়াছেন ॥

যে সকল মনুষ্য দস্যুচ্ছলেও যদি একবার হরি হরি এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে তাহাদের জননীজঠরের মার্গ বিলুপ্ত হয় এবং তাহারা আর আমার পটলিপির মধ্যে প্রবেশ করে না অর্থাৎ সেই

জননীজঠরমার্গলুপ্তা ন মম পটলিপিং বিশন্তি মর্ত্ত্যাঃ ॥১৪৫॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মোপাখ্যানান্তে
শ্রীনারদোক্তৌ ॥
হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটিনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েণ
গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ ॥ ১৪৬ ॥
অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টোহুতবহো যথা।
তথা দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতং ॥ ১৪৭ ॥
তত্রৈব শ্রীযমব্রাহ্মণসম্বাদে ॥
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥

অনেকানি বিপ্রস্বর্ণচৌর্য্যাদীনি ॥ ১৪৬ ॥
ব্যাজাৎ পুত্রাহ্বানাদিচ্ছলাদপ্যুক্তং ॥ ১৪৭ ॥

সকল মনুষ্য আমার অধিকার মধ্যে আগমন করে না ॥ ১৪৫ ॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মার
উপাখ্যানের শেষে শ্রীনারদের বাক্য যথা ॥

হরিভক্ত যদি অযুত ব্রহ্মহত্যা, ভয়ানক সহস্র মদ্যপান, কোটি গুর্ব্বঙ্গনা গমন এবং অনেক বিপ্রস্বর্ণ চৌর্য্য করে, তাহা হইলেও হরিপ্রিয় গোবিন্দ নামে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪৬ ॥

যেমন অনিচ্ছায় অগ্নিস্পৃষ্ট হইলে দাহ করে, তদ্রূপ পুত্র নামাদি ছলেও গোবিন্দ নাম কীর্ত্তিত হইলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট করেন ॥১৪৭

ঐ পদ্মপুরাণেই শ্রীযম ও ব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

অমিততেজাঃ বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই দিবা প্রকাশে অন্ধকারের ন্যায় পাপ সকল বিনষ্ট হয় ॥

নান্যৎপশ্যামি জন্তূনাং বিহায় পরিকীর্ত্তনং।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥ ১৪৮ ॥
ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে ॥
অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ১৪৯ ॥
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্‌ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।

সর্ব্বপাপপ্রশমনরূপং প্রায়শ্চিত্তমন্যৎ ন পশ্যামি। অন্যস্য সবাসনপাপক্ষপণাশক্তেঃ॥১৪৮

অয়মজামিলঃ কৃতো নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন। যৎ যস্মাদ্বিবশোঽপি হরের্নাম ব্যাজহার উচ্চারিতবান্। ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং হরের্নাম অপি তু স্বস্ত্যয়নং মোক্ষ-সাধনমপি। যদ্বা পরমমঙ্গলায়তনমপি ॥ ১৪৯ ॥

নন্বু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দাদি কোটিভি-রপ্যনির্বর্ত্ত্যানাং কথমিদমেকমেব প্রায়শ্চিত্তং স্যাত্তত্রাহুঃ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদাঃ স্তেন ইতি দ্বাভ্যাং। সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব তত্র হেতুঃ যতো নামব্যাহরণাৎ নামো-

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! প্রাণিদিগের হরিকীর্ত্তন ব্যতিরেকে, সর্ব্বপাপ-প্রশমনকারী অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না ॥ ১৪৮ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৭ শ্লোক হইতে অজামিলোপাখ্যানে ॥

অহে যমানুচরগণ! যদিও এই অজামিল জন্মাবধি কোটি কোটি পাপ করিয়া আপনার ও আপন পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিয়া-ছিল, তথাচ যে হরিনাম কেবল প্রায়শ্চিত্ত নহে, পরম স্বস্ত্যয়ন অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ, এ ব্যক্তি অবশ হইয়া তাহা উচ্চারণ করিয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

অহে শমনকিঙ্করগণ! তোমরা মনে এমত আশঙ্কা করিও না যে, অজ্ঞানকৃত পাপ নামবলে বিনষ্ট হউক, জ্ঞানকৃত বহুতর পাপ সহস্র প্রকারে কৃত হইলে দ্বাদশাব্দিক কোটি কোটি ব্রতাচরণেও নিবৃত্ত হয় না, এ বিষয়ের স্থূল সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর। যে সকল ব্যক্তি স্বর্ণস্তেয়ী,

স্ত্রীরাজপিতৃগো হন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নাম ব্যাহরণং বিষ্ণোর্য্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১৫০ ॥
ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকং ॥ ১৫১ ॥

চ্চারকপুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয়ো নিতরামনুগ্রাহ্য ইতি বিষ্ণোর্মতি-র্ভবতি ॥ ১৫০ ॥

শ্রেষ্ঠত্বমেবোপপাদয়ন্তি নেতি ব্রহ্মবাদিভির্মন্বাদিভিরুক্তৈর্ব্রতাদিভির্নিষ্কৃতৈস্তথা ন শুদ্ধ্যতি উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈর্যথা নামপদৈঃ। তত্র চ নমোগীতাদি ক্রিয়াযোগোঽপি নাপেক্ষিত ইতি দর্শিতং। কিঞ্চ। তন্নামপাদোচ্চারণং উত্তমঃশ্লোকগুণানাং উপলম্ভকং জ্ঞাপকং ভবতি নতু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রেণোপক্ষীণমিত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোবধ-কারী এবং অন্যান্য বিবিধ পাপাচারী ॥

তাহাদের সকল পাপের ইহাই (নারায়ণ নামই) শ্রেষ্ঠ প্রায়-শ্চিত্ত, যেহেতু নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবামাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগবানের মতি হয় অর্থাৎ তিনি মনে করেন, এই নামোচ্চারক ব্যক্তি আমার পুরুষ, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য ॥ ১৫০ ॥

অহে যমদূত সকল! মন্বাদি ব্রহ্মবাদি মুনিগণ পাপনিষ্কৃতি নিমিত্ত যে সকল ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, তাহাতে পাপি ব্যক্তি তদ্রূপ শুদ্ধ হয় না, ভগবান্ হরির নাম মাত্র উচ্চারণে যদ্রূপ শুদ্ধ হইয়া থাকে। অপর নামোচ্চারণে পাপ নাশ ভিন্ন অন্য ফলও জন্মিয়া থাকে, যেহেতু নামোচ্চারণে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণ সকলও প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপ-ক্ষয়মাত্রে পরিক্ষীণ হয় না ॥ ১৫১ ॥

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যম্বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৫২ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥ ১৫৩ ॥

নন্বয়ং পুত্রনামাগ্রহীৎ নতু ভগবন্নাম তত্রাহুঃ সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতং। পরিহাস্যং পরিহাসেন কৃতং। স্তোভং গীতালাপপূরণাদ্যর্থে কৃতং। হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি বা বৈকুণ্ঠনামোচ্চারণং ॥ ১৫২ ॥

নন্বু নায়ং সঙ্কল্পপূর্ব্বকং বৈকুণ্ঠনামাগ্রহীৎ কিন্তু পুত্রস্নেহপরবশঃ সন্ তত্রাহুঃ পতিত ইতি। অবশেনাপি যো হরিরিত্যাহ স যাতনা নার্হতি। পুমানিত্যনেন নাত্র বর্ণাশ্রমাদিনিয়ম ইত্যুক্তং। অবশত্বমেবাহুঃ পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যঃ স্খলিতো মার্গে ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ সংদষ্টঃ সর্পাদিভিঃ। তপ্তো জ্বরাদিনা আহতো দণ্ডাদিনা ॥ ১৫৩ ॥

অহে যমদূতগণ! যদিচ এ ব্যক্তি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র নারায়ণকে আহ্বান করিয়াছিল, ভগবন্নাম উচ্চারণ করে নাই সত্য, কিন্তু নামের এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে পুত্রাদির সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপপূরণার্থই হউক, অথবা অবজ্ঞাক্রমেই হউক, ভগবান্ নারায়ণের নাম যে কোনরূপে গ্রহণ করিলে তাহাতে অশেষ কলুষের সংক্ষয় হয় ॥ ১৫২ ॥

অপিচ, এ ব্যক্তি সঙ্কল্প না করিয়া স্নেহাকুলচিত্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়াছিল, তাহাতে ভগবন্নাম গ্রহণ করা হইল কই, এমত বলিতে পার না। অহে দূতগণ! নামমাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব? উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, অথবা পথে যাইতে যাইতে স্খলিত কিম্বা ভগ্নগাত্র, অথবা সর্পাদি কর্তৃক দষ্ট কিম্বা জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে কোন পুরুষ, যদি "হরি" এই শব্দটী উচ্চারণ করে, তাহারও কখন নরক-যাতনা অর্শে না ॥ ১৫৩ ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোক নাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসোদহেদেধো যথানলঃ॥ ১৫৪॥
তত্রৈব ঋষীণামুক্তৌ॥
ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নোমাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুক্কশকো বাপ শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ১৫৫॥
লঘুভাগবতে॥
বর্ত্তমানন্তু যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।

নন্থ তথাপি পাপপ্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিতমিতি চেত্তত্রাহুঃ। যদ্বা কৃষ্ণস্য নামেদমপ্যয়ং ন জানাতি কথং তস্য সর্ব্বপাপক্ষয়স্তত্রাহুঃ অজ্ঞানাদিতি অস্য শ্রীবিষ্ণোর্জ্ঞা-নাদজ্ঞানাদ্বা। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি তদ্বৎ॥ ১৫৪॥
অঘবান্ অন্যোঽপি যঃ পাপকর্ম্মযুক্তঃ যশ্চ জাত্যা পাপঃ শ্বাদঃ পুক্কশোবাপি॥ ১৫৫॥
গোবিন্দস্য অনলবৎ যৎ কীর্ত্তনং॥ ১৫৬॥

এস্থলে এব্যক্তি পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করিয়া হরিনাম উচ্চারণ করে নাই বলিয়াও আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু অজ্ঞানতই হউক, অথবা জ্ঞানতই হউক, উত্তমঃশ্লোক ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে দগ্ধ করে তদ্রূপ তাহার পাপ সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন॥ ১৫৪॥

৬ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ঋষীগণের বাক্য যথা॥

ঋষিগণ কহিলেন, অহে ইন্দ্র! কি মাতৃঘাতী, কি পিতৃঘাতী, কি ব্রহ্মঘ্ন, কি গোঘ্ন, কি গুরুহত্যাকারী, কি কুক্কুরভোজী, কি চণ্ডাল ইত্যাদি মহা মহা পাপিলোকেও যাঁহার নাম কীর্ত্তনমাত্র সেই সেই পাতক হইতে পবিত্র হয়॥ ১৫৫॥

লঘুভাগবতে॥

যে পাপ বর্ত্তমান অর্থাৎ হইতেছে, যে পাপ হইয়াছে এবং যে পাপ

তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৫৬ ॥
সদা দ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে।
জায়তে পাবনোধন্যো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ১৫৭ ॥
কৌর্ম্মে ॥
বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে।
ন ত..ন তত্তুলাং যান্তি কৃষ্ণনামানুকীর্ত্তনে ॥ ১৫৮ ॥
বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ॥

অধুনা নিষ্প্রায়শ্চিত্তো ভগবদক্ষম্যো ভোগৈকনাশ্যো মহানপরাধোঽপি নামমাহাত্ম্যেতোপঘাতীত্যাহ সদেতি। নাম্নোঽনু নিরন্তরং কীর্ত্তনাৎ। ধন্যঃ পাবনঃ পরমশুদ্ধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা ন কেবলং স্বয়মেব ততঃ পবিত্রো ভবেদিতি কিন্তু পরানপি পাবয়তি প্রেমলক্ষণভগবদ্ভক্তিধনযোগ্যশ্চ ভবতি ইতি। যদ্যপি নামাপরাধস্তোত্রাদৌ সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুত ইত্যাদিনা নিন্দাপি নামাপরাধ উক্তঃ কিমুত সদা দ্রোহপরতেতি। অতঃ পরমমহদপরাধাদস্মান্মহানরকপাত এব। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদোহপরাধাৎ পতত্যধ ইত্যাদিভিরভিহিতঃ। তথাপি তত্রৈব নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘমিত্যাদ্যুক্তের্নামপরাণাং ন কোঽপি দোষো ঘটতে প্রত্যুত ভক্তিবিশেষ এবোদেতীতি অতঃ সম্যগেবোক্তং জায়তে পরমো ধন্য ইতি ॥ ১৫৭ ॥

অতএব পরমপাবনত্বং কৌর্ম্মবচনেন লিখতি বসন্তীতি ॥ ১৫৮ ॥

হইবে, তৎ সমুদায় পাপ গোবিন্দনামরূপ অগ্নির কীর্ত্তনমাত্রে নিশ্চয় দগ্ধ হইবে ॥ ১৫৬ ॥

পৃথিবীতলে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুদিগের দ্রোহ আচরণ করে, সে হরিনাম কীর্ত্তনমাত্রে পরম পবিত্র হয় ॥ ১৫৭ ॥

কূর্ম্মপুরাণে ॥

মহীতলে যে সকল কোটি কোটি পবিত্রকারী বস্তু আছে, তৎ সমুদায়ও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনরূপ পরমপাবনত্বের তুল্য হইতে পারে না ॥ ১৫৮ ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ॥

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥ ১৫৯॥
ইতিহাসোত্তমে॥
শ্বাদোঽপি ন হি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ।
তাবন্তি যাবতী শক্তির্বিষ্ণোর্নাম্নো শুভক্ষয়ে॥ ১৬০॥
বিশেষতঃ কলৌ। স্কান্দে॥
তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগ্‌জং মানসমেব বা।
যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনং॥ ১৬১॥

এতদেবোপপাদয়তি নাম্নোঽস্যেতি দ্বাভ্যাং। পাতকী সর্ব্বদা পাতকযুক্তোঽপি॥১৫৯॥

শ্বাদঃ নিত্যকুক্কুরভক্ষণশীলঃ। পরমপাপজাতিরপি। অশুভস্য অমঙ্গলস্য তন্মূলস্য চ পাপস্য ক্ষয়ে॥ ১৬০॥

এবং সামান্যতঃ সর্ব্বকালে অশেষপাপোন্মূলনং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতঃ কলিকালে দুস্তরবিবিধপাপবর্গব্যাকুলানামগতীনাং কলৌ লোকানাং প্রভাববিশেষপ্রকটনপর শ্রীমন্নামকীর্ত্তনেনৈবাশেষপাপোন্মূলনং ভবতীতি লিখতি তন্নাস্তীত্যাদিনা॥ ১৬১॥

পাপ নির্হরণ বিষয়ে হরিনামের যত শক্তি আছে, সর্ব্বদা পাপযুক্ত ব্যক্তি তত পাপ করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৫৯॥

ইতিহাসোত্তমে॥

বিষ্ণুনামের অশুভ ক্ষয় করিতে যত শক্তি আছে, নিত্য কুক্কুর-ভক্ষণশীল পরম পাপজাতিও যত্নসহকারে তত পাপ করিতে সমর্থ হয় না॥ ১৬০॥

বিশেষতঃ কলিযুগে। স্কন্দপুরাণে॥

কলিযুগে গোবিন্দ নাম যে পাপ ক্ষয় করিতে পারেন না, সংসার মধ্যে কর্ম্মজনিত, বাক্যজনিত এবং মানসজনিত সে পাপই নাই॥১৬১॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ঃ।
শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ১৬২ ॥
নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।
নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্রচিত্রং ॥ ১৬৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

পরাক চান্দ্রায়ণ তপ্তকৃচ্ছ্রৈ-

যথা বহ্নে শমায় জলমেব অলং সমর্থঃ। তমসশ্চ শমায় ভাস্করোদয় এবালং। তথা কলের্যদঘৌঘঃ তস্য শান্ত্যৈ নামসঙ্কীর্ত্তনমেবালং। কলৌ নামসঙ্কীর্ত্তনস্যৈব প্রাধান্যাৎ। শান্তিরিতি পাঠে শান্তিরূপমেব ॥ ১৬২ ॥

নিত্যং মহাপাপরতোপি দুরিতৌবান্ মুক্তঃ সন্ সত্যং নিশ্চিতং যো নরঃ সংসারপারং প্রযাতি। কলিদোষাজ্জন্ম যস্য তৎপাপং স আশু নিহন্তীত্যত্র কিং চিত্রমাশ্চর্য্যং অসম্ভাবিতং ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬৩ ॥

দেহিনাং পাপতঃ শুদ্ধিঃ। দেহেতি পাঠে স এবার্থঃ। সকৃৎ যৎ মাধবস্য কীর্ত্তনং

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যেমন জল অগ্নির নির্ব্বাণ বিষয়ে সমর্থ, যেমন সূর্য্যোদয় অন্ধকার নাশে সমর্থ, তদ্রূপ হরিসঙ্কীর্ত্তন কলির পাপপুঞ্জ শান্তির নিমিত্ত সমর্থ হয়েন ॥ ॥ ১৬২ ॥

সত্য বলিতেছি, মনুষ্য যখন হরিনাম কীর্ত্তনমাত্রে সমুদায় পাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সংসার উত্তীর্ণ হয়েন, তখন কলিজনিত পাপ বিনষ্ট করিবেন, আশ্চর্য্য কি ? ॥ ১৬৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

কলিযুগে মাধব সঙ্কীর্ত্তন ও গোবিন্দনাম দ্বারা যে প্রকার দেহ শুদ্ধি

র্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন
গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্ ॥ ১৬৪ ॥
কীর্ত্তনকর্ত্তৃকুলসঙ্গ্যাদিপাবনত্বং ॥
তত্রৈব ॥
মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিং।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পঙ্ক্তিপাবনঃ ॥ ১৬৫ ॥
লঘুভাগবতে ॥
গোবিন্দেতি মুদা যুক্তঃ কীর্ত্তয়েদ্যস্ত্বনন্যধীঃ।
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥ ১৬৬ ॥

তেন। তচ্চ গোবিন্দেতি নাম্নেতি কলৌ গোবিন্দনামমাহাত্মামভিপ্রেতং। যদ্বা গোবিন্দেতি নামমাত্রেণেতি কীর্ত্তনস্য বাহুল্যং বিবিধত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি দিক্ ॥ ১৬৪ ॥

এবং সর্ব্বপাপোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং নামকীর্ত্তনসম্বন্ধিনামপি সর্ব্বদোষোন্মূলনেন পরমশোধকত্বং লিখতি মহেতি পঞ্চভিঃ ॥ ১৬৫ ॥

অনন্যধীঃ তদেকমনাঃ বিশ্বস্তঃ-সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৬৬ ॥

হয়, পরাকব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ প্রভৃতিতে তাদৃশী শুদ্ধি লাভ হয় না ॥ ১৬৪ ॥

কীর্ত্তনকর্ত্তৃকুলসঙ্গ্যাদি-পাবনত্ব অর্থাৎ নামসঙ্কীর্ত্তনকারি সঙ্গিদিগের সর্ব্বদোষ উন্মূল দ্বারা পরম শোধকত্ব ॥

ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

যদি কোন ব্যক্তি মহাপাতকযুক্ত হইয়াও নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন, তিনি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পঙ্ক্তিপাবন হয়েন ॥ ১৬৫ ॥

লঘুভাগবতে ॥

যিনি বিশ্বস্তচিত্তে আনন্দসহকারে গোবিন্দ এই বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই পবিত্র ধন্য পুরুষ কর্ত্তৃক এই পৃথিবী ধৃতা হইয়াছেন॥১৬৬

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

ন চৈবমেকং বক্তারং জিহ্বা রক্ষতি বৈষ্ণবী।
আশ্রাব্য ভগবৎখ্যাতিং জগৎকৃৎস্নং পুনাতি হি ॥ ১৬৭ ॥

দশমস্কন্ধে ॥

যন্নামগৃহ্নন্ নিখিলান্ শ্রোতৃণাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥

অতএবোক্তং প্রহ্লাদেন নারসিংহে ॥

তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ।
যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ ॥

সর্ব্বব্যাধিনাশিত্বং ॥

ভগবতঃ খ্যাতিং কীর্ত্তিং নামাত্মিকাং নাম্নৈব বা ॥ ১৬৭ ॥
হেয়ং ত্যাজ্যং ন ভবতীতি ॥ ১৬৮ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ॥

বিষ্ণুনামোচ্চারিকা জিহ্বা কেবল যে একটীমাত্র বক্তাকে রক্ষা করেন এমত নয়, ভগবন্নামাত্মিকা কীর্ত্তি শ্রবণ করাইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র করেন ॥ ১৬৭ ॥

দশমস্কন্ধে ৩৪ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ॥

প্রভো! যাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া লোকে অখিল শ্রোতাকে এবং আপনাকে সদ্যঃ পবিত্র করে, আপনি সেই পুরুষ, আপনকার পদস্পৃষ্ট হইয়া যে স্বয়ং পূত হইবে, তাহার আর কথা কি? ॥

অতএব নৃসিংহপুরাণে প্রহ্লাদ কহিয়াছেন ॥

হে নৃসিংহ! যে সকল সাধু আনন্দসহকারে আপনার নাম গান করেন, তাঁহারাই সকল প্রাণির নিরুপাধি বান্ধব ॥

ভগবন্নামের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নাশকত্ব ॥

বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রশ্নে ॥

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥

পরাশরসংহিতায়াং শাম্বং প্রতি ব্যাসোক্তৌ ॥

ন শাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নান্যৌষধৈরপি।
হরিনামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাজ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৮ ॥

স্কান্দে ॥

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহং ॥

বহ্নিপুরাণে ॥

মহাব্যাধিসমাচ্ছন্নো রাজবাধোপপীড়িতঃ।

সঙ্কীর্ত্ত্যমানঃ কিম্বা শ্রুতোঽহনুভাবো যস্য তথাভূতঃ সন্। যদ্বা কোঽসৌ ভগবান্ তত্রাহ শ্রুতঃ অনুভাবঃ পূতনামুক্তিপ্রদানাদিপ্রভাবো যস্যেতি। পুংসাং চিত্তং প্রবিশ্য নিঃশেষং

বৃহন্নারদপুরাণে ভগবদ্বিষয়ক সন্তোষপ্রশ্নে ॥

আমি বারম্বার সত্য করিয়া বলিতেছি, হে অচ্যুত! হে আনন্দ! হে গোবিন্দ! ইত্যাদি নামোচ্চারণে ভীত হইয়া সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় ॥

পরাশরসংহিতায় শাম্বের প্রতি ব্যাসবাক্য ॥

হে শাম্ব! অন্যান্য ঔষধ দ্বারা ব্যাধিজনিত দুঃখ বিনষ্ট হয় না, হরিনাম ঔষধ পান করিলে ব্যাধি পরিত্যাগ হয় সংশয় নাই ॥ ১৬৮ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহার স্মরণ ও নাম কীর্ত্তনে সদ্যঃ আধি ব্যাধি বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তকে নমস্কার করি ॥

অগ্নিপুরাণে ॥

যে মনুষ্য মহাব্যাধিগ্রস্ত বা রাজবাধায় পীড়িত, তিনি নারায়ণ

নারায়ণেতি সংকীর্ত্ত্য নিরাতঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥
সর্ব্বদুঃখোপশমনত্বং ॥
বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ॥
সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনং ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনং ॥
দ্বাদশস্কন্ধে ॥
সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাং।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং

দুঃখং ধুনোতি। হীতি সতামনুভবং প্রমাণয়তি। অর্কো গিরিগুহাদি ধ্বান্তং ন নিবর্ত্তয়তী-

নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে নির্ভয় হইবেন ॥

ভগবন্নামের সর্ব্বদুঃখোপশমনত্ব ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ॥

হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বরোগের উপশম, সকল উপদ্রব নাশ ও সর্ব্বপ্রকার অরিষ্টের শান্তি হয় ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

হরিনাম কীর্ত্তন সর্ব্বপাপের প্রশমন, সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নাশ ও সমুদায় দুঃখ ক্ষয় করেন ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ॥

শ্রুতানুভাব কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনন্ত ভগবান্ সঙ্কীর্ত্ত্যমান হইলে তিনি তাহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া তমোমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় ও মেঘ-

যথা তমোঽর্কোঽহর্ত্তুমিবাতিবাতঃ ॥ ১৬৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

আর্ত্তা বিষণ্ণাঃ শিথিলাশ্চ ভীতা
ঘোরেষু চ ব্যাধিষু বর্ত্তমানাঃ।
সঙ্কীর্ত্ত্য নারায়ণশব্দমেকং
বিমুক্তদুঃখাঃ সুখিনোভবন্তি ॥ ১৭০ ॥

কীর্ত্তনাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যক্ষরাক্ষসবেতালভূতপ্রেতবিনায়কাঃ।
ডাকিন্যো বিদ্রবন্তি স্ম যে তথান্যে চ হিংসকাঃ।
সর্ব্বানর্থহরং তস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং স্মৃতং ॥

কিঞ্চ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।

ত্যপরিতোষাৎ দৃষ্টান্তান্তরমাহ অতিবাতোঽহর্ত্তুমিবেতি ॥ ১৬৯ ॥

আর্ত্তাঃ বিষভক্ষণাদিনা ব্যাকুলাঃ। বিষণ্ণাঃ দারিদ্র্যাদিনা দুঃখিতাঃ। শিথিলাঃ ভগ্নাঙ্গাঃ ভীতাঃ শত্র্বাদিভ্যঃ ॥ ১৭০ ॥

সর্ব্বৈরনর্থৈর্বিয়োগং শুদ্ধিমাপ্নোতি ॥ ১৭১ ॥

মধ্যে অতিবাতের ন্যায় অশেষ বিঘ্ন নাশ করেন ॥ ১৬৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যাহারা বিষ ভক্ষণাদি দ্বারা ব্যাকুল, দারিদ্র্যাদি দ্বারা দুঃখিত, ভগ্ন গাত্র, শত্রুভয়ে ভীত এবং ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত, তাহারা যদি এক নারায়ণ নামমাত্র সংকীর্ত্তন করে, তাহা হইলে সমস্ত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমসুখানুভব করিবে ॥ ১৭০ ॥

অমিততেজস্বী দেবদেব বিষ্ণুর সঙ্কীর্ত্তনমাত্রে যক্ষ, রাক্ষস, বেতাল, ভূত, প্রেত, বিনায়ক, ডাকিনীগণ ও অন্যান্য হিংসকগণ পলায়ন করে, অতএব হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বানর্থহর বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥

আরও ॥

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিতে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপ্রকার

বিয়োগং শীঘ্রমাপ্নোতি সর্ব্বানর্থৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭১ ॥
পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ ॥
মোহানলোল্লসজ্জ্বালাজ্বলল্লোকেষু সর্ব্বদা।
যন্নামাম্ভোধরচ্ছায়াং প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে ॥ ১৭২ ॥
কলিবাধাপহারিত্বং ॥
স্কান্দে ॥
কলিকাল-কুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ং।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাং ॥
বৃহন্নারদীয়ে কলিধর্ম্মপ্রসঙ্গে ॥

সর্ব্বদা মোহোঽজ্ঞানাং গৃহাদিবিষয়কঃ মমতা বা স এবানলঃ তস্য উল্লসন্ত্যা নিত্যং বর্দ্ধমানয়া জ্বালয়া জ্বলৎসু লোকেষু মধ্যে যস্য ভগবতো নামৈব অম্ভোধরঃ বর্ষন্মেঘঃ তস্য চ্ছায়াং প্রবিষ্টঃ সন্ নৈব দহ্যতে। তেন মোহানলেন ন দগ্ধো ভবতি মোহকৃতং দুঃখং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। পাঠান্তরে না নরঃ অর্থঃ স এব ॥ ১৭২ ॥

পূর্ব্বং কলৌ বিশেষতঃ পাপোন্মূলনং লিখিতং ইদানীং কলেঃ পাপকার্য্যকারণাদ্যখিল-

অনর্থ হইতে শীঘ্র বিয়োগ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই ॥ ১৭১ ॥

পদ্মপুরাণে দেবহূতির স্তবে ॥

নিত্য বৃদ্ধিশীল মোহ, অজ্ঞান এবং গৃহাদি বিষয়ক মমতারূপ অনল জ্বালায় জ্বলিত লোক সকলের মধ্যে যাহারা ভগবানের নাম স্বরূপ মেঘের ছায়ায় প্রবিষ্ট হয় তাহারা দগ্ধ হয় না ॥ ১৭২ ॥

কলিবাধার অপহারিত্ব যথা ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

কলিকালের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রশালি কুৎসিত সর্পের ভয় নাই, সে গোবিন্দ নামরূপ দাবানলে দগ্ধ হইয়া ভস্মত্ব প্রাপ্ত হইবে ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে। কলিধর্ম্মপ্রসঙ্গে ॥

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্॥
হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥
যেঽহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্॥ ১৭৩॥
নারক্যুদ্ধারকত্বং নারসিংহে॥
যথা যথা হরের্নামকীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।

পরিকরস্য বিনাশিত্বং লিখতি কলিকালেত্যাদিনা নরানিত্যন্তেন। মা ভয়ং ভয়ং নাস্তি। হে নরাঃ অহর্নিশং নিত্যং তেন অহর্ব্বা নিশাস্বেত্যর্থঃ॥ ১৭৩॥
এবং পাপাদ্রক্ষকত্বং লিখিত্বা ইদানীং পাপফলভোগাদপি বর্ত্তমানাদ্রক্ষাং লিখতি যথেতি দ্বাভ্যাং। নারকাঃ নরকবর্ত্তিনোজনাঃ। দিবং শ্রীবিষ্ণুলোকমিত্যর্থঃ। এতদাখ্যায়িকা চ তত্রৈব প্রসিদ্ধা যথাহি ধর্ম্মরাজতো নামমাহাত্ম্যমাকর্ণ্য শ্রীনারদেন গত্বোপদিষ্টং ভগবন্নাম-

ঘোর কলিযুগে যে সকল মনুষ্য হরিনামপরায়ণ, নিশ্চয় তাঁহারাই কৃতকৃত্য, তাঁহাদিগকে কলি বাধা দিতে পারে না॥

হে হরে! হে কেশব! হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! হে জগন্ময়! যাঁহারা নিরন্তর এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে কলি বাধা-যুক্ত করে না॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে॥

হে নরশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা দিবারাত্র জগদ্বিধাতা বাসুদেবের কীর্ত্তন করেন, সেই সকল মনুষ্যকে কলি বাধা দিতে পারে না॥ ১৭৩॥

নারকির উদ্ধারকত্ব যথা—

নৃসিংহপুরাণে॥

নারকী মানবগণ যেমন যেমন হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তদ্রূপ তদ্রূপ

তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥ ১৩৪ ॥

ইতিহাসোত্তমে ॥

নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাং।

মুক্তিঃ সংজায়তে তস্মান্নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ॥ ১৭৫ ॥

প্রারব্ধবিনাশিত্বং ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ॥

নাতঃপরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং

কীর্ত্তনং কুর্ব্বন্তো নরকভোগার্ত্তাঃ সদ্যঃ সুখিনো ভূত্বা সর্ব্বে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং যযুরিতি ॥১৭৪

তস্মান্নরকান্মুক্তিঃ ॥ ১৭৫ ॥

এবং দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বমেব দর্শিতং তদেবাভিব্যজ্য লিখতি নাতঃপরমিত্যাদিনা ভাসতে নর ইত্যন্তেন। কর্ম্মনিবন্ধনস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকমতঃ পরং নাস্তি। কস্মাৎ পরং তীর্থপদস্য ভগবতোঽনুকীর্ত্তনাৎ। তত্র হেতুঃ। যৎ যতোঽনুকীর্ত্তনাৎ। অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ রজস্তমোভ্যাং কলিলং মলিনমেব তিষ্ঠতি যৎ তন্মনঃ। যদ্যপি কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনমিত্যশেষপ্রারব্ধকর্ম্মচ্ছেদনমেবাত্রোক্তং। তথাপ্যখিলপ্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাতাপত্ত্যা ভগবদ্ভজনাসম্ভবাদ্দুষ্প্রারব্ধক্ষয় এবাভিপ্রেতঃ। অতএব নামশ্রুতিভাষ্যে লিখিতং। প্রারব্ধপাপনির্বর্ত্তকত্বঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছাবশাদিতি অন্যথাত্র প্রস্তুতাজামিলাদিভির্বিরোধাপত্তেঃ। অথবা রোগাদিবিলাপনাদিনা নারক্যুদ্ধারপর্য্যন্তেন দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বং লিখিত্বা

হরিতে ভক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করেন ॥

ইতিহাসোত্তমে ॥

যে সকল পাপপরায়ণ মনুষ্য নরকে দগ্ধ হইতেছে, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন মাত্র তাহাদের নরক হইতে মুক্তি হয় ॥ ১৭৫ ॥

ভগবন্নামের প্রারব্ধবিনাশিত্ব যথা—

ষষ্ঠস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ॥

তীর্থপাদ ভগবানের কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কিছু পাপের মূলোচ্ছেদক

মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥ ১৭৬॥
দ্বাদশে চ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং

ইদানীং সর্ব্বপ্রারব্ধক্ষপণং লিখতি নাত ইত্যাদিনা। অর্থঃ পূর্ব্ববৎ। ততশ্চাশেষপ্রারব্ধক্ষয়েণ দেহপাতাপত্তৌ সত্যামপি নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রভাবতো নিত্যপ্রলয়াদি ন্যায়েন তদানীমেব ভগবদ্ভজনার্থং তদ্যোগ্যদেহান্তরোৎপত্ত্যা কিম্বা পূর্ব্বদেহমেব সদ্যোজাতভগবদ্ভজনোচিতগুণবিশেষবত্তয়া নবীনমিবাসৌ প্রাপেত্যাহুং। যথা শ্রীধ্রুবেণ পরমপদারোহণসময়ে নিজ পূর্ব্বদেহমেব পার্ষদোচিতদেহগুণযুক্ততয়া ভিন্নমিব প্রাপ্তং। তচ্চ বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়মিত্যাদিষু শ্রীস্বামিপাদৈর্ব্যক্তং ব্যাখ্যাতমেব। এবমেব সুরবৎ ভাসতে নর ইত্যাদিবচনং সুসঙ্গচ্ছেত। যচ্চ বহিঃসুখদুঃখফলকে প্রারব্ধে ক্ষীণেঽপি পশ্চাত্তস্য কদাচিৎ কস্যচিৎ কিঞ্চিৎ দেহাদৌ বাহ্যসুখং দুঃখঞ্চ দৃশ্যতে তচ্চ লোকে ভক্তিমাহাত্ম্যসঙ্গোপনার্থং শ্রীভগবতা ভক্তেন বা তেনৈবাত্মাচ্ছাদনার্থং শক্ত্যা প্রদর্শ্যত ইতি জ্ঞেয়ং। এবং সর্ব্বমনবদ্যং॥ ১৭৬॥

তত্র চ যৎফলোন্মুখং কর্ম্ম তদেব প্রারব্ধমুচ্যতে। তচ্চ দ্বিবিধং বর্ত্তমানদেহোপভোগ্যমেকং। অন্যচ্চ শরীরান্তরোপভোগ্যং। যথা ভরতস্য মৃগশরীরকারণং তচ্চ শ্রীভাগবতে

নহে। এতদ্ভিন্ন যে যে প্রায়শ্চিত্তান্তর আছে তাহাতে রজঃ ও তমো গুণ দ্বারা মন মলিন হইয়াই থাকে, কিন্তু ভগবৎকীর্ত্তনে সেই মনঃ একান্ত নির্ম্মল হয়, পুনর্ব্বার কর্ম্মে আসক্ত হয় না॥ ১৭৬॥

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে॥

ম্রিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অবশতা জন্য স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ করত কর্ম্মবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, কলিতে লোকেরা তাঁহার পূজা করিবে না॥

প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
উক্ত্যা কর্ম্মনিবন্ধেতি তথা কর্ম্মার্গলেতি চ।
অবশ্যভোগ্যতাপত্তেঃ প্রারব্ধে পর্য্যবস্যতি॥ ১৭৭॥
অতএব বৃহন্নারদীয়ে॥
গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরবদ্ভাসতে নরঃ॥ ১৭৮॥

শ্রীবাদরায়ণেনৈব সিদ্ধান্তিতমস্তি মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিত ইত্যাদিভিঃ। তত্র নাতঃপরমিতি পূর্ব্বশ্লোকেন বর্ত্তমানশরীরভোগ্য প্রারব্ধনাশনং লিখিত্বা ইদানীং শরীরান্তরেঽবশ্যং ভোগ্যস্যাপি প্রারব্ধস্য ক্ষপণং লিখতি। যদ্বা দ্বাভ্যামেব শ্লোকাভ্যামশেষপ্রারব্ধবিনাশিত্বমেব দর্শয়তি যন্নামেতি। বিবশোঽপি গৃণন্ উচ্চারয়ন্ সন্। বিমুক্তাঃ কর্ম্মরূপা অর্গলাঃ অবশ্য ভোগ্যত্বেন দুর্ব্বারা অপি প্রতিবন্ধা যস্য সঃ। উত্তমাং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিলক্ষণাং গতিং ফলং। তং ন যক্ষ্যন্তি নামসঙ্কীর্ত্তনাদিনা ন সেবিষ্যন্ত ইতি কলিদোষ উক্তঃ॥ ১৭৭॥

জন্তুঃ সৎকর্ম্মাদ্যভাবেন কীটাদি সদৃশোঽতিনীচোঽপীত্যর্থঃ। অন্বহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ সন্ সর্ব্বপাপেভ্যোঽশেষদুষ্প্রারব্ধেভ্যো বিশেষেণ নির্ম্মুক্তশ্চ সন্ নরোঽপি সুরবদ্ভাসতে। তস্মিন্নেব দেহে ইন্দ্রাদিবৎ। যদ্বা সুশোভনং পদং রাতি দদাতি ইতি সুরো ভগবৎপার্ষদ-স্তদ্বদ্বিরাজতে। অত্র পাপশব্দেন স্বর্গাদিফলকং পুণ্যমপি সংগৃহ্যতে ক্ষয়িষ্ণু ফলকত্বাদিন তস্যাপি পাপেষ্বেব পর্য্যবসানাৎ। অথবাত্র শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধমাত্র বিনাশিত্বমেবোক্তং। ততশ্চ সুরবদ্দেববদিত্যেব॥ ১৭৮॥

ভাগবতীয় পদ্যদ্বয়ে কর্ম্মবন্ধন ও কর্ম্মার্গল এই দুই উক্তি দ্বারা অবশ্য ভোগ্যত্বের আপত্তি অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হেতু প্রারব্ধে পর্য্যবসান হয়॥ ১৭৭॥

অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে॥

মনুষ্য ইন্দ্রিয়সংযত করিয়া প্রত্যহ গোবিন্দ নাম জপ করত সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দেবতার ন্যায় বিরাজ করেন॥ ১৭৮॥

সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্বং ॥

বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥

কর্ম্মসংপূর্ত্তিকারিত্বং ॥

অষ্টমস্কন্ধে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীশুক্রোক্তৌ ॥

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সঙ্কীর্ত্তনস্তব ॥ ১৮০ ॥

এবং বিহিতাকরণনিষিদ্ধাচরণজাতাখিলপাপোন্মূলনরূপমাহাত্ম্যং লিখিতং তচ্চ পাপং কথঞ্চিদ্ভগবদাশ্রয়ণাদপি বিনশ্যত্যেব । যচ্চ শ্রীভগবতি তন্নাম্নি চাপরাধরূপং পরমমহাপাতকং তদপি নামকীর্ত্তনাৎ ক্ষীয়ত ইতি মাহাত্ম্যবিশেষং লিখতি মমেতি । অবশ্য ভোগ্যস্যাপি নামাপরাধস্য ক্ষমায়াং পূর্ব্বলিখিত এব সিদ্ধান্তো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৭৯ ॥

ইত্থং সর্ব্বদোষোন্মূলনরূপং মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং অখিলগুণাধায়কত্বাদিরূপং লিখতি মন্ত্রত ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি । মন্ত্রতঃ স্বরাদিভ্রংশেন । তন্ত্রতঃ ব্যুৎক্রমাদিনা দেশতঃ কালতশ্চ । অর্হতঃ পাত্রতঃ অশৌচাদিনা বস্তুতশ্চ দক্ষিণাদিনা যচ্ছিদ্রং ন্যূনং তৎ সর্ব্বং তব নামসঙ্কীর্ত্তনমেব নিশ্ছিদ্রং করোতি রিক্তং পূরয়তি অধিকফলঞ্চ জনয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৮০ ॥

শ্রীভগবন্নামের সর্ব্বাপরাধভঞ্জনত্ব যথা ।

বিষ্ণুযামলে শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

এই সংসারে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার নাম সকল কীর্ত্তন করে, তাহার কোটি কোটি অপরাধ মার্জন করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীভগবন্নামের কর্ম্মসংপূর্ত্তিকারিত্ব যথা—

অষ্টমস্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

শ্রীভগবানের প্রতি শুক্রের বাক্য ॥

মন্ত্র হইতে (স্বরাদি ভ্রংশ দ্বারা) তন্ত্র হইতে (ক্রমভঙ্গাদি দ্বারা) এবং দেশ, কাল, পাত্র তথা বস্তু হইতে (দক্ষিণাদি দ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার সংকীর্ত্তন সে সকলকে নিশ্ছিদ্র করে ॥ ১৮০ ॥

স্কান্দে চ ॥

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতং ॥

সর্ব্ববেদাধিকত্বং ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ ॥

ঋগ্বেদোহি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ ১৮১ ॥

স্কান্দে শ্রীপার্ব্বত্যুক্তৌ ॥

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ ॥ ১৮২ ॥

পাদ্মে চ ॥

হরিরিত্যক্ষরদ্বয়োক্ত্যৈব সর্ব্ববেদাধ্যয়নসিদ্ধেঃ সর্ব্ববেদেভ্য আধিক্যং ব্যক্তমেব ॥ ১৮১ ॥
গেয়ং গানযোগ্যং অনেন ঋগাদি পাঠনিষেধেন চ সর্ব্ববেদাধিকত্বং সিদ্ধমেব ॥ ১৮২ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহার স্মরণ এবং নামোচ্চারণ দ্বারা তপস্যা ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াসকলের ন্যূনতা সদ্যঃ সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই অচ্যুতকে নমস্কার করি ॥

শ্রীভগবন্নাম সর্ব্ববেদের অধিকত্ব।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে ॥

যে ব্যক্তি হরি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন, তিনি ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ১৮১ ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীপার্ব্বতীর বাক্যে ॥

হে বৎস! ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ কিছুই পাঠ করিও না, গোবিন্দ এই গানযোগ্য হরির নাম প্রত্যহ গান কর ॥ ১৮২ ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রে ॥

শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে ॥

বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং।
তাদৃক্ নামসহস্রেণ রামনামসমং স্মৃতং ॥ ৮৩ ॥

সর্ব্বতীর্থাধিকত্বং ॥

স্কান্দে ॥

কুরুক্ষেত্রেণ কিন্তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥

বামনে ॥

তীর্থকোটিসহস্রাণি তীর্থকোটিশতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥

বিশ্বামিত্রসংহিতায়াং ॥

একৈকমপি নাম সর্ব্ববেদেভ্যোঽধিকং ॥ ১৮৩ ॥

বিষ্ণুর এক একটী নাম সকল বেদ অপেক্ষা অধিক বলিয়া সম্মত, ঐ প্রকার বিষ্ণুর সহস্র নামের সহিত এক রাম নাম সমান বলিয়া অভিহিত ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীভগবন্নামের সকল তীর্থ অপেক্ষা অধিকত্ব।

স্কন্দপুরাণে ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই দুইটী অক্ষর বাস করিতেছেন, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী এবং পুষ্করে প্রয়োজন কি ? ॥

বামনপুরাণে ॥

বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে, শতকোটি এবং সহস্রকোটি তীর্থসকলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

বিশ্বামিত্রসংহিতায় ॥

বিশ্রুতানি বহূন্যেব তীর্থানি বহুধানি চ।
কোট্যংশেনাপি তুল্যানি নামকীর্ত্তনতো হরেঃ ॥ ১৮৪ ॥
লঘুভাগবতে ॥
কিন্তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনং।
যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥ ১৮৫ ॥
সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্বং ॥
গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ১৮৬

বহুধানীত্যার্ষং বহুবিধানি জলস্থলাদিভেদেন নদী নদ সরঃ কূপাদিভেদেন চ। ষষ্ঠ্যাং তস্ প্রত্যয়ঃ। নামসঙ্কীর্ত্তনস্য কোট্যংশানামেকেনাপ্যংশেন তুল্যানি ন ভবন্তীত্যর্থঃ॥১৮৪॥ গোবিন্দ ইতীতাত্রাবিবক্ষিতত্বাদসন্ধিঃ। যদ্বা হে গোবিন্দেতি গোবিন্দ ইতি চ॥ ১৮৫ ॥ খগস্য সূর্য্যস্য গ্রহণে মেরুতুল্যসুবর্ণদানঞ্চ। গোবিন্দস্য কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তনং তস্যাঃ শতাংশৈঃ শতাংশানামেকেনাপ্যংশেন সমং ন স্যাদিত্যর্থঃ। এবং কুত্রচিৎ পদ্যে ফল-

বহু বহু প্রসিদ্ধ তীর্থ সকল আছে, তৎসমুদায় শ্রীবিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনের কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য হইবে না ॥ ১৮৪ ॥

লঘুভাগবতে ॥

হে পুত্র! বেদ ও আগম প্রভৃতি বিস্তর শাস্ত্রে এবং অনেকানেক তীর্থ সমুদায়ে প্রয়োজন কি? যদি আপনার মুক্তির কারণ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে স্পষ্টাক্ষরে হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, এই বলিয়া কীর্ত্তন কর ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীভগবন্নামের সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্ব যথা—

সূর্য্যগ্রহণকালীন কোটি গোদান, প্রয়াগগঙ্গোদকে কল্পকাল বাস, অযুত যজ্ঞ এবং সুমেরু তুল্য স্বর্ণ দান, এ সকল গোবিন্দনাম কীর্ত্তনের

বৌধায়নসংহিতায়াং ॥

ইষ্টাপূর্ত্তানি কর্ম্মাণি সুবহূনি কৃতান্যপি।
ভবহেতূনি তান্যেব হরের্নাম তু মুক্তিদং।

গারুড়ে ॥

শ্রীশৌনকাম্বরীষসম্বাদে ॥

বাজপেয়সহস্রাণাং নিত্যং ফলমভীপ্সসি।
প্রাতরুত্থায় ভূপাল কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনং।
কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনং ॥ ১৮৭ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকপিলদেবং প্রতি দেবহূত্যুক্তৌ।

বিশেষপ্রদত্বেন কুত্রচিচ্চ ফলরূপত্বেন সর্ব্বকর্ম্মভ্যোঽধিকত্বং ॥ ১৮৬ ॥

সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন। যোগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ তেষামপি কর্ম্মান্তর্গতত্বাদত্রাস্য পদস্য লিখনং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং ॥ ১৮৭ ॥

শতাংশের একাংশেরও সমান হয় না ॥ ১৮৬ ॥

বৌধায়নসংহিতায় ॥

বহু বহু ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম সুন্দর রূপে কৃত হইলেও তৎসমুদায় সংসারের হেতু হয়, কিন্তু এক হরিনামই মুক্তিপ্রদ ॥

গরুড়পুরাণে ॥

শ্রীশৌনক ও অম্বরীষ সম্বাদে ॥

হে রাজন্! যদি নিত্য সহস্র বাজপেয় যজ্ঞের ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কর ॥

হে রাজেন্দ্র! সাংখ্যশাস্ত্রে কি করিবে এবং যোগশাস্ত্র সকলে কি হইবে, যদি মুক্তি লাভে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কর ॥ ১৮৭ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৩৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৮৮ ॥
সর্ব্বার্থপ্রদত্বং স্কান্দে ব্রহ্মনারদসম্বাদে
চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে ॥

অহো বতেত্যাশ্চর্য্যে। যস্য জিহ্বাগ্রে তুভ্যং তব নাম বর্ত্ততে স্বদর্থমপি বা শ্রদ্ধাদি-রাহিত্যেনাপি যথা কথঞ্চিদপি অসম্যক্ তথাপি নামাভাসমপি য উচ্চারয়তীত্যর্থঃ। সঃ শ্বপচোঽপি জাত্যা কর্ম্মণা চ শ্বমাংসভক্ষণাদনিবৃত্তেরুভয়থা পাপোঽপি। অতঃ অস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে অত ইতি বা কুত ইত্যত আহ। ত এব তপস্তেপুঃ সম্যক্ কৃতবন্তঃ জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ। আর্য্যাঃ ত এব সদাচারাঃ। ব্রহ্ম বেদমনূচুঃ সাঙ্গং সদ্গুরোরধীতবন্তঃ। তন্নাম তপ আদিকং সর্ব্বং সৎকর্ম্মান্তর্ভূতং। অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ। যদ্বা জন্মান্তরেষু তৈস্তপোহোমাদিকং সর্ব্বং কৃতমস্তীতি তন্নাম-কীর্ত্তন-মহাভাগ্যাদবগম্যত ইত্যর্থঃ। তপ আদীনাং সর্ব্বেষাং নামকীর্ত্তনফলতোক্ত্যা সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকত্বং ব্যক্তমেব ॥ ১৮৮ ॥

ষড়্বর্গঃ কামক্রোধাদিঃ তস্য হরণং নাশকং। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমাত্মতত্ত্বমধ্যাত্মং

শ্রীকপিলদেবের প্রতি শ্রীদেবহূতির উক্তি ॥

হে পুত্র! যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে শ্বপচ হইলেও এই কারণে গরিষ্ঠ হয়। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচার, তাঁহারাই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ তোমার নামকীর্ত্তনেই তপস্যাদির সিদ্ধি হয়, অতএব তাঁহারা তোমার নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পবিত্র হয়েন ॥ ১৮৮ ॥

শ্রীভগবন্নামের সর্ব্বার্থপ্রদত্ব যথা—

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসম্বাদে চাতুর্ম্মাস্যমাহাত্ম্যে ॥

এতৎ ষড়্বর্গহরণং রিপুনিগ্রহণং পরং ।
অধ্যাত্মমূলমেতদ্ধি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনং ॥ ১৮৯ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
হৃদি কৃত্বা তথা কামমভীষ্টং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।
একং নাম জপেদযস্তু শতং কামানবাপ্নুয়াৎ ।
তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যমায়ুষ্যং ব্যাধিনাশনং ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং দিব্যং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং ॥ ১৯০ ॥
শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে ॥
পরিহাসোপহাসাদ্যৈর্বিষ্ণোর্গৃহ্ণন্তি নাম যে ।

তস্য মূলং তৎপ্রাপ্তিকারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৮৯ ॥
দিব্যং লোকাতীতং বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপণাৎ সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্বা ॥ ১৯০ ॥
পরিহাসো নর্ম্ম উপহাসস্তিরস্কারঃ আদ্যশব্দাৎ শঙ্কেতস্তোভাদি ॥ ১৯১ ॥

শ্রীবিষ্ণুর নামানুকীর্ত্তন, ইহাই কামক্রোধাদি ষড়্বর্গের নাশক, অতিশয়রূপে শত্রুনিগ্রহ কারক এবং ইহাই আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির কারণ ॥ ১৮৯ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! যে ব্যক্তি হৃদয়ে অভীষ্ট কাম প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া ভগবানের একটীমাত্র নাম জপ করেন, তিনি শত শত কাম প্রাপ্ত হয়েন ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেই শ্রীকৃষ্ণামৃতস্তোত্রে ॥

বাসুদেবের কীর্ত্তন, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, আয়ুর্বর্দ্ধক, ব্যাধিনাশন, ভুক্তি মুক্তিপ্রদ ও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির কারণ স্বরূপ ॥ ১৯০ ॥

শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে ॥

যে সকল মনুষ্য পরিহাস বা নিন্দার ছলে যদি বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন

কৃতার্থাস্তেঽপি মনুজাস্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ॥ ১৯১॥

বারাহে চ॥

তে ধন্যাস্তে কৃতার্থাশ্চ তৈরেব সুকৃতং কৃতং।

তৈরাপ্তং জন্মনঃ প্রাপ্যং যে কালে কীর্ত্তয়ন্তি মাং॥ ১৯২॥

বিশেষতঃ কলৌ॥

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেতদ্দুর্ল্লভঞ্চাকৃতাত্মনাং।

কলৌ যুগে হরের্নাম তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥ ১৯৩॥

একাদশস্কন্ধে চ॥

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।

কালে স্নানাদিসময়ে। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ অকালে অশৌচাদিসময়েঽপি॥ ১৯২॥

সকৃদপ্যুচ্চারয়ন্তি যে তে কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থা ইত্যর্থঃ॥ ১৯৩॥

সভাজয়ন্তি শ্রেষ্ঠং মন্যন্তে গুণজ্ঞাঃ কলের্গুণং জানন্তি যে তে। ননু দোষাণাং বহুত্বাৎ কথং সভাজয়ন্তি তত্রাহ সারভাগিনঃ গুণগ্রাহিণঃ। কোঽসৌ গুণস্তমাহ যত্রেতি। তদুক্ত-

---

করেন, তথাপি তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন, অতএব তাঁহাদিগকে নমস্কার নমস্কার॥ ১৯১॥

বরাহপুরাণেও॥

যাঁহারা স্নানাদি কালে আমার কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ধন্য তাঁহারাই কৃতার্থ, তাঁহারাই পুণ্যকর্ম্মা এবং তাঁহারাই জন্মের প্রাপ্য ফল লাভ করিয়াছেন॥ ১৯২॥

বিশেষ করিয়া কলিযুগে শ্রীভগবন্নামের সর্ব্বার্থপ্রদত্ব॥

কলিযুগে যাঁহারা অকৃত পুণ্যকর্ম্মাদিগের দুর্ল্লভ হরি নাম একবার মাত্র কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন সংশয় নাই॥ ১৯৩॥

একাদশস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে॥

সারগ্রাহী, গুণজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ লোকেরাই কলিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন,

যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ১৯৪ ॥

স্কান্দে তত্রৈব ॥

তথাচৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনং ।
কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ ॥ ১৯৫ ॥

সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং ॥

স্কান্দে ॥

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥ ১৯৬ ॥

মেব ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈরিত্যাদিনা ॥ ১৯৪ ॥

উত্তমং তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং চিত্তৈকাগ্রতা বা ॥ ১৯৫ ॥

দেবানাং মহতাঞ্চ সাধূনাং । শুভাশ্চ মঙ্গলাবহাঃ রাজসূয়াদীনাঞ্চ যাঃ শক্তয়ঃ তাঃ সর্ব্বাঃ ॥ ১৯৬ ॥

কারণ যে কলিযুগে কেবল নামসঙ্কীর্ত্তনমাত্রেই সমুদায় স্বার্থ লাভ হয় ॥ ১৯৪ ॥

স্কন্দপুরাণের সেই স্থলেই
অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা নারদসম্বাদে ॥

সংসার মধ্যে শ্রীহরিকীর্ত্তনই উত্তম তপস্যা, বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীবিষ্ণু প্রীতি নিমিত্ত শ্রীহরির কীর্ত্তন করিবে ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব যথা—
স্কন্দপুরাণে ॥

দান, ব্রত, তপস্যা এবং তীর্থযাত্রা প্রভৃতির তথা দেব ও সাধুগণের, আর রাজসূয়, অশ্বমেধ ও জ্ঞানসাধ্য আত্মবস্তুর যে সকল সর্ব্বপাপহর, মঙ্গলপ্রাপক শক্তি আছে, বিষ্ণু তৎসমুদায় আকর্ষণ করিয়া

বাতোঽপ্যতো হরের্নাম উগ্রাণামপি দুঃসহঃ।
সর্ব্বেষাং পাপরাশীনাং যথৈব তমসাং রবিঃ ॥ ১৯৭ ॥
অতএব ব্রহ্মাণ্ডে ॥
সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎসর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥ ১৯৮ ॥
জগদানন্দকত্বং। শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা।

এবমশেষদোষদুঃখহরণে সকলগুণশ্রেয়ঃ প্রাপণে চ পরমসমর্থস্য ভগবন্নাম্নো মহাপাতকসঞ্চয় ক্ষপণমপ্যত্যন্তসুকরমেবেত্যাহ বাত ইতি। অতঃ অস্মাদুক্তাদ্ধেতোঃ। নাম্নো বাতোঽপি যথা কথঞ্চিদীষৎ সম্বন্ধোঽপি উগ্রাণাং ভয়ানকানাং সর্ব্বেষাং সবাসনানাং পাপরাশীনামপি দুঃসহঃ দূরাদেবাত্যন্তক্ষয়কৃদিত্যর্থঃ। রবির্যথা তমসাং দুঃসহস্তদ্বৎ। এতচ্চানুষঙ্গিকং ফলযুক্তং ॥ ১৯৭ ॥

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্যেত্যানেন নামনামিনোরভেদান্নাম্নোঽপি সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ততা সূচিতৈব। অভিরুচিতং নিজাভীষ্টং যন্নাম। এতচ্চ ভক্তিবিশেষেণাচিরাৎ সম্যক্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যপেক্ষয়োক্তং ॥ ১৯৮ ॥

আপনার নাম সকলে স্থাপন করিয়াছেন ॥ ১৯৬ ॥

অতএব ভগবন্নামের বায়ুও অর্থাৎ যথা কথঞ্চিৎ সম্বন্ধও সর্ব্বপ্রকার ভয়ানক পাপরাশির বিনাশক হয়েন, যেমন সূর্য্য অন্ধকার সকলের সম্বন্ধে দুঃসহ তদ্রূপ ॥ ১৯৭ ॥

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির যে নাম আপনার অভিমত হইবে, সকল প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্ত তাহাই কীর্ত্তন করিবে ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীভগবন্নামের আনন্দজনকত্ব যথা—

শ্রীভগবদ্গীতার ১১ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! আপনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ১৯৯ ॥

জগদ্বন্দ্যতাপাদকত্বং ॥

বৃহন্নারদীয়ে ॥

নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন ।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্ব্বত্র বন্দিতাঃ ॥

শ্রীসূতেনোক্তং তত্রৈব
যজ্ঞধ্বজোপাখ্যানান্তে ॥

স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থে। হে হৃষীকেশ যত এবমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ ত্বং অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যাদিসঙ্কীর্ত্তনেন নামমাত্রসঙ্কীর্ত্তনেন বা ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু জগৎ সর্ব্বমপি প্রকর্ষেণ হৃষ্যতি হর্ষং প্রাপ্নোতি এতৎস্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা জগৎ অনুরজ্যতে চ অনুরাগং চোপৈতীতি যৎ। তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি বেগেন পলায়ন্ত ইতি যৎ। তথা সর্ব্বে যোগতপো মন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৯৯ ॥

সংসার হর্ষ ও অনুরাগযুক্ত হয়, ইহা যথার্থ বটে। অপিচ, রাক্ষসেরা ভীত ও দিক্ সকলে পলায়িত হয় এবং সিদ্ধ-পুরুষেরা আপনাকে নমস্কার করেন ॥ ১৯৯ ॥

শ্রীভগবন্নামের জগদ্বন্দ্যতা প্রতিপাদকত্ব যথা—

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ॥

হে নারায়ণ! হে জগন্নাথ! হে বাসুদেব! হে জনার্দ্দন! এই বলিয়া যাঁহারা নিত্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সকল স্থানে নমস্য হয়েন ॥

ঐ পুরাণেই যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যানের শেষে
শ্রীসূতের বাক্য ॥

স্বপন্ ভুঞ্জন্ ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যে বদন্তি হরের্নাম তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥ ২০০॥
শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে॥
স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥
অগত্যেকগতিত্বং॥
পাদ্মে বৃহৎসহস্রনামকথনারম্ভে॥
অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।

বদন্ অন্যবার্ত্তাং কুর্ব্বন্। বদন্তীত্যাদি বহুত্বমার্ষং। কিম্বা স্বপ্নাদিক্রিয়াণাং বহুত্বেন বহুত্বান্তর্ভাবাৎ। নমো নম ইত্যন্তেন বন্দ্যতা সিদ্ধৈব॥ ২০০॥

ন বিদ্যতে অন্যা নামব্যতিরিক্তা কাপি গতিরাশ্রয়োঽত্যন্তপাপজাত্যাদিনা কর্ম্মাদাবনধিকারাৎ যেষাং তেঽপি অপিশব্দস্য সর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধঃ। ভোগিনঃ বিষয়ভোগরতাঃ পর-

---

শয়ন, ভোজন, গমন, দণ্ডায়মান, অনুগমন এবং অন্যবার্ত্তা করিতে করিতে যে সকল ব্যক্তি হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে নিত্য নমস্কার নমস্কার॥ ২০০॥

নারায়ণব্যূহস্তবে॥

স্ত্রী, শূদ্র ও চণ্ডাল প্রভৃতি যে কোন পাপজাতি ভক্তিপূর্ব্বক হরিকীর্ত্তন করে, তাহাদিগকেও নমস্কার নমস্কার॥

শ্রীভগবন্নাম অগতির এক গতিস্বরূপ॥

পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্রনামকথনারম্ভে॥

যে সকল মনুষ্যের অন্য গতি নাই, যাহারা বিষয়ভোগরত, যাহারা পরতাপদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যরহিত, ব্রহ্মচর্য্যাদিশূন্য এবং সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগী, তাহারাও যদি বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে ধার্ম্মিক-

সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥২০১॥

সদাসর্ব্বত্রসেব্যত্বং ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে ॥

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকঃ ॥ ২০২ ॥

স্কান্দে পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।

মন্যং জনং তাপয়ন্তীতি পরন্তপাঃ। নামমাত্রমেবৈকং জল্পন্তি যথা কথঞ্চিদশ্রদ্ধয়াপি বাগ্মাত্রে- ণোচ্চারয়ন্তি তথা তে ॥ ২০১ ॥

হে লুব্ধক তস্মিন্ উক্তপ্রভাবে অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যে বা নাম্নি ॥ ২০২ ॥

তস্য চক্রায়ুধস্য কীর্ত্তনে অশৌচং নাস্তি শুচিনৈব কীর্ত্তনং কার্য্যং নৈবাশুচিনেতি ব্যবস্থা ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্যেতি নামনামিনোরভেদাভিপ্রায়েণ। যতঃ সঃ নামাত্মকঃ চক্রায়ুধ এব পবিত্রং করোতীতি তথা। যথাচমনাদিব্যতিরেকেণাশুদ্ধস্য শ্রীযমুনাদিজলা- চমনাদিনৈব শুদ্ধিঃ যথা চ তত্রাশুদ্ধেন কথং শ্রীযমুনাদিজলং দ্রষ্টব্যমিতি শঙ্কা ন সম্ভবেৎ অনন্যগতিত্বাৎ তথাত্রাপীত্যর্থঃ। যদ্বা যতঃ স নামকীর্ত্তকপুরুষ এব অন্যমপি পবিত্রং করোতি কিম্বক্তব্যং তস্যাশৌচমিত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

দিগেরও দুর্ল্লভা গতি সুখে লাভ করিতে পারেন ॥ ২০১ ॥

শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনের সর্ব্বদা সর্ব্বসেব্যত্ব ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে ॥

হে লুব্ধক! অনির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্য শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই ॥২০২

স্কন্দ ও পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

সর্ব্বকালে, সকল স্থানে চক্রপাণি বিষ্ণুর নাম সকল কীর্ত্তন করিবে, বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনে অশৌচ নাই, যেহেতু তাহা সকলকে পবিত্র

নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ ॥ ২০৩ ॥

পুনঃ স্কান্দে ॥

ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।

কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদং ॥ ২০৪ ॥

বৈশ্বানরসংহিতায়াং ॥

ন দেশকালনিয়মো ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।

পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি উচ্যতে ॥ ২০৫ ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং ॥

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।

দেশাদীনাং শুদ্ধ্যাদিকং নামকর্ত্তৃনপেক্ষতে তত্র অবস্থাঃ বাল্যাদয়ো জাগরাদয়ঃ প্রমাদোন্মাদাদয়ো বা আত্মা চিত্ত আদিশব্দেন স্বধর্ম্মাচরণাদি। এতস্য ভগবতো নাম। যদ্বা প্রকরণবশাদ্ভগবত এব নাম। এতৎ সুপ্রসিদ্ধানির্ব্বচনীয়মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। কামিতং বাঞ্ছিতং কামং পুরুষার্থবিশেষং। যদ্বা কাম্যত ইতি কামং ফলং। যদ্বা কামিতস্য কামযুক্তস্য কামমভীষ্টং দদাতীতি তথা ॥ ২০৪ ॥

পরং কেবলং রামরামেতি কীর্ত্তনাদেব ॥ ২০৫ ॥

করেন ॥ ২০৩ ॥

পুনর্ব্বার স্কন্দপুরাণে ॥

এই ভগবন্নাম দেশকাল অবস্থা সকলে শুদ্ধ্যাদি অপেক্ষা করেন না, কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র, সকাম পুরুষের অভীষ্ট দান করেন ॥ ২০৪ ॥

বৈশ্বানরসংহিতায় ॥

দেশকালের নিয়ম বা শৌচাশৌচ নিশ্চয় কিছুই নাই, কেবল রাম রাম এই নাম কীর্ত্তন করিলেই মুক্ত হইবে ॥ ২০৫ ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণিতে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদবাক্য ॥

হে রাজন্! বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তনে দেশ বা কালের নিয়ম নাই,

বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে ॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসংকীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥ ২০৬ ॥
দ্বিতীয়স্কন্ধে ॥
এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনং ॥ ২০৭ ॥
মুক্তিপ্রদত্বং বারাহে ॥

পৃথিবীতলে সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ ॥ ২০৬ ॥

এবং সদা সেব্যত্বং লিখিত্বা সর্ব্বসেব্যত্বং লিখতি এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎ ফল সাধনমেতদেব। নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব। তত্র তত্র চ ন কাচিদপি বিঘ্নাদি শঙ্কেত্যাহ ন কুতশ্চিদপি ভয়ং যস্মিন্ তৎ। যোগিনাং জ্ঞানিনাং বা ফলঞ্চৈতদেব। নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ সেব্যত্বং দর্শিতং ॥ ২০৭ ॥

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না ॥

পৃথিবীতে দানবিষয়ে কাল আছে, যজ্ঞে কাল আছে এবং মন্ত্র জপে কাল আছে, কিন্তু বিষ্ণুর নাম সঙ্কীর্ত্তনে কুত্রাপি কালের নিয়ম নাই ॥ ২০৬ ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! হরির যে নামানুকীর্ত্তন ইহা কলাকাঙ্ক্ষি পুরুষদিগের তত্তৎফলের সাধন এবং মুমুক্ষুদিগেরও ইহা মোক্ষসাধন, অপর ইহাই জ্ঞানিদিগেরও জ্ঞানের ফল হয়, অতএব সাধক ও সিদ্ধ কাহারও পক্ষে ইহা অপেক্ষায় অন্য পরম শ্রেয়ঃ নাই ॥ ২০৭ ॥

শ্রীভগবন্নামের মুক্তিপ্রদত্ব যথা

বরাহপুরাণে ॥

নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ।
সততং কীর্ত্তয়েদ্ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥

গারুড়ে॥

কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছতি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনং॥ ২০৮॥

স্কান্দে॥

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ ২০৯॥

ব্রহ্মপুরাণে॥

হে ভূমি মল্লয়তাং সাযুজ্যমুক্তিং। সাংখ্যেন আত্মানাত্মবিবেকেন যোগৈরষ্টাঙ্গাদিভিঃ॥ ২০৮॥

মোক্ষায় গমনং প্রতি আশু মোক্ষ প্রাপ্তয়ে পরিকরো বদ্ধঃ সাধনং সম্যগনুষ্ঠিতমিত্যর্থঃ॥ ২০৯॥

বরাহদেব কহিলেন, হে ভূমি! যে মনুষ্য নিরন্তর নারায়ণ,অচ্যুত, অনন্ত ও বাসুদেব এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা আমার সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন॥

গরুড়পুরাণে॥

হে নরনাথ। আত্মানাত্মবিবেক সাংখ্য অথবা অষ্টাঙ্গ যোগে কি করিবে, তুমি যদি মুক্তি ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কর॥ ২০৮॥

স্কন্দপুরাণে॥

যে ব্যক্তি একবারমাত্র হরি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করে, সে আশু মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে॥ ২০৯॥

ব্রহ্মপুরাণে॥

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিং।
সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতি র্যথা॥ ২১০॥

পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ॥

সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণোভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি॥ ২১১॥

মাৎস্যে॥

পরদাররতোবাপি পরাপকৃতিকারকঃ।
স শুদ্ধো মুক্তিমাপ্নোতি হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ ২১২॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং॥

সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূতঃ সর্ব্বপাপরতস্তথা।

দোষাঃ কামক্রোধাদয়স্তেষাং ক্ষয়াৎ। চেদিপতিঃ শিশুপালঃ॥ ২১০॥

অতন্দ্রিতঃ নামোচ্চারণাদাবনলসঃ সন্। ততশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণোভূত্বা॥ ২১১॥

শুদ্ধঃ পরদাররতত্বাদি পাপাৎ পবিত্রঃ সন্॥ ২১২॥

বিশেষেণ শুদ্ধাঃ সবাসন সর্ব্বপাপতঃ পবিত্রাঃ। শুদ্ধা নিষ্পাপাস্তু মোক্ষং প্রপ্নুবন্তি।

যে ব্যক্তি অন্য চিত্ত অথবা অশুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করে, সেও শিশুপালের ন্যায় সর্ব্ব দোষক্ষয়প্রযুক্ত মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ২১০॥

পদ্মপুরাণে দেবহূতির স্তবে॥

যিনি অলস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবারমাত্র নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেন, তিনি বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি অধিকারী হয়েন॥ ২১১॥

মৎস্যপুরাণে॥

যে ব্যক্তি পরদাররত বা পরের অপকারকারক হয়, সেও হরিনাম কীর্ত্তনমাত্রে শুদ্ধচিত্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে॥ ২১২॥

বৈশম্পায়নসংহিতায়॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্মবহির্ভূত এবং সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মে অনুরক্ত,

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ।

বৃহন্নারদীয়ে ॥

যথাকথঞ্চিদ্যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি বা।

পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২১৩ ॥

ভারতবিভাগে ॥

প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজং।

দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ ২১৪ ॥

নারদীয়ে ॥

পাপিনাং বিলম্বেন মোক্ষং সুকৃতিনাঞ্চ সদ্য এবেতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা বিশুদ্ধাঃ সন্তঃ কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ শুদ্ধা ইতি অনুবাদমাত্রং ॥ ২১৩ ॥

প্রাণস্য প্রয়াণে পাথেয়ং পথি ভক্ষ্যসম্বলং পরলোকে সহায়মিত্যর্থঃ। সংসাররূপস্য ব্যাধের্ভেষজং নাশকং মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ। ইহ লোকে চ দুঃখশোকাভ্যাং পরিত্রাণং যস্মাত্তৎ। যদ্বা তয়োঃ পরিত্রাণরূপমেব। যদ্বা ভগবদপ্রাপ্ত্যা যৌ দুঃখশোকৌ তাভ্যাং পরিত্রাণং যস্মাদিতি শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং। যদ্বা কিং বহুনোক্তেন ঐহিকামুষ্মিকাশেষদুঃখশোকং পরিত্রাণমেবেত্যুপসংহারঃ। বিষ্ণুধর্ম্মে চ। প্রাণকান্তার-পাথেয়মিতি শ্রীপ্রহ্লাদেনোক্তং। অর্থঃ স এব ॥ ॥ ২১৪ ॥

তিনিও হরিনাম কীর্ত্তনমাত্রে মুক্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ॥

যাঁহার নাম যথাকথঞ্চিৎরূপে কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে পাপপরায়ণ মনুষ্যও শুদ্ধ হইয়া মোক্ষলাভ করে ॥ ২১৩ ॥

ভারতবিভাগে ॥

হরি এই দুইটী অক্ষর পরলোক গমন পথের পাথেয়, সংসাররোগের ঔষধ ও দুঃখ শোকের পরিত্রাণ স্বরূপ ॥ ২১৪ ॥

নারদপুরাণে ॥

নব্যং নব্যং নামধেয়ং মুরারে-
র্যদ্যচ্চৈতদ্গেয়পীযূষপুষ্টং।
যে গায়ন্তি ত্যক্তলজ্জাঃ সহর্ষং
জীবন্মুক্তাঃ সংশয়ো নাস্তি তত্র॥ ২১৫॥
প্রথমস্কন্ধে॥
আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং॥ ২১৬॥
তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে॥

কিংবক্তব্যং দেহান্তে মুক্তিং দদাতীতি দেহে সত্যপি সদ্যো দদাতীতি লিখতি নব্যমিত্যাদিনা। নব্যং নব্যং প্রতিক্ষণনূতনমিত্যর্থঃ। অনেন মাধুরীবিশেষো দর্শিতঃ। তমেবাহ গেয়ানাং গানযোগ্যানাং গাথাদীনাং। যদ্বা গেয়ং পরমশ্লাঘ্যং যৎপীযূষং মধুররসবিশেষস্তেন পুষ্টং। এবম্ভূতং মুরারের্যৎ নামধেয়ং এতৎ যে গায়ন্তি তে জীবন্মুক্তা এব। যদ্যপীতি পাঠে যদ্যপি গেয়পীযূষপুষ্টং পরমমাদকমিত্যর্থঃ ইতি জীবন্মুক্ততা বিরোধি চিত্তক্ষোভহেতুতোক্তা তথাপি জীবন্মুক্তা এব তেনৈব স্বতঃ সংসারবিস্মরণাৎ॥ ২১৫॥

সংসৃতিং আপন্নঃ প্রাপ্তঃ বিবশোঽপি ততঃ সংসৃতেঃ গৃণন্নেব সদ্যো বিমুচ্যেত ইতি জীবন্মুক্ততোক্তা। তত্র হেতুঃ যৎ যতো নাম্নঃ ভয়মপি স্বয়ং বিভেতি॥ ২১৬॥

গানযোগ্য গাথাদির পরমশ্লাঘ্য মধুররসপুষ্ট মুরারির নামধেয় যাঁহারা লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহর্ষে গান করেন, তাঁহারা জীবনমুক্ত ইহাতে সংশয় নাই॥ ২১৫॥

প্রথমস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! ঘোরসংসারাপন্ন ব্যক্তি বিবশ হইয়া যাঁহার নাম স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ সংসার হইতে মুক্ত হয়। কারণ তাঁহার নাম হইতে ভয় আপনি ভীত হইয়া থাকে॥ ২১৬॥

তৃতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মস্তবে॥

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ ২১৭ ॥

ষষ্ঠে ॥

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাং।

অবতারাদীনাং বিড়ম্বনমনুকরণমবলম্বনং বাস্তি যেষু। তত্রাবতারবিড়ম্বনানি দৈবকী-নন্দন ইত্যাদীনি। গুণবিড়ম্বনানি সর্ব্বজ্ঞো ভক্তবৎসল ইত্যাদীনি। কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণঃ কংসনিসূদন ইত্যাদীনি। অসুবিগমেঽপি বিবশা অপি গৃণন্তি উচ্চারয়ন্তি কেবলং শমলং পাপং অপাবৃতং নিরস্তাবরণং ঋ ব্রহ্ম সহসা সদ্য এব প্রাপ্নুবন্তি জীব-ন্মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১৭ ॥

ভগবতো গুণানাং কর্ম্মণাং নাম্নাঞ্চ। যদ্বা গুণকর্ম্মসম্বন্ধিনাং বিচিত্রাণাং নাম্নাং বহূনাং সম্যক্ কীর্ত্তনং পুংসাং অঘনির্হরণায় পাপক্ষয়মাত্রায় ভবতীতি যৎ এতাবতা উক্তেন অলং প্রয়োজনং নাস্তি কুতঃ অজামিলো মহাপাতক্যপি নারায়ণেত্যেব বিক্রুশ্য নত্বাতারসম্বন্ধি গুণকর্ম্মমাধুরীবিশিষ্টং নামবিশেষং সম্যক্ কীর্ত্তয়িত্বা। তত্র চ পুত্রং বিক্রুশ্য নতু হরিং। অঘবান্ অশুচিরপি অকৃতপ্রায়শ্চিত্তোঽপীতি বা। ম্রিয়মাণঃ অবস্থচিত্তোঽপি। মুক্তি-

হে প্রভো! যে সকল মানব প্রাণবিয়োগকালে বিবশ হইয়া যদি তোমার যে যে নামে অবতার গুণ এবং কর্ম্ম ইত্যাদির অনুকরণ আছে অর্থাৎ দেবকীনন্দন অবতারানুকরণ, সর্ব্বজ্ঞ, বক্তবৎসল, গুণের অনু-করণ। গোবর্দ্ধনধারী, কংসারি, কর্ম্মের অনুকরণ, তৎসমুদায় কেবল উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও বহুজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ পরিহার পূর্ব্বক নিরস্তাবরণ সত্যরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, অতএব তুমিই সেই পরম ব্রহ্ম, তোমার স্মরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ২১৭ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

অতএব ভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম এই সকলের যে সম্যক্ কীর্ত্তন, তাহা পুরুষদিগের পাপক্ষয়মাত্রে উপযোগী, এমত বলিতে পারি না।

বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদযামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিং ॥ ২১৮ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং ॥

উক্তঞ্চ লৈঙ্গে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীশিবেন ॥

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিবর্দ্ধনং।
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥ ২১৯ ॥

নারদীয়ে শ্রীব্রহ্মণা ॥

ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাং।

মবাপ নত্বঘনির্হরণমাত্রং তদানীমজামিলস্য দেহস্য বর্ত্তমানত্বেন জীবন্মুক্তৈব সিদ্ধা। অতো নামাভাসেনাপি যথা কথঞ্চিজ্জাতেন মুক্তিরপি স্যাৎ কিমুত পাপক্ষয় ইতি ভাবঃ ॥ ২১৮ ॥

হেলয়াপি কৃত্বা স্বরূপতাং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। ভক্তিযুক্তস্তু সন্ নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা পরং পরমেশ্বরং শ্রীবৈকুণ্ঠনাথং যদ্বা উৎকৃষ্টপদং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকং ব্রজেৎ॥২১৯॥

মরণেঽপি ভববন্ধৈঃ দুষ্পরিহর সংসারদুঃখৈঃ বিশেষেণ মুক্তঃ সন্ ॥ ২২০ ॥

কারণ মহাপাপী অজামিল অশুচি ও মরণ সময়ে অসুস্থচিত্ত হইয়াও নারায়ণ বলিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করাতে কেবল তাহার পাপ নির্হার হইল এমত নহে, সে মুক্তিও প্রাপ্ত হইল ॥ ২১৮ ॥

শ্রীভগবন্নামের বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্ব ॥

লিঙ্গপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবের বাক্য ॥

হে নারদ! যাঁহারা গমন, দণ্ডায়মান, শয়ন, নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং বাক্যের পূরণ সকলকালে হেলাতেও যদি বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন, আর যিনি ভক্তিসহকারে নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ২১৯ ॥

নারদপুরাণে শ্রীব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥

ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ রজস্বলা চণ্ডালী উপভোগ এবং সুরাপক্ব অন্ন

অশ্নাতি সুরয়া পক্কং মরণে হরিমুচ্চরন্।
অভক্ষ্যাগম্যয়োর্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ং।
প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ॥ ২২০ ॥
বৃহন্নারদীয়ে।
শুক্রং প্রতি শ্রীবলিনা॥
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বিষ্ণোর্ল্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভং॥ ২২১ ॥
পাদ্মে॥
যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিং॥
তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে॥

পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভং অপুনরাবৃত্তিকমিত্যর্থঃ॥ ২২১ ॥
গোবিন্দগেহে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে গমনার্থং পত্রং বাহনং সহায়মিত্যর্থঃ। সুকৃতস্য একং

ভক্ষণ করিয়া মরণকালে যদি একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে অভক্ষ্যভক্ষণ ও অগম্যাগমন পাপরাশি সঞ্চয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ২২০ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে।
শুক্রাচার্য্যের প্রতি শ্রীবলির উক্তি॥

হরি এই দুইটী অক্ষর যাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হয়, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন, তথা হইতে আর তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না॥২২১

পদ্মপুরাণে॥

মনুষ্য যদি যে কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন॥

ঐ পদ্মপুরাণেরই বৈশাখমাহাত্ম্যে॥

অম্বরীষং প্রতি নারদেন॥

তদেব পুণ্যং পরমং পবিত্রং
গোবিন্দগেহে গমনায় পত্রং।
তদেব লোকে সুকৃতৈকসত্রং
যদুচ্যতে কেশবনামমাত্রং॥ ২২২॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥

এবং সংগ্রহণীপুত্রাভিধানব্যাজতো হরিং।
সমুচ্চার্য্যান্তকালেঽগাদ্ধাম তৎ পরমং হরেঃ॥ ২২৩॥
নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥ ২২৪॥

সত্রং স্থানং॥ ২২২॥

এবমুক্তপ্রকারেণেতি তত্রাপি শ্রীভাগবতবদজামিলোপাখ্যানস্যোপসংহারে প্রোক্তত্বাৎ। সংগ্রহণী কামক্ষোভেণ সংগৃহীতা বেশ্যা তস্যাং যো নারায়ণসংজ্ঞঃ পুত্রঃ তস্যাভিধানং আহ্বানং তদ্ব্যাজেন অন্তকালেঽপি তৎ অনির্ব্বচনীয়ং॥ ২২৩॥

কলুষাণাং সর্ব্বপাপানামাশ্রয়োঽপি॥ ২২৪॥

অম্বরীষের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য॥

কেবল কেশবের নাম মাত্রের যে উচ্চারণ, তাহাই পরম পুণ্য, তাহাই পরম পবিত্র, তাহাই বৈকুণ্ঠলোকে গমনের সহায় এবং তাহাই সংসার মধ্যে পরম সুকৃতির স্থান॥ ২২২॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥

এইরূপে অজামিল বেশ্যাপুত্রের নামচ্ছলে মরণকালে হরিনাম উচ্চারণ করিয়া হরির প্রসিদ্ধ পরম পদে গমন করিয়াছিল॥ ২২৩॥

সর্ব্বপাপাশ্রয় অজামিলও যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিল, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উচ্চারণ করিলে যে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না॥ ২২৪॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ॥

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্ত্রোপচারিতং।

অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুতঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ২২৫ ॥

বামনে ॥

যে কীর্ত্তয়ন্তি বরদং বরপদ্মনাভং

শঙ্খাব্জ চক্র শর চাপ গদাসিহস্তং।

পদ্মালয়াবদনপঙ্কজষট্পদাক্ষং

নূনং প্রযান্তি সদনং মধুঘাতিনস্তে ॥

আঙ্গিরসপুরাণে ॥

বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য্য ভবভীতিতঃ।

ধাম হরেঃ ॥ ২২৫ ॥

তৎ নাম ধামবিশেষণং বা ॥ ২২৬ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্। দুরাচার অজামিল মৃত্যু সময়ে পুত্ত্রের নামে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতে সে যখন সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নামোচ্চারণ করিলে পাপমোচনপুরঃসর যে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইবে, ইহা কি বড় বিচিত্র ॥ ২২৫ ॥

বামনপুরাণে ॥

যাঁহারা বরপ্রদ, পদ্মনাভ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শর, ধনু ও অসিহস্ত এবং লক্ষ্মীর বদনপদ্মের ভ্রমর তুল্য লোচনশালি হরির কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা নিশ্চয় মধুসূদনের ধামে গমন করিবেন ॥

আঙ্গিরসপুরাণে ॥

মনুষ্য বাসুদেব এই নাম কীর্ত্তন করিয়া ভবভয় হইতে মুক্তি লাভ

উন্মুক্তঃ পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২২৬ ॥

নন্দিপুরাণে ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু যেঽপি কুর্ব্বন্তি পাতকং ।
নামসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ২২৭ ॥

বিশেষতঃ কলৌ ।

দ্বাদশস্কন্ধে ॥

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥

গারুড়ে ।

অম্বরীষং প্রতি শ্রীশুকেন ॥

যদীচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাদ্যৎপরমং পদং ।

সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়াং । সত্রেতি বা পাঠঃ । পরং বৈকুণ্ঠলোকং ॥ ২২৭ ॥
পরং উৎকৃষ্টং ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যাদিবিষয়কং জ্ঞানং ॥ ২২৮ ॥

করত বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ ধামে গমন করিবেন সংশয় নাই ॥ ২২৬ ॥

নন্দিপুরাণে ॥

যাহারা সর্ব্বত্র সকল কালে পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারাও নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ২২৭ ॥

বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীভগবন্নামের
বৈকুণ্ঠপ্রাপকত্ব যথা—

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ॥

হে রাজন্! কলির দোষ সমুদায়ের মধ্যে এই একটী গুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি হরিকীর্ত্তন করে, সে নরাধম হইলেও বন্ধন মোচন পূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥

গরুড়পুরাণে অম্বরীষের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি ॥

হে রাজেন্দ্র! যদি তোমার পরম জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে পরম-

তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনং ॥ ২২৮ ॥
শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বং। বারাহে ॥
বাসুদেবস্য সঙ্কীর্ত্ত্যা সুরাপো ব্যাধিতোঽপি বা।
মুক্তো জায়েত নিয়তং মহাবিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ২২৯ ॥
বৃহন্নারদীয়ে ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।
করোতি সততং বিপ্রাস্তস্য প্রীতো হ্যধোক্ষজঃ ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥
নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ ক্ষুত্তৃট্ প্রস্খলিতাদিষু।

ব্যাধিতো রোগী ॥ ২২৯ ॥

ক্ষুত্তৃড়াদিষ্বপি যঃ করোতি। যদ্যপি ক্ষুত্তৃড়াদিভির্বৈকল্যে সতি নামসঙ্কীর্ত্তনমত্যন্তাভ্যাসবলাদেব জায়তে। অতস্তত্র তস্য প্রাশস্ত্যং সদা নামপরত্বং চোক্তং স্যাৎ তথাপি বিবশত্ব-

---

পদ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আদরসহকারে গোবিন্দের নাম কীর্ত্তন কর ॥ ২২৮ ॥

শ্রীভগবন্নামে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা যথা—

বরাহপুরাণে ॥

মদ্যপই হউক বা ব্যাধি পীড়িতই হউক, বাসুদেবের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে ঐ সকল হইতে মুক্ত হয় এবং মহাবিষ্ণু সর্ব্বদা তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন ॥ ২২৯ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও প্রস্খলনাদিতে নিরন্তর বিষ্ণুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, অধোক্ষজ ভগবান্ তাঁহার সম্বন্ধে প্রীত হয়েন ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং প্রস্খলনাদিতে যিনি বিষ্ণুর নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন,

যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি কেশবঃ॥ ২৩০॥

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বং।

মহাভারতে শ্রীভগবদ্বাক্যং॥

ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।

যদ্গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনং॥

আদিপুরাণে।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে॥

গীত্বা তু মম নামানি নর্ত্তয়েন্মম সন্নিধৌ।

ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন।

গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।

মাত্র বিবক্ষয়া ক্ষুত্তৃড়াদিদ্বিত্বাক্ত ইতি জ্ঞেয়ং। এবমগ্রত্রাপ্যূহ্যং॥ ২৩০॥

দূরবাসিনং দূরে বসন্তমপি। অতঃ সাক্ষাদিব সম্বোধনং ন ঘটতে। তথাপি হে গোবিন্দেতি চুক্রোশ আহ্বয়ামাস যৎ এতৎ মম ঋণং প্রসিদ্ধং তস্যাঃ পরমবশ্যোঽস্মীত্যর্থঃ। পরমার্ত্ত্যা কীর্ত্তনাৎ। অতঃ হৃদয়ান্নাপসর্পতি সদা তদেব বিচারয়ামীত্যর্থঃ। তেষাং তৈ-

---

হে মহাভাগ! কেশব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন॥ ২৩০॥

অথ শ্রীভগবন্নামে শ্রীভগবানের বশীকারিত্ব।

মহাভারতে শ্রীভগবদ্বাক্য॥

হে গোবিন্দ বলিয়া দূরদেশবাসি আমাকে দ্রৌপদী যে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমার এই ঋণ বৃদ্ধি পাইতেছে, হৃদয় হইতে অপগত হইতেছে না॥

আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনসম্বাদে॥

যাহারা আমার নাম গান করিয়া আমার নিকটে কীর্ত্তন করে, হে অর্জ্জুন! সত্য বলিতেছি, তাহা দ্বারাই আমি ক্রীত হইয়া থাকি॥

যাহারা আমার নাম গান করিয়া আমার নিকটে রোদন করে,

তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৩১ ॥

এবং শ্রুত্বা চ মম নামানীত্যাদি।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রহ্লাদেন ॥

জিতন্তেন জিতন্তেন জিতন্তেতি নিশ্চিতং।

জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরীত্যক্ষরদ্বয়ং ॥ ২৩২ ॥

স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বং ॥

স্কান্দে কাশীখণ্ডে পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥

ইদমেব হি মাঙ্গল্যমেতদেব ধনার্জ্জনং।

জনার্দ্দনোঽহং, জনৈর্জীবৈঃ সর্ব্বৈঃ সেবিতুং অর্দ্দ্যতে যাচ্যতে নতু প্রাপ্যতে তাদৃশোঽপ্যহং পরিক্রীতঃ সর্ব্বতোভাবেন বশীকৃতোঽহং ॥ ২৩১ ॥

তেন জিতং ভগবান্ বশীকৃত ইত্যর্থঃ। মুহুরুক্তির্ভক্তিবিশেষোদয়াৎ ॥ ২৩২ ॥

মাঙ্গল্যং মঙ্গলসমূহঃ সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মফলত্বা। ধনস্য পুরুষার্থত্বেন ধনার্জ্জনস্যাপি পুরুষার্থ-

---

আমি যে জনার্দ্দন, আমি তাহাদের বশীভূত হইয়া থাকি, অন্যে আমাকে বশীভূত করিতে পারে না ॥ ২৩১ ॥

এই প্রকার আমার নাম সকল শ্রবণ করিয়া ইত্যাদি।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে প্রহ্লাদের স্তবে যথা—

যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই দুই অক্ষর বিদ্যমান, তিনি নিশ্চয় ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়াছেন ॥ ২৩২ ॥

শ্রীভগবন্নামের স্বভাবতই পরম পুরুষার্থত্ব।

স্কন্দপুরাণে, কাশীখণ্ডে এবং পদ্মপুরাণেও

বৈশাখমাহাত্ম্যে ॥

দামোদরের যে কীর্ত্তন ইহাই সকল মঙ্গল কর্ম্মের ফল, ইহাই

জীবিতস্য ফলঞ্চৈতদ্‌যদ্দামোদরকীর্ত্তনং ॥ ২৩৩ ॥

প্রভাসখণ্ডে ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ ২৩৪ ॥

বিষ্ণুরহস্যে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ ॥

এতদেব পরং জ্ঞানমেতদেব পরন্তপঃ।
এতদেব পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং ॥ ২৩৫ ॥

তয়া তৎস্বরূপস্য নামকীর্ত্তনস্যাপি স্বতঃ পরমপুরুষার্থত্বং সিদ্ধমেব। যথা প্রেমলক্ষণং ধনমত্র জ্ঞেয়ং ॥ ২৩৩ ॥

এতৎ কৃষ্ণনাম কৃষ্ণেতি নাম কৃষ্ণস্য নামেতি বা। মধুরাদপি মধুরং। চিৎ চৈতন্যং ব্রহ্ম তৎস্বরূপং ইতি পরমফলরূপতোক্তা। অতো যথা কথঞ্চিৎ সকৃৎ তৎকীর্ত্তনাদপ্যানুষঙ্গিকত্বেন সর্ব্বস্যাপি মোক্ষো ভবেদেবেত্যাহ সকৃদপীতি। পরীত্যর্দ্ধে অব্যক্তমসম্পূর্ণমুচ্চারিতমপীত্যর্থঃ। হেলয়াপি বা। হে ভৃগুবর ॥ ২৩৪ ॥

তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যং সমাধিরিত্যর্থঃ। তত্ত্বং বস্তু। এবং সাধ্যানাং পরমজ্ঞানাদীনাং তাদাত্ম্যোক্ত্যা নামকীর্ত্তনস্য পরমফলতা সিদ্ধ্যেব ॥ ২৩৫ ॥

ধনার্জ্জনের পুরুষার্থতা এবং ইহাই জীবন ধারণের ফল ॥ ২৩৩ ॥

প্রভাসখণ্ডে ॥

হে শৌনক! সকল মধুরের মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল বেদরূপ লতার সৎফল এবং ব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণ নাম যদি একবারও শ্রদ্ধায় বা হেলায় কীর্ত্তিত হয়েন,তাহা হইলে ঐ কৃষ্ণনাম মনুষ্যমাত্রকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ২৩৪ ॥

বিষ্ণুরহস্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও ॥

বাসুদেব নাম কীর্ত্তন ইহাই পরম জ্ঞান, ইহাই পরম তপস্যা এবং ইহাই পরম তত্ত্ব ॥ ২৩৫ ॥

ভক্তিপ্রকারেষু শ্রৈষ্ঠ্যং।

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ শ্রীশিবোমাসম্বাদে॥

অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে।

ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনস্তু ততো বরং॥ ২৩৬॥

অন্যত্র চ॥

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।

তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥ ২৩৭॥

ইত্থং নামকীর্ত্তনস্য পরমসাধনত্বং সাধ্যত্বঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং স্বতঃ পরমপুরুষার্থরূপাণাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদি ভক্তিপ্রকারাণামপি মধ্যে শ্রীমন্নামকীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখন্ তত্রাদৌ তেষ্বেব পরমশ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীমুক্তাফলাদিগ্রন্থকারাণাং সম্মতাৎ স্মরণাদপি শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি অঘেতি। বিষ্ণোঃ স্মরণং অঘং সংসারদুঃখং তন্মূলং পাপং বা ছিনত্তীতি অঘচ্ছিত্তবত্যেব। কিন্তু বহুলায়াসেনৈব তৎসাধ্যতে মনসো দুর্নিগ্রহত্বেন স্মরণস্য দুষ্করত্বাৎ। কীর্ত্তনন্তু ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণাঘচ্ছিৎ অতস্ততস্তস্মাৎ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং শ্রেষ্ঠং। যদ্বা। ততঃ স্মরণাৎ কীর্ত্তনং বরং সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠমেব মনঃ শ্রবণবাগিন্দ্রিয়াদিব্যাপ্য সুখবিশেষস্যাপাদানাৎ। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমস্তি॥ ২৩৬॥

অধুনা স্মরণাদীনামপি পূজাঙ্গত্বাৎ পূজায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমভিপ্রেত্য তস্যা অপি সকাশান্নামসঙ্কীর্ত্তনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং লিখতি যেনেতি। সমর্চ্চিতঃ সম্যক্ পূজিতঃ॥ ২৩৭॥

শ্রীভগবন্নাম ভক্তির প্রকার সকলের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণবচিন্তামণিতে শ্রীশিব ও উমাসম্বাদে॥

বিষ্ণুর সংসারচ্ছেদনকারি স্মরণ বহু আয়াসে সিদ্ধ হয়, কিন্তু নাম সঙ্কীর্ত্তন ওষ্ঠ স্পন্দনমাত্রে সংসার ছেদন করেন, একারণ স্মরণ অপেক্ষা কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ॥ ২৩৬॥

অন্যত্রেও॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি শত শত জন্মে সম্যক্ প্রকারে বাসুদেবের অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম অবস্থিতি করেন॥ ২৩৭॥

বিশেষতঃ কলৌ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

যদভ্যর্চ্চ্য হরিং ভক্ত্যা কৃতে ক্রতুশতৈরপি।
ফলং প্রাপ্নোত্যবিকলং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনাৎ ॥ ২৩৮ ॥

কৃতে সত্যযুগে তদানীং বিশুদ্ধাশেষদ্রব্যাদিসামগ্রীসংসিদ্ধেঃ। তত্র চ ক্রতুশতৈরিত্যর্থঃ। তত্রাপি ভক্ত্যা অভ্যর্চ্চ্য অভিতঃ পূজয়িত্বা। যদ্বা অভ্যর্চ্চ্যেতি পূজায়া যৎফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রবণস্মরণভক্তিপ্রকারেণ চ যৎ। যজ্ঞশতৈরপি যৎ তদ্গোবিন্দেতি কীর্ত্তনাৎ অবিকলং সম্পূর্ণং সকলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্র চ কলাবিত্যত্রেদং নিগূঢ়তত্ত্বং স্থানেষ্বিতি শ্রীমথুরাদিস্থানবৎ কালেষু চ মধ্যে তথা শ্রীকার্ত্তিকাদয়স্ত্রয়ো মাসাঃ যথা চ তিথিষু একাদশ্যাদয়ঃ তথা যুগেষু মধ্যে কলিযুগং শ্রীভগবৎপ্রিয়ং তত্র চ যথা কার্ত্তিকাদিমাসেষু একাদশ্যাদিষু চ স্বল্পমপি কৃতং কর্ম্ম বহুফলং ভবতি তথা কলাবপি। এবমন্যযুগাপেক্ষয়া তস্য শ্রেষ্ঠত্বেন তত্র কৃতকর্ম্মণাং বিশেষতো ভগবদ্ভজনস্য শ্রৈষ্ঠ্যং যুক্তমেবেতি অনেনৈবাভিপ্রায়েণোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীব্যাসদেবেন। কলির্ধন্য ইতি দ্বাদশস্কন্ধে চ শ্রীব্যাসনন্দনেন গুণজ্ঞা ইত্যাদি। প্রথমস্কন্ধে শ্রীসূতেন। কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যদিতি। একাদশস্কন্ধে চ শ্রীকরভাজনেন। কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণা ইত্যাদি। অত এবাস্মিন্ যুগশ্রেষ্ঠে নিজৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রকটনাময়রূপো ভগবতো মুখ্যাবতারঃ অতোঽস্য কলৌ মাহাত্ম্যবিশেষো যুক্ত এব। যে চ তত্র পাপোপদ্রবাদিকাঃ বিবিধধর্ম্মাদি বিঘ্নাঃ শ্রূয়ন্তে যেভ্যো বহির্দৃষ্ট্যা কলের্নিন্দাদিকং কথ্যতে তে তু শ্রীমথুরাদিপুরপালকাঃ শ্রীরুদ্রগণাদয়ো দৈত্যরাক্ষসা অপি যথা শ্রূয়ন্তে তথৈব জ্ঞেয়াঃ। ইত্থমেব মাহাত্ম্যবিশেষোঽপি সুসিধ্যেৎ সর্ব্বং চাবিরুদ্ধং স্যাদিতি দিক্ ॥ ২৩৮ ॥

বিশেষতঃ কলিযুগে শ্রীভগবন্নাম, ভক্তি প্রকার সকলের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠ ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

সত্যযুগে শত শত যজ্ঞ দ্বারা এবং ভক্তিপূর্ব্বক হরিপূজা করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে গোবিন্দ-কীর্ত্তন মাত্রে অবিকল সেই ফল প্রাপ্ত হওয়াযায় ॥ ২৩৮ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবং ॥ ২৩৯ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে চ ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ২৪০ ॥

একাদশে ॥

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানস্য ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিশেষপ্রবৃত্ত্যাঽর্চ্চনস্য শ্রৈষ্ঠ্যমপেক্ষ্য তত্তত্র পৃথক্ পৃথগুক্তং। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। তচ্চ সর্ব্বং সমুচিতং কলৌ শ্রীকেশবনামকীর্ত্তনাত্তত্তমেবেতি সুখমাপ্নোতীত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ত্ত্য সম্যক্ উচ্চৈরুচ্চার্য্যেতি সদ্যঃ স পরানন্দবিশেষার্থমুক্তং। তেন চ মাহাত্ম্যবিশেষ এব সম্পাদ্যতে ॥ ২৩৯ ॥

বিষ্ণুং ধ্যায়ত ইতি বিষ্ণুধ্যানকর্ত্তুর্জনস্য যৎফলং স্যাদিতি কালত্রয়সংবন্ধাশেষসৎকর্ম্মফলমভিপ্রেতং। এবমগ্রেঽপি। এতেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনাদস্য বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ পুরাণগুহ্যত্বাৎ। পরিচর্য্যায়াং পূজায়াং বর্ত্তমানস্য জনস্য। হরের্ভগবতঃ হরীত্যক্ষরদ্বয়স্য বা কীর্ত্তনমাত্রেণ তৎসর্ব্বং কলৌ ভবতীতি ॥ ২৪০ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ॥

সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, কলিযুগে কেশবকীর্ত্তন করিয়া তাহাই লাভ হয় ॥ ২৩৯ ॥

দ্বাদশস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করিলে মুক্ত হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলে মুক্ত হয়, দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর সেবায় মুক্ত হয়, আর কলিযুগে কেবল হরিকীর্ত্তন দ্বারাই মুক্ত হয় ॥ ২৪০ ॥

১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২৪১॥

স্কান্দে চ॥

মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনং।

বৃহন্নারদীয়ে—

নারদেনোক্তং॥

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অতএবোক্তং॥

ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবতুজ্জ্বল মিতি কৃষ্ণতাং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদ্বা ত্বিষা বিশিষ্টং কৃষ্ণমিতি শ্রীকৃষ্ণাবতারস্য তত্র প্রাধান্যং দর্শয়তি। অঙ্গানি হৃদয়াদীনি উপাঙ্গানি কৌস্তুভাদীনি অস্ত্রাণি সুদর্শনাদীনি পার্ষদাঃ সুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতং। একান্তিপক্ষে উপাঙ্গানি বেণ্বাদীনি অস্ত্রাণি যষ্ট্যাদীনি পার্ষদাঃ শ্রীদামাদয়ঃ। ইতি পূর্ব্ববৎ বিজ্ঞেয়ং যজ্ঞৈঃ অর্চ্চনৈঃ। সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণং গীতং স্তুতিশ্চ নামময়ী তৎপ্রধানৈঃ সুমেধসঃ বিবেকিনঃ। এবমপি কলৌ পূজাতঃ শ্রীমন্নামসঙ্কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যমেব সিদ্ধং দ্রব্যশুদ্ধ্যাদেরসম্ভবাৎ লিখিতন্যায়েন মাহাত্ম্যবিশেষাচ্চেতি দিক্॥ ২৪১॥

যখন ভগবান্ কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণি-জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট হইয়া সাঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত অবতীর্ণ হয়েন। তখন বিবেকী মনুষ্যেরা কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করেন॥ ২৪১॥

স্কন্দপুরাণে॥

মহাভাগবতগণ কলিযুগে নিত্যসঙ্কীর্ত্তন করেন॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে নারদ বলিয়াছেন॥

হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, হরির নামই আমার জীবন, কলিতে নাম ব্যতীত অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই॥

অতএব কথিত হইয়াছে॥

সকৃদুচ্চারয়ন্ত্যেব হরের্নাম চিদাত্মকং।
ফলং নাস্য ক্ষমো বক্তুং সহস্রবদনো বিধিঃ ॥ ২৪২ ॥

পদ্মোত্তরখণ্ডে—
রামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে ॥
শ্রীশিবেন ॥

রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্ম্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া ॥ ২৪৩ ॥

বৈষ্ণবচিন্তামণৌ চ ॥

ঈশোঽহং সর্ব্বজগতাং নাম্নাং বিষ্ণোর্হি জাপকঃ।
সত্যং সত্যং বদাম্যেষ হরের্নাম গতির্নৃণাং ॥ ২৪৪ ॥

উপসংহরন্ ফলিতং লিখতি সকৃদিতি ত্রিভিঃ। সহস্রবদনঃ শেষঃ বিধিশ্চ ব্রহ্মা। যদ্বা সহস্রবদনঃ সন্নপি বিধিঃ ॥ ২৪২ ॥

রামনাম্নো বিশঙ্কয়া আশঙ্কয়া নিত্যং মম মনসঃ প্রীতিরানন্দো জায়তে। সম্পূর্ণ নামকীর্ত্তনস্য তু মাহাত্ম্যং কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৪৩ ॥

গতিঃ শরণং ফলস্বা মমাপি সেব্যত্বাৎ ॥ ২৪৪ ॥

একবার মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে ফল হয়, সহস্রবদন অনন্ত ও ব্রহ্মা সেই ফল বলিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ২৪২ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে
রামাষ্টোত্তর শতনামস্তোত্রে শ্রীশিব বলিয়াছেন ॥

হে দেবি! যে সকল নামের আদিতে রকার আছে তাহা শ্রবণ করিয়া রামনামের আশঙ্কায় নিত্য আমার মনের প্রীতি জন্মে ॥২৪৩॥

বৈষ্ণবচিন্তামণিতেও উক্ত হইয়াছে, যথা—

আমি বিষ্ণুর নাম সকল জপ করিয়া সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়াছি অতএব আমি বারম্বার সত্য করিয়া বলিতেছি, মনুষ্যদিগের কেবল হরিনামমাত্র গতি ॥ ২৪৪ ॥

আদিপুরাণে চ—

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে ॥

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥
ন নাম-সদৃশং জ্ঞানং ন নাম-সদৃশং ব্রতং।
ন নাম-সদৃশং ধ্যানং ন নাম-সদৃশং ফলং।
ন নাম-সদৃশস্ত্যাগো ন নাম-সদৃশঃ শমঃ।
ন নাম-সদৃশং পুণ্যং ন নাম-সদৃশী গতিঃ।

কিঞ্চ ॥

নাম্নৈব পরমা মুক্তি র্নাম্নৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নৈব পরমা শান্তি র্নাম্নৈব পরমা স্থিতিঃ।
নাম্নৈব পরমা ভক্তি র্নাম্নৈব পরমা মতিঃ।
নাম্নৈব পরমা প্রীতি র্নাম্নৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নাম্নৈব কারণং জন্তো র্নাম্নৈব প্রভুরেব চ।

গতিরাশ্রয়ঃ ফলং স্বর্গাদি। স্থিতি র্নিষ্ঠা। পরমারাধ্যো জনো নাম্নৈব ॥ ২৪৫ ॥

আদিপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনসম্বাদে ॥

হে অর্জ্জুন! যে সকল মানব শ্রদ্ধা করিয়া হউক বা হেলা করিয়াই হউক আমার নাম জপ করে, সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে তাহাদের নাম জাগরূক থাকে ॥

নামসদৃশ জ্ঞান নাই, নামসদৃশ ব্রত নাই, নামসদৃশ ধ্যান নাই, নামসদৃশ ফল নাই, নামসদৃশ দান নাই, নামসদৃশ শম নাই, নামসদৃশ পুণ্য নাই এবং নামসদৃশ আশ্রয় নাই ॥

আরও ॥

নামই পরম মুক্তি, নামই পরম আশ্রয়, নামই পরম শান্তি, নামই পরম নিষ্ঠা, নামই পরম ভক্তি, নামই পরম মতি, নামই পরম প্রীতি,

নাম্নৈব পরমারাধ্যো নাম্নৈব পরমো গুরুঃ ॥ ২৪৫ ॥

কিঞ্চ ॥

নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং বিষ্ণুনা সহ মোদতে।
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুনেতি ॥ ২৪৬ ॥
অথ শ্রীভগবন্নাম জপস্য স্মরণস্য চ।
শ্রবণস্যাপি মাহাত্ম্যমীষদ্ভেদাদ্বিলিখ্যতে ॥ ২৪৭ ॥

বিষ্ণুনা ময়ৈব ॥ ২৪৬ ॥

এবং নাম্নাং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যং লিখিত্বা জপাদিমাহাত্ম্যলিখনমপি প্রতি জানীতে অথেতি। ঈষদ্ভেদাৎ কীর্ত্তনেন সহ জপাদেরল্পভেদাৎ হেতো র্বিশেষেণ লিখ্যতে। তত্রাগ্রে লেখ্যস্য বাচিকোপাংশুমানসিকভেদেন ত্রিবিধস্য জপস্য মধ্যে ঈষদোষ্ঠচালনেন শনৈরুচ্চারণরূপোপাংশুজপোঽত্র গ্রাহ্যঃ বাচিকস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ মানসিকস্য চ স্মরণাত্মকত্বাৎ। ক্বচিচ্চ নাম্নঃ স্মরণং শনৈরীষদুচ্চারণং জ্ঞেয়ং। তচ্চাগ্রে জন্মাষ্টমীব্রতবিধ্যন্তরকথনে ব্যক্তং ভাবি ॥ ২৪৭ ॥

নামই পরম স্মৃতি, নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরম আরাধ্য এবং নামই পরম গুরু ॥ ২৪৫ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনকারি মানবদিগকে অবলোকন করিয়া যে মনুষ্য প্রীত হয়েন, তিনি পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া আমি যে বিষ্ণু আমার সহিত আনন্দানুভব করেন ॥

অতএব হে কৌন্তেয়! দৃঢ় মনে নাম সকলের সেবা কর, নামযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয়, হে অর্জ্জুন! তুমি নামযুক্ত হও ॥ ২৪৬ ॥

অনন্তর শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনের সহিত শ্রীভগবন্নাম জপ, শ্রীভগবন্নাম স্মরণ এবং শ্রীভগবন্নাম স্মরণের ঈষদ্ভেদ প্রযুক্ত মাহাত্ম্য লিখিতেছি ॥ ২৪৭ ॥

অথ শ্রীমন্নামজপমাহাত্ম্যং ॥

বিষ্ণুরহস্যে ॥

শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

সত্যং ব্রবীমি মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধবাহু-
র্যো মাং মুকুন্দ নরসিংহ জনার্দ্দনেতি।
জীবন্ জপত্যনুদিনং মরণে ঋণীব
পাষাণ-কাষ্ঠ-সদৃশায় দদাম্যভীষ্টং ॥ ২৪৮ ॥

কাশীখণ্ডে।

অগ্নিবিন্দুস্তুতৌ ॥

ঋণীবেতি। হা হন্ত অমুকস্য ঋণং ধারয়ামি নহি শোধিতবানস্মীতি যথা নিত্য মৃণদাতু র্নাম জীবন সময়ে মরণে চ জপতি তথা জীবন্ সন্ মরণে ম্রিয়মাণশ্চ সন্ যোজপতি তস্মৈ পাষাণকাষ্ঠ সদৃশায় পরমনীরসহৃদয়ায়াপি জ্ঞানাদিরাহিত্যেনাচেতনতুল্যায়াপি বা অভীষ্টং তস্য মম বা পরমপ্রিয়ং বস্তু দদামি যদ্বা মরণে দেহান্তে সতি দদামি ঋণী তস্য বশ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্। ইবেতি লোকোক্তরীত্যা। যদ্বা। সকৃন্নামৈককীর্ত্তনেনাপি পাষাণাদি সদৃশায়া-ভীষ্টং দদামি যোঽহং সোঽহং নিত্যং জীবনে মরণে চ বহুবিধ নামজপেন ঋণীব ভবামি অন্যৎ সমানং ॥ ২৪৮ ॥

অথ শ্রীমন্নামজপমাহাত্ম্য ॥

বিষ্ণুরহস্যে শ্রীভগবৎবাক্য ॥

হে মনুষ্যগণ! আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সত্য বলিতেছি, যে ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় এবং মুমূর্ষু-কালে হে মুকুন্দ! হে নৃসিংহ! হে জনার্দ্দন! এই বলিয়া নিরন্তর জপ করে, সে যদি পাষাণ বা কাষ্ঠ সদৃশও হয় তথাপি আমি তাহার ঋণির ন্যায় হইয়া তাহাকে অভীষ্ট প্রদান করি ॥ ২৪৮ ॥

কাশীখণ্ডে অগ্নিবিন্দুর স্তবে ॥

নারায়ণেতি নরকার্ণবতারণেতি
দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি।
বিশ্বম্ভরেতি বিরজেতি জনার্দ্দনেতি
ক্বাস্তীহ জন্ম জপতাং ক্ব কৃতান্তভীতিঃ॥ ১৪৯॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে॥
যম ব্রাহ্মণসম্বাদে॥
বাসুদেবজপাসক্তানপি পাপকৃতো জনান্।
নোপসর্পন্তি বৈ বিঘ্না যমদূতাশ্চ দারুণাঃ॥ ২৫০॥
বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে॥
ক্ব নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণং।

নারায়ণেত্যাদি জপতাং জনানাং জন্ম ক্বাস্তি অপিতু ন কুত্রাপি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব কৃতান্তাৎ যমাৎ কালাৎ বা ভীতিঃ ক্ব অপিতু ন কুত্রাপ্যস্তীত্যর্থঃ। তত্র বিগতং রজো যস্মাদিতি তৎসম্বোধনং হে বিরজঃ। সন্ধিরার্ষঃ। রজশব্দো বা অদন্তঃ॥ ২৪৯॥

বিঘ্নাঃ কামাদয়ঃ ত্রিতাপা বা॥ ২৫০॥

ক্ব-দ্বয়স্ত বিরোধোক্ততয়া ভগবন্নামজপস্ত স্বর্গপ্রাপ্তিরতিতুচ্ছত্বাৎ ফলং ন স্যাদিত্যভি-

---

হে নারায়ণ! হে নরকার্ণবতারণ! হে দামোদর! হে মধুঘাতিন্! হে বিশ্বম্ভর! হে বিরজঃ! হে জনার্দ্দন! এই বলিয়া যাহারা নিরন্তর জপ করে তাহাদের জন্ম কোথায়? এবং যমভয়ই বা কোথায়? ॥২৪৯

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম ব্রাহ্মণসম্বাদে॥

পাপকারী জন সকলও যদি বাসুদেব নাম জপে আসক্তচিত্ত হয় তথাপি তাহাদের নিকট কোন বিঘ্ন বা ভয়ানক যমদূতগণ আসিতে পারে না॥ ২৫০॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে॥

কোথায় পুনরাগমন রূপ স্বর্গগমন এবং কোথায় বা অত্যুত্তম

ষ্ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমং ॥ ২৫১ ॥

শ্রীমন্নামস্মরণমাহাত্ম্যং ॥

ইতিহাসোত্তমে ॥

স্বপ্নেঽপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিতপাপরাশেঃ ।
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদিপুংসঃ
প্রকীর্ত্তিতে নাম্নি জনার্দ্দনস্য ॥ ২৫২ ॥

লঘুভাগবতে ॥

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতং ।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে ।

প্রেতং । তর্হি কিন্তস্য ফলং তদাহ । মুক্তের্বীজং কারণং অনুত্তমং পরমোৎকৃষ্টমিতি । যোগাভ্যাসাদেরপি তস্মান্নিকৃষ্টত্বং সূচিতং ॥ ২৫১ ॥

আহিতস্য সঞ্চিতস্য পাপরাশেঃ ক্ষয়ং করোতি । প্রযত্নতো নাম্নি সঙ্কীর্ত্তিতে সতি পাপরাশেঃ ক্ষয়ঃ স্যাদিতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

মুক্তির কারণ বাসুদেব নাম জপ অর্থাৎ ভগবন্নাম জপের নিকট স্বর্গ প্রাপ্তি অতি তুচ্ছ ফল, কিন্তু তাহাই মুক্তির অত্যুত্তম ফল স্বরূপ ॥২৫১

শ্রীমন্নাম স্মরণমাহাত্ম্য যথা—

ইতিহাসোত্তমে ॥

আদিপুরুষ জনার্দ্দনের নাম স্বপ্নেও যখন স্মৃতি হইলে সঞ্চিত পাপরাশির ক্ষয় করে, তখন যত্ন পূর্ব্বক আদিপুরুষ জনার্দ্দনের নাম কীর্ত্তন করিলে যে সঞ্চিত পাপরাশির ক্ষয় হইবে না ইহার কথা কি ? ॥২৫২॥

লঘুভাগবতে ॥

হে রাজন্ ! কলিযুগে যাঁহারা হরিনাম স্মরণ করেন বা স্মরণ করান, মনুষ্য লোকের মধ্যে নিশ্চয় তাঁহারাই ভাগ্যবান্ এবং কৃতার্থ ॥

পাদ্মে দেবহূতিস্তুতৌ ॥

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামস্মরণান্নৃণাং।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥ ২৫৩ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে ॥

যন্নাম স্মরণাদেব পাপিনামপি সত্বরং।
মুক্তির্ভবতি জন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্ল্লভা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

যদনুধ্যানদাবাগ্নিদগ্ধকর্ম্মতৃণঃ পুমান্।
বিশুদ্ধঃ পশ্যতি ব্যক্তমব্যক্তমপি কেশবং।
তদস্য নাম জীবস্য পতিতস্য ভবাম্বুধৌ।

প্রয়াণে মরণে অপ্রয়াণে জীবনেচ ॥ ২৫৩ ॥

যস্য নাম্নোঽনুধ্যানং চিন্তনমেব দাবাগ্নিস্তেন কৃত্বা দগ্ধানি কর্ম্মাণ্যেব তৃণানি শীঘ্র সমূলসুখদহত্বাৎ যেন সঃ। তন্নাম অস্য সাক্ষান্নিরন্তরদুঃখসম্ভবতো ভবাম্বুধৌ পতিতস্য জীবস্য হস্তাবলম্বনদানায় সমুদ্ধরণায় ভবতীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ব্যক্তাব্যক্তত্বঞ্চ একস্যৈব সগুণনির্গুণত্বাদিনা। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। অতঃ হরেরন্যঃ

পদ্মপুরাণে দেবহূতিস্তবে ॥

মরণে ও জীবনে যাঁহার নাম স্মরণ করিলে সদ্যই মনুষ্যগণের পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই চিৎস্বরূপকে নমস্কার করি ॥ ২৫৩ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

যাঁহার নাম স্মরণমাত্রে পাপপরায়ণ মানবদিগেরও শীঘ্র ব্রহ্মাদি দেবদুর্ল্লভ মুক্তি লাভ হয় ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

যাঁহার ধ্যানরূপ দাবাগ্নি দ্বারা মনুষ্য যখন কর্ম্মময় তৃণ দগ্ধ করত বিশুদ্ধ হইয়া অব্যক্ত কেশবকেও ব্যক্তরূপে দর্শন করেন, তখন

হস্তাবলম্বদানায় প্রবীণো নাপরো হরেঃ ॥ ২৫৪ ॥

জাবালিসংহিতায়াং ॥

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরং।

কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্ব্বৃতীর্ব্বহুধেচ্ছতা।

অথ শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্যং ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদোক্তৌ ॥

যন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে।

পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি ক্ষুদ্রধীঃ।

ইতিহাসোত্তমে ॥

শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতং বাপি হরেরাশ্চর্য্যকর্ম্মণঃ।

প্রবীণঃ শ্রেষ্ঠো নাস্তি স এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ২৫৪ ॥

শ্রুতং সঙ্কীর্ত্তিতমিতি ভাবে নিষ্ঠা। হরের্নামাত্মকস্য নামেতি শেষো বা ॥ ২৫৫ ॥

ভবসাগরে পতিত জীবের হস্তাবলম্বদান নিমিত্ত হরিনাম ব্যতিরেকে অন্য আর শ্রেষ্ঠ উপায় নাই ॥ ২৫৪ ॥

জাবালিসংহিতায় ॥

যাঁহারা বহুপ্রকারে সুখানুভব করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেবল নিরন্তর হরিনাম জপ, হরিনাম চিন্তা ও হরিনাম কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য ॥

অথ শ্রীভগবানের নাম মাহাত্ম্য ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদের বাক্যে ॥

যাহারা মহাপাতকী তাহারাও যখন যাঁহার নাম শ্রবণে পাবনত্ব প্রাপ্ত হয়, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি কি প্রকারে তুষ্ট থাকিব ॥

ইতিহাসোত্তমে ॥

আশ্চর্য্য কর্ম্মা হরির নামপ্রসঙ্গাধীন শ্রুত বা সঙ্কীর্ত্তিত হইলে যখন

দহত্যেনাংসি সর্ব্বাণি প্রসঙ্গাৎ, কিমু ভক্তিতঃ ॥ ২৫৫ ॥
ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতূক্তৌ ॥
নহি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলাঘক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ। ইতি ॥২৫৬॥
শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেম্বপি।

সাক্ষাৎ স্বয়মেব বিমুক্তো ভবতি ইত্যনন্ত সাধনতোক্তা। যদ্বা সাক্ষাদিতি বর্ত্তমান-তচ্ছরীর এবেত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রারব্ধবিনাশিত্বে পূর্ব্বং লিখিতার্থমেব ॥ ২৫৬ ॥

সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহা-ত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিন্নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। নন্থ চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বোঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যেবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্তয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্বিশেষোদর্শিতস্তদ্বদিত্যর্থঃ। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং। শ্রীভাগবতামৃতো-ত্তরখণ্ডে বিশেষতো নিরূপিতমস্ত্যেব। পূর্ব্বং বহুবিধকামোপহৃতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎ-কামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষমাহাত্ম্যং লিখিতং অত্রচ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নাম বিশেষমাহাত্ম্য-

সমুদায় পাপ দগ্ধ হয়, তখন ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনের কথা আর কি বলিব ॥ ২৫৫ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে চিত্রকেতুর বাক্যে ॥

হে ভগবন্! আপনি ঐরূপ ভাগবতধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আপনকার দর্শনে মুনিদিগের যে অখিল কলুষ নাশ হইবে ইহা অসম্ভব নহে। প্রভো! আপনার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশ অর্থাৎ চণ্ডালও সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায় ॥ ২৫৬ ॥

শ্রীমান্ ভগবানের নাম সকলের মাহাত্ম্য সমান হইলেও যেমন কোন নামের কোন মাহাত্ম্য বিশেষ আছে, তদ্রূপ সকল অবতারের

কৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ ॥ ২৫৭ ॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহাত্ম্যং ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামমাহাত্ম্যে ॥

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ ২৫৮ ॥
ইদং কীরিটী সংজপ্য জয়ী পাশুপতাস্ত্রভাক্।
কৃষ্ণস্য প্রাণভূতঃ সন্ কৃষ্ণং সারথিমাপ্তবান্।
কিমিদং বহুনা শংসন্ মানুষানন্দনির্ভরঃ।
ব্রহ্মানন্দমবাপ্যান্তে কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫৯ ॥

বারাহে চ শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে ॥

মিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৫৭ ॥

কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমপি। তৎ ফলং ॥ ২৫৮ ॥

ইদং শ্রীকৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নাম। বহুনা কিং ইদং শ্রীকৃষ্ণাবতারনাম। কৃষ্ণেন সাযুজ্যং নিত্যসংযোগং ॥ ২৫৯ ॥

মধ্যে শ্রীকৃষ্ণেরও কোন বিশেষ আছে ॥ ২৫৭ ॥

অথ বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারের মাহাত্ম্য ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামমাহাত্ম্যে ॥

পুণ্য স্বরূপ সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি একটী নামও সেই ফল প্রদান করেন ॥ ২৫৮ ॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি একটীমাত্র নাম জপ করিয়া সংগ্রাম জয়ী পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥

কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধি নামের আর অধিক কি বলিব, অর্জ্জুন ঐ নামবলে মানুষানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করত অন্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৫৯ ॥

বরাহপুরাণে শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে ॥

তত্র গুহ্যানি নামানি ভবিষ্যন্তি মম প্রিয়ে।
পুণ্যানি চ পবিত্রাণি সংসারচ্ছেদনানি চ ॥ ২৬০ ॥

তত্রৈব বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণেতি নামমাহাত্ম্যং।
দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলিসম্বাদে ॥

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনাৎ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি স্বপন্ জাগ্রদ্ব্রজংস্তথা।
যো জল্পতি কলৌ নিত্যং কৃষ্ণরূপী ভবেদ্ধি সঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।

গুহ্যানীতি মাহাত্ম্যবিশেষো দর্শিতঃ। আনুষঙ্গিকফলঞ্চাহ। পুণ্যানি মঙ্গলাবহানি। পবিত্রাণি পরমশোধকানি সংসারচ্ছেদকানি মুক্তিদানীতি। যদ্বা গুহ্যত্বমেবাহ। স্বরূপাণি পবিত্ররূপাণি চ। তথা সম্যক্ সারস্য মোক্ষস্য ছেদনানি মুমুক্ষা নিবর্ত্তনেনৈব তদেকনিষ্ঠতাপাদকানীত্যর্থঃ ॥ ২৬০ ॥

অত্যন্তং সাক্ষাৎ স্বহস্তেন বাহুল্যেনেত্যর্থঃ। তত্র চ হনন্ ঘ্নন্নিতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন

হে প্রিয়ে ধরণি! সেই কৃষ্ণাবতারে আমার গুহ্য নাম সকল পুণ্যজনক, পবিত্র ও সংসার-চ্ছেদক হইবে ॥ ২৬০ ॥

তাহারই মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ এই নামের মাহাত্ম্য ॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে বলি প্রহ্লাদসম্বাদে ॥

কলিযুগে মনুষ্য কৃষ্ণ এই নাম কীর্ত্তনমাত্রে অতীত সপ্ত পুরুষ, এবং ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলকেই উদ্ধার করেন ॥

কলিযুগে যিনি স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় এবং গমন করিতে করিতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বলিয়া নিত্য কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয় কৃষ্ণস্বরূপ হইবেন ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

যে ব্যক্তি স্বহস্তে ব্রাহ্মণ বধ বা ইচ্ছা বশতঃ মদ্যপান করিয়াছে,

কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াৎ ॥ ২৬১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ২৬২ ॥

নারসিংহে শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং।

গারুড়ে পাদ্মে চ ॥

সংসারসর্পসংদষ্টং নষ্টচেষ্টৈকভেষজং।

অনিবৃত্তিং বোধয়তি। এবমন্যত্রাপ্যুহ্যং। অহোরাত্রমেকমেব সংকীর্ত্ত্য ইতি কীর্ত্তনস্য বাহুল্য-মাত্রমভিপ্রেতং। যদ্বা। অহোরাত্রং সুরাং পিবন্নপি ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৬১ ॥

যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে শ্রদ্ধাদিকমন্তরেণ সাঙ্কেত্যাদিনা কথঞ্চিদপি জিহ্বায়াং স্বয়মেবো-দেতীত্যর্থঃ। তস্য সদ্যো ভস্মীভবন্তি ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু পরমশুভাবহং পরমসুখা-ত্মকং চেত্যাহ মঙ্গলমিতি ॥ ২৬২ ॥

কৃষ্ণেতি নামৈকং বা সকৃৎ প্রত্যহং স্মরতি জলমেকার্ণবোদকং ভিত্ত্বা পদ্মং ভূপদ্মং

সেও যদি অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে পরম-পবিত্রতা লাভ করিবে ॥ ২৬১ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মে ॥

হে রাজেন্দ্র! মঙ্গলময় "কৃষ্ণ" এই নাম যাহার বদনে উদিত হয় কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ২৬২ ॥

নৃসিংহপুরাণে শ্রীভগবানের বাক্যে ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বলিয়া নিত্য আমাকে স্মরণ করে, যেমন জলভেদ করিয়া পদ্ম উত্থিত হয়, তাহার ন্যায় আমি তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি ॥

গরুড়পুরাণে এবং পদ্মপুরাণে ॥

যে মনুষ্য সংসার-রূপ সর্পদংশনে চেষ্টাশূন্য হইয়াছে, সে যদি

কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২৬৩ ॥

প্রভাসপুরাণে নারদকুশধ্বজসম্বাদে-

শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরং ॥ ২৬৪ ॥

পাদ্মে ॥

যত্র যত্র স্থিতো বাপি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিং ॥ ২৬৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণসহস্রনামস্তোত্রে ॥

পৃথিবীমণ্ডলং যথা উদ্ধরামি। যদ্বা। জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মমুদ্ভবতি তথা নরকনিমগ্নমপ্যুদ্ধরামি। তত্র যথা পদ্মস্য জলসম্পর্কো ন স্যাদেবং তস্য পুন র্নরকসম্বন্ধো নৈবেতি মোক্ষোঽভিপ্রেতঃ প্রারব্ধকর্ম্মনাশশ্চ দর্শিতঃ। সংসারএব সর্পস্তেন সম্যক্ দষ্টস্য অতএব নষ্টচেষ্টস্য একমদ্বিতীয়ং ভেষজং তন্নিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। বৈষ্ণবমিতি গারুড়াদিমন্ত্রতো বিশিষ্টতোক্তা ॥ ২৬৩ ॥

পরং মোচকং পরমমুক্তিকরমিত্যর্থঃ ॥ ২৬৪ ॥

পরমাং গতিং বৈকুণ্ঠলোকমিত্যর্থঃ ॥ ২৬৫ ॥

অদ্বিতীয় ঔষধ স্বরূপ কৃষ্ণ এই বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে তাহাতেই মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬৩ ॥

প্রভাসপুরাণে নারদ ও কুশধ্বজসম্বাদে

শ্রীভগবদ্বাক্যে ॥

হে শত্রুনাশন! আমার নাম সকলের মধ্যে কৃষ্ণ এই নাম মুখ্যতর, ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ও মুক্তিজনক ॥ ২৬৪ ॥

পদ্মপুরাণে ॥

যিনি যে কোন স্থানে স্থিত হইয়া যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৬৫ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামস্তোত্রে ॥

বল্লবীকান্ত কিন্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ কৃষ্ণনাম তে।
কিন্তু জিহ্বাগ্রগং জাগ্রন্নিরুন্ধে হি মহাভয়ং ॥ ২৬৬ ॥
তত্রৈবান্যত্র ॥
সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয়মিদং মম।
মৃত্যুসঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যামবধারয় ॥ ২৬৭ ॥
ভারতবিভাগে ॥
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণ ইত্যন্তকালে
জল্পন্ জন্তুর্জীবিতং যো জহাতি।
আদ্যঃ শব্দঃ কল্পতে তস্য মুক্ত্যৈ-

তৈস্তৈঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ শ্রবণাদিভক্তিপ্রকারৈশ্চ কিং। জাগ্রৎ সদা প্রকাশমানং জিহ্বাগ্রগমপি সৎ মহাভয়ং সংসারং নিরুন্ধে ব্যাবর্ত্তয়তি। যদ্বা। মহৎ অভয়ং মোক্ষস্তমপি নিরুন্ধে ততোঽপি পরমানন্দরসবিশেষময়ত্বাৎ ॥ ২৬৬ ॥

মৃত্যুসংজীবনীং মৃত্যুতোঽপি সম্যক্ জীবয়তি যা বিদ্যা ওষধির্ব্বা তাং। মৃতসঞ্জীবনীতি পাঠো বা ॥ ২৬৭ ॥

অন্তকালে মরণসময়েঽপি। আদ্যঃ প্রাগুক্তঃ শব্দঃ কৃষ্ণনাম। অন্যৌ দ্বৌ শব্দৌ ঋণস্থৌ ঋণিনৌ সন্তৌ তিষ্ঠতঃ। তদ্বশ্যতয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সদা তন্মুখাদিষু প্রাদুর্ভবতীতি

হে গোপীকান্ত! কর্ম্ম জ্ঞান প্রভৃতি উপায় সকলে প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমার যদি কৃষ্ণ নাম জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হয়েন, তাহা হইলে ঐ নাম তোমার মহাভয়-সংসার নিবারণ করিবে ॥ ২৬৬ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মের অন্য স্থানে ॥

হে শম্ভো! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি ইহা অতিগোপনীয়, কৃষ্ণ নাম মৃত্যুসঞ্জীবনী ঔষধবিশেষ অবধারণ কর ॥ ২৬৭ ॥

ভারতবিভাগে ॥

যে মনুষ্য অন্তকালে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার মুক্তির নিমিত্ত আদ্য নাম কল্পিত হয়েন অন্য দুই নাম

ব্রীড়ানম্রৌ তিষ্ঠতোঽন্যাবৃণস্থৌ ॥ ২৬৮ ॥

অন্যত্রাপি ॥

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ২৬৯ ॥

অতএবোক্তং ॥

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধিজীর্ণপঙ্ক-

সংমগ্নমোক্ষণবিচক্ষণপাদুকেভ্যঃ।

কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলশ্রবণেন যেষা-

মানন্দথুর্ভবতি নর্ত্তিত-রোম-বৃন্দঃ ॥ ২৭০ ॥

ভাবঃ। নামনামিনোরভেদেন নাম্ন ঋণস্থত্বাৎ নামিনোঽপি ন ঋণস্থতয়া ভগবদ্বশীকারিত্বং জ্ঞেয়ং ॥ ২৬৮ ॥

কৃষ্ণেতি নাম চিন্তামণিরিব চিন্তামণিঃ সেবকস্য চিন্তিতার্থপ্রদত্বাৎ। কৃষ্ণনাম্নঃ স্বরূপমাহ চৈতন্যেত্যাদিবিশেষণচতুষ্কেণ। যদ্যপি নামবিশেষণত্বেন চৈতন্যরসবিগ্রহাদিপদানাং নপুংসকত্বমুপযুজ্যতে তথাপি নামনামিনোরভেদবিবক্ষয়া কৃষ্ণ ইত্যস্য বিশেষণত্বেন পুংস্ত্বং যথা নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যামিত্যাদি ॥ ২৬৯ ॥

এবং কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যবিশেষং লিখিত্বা অধুনা তচ্ছ্রবণানন্দিতান্ প্রণমন্ তমেব পরিপোষয়ন্ লিখতি তেভ্য ইতি। ভববারিধের্জীর্ণে পুরাতনে পঙ্কে সংমগ্নস্য মোক্ষণে বিচক্ষণা অভিজ্ঞা পাদুকাপি যেষাং তেভ্যঃ ॥ ৩৭০ ॥

লজ্জাবনতবদনে ঋণীর ন্যায় অবস্থিতি করেন ॥ ২৬৮ ॥

অন্যস্থলেও ॥

নাম নামিতে অভেদ প্রযুক্ত কৃষ্ণনামরূপ চিন্তামণি, চৈতন্য-রসমূর্ত্তি, পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত স্বরূপ ॥

অতএব কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহাদিগের পাদুকা ভবসমুদ্রের জীর্ণ পঙ্কসংমগ্ন ব্যক্তিগণের উদ্ধার করণে বিচক্ষণ, যাঁহাদিগের কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় শ্রবণে আনন্দ হয় এবং রোম সকল নৃত্য করে, সেই সকল ভক্তগণের প্রতি নমস্কার

কিঞ্চ তৃতীয়স্কন্ধে ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৭১ ॥

ইতিহাসোত্তমে চ ॥

নাম্নি সংকীর্ত্তিতে বিষ্ণোর্যস্য পুংসো ন জায়তে।
সরোমপুলকং গাত্রং স ভবেৎ কুলিশোপমঃ।

অথ শ্রীমন্নামকীর্ত্তননিত্যতা ॥

কাত্যায়নসংহিতায়াং ॥

নামসংকীর্ত্তনাজ্জাতং পুণ্যং নোপচয়ন্তি যে।

ইত্থং পরমমাহাত্ম্যবিশেষবতো ভগবন্নাম্নঃ শ্রবণাদিনাপ্যানন্দরহিতান্ প্রসঙ্গান্নিন্দতি তদশ্মেতি দ্বাভ্যাং। অশ্মবৎ সারঃ স্থিরাংশঃ কাঠিন্যং যস্য তৎ। বিক্রিয়ালক্ষণং অথেতি গাত্ররুহেষু লোমসু হর্ষঃ উদ্গমঃ॥ ২৭১ ॥

তেষু তেষু অসংখ্যেষু জন্মসু নানাবিধব্যাধিযুক্তা ভবন্তি। মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসু-

থাকুক ॥ ২৭০ ॥

আরও ২ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তবে সে হৃদয় পাষাণ তুল্য কঠিন ॥ ২৭১ ॥

ইতিহাসোত্তমেও ॥

শ্রীবিষ্ণু নাম সঙ্কীর্ত্তিত হইলে যে পুরুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয় না সে বজ্র তুল্য ॥

অথ নামসঙ্কীর্ত্তন নিত্যতা ॥

কাত্যায়ন সংহিতায় ॥

যে সকল ব্যক্তি নামসঙ্কীর্ত্তন-জনিত-পুণ্য সঞ্চয় করে না, তাহারা

নানাব্যাধিসমাযুক্তাঃ শতজন্মসু তে নরাঃ।
সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ সচ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ২৭২ ॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে—
যমব্রাহ্মণসম্বাদে ॥
অবমত্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥ ২৭৩ ॥
শ্রুতয়শ্চ ॥
ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন

দেবং ন কীর্ত্তয়েদিতি যৎ সৈব হানিঃ পুরুষার্থক্ষয়ঃ। তদেব মহৎ ছিদ্রং। কর্ম্মসাঙ্গতায়া অন্তরায়ো বা। সএব মোহোঽজ্ঞানং। সএব চ বিভ্রমঃ ভ্রান্তিবিশেষঃ। সংসারভ্রমণং মরণং বা ॥ ২৭২ ॥

এবং নামকীর্ত্তনস্য নিত্যতাং লিখিত্বা নামকীর্ত্তনশ্রবণানুমোদনাদি নিত্যতামপি লিখতি অবমত্যেতি। যে ভগবৎকীর্ত্তনমনাদৃত্যান্যতো যান্তি ॥ ২৭৩ ॥

চৈতন্যদেবং তং বন্দে যস্য নাম সমাশ্রয়াৎ। প্রাপ্নুয়াদধিকারিত্বং সর্ব্বত্রানধিকার্য্যপি।

শত জন্ম নানা ব্যাধিতে পীড়িত হয় ॥

যে মুহূর্ত্ত বা যে ক্ষণ বাসুদেবের কীর্ত্তন না করে, তাহাই মহৎ-হানি, তাহাই মহচ্ছিদ্র, তাহাই মোহ এবং তাহাই বিভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তি বিশেষ ॥ ২৭২ ॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে—

যম ব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

যাহারা ভগবৎ কীর্ত্তনে অনাদর করিয়া অন্য দিকে গমন করে, তাহারা ঐ পাপকর্ম্ম দ্বারা ঘোরতর নরকে গমন করে ॥ ১৭৩ ॥

শ্রুতি সকল যথা—

হে বিষ্ণো! যাঁহারা তোমার "বিষ্ণু" এই নাম বিচার করিয়া,

মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥ ২৭৪ ॥
ওঁ তৎ সৎ ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ

স্মৃত্যুক্তমেবার্থং শ্রুতিভিঃ প্রমাণয়ন্ লিখতি শ্রুতয়শ্চেতি। আস্য এতদিত্যর্থঃ। হে বিষ্ণো এতন্নাম জানন্তঃ। যদ্বা আ অস্যেতি পদদ্বয়ং। অস্য প্রকটানন্তাদ্ভুতমাহাত্ম্যস্য তব নাম আ সম্যক্ জানন্তঃ বিচারয়ন্তঃ নাম্নৈব বিবিক্তন ব্রুবাণা নাম্নৈব ভজামহে। তচ্চ কতমৎ চিৎ কিঞ্চিৎ ন তত্র নিয়ম ইত্যর্থঃ। অনেন সর্ব্বস্যৈব নাম্নঃ সাম্যমভিপ্রেতং। যদ্বা কীদৃশং চিৎ জ্ঞানস্বরূপং মহঃসর্ব্বপ্রকাশকং ততএব সর্ব্ববেদাদ্যাবির্ভাবাৎ। তথা চোক্তং শ্রীব্রহ্মণা নামময়াষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রপ্রসঙ্গে তাপনীয়শ্রুতৌ। তেম্বরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়-মিতি। যদ্বা মহঃ পরমানন্দং এবং ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ। পুনশ্চ কীদৃশং সুমতিং সুষ্ঠু মন্যত ইতি তথা তৎ সুজ্ঞেয়ং নচাত্মস্বরূপাদিবদ্দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। মতির্ব্বিদ্যা শোভনবিদ্যা-রূপং এবং সাধ্যত্বং সাধনত্বং চোক্তং। অতস্তদেব ভজনীয়ং ভজামহ ইতি ॥ ২৭৪ ॥

কিঞ্চ। দেবস্য মায়য়া ক্রীড়িতোঽপি যদ্বা পরমপূজ্যস্য তব পদ্যতে জ্ঞায়ত ইতি পদং স্বরূপং পদারবিন্দং বা প্রতি নমসা নত্যা ব্যন্তঃ তন্বানাঃ নমস্কারং বহুধা বহুলং কুর্ব্বাণা-ইত্যর্থঃ। রণয়ন্তঃ তন্নির্ব্বচনে বিবাদং কুর্ব্বাণাঃ। যদ্বা। পদমেব নমস্কারদ্বারা ব্যন্তঃ সন্তন্বন্তঃ প্রকটয়ন্ত ইত্যর্থঃ তদেব রণয়ন্তঃ। অন্যোন্যং কীর্ত্তয়ন্তশ্চ সংদৃষ্টৌ সম্যগবধারণে সতি অন্তে পশ্চাৎ যদ্বা তন্নিষ্ঠায়াঞ্চ সত্যাং ভদ্রায় আত্মনঃ শ্রেয়সে যদ্বা ভদ্রায়েত্যস্যৈব বিবরণং সন্দৃষ্টা-বিতি সম্যগ্দর্শনে নিমিত্তে। ত্বাং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। তব নামান্যেব চিৎ চৈতন্যরূপাণি দধিরে ধৃতবন্তঃ নিশ্চয়েনাশ্রিতবন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং পদং অবশ্রবে সমন্তাৎ শ্রূয়মাণে শ্রবসি কীর্ত্তৌ বিষয়ে আপন্নানাং ভক্তানাং যশোগায়তামিত্যর্থঃ। মৃক্মৃজা পরিশোধনং তাং তনোতি

সতত উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ ভজনা করেন, তাঁহাদের ভজনাদিবিষয়ের কোনই নিয়ম নাই, অর্থাৎ নামোচ্চারণে কাল, দেশ ও অধিকারির ভেদ নাই, কারণ তাহাই জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকাশক ও সুজ্ঞেয়, অতএব সেই নামই আমরা ভজনা করি ॥ ২৭৪ ॥

হে পরমপূজ্য! তোমার সর্ব্বতঃ শ্রূয়মাণ ও আপন্ন ভক্তগণের যশঃ ও মোক্ষপ্রদ স্বরূপ, পদারবিন্দের প্রতি বহুবার নমস্কার করিয়া যাঁহারা তন্নির্ব্বাচনে বিবাদ করেন এবং পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া

শ্রবস্ত বশ্রব আপন্নমৃক্তং নামানি চিদ্দধিরে
যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ন্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ ॥ ২৭৫ ॥
ওঁ তমুস্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ব্ভং
জনুষা পিপর্ত্তন আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন

ইতি আপন্নমৃক্তং। যদ্বা মার্ষ্টি শুদ্ধ্যতীতি মৃক্ তস্য ভাবো মৃক্ তা। আপন্নানাং মৃক্তা যস্মাৎ। পুনঃ কীদৃশং। তৎ সৎ পরব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রবস্তবশ্রব ইতি নামান্যেব দধির ইত্যত্র হেতুঃ নাম্নামেব মাহাত্ম্যবিশেষে শ্রূয়মাণে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭৫ ॥

কিঞ্চ। উ বিস্ময়ে নির্দ্ধারে বা। তং প্রসিদ্ধং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং স্তোতারঃ স্তব্ধমিত্যর্থঃ। কথং যথাবিদ যথাজানীথ তথৈব ন তৎ স্তোত্রাদিনিয়ম ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতং পূর্ব্বং পুরাতনং নত্বধুনাবতীর্ণত্বেন নূতনমিত্যর্থঃ। এবমবতারিত্বমুক্তং। কিঞ্চ। ঋতস্য দেবস্য গর্ভং তাৎপর্য্যগোচরমিত্যর্থঃ। যদ্বা ঋতস্য ব্রহ্মণঃ গর্ভং সারভূতং সচ্চিদানন্দঘনমিত্যর্থঃ। ততশ্চ জনুষা পিপর্ত্তনপূর্ণা ভবত জন্মানি সমাপয়তেত্যর্থঃ। যদ্বা তং দেবং জনুষা পিপর্ত্তন স্বচ্ছন্দ চরিতেন বহুবিধেন জন্মনা পূরয়ত মৎস্যাদ্যবতারৈরন্বিতং পরিপূর্ণং বর্ণয়তেত্যর্থঃ। কিঞ্চ। তস্য দেবস্য নাম চ আ বিবিক্তন সম্যক্ কীর্ত্তয়ত। হে জানন্তঃ ভে বিদ্বাংসঃ। যদ্বা আজানন্তঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়াঽবধারয়ন্তঃ সন্তঃ। হে বিষ্ণো বয়ন্ত স্তোতুং জ্ঞাতুং চাসমর্থাঃ কেবলং তব নামৈব ভজামহে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। যদ্বা হে বিষ্ণো যথাবিদন্তীতি যথাবিদঃ সন্তঃ যথাবিদ্মস্তথেত্যর্থঃ। তং নামরূপং ত্বাং স্তোতারঃ স্তবন্তঃ। অতএব জনুষা পিপর্ত্তনঃ জন্মনঃ পূর্ত্তিং কুর্ব্বাণাঃ। আজানন্তঃ বিচারয়ন্তঃ বিবিক্তনঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তব নাম ভজামহে। তমিত্যত্র তদিতি বা পাঠঃ। ততশ্চ তন্নামৈবৈকং স্তোতার ইত্যাদীনাং কর্ম্ম। তস্যৈব বিশেষণং পূর্ব্বমিত্যাদি। যদ্বা হেতৌ শতৃঙ্। তং ত্বাং স্তোতু-

সম্যক্ অবধারণ, অর্থাৎ তৎ পদার্থ নিশ্চয় ও অনন্তর তাহাতে আসক্তি হইলে তোমাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য চিৎ চৈতন্য স্বরূপ, তোমার নামই আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ২৭৫ ॥

"উ" বিস্ময়ে, সেই পুরাতন, পূর্ণব্রহ্ম, প্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তোমরা যেরূপ জান, সেই রূপেই কীর্ত্তন কর, তাঁহাকে কীর্ত্তন করিয়া তোমাদের জন্ম সফল কর। কিন্তু আমরা তাঁহাকে স্তব বা

মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ইত্যাদ্যা ইতি ॥ ২৭৬ ॥

ঈদৃশে নামমাহাত্ম্যে শ্রুতিস্মৃতিবিনিশ্চিতে।

কল্পয়ন্ত্যর্থবাদং যে তে যান্তি ঘোরযাতনাং ॥ ২৭৭ ॥

অথ শ্রীভগবন্নামার্থবাদকল্পনাদূষণং ॥

কত্যায়নসংহিতায়াং ॥

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।

স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটং ॥ ২৭৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং—

বৌধায়নং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ ॥

মাজ্ঞাতুং কীর্ত্তয়িতুঞ্চ তব নামৈব ভজামহে ত্বন্নামসেবনেনৈব তব স্তুতিঃ সম্যক্ জ্ঞানং কীর্ত্তনঞ্চ সম্পাদ্যত ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং। অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২৭৬ ॥

এবং বহুলস্মৃতিশ্রুতিবচনৈঃ শ্রীমন্নামমাহাত্ম্যং নির্ধার্য্য তত্র কথঞ্চিদপ্যর্থবাদো ন কল্পয়িতব্য ইতি দুষ্টমীমাংসকান্ শিক্ষয়ন্নিব লিখতি ঈদৃশ ইতি। অর্থবাদকল্পনা। চাত্র ন ঘটত ইতি অজামিলোপাখ্যানে শ্রীধরস্বামিপাদৈস্তথা ভগবন্নামকৌমুদীকারশ্রীলক্ষ্মীধরস্বামিপাদাদিভিশ্চ সন্ন্যায়ং ব্যাখ্যাতমস্ত্যেবেতি কিমত্র লিখনপ্রয়াসেন ॥ ২৭৭ ॥

যঃ সম্ভাবয়ত্যপি কিং পুনঃ কল্পয়েদিতি ॥ ২৭৮ ॥

কীর্ত্তন করিতে জানি না, সুতরাং কেবল তাঁহার নামই ভজনা করি ॥ ২৭৬ ॥

যাহারা এই প্রকার শ্রুতি স্মৃতি প্রতিপাদিত নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা করে, তাহারা ঘোরতর যাতনা প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭৭ ॥

অথ শ্রীভগবন্নামে অর্থবাদ কল্পনা দোষ ॥

কাত্যায়নসংহিতায় ॥

যে ব্যক্তি হরিনামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয় নরকে পতিত হইবে ॥ ২৭৮ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে ॥

যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদং।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গং॥ ২৭৯॥
জৈমিনিসংহিতায়াঞ্চ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নামমাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয় ইতি॥ ২৮০॥
তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৮১॥

যদিতি যঃ ইত্যেব বা পাঠঃ। ন শ্রদ্দধাতি ন বিশ্বসিতি প্রত্যুত যোঽর্থবাদং মনুতে সংসারে বিবিধা য আর্ত্তয়ঃ তাভির্নিপীড়িতাঙ্গং যথা স্যাত্তথা ক্ষিপামি॥ ২৭৯॥

নিরয়াণাং ক্ষয়ো নাশো ন ভবতি কিন্তু সদা নিরয়েষু সরন্তীত্যর্থঃ॥ ২৮০॥

এবং শ্রীভগবন্নাম্নোঽশেষদোষহরণাখিলগুণময়ত্বাদিমাহাত্ম্যবিশেষং বিলিখ্য তেন চাবিনীতানামুৎশৃঙ্খলতয়া শ্রীবৈষ্ণবাদিম্বপরাধমাশঙ্ক্য তন্নিবারণায় নামাপরাধান্ লিখিষ্যন্ আদৌ বিভীষিকার্থমপরাধফলমগ্রে দর্শয়ন্ তাংস্ত্যাজয়তি তস্মিংশ্চেতি। অপরাধবিবর্জ্জনে হেতুঃ জগদেকোপকারিণীতি বিশ্বৈকসেব্য ইতি চ॥ ২৮১॥

যে মনুষ্য নামকীর্ত্তনের বিবিধ ফল শ্রবণ করিয়াও বিশ্বাস করে না, প্রত্যুত অর্থবাদ জ্ঞান করে, আমি তাহাকে সংসার সম্বন্ধীয় ঘোরতর বিবিধ যাতনায় পীড়িত শরীর করিয়া দুঃখ সমূহে নিক্ষেপ করি॥২৭৯

জৈমিনিসংহিতাতেও॥

নামমাহাত্ম্য বাচক শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সকলকে যাহারা অর্থবাদ বলে, তাহাদের নরক ক্ষয় হয় না॥ ২৮০॥

যাহা জগতের একান্ত উপকারী এবং বিশ্বের এক সেব্য সেই ভগবন্নামে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অপরাধ সকল বর্জন করিবেন॥ ২৮১॥

যত উক্তং পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি শ্রীসনৎকুমারেণ ॥

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ ২৮২ ॥

অথ নামাপরাধাঃ ॥

তং প্রতি তেনৈবোক্তাঃ ॥

সর্ব্বান্ অপরাধান্ পাপানি করোতীতি তথা সোঽপি হরিসংশ্রয়ঃ ভগবন্তং প্রপন্নঃ সন্ মুচ্যতে ততো মুক্তো ভবতি। হরেরপরাধান্ পূর্ব্বলিখিতান্ শ্রীবারাহোক্তান্ দ্বাত্রিংশৎ। দ্বিপদেষু নরেষু পাংশনঃ অধমঃ। স যদি কদাচিন্নামাশ্রয়ঃ নামকীর্ত্তনকৃৎ স্যাৎ তদা নামপ্রভাবতঃ তরতি হরিবিষয়কাপরাধেভ্যোঽপি মুচ্যত এব। সর্ব্বসুহৃদঃ জগদুপকারপরস্যাপি নাম্নোঽপরাধাৎ হি নিশ্চিতং অধঃ পততি নরকং গচ্ছতি ॥ ২৮২ ॥

যে হেতু পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি সনৎকুমার বলিয়াছেন ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার পাপাচরণ করিয়াছে সেও হরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্ত হইবে, কিন্তু যে আবার হরির নিকট অপরাধ অর্থাৎ বরাহপুরাণোক্ত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ করিয়াছে, সে মনুষ্যের মধ্যে অধম। পরন্তু সে যদি নামের আশ্রয় গ্রহণ করে অর্থাৎ নামকীর্ত্তনে তৎপর হয়, তাহা হইলে নাম বলে সেবাপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, কিন্তু নাম সকলের বন্ধু, তাঁহার নিকট অপরাধী হইলে আর উপায় নাই, নিশ্চয় নরকে পতিত হইবে ॥ ২৮২ ॥

অথ নামাপরাধ সকল ॥

ঐ পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি সনৎকুমারই নামাপরাধ সকল বলিয়াছেন ॥

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥ ২৮৩ ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদযস্য হি পাপবুদ্ধি—
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥ ২৮৪ ॥

যতঃ সদ্ভ্যঃ খ্যাতিং প্রসিদ্ধিং প্রাকট্যং বা প্রাপ্তং নাম। উ খেদে। তেষাং বিগর্হাং কথং সহতে অপিতু সোঢ়ুং ন শক্নুয়াদেব অতোঽয়মেকোঽপরাধঃ। অস্য চ মুখ্যত্বাদাদৌ নির্দ্দেশঃ। আদিশব্দেন রূপলীলাদি। ধিয়াপি হরিনাম্নি অহিতমপরাধং করোতীতি তথা সঃ ॥ ২৮৩ ॥

শ্রুতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাঞ্চ নিন্দনং। তথেত্যুক্তসমুচ্চয়ে। অর্থবাদো যস্তস্য কল্পনং। যদ্বা হরিনাম্ন্যর্থবাদঃ কল্পনমেব নতু তত্ত্বতো ঘটত ইত্যর্থঃ। কল্প্যত ইতি বা পাঠঃ। যদ্বা হরিনাম্নি কল্পনঞ্চ তন্মাহাত্ম্যার্থপরিত্যাগেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা বৃথার্থান্তরকল্পনা চৈকোঽপরাধ-ইত্যর্থঃ। নাম্নো বলাৎ নামগ্রহণেন পাপক্ষয়ো ভবেদিতি নাম্নাং প্রভাবজ্ঞানেন পাপে বুদ্ধিরপি কিং পুনঃ প্রবৃত্তিঃ। যদ্বা অকারপ্রশ্লেষেণ নাম্নোবলমজ্ঞাত্বা যস্য পাপে বুদ্ধিরি-ত্যর্থঃ। তস্য যমৈঃ বহুব্রতাদিভিরহিংসাদিভির্দ্বাদশভির্ব্বা। যদ্বা। বহুভিঃ ধর্ম্মরাজৈঃ চিরকালং তৎকৃতযাতনাভোগেনাপীত্যর্থঃ ॥ ২৮৪ ॥

সাধুদিগের নিন্দা করিলে নামের নিকট গুরুতর অপরাধ বিস্তার করা হয়, যে হেতু ঐ সতের সমীপে নামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, হায়! নাম কেন সাধুনিন্দা সহ্য করিবেন। অপর ইহলোকে যে ব্যক্তি শ্রীশিব এবং শ্রীবিষ্ণু নাম ও গুণাদি সকল অন্তঃকরণে ভিন্ন রূপে দর্শন করে, সে নিশ্চয় হরিনামের অহিতকারী ॥ ২৮৩ ॥

যে ব্যক্তিগুরুর অবজ্ঞা, বেদশাস্ত্রনিন্দন, হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করে এবং নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হয়, বহু বহু যমযাতনা ভোগ করিলেও তাহার শুদ্ধি হয় না ॥ ২৮৪ ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥ ২৮৫ ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥ ২৮৬ ॥

ধর্ম্মাদীনাং সর্ব্বাসাং শুভক্রিয়াণাং সাম্যং নাম্না তুল্যত্বমপি প্রমাদঃ অপরাধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা ধর্ম্মাদিশুভক্রিয়াসাম্যমেকোঽপরাধঃ। প্রমাদঃ নাম্ন্যনবধানতাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ং। ততশ্চ তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনমিত্যত্রৈকাপরাধো জ্ঞেয়ঃ। কিঞ্চ। অশ্রদ্দধানাদৌ জনে য উপদেশঃ স শিবনাম্নি অপরাধঃ শ্রীভগবতা সহ শ্রীশিবস্যাভেদেন শিবেত্যুক্তিঃ ॥ ২৮৫ ॥

নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির্ব্বা তয়া রহিতঃ সন্ যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ। অহন্তা মমতা চ। আদিশব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানং নতু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ। যদ্বা। ধর্ম্মব্রতেত্যাদ্যর্দ্ধশ্লোকেনৈক এবাপরাধঃ। অহং মমাদীত্যর্দ্ধশ্লোকে চাস্মিন্ একঃ। এবং অপরাধা দশ। যে জ্ঞাত্বাপি ন বর্জ্জয়ন্তি সহসা নাম্নোঽপরাধান্ দশেতি তত্রৈবোক্তেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ। যঃ প্রীতিরহিতো নাম্ন্যেব সোঽধমঃ নামাপরাধীত্যর্থঃ। যদ্বা যোঽধমঃ প্রীতিরহিতঃ সোঽপরাধকৃদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ। নাম্ন্যেব বিষয়ে যোঽহং মমতাদিপরমঃ অহং বহুতরনামকীর্ত্তকঃ ইতস্ততো নামকীর্ত্তনঞ্চ মৎপ্রবর্ত্তিতমেব ময়া সমো নামকীর্ত্তনপরোঽন্যঃ কঃ মদীয়জিহ্বাধীনমেব নামেত্যাদিকমেব পরমং প্রধানং নামকীর্ত্তনঞ্চ কদাচিৎ সিদ্ধ্যতি ন বা যস্য তথাভূতো যঃ সোঽপীতি। অতএবাদিষ্টং ভগবতা। তৃণাদপি চ নীচেন তরোরপি তিতিক্ষুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিরিতি ॥ ২৮৬ ॥

ধর্ম্ম, ব্রত, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায় শুভকর্ম্মকে নামের সহিত তুল্য মনন করা অপরাধ, অশ্রদ্দধান জনে, বিমুখজনে এবং শ্রবণ পরাঙ্মুখজনে যে উপদেশ, তাহা শিব-নামে অপরাধ ॥ ২৮৫ ॥

যে মনুষ্য নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও প্রীতি প্রকাশ করে না, এবং "অহং মম" ও ভোগাদি বিষয়ে তৎপর, সে ব্যক্তিও নামের নিকট অপরাধী ॥ ২৮৬ ॥

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥ ২৮৭ ॥

অথাপরাধভঞ্জনং ॥

উক্তঞ্চ তেনৈব তত্র ॥

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥ ২৮৮ ॥

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।

কথঞ্চন প্রমাদেন ভ্রমেণ জাতে সতি তৎ নামৈব একং শরণমাশ্রয়ো যস্য তথা তথাভূতো ভবেৎ সর্ব্বথা নামপরো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৮৭ ॥

যস্মাৎ অবিশ্রান্তং সততং প্রযুক্তানি কীর্ত্তিতানি সন্তি তানি নামান্যেবার্থকরাণি সর্ব্বপ্রয়োজনসম্পাদকানি ॥ ২৮৮ ॥

এতদেব পরিপোষয়ন্ নামকীর্ত্তনে লাভপূজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি নামৈকমিত্যাদি। বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি। শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা। ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণনারায়ণশব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োর্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি এবমন্যদপ্যূহ্যং তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়ক-

---

কথঞ্চিৎ প্রমাদ বশতঃ নামাপরাধ উপস্থিত হইলেও সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করত, এক নামেরই আশ্রিত হইবে ॥ ২৮৭ ॥

অপরাধভঞ্জন ॥

ঐ পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমারই বলিয়াছেন ॥

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিদিগের নামই অপরাধ হরণ করেন, ঐ নাম নিরন্তর কীর্ত্তিত হইলে সমুদায় প্রয়োজন সম্পাদন করেন, ॥ ২৮৮ ॥

হে বিপ্র! একমাত্র নাম যাহার বাক্যগত, স্মরণপথ-গত ও কর্ণমুল স্পৃষ্ট হয়েন এবং তাহা শুদ্ধবর্ণই হউন বা অশুদ্ধবর্ণই হউন

তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ২৮৯ ॥
অতএবোক্তং শ্রীনারদেন বৃহন্নারদীয়ে ॥
মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ।

মক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চাপি বা তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং যৎ ফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পাদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নামসেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিং অপিতু ভবত্যেব কিন্তু অত্র ইহ লোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮৯ ॥

এবমুপসংহরন্ শ্রীমন্নাম-মাহাত্ম্যস্যানন্ত্যমেব দ্রঢ়য়ন্ লিখতি মহিম্নামিতি। পারং গন্তু

ব্যবহিত রহিত * হইলে নিশ্চয় তাহাকে উদ্ধার করিবেন, কিন্তু যদি ঐ নাম দেহ, ধন, জনতা ও লোভপরায়ণ পাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন তাহা হইলে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয়েন না ॥ ২৮৯ ॥

অতএব বৃহন্নারদীয়পুরাণে শ্রীনারদ কহিয়াছেন।

মনু ও মুনীন্দ্রগণও যে নামের মহিমার পার গমন করিতে অক্ষম

* ব্যবহিতের অর্থ এই যে নামের এক অংশ উচ্চারণ করা হইয়াছে এমতকালে অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু নামের অবশিষ্টাক্ষরের আর উচ্চারণ করা হয় না যেমন নারায়ণ এই উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া "নারা" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেবদত্ত প্রভৃতি কোন এক শব্দ উচ্চারণ করে, নামের অবশিষ্ট "য়ণ" এই দুই অক্ষর আর উচ্চারণ করা হয় না, ইহাকেই ব্যবহিত বলে ॥

মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে ইতি ॥ ২৯০ ॥
ইত্থং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে ভক্তিঃ কার্য্যা সদা বুধৈঃ।
সা চ তস্য প্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়তে ॥ ২৯১ ॥
অথ শ্রীমদ্ভক্তের্দুর্ল্লভত্বং ॥
স্কান্দে শ্রীপরাশরোক্তৌ ॥
ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাং।

মপি কিং পুনস্তত্তত্ত্বমনুভবিতুমিতি ॥ ২৯০ ॥

চৈতন্যচন্দ্রং তং বন্দে বর্ষন্ ভক্তিরসং নিজং। ত্রায়তে যবনান্তং যোঽকরোৎ ভক্তিপ্লুতং জগৎ। এবং ভক্ত্যঙ্গাদি লিখিত্বা ইদানীং সমগ্রাং ভক্তিং লিখন্ আদৌ তস্য মাহাত্ম্যবিশেষার্থং পরমদৌর্লভ্যং লিখতি ইত্থমিতি। মহাপুণ্যাৎ যস্তস্য শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জস্য প্রসাদস্তেনৈব প্রকর্ষেণ জায়তে। এতচ্চ পুণ্যবিশেষার্থপ্রযত্নায় লিখিতং। যদ্বা। তস্য প্রসাদেন যন্মহাপুণ্যং তস্মাদেব প্রজায়তে ইতি যথাক্রমমেবান্বয়ঃ। যদ্যপি তস্য প্রসাদ এব ভক্তিপ্রাদুর্ভাবে স্বতন্ত্রো নিরপেক্ষো হেতুঃ তথাপি তৎকর্ত্তৃকপুণ্যবিশেষাজ্জাতায়াঃ সত্যাস্তস্যাঃ সমূলতা শোভাবিশেষশ্চ সম্পদ্যতে ইতি তথা লিখিতং। যথা মুমুক্ষুভক্তসিদ্ধান্তে ভক্ত্যা জ্ঞানদ্বারা মোক্ষো জন্যত ইতি অতএব প্রশব্দঃ। এবঞ্চ জন্মকোটিসহস্রেষু যৈঃ পুণ্যং সমুপার্জ্জিতমিত্যাদিবচনান্যপ্যুপপদ্যন্ত ইতি দিক্ ॥ ২৯১ ॥

অপুণ্যবতামেব লক্ষণং মূঢ়ানামিতি কুটিলাত্মনামিতি চ। ভক্তিঃ পূজা পরিচর্য্যাদিলক্ষণা সুখসাধ্যং স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ ন ভবতি ন সিদ্ধ্যতি। যদ্বা। ভক্তিঃ সমগ্রা ন ভবতীতি কিং বক্তব্যং তদঙ্গমপি স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা। সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু স্মরণকীর্ত্তনয়ো-

আমি ক্ষুণ্ণবুদ্ধি হইয়া কি প্রকারে সেই নামের পার গমন করিব ॥২৯০

পণ্ডিতগণ এই প্রকারে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি করিবেন, কিন্তু ঐ ভক্তি সহসা লভ্য হয় না, বহু জন্মের পুণ্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে উৎপন্ন হয় ॥ ২৯১ ॥

অথ শ্রীমতী ভক্তির দুর্ল্লভত্ব ॥

স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশরের বাক্যে ॥

অপুণ্যবান্ মূঢ় ও কুটিল-চিত্ত ব্যক্তিদিগের গোবিন্দচরণারবিন্দে

ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে স্মরণং কীর্ত্তনং তথা ॥ ২৯২ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মোক্তৌ ॥

নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা মর্ত্যানামিহ নারদ।
নাদগ্ধাশেষপাপানাং ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ ২৯৩ ॥

যোগবাশিষ্ঠে ॥

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ২৯৪ ॥

আদিবারাহে ॥

জন্মান্তরসহস্রেণ সমারাধ্য বৃষধ্বজং।

রেব পরমমুখ্যত্বাৎ ভক্তেস্তৎপ্রধানতা বিবক্ষয়া লক্ষণমেবোদ্দিষ্টং স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চেতি। যদ্বা। সমুচ্চয়ে তথা শব্দঃ। তথা তেন বিশুদ্ধত্বাদিপ্রকারেণ সকামত্বাদিপ্রকারেণাপীতি বা ॥ ২৯২ ॥

নিমিষমপি নিমিষার্দ্ধমপি ভক্তির্ন ভবতি ॥ ২৯৩ ॥

এবং পুণ্যহীনানাং পাপিনাঞ্চ কদাচিদপি ন জায়ত ইতি দৌর্লভ্যং লিখিতং। অধুনা সমূলাখিলপাপক্ষয়েণৈব জায়ত ইতি লিখতি জন্মান্তরেতি। ক্ষীণানি সবাসনং ক্ষয়ং গতানি পাপানি যেষাং তেষামেব ॥ ২৯৪ ॥

অধুনা মহাপুণ্যসঞ্চয়েনৈব জায়ত ইতি পরমং দৌর্লভ্যং লিখতি জন্মেত্যাদিনা। সাধ্যত

ভক্তি হয় না এবং স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতেও অধিকারী হয় না ॥ ২৯২ ॥

ঐ স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মার বাক্যে ॥

হে নারদ! এই সংসারে যে সকল মানবদিগের অশেষ পাপরাশি দগ্ধ হয় নাই, তাহাদের এক নিমিষ বা অর্দ্ধ নিমিষের জন্যও কেশবের প্রতি ভক্তি হয় না ॥ ২৯৩ ॥

যোগবাশিষ্ঠে ॥

সহস্র সহস্র জন্মে তপস্যা জ্ঞান ও সমাধি দ্বারা যাহারা ক্ষীণপাপ হইয়াছে তাহাদিগেরই শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে ॥ ২৯৪ ॥

আদিবরাহপুরাণে ॥

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র জন্ম বৃষধ্বজ মহেশ্বরকে আরাধনা করিয়া

বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি ॥

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞধ্বজনৃপোপাখ্যানান্তে ॥

জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতং।

তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে ॥ ২৯৫ ॥

সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথিপূজনং।

সুলভা সর্ব্বযজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ২৯৬ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

শিলোঞ্ছবৃত্তিবাক্যে।

গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।

ইত্যন্তেন। শুদ্ধা জ্ঞানকর্ম্মাদ্যসংমিশ্রিতা ॥ ॥ ২৯৫ ॥

সুদুর্লভেতি গঙ্গাস্নানাদিজনিতপুণ্যতোঽপি বিশিষ্টতরপুণ্যেনৈব জায়ত ইতি সূচিতং। তচ্চ লিখিতমেব সা চ তস্য প্রসাদেন মহাপুণ্যাৎ প্রজায়ত ইতি ॥ ২৯৬ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধো ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানং ॥ ২৯৭ ॥

যেষাং পুণ্যব্রতানি ষষ্ঠকালভোজনাদি নিয়মাঃ চান্দ্রায়ণাদীনি বা উপবাসা একাদশ্যাদিষু অন্নবর্জ্জনাদিলক্ষণাঃ নিয়মাঃ চাতুর্ম্মাস্যাদিব্রতানি শৌচাদয়ো বা দ্বাদশ তৈঃ। অপি

পাপ সকল ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারই বৈষ্ণবত্ব লাভ হয় ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে যজ্ঞধ্বজ নৃপতির উপাখ্যানের শেষে ॥

যাঁহারা সহস্র সহস্র কোটি জন্ম পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই দেবদেব জনার্দ্দনে জ্ঞান কর্ম্মাদিদ্বারা অসংমিশ্রা ভক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ২৯৫ ॥

পৃথিবীতে গঙ্গাস্নান সুলভ, অতিথি-পূজা সুলভ ও সমুদায় যজ্ঞও সুলভ কিন্তু একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই দুর্ল্লভ ॥ ২৯৬ ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে। শিলোঞ্ছবৃত্তি-বাক্যে ॥

পৃথিবীতে গঙ্গায় মরণ কেশবের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি এবং ব্রহ্মবিদ্যা

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবোধশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং ॥ ২৯৭ ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং ॥

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জ্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ।

যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্‌ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥ ২৯৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

দিবসং দিবসার্দ্ধং বা মুহূর্ত্তঞ্চৈকমেব বা।

নাশাচ্চাশেষপাপস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে।

অনেকজন্মসাহস্রৈর্নানাযোন্যন্তরেষু চ।

জন্তোঃ কলুষহীনস্য ভক্তির্ভবতি কেশবে ॥

দশমস্কন্ধে।

গোপীঃ প্রতি উদ্ধবোক্তৌ ॥

শব্দ এবার্থে ॥ ২৯৮ ॥

প্রবোধ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান, অল্প তপস্যার ফল নহে ॥ ২৯৭ ॥

অগস্ত্যসংহিতায় ॥

কোটি জন্মের অনুষ্ঠিত ব্রত, উপবাস, নিয়ম ও বিবিধ যজ্ঞ করিলে সম্যক্ প্রকারে কেশবের প্রতি ভক্তি হয় ॥ ২৯৮ ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

যে ব্যক্তির অশেষ পাপ সকল বিনষ্ট হইয়াছে তাহারই এক দিবস বা অর্দ্ধ দিবস কিম্বা একমুহূর্ত্ত কালের জন্য কেশবের প্রতি ভক্তি হয় ॥

অনেক সহস্র জন্ম নানা যোনি ভোগ করিয়া জীব যদি নিষ্পাপ হয় তবেই তাহার কেশবের প্রতি ভক্তি জন্মে ॥

শ্রীদশমে ৪৭ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের বাক্যে ॥

দানব্রততপোহোমজপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্ব্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ২৯৯ ॥
শ্রীভগবদ্গীতাসু চ ॥
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৩০০ ॥
পঞ্চমস্কন্ধে পরীক্ষিতং প্রতি বাদরায়ণিনা ॥
রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্বচ কিঙ্করো বঃ।

শ্রেয়োভিঃ শ্রেয়ঃসাধনৈঃ সর্ব্বপুরুষার্থৈর্ব্বা ॥ ২৯৯ ॥

যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং বিনষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন। যদ্বা। দ্বন্দ্বৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ তৎকারণাজ্ঞানেন চ নির্ম্মুক্তাঃ। যদ্বা। অকারপ্রশ্লেষেণ অদ্বন্দ্বমোহাশ্চ তে নির্ম্মুক্তাশ্চ নিঃশেষেণ মুক্তাঃ সন্তঃ। দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ৩০০ ॥

অধুনা শ্রীভগবতোঽপ্যাদেয়ত্বেন দৌর্লভ্যবিশেষং লিখতি রাজন্নিতি। অঙ্গ হে রাজন্ ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দৈবমুপাস্যঃ কুলপতি র্নিয়ন্তা।

উদ্ধব কহিলেন, হে অবলাগণ! দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই উপার্জন করিয়া থাকে ॥ ২৯৯ ॥

ভগবদ্গীতার ৭ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান-কারক যে সকল লোকের পাপ ক্ষীণপ্রায় হয়, তাঁহারাই দ্বন্দ্ব অর্থাৎ সুখদুঃখ এবং মোহ হইতে বিমুক্ত ও দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ একান্ত ভক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৩০০ ॥

৫ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য ॥

হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের ও যদুদিগের পতি অর্থাৎ পালক এবং উপদেষ্টা, উপাস্য, প্রিয়, কুলের নিয়ন্তা এবং কদাচিৎ

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং ॥ ৩০১ ॥
পাদ্মে শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতৌ ॥
লক্ষেষু শৃণুতে কশ্চিৎ কোটিষ্বেকস্তু বুধ্যতে।
ভক্তিতত্ত্বং পরিজ্ঞায় কশ্চিদেব সমাচরেৎ ॥ ৩০২ ॥
পূজয়া হসতে ভক্তির্জপতস্ত্রস্যতি স্ফুটং।

কিম্বহুনা ক্ব চ কদাচিৎ বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোঽপি আজ্ঞানুবর্ত্তী। অস্তু নামৈবং। তথাঽপ্যন্যেষাং নিত্যং ভজতামপি মুক্তিং দদাতি নতু কদাচিদপি সপ্রেমভক্তিযোগং। যদ্বা। ভজতাং যজ্ঞাদিনা সেবমানানাং। যদ্বা স্বধর্ম্মাচরণাদিনা ভগবদাজ্ঞাপ্রতিপালনরূপাং ভক্তিং কুর্ব্বতামপি শ্রবণাদিভক্তিযোগং ন দদাতি। এবং ভগবৎপ্রসাদৈকলভ্যতা অন্যথা চ পরমদৌর্ল্লভ্যমিতি দর্শিতং এবঞ্চ শ্রবণাদিকমপি যো ন দদাতি স বো বশ্য ইতি পাণ্ডবানাং মাহাত্ম্যঞ্চ সিদ্ধমিতি দিক্ ॥ ৩০১ ॥

ভক্তেস্তত্ত্বং পরমানন্দঘনত্বং মাহাত্ম্যং বা লক্ষেষু লোকেষু মধ্যে কশ্চিদেব শৃণোতি। বুধ্যতে অবধারয়তি সমাচরেৎ ভক্তিং করোতি ॥ ৩০২ ॥

যা ভক্তিঃ পূজয়া সকামজপাঙ্গপূজাবিধিনা হসতি তামুপহসতীত্যর্থঃ। তয়া প্রায়স্তুচ্ছফলাবাপ্তেঃ জপতোমন্ত্রজপাৎ ত্রস্যতি বিভেতি দূরমপসরতীত্যর্থঃ। প্রায়োমন্ত্রজপে বিবিধ-

দৌত্যকার্য্যে তোমাদের কিঙ্করও হইয়াছেন। মহারাজ! ভগবান্ তোমাদের প্রতি এইরূপ হয়েন এবং যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন তাঁহাদিগকে মুক্তিই দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ কখনও কাহাকেও দেন না ॥ ৩০১ ॥

পদ্মপুরাণে প্রহ্লাদের স্তবে ॥

লক্ষের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ভক্তিতত্ত্ব শ্রবণ করে, কোটির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারে এবং ভক্তিতত্ত্ব জানিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে আবার কোন এক ব্যক্তি ভক্তি যাজন করে ॥ ৩০২ ॥

সকাম-পূজায় ভক্তি হাস্য করেন, মন্ত্র-জপ-কারিকে দেখিয়া দূরে

সমাধিযোগাচ্চ বহিঃ সা ভক্তিঃ কেন গৃহ্যতে ॥ ৩০৩ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রোপাখ্যানান্তে ॥

দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাং।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়ত ইতি ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীমদ্ভক্ত্যৈ নমস্তস্যৈ যস্যা মাহাত্ম্যমন্দরং।
যৎপ্রভাবেণ লোলোঽয়ং কীটোঽপ্যুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩০৫ ॥

কামানামেব কচ্চিন্মুক্তেরেব চ সিদ্ধ্যুক্তেঃ সমাধিলক্ষণাৎ যোগাচ্চ বহিঃ তেনাপ্যপ্রাপ্যে-ত্যর্থঃ। তস্য শূন্যময়ত্বেন তত্র শ্রবণাদিভক্তেরপ্রবৃত্তেঃ। কেন গৃহ্যতে আত্মসাৎ ক্রিয়তে অপিতু ভগবৎপ্রসাদং বিনা ন কেনাপ্যাত্মসাৎ কর্ত্তুংশক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৩ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ানামপি দেবানাং অমলাত্মনাং নির্ম্মলচিত্তানামপি ঋষীণাং। প্রায়েণ রতিঃ কদাচিৎ কস্যচিদেব জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

এবং পরমদৌর্ল্লভ্যেন ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং পরমপি কিয়ন্মাহাত্ম্যবিশেষং লিখন্ আদৌ ভক্ত্যা ভক্তিমেব তৎসিদ্ধয়ে প্রণমতি শ্রীমদিতি মাহাত্ম্যমেব মন্দরো নাম মহাপর্ব্বতঃ পরমবিস্তীর্ণত্বগুরুত্বাদিনা তং কীটতুল্যঃ ক্ষুদ্রতরোঽপ্যয়ং জনঃ। যস্যা ভক্তেঃ প্রভাবেণ লোলঃ সন্ উদ্ধর্ত্তুং সমাহর্ত্তুমিচ্ছতি। অতোঽশক্যেঽপি কর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্তৎশক্তি-প্রেরণয়ৈব ন মে স্বত ইতি তন্মহিম্নৈব তন্মাহাত্ম্যং কিঞ্চিল্লেখ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩০৫ ॥

পলায়ন করেন এবং সমাধি ও যোগের বাহিরে অবস্থিতি করেন, অত-এব ভগবদনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহই ভক্তিলাভ করিতে পারে না ॥৩০৩

ষষ্ঠস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
বৃত্রাসুরের উপাখ্যানের অন্তে ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! শুদ্ধসত্ত্ব দেবগণ ও নির্ম্মলাত্মা ঋষি সকলেরও প্রায় মুকুন্দচরণে ভক্তি জন্মে না, ইহাতে পাপাত্মা বৃত্রের কি প্রকারে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইয়া-ছিল ॥ ৩০৪ ॥

যাঁহার মাহাত্ম্য মন্দরপর্ব্বতের ন্যায় মহৎ, সেই শ্রীমতী ভক্তি-দেবীকে নমস্কার, তাঁহারই প্রভাবে লালসান্বিত হইয়া এই কীটতুল্য ব্যক্তি তদীয় মাহাত্ম্য সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৩০৫ ॥

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যং ॥

তত্রাদৌ ভক্তিমতঃ কথঞ্চিদাপতিতেঽপি

পাপে প্রায়শ্চিত্তান্তরনিরসনত্বং ॥

পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে—

নারদাম্বরীষসম্বাদে ॥

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩০৬ ॥

ষষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানারম্ভে ॥

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।

পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি তথা ভগবদর্থমপ্যনুষ্ঠীয়মানা ভক্তিঃ সর্ব্বাণ্যেব পাপানি তৎক্ষণাৎ পাপোৎপত্তিসমকাল এব দহতি ॥ ৩০৬ ॥

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ। ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন চ। দেহবাগ্বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ। ইত্যুক্তস্য প্রায়শ্চিত্তস্যাতিদুষ্করত্বান্মুখ্যমেবান্যৎ প্রায়শ্চিত্তমাহ কেচিদিতি। কেচিদিত্যনেন এব-

---

অথ শ্রীভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্য ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ ভক্তিমান্ ব্যক্তির কোন ক্রমে পাপ উপস্থিত হইলেও, অন্য প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ॥

যথা পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে

নারদ ও অম্বরীষসম্বাদে ॥

যেমন পাকাদি নিমিত্ত প্রজ্বালিত অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্ম করে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তি অনুষ্ঠীয়মানা হইলে তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ পাপোৎপত্তির সমকালেই পাপ সকলকে দগ্ধ করেন ॥ ৩০৬ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে

অজামিলের উপাখ্যানের আরম্ভে ॥

অতএব ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য, পরন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য

অঘং ধুন্বন্তি কাৎস্নের্্যন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ৩০৭ ॥

একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ৩০৮ ॥

অতএবোক্তং তত্রৈব শ্রীকরভাজনেন ॥

ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। কেবলয়া তপআদিনিরপেক্ষয়া বাসুদেবপরায়ণা ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ। কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাত্তেষ্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রং। কাৎস্নের্্যন মূলতোঽঙ্গতশ্চেত্যর্থঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ ভাস্করো-নীহারং তৎকৃততম ইব। এবমত্র সমূলসাঙ্গাশেষপাপনাশোঽভিপ্রেতঃ। পূর্ব্বঞ্চ অনলো বেণুগুল্মমিবেতি অনলস্য ভূম্যন্তর্গত দহনাশক্ত্যা ভস্মাদেরপি বিদ্যমানতয়া সমূলাশেষপাপনিবৃত্তিরুক্তা। এবমপি পূর্ব্বতোঽস্য বিশেষোঽবগন্তব্যঃ ॥ ৩০৭ ॥

আস্তাং তাবদুত্তমভক্তেঃ কথা যথাকথঞ্চিৎ ভক্ত্যাপি স্বতএব সমূলাশেষপাপক্ষয়ঃ স্যাদিত্যাহ যথেতি। পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি তথা রাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া সতী ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি ভগবানপি স্বভক্তমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি অহো উদ্ধব বিস্তরেণ শৃণ্বিতি ॥ ৩০৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তও আছে, অর্থাৎ বাসুদেব পরায়ণ কতিপয় সাধুব্যক্তি দিবাকরের কিরণে নীহার বিনাশের ন্যায় ভগবানের ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা সমুদায় পাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিয়া থাকেন ॥ ৩০৭ ॥

১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে

শ্রীভগবান্ ও উদ্ধবের সম্বাদে ॥

হে উদ্ধব! যেমন পাকাদি নিমিত্ত প্রজ্বালিত ও প্রদীপ্তশিখা-বিশিষ্ট অগ্নি কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়িকা ভক্তি সমুদায় রাগতঃ প্রবৃত্ত পাপরাশিকে বিনষ্ট করেন ॥ ৩০৮ ॥

ঐ ১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে

করভাজনের বাক্য ॥

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চি-
দ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ৩০৯॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা।

মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহ লোকে পরেঽপি বা।
নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্দিবং॥ ৩১০॥

বিষয়ভোগেঽপি তদ্দোষনিরাকরত্বং॥

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণামিতি নিরন্তরপূর্ব্বশ্লোকেন বিহিতকর্ম্মনিবৃত্তিমুক্ত্বা নিষেধনিমিত্ত-প্রায়শ্চিত্তনিবৃত্তিমাহ স্বপাদেতি। ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবান্তরে ভাবো যেন। অত-এব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তি র্ন সম্ভবতি। যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতং অকস্মাৎ প্রাপ্তং ভবেৎ তদপি হরির্ধুনোতি। নন্বু যমস্তন্ন মন্যেত তত্রাহ পরেশঃ পরমেশ্বরঃ। নন্বু শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইতি ভগবদ্বচনাৎ স্বাজ্ঞাভঙ্গং কথং সহেত তত্রাহ প্রিয়স্য। নন্বু নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে তত্রাহ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। নহি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ॥৩০৯

অশুভং পাপং অমঙ্গলং বা পাপমূলকং তেষাং কুলকোটিং ভক্তিরেব দিবং শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকং প্রাপয়তি॥ ৩১০॥

মহারাজ! স্বীয় পাদমূল ভজনাকারী অন্য অর্থাৎ দেহাদিতে বা অন্য দেবতাদিতে ভাবরহিত হরিভক্ত, যদি কখন প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়-প্রবিষ্ট হরি তদীয় সমুদায় পাপ বিনষ্ট করেন॥ ৩০৯॥

দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মার প্রতি। শ্রীভগবানের বাক্য॥

যে সকল পুরুষ আমার ভক্তি বহন করেন, তাঁহাদিগের ইহলোকে বা পরলোকে পাপমূলক কোন অমঙ্গল নাই, পরন্তু ভক্তিদেবী তাঁহাদিগের কোটিকুলকে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত করান॥ ৩১০॥

ভগবদ্ভক্তের বিষয়ভোগেতেও বিষয়-জনিত দোষ হয় না॥

একাদশস্কন্ধে তত্রৈব ॥

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥ ৩১১ ॥

কর্ম্মাধিকারনিরসনত্বং তত্রৈব ॥

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৩১২ ॥

বিষয়ৈর্ব্বাধ্যমান আকৃষ্যমাণোঽপি। অতঃ প্রায়োঽজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রগল্‌ভয়া সমর্থায়া পরমপদপ্রদানশক্তায়া অপি ভক্তের্ব্বিষয়াভিভবতো রক্ষণং কতরৎ প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥ ৩১১ ॥

ভক্তিমতঃ কর্ম্মানধিকারাৎ কর্ম্মত্যাগেঽপি ন দোষঃ স্যাদিতি ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখতি তাবদিতি। কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি। যাবতা যাবৎ ন নির্ব্বিদ্যতে কর্ম্মফলেষু ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ভোগেষু বা বিরক্তো ন স্যাৎ। শ্রদ্ধা বিশ্বাসঃ প্রীতির্ব্বা আদিশব্দেন কীর্ত্তনাদিভক্তিপ্রকারাঃ নির্ব্বেদে জাতে মৎকথাশ্রবণাদিশ্রদ্ধায়াম্বা জাতায়াং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণাং সাবধিত্বেন সাধ্যে সিদ্ধে সাধনপরিত্যাগোপপত্তেঃ। বা শব্দেন পূর্ব্বতোঽস্য পক্ষস্যাধিক্যং সূচিতং যে বা ময়ীশ ইতিবৎ। বৈরাগ্যে জাতেঽপি কর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনর্ব্বৈরাগ্যস্য ফলশ্রবণাদৌ জাতে সতীতি ভাবঃ ॥ ৩১২ ॥

একাদশ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

ভগবান্‌ কহিলেন, হে উদ্ধব! উত্তম ভক্তের কথা থাকুক, প্রাকৃত ভক্তও কৃতার্থ হয়েন, যদিও আমার ভক্তব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয়তাবশতঃ কখন বিষয় ব্যবহারে বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি প্রগল্‌ভ ভক্তিপ্রভাবে প্রায়ই বিষয় দ্বারা অভিভূত হয়েন না ॥ ৩১১ ॥

ভগবদ্ভক্তদিগের কর্ম্ম করণে অধিকার নিবৃত্তি ॥

১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

ভগবান্‌ কহিলেন, যাবৎকাল কর্ম্মাদি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মে বা যত দিন পর্য্যন্ত আমার কথা প্রসঙ্গাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, তাবৎকালই নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে ॥ ৩১২ ॥

অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে ॥

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ৩১৩ ॥

একান্তিলক্ষণে যচ্চ লিখিতং শরণাগতৌ।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিত্যাদিনা কাম্যকর্ম্মাদেরনর্থহেতুত্বাত্তদ্বিহায় হরের্লীলাদি-বর্ণনারূপা ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা ইদানীং নিত্যনৈমিত্তিকাদিস্বধর্ম্মনিষ্ঠানপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেব কার্য্যেত্যাহ ত্যক্ত্বেতি। স্বধর্ম্মং নিজনিজবর্ণাশ্রমধর্ম্মং ত্যক্ত্বা। ননু স্বধর্ম্মত্যাগেন ভজন্ ভক্তিপরিপাকেণ যদি কৃতার্থো ভবেত্তর্হি ন কাচিচ্চিন্তা। যদি পুনরপক্ব এব ম্রিয়তে ততোভ্রশ্যেত বা তদাচ স্বধর্ম্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাহ ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিৎ ভ্রশ্যেৎ ম্রিয়েত বা যদি তদাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারান্নানর্থ-শঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ। বা শব্দঃ কটাক্ষে। যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিং নাভূদেবেত্যর্থঃ। ভক্তিবাসনাসম্ভাবনাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্ম্মতঃ কো বার্থঃ প্রাপ্তঃ। অভজতামিতি ষষ্ঠী সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া। অতএব শ্রীভগব-দ্গীতাসু। সর্ব্বান্তে সর্ব্বোপদেশসারঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি। একাদশস্কন্ধে চ। তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্যেত্যাদি। তচ্চ সর্ব্বমগ্রে শরণাপত্তৌ লেখ্যমেব ॥ ৩১৩ ॥

একান্তিপ্রকরণে আজ্ঞায়ৈবমিত্যাদিনা যল্লিখিতং তচ্চাগ্রে শরণাগতিপ্রকরণে সর্ব্ব-

অতএব ১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে ॥

স্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক হরিচরণারবিন্দ ভজন করত কোন ব্যক্তি যদি অপক্ব দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার কখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ জনিত অমঙ্গল অর্থাৎ নীচযোনি প্রভৃতিতে জন্ম লাভ হয়? কদাপি হয় না, হরিচরণারবিন্দ ভজন ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থলাভ করিয়াছে?॥৩১৩

পূর্ব্বে একান্তি লক্ষণে অর্থাৎ "আজ্ঞায়ৈবং" ইত্যাদি শ্লোকে যাহা

লেখ্যঞ্চ তত্তদ্বচনৈরেতৎ সুদৃঢ়তামিয়াৎ ॥ ৩১৪ ॥

মনঃ প্রসাদকত্বং প্রথমস্কন্ধে ॥

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩১৫ ॥

অতএবোক্তমেকাদশে ॥

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।

মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥ ৩১৬ ॥

ধর্ম্মানিত্যাদিনা লেখ্যং। এতৎ কর্ম্মাধিকারনিরসনং তাৎপর্য্যদ্বারা সুদৃঢ়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১৪ ॥

বৈ প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা। পর উৎকৃষ্টো ধর্ম্মঃ স এব। যতো ধর্ম্মাৎ। অহৈতুকী হেতুঃ ফলানুসন্ধানং তদ্রহিতা। অপ্রতিহতা বিঘ্নৈরনভিভূতা। যয়া ভক্ত্যা আত্মা চিত্তং স্বয়মেব সুষ্ঠুপ্রসীদতীতি আনুষঙ্গিকফলমুক্তং ॥ ৩১৫ ॥

অপেতং রহিতং ॥ ৩১৬ ॥

লিখা হইয়াছে এবং পরে শরণাগতি প্রকরণে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইদ্যাদি শ্লোকে যাহা লিখিত হইবে তাহার তাৎপর্য্য দ্বারা এই কর্ম্মাধিকার নিরসন সুদৃঢ় হইবে ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির মনের প্রসাদকত্ব

১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা—

হে মুনিগণ! আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ বল, তাহা এই যে ধর্ম্ম দুই প্রকার এক প্রবৃত্তি লক্ষণ, দ্বিতীয় নিবৃত্তি লক্ষণ, আর যাহা হইতে ফলাভিসন্ধানরহিতা এবং বিঘ্নকর্ত্তৃক অপ্রতিহতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে তাহাই পরমধর্ম্ম, তাহাই পরম-মঙ্গল, কেন না তদ্দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥ ৩১৫ ॥

অতএব ১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

অতএব ভক্তিসাধন ব্যতিরেকে অন্য সাধন সকল ব্যর্থ, কারণ, সত্য ও দয়াসহকৃত ধর্ম্ম বা তপস্যা-যুক্ত বিদ্যা ইহারা মদ্ভক্তিবিহীন আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে পবিত্র করিতে পারে না ॥ ৩১৬ ॥

পরমপাবনত্বং তত্রৈব ॥

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ৩১৭ ॥

পরমধর্ম্মত্বং ষষ্ঠে ॥

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৩১৮ ॥

অতএবোক্তং পাদ্মে ॥

কিন্তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ।

বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে ॥ ৩১৯ ॥

সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্বং ॥

সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি পুনাতি ॥ ৩১৭ ॥

তস্য ভগবতোনামগ্রহণাদিভিরিতি ভক্তের্নামগ্রহণপ্রধানতাভিপ্রেতা ॥ ৩১৮ ॥

মন্ত্রৈঃ সাধিতৈঃ কিং ॥ ৩১৯ ॥

ভগবদ্ভক্তির পরমপাবনত্ব—

ঐ একাদশস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে ॥

আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ়া ভক্তি তাহা চণ্ডালকেও জাতি দোষ হইতে পবিত্র করেন ॥ ৩১৭ ॥

ভগবদ্ভক্তির পরমধর্ম্মত্ব—

ষষ্ঠস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

যম কহিলেন, হে দূতগণ! নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ তাহাই ইহলোকে পুরুষদিগের পরমধর্ম্ম, তাহাকেই ভাগবতধর্ম্ম বলে ॥ ৩১৮ ॥

অতএব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন ॥

যে ব্যক্তির জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি আছে তাঁহার বহু বহু মন্ত্র, বহু বিস্তর শাস্ত্র এবং সহস্র বাজপেয় যজ্ঞে কি হইবে ॥ ৩১৯ ॥

ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বগুণাদিসেব্যতাকারিত্ব—

পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ ॥

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৩২০ ॥

অহঙ্কারোন্মূলনত্বং চতুর্থে শ্রীধ্রুবং প্রতি মনূক্তৌ ॥

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে

অকিঞ্চনা নিষ্কিঞ্চনা শুদ্ধা বা। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈর্গুণৈর্ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ প্রেমবিকারা বা কুতো ভবন্তি। তত্র হেতুঃ অসতি বিষয়সুখে তুচ্ছমোক্ষসুখে বা মনোরথেন বহির্ভক্তে দূরে ধাবতঃ ॥ ৩২০ ॥

আত্মানমন্বিচ্ছ : বিমুক্তমাত্মদৃগিতি পূর্ব্বমুক্তং তদন্বেষণফলমাহ ত্বমিতি। তদান্বেষণ-কাল এব। প্রত্যগাত্মনি পরমাত্মনি সর্ব্বান্তর্যামিনীত্যর্থঃ। অনন্তে অপরিচ্ছিন্নে আনন্দ-মাত্রে সুখমূর্ত্তৌ। ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে। পরমাং নিষ্কামাং বিশুদ্ধাম্বা। শনকৈর্ব্বিধায়েতি

পঞ্চমস্কন্ধে ১৮ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে ॥

ফলতঃ ভগবানের প্রতি যাঁহার নিষ্কামা ভক্তিজন্মে, মনঃ শুদ্ধ হওয়াতে তিনি স্বয়ং হরিভক্ত হয়েন, তাহার পরে তাঁহার প্রতি হরির প্রসন্নতা হয়, তাহাতে দেবতা সকল ধর্ম্ম জ্ঞানাদি সহিত ঐ ব্যক্তিতে গিয়া নিত্য বসতি করেন। পরন্তু যে ব্যক্তি গৃহাদিতে আসক্ত, তাহাঁর প্রায় ভগবদ্ভক্তি সম্ভবে না, ইহাতে তাহার মহদ্গুণ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি হইবার সম্ভাবনা কি? সে সর্ব্বদা কেবল বিষয় সুখ দর্শন করে, যদি তাহা না পায়, মনোরথ দ্বারাও তদর্থে বহির্ধাবমান হয় ॥ ৩২০ ॥

ভগবদ্ভক্তির অহঙ্কারোন্মূলনত্ব ॥

৪ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে শ্রীধ্রুবের প্রতি
স্বায়ম্ভুব মনুর উক্তি॥

হে তাত! তিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, ভগবান্ অনন্ত এবং সমস্ত শক্তি-

আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ং ॥ ৩২১ ॥

শ্রীপৃথুং প্রতি শ্রীসনকাদিভিঃ ॥

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ ।

পরমভক্তের্দুষ্করতয়া ক্রমেণৈব তৎসিদ্ধেঃ। যদ্বা। শনকৈঃ চিরং ক্রমেণ যো বিদ্যারূপো গ্রন্থিঃ তমিতি দুর্ভেদ্যতোক্তা। নন্তু তাদৃশস্য তদৈব কথং বিভেদো ঘটতে তত্রাহ উপপন্নাঃ সম্পন্নাঃ সমস্তাঃ শক্তয়ো যস্মিন্। যদ্বা। উপপন্নানাং প্রপন্নানাং সমস্তাঃ শক্তয়ো যস্মাত্তস্মিন্নিতি। এবং প্রত্যগাত্মাদিভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞানেন পূর্ব্বং নিষ্কামভক্ত্যকরণাদহঙ্কারাদ্যনপগমেন বৈরেণ কুবেরানুচরাস্ত্বয়া ঘাতিতা ইতি শ্রীধ্রুবং প্রতি মনোর্ব্বাক্যাভিপ্রায়ঃ। সচ কেবলং শ্রীশিবসখানুগরক্ষার্থমেব বিভীষিকয়া ন্যায়াভাসত ইত্যূহং যথাকথঞ্চিদ্ভক্ত্যা মুক্তেরপি সুসিদ্ধেঃ ॥ ৩২১ ॥

এবং তাদৃশজ্ঞানেন পরম ভক্ত্যাহঙ্কারোন্মূলনং লিখিত্বা ইদানীং কথঞ্চিদপি ভজনেন তত্র স্যাদিতি দর্শয়তি যৎ পাদেতি। যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানি অঙ্গুলয়ঃ তেষাং বিলাসঃ কান্তিঃ তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যা। যদ্বা। নৃত্য গীতাদিবিলাসরূপয়াপি ভক্ত্যা কর্ম্মণ্যাশেরতে যস্মিন্নিতি কর্ম্মাশয়োঽহঙ্কারঃ তদ্রূপং হৃদয়গ্রন্থিং কর্ম্মভিরেব গ্রথিতং দৃঢ়ং বদ্ধং সন্তো বৈষ্ণবা উদ্গ্রথয়ন্তি মোচয়ন্তি। রিক্তা নির্ব্বিশেষা সর্ব্বমূর্দ্ধন্যা মতির্যেষাং নিরুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতঃ স্রোতোগণ ইন্দ্রিয়বর্গো যৈঃ। অরণং শরণং স্রোতোগণশব্দেনেদং সূচ্যতে যথা

সম্পন্ন ও আনন্দমাত্র তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে ক্রমে "আমি আমার" ইত্যাদি সুদৃঢ় অহঙ্কার গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিবে ॥ ৩২১ ॥

৪ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে
পৃথুরাজার প্রতি সনকাদির বাক্য যথা—

মহারাজ ! যাঁহার চরণপদ্মের অঙ্গুলি সকলের বিলাস স্মরণমাত্রে সাধুপুরুষেরা যেমন অনায়াসে কর্ম্ম দ্বারা গ্রথিত হৃদয়গ্রন্থি ছেদন

তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়োনিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবং ॥ ৩২২ ॥
সর্ব্বমার্গাধিকত্বং তৃতীয়ে শ্রীকাপিলেয়ে ॥
ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ৩২৩ ॥
যষ্ঠে চ ॥
সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।

গঙ্গাদিপ্রবাহস্য কথঞ্চিদপি যত্নান্নিরোধঃ সম্ভবেদেবমিন্দ্রিয়স্যাপি। ভবতু বা কস্যচিদিন্দ্রিয়স্য সর্ব্বস্য তু ন ভবত্যেব যদি বা কদাচিৎ কস্যচিদ্যতেঃ সর্ব্বনিরোধো ভবতু নাম তথাপ্যহঙ্কারোন্মূলনং সম্যক্ ন স্যাদেবেতি। অতঃ শ্লেষেণ রিক্তমতয়ঃ নির্ব্বুদ্ধয় এবেত্যুক্তং। যথা সন্তো ভক্ত্যোদ্গ্রথয়ন্তি যত্র যশ্চ তদ্বন্নিতি সদ্ভ্যঃ পৃথক্ত্বেন নির্দ্দেশাদ্ভক্তিবিমুখানাং যতীনাং তদিতরত্বমপ্যুক্তং। এবং তেষাং ভক্ত্যনাদরেণ নিন্দেতি দিক্ ॥ ৩২২ ॥

যোগাদিকমপি ব্রহ্মসিদ্ধয়ে আত্মতত্ত্বপরিস্ফূর্ত্তয়ে মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ। ভক্ত্যা সদৃশঃ শিবো নির্ব্বিঘ্নো মঙ্গলরূপো বা পন্থা নাস্তি ॥ ৩২৩ ॥

অয়ং পন্থা ভক্তিমার্গঃ সধ্রীচীনঃ সমীচীনঃ যতঃ ক্ষেমঃ কল্যাণং। ক্ষেমত্বে হেতুঃ ন কুতশ্চি-

করিয়া থাকেন যে সকল যতির মতি নির্বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত, তাঁহারাও সেরূপ সহজে কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব তুমি সেই শরণ্য-ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা কর ॥ ৩২২ ॥

ভগবদ্ভক্তির সকল পথ অপেক্ষা অধিকত্ব—

৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! যোগিগণের ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে সিদ্ধি নিমিত্ত অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগ ব্যতীত শুভদায়ক আর দ্বিতীয় পথ নাই ॥ ৩২৩ ॥

৬ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকেও ॥

ইহলোকে ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ এবং পরমমঙ্গল দায়ক, এই

সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৩২৪ ॥
অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে শ্রীবাদরায়ণিনা ॥
ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগোযতোভবেৎ ॥ ৩২৫ ॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।

দ্বিঘ্নাদের্ভয়ং যস্মিন্। যদ্বা। ক্ষেমঃ মঙ্গলরূপোঽকুতশ্চিদ্ভয়শ্চ। তদেবাহ যত্র যস্মিন্ মার্গে সুশীলাঃ কৃপালবঃ সাধবোনিষ্কামাঃ অতো ন জ্ঞানমার্গবদসহায়তানিমিত্তং ভয়ং নাপি কর্ম্ম-মার্গবৎ মৎসরাদিযুক্তেভ্যো ভয়ং তেষাং সঙ্গত্যাচ সর্ব্বথা ক্ষেমমেবেতি ভাবঃ ॥৩২৪ ॥

অধুনা সর্ব্বমার্গফলত্বেন ভক্তেঃ সর্ব্বমার্গাধিকত্বমেব দ্রঢ়য়তি নহীতি দ্বাভ্যাং সন্তি চ সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাঃ কিন্তু যতঃ পথোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ। অতো ঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ পন্থা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৩২৫ ॥

অতস্তদাহ। ভগবান্ ব্রহ্মা কূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ত্রিঃ ত্রীন্ বারান্ কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন ব্রহ্ম বেদং অন্বীক্ষ্য বিচার্য্য যতঃ আত্মনি হরৌ রতির্ভবেৎ তদেব মনীষয়া অধ্যবস্যৎ সন্মার্গত্বেন সদ্বস্তুত্বেন বা নিশ্চিতবান্। এবং রতিহেতুত্বেন

পথে কোন বিঘ্নাদিরও আশঙ্কা নাই, ফলতঃ সুশীল, দয়ালু, নিষ্কাম সাধুগণ এই বর্ত্মে নিত্য বর্ত্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই মার্গে সহায়তার অভাব নিমিত্ত ভয় অথবা কর্ম্মমার্গের ন্যায় মৎসরা-ন্বিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই ॥

অতএব ২ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে
শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

হে রাজন্! সংসারি পুরুষদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ অনেক আছে সত্য বটে, কিন্তু এই দুই পথ অপেক্ষা সমীচীন সুখ স্বরূপ নির্ব্বিঘ্ন পথ অন্য নাই, কারণ উহা অনুষ্ঠিত হইলে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হয় ॥ ৩২৫ ॥

মহারাজ! ব্রহ্মা সমগ্র বেদ তিনবার বিচার করিয়া কিসে সেই

তদধ্যবস্যৎ কূটস্থোরতিরাত্মন্ যতোভবেৎ ॥ ৩২৬ ॥

সর্ব্বার্থসাধকত্বং বৃহন্নারদীয়ে ॥

শ্রীনারদোক্তৌ ॥

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতং।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥ ৩২৭ ॥

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩২৮ ॥

ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতোক্তৌ ॥

মহাপাতকযুক্তোবা যুক্তোবা সর্ব্বপাতকৈঃ।

ভক্তিযোগস্যৈব সন্মার্গত্বং দর্শিতং। যদ্বা। কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়া রতিরেব ভক্তিযোগ ইত্যভিপ্রেতং। যদ্বা। যতো ভক্তিযোগাৎ তদিতি তং ইতি ভক্তিযোগমাহাত্ম্যমুক্তং ॥ ৩২৬ ॥

সমস্তানাং সিদ্ধীনাং অর্থানাং জীবনং ভক্তিরেবেতি তাং বিনা ন স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৩২৭ ॥

জীবন্তি সিদ্ধ্যন্তি ॥ ৩২৮ ॥

ঈপ্সিতামভীষ্টাং। পরমামুৎকৃষ্টাং। গতিং ফলং ॥ ৩২৯ ॥

পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে, ইহা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করত বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৩২৬ ॥

ভগবদ্ভক্তির সর্ব্বার্থসাধকত্ব

বৃহন্নারদপুরাণে শ্রীনারদের বাক্যে যথা—

যেমন জল সমুদায় লোকের জীবনরূপে কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ ভক্তিসমস্ত সিদ্ধির জীবন জানিতে হইবে ॥ ৩২৭ ॥

যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত প্রাণী জীবন ধারণ করে, তদ্রূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি জীবিত থাকে ॥ ৩২৮ ॥

ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে শ্রীবিষ্ণুদূতের বাক্যে ॥

মহাপাতক যুক্তই হউক বা সমুদায় পাপেই লিপ্ত হউক, ভগবদ্ভক্তি

ঈপ্সিতাং ভগবদ্ভক্ত্যা লভতে পরমাং গতিং ॥ ৩২৯ ॥
পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণসম্বাদে ॥
অপত্যং দ্রবিণং দারা হারা হর্ম্ম্যং হয়া গজাঃ।
সুখানি স্বর্গমোক্ষৌ চ ন দূরে হরিভক্তিতঃ ॥ ৩৩০ ॥
প্রথমস্কন্ধে ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥ ৩৩১ ॥
একাদশে চ ভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

হারা মনোহরাঃ মুক্তাবল্যো বা। তৈশ্চ সর্ব্বাণি ভূষণানি উপলক্ষ্যন্তে। সুখানি রাজ্যাদিসম্পত্তয়ঃ হরিভক্তিতো দূরে ন ভবন্তি কিন্তু তদাশ্রিতানি। অতএব লভ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩০

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরং ঔপনিষদমিত্যর্থঃ। যদ্বা। নিষ্কামজনপ্রাপ্যপদং যৎ মোক্ষাখ্যং বা তচ্চ। যদ্বা। ফলাভিসন্ধিরহিতং প্রেম চ জনয়তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩১ ॥

দ্বারা পরম অভীষ্ট ফল-লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩২৯ ॥

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যম ব্রাহ্মণসম্বাদে ॥

পুত্র, ধন, ভার্য্যা, মুক্তামালা, অট্টালিকা, অশ্ব, গজ, সুখ সমুদায় এবং স্বর্গ ও মোক্ষ প্রভৃতি কেহই হরিভক্তির দূরবর্ত্তি নহে, সকলই হরিভক্তির আশ্রিত, সুতরাং হরিভক্তের তাহা লাভ করা সুগম ॥ ৩৩০

প্রথমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

হে ঋষিগণ! ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে আশু বৈরাগ্য এবং জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞানে শুষ্ক তর্কাদি প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৩৩১ ॥

১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ৩২। ৩৩ শ্লোকে ॥

শ্রীভগবান্ ও উদ্ধবসম্বাদে ॥

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি॥ ৩৩২॥
অতএবোক্তং দ্বিতীয়ে॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি শ্রেয়ঃসাধনৈর্যদ্ভাব্যং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি তৎ সর্ব্বমনায়াসেনৈব লভতে। তথা স্বর্গমপবর্গং মদ্ধাম চ বৈকুণ্ঠং লভত এব। যদি বাঞ্ছতীতি বাঞ্ছা তু নাস্তীত্যুক্তং। তত্র কথঞ্চিদিতি স্বর্গাপবর্গয়োস্তুচ্ছতামনুভবিতুং। কিম্বা স্বর্গে দেবতাঃ শ্রীবিষ্ণুং দ্রষ্টুং স্বর্গং ভক্তিবিঘ্নসাংসারিক দুঃখতরণার্থঞ্চাপবর্গং বৈকুণ্ঠলোকে সাক্ষাৎ মৎসেবার্থং চেত্যেবং প্রকারেণ বাঞ্ছন্তি চেদিত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠবাঞ্ছা চ তত্রত্যবিভূতিশ্রবণাৎ ভক্তিরসপ্লুতত্বেনানন্যাপেক্ষ্যত্বাদ্বা॥ ৩৩২॥

অকামঃ একান্তভক্তঃ। সর্ব্বকামঃ ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তিত্যাদ্যষ্টশ্লোকোক্তব্রহ্মবর্চ্চসাদিকামঃ উক্তানুক্তাখিলকামো বা। উদারধীঃ মহাবুদ্ধিশ্চেৎ। তদা পরং পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং ভজেৎ। তীব্রেণ দৃঢ়েন। যদ্বা। অকামো বৈরাগ্যকামঃ। উদারধীঃ ভগবদেকপ্রাপ্তিকামো বা

কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা, দান-ধর্ম্ম দ্বারা বা অন্য তীর্থযাত্রা ব্রতাদি শ্রেয়ঃ সাধন দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়॥

আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ দ্বারা এ সমুদায় অনায়াসে লাভ করেন এবং যদি বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) অথবা আমার সালোক্যও লাভ করিতে পারেন॥ ৩৩২॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে
কথিত হইয়াছে॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যাহাদের উদার বুদ্ধি এবং ভগবানের একান্ত ভক্ত তাহাদের পূর্ব্ব কথিত ও অকথিত কোন কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা মোক্ষেতেই স্পৃহা হউক, তাঁহারা অত্যন্ত

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥ ৩৩৩ ॥

মোক্ষাধিকত্বং তৃতীয়ে—

কাপিলেয়ে ॥

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥

জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৩৩৪ ॥

পঞ্চমে শ্রীঋষভদেবচরিত্রান্তে ॥

যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধ-

বৃজিনসংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং

অন্যৎ সমানং ॥ ৩৩৩ ॥

অনিমিত্তা নিষ্কামা সিদ্ধের্মুক্তেরপি গরীয়সী। মুক্তিশ্চানুষঙ্গিকী ভবত্যেবেত্যাহ যা ভক্তিঃ কোষং লিঙ্গশরীরং জরয়তি ক্ষপয়তি। প্রযত্নং বিনৈব সিদ্ধৌ দৃষ্টান্তঃ। নিগীর্ণঃ ভুক্তমন্নং জাঠরোঽগ্নির্যথা জরয়তীতি। দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যাদিশ্লোকোঽত্র ন সংগৃহীতঃ। তত্র ভক্তিলক্ষণোক্তেঃ গরীয়স্ত্বঞ্চ ভক্তেস্তত্রৈবোক্তং নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিদিত্যাদিশ্লোকপঞ্চকেন। তদত্রানুপযোগান্ন সংগৃহীতং। এবমন্যদপ্যূহ্যং ॥ ৩৩৪ ॥

ভগবতি তস্মিন্ বাসুদেবে একান্ততো ভক্তিরনয়োরপি সমনুবর্ত্তত ইতি পূর্ব্বগদ্যাদ্ভক্তি-

ভক্তিযোগে নিরুপাধি পরমেশ্বরের উপাসনায় আসক্ত হয়েন ॥ ৩৩৩ ॥

ভগবদ্ভক্তির মোক্ষ অপেক্ষাও অধিকত্ব—

৩ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

কপিলদেব কহিলেন, মা ! নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা, ঐ প্রকার ভক্তি হইলে প্রসঙ্গতঃ মুক্তিও হইয়া থাকে, কেন না, সেই ভক্তি, যেমন জঠরানল ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে তাহার ন্যায় অচিরেই লিঙ্গশরীরকে ক্ষয় করিয়া দেন ॥ ৩৩৪ ॥

৫ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৭ গদ্যে শ্রীঋষভদেবের চরিত্রের শেষে ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! যাহাতে পণ্ডিত সকল আপনাদের আত্মা যাহা বিবিধ পাপরূপ সংসার তাপে অনবরত তপ্ত হইতেছে,

স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্ব্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং
পরমপুষরুার্থমপি স্বয়মাসাদিতং ন এবাদ্রিয়ন্তে
ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ ॥ ৩৩৫ ॥
দ্বাদশে চ শ্রীমার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবোক্তৌ ॥
নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে ॥ ২৩৬ ॥

রনুবর্ত্ততএব। অতো যস্যাং ভক্তাবেব নতু যোগাদিষু অনুসবনমবিরতং চাত্মানং স্নাপয়ন্ত ইতি পরমানন্দরসময়ত্বং সূচিতং। আত্যন্তিকং পমমপুরুষার্থমপি। যদ্বা। আত্যন্তিকং সাযুজ্যরূপমপি। অতঃ পরমপুরুষার্থমপ্যপবর্গং মোক্ষং। যদ্বা। অপবর্গং আত্যন্তিক-পরমপুরুষার্থং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকমপি। এবং সতীদং গদ্যমগ্রে স্বতঃ পরমপুরুষার্থতায়াং দ্রষ্টব্যং এবমন্যদপি জ্ঞেয়ং। স্বয়মাসাদিতং আত্মনৈব প্রাপ্তং। যদ্বা। ভগবতা স্বয়মেব দীয়-মানমপি। অনাদরে হেতুঃ। ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিতঃ সমাপ্তাঃ সম্যক্ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে পুরুষার্থা যৈঃ ॥ ৩৩৫ ॥

আশিষঃ অভ্যুদয়লক্ষণাঃ। উত স্বিতৌ। তত্র হেতুঃ ভক্তিমিতি। অব্যয়ে পরিপূর্ণে পুরুষে শ্রীকৃষ্ণে ॥ ৩৩৬ ॥

তাহাকে স্নান করাইয়া তদ্দ্বারা পরমনির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হন, তাহাতে পরমপুরুষার্থ যে মুক্তি পদার্থ, তাহা বিনা প্রার্থনায় ভগবানের প্রসাদে আপনা হইতে উপস্থিত হইলেও তাহার প্রতি আদর করেন না, কারণ তাঁহারা ভগবানের পুরুষ, এ প্রযুক্ত সকল পুরুষার্থই সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৩৫ ॥

১২ স্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
মার্কণ্ডেয়কে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশিবের বাক্য ॥

শ্রীশিব কহিলেন, দেবি! এ ব্যক্তি অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরম-ভক্তি লাভ করিয়াছেন, অতএব ইনি আর কোন প্রকার অভ্যুদয় বা মুক্তি পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন না ॥ ৩৩৬ ॥

অতএবোক্তং পঞ্চমে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বাদরায়ণিনা ॥

যোদুস্ত্যজক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥ ৩৩৭ ॥

একাদশে চ ভগবতা ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং

য এবম্ভূতোঽসৌ নৃপঃ স ক্ষিত্যাদীন্ নৈচ্ছদিতি যৎ তদুচিতং। সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকোযস্যাস্তামিতি পরিজনাবলোকঃ শ্রিয়ামুপচর্য্যতে। যদ্বা। সাক্ষাৎ ভূতাং ভরতং কৃপয়াবলোকয়ন্তীমপি সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীং লক্ষ্মীমেব। যতঃ মধুদ্বিষঃ সেবায়াং ভক্তৌ কস্যাঞ্চিদ্বা পরিচর্য্যায়ামপি অনুরক্তং মনোঽপি নতু প্রবৃত্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং যেষাং তেষাং মহতাং অভবঃ মোক্ষোঽপি ফল্গুস্তুচ্ছএব ॥ ৩৩৭ ॥

রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বাম্যং। অপুনর্ভবং মোক্ষমপি। পারমেষ্ঠ্যাদ্যপুনর্ভবান্তে-

৫ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে।

শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥

মহারাজ! সেই ভরতের চিত্ত ভগবদ্ভক্তি নিমিত্ত সততই ব্যাকুল থাকিত, ইহাতে তিনি যে দুস্ত্যজ রাজ্য ও পুত্র কলত্র ধন জন ইত্যাদিতে এবং অমরোত্তমদিগের প্রার্থনীয়া লক্ষ্মী যিনি দয়াভাজন হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি দীনভাবে অবলোকন করিতেন, তাহাতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহার উচিত কর্ম্ম বটে, কারণ যে সকল মহৎ পুরুষের চিত্ত ভগবান্ মধুরিপুর সেবাতে অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকট পরম পুরুষার্থ মুক্তিও অতি অকিঞ্চিৎকর হয় ॥ ৩৩৭ ॥

১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে

শ্রীভগবানের বাক্য ॥

ভগবান্ কহিলেন, আমাতে অর্পিতাত্মা ভক্তপুরুষ আমা ব্যতীত

ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা

ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ৩৩৮॥

অতএবোক্তং ষষ্ঠে॥

শ্রীরুদ্রেণ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাং।

জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩৩৯॥

বিষ্ণুপুরাণে চ শ্রীপ্রহ্লাদেন॥

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।

ম্বেষু ক্রমেণ শ্রীভগবদ্ভক্তের্ন্যূনতয়া তেষাং ন্যূনতাভিপ্রায়েণৈবং ব্যাখ্যেয়ং। পারমেষ্ঠ্যমপি নেচ্ছতি কিম্পুনর্ম্মহেন্দ্রধিষ্ণ্যমিত্যাদি। মদ্বিনা মাং হিত্বা অন্যন্নেচ্ছতি অহমেব তস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। যদ্বা মদ্বিনা মদ্ভক্তিং বিনা অন্যৎ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসাদিকমপি নেচ্ছতীত্যর্থঃ॥ ৩৩৮॥

তদেব সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ দ্রঢ়য়তি বাসুদেব ইতি দ্বাভ্যাং। জ্ঞানবৈরাগ্যয়ো বীর্য্যং বলং যেষাং তয়োরপি বীর্য্যং যেভ্য ইতি বা। ব্যপাশ্রয়ঃ বিশিষ্টবুদ্ধ্যা আশ্রয়ণীয়োঽর্থো-নাস্তি॥ ৩৩৯॥

করে স্থিতা অধীনাভূদিত্যর্থঃ। অতস্তস্যামাদরো নাস্তীতি ভাবঃ। যদ্বা। স্বাশ্রিতেভ্যো

অন্য ব্রহ্মলোক অথবা ইন্দ্রলোক, কিম্বা সার্ব্বভৌমপদ অথবা পাতা-লের আধিপত্য কিম্বা যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না॥ ৩৩৮॥

অতএব ৬ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে॥

ভগবদ্ভক্তদিগের নিস্পৃহত্ব উপযুক্তই বটে, কারণ যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি বহন করেন তাঁহারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বীর্য্য সম্পন্ন, তাঁহাদের “এই বস্তু অতি উৎকৃষ্ট” এই বুদ্ধিতে আশ্রয়ণীয় অন্য পদার্থ নাই॥ ৩৩৯॥

বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য॥

হে ভগবন্! তুমি সমুদায় জগতের মূলস্বরূপ তোমাতে যাঁহার

সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিতা ত্বয়ি ॥ ৩৪০ ॥
অতএবোক্তং নারসিংহে ॥
পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে-
ষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে
মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥ ৩৪১ ॥
অতএবোক্তং প্রথমস্কন্ধে ॥
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

মুমুক্ষুভ্যো দাতুং করে গৃহীতেত্যর্থঃ। অতস্তস্যাং স্বার্থাভাবান্নৈরপেক্ষমেব সিদ্ধং। সমস্তজগতাং সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মূলে আশ্রয়ে। অতোমূলাপেক্ষয়া পত্রাদি স্থানীয়ান্যপেক্ষ্যাণ্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪০ ॥

অক্রীতেষু চ তেষু তথাপি লভ্যেষু সৎসু। যদ্বা। ভাবে ক্তঃ ক্রয়ং বিনাপি লভ্যেষ্বিত্যর্থঃ। এবং ভক্তিসাধনানাং সুলভতা দর্শিতা। ভক্ত্যা চ সুলভে পুরাপি নবঃ পুরাণঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ ইতি ভজনীয়স্য সুসাধ্যতা দর্শিতা। মুক্ত্যৈ প্রযত্নঃ কিমর্থং ক্রিয়তে। আনুষঙ্গিকত্বেন তস্যাঃ স্বতএব সিদ্ধেঃ। কিম্বা সাধ্যে সিদ্ধে সাধনপ্রয়াসানুপযোগাৎ। পরমবস্তুনি সুলভে তুচ্ছবস্ত্বর্থং প্রয়াসোঽনুচিত ইতি ॥ ৩৪১ ॥

আত্মারামা ব্রহ্মনিষ্ঠা অপি। অতএব নির্গ্রন্থা গ্রন্থিভ্যোনির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু। যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্ব্যতিতরিষ্যতি। তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য

ভক্তি আছে, তাঁহার ধর্ম্মার্থ কামে কি হইবে এবং মুক্তি তাঁহার করে অবস্থিত ॥ ৩৪০ ॥

অতএব নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

যেমন পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ক্রয় ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা লাভ হয়, তদ্রূপ ভক্তি দ্বারা পুরাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে লাভ হওয়ায় কি জন্য মুক্তির নিমিত্ত যত্ন করিবে ॥ ৩৪১ ॥

অতএব প্রথম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

সূত কহিলেন আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার হৃদয়-গ্রন্থি

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ৩৪২ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপকত্বং—

বামনে ॥

যেষাঞ্চক্রগদাপাণৌ ভক্তিরব্যভিচারিণী।

তে যান্তি নিয়তং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৪৩ ॥

স্কান্দে ॥

মুনির্জাপ্যপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।

স্বগৃহেঽপি বসন্ যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥ ৩৪৪ ॥

চেতি। যদ্বা গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নন্থ মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাদি-সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণ ইতি। অত্যনির্ব্বচনীয়পরমাকর্ষকভক্তিগুণত্বাদিত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে ব্যুৎপাদিতমেবাস্তি ॥ ৩৪২ ॥

যোগেশ্বরো ভক্তিযোগপ্রাপ্যঃ ॥ ৩৪৩ ॥

জাপ্যং ভগবতো মন্ত্রঃ নাম বা তৎপরঃ অতোদৃঢ়ভক্তিঃ। অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ। বিপরীতো বা হেতুহেতুমদ্ভাবঃ ॥ ৩৪৪ ॥

না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥ ৩৪২ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির বৈকুণ্ঠলোক প্রাপকত্ব—

যথা বামনপুরাণে ॥

যাঁহাদিগের চক্র গদা পাণিতে অব্যভিচারিণী ভক্তি আছে, তাঁহারা যে স্থানে ভক্তিযোগ প্রাপ্য হরি বিরাজমান, নিয়ত সেই স্থানে গমন করেন ॥ ৩৪৩ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

যে মুনি নিত্য ভগবন্মন্ত্র জপপরায়ণ, দৃঢ়-ভক্তি-সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি স্বীয় গৃহে বাস করিয়াই, প্রসিদ্ধ বিষ্ণুর পরমপদ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৪৪ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে ॥

যদ্বৈ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥ ৩৪৫ ॥

দশমে চ শ্রীব্রহ্মস্তুতৌ ॥

যচ্চ নোঽস্মাকং সর্ব্বদেবানামুপরিস্থিতং ব্রজন্তি। কে অনিমিষাং দেবানামৃষভঃ শ্রেষ্ঠো-হরিস্তস্যানুবৃত্ত্যা ভক্ত্যা দূরে যমো যেষাং তে। যদ্বা। দূরীকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহমিতি পাঠে দূরীকৃতাহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং করুণাদি ভগবদ্ভজনাদি বা শীলং স্বভাবো যেষাং। যদ্বা। অস্মৎপ্রার্থ্যং শীলং যেষাং। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশস্তস্য মিথঃকথনেন যঃ প্রেমা-বির্ভাবস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন যা বাষ্পকলা তয়া সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাং তে। ইত্যনুবৃত্তিলক্ষণমুক্তং। যদ্বা। তথা ভূতাঃ সন্তো ব্রজন্তীতি গমনপ্রকারঃ। যদ্বা। ন উপ-রীতি ব্রজতাং বিশেষণং। নিরহঙ্কারত্বাদপ্যস্মত্তোঽপি যেঽধিকাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪৫ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠবর্ণনে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে দেবগণ! যাঁহারা অহঙ্কারশূন্য এবং আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী, তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারেন। তাঁহারা ভগবান্ হরির নিরন্তর অনুবৃত্তি করাতে এরূপ প্রভাবশালী যে যমও তাঁহাদের নিকট যাইতে সমর্থ হয়েন না, তাহাদের ভক্তির কথা কি বলিব পরস্পর বসিয়া ভগবানের যশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা ও বাষ্পোদ্গম হওয়াতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এই নিমিত্তও তাঁহাদের কারুণ্যাদি স্বভাব সকলেরই স্পৃহণীয় ॥ ৩৪৫ ॥

১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মস্তবেও ॥

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাং ॥ ৩৪৬ ॥
শ্রীভগবত্তোষণং ॥
বৃহন্নারদীয়ে ভগবত্তোষপ্রশ্নোত্তরে ॥
সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তিপ্রণাশনঃ।

ভক্ত্যৈব বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির্নান্যথেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি। ভূমন্ হে অপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্য ইহ লোকে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তঃ যোগৈ র্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বদর্পিতেহাঃ ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিক্যপি ঈহা চেষ্টা যৈস্তে। নিজকর্ম্মলব্ধয়া ত্বদর্পিতৈ র্নিজৈঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মলক্ষণৈর্লব্ধয়া। অর্পিতা ঈহা চ নিজকর্ম্মাণি চ। তৈর্লব্ধয়েত্যেকস্মা পদং। কথোপনীতয়া কথয়া ত্বৎসমীপং প্রাপিতয়া। যদ্বা কথয়া উপস্থাপিতয়া কথাপ্রধানয়েত্যর্থঃ। যদ্বা কথাপ্রবর্ত্তিতয়েত্যর্থঃ। ভক্ত্যৈব বিবুধ্য তত্ত্বং জ্ঞাত্বা অঞ্জঃ সুখেনৈব তে পরাং পরমাং গম্যত ইতি গতিং গম্যপদং প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৪৬ ॥

হে অসুরাত্মজাঃ দেবত্বাদিকং মুকুন্দস্য প্রীণনায় নালং ন সমর্থং। বৃত্তং সদাচারঃ।

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভূমন্! ইহলোকে পূর্ব্বকালে বহু বহু যোগী হইয়াও যোগ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতে তোমার প্রতি লৌকিক চেষ্টা সকলও সমর্পণ করিয়াছিলেন, পরে তোমাতে নিজ কর্ম্মার্পণে লব্ধ এবং তোমার কথা শ্রবণে উপজাত ভক্তিযোগে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া সুখে তোমার পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সদাচারেও সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞান হয় ॥ ৩৪৬ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির শ্রীভগবত্তোষণ ॥

যথা—বৃহন্নারদীয়পুরাণে ভগবত্তোষপ্রশ্নোত্তরে ॥

যিনি সর্ব্বদেবময়, যিনি শরণাগত-জনের দুঃখ-নাশন, যিনি নিজ

স্বভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা ॥

সপ্তমস্কন্ধে।

শ্রীপ্রহ্লাদস্য বালোপদেশে ॥

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বম্বাঽসুরাত্মজাঃ।

প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।

ন দানং ন তপোনেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।

প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং ॥ ৩৪৭ ॥

শ্রীনৃসিংহস্তবে চ ॥

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-

স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।

অমলয়া নিষ্কাময়া বিশুদ্ধয়া বা। বিড়ম্বনং নটনমাত্রং নতু তাত্ত্বিকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪৭ ॥

অভিজনঃ সৎকুলে জন্ম। রূপং সৌন্দর্য্যং। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং। শ্রুতং পাণ্ডিত্যং। ওজঃ ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যং। তেজঃ কান্তিঃ। প্রভাবঃ প্রতাপঃ। বলং শারীরশক্তিঃ। পৌরুষং উদ্যমঃ।

ভক্তের প্রতি বৎসল, সেই দেব বিষ্ণু ভক্তিদ্বারাই পরিতুষ্ট হয়েন অন্য প্রকারে পরিতোষ লাভ করেন না ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ॥

শ্রীপ্রহ্লাদের বালকের প্রতি উপদেশে ॥

হে অসুরনন্দনগণ! দ্বিজত্ব অথবা দেবত্ব কিম্বা ঋষিত্ব অথবা সদ্বৃত্ত কিম্বা বহুজ্ঞতা কিছুই মুকুন্দ-প্রীত্যর্থ সমর্থ হইতে পারে না। অপর দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত, এ সকলও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে কেবল নিষ্কাম-ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ প্রীত হয়েন, ভক্তি ব্যতীত অন্য সকল নাট্য মাত্র ॥ ৩৪৭ ॥

৭ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবে ॥

আমার অনুমান হয় ধন, সৎকুলে জন্ম, শরীরের সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-পটুত্ব, তেজঃ (কান্তি) প্রতাপ, শারীরিক বল,

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৩৪৮ ॥

অন্যত্রাপি ॥

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়োবিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কোবিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥ ৩৪৯ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবতা ॥

বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞা। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। এতে ধনাদয়ো দ্বাদশাপি গুণাঃ পরস্য পুংসঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তবারাধনায় সাধনায় ভজনোপকরণায়াপি ন ভবন্তি কিমুত তুষ্ট্যৈ। হি যতঃ কেবলয়া ভক্ত্যৈব গজেন্দ্রায় তুষ্টোঽভবৎ ॥ ৩৪৮ ॥

ব্যাধস্যাচরণং কিং ধ্রুবস্য চ বয়ঃ কিং বিদুরস্য বংশঃ কঃ অপিতু ন কোঽপি দাস্যাং জাতত্বাৎ। যাদবপতেরুগ্রসেনস্য। অতঃ কর্ম্মবয়োবিদ্যাদিভির্গুণৈর্ন তুষ্যতি কিন্তু কেবলং ভক্ত্যৈব। যতঃ ভক্তিরেব প্রিয়া প্রীতিকরী যস্য সঃ ॥ ৩৪৯ ॥

পৌরুষ (উদ্যম) প্রজ্ঞা, তথা অষ্টাঙ্গ যোগ এ সকল গুণও সেই পরমপুরুষের আরাধনার্থ সমর্থ নহে, যে হেতু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে সেই ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩৪৮ ॥

অন্যত্রেও পদ্যাবলীতে ॥

ব্যাধের কি আচরণ ছিল ? ধ্রুবের কি বয়ঃক্রম ছিল ? কুব্জার কি রূপ ছিল ? সুদামা ব্রাহ্মণের কি ধন ছিল ? বিদুর মহাশয়ের কি বংশ ছিল ? এবং যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল ? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন, সদাচারাদি গুণ সকল দ্বারা কখন পরিতোষ লাভ করেন না ॥ ৩৪৯ ॥

অতএব শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৩৫০॥
পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীহনূমতোক্তং॥
ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ৩৫১॥
শ্রীভগবৎসঙ্গমকত্বং॥
ভগবদ্গীতাসু॥

ভক্ত্যা প্রীত্যা উপহৃতং স্বীকৃতং যথা স্যাত্তথাহশ্নামি। প্রযতাত্মনো নিষ্কামস্য॥ ৩৫০॥
ন তস্য তোষহেতুঃ সৎকুলজন্মাদি কিন্তু ভক্তিরেবেত্যাহ ন জন্মেতি। মহতঃ পুরুষা-জ্জন্ম। যদ্বা মহতো বৈষ্ণবস্যাপি ন তোষহেতুঃ কুতোভগবত ইত্যর্থঃ। সৌভগং সৌন্দর্য্যং আকৃতির্জাতিঃ। যদ্যস্মাৎ তৈর্জ্জন্মাদিভির্ব্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানপি নো বনচরান্ বত অহো লক্ষ্মণাগ্রজোহপি সখিত্বে কৃতবান্॥ ৩৫১॥

যে নিষ্কাম ভক্ত ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল প্রদান করে, আমি তাহার প্রীতি-দত্ত ঐ সমুদায় বস্তু স্বয়ং ভোজন করি॥৩৫০

পঞ্চমস্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
শ্রীহনূমানের বাক্য যথা—

মহৎকুলে জন্ম অথবা সৌন্দর্য্য, কিম্বা বাক্য অথবা বুদ্ধি কিম্বা জাতি কিছুই তাঁহার সন্তোষের কার্য্য হইতে পারে না, একমাত্র ভক্তি করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হয়েন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, আমরা বনচর বানর, মহৎকুলে জন্ম বা সৌন্দর্য্য ইত্যাদি কিছুই আমাদের নাই, তথাচ কেবল ভক্তির বশতাপন্ন হইয়া সেই ভগবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ হই-য়াও আমাদিগের সহিত সখ্য বিধান করিয়াছেন॥ ৩৫১॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির শ্রীভগবৎসঙ্গমকত্ব—
ভগবদ্গীতার ১১ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৩৫২ ॥
একাদশস্কন্ধে চ—
শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥
যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি-
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং ॥ ৩৫৩ ॥

তর্হি কেনোপায়েন ত্বং প্রাপ্তুং শক্যস্তত্রাহ ভক্ত্যেতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া বিশুদ্ধয়া বা ভক্ত্যা। এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽপরিচ্ছিন্নোঽথচ শ্রীদৈবকীগর্ব্ভজাতঃ শ্রীযশোদালালিতো দামোদরো নিত্যকিশোরশ্চেত্যাদিরূপঃ। তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ। শাস্ত্রতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ যন্ময়ত্বেন নিত্যনিকটবর্ত্তিত্বাদিনা বাহং জ্ঞাতুং শক্যো নচান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৩৫২ ॥

ভক্ত্যৈব সকলমলাপগমতো ভগবৎসঙ্গমো নান্যথেতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা অগ্নিনা ধ্মাতং তাপিতমেব হেম সুবর্ণং অন্তর্মলং জহাতি ন ক্ষালনাদিভিঃ। স্বং নিজং রূপঞ্চ ভজতে। কর্ম্মানুশয়ং কর্ম্মবাসনাং। মাং ভজতে ময়া সঙ্গমমাপদ্যতে ॥ ৩৫৩ ॥

হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! আমাতে এক নিষ্ঠা-ভক্তি দ্বারা আমার এই প্রকার রূপ জানিতে, দেখিতে ও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫২

১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে

শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে ॥

হে উদ্ধব! কেবল ভক্তি দ্বারাই আত্মশুদ্ধি হয় অন্য দ্বারা হয় না, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন সুবর্ণ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া অন্তর্মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগ দ্বারা আত্মা কর্ম্ম-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে আমাকেই ভজনা করেন ॥ ৩৫৩ ॥

কিঞ্চ ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরং ॥
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥ ৩৫৪ ॥
শ্রীভগবদ্বশীকারিত্বং ॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—
শ্রীনারদ শৌনকসম্বাদে ॥
ভক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাং।
ভক্তিঞ্চ ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥ ৩৫৫ ॥
তত্রৈব বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষসম্বাদে ॥

মহেশ্বরত্বে হেতুঃ। সর্ব্বোস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাত্তং। অতএব তস্য কারণং মা মাং। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহং। যদ্বা। ব্রহ্মণো বেদস্য জীবতত্ত্বস্য বা কারণং পরব্রহ্মরূপং মাং দেবকীনন্দনং উপযাতি সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি নিত্যসঙ্গিতয়া মিলতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৪ ॥

অন্যত্র শ্রীমথুরেতরস্থানে। অর্চ্চিতঃ সন্ সেবিনাং ভজতামপি ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং। যদ্বা। সেবিনাং পূজাপরিচর্য্যাকারিণামপি সমগ্রাং ভক্তিং ন দদাতি ॥ ৩৫৫ ॥

আরও ঐ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে ॥

হে উদ্ধব! সে ব্যক্তি অচলাভক্তি সহ যোগে সর্ব্বলোক মহেশ্বর ও সকলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম রূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫৪ ॥

শ্রীভগবদ্ভক্তির শ্রীভগদ্বশীকারিত্ব ॥

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদ ও
অম্বরীষসম্বাদে ॥

হরি মথুরা ব্যতিরিক্ত স্থানে পূজিত হইলে পূজা ও পরিচর্য্যাকারি জনগণের সম্বন্ধে ভক্তি ও মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু প্রেম-লক্ষণা ভক্তি অর্পণ করেন না, যেহেতু তাহাতেই হরি বশীভূত হয়েন ॥ ৩৫৫ ॥

ঐ পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে—
শ্রীনারদ ও অম্বরীষসম্বাদে ॥

মায়াজানিরমায়োঽসৌ ভক্ত্যা রাজন্নমায়য়া।
সাধ্যতে সাধুপুরুষৈঃ স্বয়ং জানাতি তদ্ভবান্॥ ৩৫৬॥
একাদশস্কন্ধে চ তত্রৈব॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোর্জ্জিতা॥ ৩৫৭॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং॥ ৩৫৮॥
স্বতঃ পরমপুরুষার্থতা তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে॥

মায়া জায়া অধীনা যস্য স মায়াজানিঃ। অতঃ স্বয়মমায়ঃ মায়াবিকাররহিতঃ। যদ্বা। ন বিদ্যতে মায়া যস্মাৎ সঃ। ভক্তানাং মায়ানিবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অমায়য়া বিশুদ্ধয়া ভক্ত্যা সাধুভিঃ পুরুষৈঃ। যদ্বা। সাধু যথা স্যাত্তথা যৎ সাধ্যতে বশীক্রিয়তে তদ্ভবানেব স্বয়ং জানাতি ভবতা তদ্বশীকরণাৎ অতস্তন্ময়া কিং নির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ॥ ৩৫৬॥

ন সাধয়তি ন বশীকরোতি ঊর্জ্জিতা পরমসমর্থা॥ ৩৫৭॥

শুদ্ধয়া যা ভক্তিস্তয়া। সতাং ভক্তানাং প্রিয় আত্মা আত্মনোঽপি সকাশাৎ প্রিয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা। আত্মাপি অপ্রিয়ো যস্মাৎ স পরমপ্রিয়তম ইত্যর্থঃ॥ ৩৫৮॥

হে রাজন্! যিনি মায়াভর্ত্তা, স্বয়ং মায়াবিকার রহিত, তাঁহাকে সাধুপুরুষেরা বিশুদ্ধভক্তি দ্বারা বশীভূত করেন, এ বিষয় তুমি স্বয়ং অবগত আছ॥ ৩৫৬॥

১১ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে॥

ভগবান্ কহিলেন, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগ, তত্ত্ববিবেক সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, যজ্ঞ, আরামাদি নির্ম্মাণ এবং দান, ইহারা আমাকে তাদৃশ বশীকৃত করিতে পারে না॥ ৩৫৭॥

১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে॥

শ্রদ্ধা সহকৃত এক ভক্তি দ্বারাই আত্মা ও প্রিয়রূপ আমি সাধুদিগের প্রাপ্য হই॥ ৩৫৮॥

ভগবদ্ভক্তির স্বতঃ পুরুষার্থতা—

৩ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে॥

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩৫৯ ॥
নবমস্কন্ধে চাম্বরীষোপাখ্যানে—
শ্রীভগবদুক্তৌ ॥
মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।

সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং। সামীপ্যং নিকট-বর্ত্তিত্বং। সারূপ্যং সমানরূপতাং। একত্বং সাযুজ্যং। উত অপি দীয়মানমপি ময়া। মৎ-সেবনং মদ্ভক্তিং ॥ ৩৫৯ ॥

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যেতি দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতা পূর্ব্বশ্লোকত উক্তং। ননু তেষা-মপেক্ষিতং কিঞ্চিদন্যৎ প্রদায়াত্মানং স্বতন্ত্রয়তি চেত্তত্রাহ মৎসেবয়েতি। প্রতীতং স্বতঃ প্রাপ্তমপি। আদিশব্দেন সারূপ্যসামীপ্যসাযুজ্যানি। সেবয়া মদ্ভক্ত্যৈব পূর্ণাঃ পরিপূর্ণ-কামাঃ পরমানন্দরসভূতা বা। সেবাং বিনা নান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। ভক্তেরেব স্বতঃ পরমফলত্বাৎ। সদা ভক্ত্যেকাসক্তত্বাত্তেষামহং বশ্য এবেতি দুর্ব্বাসসং প্রতি বাক্য-

যে সকল ব্যক্তির এইরূপ ভক্তিযোগ হয় তাহাদের কোনই কামনা থাকে না, অধিক কি? তাহাদিগকে সালোক্য (আমার সহিত একলোকে বাস) সার্ষ্টি (আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য) সামীপ্য (সমীপবর্ত্তিত্ব) সারূপ্য (সমান রূপত্ব) এবং একত্ব অর্থাৎ সাযুজ্য এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না ॥ ৩৫৯ ॥

৯ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে
অম্বরীষ উপাখ্যানে শ্রীভগবানের বাক্যে যথা—

সাধুগণ! আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি পদার্থ-চতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে কাল-নাশ্য অন্য বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবে,

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতমিতি ॥ ৩৬০ ॥
মাহাত্ম্যং যচ্চ ভগবদ্ভক্তানাং লিখিতং পুরা।
তদ্ভক্তেরপি বিজ্ঞেয়ং তেষাং ভক্ত্যৈব তত্ত্বতঃ ॥ ৩৬১ ॥
তথা পূজা তদঙ্গানাং শ্রীমন্নাম্নোঽপরস্য চ।
দ্রষ্টব্যমিহ মাহাত্ম্যং তেষাং ভক্ত্যঙ্গতা যতঃ ॥ ৩৬২ ॥
অথ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তিনিত্যতা ॥

তাৎপর্য্যং ॥ ৩৬০ ॥

এবং পাপপ্রায়শ্চিত্তনিরসনমারভ্য স্বতঃ পরমপুরুষার্থতাপর্য্যন্তং শ্রীমদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্বলিখিতমখিলং তদ্ভক্তমাহাত্ম্যমপি ভক্তিমাহাত্ম্য এব পর্য্যবসায়য়তি মাহাত্ম্যমিতি দ্বাভ্যাং। তন্মাহাত্ম্যং। যতো যস্মাৎ তেষাং ভক্তানাং তন্মাহাত্ম্যভক্ত্যৈব হেতুনা ভবতি ॥ ৩৬১ ॥

তথেতি পূর্ব্বলিখিতসমুচ্চয়ে পূজায়াঃ তস্যাঃ পূজায়াঃ অঙ্গানাঞ্চ শ্রীমন্নাম্নশ্চ অপরস্য চ শ্রবণকীর্ত্তনাদেঃ অগ্রে লেখ্যস্যৈকাদশ্যুপবাসাদেরপি যন্মাহাত্ম্যং তৎসর্ব্বমিহ ভক্তিমাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্যং। যতো যস্মাত্তেষাং পূজাদীনাং ভক্তেরঙ্গতা তানি সর্ব্বাণি ভক্তেরেবাঙ্গানীত্যর্থঃ ॥ ৩৬২ ॥

সম্ভাবনা কি? ॥ ৩৬০ ॥

পূর্ব্বে যে ভগবদ্ভক্তের মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে, তাহা ভক্তির মাহাত্ম্যই জানিতে হইবে, কারণ ভক্তগণের মাহাত্ম্যের প্রতি ভক্তিই এক হেতু হইয়া থাকেন ॥ ৩৬১ ॥

তথা পূজা ও পূজাঙ্গ সকলের, শ্রীমন্নামের এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির যে সকল মাহাত্ম্য লিখিত হইল, তৎসমুদায় এই ভক্তিমাহাত্ম্যে দেখিতে হইবে, যে হেতু তাঁহাদের পূজা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ সকল ভক্তির অঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩৬২ ॥

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তির নিত্যতা ॥

যাবজ্জনো ভজতি নো ভুবি বিষ্ণুভক্তি-
বার্ত্তা সুধারসবিশেষরসৈকসারং।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাত-
দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ ৩৬৩ ॥
দশমে ব্রহ্মস্তুতৌ ॥
শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

এবমনুষ্ঠানে গুণসমুদয়ং লিখিত্বা ইদানীমকরণে প্রত্যবায়ং লিখতি যাবদিত্যাদিনা পতত্যধ ইত্যন্তেন। বিষ্ণুভক্তের্ব্বার্ত্তা অন্যোন্যকথনমপি সুধারসম্ভং যাবজ্জনো ন ভজতি ভক্ত্যা নাশ্রয়তি। জরামরণজন্মনাং শতং বাহুল্যং অভিঘাতশ্চ নরকাদিষু প্রহারঃ। যদ্বা। জরাদিশতস্য যানি দুঃখানি তানি অনির্ব্বচনীয়ানি। এবং সংসারমহাদুঃখজালানিবৃত্তি-রুক্তা ॥ ৩৬৩ ॥

ভক্তিং বিনা তু জ্ঞানং নৈব সিদ্ধ্যেদথ চ কেবলং দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ শ্রেয় ইতি শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তে তব ভক্তিং উদস্য ত্যক্ত্বা। শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা। তেষাং ক্লেশলঃ ক্লেশএব শিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ। যথা স্বল্পপ্রমাণধান্যং পরিত্যজ্যান্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাংস্তুষান্ যেহব-

পৃথিবীতে যে পর্য্যন্ত মনুষ্য বিষ্ণুভক্তির বার্ত্তা সুধারস বিশেষরূপ এক সার-রসকে ভক্তি সহকারে আশ্রয় না করে সেই পর্য্যন্ত জরা, মরণ ও জন্ম সকলের শত প্রকার নরকাদি প্রহাররূপ বহু-দেহ জনিত দুঃখ সকল ভোগ করিবে ॥ ৩৬৩ ॥

দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ব্রহ্মস্তবে ॥

কিন্তু যে সকল দুর্ভাগ্য লোক পরম শ্রেয়ের বর্ত্ম স্বরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ-লাভার্থ ক্লেশ করে তাহাদিগের তুষাব-ঘাতি লোকদিগের ন্যায় ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ যেমন অল্প প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে কণমাত্র হীন স্থূল তুষ যাহা ধান্য-বৎ প্রকাশ পায়, তাহা লইয়া অবঘাত করিলে কোন ফল-লাভ হয় না,

তেষামসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ৩৬৪ ॥
একাদশে ॥
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ৩৬৫ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।

ঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলং এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য কেবলবোধায় যে প্রযতন্তে তেষামপীতি ॥ ৩৬৪ ॥

স্বজনকস্য ভগবতোঽভজনাদ্গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণাশ্রমাণামুৎপত্তিমাহ মুখেতি। গুণৈঃ সত্ত্বেন বিপ্রঃ সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ তমসা শূদ্র ইতি। যদ্বা। গুণৈর্বৃত্তিভিশ্চ সহ। তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে। মুখতো বর্ত্ততে ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ। যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখ্যোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ। বাহুভ্যোবর্ত্ততে ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ। যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষঃ কণ্টকক্ষতাৎ। বিশোবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বোর্লোকবৃত্তিকরীর্ব্বিভোঃ। বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ। পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে। তস্যাং জাতাঃ পুরাঃ শূদ্রা যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিরিতি। তথা আশ্রমাংশ্চ যথাসংখ্যমসৃজৎ সহ বৃত্তিভিরিতি। যদ্বা। গুণৈঃ যথাসংখ্যং শান্তিবীর্য্যধনার্জ্জনপরিচর্য্যাদিরূপৈশ্চ সহ ॥ ৩৬৫ ॥

এষাং মধ্যে যে জ্ঞাত্বা ন ভজন্তি যে চ জ্ঞাত্বাঽপ্যবজানন্তি। যদ্বা। ন ভজন্তি অতএবাব-

তেমনি ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বোধ-লাভার্থ যত্নকারিদের কিঞ্চিন্মাত্র ফল লাভ হয় না, ক্লেশমাত্র পর্য্যবসান হইয়া থাকে ॥ ৩৬৪ ॥

১১ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২। ৩ শ্লোকে ॥

চমস কহিলেন, মহারাজ! স্বীয় জনক ও গুরুরূপি ভগবানের অনাদর প্রযুক্ত তাহাদের দুর্গতি লাভ হইবে, অতএব শ্রবণ কর, পরমপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের সহিত গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৬৫ ॥

সেই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মপ্রভব ঈশ্বর পুরুষকে

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ৩৬৬ ॥
অতএবোক্তং শ্রীভগবতা ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ।
নিত্যত্বং যৎ যদঙ্গানাং ভক্তের্ব্বিলিখিতং পুরা ।
তেন তেনৈব নিত্যত্বমস্যাঃ সংসাধিতং পরং ॥ ৩৬৭ ॥
লক্ষণানি চ তদ্ভক্তেঃ শ্রীমদ্ভাগতাদিষু ।
খ্যাতানি শ্রবণাদীনি লিখ্যন্তেঽথাপি কানিচিৎ ॥ ৩৬৮ ॥
অথ শ্রীমদ্ভক্তিলক্ষণানি—
তত্র সামান্যলক্ষণং ॥

জানন্তি। অতএব তে স্থানাৎ বর্ণাশ্রমাদ্বৃত্তেশ্চ ভ্রষ্টাঃ সন্তোঽধো নরকেষু পতন্তি। কুতঃ আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তং। এবং তদভজনে গুরুদ্রোহিতোক্তা। কৃতঘ্নতামপ্যাহ ঈশ্বরমিতি ॥ ৩৬৬ ॥

এবং ভক্তেঃ স্বতোনিত্যতাং লিখিত্বা ইদানীং পূর্ব্বলিখিতেন শ্রবণাদিনিত্যত্বেনাপি ভক্তেঃ পরমনিত্যত্বমবগন্তব্যমিতি লিখতি নিত্যত্বমিতি। ভক্তেরঙ্গানাং শ্রবণাদীনাং। অস্যাঃ ভক্তেঃ পরং পরমং নিত্যত্বং সম্যক্ সাধিতং ॥ ৩৬৭ ॥

তস্যা নিখিলমাহাত্ম্যায়া ভক্তেঃ শ্রবণাদীনি লক্ষণানি শ্রীমদ্ভাগতাদিষু খ্যাতান্যেব। তথাপি কানি চিল্লক্ষণানিলিখ্যন্তে ॥ ৩৬৮ ॥

না জানা প্রযুক্ত ভজনা করে না, অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৩৬৬ ॥

পূর্ব্বে ভক্তির যে যে অঙ্গের নিত্যত্ব লিখিত হইয়াছে তত্তদ্দ্বারাই ভক্তির পরম-নিত্যত্ব সংসাধিত হইয়াছে ॥ ৩৬৭ ॥

যদিচ শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে ভক্তির শ্রবণাদি লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে, তথাপি এস্থলে কতিপয় লক্ষণ লিখিতেছি ॥ ৩৬৮ ॥

অথ শ্রীমদ্ভক্তির লক্ষণ সকল—

তন্মধ্যে সামান্য ভক্তিলক্ষণ যথা—

তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীকাপিলেয়ে ॥

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাং।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ৩৬৯ ॥

অথ বিশেষসাধনভক্তিলক্ষণানি—

গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ।

দেবানাং দ্যোতনাত্মকানামিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতৃণাং বা সত্ত্বে সত্ত্বমূর্ত্তৌ শ্রীভগবত্যেব যা বৃত্তিঃ সা ভক্তিঃ। এবং শ্রবণাদিলক্ষণাদিলক্ষণান্যেবোদ্দিষ্টানি ইতি সামান্যতো লক্ষণং। গুণা বিষয়া লিঙ্গ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে যৈস্তেষামিতি সদা বিষয়নিষ্ঠতা দর্শিতা। তেষামেবম্বিধ-বৃত্তৌ হেতুমাহ গুরোরুচ্চারণমনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বিহিতমানুশ্রবিকং তদেব কর্ম্ম যেষাং। অতএব একমেকরূপং মনো যস্য পুংসঃ শুদ্ধসত্ত্বস্য সত ইত্যর্থঃ। যদ্বা।• একস্মিন্ ভগবত্যেব মনো যস্য। অস্য পদস্য পরেণ বা সম্বন্ধঃ। সা চ ভাগবতী ভগবৎসম্বন্ধিনী ভক্তি-রেকমনসঃ পুংসঃ সতী অনিমিত্তা নিষ্কামা সতী অতএব স্বাভাবিকী অযত্নসিদ্ধা চ সতী সিদ্ধের্মোক্ষাদপি গরীয়সী ভবতীত্যন্বয়ঃ। এবমাদৌ সামান্যলক্ষণমুক্ত্বা পশ্চাদুত্তমত্বমুক্তং। কাচিদ্বয্যুচিতা ভক্তিরিতি শ্রীদেবহূত্যোত্তমভক্তেঃ পৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩৬৯ ॥

সুমনাঃ শুদ্ধচিত্তঃ শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তশ্চ সন্ নিত্যমেকঃ প্রকারঃ। তদর্থে ভগবদর্থং সুমন-

---

তৃতীয়স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন, মাতঃ! যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক যাহা-দের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি বিষয় অনুভূত হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ হরির প্রতি যে সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলাগিয়া থাকে, শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী, কিন্তু ইন্দ্রিয় সকলের ঐ বৃত্তি বেদবিহিত কর্ম্ম ব্যতিরেকে হইতে পারে না, উক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলেই হইতে পারে ॥ ৩৬৯ ॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ॥

যে ব্যক্তির দেবতায়, মন্ত্রে এবং মন্ত্রপ্রদ গুরুতে অষ্টবিধা ভক্তি

ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি।
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনং।
সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনং॥ ৩৭০॥
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নাম্নোপজীবতি॥ ৩৭১॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ॥ ৩৭২॥
সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তৌ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।

স্বেনার্চ্চনার্থস্বা॥ ৩৭০॥

অঙ্গবিক্রিয়া নৃত্যাদিঃ॥ ৩৭১॥

মুনিঃ জীবন্মুক্তঃ সত্যং ভগবন্নাম বদিতুং শীলমস্য স তথা। স্বতএব কীর্ত্তিমান্ দেবাদিগীয়মানমাহাত্ম্য ইত্যর্থঃ॥ ৩৭২॥

পাদসেবনং পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং পূজা। দাস্যং কর্ম্মার্পণং। সখ্যং তদ্বিশ্বাসাদি। আত্ম-

আছে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েন॥

ভগবদ্ভক্তের প্রতি স্নেহ, পূজায় অনুমোদন, শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া নিত্য অর্চ্চন, পূজা বিষয়ে দম্ভ পরিত্যাগ॥ ৩৭০॥

ভগবৎ কথা শ্রবণে অনুরাগ, ভগবদগ্রে নৃত্যাদি, নিত্য ভগবৎ স্মরণ এবং ভগবন্নামে জীবন ধারণ॥ ৩৭১॥

এই অষ্ট প্রকার ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছেতেও থাকে, তাহা হইলে সেই মনুষ্য জীবন্মুক্ত, সত্যবাদী ও কীর্ত্তিমান্ হয়॥ ৩৭২॥

সপ্তমস্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্যে॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, (পরিচর্য্যা) অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, (কর্ম্মার্পণ) সখ্য (বিশ্বাস) এবং আত্মনিবেদন (দেহ সমর্পণ)॥

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং ॥ ৩৭৩ ॥
তত্রৈব শ্রীনারদযুধিষ্ঠিরসম্বাদে ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাঙ্গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ ৩৭৪ ॥
পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—
শ্রীযমধূম্রকেতুসম্বাদে ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্বকর্ম্মার্পণং স্মৃতিঃ।
পরিচর্য্যা নমস্কারঃ প্রেম স্বাত্মার্পণং হরৌ ॥ ৩৭৫ ॥

নিবেদনং দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে তথা দেহং তস্মৈ সমর্প্য তচ্চিন্তাবর্জ্জনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭৩ ॥

অস্য মহতাং গতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। ইজ্যা পূজা ॥ ৩৭৪ ॥

সর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽর্পণং। এতদেব সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেন দাস্যমিত্যুক্তং। প্রেম বিশ্বাসঃ ভাববিশেষাভিধেয়স্য প্রেমশব্দস্য পরমফলত্বে মুখ্যবৃত্তেঃ অতএবৈতৎ তেন তত্রৈব সখ্যমিত্যুক্তং। প্রেমসখ্যং এবং স্থানত্রয়ে নবলক্ষণা ভক্তিরুক্তা। শ্রবণাদীনামেষামেব নবপ্রকারাণাং মুখ্যত্বাৎ ॥ ৩৭৫ ॥

এই নব লক্ষণা ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন, কিন্তু আমাদের গুরুর নিকট তদ্রূপ অধ্যয়ন কিছুই নাই ॥ ৩৭৪ ॥

৭ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে—

শ্রীনারদযুষ্ঠিরসম্বাদে ॥

অপর শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ ॥ ৩৭৪ ॥

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীযম ও ধূম্রকেতুসম্বাদে ॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা, সমস্ত কর্ম্মসমর্পণ, স্মরণ, পরিচর্য্যা, নমস্কার, প্রেম (সখ্য) এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ ॥ ৩৭৫ ॥

তত্রৈবোত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসম্বাদে ॥

আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ।
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণন্তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং।
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনং।
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা।
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয় ইতি ॥ ৩৭৬ ॥

কিঞ্চ ॥

অথান্যানপি কাংশ্চিন্মুখ্যান্ দর্শয়ন্ ষোড়শ প্রকারান্ লিখতি আদ্যমিতি চতুর্ভিঃ। বৈষ্ণবং বিষ্ণুভক্তিলক্ষণমিত্যর্থঃ। হরেঃ শঙ্খচক্রাভ্যামঙ্কনং। তচ্চ তপ্তাভ্যামিতি জ্ঞেয়ং। তদঙ্কনস্যৈব মুখ্যত্বাৎ। তস্য হরের্ম্মন্ত্রাণাং তস্য হরের্নাম্নাং স্মরণং। লঘু লঘু শনৈঃ কীর্ত্তনং মনসি বা চিন্তনং। এবং ধ্যানেন কীর্ত্তনেন বা গৃহীতস্যাপি নামস্মরণস্য পৃথক্ নির্দ্দেশঃ তস্য স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া। তদীয়ানাং শ্রীবৈষ্ণবানাং সম্যক্ সেবা ॥ ৩৭৬ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিবপার্ব্বতীসম্বাদে ॥

হরির শঙ্খ চক্র লিখন প্রথম বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ, বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণ, অর্চ্চন, জপ, ধ্যান, ভগবন্নাম-স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, বন্দন, পাদসেবন (পরিচর্য্যা), ভগবৎ পাদোদক-সেবা, ভগন্নিবেদিত-ভোজন, শ্রীবৈষ্ণবদিগের সম্যক্ প্রকারে সেবা, দ্বাদশী-ব্রতনিষ্ঠতা এবং তুলসীরোপণ, দেবদেব শার্ঙ্গি বিষ্ণুর এই ষোড়শ প্রকার ভক্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই সকল দ্বারাই ভববন্ধন বিমোচন হয় ॥ ৩৭৬ ॥

আরও।

দর্শনং ভগবন্মূর্ত্তেঃ স্পর্শনং ক্ষেত্রসেবনং।
আঘ্রাণং ধূপশেষাদের্নির্ম্মাল্যস্য চ ধারণং।
নৃত্যং ভগবদগ্রে চ তথা বীণাদিবাদনং।
কৃষ্ণলীলাদ্যভিনয়ঃ শ্রীভাগবতসেবনং

এবং তত্র তত্র স্পষ্টমেকত্রোক্তানি ভক্তির্লক্ষণানি লিখিত্বা ইদানীমনুক্তান্যপি লক্ষণানি পূর্ব্বলিখিতাদ্যনুসারেণ লিখন্ শ্রবণেন্দ্রিয়াদীনামিব চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণামপি ভগবন্নিবৃত্ত্যা তথা মস্তকাদ্যঙ্গানামপি ভগবদর্থচেষ্টয়া ভক্তিত্বেন তথা পূজাঙ্গানামপি ভক্ত্যন্তর্গতত্বেন শ্রীমূর্ত্তিদর্শনাদীন্যপি ভক্তিলক্ষণান্যেবেতি লিখতি দর্শনমিতি ত্রিভিঃ। ক্ষেত্রস্য শ্রীমথুরাদেঃ সেবনং তত্র গমনং ভ্রমণং নিবাসশ্চেত্যর্থঃ। ইতি প্রায়পাদেন্দ্রিয়বৃত্তির্দ্দর্শিতা। ধূপশেষস্য আদিশব্দেন নির্ম্মাল্যতুলস্যাদেশ্চাঘ্রাণং। এবং চক্ষুস্ত্বক্‌পাদনাসেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপলক্ষণানি লিখিতানি। পূর্ব্বং নবলক্ষণেষু শ্রবণবাক্যমনোহস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিলক্ষণানি ষোড়শলক্ষণেষু চ পাদোদকপাননিবেদিতভোজনাভ্যাং রসনেন্দ্রিয়বৃত্তিরূপলক্ষণং লিখিতং। পায়ূপস্থয়োশ্চ তত্র সাক্ষাদযোগ্যত্বাত্তদ্বৃত্তিরূপ লক্ষণং ন লিখিতং। ইদানীং মস্তকাদ্যঙ্গচেষ্টারূপ লক্ষণানি লিখতি নির্ম্মাল্যসেবেত্যাদিনা। তত্র চ ক্বচিদেকস্যাঙ্গস্য ক্বচিৎ দ্বয়োঃ ক্বচিদ্বহূনাং তত্রাপি ক্বচিৎ সংহতানামপীত্যেবং বিবেচনীয়ং। যদ্যপি বন্দনেন শিরশ্চেষ্টারূপলক্ষণং পরিচর্য্যয়া চ হস্তাদিচেষ্টারূপলক্ষণানি গৃহীতান্যেব তথাপি তত্র তত্রৈব বিশেষান্তরাপেক্ষয়া পুনস্ত-চ্চেষ্টারূপলক্ষণানি নির্ম্মাল্যধারণবীণাবাদনাদীনি লিখিতানীতি দিক্। ভগবদগ্রত ইতি অন্যত্র নর্ত্তনাদের্ভগবদ্ভক্তিলক্ষণত্বাভাবাৎ প্রেমবৈবশ্যনৃত্যাদেশ্চ ফলপরিকরান্তর্গতত্বাদিতি দিক্। তত্র যদ্যপি নৃত্যং প্রায়োহস্তপাদয়োরেব চেষ্টা তথাপি সঙ্ঘাতৈরেবাঙ্গৈরন্যৈরপি স্যাদিতি সংহতানামেব জ্ঞেয়ং। এবমগ্রেঽপ্যূহ্যং। তথেতি ভগবদগ্র এবেত্যর্থঃ। সিদ্ধান্ত-

ভগবন্মূর্ত্তির দর্শন, ভগবন্মূর্ত্তির স্পর্শন, ক্ষেত্রসেবন অর্থাৎ শ্রীমথুরাদিক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও নিবাস, ধূপশেষাদির আঘ্রাণ, নির্ম্মাল্যধারণ, ভগবদগ্রে নৃত্য, ভগবদগ্রে বীণাদি বাদন, কৃষ্ণলীলাদির অভিনয়, শ্রীভাগবতসেবন অর্থাৎ শ্রীভাগবতের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি পরতা, পদ্ম ও তুলস্যাদির মালা ধারণ, একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতির রাত্রিতে

পদ্মাক্ষমালাদিধৃতিরেকাদশ্যাদিজাগরঃ ।
প্রাসাদরচনাদ্যন্যজ্জ্ঞেয়ং শাস্ত্রানুসারতঃ ॥ ৩৭৭ ॥
লিখিতা ভগবদ্ধর্ম্মা ভক্তানাং লক্ষণানি চ ।
তানি জ্ঞেয়ানি সর্ব্বাণি ভক্তের্বৈ লক্ষণানি হি ॥ ৩৭৮ ॥
তেষু জ্ঞেয়ানি গৌণানি মুখ্যানি চ বিবেকিভিঃ ।

শ্চাত্র পূর্ব্ববদেব আদিশব্দেন বংশ্যাদি। কৃষ্ণস্য লীলা আদিশব্দেন রূপাদি তদনুকরণং শ্রীভাগবতস্য সেবনং শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরতা। পদ্মাক্ষমালায়াঃ। আদিশব্দেন তুলসীমালা-দীনাঞ্চ ধারণং। একাদশ্যাং আদিশব্দাজ্জন্মাষ্টম্যাদিষু চ রাত্রৌ জাগরণং। প্রাসাদস্য ভগ-বদালয়স্য রচনং নির্ম্মাণং। তদাদিকং চান্যদ্ যাত্রোৎসবাদিশাস্ত্রোক্তানুসারেণ ভক্তিলক্ষণং জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭৭ ॥

তদেবাদিশব্দসূচিতমভিব্যঞ্জয়তি লিখিতা ইতি। ভগবদ্ধর্ম্মা যে পূর্ব্বং লিখিতাঃ যানি চ ভগবদ্ভক্তানাং লক্ষণানি লিখিতানি তানি সর্ব্বাণ্যেব ভক্তিলক্ষণানি জ্ঞেয়ানি। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩৭৮ ॥

তেম্বেব কঞ্চিদ্বিশেষং দর্শয়তি তেম্বেতি। শ্রবণাদিসর্ব্বেষু এব লিখিতেষু ভক্তিলক্ষণেষু মধ্যে কানিচিৎ গৌণানি অপ্রধানানি। কানিচিচ্চ মুখ্যানি প্রধানানি বিবিচ্য জ্ঞেয়ানী-ত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাৎ তানি লক্ষণানি প্রেম্নঃ সিদ্ধৌ সাধনে বহিরঙ্গাণি অন্তরঙ্গাণি চ। যানি বহিরঙ্গাণি তানি গৌণানি। যানি চান্তরঙ্গাণি তানি মুখ্যানীত্যর্থঃ। বিবেকিভিরিত্য-নেন শ্রবণাদীনি নব মুখ্যানি। তত্র চ শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণানি। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যোভগবান্নৃণামিতি সারোপদেশাৎ তত্রাপি কীর্ত্তনস্মরণে ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে

জাগরণ, ভগবন্মন্দিরাদির নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য যাত্রা মহোৎসবাদি শাস্ত্রোক্তানুসারে ভক্তি লক্ষণরূপে জানিতে হইবে ॥ ৩৭৭ ॥

যে সকল ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভক্তের লক্ষণ লিখিত হইল তৎসমুদায়কে ভক্তির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৩৭৮ ॥

যে সকল শ্রবণাদি ভক্তি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, ভক্তিরসিক ব্যক্তিগণ সেই সকলের মধ্যে কতকগুলি গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান, আর

বহিরঙ্গান্তরঙ্গাণি প্রেমসিদ্ধৌ চ তানি যৎ ॥ ৩৭৯ ॥
ভেদাস্তু বিবিধা ভক্তের্ভক্তভাবাদিভেদতঃ।

স্মরণং কীর্ত্তনং তথেতি স্কান্দে ভক্তিবিশেষণতয়া তয়োরুক্তেঃ। তত্রাপি শ্রীভগবন্নামসঙ্কীর্ত্তনং। অঘচ্ছিৎ স্মরণমিত্যাদিবচনাৎ। তচ্চ সর্ব্বং পূর্ব্বং লিখিতং। শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে চ বিবৃতমস্তি। সখ্যাত্মনিবেদনে চ ফলপরিকরান্তর্গতত্বেন মুখ্যতমে ইত্যেবং বিবেচনমভিপ্রেতং। এতচ্চাখিলং শ্রীবোপদেবাচার্য্যাদিভির্মুক্তাফলাদিগ্রন্থেষু শ্রীমন্মহানুভাবৈশ্চ ভক্তিরসার্ণবে বিশেষেণ বিবিচ্য দর্শিতমেবাস্তীতি বিস্তরতো ন লিখিতং ॥ ৩৭৯ ॥

কিঞ্চ ভক্তানাং ভগবৎসেবকানাং ভাবঃ তামসো রাজসঃ সাত্ত্বিকশ্চ। তথা কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যমিশ্রঃ শুদ্ধশ্চেত্যেবং ভেদেন আদিশব্দাৎ সাধনসাধ্যাদিভেদেন চ ভক্তের্ব্বহুবিধা ভেদা ভবন্তি। তে চোক্তাঃ কতিচিৎ স্পষ্টং শ্রীকপিলদেবেন তৃতীয়স্কন্ধে। অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ। বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ। কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণং। যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিক ইত্যাদিভিঃ। এষু চ প্রত্যেকমপি ত্রিধাবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ। এবমেকাশীতি র্ভেদাঃ প্রসিদ্ধাঃ। অন্যে চ বহবো লিখিতানুসারেণ ভবন্ত্যেব। তত্র চ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রাদয়ঃ পূর্ব্বং ভক্তলক্ষণেষু সংক্ষে

কতকগুলি মুখ্য অর্থাৎ প্রধান রূপে পরিজ্ঞাত হইবেন যেহেতু প্রেমসাধন বিষয়ে ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে কতিপয় বহিরঙ্গ ও কতিপয় অন্তরঙ্গ লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৩৭৯ ॥

ভক্তগণের তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক ভাবভেদে ভক্তির বিবিধ প্রকার ভেদ হয়, ঐ সমুদায় ভেদ শ্রীবোপদেবাচার্য্য প্রভৃতির মুক্তাফলাদি গ্রন্থ হইতে জানিতে হইবে এস্থলে লিখা বাহুল্য মাত্র ॥

তাৎপর্য্য। তৃতীয়স্কন্ধে কপিলদেব তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক এই তিনপ্রকার ভক্তির ভেদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ঐ তামসাদি তিন ক্রমে নব সংখ্যা হয়, শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি নবধা ভক্তি উক্ত নব সংখ্যা দ্বারা গুণিত হইয়া অর্থাৎ উত্তম তামস

মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যো জ্ঞেয়াস্তল্লিখনৈরলং ॥ ৩৮০ ॥
প্রেমভক্তৌ চ সিদ্ধায়াং সর্ব্বেঽর্থাঃ সেবকাঃ স্বয়ং।
ভগবাংশ্চাতিবশ্যঃ স্যাল্লিখ্যতেঽস্যাঃ সুলক্ষণং ॥ ৩৮১ ॥
অথ প্রেমভক্তিলক্ষণং ॥

পেণ লিখিতাএব। বিশেষতশ্চ সর্ব্বেঽপ্যেতে ভেদাঃ শ্রীবোপদেবাচার্য্যাদিভির্নিরূপিতা এব সন্তি। অতস্তে মুক্তাফলাদিগ্রন্থেভ্যোঽবগন্তব্যাঃ। আদিশব্দেন বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়-ভক্তিরসার্ণবাদয়ঃ। অতোঽত্র তেষাং ভেদানাং লিখনৈরলং প্রয়োজনং নাস্তীত্যর্থঃ। বৈষ্ণবানামবশ্যকৃত্যলিখনগ্রন্থেঽস্মিন্ তদপেক্ষাবিশেষাভাবাৎ ॥ ৩৮০ ॥

ইত্থং শ্রবণাদিলক্ষণায়াঃ সাধনভক্তের্মাহাত্ম্যং লক্ষণঞ্চ লিখিত্বা ইদানীং প্রেমলক্ষণায়াঃ একরূপায়া ভক্তেস্তত্তল্লিখিষ্যন্ আদৌ সংক্ষেপেণ মাহাত্ম্যং দর্শয়ন্ লক্ষণবিশেষ লিখনং প্রতিজানীতে। প্রেমেতি প্রেমলক্ষণভক্তৌ সিদ্ধায়াঞ্চ সর্ব্বে অর্থা ধর্ম্মাদয়ঃ পুরুষার্থাঃ স্বয়মেব সেবকাঃ প্রেমভক্তিমতো জনস্যাধীনা ভবন্তি। অপ্যর্থে চকারঃ। ভগবান্ পরমেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি অতিবশ্যঃ পরমায়ত্তঃ স্যাদিতি সংক্ষেপতো মাহাত্ম্যং। যদ্যপি শ্রবণাদিসাধনভক্ত্যা তদ্বশীকরণং পূর্ব্বং লিখিতমস্তি তথাপি ভক্তমনোরথপূরণার্থং প্রেমপ্রদানার্থম্বা তদ্বিজ্ঞেয়ং। প্রেম্না চ বশীকরণং। প্রেমবতো মনোরথে সম্পাদিতেঽপি তৎসঙ্গং কদাপি ন পরিত্যক্তুং শক্নোতীত্যেবং বিবেচনীয়ং। অতএবাত্রাতিশব্দপ্রয়োগঃ। অস্যাঃ প্রেমভক্তেঃ। সু শোভনং লক্ষণং। সুশব্দো মুক্তাফলাদিগ্রন্থকারলিখিতাপেক্ষয়া ॥ ৩৮১ ॥

শ্রবণ, মধ্যম তামস শ্রবণ ও অধম তামস শ্রবণ। উত্তম রাজস শ্রবণ, মধ্যম রাজস শ্রবণ ও অধম রাজস শ্রবণ। উত্তম সাত্ত্বিক শ্রবণ, মধ্যম সাত্ত্বিক শ্রবণ ও অধম সাত্ত্বিক শ্রবণ ইত্যাদি ক্রমে অন্যান্য অষ্ট প্রকার ভক্তি গুণিত হইয়া একাশীতি সংখ্যা হয় ॥ ৩৮০ ॥

প্রেমভক্তি সিদ্ধ হইলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় স্বয়ং প্রেমভক্তি বিশিষ্ট জনের সেবক তুল্য অধীন হইয়াথাকে, অধিক কি বলিব ভগবান্‌ও তাঁহার বশীভূত হয়েন অতএব প্রেমভক্তির শোভন লক্ষণ লিখিতেছি ॥ ৩৮১ ॥

অথ প্রেমভক্তিলক্ষণ ॥

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংপ্লুতা।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈরিতি ॥ ৩৮২ ॥

প্রেমভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং ভক্তের্মাহাত্ম্যতঃ পরং।

বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসংপ্লুতা প্রেমরসব্যাপ্তা যা মমতা মমায়মিতি ভাবঃ। সা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণেতি.ভীষ্মাদিভিস্তত্ত্ববিদ্ভিরুচ্যতে। কথম্ভূতা মমতা। ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহ-গেহাদৌ মমতা যস্মাৎ সা প্রেমলক্ষণৈব সুসিদ্ধা ॥ ৩৮২ ॥

ননু ঈদৃশ্যা ভক্তের্ম্মাহাত্ম্যং বিস্তরতোঽপেক্ষ্যতে তত্র লিখতি প্রেমভক্তেশ্চেতি। পরম-ন্যচ্চ উৎকৃষ্টং বা মাহাত্ম্যং সিদ্ধমেব সাধনভক্তেরপি দৌর্লভ্যাদিনা সাধ্যভক্তেঃ স্বতএব পরমদৌর্লভ্যাদিসিদ্ধেঃ। তত্র যদ্যপি পাপোন্মূলনাদিকমত্যন্ত তুচ্ছত্বাত্তন্মাহাত্ম্যেনাতীব সঙ্গচ্ছতে তথাপি প্রেমভক্তিমতঃ কথঞ্চিৎ সম্বন্ধিনামপি বিদূরতঃ সদ্যোঽশেষসমূলপাপো-ন্মূলনাদিকং ভবতীত্যেবমুহ্যং। যতঃ প্রেমৈব ফলং নিশ্চিতং নতু বৈকুণ্ঠবাসাদিকমপী-ত্যর্থঃ। যদ্যপি বৈকুণ্ঠলোকোঽপ্যসৌ প্রেমভক্তিময় এব তথাপি প্রেমবতাং তত্র নাতীবা-পেক্ষেতি শ্রীভাগবতামৃতোত্তরখণ্ডে বিবৃতমেবাস্তি। কিঞ্চ। যদ্যপি প্রেমস্বভাবেন কদাপি শ্রবণাদিভক্তেঃ পরিত্যাগো ন স্যাৎ অথবা বিবৃদ্ধএব তদ্বৃদ্ধ্যা চ পুনঃ প্রেমবিশেষঃ সম্প-দ্যতে ইতি পরস্পরং কার্য্যকারণতা প্রকটৈব। অতএব। দাসীশতা অপি বিভোর্ব্বিদধুঃ স্ম দাস্যমিত্যাদিনা শ্রীমহিষীণাং বিবিধসেবাত্মিকা শ্রীনারদাদীনাঞ্চ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তিঃ শ্রূয়তে। তথাপ্যত্র শ্রবণাদিভক্ত্যনন্তরং প্রেমলক্ষণভক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া

নারদপঞ্চরাত্রে ॥

যাহাতে দেহ গেহাদির প্রতি মমতা অর্থাৎ "আমার" এইরূপ ভাবনাই এবং যাহাতে বিষ্ণুর প্রতি প্রেমরস ব্যাপ্তা মমতা অর্থাৎ ইনি "আমার" এরূপ ভাব আছে, তাহাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলেন ॥ ৩৮২ ॥

ভক্তির মাহাত্ম্য হইতে প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য উৎকৃষ্ট ইহা সিদ্ধ

সিদ্ধমেব যতো ভক্তেঃ ফলং প্রেমৈব নিশ্চিতং ॥ ৩৮৩ ॥
চিহ্নানি প্রেমসম্পত্তের্ব্বাহ্যান্যাভ্যন্তরাণি চ।
কিয়ন্ত্যুল্লিখতা তস্যা মহিমৈব বিলিখ্যতে ॥ ৩৮৪ ॥
অথ প্রেমসম্পত্তিচিহ্নানি ॥
সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদস্য বালানুশাসনে ॥
নিশম্য কর্ম্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্য্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং

ভক্ত্যা ইত্যাদ্যনুসারেণ ফলং প্রেমৈবেতি লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৩৮৩ ॥

এবং প্রেমভক্তেঃ পরমং মাহাত্ম্যং দর্শিতমেব পরমপি তৎসম্পত্তিলক্ষণানুষঙ্গেন পরম-মধুরমাহাত্ম্যবিশেষং দর্শয়ন্ প্রেমভক্তিসম্পত্ত্যা জায়মানবাহ্যান্তরবিকারাণাং সংক্ষেপতো লিখনং ততশ্চ তস্যা মাহাত্ম্যলিখনমপি প্রতিজানীতে চিহ্নানীতি। উল্লিখতা উৎ উদ্দেশেন সংক্ষেপেণ লিখতা। তস্যাঃ প্রেমভক্তের্মাহাত্ম্যমেব বিশেষতোলিখ্যতে প্রেমভক্তিসিদ্ধস্য স্বাভাবিকলক্ষণানামপি সাধকেষু পরমসাধ্যত্বাৎ ॥ ৩৮৪ ॥

গুণান্ ভক্তবাৎসল্যাদীন্ বীর্য্যাণি দৈত্যমারণাদীনি পরাক্রমাংশ্চ। অতিহর্ষেণোদ্গতাঃ

হইল, যেহেতু ভক্তির প্রেমই নিশ্চিত ফল ॥ ৩৮৩ ॥

প্রেম-সম্পত্তির বাহ্য ও আন্তরিক বিকার সকল কিয়ৎ পরিমাণে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার মহিমা মাত্র লিখিতেছি, তাহাতেই চিহ্ন সকল পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৩৮৪ ॥

অথ প্রেম-সম্পত্তির চিহ্ন সকল ॥

সপ্তমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ২৮। ২৯। ৩০ শ্লোকে ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন হে বয়স্য সকল! যখন অতিশয় হর্ষোদয় হও-য়াতে পুলকোদ্গম ও অশ্রুপাত হয়, তাহাতে গদ্গদ স্বরে ঊর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া

প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥
যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতি ধ্যায়তি বন্দতে জনং।
মুহুঃ শ্বসন্ বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ ৩৮৫ ॥
তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজং ॥ ৩৮৬ ॥

পুলকা অশ্রূণি চ তৈর্গদ্গদং যথা ভবতি। এবং প্রোৎকণ্ঠ উচ্চৈর্গায়তি। আত্মনি ভগবতি মতির্যস্য তথাভূতঃ সন্। অতএব গতত্রপঃ নির্লজ্জঃ সন্ ॥ ৩৮৫ ॥

তস্য হরের্ভাবশ্চেষ্টাদিস্তস্য ভাবোভাবনা তেনানুকৃতে। যদ্বা তস্মিন্ হরৌ ভাবঃ প্রেমা যেষাং জনানাং তেষাং ভাবঃ বাহ্যান্তরচেষ্টা তস্য অনুকৃতঃ অনুকারো যয়োস্তথাভূতে আশয়াকৃতী মনঃশরীরে যস্য। নির্দ্দগ্ধং বীজমজ্ঞানং অনুশয়ো বাসনা চ যস্য সঃ। সম্যগেতি প্রাপ্নোতি নিত্যসঙ্গী ভবতীর্থঃ। ইতি বাহ্যান্তরবিক্রিয়ারূপলক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তং এবমগ্রেঽপ্যূহ্যঃ ॥ ৩৮৬ ॥

কখন নৃত্য, গীত ও আনন্দ-ধ্বনি করে, কখন গ্রহগ্রস্তের ন্যায় হইয়া হাস্য করে, কখন ক্রন্দন করে, কখন ধ্যান করে, কখন লোকের বন্দনা করে, কখন বা বারম্বার শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নির্ল্লজ্জ হইয়া "হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ!" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকে ॥ ৩৮৫ ॥

তখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং ভগবানের চেষ্টাদি ভাবনায় পুরুষের মনঃ ও শরীর তাহার অনুকৃত হইতে থাকে। সে সময় গুরুতর ভক্তি হেতু সেই ব্যক্তির অজ্ঞান ও বাসনা নির্দ্দগ্ধ হইয়া যায় অতএব সম্যক্ প্রকারেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮৬ ॥

একাদশে চ শ্রীকবিযোগেশ্বরোত্তরে ॥
শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানী নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জোবিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৩৮৭ ॥
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।

তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থো যেষাং নাম্নাং। অনেন চ নামগানেনৈব জন্মকর্ম্মগানসিদ্ধে র্নামগানস্য প্রাধান্যমভিপ্রেতং। যদ্বা তদর্থকানি রথাঙ্গপাণ্যর্থমেব তৎ-প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ। যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি। যদ্বা লৌকিকগাথাঃ যদ্যপি তাসাং জন্মাদ্যন্তর্গতত্বেন পৃথগুক্তির্ন ঘটতে তথাপি শাস্ত্রোক্তব্যতিরিক্তলোকপ্রসিদ্ধকর্ম্মাদ্যপেক্ষয়া রাগতালাদি রসাদ্যপেক্ষয়া বা জ্ঞেয়াঃ। তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ। অসঙ্গো নিস্পৃহঃ ত্যক্তপরিগ্রহো বা ইতি সাধন-মুদ্দিষ্টং ॥ ৩৮৭ ॥

এবং ভজতঃ সংপ্রাপ্তপ্রেমলক্ষণভক্তিযোগস্য সংসারধর্ম্মাতীতাং গতিমাহ। এবমিতি। এবং ব্রতং বৃত্তং নিয়মো বা যস্য সঃ। স্বপ্রিয়স্য হরের্নামকীর্ত্ত্যা। যদ্বা স্বপ্রিয়ং যৎ কৃষ্ণনাম তস্য কীর্ত্তনেন জাতোঽনুরাগঃ প্রেমা যস্য সঃ। নামকীর্ত্তনস্য পুনরুক্তিঃ প্রেমসম্পত্তৌ প্রিয়নামকীর্ত্তনস্যাত্যন্তান্তরঙ্গত্ববিবক্ষয়া কিম্বা প্রেমসম্পত্তের্লক্ষণ বিশেষ বিজ্ঞাপনায় তেন

১১ স্কন্ধে ২ অধ্যায় ৩৭। ৩৮ শ্লোকে
কবিযোগেশ্বরের উত্তরে যথা ॥

কবি কহিলেন, হে রাজন্! চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও লোক-পরম্পরাপ্রসিদ্ধ মঙ্গল জনক জন্ম কর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া তদর্থ নাম সকল কীর্ত্তন করতঃ নিস্পৃহ ও লজ্জা শূন্য হইয়া বিচরণ করিবে ॥৩৮৭॥

মহারাজ! এই প্রকার ভক্ত্যঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে ২ প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তন্নিবন্ধন শ্লথ হৃদয় হইয়া

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৩৮৮ ॥
তত্রৈব শ্রীপ্রবুদ্ধযোগেশ্বরোত্তরে ॥
স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং ॥ ৩৮৯ ॥
ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

তস্য ফলে পর্য্যবসানার্থং। ততশ্চ কীর্ত্ত্যা বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ কদাচিদ্ভগবন্তং ভক্তপরাজিতমাকলয্য বাল্যাদিবিনোদমনুসন্ধায় বা উচ্চৈর্হসতি এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোঽস্মীতি। যদ্বা প্রেমভাবস্বাভাবিকবিরহিভাবেন রোদিতি। অত্যৌৎসুক্যাৎ তেনৈব বা রৌতি আক্রোশতি অতিহর্ষেণ আর্ত্তি বিশেষেণ বা গায়তি সুস্বরেণ বা গুণাদিকং কীর্ত্তয়তি। জিতং জিতমিতি নৃত্যতি। যদ্বা সাক্ষাদ্ভূতমিব দৃষ্ট্বা বা নৃত্যতি। কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রতি প্রকাশয়িতুং। ন। উন্মাদবৎ গ্রহগৃহীতবৎ। লোকবাহ্যঃ বিবশঃ। যদ্বা উন্মাদবদিত্যনেন হাসাদেরনিয়তত্বং লোকবাহ্য ইত্যনেন চালৌকিকত্বং দর্শিতং ॥ ৩৮৮ ॥

অঘৌঘহরং সংসারদুঃখপরম্পরাবিনাশকং। ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ॥ ৩৮৯ ॥

অজং হরিং অনুশীলয়ন্তি তল্লীলা অভিনয়ন্তি। এবং পরং পরমেশ্বরং এত্য প্রাপ্য

উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন আক্রোশন, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন ॥ ৩৩৮ ॥

১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩২। ৩৩ শ্লোকে ॥

শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগেশ্বরের উত্তরে ॥

হে রাজন্! সর্ব্বপাপবিনাশন ভগবান্ হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও অন্যকে স্মরণ করাইয়া দিবে এবং সাধান ভক্তি দ্বারা প্রেম উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা পুলকিত শরীর ধারণ করিবে ॥ ৩৮৯ ॥

কখন কৃষ্ণ চিন্তায় রোদন করিতে থাকে, কখন হাস্য করে, কখন

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ৩৯০ ॥
শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে চ ॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥ ৩৯১ ॥
বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ

নির্বৃতাঃ সন্তস্তূষ্ণীং ভবন্তি। যদ্বা পরমেশ্বরার্থমত্য নির্বৃতাঃ পরমার্ত্তাঃ সন্তঃ তূষ্ণীং ভবন্তি নিশ্চেষ্টাঃ স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৯০ ॥

রোমহর্ষাদিকং বিনা কথং ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা গম্যতে ভক্ত্যা চ বিনা কথমাশয়ঃ শুধ্যেৎ ভক্ত্যেকপরঃ সদা সর্ব্বত্র সাক্ষাদিব শ্রীকৃষ্ণপরিস্ফূর্ত্তিময়ো বা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯১ ॥

কিঞ্চ। ভক্তিঃ স্বাশ্রয়ং শোধয়তীতি কিং বক্তব্যং যতো গদ্গদবাগাদিলক্ষণমৎপ্রেমভক্তি-যুক্তো লোকং সর্ব্বং পুনাতীত্যাহ বাগিতি গদ্গদা গদ্গদস্বরযুক্তা। অভীক্ষ্ণং রুদতীতি প্রেমপরিপাকস্বভাবেন নিরন্তরবিরহাদ্যুৎপত্তেঃ। ক্বচিৎ কদাচিৎ। অস্য পরেণাপ্যন্বয়ঃ। পুনাতি সংসারমলাৎ অদ্বৈতদুর্ব্বাসনমলাদ্বা শোধয়তি ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাৎ ভগবন্ময়তা

আহ্লাদিত হয়, কখন অলৌকিক বাক্য বলে, কখন নৃত্য, কখন গীত, কখন কৃষ্ণানুশীলন এবং নির্বৃত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে ॥ ৩৯০॥

১১ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২২। ২৩ শ্লোকে ॥

শ্রীভগবান্ ও উদ্ধবসম্বাদে ॥

ভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! রোমহর্ষ ব্যতীত চিত্তের আর্দ্রতা, আনন্দাশ্রুকলা ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব কিরূপে জানা যাইবে এবং ভক্তি ব্যতীতই বা চিত্তশুদ্ধি কি প্রকারে হইবে ॥ ৩৯১ ॥

আমার কথা শ্রবণে যাহার বাক্য গদ্গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন লজ্জা শূন্য হইয়া গান করে ও নৃত্য

মদ্ভক্তিযুক্তোভুবনং পুনাতি ॥ ৩৯২ ॥
যথোক্তভক্ত্যশক্তৌ তু ভগবচ্চরণাম্বুজং।
শরণাগতভাবেন কৃৎস্নভীতিঘ্নমাশ্রয়েৎ ॥ ৩৯৩ ॥
অথ শরণাপত্তিঃ ॥
শ্রীভগবদ্গীতাসু ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

সম্পাদনাদ্বা। ইতি লক্ষণং মাহাত্ম্যং চোক্তং ॥ ৩৯২ ॥

এবং সাধনসাধ্যরূপাং ভক্তিং লিখিত্বাধুনা শ্রবণাদ্যসমর্থস্য শরণাগতমাত্রেণাপি কৃতার্থতা স্যাদিতি শরণাপত্তিং লিখতি যথোক্তেতি। যদ্যপি সখ্যাত্মনিবেদনয়োর্ভক্তিপ্রকারয়োরন্তরেব শরণাগতত্বং পর্য্যবস্যতি তথাপি তয়োর্মনোবৃত্তিবিশেষোঽপেক্ষ্যতে। শরণাগতত্বে চ কেবলং ভগবদীয়োঽহমিত্যেতাবন্মাত্রমিতি অতঃ পৃথগস্য লিখনং তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৩৯৩ ॥

সর্ব্বান্তে সর্ব্বতঃ পরমগুহ্যতমমুপদিশতি সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব বা সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং হিত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানং কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ। যদ্বা। শরণাগতত্বমাত্রেণ পরমফলবিশেষরূপা ভক্তির্মে ন সিদ্ধেতি মাশুচঃ শরণাগতত্বস্যৈব পরমবিশ্বাসাত্মক ভক্তিবিশেষরূপত্বাদিতি দিক্। ইদঞ্চাত্মলোকশিক্ষার্থমেবার্জ্জুনমধিকৃত্যোক্তং নতু তং প্রতি তথোপদেশঃ তস্য

করে, এরূপ মদ্ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিজগৎ পবিত্র করেন ॥ ৩৯২ ॥

যথোক্ত ভক্তিতে আসক্তি হইলে কেবল শরণাগতভাবে সমস্ত ভয়নাশক ভগবচ্চরণারবিন্দকে আশ্রয় করিবে ॥ ৩৯৩ ॥

অথ শরণাপত্তি ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! সমস্ত ধর্ম্ম অর্থাৎ বিভিন্ন ভাব কিম্বা ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য স্বরূপ সমস্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৩৯৪॥

একাদশস্কন্ধে চ॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে॥

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যাদকুতোভয়ঃ॥ ৩৯৫॥

তন্নিত্যতা চ॥

নরাবতারত্বেন পরমসখ্যাদিনা চ স্বতএব পরমভাগবতত্বাৎ॥ ৩৯৪॥

যস্মাদেবম্ভূতো মদীয়জনপ্রভাবস্তস্মাৎ। চোদনাং শ্রুতিং প্রতিচোদনাং স্মৃতিঞ্চ। যদ্বা বিধিং নিষেধং চোৎসৃজ্য সর্ব্বমেব পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। মামেবৈকং শরণং যাহি। ময়ৈবাকুতোভয়ঃ স্যাৎ। সর্ব্বদেহিনামাত্মানং অন্তর্যামিত্বেন হৃদি নিবসন্তমিত্যর্থঃ। অনেন ত্বদীয়ক্ষেত্রবিশেষাশ্রয়ণনিয়মো নিরস্তঃ। সর্ব্বেণাত্মনো ভাবেন ভাবনয়া ইতি তদেকনিষ্ঠতোক্ত্যান্যাখিলপরিত্যাগেন সুকরত্বমপি দর্শিতমিতি দিক্। কেচিচ্চ ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্যামিত্ব দৃষ্ট্যা সর্ব্বেষু জীবেষু যোঽপৃথগ্‌ভাবো ভগবদ্দৃষ্টির্ব্বা তদেব শরণাগতত্বং মন্যন্তে। তচ্চ জ্ঞানভক্ত্যন্তর্গতমেবেতি জ্ঞানভক্তিলক্ষণে সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদিত্যত্র বিবৃতমেবাস্তি। এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্যেন শরণাগতত্বস্য বিধেয়ত্বং লিখিতং॥ ৩৯৫॥

শোক করিও না॥ ৩৯৪॥

১১ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে

শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে॥

অতএব হে উদ্ধব! তুমি শ্রৌত বিধি ও স্মার্ত্ত বিধি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহির আত্মারূপ আমার শরণাপন্ন হও, তাহা হইলেই আমার দ্বারা অকুতোভয় হইবে॥ ৩৯৫॥

শরণাপত্তি নিত্যতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং।
অশীতিশ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রাম্যদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ॥
তদপ্যফলতাং যাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং ॥ ৩৯৬ ॥

অথ শরণাপত্তিমাহাত্ম্যং ॥

তচ্চাবশ্যমেব কার্য্যং অন্যথা পরমদোষাপত্তেরিতি তস্য নিত্যতাং লিখতি প্রাপ্যেতি ত্রিভিঃ। আত্মৈব চিরং বঞ্চিতঃ বিবিধদুঃখসাগরে সদা নিপাতিত ইত্যর্থঃ। লক্ষানিত্যাদি পুংস্ত্বাদিকমার্ষং। চতুরশীতিসংখ্যকাস্বিত্যর্থঃ। জন্মপর্য্যায়াৎ তত্র তত্র পর্য্যায়েণ জন্মপ্রাপ্তেরনন্তরং প্রাপ্যং ভবতি। আত্মাভিমানিনাং দেহাভিমানবতাং। বরাকাণাং তুচ্ছবুদ্ধীনাং শরণাগতত্বেনাপ্যপ্রপন্নানামসতামিত্যর্থঃ। এবং ভক্ত্যশক্তেনাবশ্যং শরণাগতেনাপি ভাব্যং। অন্যথা মানুষ্যজন্মবৈফল্যেন তদশেষকর্ম্মবৈফল্যাপত্তেঃ। ইতি নিত্যত্বং সিদ্ধং ॥৩৯৬

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ॥

দেবপ্রার্থিত দুর্ল্লভতর মনুষ্য জন্মপ্রাপ্ত হইয়াও যাহারা গোবিন্দকে আশ্রয় করিল না, তাহারা আপনার আত্মাকে চির বঞ্চিত করিল অর্থাৎ আত্মাকে সর্ব্বদা বিবিধ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া রাখিল ॥

চতুরশীতিলক্ষ জীব জাতি সকলে জন্ম পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ শীল যে সকল পুরুষ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া, যদি গোবিন্দচরণারবিন্দকে আশ্রয় না করে, সেই সকল আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র পুরুষদিগের লব্ধ মনুষ্যজন্মও বিফল হয় ॥ ৩৯৬ ॥

অথ শরণাপত্তিমাহাত্ম্য ॥

উক্তঞ্চ রামায়ণে শ্রীরঘুনাথেন বিভীষণগমনপ্রসঙ্গে ॥

সকৃদেব প্রপন্নোযস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ৩৯৭ ॥

নারসিংহে বৈকুণ্ঠনাথেন ॥

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনং।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহং ॥

নামাপরাধপ্রসঙ্গে ॥

পাদ্মে শ্রীনারদং প্রতি সনৎকুমারেণ ॥

সর্ব্বাচারবিবর্জ্জিতাঃ শঠধিয়োব্রাত্যা জগদ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙ্কৃতিপানপৈশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা নিষ্ঠুরাঃ।

অপ্যর্থে এব শব্দঃ। যঃ প্রপন্নঃ শরণাগতঃ সন্। তবাস্মি ভবামীতি সকৃদপি যাচতে। যদ্বা কথং প্রপন্নস্তদাহ তবেত্যাদিনা। শরণাগতত্বলক্ষণং চেদং জ্ঞেয়ং এবমগ্রেপ্যূহ্যং ॥ ৩৯৭ ॥ ব্রাত্যাঃ সংস্কারহীনা দ্বিজাধমাঃ। পানমপেয়সা। পাপা অধার্ম্মিকশূদ্রাঃ অন্ত্যজাশ্চ

রামায়ণে বিভীষণগমনপ্রসঙ্গে শ্রীরঘুনাথ কহিয়াছেন ॥

যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া আমি তোমার হইলাম এই বলিয়া একবার মাত্র প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় প্রদান করি এই আমার ব্রত ॥ ৩৯৭ ॥

নৃসিংহপুরাণে বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়াছেন ॥

আশ্রয় স্বরূপ দেবদেব জনার্দ্দিন তোমার আশ্রয় লইলাম, এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করি ॥

নামাপরাধপ্রসঙ্গে ॥

পদ্মপুরাণে নারদের প্রতি সনৎকুমারের বাক্য ॥

হে দ্বিজ! যাহারা সমুদায় আচার বর্জিত, শঠবুদ্ধি, সংস্কার হীন, বিশ্ববঞ্চক, দম্ভ, অহঙ্কার, অপেয়পান ও খলতাপরায়ণ, অধার্ম্মিক

যেচান্যে ধনদারপুত্রনিরতাঃ সর্ব্বাধমাস্তেঽপি হি
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দশরণা মুক্তা ভবন্তি দ্বিজ ॥ ৩৯৮ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥

ন হি নারায়ণং নাম নরাঃ সংশ্রিত্য শৌনক।
প্রাপ্নুবন্ত্যশুভং সত্যমিদমুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯৯ ॥

বৃহন্নারদীয়ে কলিপ্রসঙ্গে ॥

পরমার্থমশেষস্য জগতামাদিকারণং।
শরণ্যং শরণং যাতোগোবিন্দং নাবসীদতি ॥ ৪০০ ॥

যে যদ্বা অন্ত্যজেষ্বপি পাপা যে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বথা বাঽধমাঃ ॥ ৩৯৮ ॥

হিশব্দোঽবধারণে অশুভং অমঙ্গলং অনিষ্টং বা কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্নুবন্তি। কিন্তু সর্ব্বশ্রেয় এব লভন্ত ইত্যর্থঃ। নাম প্রকাশ্যে। যদ্বা নারায়ণমিতি নামাশ্রিত্য। ততশ্চ নামমাহাত্ম্যে শ্লোকোঽয়ং দ্রষ্টব্যঃ। যদ্বা নামাশ্রয়ণমপি ভগবদাশ্রয়ণমেবেতি তয়োরভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ৩৯৯ ॥

পরমার্থং পরমফলরূপং পরমতত্ত্বং বা নাবসীদতি কিঞ্চিদ্দুঃখং নাপ্নোতি ॥ ৪০০ ॥

শূদ্র, অন্ত্যজ, নিষ্ঠুর, আর যাঁহারা কলত্র পুত্র ধন তৎপর, সেই সকল সর্ব্বাপেক্ষা অধমেরাও যদি গোবিন্দচরণারবিন্দের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারাও মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯৮ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ॥

হে শৌনক! মনুষ্যগণ নারায়ণকে আশ্রয় করিলে কখনই অশুভ প্রাপ্ত হইবে না, আমি তোমাকে ইহা পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া কহিলাম ॥ ৩৯৯ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে কলিপ্রসঙ্গে ॥

সমুদায় জগতের পরম ফল স্বরূপ, আদিকারণ, রক্ষক, গোবিন্দের শরণাগত হইলে কখন অবসন্ন হয় না ॥ ৪০০ ॥

শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মে ভীষ্মযুধিষ্ঠিরসম্বাদে ॥

স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যং য এব পুরুষর্ষভঃ।
রাজংস্তব যদুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিং।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৪০১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয়সম্বাদে ॥

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।

তব প্রিয়ে হিতে চ নিত্যং স্থিতঃ অবহিতঃ। পুরুষেষু ব্রহ্মাদিষু ত্রিষু মধ্যে তেভ্যো বা ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ। অবতারিত্বাৎ। অতো বৈকুণ্ঠঃ অকুণ্ঠপ্রভাবঃ। কিঞ্চ। পুরুষোত্তমঃ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণঃ। অতএব নারায়ণং সর্ব্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্চ আশ্রয়ণমাত্রেণ সর্ব্বদোষদুঃখহরং। মনোহরঞ্চ। দুর্গাণি দুস্তর সংসারদুঃখানি ॥৪০১॥

দিব্যা আন্তরীক্ষা মানুষাঃ শত্রুপ্রভবাঃ। ভৌতিকাঃ শীতোষ্ণাদি প্রভবাঃ। যদ্বা শারীরা মানসাশ্চেত্যাধ্যাত্মিকাঃ দিব্যা আধিদৈবিকাঃ। মানুষা অন্যভৌতিকাশ্চেত্যা-

---

শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির সম্বাদে ॥

হে রাজন্! যে পুরুষ প্রধান, যদুশ্রেষ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম তোমার প্রিয় ও হিত বিষয়ে নিত্য অবহিত, সেই নারায়ণ হরিকে যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক আশ্রয় করেন, তাঁহারা দুস্তর সংসারদুঃখ উত্তীর্ণ হয়েন, ইহাতে আমার বিচারণা নাই ॥ ৪০১ ॥

তৃতীয়স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে বিদুরমৈত্রেয়সম্বাদে ॥

মৈত্রেয় কহিলেন, হে ব্যাসনন্দন! ঐ মনুকে কোন সময়ে কোন প্রকার ক্লেশে বাধা দেয় নাই, বৎস! শারীরিক, মানসিক, দৈবিক, শত্রুপ্রভব এবং শীতোষ্ণাদিপ্রভব ইত্যাদি বিবিধ ক্লেশ আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কি হরিপদাশ্রিত ব্যক্তির পীড়া জন্মাইতে সমর্থ

ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধন্তে হরিসংশ্রয়ং ॥ ৪০২ ॥

বামনে শ্রীপ্রহ্লাদবলিসম্বাদে ॥

যে সংশ্রিতা হরিমনন্তমনাদিমধ্যং
নারায়ণং সুরগুরুং শুভদং বরেণ্যং।
শুদ্ধং খগেন্দ্রগমনং কমলালয়েশং
তেঁ ধর্ম্মরাজকরণং ন বিশন্তি ধীরাঃ ॥ ৪০৩ ॥

যে শঙ্খচক্রাব্জকরং সশার্ঙ্গিণং
খগেন্দ্রকেতুং বরদং শ্রিয়ঃপতিং।
সমাশ্রয়ন্তে ভবভীতিনাশং

ধিভৌতিকাঃ। ইতি ত্রিবিধা অপি তাপাঃ। বৈয়াসে হে বিদুর ॥ ৪০২ ॥

সংশ্রিতাঃ শরণং যাতাঃ। ধর্ম্মরাজস্য করণং কায়স্থং তল্লিখনাধিকারমিত্যর্থঃ। সর্ব্ব-পাপক্ষয়াৎ তদ্ধেতুত্বেনানন্তাদি বিশেষণৈর্মাহাত্ম্যমুক্তং এবাং যথাসম্ভবং হেতুহেতুমতোহ্যা। এবমগ্রেঽপি ॥ ৪০৩ ॥

ন কেবলমেবং নরকভয়ং ক্ষীণং কিন্তু সংসারভয়ঞ্চ বিনষ্টং পরমপদপ্রাপ্তিরপি জাতে ত্যাহ যে শঙ্খেতি। সম্যগাশ্রয়ন্তে শরণং যান্তি বিশিষ্টা মুক্তির্বৈকুণ্ঠবাসস্তত্তাজামিতি

হয়? ॥ ৪০২ ॥

বামনপুরাণে প্রহ্লাদ বলিসম্বাদে ॥

যাঁহারা হরি, অনন্ত, অনাদি মধ্য, নারায়ণ, দেবগুরু, শুভপ্রদ, বরেণ্য, শুদ্ধ, গরুড়বাহন ও লক্ষ্মীকান্তকে আশ্রয় করেন, সেই সকল ধীর পুরুষেরা ধর্ম্মরাজের করণ অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত কায়স্থের লিপির মধ্যে প্রবেশ করেন না ॥ ৪০৩ ॥

যাঁহারা শঙ্খ চক্র পদ্মপাণি, শার্ঙ্গী, গরুড়ধ্বজ, বরপ্রদ লক্ষ্মীপতি ও ভবভয়ভঞ্জনকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ভয় নাই,

তেষাং ভয়ং নাস্তি বিমুক্তিভাজাং ॥ ৪০৪ ॥

বৃহন্নারদীয়ে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণান্তে।

সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে মোহনিদ্রাসমাকুলে।

যে হরিং শরণং যান্তি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ৪০৫ ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।

ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥ ৪০৬ ॥

দশমস্কন্ধে ॥

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং

মুখ্যং ফলং ॥ ৪০৪ ॥

কৃতার্থাঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থাঃ ॥ ৪০৫ ॥

তেষাং ন সমর্থঃ। জাতেঽপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিত্যর্থঃ। যতো মুক্তেঃ ফলং ভক্তিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তির্বা তদ্ভাগিনঃ ॥ ৪০৬ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পরমার্থত্বাৎ পরমমাহাত্ম্যাচ্চ তদেকশরণানামযত্নসিদ্ধমেব পরমপদ-

---

তাঁহারা বৈকুণ্ঠবাসের অধিকারী ॥ ৪০৪ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণের শেষে ॥

এই মহানিদ্রাসমাকুল মহাঘোর সংসারে যাঁহারা হরির শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা কৃতার্থ, সংশয় নাই ॥ ৪০৫ ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

যাঁহারা কর্ম্ম মন ও বাক্য দ্বারা অচ্যুতের শরণাগত হয়েন, তাঁহাদের প্রতি যম শাসন করিতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তির অধিকারী ॥ ৪০৬ ॥

১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ॥

হে মহারাজ! ভগবান্ মুরারির যশঃ অতি পবিত্র, যে সকল ব্যক্তি

মহৎ পদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাং ॥ ৪০৭ ॥
প্রথমে ॥
যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।

মিতি প্রকরণার্থমুপসংহরন্নাহ সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং যশোষস্য স পুণ্যযশাঃ স চাসৌ মুরারিশ্চ তস্য পদপল্লব এব প্লবঃ তং সম্যগাশ্রিতাঃ। মহৎপদং মহতাং পদমাশ্রয়ং। যদ্বা মহচ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টঞ্চ তৎপদঞ্চেতি তথা। তেষাং ভবাম্বুধির্বৎসপদমাত্রং ভবতি অনায়াসেন মোক্ষঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তস্যানুষঙ্গিকত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ পরং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং পদং স্থানং ভবতি। বিপদাং যৎপদং বিষয়স্তত্র পুনঃ কদাচিদপি তেষাং ন ভবতি। ন ততঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪০৭ ॥

এবং শ্রীভগবৎশরণাপন্নানাং ক্রমেণ ভবদুঃখাদ্যভাবং পরমপদপ্রাপ্তিঞ্চ লিখিত্বাধুনা তেইন্যানপি নিস্তারয়ন্তীতি লিখতি যৎপাদেতি। হে সূত যস্য ভগবতঃ পাদাবেব সংশ্রয়ো যেষাং তে শরণাগতা ইত্যর্থঃ। অতএব প্রশমঃ প্রকৃষ্টশান্তিরূপং অয়নং বর্ত্ম শরণাপত্তিলক্ষণং যেষাং। যদ্বা প্রশমোঽয়নং শরণাপত্তিসাধনং যেষাং। যদ্বা প্রকৃষ্টঃ শমঃ সুখং যস্মাৎ স প্রশমঃ প্রেমা তময়ন্তে প্রাপ্নুবন্তীতি তথাভূতা মুনয়ঃ উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সন্তঃ পুনন্তি। যদ্বা। মুনয়ঃ পূর্ব্বমাত্মারামা অপি মুনিত্বং বিহায় যৎপাদসংশ্রয়াঃ সন্তএব। অন্যৎ সমানং। স্বর্ধুনী গঙ্গা তস্যা আপস্তু ভগবানিসৃতা

তাঁহার পাদপল্লব রূপ প্লব, যাহা মহাজনগণের আশ্রয় তাহা আশ্রয় করে, তাহাদিগের নিকট ভবসাগর বৎসপদ মাত্র হয় এবং তাহারা পরম পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করে, বিপদ্ সকলের যে পদ (আশ্রয়) তাহা কদাপি তাহাদের হয় না অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধাম হইতে তাহাদিগকে পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না। ॥ ৪০৭ ॥

১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

যাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করাতে শমভাজন মুনিগণ উপস্পর্শ অর্থাৎ

সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥ ৪০৮ ॥

দ্বিতীয়ে শ্রীশুকোক্তৌ ॥

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা

আভীরশুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ।

যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৪০৯ ॥

তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়োক্তৌ ॥

কিং দুরাপাদনন্তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং ॥

এব নতু তত্রৈব তিষ্ঠন্তি বিশেষতশ্চ বিষমপথবর্ত্তিন্যঃ সাগরগামিন্য এব বা। অতস্তৎপাদসম্বন্ধেন পুনন্ত্যোঽপি অনুসেবয়ৈব পুনন্তি তদপি ন সদ্য ইতি শরণাগতানামুৎকর্ষঃ ॥ ৪০৮॥

কিঞ্চ। কিরাতেতি। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ। অন্যে চ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাঃ যদপাশ্রয়াঃ শরণাগতাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুদ্ধ্যন্তি। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি। প্রভবিষ্ণবে প্রভবণশীলায়েতি ॥ ৪০৯ ॥

যতস্তেষাং কিঞ্চিদপ্যসাধ্যং নাস্তীতি লিখতি কিমিতি। দুরাপাদনং দুষ্করং কিমপিতু

সান্নিধ্য মাত্রে লোককে সদ্যঃ পবিত্র করিয়া থাকেন, গঙ্গাসলিল ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বটে কিন্তু অবগাহনাদি না করিলে তাহা হইতে পবিত্রতা লাভ হয় না। ৪০৮ ॥

২ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য ॥

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুক্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন এবং খশ প্রভৃতি যে সকল পাপ জাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপ স্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রবাভশালী সেই ভগবানকে নমস্কার ॥ ৪০৯ ॥

৩ স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয়ের বাক্য ॥

অহে বিদুর! কর্দ্দম ঋষির সহসা বৈমানিক লোক অতিক্রমণে

যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণোব্যসনাত্যয়ঃ ॥ ৪১০ ॥

দশমে নাগপত্নীস্তুতৌ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং

ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবম্বা

সর্ব্বমেব সুকরং। উদ্দামচেতসাং ধীরাণাং উদ্দামচেতস্বমেব দর্শয়তি যৈরিতি। যদ্বা উদ্দামচেতসাং বিবিধমনোরথেনাসঙ্কোচক ইতস্ততোগচ্ছন্মানসানামপীত্যশেষমনোরথসিদ্ধি-রভিপ্রেতা। তত্র হেতুমাহ যৈরিতি। তীর্থপদো ভগবতঃ। একতীর্থাশ্রয়ণাদপি সর্ব্বং সুসিদ্ধ্যতি কিং পুনঃ সর্ব্বতীর্থময্যা গঙ্গায়াঃ প্রভবাশ্রয়াদিতি ভাবঃ। ব্যসনং সংসার-স্তস্যাত্যয়োনাশো যস্মাৎ। যদ্বা। অকার প্রশ্লেষেণ অব্যসনোমোক্ষস্তস্যাপ্যত্যয়োঽতি-ক্রমো যস্মাৎ স ভক্তিরসবিস্তারণাৎ ॥ ৪১০ ॥

এবং শরণাপত্তেঃ সাধনত্বং বিলিখ্য সাধ্যত্বঞ্চ দর্শয়ন্ তদ্বতাং পরিপূর্ণতাং লিখতি ন নাকেতি। রসাধিপত্যং পাতালাদিস্বাম্যং যোগসিদ্ধীঃ ত্রিকালজ্ঞত্বাদ্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ মহতীশ্চাণি-মাদ্যাঃ। যদ্বা রসাধিপত্যং বিচিত্ররসসিদ্ধ্যাদ্যৈশ্বর্য্যং যোগসিদ্ধীরণিমাদ্যা এবেতি যথোত্ত-রমেষাং শ্রৈষ্ঠ্যং তত্র নাকপৃষ্ঠতঃ সার্ব্বভৌমস্য শ্রৈষ্ঠ্যং ভূমৌ কর্ম্মক্ষেত্রে বৈরাগ্যাদিবিশেষ-সম্ভবেন জ্ঞানভক্ত্যাদি সুসিদ্ধেঃ কদাচিৎ ককুৎস্থাদি চক্রবর্ত্তি সাহায্যেনেন্দ্রস্য স্বারাজ্য-

বিস্ময়ান্বিত হইও না, তীর্থপাদ হরির যে চরণদ্বয় স্মরণ মাত্রে সংসার নাশ করে সেই চরণকমল যে সকল ধীর ব্যক্তি আশ্রয় করেন তাঁহা-দিগের কি দুষ্প্রাপ্য থাকে? ॥ ৪১০ ॥

১০ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে নাগপত্নীর স্তবে ॥

প্রভো! আপনকার চরণরেণু সামান্য নহে, যে সকল ব্যক্তি ইহা প্রাপ্ত হন্, তাঁহারা স্বর্গ পৃষ্ঠ অথবা সার্ব্বভৌম পদ, কিম্বা পারমেষ্ঠ্য পদ, অথবা পৃথিবীর আধিপত্য, কিম্বা যোগসিদ্ধি, অথবা অপুনর্ভব (মুক্তি) কিছুই বাঞ্ছা করেন না, অর্থাৎ আপনকার চরণরেণু প্রাপ্ত

বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রাপন্নাঃ ॥ ৪১১ ॥

একাদশে চ শ্রীকরভাজনযোগেশ্বরোত্তরে।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং

ন কিঙ্করোনায়মৃণী চ রাজন্।

সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং

গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥ ৪১২ ॥

অতএবোক্তং শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধবেন ॥

প্রাপ্তেশ্চ। অন্যৎ স্পষ্টমেব। পাদরজঃ প্রপন্না শরণাগতত্বেন কঞ্চিদেকং সম্বন্ধমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১১ ॥

এবং বিধিনিষেধনিবৃত্তেঃ কৃতকৃত্যতাং লিখতি দেবর্ষীতি। আপ্তাঃ পোষ্যাঃ কুটুম্বানি। দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ এতেষাং যথা ভক্তঃ ঋণী অতএব তেষাং কিঙ্করঃ তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা। অথাচ স্মৃতিঃ। হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্মকারয়েদিতি। অয়ন্তু ন তথা কোঽসৌ যঃ সর্ব্বভাবেন মুকুন্দং সর্ব্বতোমোক্ষদং। পরমানন্দপ্রদঞ্চ ভগবন্তং শরণং গতঃ। কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য। যদ্বা কর্ত্তং ভেদং কৃতীচ্ছেদন ইত্যস্মাৎ। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। যদ্বা অদ্বৈতনিষ্ঠোঽপি ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১২ ॥

হইলে স্বর্গাদি পদ তুচ্ছ বোধ হয় ॥ ৪১১ ॥

১১ স্কন্ধে ৫ আধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে

শ্রীকরভাজন যোগেশ্বরের বাক্য ॥

হে রাজন্! যে ব্যক্তি কৃত্যাকৃত্য পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রযত্নে শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর দেবতা, ঋষি, ভূত, মনুষ্য বা পিতৃলোকের কিঙ্কর হয়েন না ও তাহাদের নিকট অঋণী হয়েন, অতএব হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বিধিনিষেধনিবৃত্তিনিমিত্ত অনিমিত্ত ভক্তি দ্বারাই তাঁহারা কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ৪১২ ॥

অতএব ১১ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে

শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের বাক্য ॥

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং ত্বদঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ৪১৩ ॥
ইত্থঞ্চ বোধ্যং বিদ্বদ্ভিঃ শরণাপত্তিলক্ষণং
বাচা হৃদা চ তন্বাপি কৃষ্ণৈকশ্রয়ণং হি যৎ ॥ ৪১৪ ॥
অথ শরণাপত্তিলক্ষণং।
স্কান্দে ॥

তাপত্রয়েণাভিহতস্য অতঃ সন্তপ্যমানস্য। অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বমেবাতপত্রং যস্মাৎ ন কেবলমাতপত্রাৎ কিন্তু অমৃতং পরমানন্দরসমপ্যভিহিতোবর্ষতি যত্তস্মাৎ। এবং শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিশ্চোক্তা ॥ ৪১৩ ॥

এবং মাহাত্ম্যলিখনদ্বারা লিখিতমপি শরণাগতলক্ষণং পৃথক্ স্পষ্টয়ন্ লিখতি ইত্থঞ্চেতি অনেন লিখিতপ্রকারেণ সকৃদেব প্রপন্নোযস্তবাস্মীতি চ যাচতে ইত্যাদিনা ব্যাসাদিভিঃ কৃষ্ণদেবস্য শ্রয়ণমেব যৎ তদেব শরণাগতলক্ষণং বোদ্ধব্যং। তত্র বাচাশ্রয়ণং তবাস্মীত্যাদিবচনং। মনসাশ্রয়ণং তস্যৈবাহমিত্যাদি চিন্তনং। কায়েনাশ্রয়ণং তৎক্ষেত্রসেবনাদি। এতচ্চ সর্ব্বমগ্রে ব্যক্তং ভাবি ॥ ৪১৪ ॥

উদ্ধব কহিলেন, হে ঈশ! এই ঘোর সংসারপথে তাপত্রয়ে সন্তপ্যমান হইয়া আমি অমৃতাভিবর্ষি তোমার পাদপদ্মরূপ আতপত্র ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় দেখিতে পাই না ॥ ৪১৩ ॥

এই প্রকারে বাক্য, মনঃ ও শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে এক আশ্রয় গ্রহণ পণ্ডিতগণ তাহাই শরণাগত লক্ষণ জানিবেন ॥ ৪১৪ ॥

অথ শরণাগত লক্ষণ ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

গোবিন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনং।
ত্যক্ত্বান্যং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন॥
ন নমামি ন চ স্তৌমি ন পশ্যামি স্বচক্ষুষা।
ন স্পৃহামি ন গায়ামি ন বা যামি হরিং বিনা। ইতি॥৪১৫॥
কেচিদাহুশ্চ শরণাগতত্বং ষট্ প্রকারকং।
প্রায়ঃ সখ্যপ্রকারে তৎ পর্য্যবস্যেদ্বিচারতঃ॥ ৪১৬॥
তচ্চোক্তং শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে।
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।

অন্যং দেবতান্তরং। তত্র ভগবতঃ পৃথক্ত্বেনেতি সৎসম্প্রদায়ঃ। গোবিন্দমিত্যাদি বিশেষৈর্নৈর্মাহাত্ম্যবিশেষেণ তদেকনিষ্ঠতা যুক্তেতি দর্শিতং। এবং সর্ব্বথা তদেকাশ্রয়ণং শরণাগতলক্ষণমিত্যভিব্যঞ্জিতং তৎপ্রকারশ্চ দর্শিতঃ॥ ৪১৫॥

তত্র মতান্তরং লিখতি কেচিদিতি। সখ্যরূপো য একো ভক্তেঃ প্রকারস্তস্মিন্ তৎ ষট্ প্রকারক শরণাগতত্বং বিচারতঃ পর্য্যবস্যেৎ। তচ্চাগ্রেঽভিব্যঞ্জয়িতব্যং॥ ৪১৬॥

আনুকুল্যস্য ভগবদ্ভক্ত্যানুকুলতায়াঃ সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকুল্যস্য তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনং। গোপ্তৃত্বেন পতিত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনম্বা। আত্মনো নিঃক্ষেপঃ সমর্পণং। কার্পণ্যঞ্চ ভগবন্ রক্ষ রক্ষেত্যাদিপ্রকারেণার্ত্তত্বং। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতি-

গোবিন্দ, পরমানন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদনকে পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্যকে জানি না, অন্যকে ভজনা করি না এবং অন্যকে স্মরণ করি না॥

আমি হরি ব্যতিরেকে কাহাকে নমস্কার করি না, কাহাকে স্তব করি না, কাহাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করি না, কাহাকে স্পৃহা করি না, কাহাকে গান করি না ও কাহার নিকটে গমনও করি না॥ ৪১৫॥

কেহ কেহ কহেন শরণাগত লক্ষণ ছয় প্রকার হয়, তাহা প্রায় সখ্য রূপ যে এক ভক্তির প্রকার বিচারতঃ তাহাতেই পর্য্যবসান হয়॥৪১৬॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে এই বিষয় কথিত হইয়াছে যথা॥

ভগবদ্ভজনের অনুকূলতার সঙ্কল্প অর্থাৎ ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্যত্ব রূপে

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিরিতি ॥ ৪১৭ ॥
তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥ ৪১৮ ॥
অতএবোক্তং দশমে শ্রীভগবন্তং প্রতি অক্রূরেণ ॥
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-

রূপে চ সখ্যে রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। অতএব গোপ্তৃত্ববরণং চেতি দ্বয়ং। তথা প্রীতি স্বভাবেন আনুকুল্যসঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনং চেতি দ্বয়ং পর্য্যবস্যত্যেব। তথা মাং প্রপন্নোজনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুমিতি। আর্ত্তানাং শরণং ত্বহমিতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাত্ম নিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারাপেক্ষয়া প্রশস্বঃ। তেনাত্মনিবেদনে আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যঞ্চ প্রীতিবিশেষস্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্য এব দ্রষ্টব্যমিত্যেষা দিক্ ॥ ৪১৭ ॥

এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমেব লিখতি তবেতি তন্বা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকমাশ্রিতঃ সন্ মোদতে আনন্দমনুভবতি সর্ব্বথা সখ্যসিদ্ধেঃ ॥ ৪১৮ ॥

ত্বৎ ত্বত্তোঽপরং কঃ সমীয়াৎ দীর্ঘত্বং পরস্মৈপদং বা আর্ষং। সম্যক্ ইয়াদ্গচ্ছেৎ।

নিয়ম, ভগবদ্ভজনবিষয়ে প্রাতিকূল্যের অর্থাৎ তদ্বৈপরীত্যের বর্জ্জন, রক্ষা করিবেন এই বলিয়া বিশ্বাস, পতিত্ব রূপে স্বীকার অথবা প্রার্থনা, ভগবানে আত্মসমর্পণ এবং হে ভগবন্! রক্ষা কর, রক্ষা কর, ইত্যাদি প্রকারে আর্ত্তত্ব, এই ছয় প্রকারকে শরণাগত লক্ষণ বলা যায় ॥ ৪১৭॥

হে প্রভো! "আমি তোমার" বাক্য দ্বারা যিনি এরূপ বলেন, মনের দ্বারা তদ্রূপ জানেন এবং দেহ দ্বারা মথুরাদিধামকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই শরণাগত ॥ ৪১৮ ॥

অতএব ১০ স্কন্ধে ৪৮ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি অক্রূরের বাক্য ॥

প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ, কোন্

ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ৪১৯ ॥
তৃতীয়ে শ্রীউদ্ধবেন ॥
অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।

তত্র হেতুত্বেন বিশেষণ চতুষ্টয়ং। ভক্ত এব প্রিয়ো যস্য ঋতা সত্যা গীর্বাক্ যস্য সুহৃদঃ নিরুপাধি কৃপাকারিণঃ। কৃতমাত্মনো ভক্তস্য চ জানাতীতি তথা তস্মাৎ। অতএব ভবান্ ভজতোজনস্য অতএব সুহৃদঃ সচ্চিত্তস্য। যদ্বা প্রিয়ত্বেন স্বীকৃতস্য জনস্য সর্ব্বান্ অভিতঃ কামান্ অভি অভয়ং যথা স্যাদিতি আত্মানমপি দদাতি। ভজনেন যস্য ভবতঃ স্বত উপচয়ো লাভোনাস্তি নিত্যপরিপূর্ণত্বাৎ। অভজনেচাপচয়োনাস্তি নিত্যং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেনান ন্যাপেক্ষত্বাৎ। সোঽপি ভগবান্ ভক্তিপরবশঃ সন্ আত্মানং দদাতি। যদ্বা তেন নিজো-পচয়াপচয়ৌ পরমকারুণ্যাদিনা মন্যমানমপি ভগবন্তং প্রতি নিজভক্তস্ত দৃষ্ট্যা পরমবিনয়েন শ্রীমদক্রূরস্য তাদৃশ্যাক্তির্জ্ঞেয়া। যদ্বা উপচয়াপচয়ৌ নেতি বুদ্ধিহ্রাসহীনতয়া পরমমহত্তম-তায়াঃ পরাকাষ্ঠা দর্শিতা। তথাভূতমপ্যাত্মানং দদাতি ভক্তবশ্যং করোতীত্যর্থঃ। অয়মপি শরণাগমনে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪১৯ ॥

ইদানীং পরমদুষ্টেষ্বপি পরমকৃপাং দর্শয়ন্ তস্যৈবৈকস্য শরণ্যতাং নির্দ্ধারয়ন্ নিজবন্ধু-বর্গেণ সহ স্বয়মপি তং শরণং গচ্ছন্নুপসংহরতি। অহো ইতি আশ্চর্য্যং। হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভৃতং কালকূটং মহাদুর্ব্বিষং যং অপায়য়ৎ। বকী পূতনা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যাঃ

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনাভিন্ন অন্যকে শরণ প্রাপ্ত হইবে? কেহই হইবে না, আপনি ভজনাকারী, সুহৃৎ জনের প্রতি সর্ব্বকাম এবং আপনাকেও প্রদান করিয়া থাকেন, অপর আপনকার উপচয় ও অপচয় নাই ॥৪১৯॥

৩ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের বাক্য ॥

যাহা হউক হে মহাশয়! তাঁহার দয়ালুতা আশ্চর্য্য, দুষ্টা পূতনা তাঁহার প্রাণ বিনাশ বাসনা করিয়া আপনার স্তনদ্বয়ে বিষ লেপন করত

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং।
কম্বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম। ইতি ॥ ৪২০ ॥
অথাচারা বহুবিধাঃ শিষ্টাচারানুসারতঃ।

শ্রীযশোদায়াঃ শ্রীযশোদাধাত্রীত্বেন প্রসিদ্ধায়াঃ শ্রীমুখরায়া বা শ্রীদেবকীধাত্র্যা বা কস্যাশ্চিৎ উচিতাং গতিং তস্মাদেব লেভে ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দদাবিত্যর্থঃ। যদ্বা। মরণসময়ে তস্যা আর্ত্তনাদমাকর্ণ্য গাত্রাস্ফালনাদিদুঃখমবলোক্য চ কেবলং পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া যস্তাদৃশীং গতিমদাদিত্যর্থঃ। তত্র চ ধাত্রীগতিদানে স্তন্যদানং কপটেনাপি মাতৃভাবানুকরণঞ্চ কারণমূহ্যং। তচ্চ তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতামিতি শ্লোকোক্তয়া মাতৃবল্লালনাদি পরমরম্য চেষ্টয়া ব্যঞ্জিতমেবাস্তি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীস্বামিপাদৈঃ। অহমস্য জননী ইয়ং বেতি মোহিতে সত্যাবিতি। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদন্যং কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম। সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। বাশব্দঃ কটাক্ষে অতোহন্যঃ কোহপি দয়ালুর্নাস্তি অতস্তমেব বয়ং দীনাঃ শরণং গচ্ছাম ইত্যর্থঃ। যদ্যপি শরণাপত্তিলিখনং কাদাচিৎককৃত্যলিখনানন্তরমেবোপপদ্যতে সকৃদেব প্রপন্নো যঃ ইত্যাদি বচনতঃ সকৃৎপ্রবৃত্ত্যৈব শরণাগতত্বসিদ্ধেঃ। তথাপি শরণাগতত্বস্য নিত্য ভগবৎস্থানাশ্রয়ণাদিলক্ষণত্বেন নিত্যতয়ানুকূল্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণত্বেন চ নিত্যকৃত্যান্তরেব পর্য্যবসানাদত্রৈব লিখিতমিতি দিক্ ॥ ৪২০ ॥

সমুদ্রং দুস্তরং যস্য দয়য়া সুখমুত্তরেৎ। ভারাক্রান্তঃ খরোপ্যেষ তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে। এবং কৃত্যানি ক্রমেণ বিবিচ্য লিখিত্বা ইদানীমেকত্রৈব নানাবিধানি কৃত্যানি বর্জ্যানি চ লিখিতুং প্রতিজানীতে অথেতি। শ্রীবৈষ্ণবানাং কর্ত্তব্যাঃ কার্য্যা ইত্যত্র হেতুঃ শিষ্টানাং সাধূনামাচারস্যানুসারতঃ ইতি। প্রাক্ লিখিতেন সদাচারস্য নিত্যত্বেনাবশ্যং বৈষ্ণবৈঃ সদাচারোঽনুসর্ত্তব্য ইত্যতোহেতোরিত্যর্থঃ। অত্র গ্রন্থে সমাসতঃ সংক্ষেপেণ। যদ্যপি কর্ত্তব্যা ইত্যনেন বিধেয়ানামেব লিখনমায়াতি নতু বর্জ্যানাং তথাপি বর্জ্যেষ্বপি নিবৃত্তি

তাঁহাকে পান করাইয়াছিল, তাহাতেও সে যশোদার ধাত্রী সদৃশী গতি লাভ করে অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তবেশ মাত্র দেখিয়া তাহাকে সদ্গতি প্রদান করেন অতএব তাঁহা হইতে অন্য কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইয়া সেবা করিব ॥ ৪২০ ॥

শিষ্টদিগের আচারানুসারে আচার বহু প্রকার হয়, অতএব এই

শ্রীবৈষ্ণবানাং কর্ত্তব্যা লিখ্যন্তেঽত্র সমাসতঃ ॥ ৪২১ ॥

অথাচারাঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বি সগরসম্বাদে ॥

গৃহস্থাচারকথনারম্ভে ॥

দেবগোব্রাহ্মণান্ সিদ্ধান্ বৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ ।

দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেত্তথা ॥ ৪২২ ॥

সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ ।

গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রযতোনরঃ ॥ ৪২৩ ॥

প্রসিদ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্ ।

রূপা ক্রিয়াস্তেষ্বেবেতি তেঽপি কর্ত্তব্যেষু প্রবিশন্তোবেতি । যদ্বা কৃত্যলিখনেঽকৃত্যলিখনমপ্যপেক্ষেতেতি সাহচর্য্যাদ্বর্জ্জ্যা অপি লেখ্যাঃ স্যুরেব। তত্র দেবাদীনর্চ্চয়েদিত্যেবমাদয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ পরস্বং ন হরেদিত্যেবমাদয়ো বর্জ্জ্যা উহ্যাঃ ॥ ৪২১ ॥

বৃদ্ধান্ বয়োজাতিবিদ্যাদিনা বৃহত্তরান্ আচার্য্যাংশ্চ গুরূন্ ॥ ৪২২ ॥

ওষধীঃ বিষ্ণুক্রান্তা দূর্ব্বাদ্যাঃ ॥ ৪২৩ ॥

প্রসিদ্ধা অলঙ্কৃতা অমলাশ্চ কেশা যস্য সঃ। প্রস্নিগ্ধেতিপাঠঃ কচিৎ ॥ ৪২৪ ॥

গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য আচার সকল সংক্ষেপে লিখিতেছি ॥৪২১

অথ সদাচার সকল ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ঔর্ব্বসগর সম্বাদে গৃহস্থাচার কথনের আরম্ভে ॥

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ এবং সিদ্ধগণ তথা বয়স্, ও জাতি ও বিদ্যা দ্বারা বৃহত্তর এবং গুরুবর্গকে অর্চ্চনা করিবে, দুই সন্ধ্যা নমস্কার করিবে তথা সন্ধ্যা ও অগ্নির উপাসনা করিবে ॥ ৪২২ ॥

মনুষ্য সর্ব্বদা পবিত্র বস্ত্রদ্বয়, প্রশস্ত ওষধি অর্থাৎ অপরাজিতা ও দূর্ব্বা প্রভৃতি এবং স্বর্ণাদি রত্ন সকল যত্ন সহকারে ধারণ করিবে ॥৪২৩॥

অলঙ্কৃত অমল কেশ ও সুগন্ধিশালী হইবে মনোহর বেশ ধারণ করিবে, কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না এবং অল্প পরিমাণেও

কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেৎ নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ ॥ ৪২৪ ॥
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ।
নান্যাশ্রয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর ॥ ৪২৫ ॥
ন দুষ্টযানমারোহেৎ কুলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ।
বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্ত বহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকী বন্ধকীভর্ত্তৃ ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ।
তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধোমৈত্রীং ন কুর্ব্বীত নৈকঃ পন্থানমাশ্রয়েৎ।
নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে জনেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥ ৪২৬ ॥

নরোচয়েৎ নেচ্ছেৎ ॥ ৪২৫ ॥

বহুভির্বৈরং যস্য অতিকীটকঃ অত্যন্তকীটবৎপীড়কঃ। কণ্টকৈরিতি পাঠে স এবার্থঃ। বন্ধকী অসতী ॥ ৪২৬ ॥

অপ্রিয় বাক্য কহিবে না ॥ ৪২৪ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মিথ্যা বাক্য প্রিয় হইলেও তাহা কহিবে না, পর দোষ কীর্ত্তন করিবে না, অন্যের আশ্রয় লইবে না এবং কাহারও সহিত শক্রতা ইচ্ছা করিবে না ॥ ৪২৫ ॥

ভগ্নযানে আরোহণ করিবে না, কুলবৃক্ষের ছায়ায় বসিবে না, বিদ্বেষ প্রাপ্ত, পতিত, উন্মত্ত, বহু লোকের সহিত শক্রতাবিশিষ্ট এবং অতিশয় কীট তুল্য পীড়ক ব্যক্তিদিগের সহিত, তথা অসতী, অসতীর ভর্ত্তা, ক্ষুদ্র, মিথ্যাবাদির সহিত, অপর অতিশয় ব্যয়শীল, পরদার রত এবং শঠ, এই সকল মনুষ্যের সহিত পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতা করিবেন না, একাকী পথে গমন করিবেন না। হে রাজন্! জল সমূহের বেগে অগ্রে অবগাহন করিবে না, প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিবে না, বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিবেনা ॥ ৪২৬ ॥

ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কৃষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাং।
নাসম্বৃতমুখোজৃম্ভেৎ শ্বাসকাশৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখান্নবাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ॥ ৪২৭॥
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্ট্রান্নগৃহ্ণীয়াদ্বিচক্ষণঃ॥ ৪২৮॥
জ্যোতীংষ্যমেধ্যাশস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো॥ ৪২৯॥
ন হুঙ্কুর্য্যাচ্ছবং চৈব শবগন্ধোহি সোমজঃ॥ ৪৩০॥

ন মহীং লিখেন্নখৈরিতি জ্ঞেয়ং। ন নখৈর্বিলিখেদ্ভূমিমিতি কৌর্ম্মোক্তেঃ। ন কৃষ্ণীয়াৎ সততমলাদ্যপসরণার্থং ন নিষ্কর্ষেৎ॥ ৪২৭॥

শ্মশ্রু ন ভক্ষয়েদ্দন্তৈর্নচ্ছেদয়েদিত্যর্থঃ। তথাচ কৌর্ম্মে। ন দন্তৈর্নখলোমাণী ছিন্দ্যাদিতি॥ ৪২৮॥

জ্যোতীংষি নাশুচিরভিবীক্ষেত। অমেধ্যানি অপ্রশস্তানি চামঙ্গলানি সদা নাভিবীক্ষেত। অমেধ্য ইতি পাঠঃ কচিন্মতে॥ ৪২৯॥

ন হুং কুর্য্যাৎ শবং তদ্গন্ধঞ্চ ন জুগুপ্সেত ইত্যর্থঃ॥ ৪৩০॥

দন্তের সঙ্ঘর্ষণ অর্থাৎ দন্তের শব্দ করিবে না, মলাদির অপসারণ নিমিত্ত সর্ব্বদা নাসিকা আকর্ষণ করিবে না, মুখ আবরণ না করিয়া জৃম্ভণ করিবে না, শ্বাস কাশ বর্জন করিবে, উচ্চ হাস্য করিবে না, শব্দ সহকারে অধোবায়ু ত্যাগ করিবে না, নখবাদ্য করিবে না, তৃণচ্ছেদন করিবে না এবং নখ দ্বারা ভূমিলিখন করিবে না॥ ৪২৭॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি দন্ত দ্বারা শ্মশ্রু ছেদন করিবেন না ও লোষ্ট্র গ্রহণ করিবেন না॥ ৪২৮॥

অশুচি হইয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিস্ সকলকে নিরীক্ষণ করিবে না, অমেধ্য ও অমঙ্গল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না॥ ৪২৯॥

শব দেখিয়া হুঙ্কার করিবে না, এবং শবগন্ধকে নিন্দা করিবে না॥ ৪৩০॥

চতুষ্পথং চৈত্যতরুং শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা।
পূজ্যদেবদ্বিজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্বুধঃ ॥ ৪৩১ ॥
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্নচ শূন্যগৃহং ব্রজেৎ।
কেশাস্থিকণ্টকামেধ্য বলিভস্মতুসাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীং চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্ন জিহ্মং রোচয়েদ্বুধঃ।
উপসর্পেন্নচ ব্যালাংশ্চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ।
যথেষ্টভোজকাংশ্চৈব তথা দেবপরাঙ্মুখান্।
বর্ণাশ্রমক্রিয়াতীতান্ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ।
অতীব জাগরস্বপ্নৌ তদ্বৎ স্থানাসনে বুধঃ।

চৈত্যতরুং বদ্ধবেদিকপূজ্যবৃক্ষং। জ্যোতিঃ প্রদীপঃ ॥ ৪৩১ ॥
নৈকোগচ্ছেৎ। জিহ্মং কৌটিল্যং ন রোচয়েৎ ন গ্রাহয়েৎ। স্থানং ঊর্দ্ধাবস্থিতিং।

চতুষ্পথ, চৈত্যতরু অর্থাৎ বদ্ধবেদিক পূজ্য বৃক্ষ, শ্মশান, উপবন, এবং দুষ্ট স্ত্রীর সান্নিধ্য সর্ব্বদা রাত্রিতে পরিত্যাগ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি পূজ্য দেব, ব্রাহ্মণ এবং প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করিবেন না ॥ ৪৩১ ॥

জনশূন্য অরণ্যে একাকী গমন করিবে না, শূন্যগৃহে একাকী গমন করিবে না। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু, পূজোপকরণ, ভস্ম, তুষ এবং স্নানসিক্তা ভূমি দূর হইতে বর্জন করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি কোন নীচ লোককে আশ্রয় করিবেন না, কাহাকেও কৌটিল্য শিক্ষা করাইবেন না। সর্পের নিকট গমন করিবেন না, উত্থিত হইয়া বহুক্ষণ অবস্থিতি করিবেন না, যথেষ্ট ভোজনকারী দেবপরাঙ্মুখ এবং বর্ণাশ্রম ক্রিয়াহীন ব্যক্তিগণকে দূরে বর্জন করিবেন ॥

হে রাজন্! পণ্ডিত ব্যক্তি অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, উচ্চ

ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর।
দংষ্ট্রিণঃ শৃঙ্গিণশ্চৈব প্রাজ্ঞোদূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা।
ন স্নায়ান্নস্বপেন্নগ্নো নচৈবোপস্পৃশেদ্বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেদ্দেবাদ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনকে জপে॥ ৪৩২॥
কিঞ্চ।
ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ।
পাদেন নাক্রমেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ॥ ৪৩৩॥

তথেত্যনেন অতীবেতি পরামৃষ্যতে। শয্যাং নাতীব সেবেত তদুপরি চিরং ন তিষ্ঠেৎ অবশ্যায়ং হিমং নোপস্পৃশেৎ আচমনং ন কুর্য্যাৎ॥ ৪৩২॥
কেশান্ স্নানানন্তরমার্দ্রান্ সতঃ। পাদং ন নয়েৎ॥ ৪৩৩॥

স্থানে উচ্চ আসনে উচ্চ শয্যায় ও অতিশয় ব্যায়াম, কায়িক শ্রম বর্জ্জন করিবেন॥

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য দংষ্ট্রি ও শৃঙ্গি জন্তুকে দূরে বর্জ্জন করিবেন। হে রাজেন্দ্র! হিম, সম্মুখ বায়ু ও রৌদ্রকে স্পর্শ করিবেন না, নগ্ন হইয়া স্নান করিবেন না, নগ্ন হইয়া শয়ন করিবেন না, নগ্ন হইয়া কিছু স্পর্শ করিবেন না, মুক্তকচ্ছ হইয়া অর্থাৎ স্খলিত কাছায় আচমন করিবেন না এবং মুক্তকচ্ছে দেবাদির পূজা বর্জ্জন করিবেন, বাচনকর্ম্মে ও জপে একবস্ত্র হইয়া প্রবৃত্ত হইবেন না॥ ৪৩২॥

আরও॥

স্নানানন্তর আর্দ্রকেশ কম্পিত করিবেন না, উত্থিত হইয়া আচমন করিবেন না, পদের দ্বারা পদ আক্রমণ করিবেন না এবং পূজ্যগণের সম্মুখে পাদপ্রসারণ করিবেন না॥ ৪৩৩॥

অপসব্যং নৈব গচ্ছেদ্দেবাগারচতুষ্পথান্।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ তথা বিপরীতান্নদক্ষিণাং।
সোমার্কাগ্ন্যম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সংমুখং।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ।
তিষ্ঠন্নমূত্রয়েত্তদ্বৎ পথ্যানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিন্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ।
শ্লেষ্মষ্ঠীবনকোৎসর্গোনান্নকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে।
যোষিতোনাবমন্যেত নচাসাং বিশ্বসেদ্বুধঃ।

অপসব্যং অপ্রদক্ষিণং ন গচ্ছেৎ প্রদক্ষিণং কৃত্বৈব গচ্ছেদিত্যর্থঃ। মঙ্গল্যান্ মধু ঘৃত দধি সিদ্ধার্থ-জলপূর্ণঘটাদীন্ পূজ্যাংশ্চ গুরুবিপ্রধেনুবৃদ্ধাদীন্। তথাচ কাশীখণ্ডে। দেবতায়তনং বিপ্রং ধেনুং মধু মৃদং ঘৃতং। জাতিবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধং বিদ্যাবৃদ্ধং তপস্বিনং। অশ্বত্থং চৈত্যবৃক্ষঞ্চ গুরুং জলভৃতং ঘটং। সিদ্ধান্নং দধি সিদ্ধার্থং গচ্ছন্ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণ

দেবাগার ও চতুষ্পথকে অপসব্য অর্থাৎ প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে না। মঙ্গল্য অর্থাৎ মধু, ঘৃত, দধি, সিদ্ধার্থ এবং জলপূর্ণ ঘটাদি। তথা পূজ্য অর্থাৎ গুরু, বিপ্র, ধেনু ও বৃদ্ধগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবে। অমঙ্গল্য প্রভৃতিকে প্রদক্ষিণ না করিয়া গমন করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু এবং পূজ্যগণের সম্মুখে ষ্ঠীবন ও মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন না। দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র ত্যাগ করিবেন না, পথে মূত্রত্যাগ করিবেন না। শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা, মূত্র ও রক্ত কখনই লঙ্ঘন করিবেন না। শ্লেষ্মা ও ষ্ঠীবনত্যাগ ভোজনকালে প্রশস্ত নহে। বলি, মঙ্গল জপাদি ও হোমসময়ে তথা মহাজনের সম্মুখে শ্লেষ্মা ও ষ্ঠীবন ত্যাগ করা উচিত নহে স্ত্রীলোক সকলকে অবমান ও বিশ্বাস করিবেন না, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঈর্ষ্যা করিবেন না,

নচৈবেষু র্ভবেত্তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন।
মঙ্গল্য পুষ্পরত্নাজ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেৎ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরোনরঃ ॥ ৪৩৪ ॥
অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বশৌচকাদিষু।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥ ৪৩৫ ॥
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।

মিতি। বিপরীতান্। অমঙ্গল্যাদীন্। নাধিকুর্য্যাৎ অধিকারং ন কুর্য্যাৎ যদ্বা স্ত্রীভ্যোঽধিকারং ন দদ্যাদিত্যর্থঃ। সদাচারপর ইতি সর্ব্বত্রৈবান্বেতি। তচ্চোক্তানাং সর্ব্বেষামেব নিত্যত্বমভিপ্রৈতি ॥ ৪৩৪ ॥

পর্ব্বসু অষ্টম্যাদিষু। আদিশব্দত্রয়গৃহীতো বিশেষঃ কাশীখণ্ডে। অকালবিদ্যুৎস্তনিতে বর্ষতোপাংশুবর্ষণে। মহাবাতধ্বনৌ রাত্রাবনধ্যায়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। উল্কাপাতে চ ভূকম্পে দিগ্দাহে মধ্যরাত্রিষু। সন্ধ্যয়োর্ব্বৃষলোপান্তে রাজচন্দ্রসা স্তকে। দর্শেঽষ্টকাসু ভুক্তায়াং শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ। প্রতিপদ্যপি পূর্ণায়াং মার্জ্জারেণ কৃতান্তরে। খরোষ্ট্রক্রোষ্টুবিরুতে সমবায়ে রুদত্যপি। উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে পথি মার্গতরৌ জলে। আবশ্যকমধীত্যাপি বাণসাম্নোরপি ধ্বনৌ। অনধ্যায়েষু চৈতেষু নাধীয়ীত দ্বিজঃ কচিৎ। কৃতান্তরায়ো ন পঠেৎ ভেকাখু শ্বাহি বভ্রুভিরিতি। এতে অনধ্যায়াঃ প্রায়োবেদপাঠ বিষয়া এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪৩৫ ॥

ছত্রী সন্ দণ্ডী চ সন্ ব্রজেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৩৬ ॥

কথন স্ত্রীলোকদিগকে অধিকার করিবেন না, অথবা কখন তাহাদিগকে অধিকার দিবেন না ॥

সদাচারপরায়ণ প্রাজ্ঞ মনুষ্য মঙ্গলস্বরূপ পুষ্প, রত্ন, ঘৃত এবং পূজ্যবর্গ, ইহাঁদিগকে প্রণাম না করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইবেন না ॥৪৩৪

অকাল গর্জনে, অষ্টম্যাদি পর্ব্ব সকলে, অশৌচে এবং গ্রহণাদিতে পণ্ডিত ব্যক্তি অনধ্যায় করিবেন অর্থাৎ এই সকল কালে বেদ অধ্যয়ন বা অধ্যাপন করিবেন না ॥ ৪৩৫ ॥

বৃষ্টি এবং রৌদ্রে ছত্র ধারণ করিবেন, রাত্রিতে এবং অরণ্য সকলে

শরীরত্রাণকামোবৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥ ৪৩৬ ॥
নোর্দ্ধং ন তির্য্যক্ দূরস্থা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদ্বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরোগচ্ছেদ্বিলোকয়ন্।
কিঞ্চ ॥
প্রিয়মুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তদ্রহিতং বাচ্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ং।
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪৩৭ ॥
বৃহন্নারদীয়ে সদাচারপ্রসঙ্গে ॥

তৎ প্রিয়ং ন বদেৎ। তত্র হেতুমাহ। শ্রেয় ইতি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ক্রমেণ-বর্ত্তমানানামপি কেষাঞ্চিৎ বচনানাং পরিত্যাগ পূর্ব্বং কস্মিংশ্চিত্তদেযাগ্যপ্রকরণে লিখি-তত্বাৎ কেষাঞ্চিদত্রানুপযোগাৎ এবমগ্রেপ্যূহ্যং ॥ ৪৩৭ ॥

দণ্ড গ্রহণ করিবেন, শরীর রক্ষাকামী পুরুষ সর্ব্বদা চরণে পাদুকা পরিধান করিয়া গমন করিবেন ॥ ৪৩৬ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধ, বক্র এবং দূর নিরীক্ষণ করিতে করিতে পর্য্যটন করিবেন না। যুগমাত্র মহীপৃষ্ঠের প্রতি অবলোকন করিতে করিতে মনুষ্য গমন করিবেন ॥

আরও ॥

প্রিয় বলিলে ইহা হিত হইবে না, এরূপ বিবেচনা করিয়া সেই প্রিয় বাক্য কহিবে না। যদি অত্যন্ত অপ্রিয়ও হয় তথাপি যাহাতে অহিত নাই এমত শ্রেয়োজনক বাক্য কহিবে। ইহলোকে ও পরলোকে প্রাণিগণের উপকার নিমিত্ত যাহা হইবে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা তাহাই আচরণ করিবেন ॥ ৪৩৭ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণে সদাচারপ্রসঙ্গে ॥

অসাবহমিতি ব্রূয়াদ্দ্বিজোবৈ হ্যভিবাদনে।
শ্রাদ্ধং ব্রতং জপং দানং দেবতাভ্যর্চ্চনং তথা।
যজ্ঞঞ্চ তর্পণঞ্চৈব কুর্ব্বন্তং নাভিবাদয়েৎ ॥ ৪৩৮ ॥
তথাস্নানং প্রকুর্ব্বন্তং ধাবন্তমশুচিন্তথা।
ভুঞ্জানঞ্চ শয়ানঞ্চ অভ্যক্তশিরসন্তথা।
ভিক্ষান্নধারিণং চৈব রমন্তং জলমধ্যগং।
কৃতাভিবাদনো যস্তু ন কুর্য্যাৎ প্রতিবাদনং।
নাভিবাদ্যঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৪৩৯ ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসালর্ক সম্বাদে ॥
অসৎ প্রলাপমনৃতং বাক্ পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসংসেবাঞ্চ পুত্রক।

অভিবাদনে বর্জ্যানাহ শ্রাদ্ধমিতি ত্রিভিঃ শ্রাদ্ধাদিকুর্ব্বন্তং ॥ ৪৩৮ ॥
প্রতিবাদনং প্রত্যভিবাদনং। অভিবাদনপ্রত্যভিবাদনয়োঃ প্রকারঃ প্রসিদ্ধ এব ॥৪৩৯॥
অসন্তং অসাধুং। অসদ্ভির্বা সহ বাদং গোষ্ঠীমুদগ্রাহং বা। আদর্শোদর্পণন্তস্য

ব্রাহ্মণ অভিবাদন বিষয়ে এই আমি অভিবাদন করিতেছি, ইহা কহিবেন। অপর শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবতার্চ্চন, যজ্ঞ এবং তর্পণকারিকে অভিবাদন করিবে না ॥ ৪৩৮ ॥

তথা স্নানকারী ব্যক্তি ধাবমান, অশুচি, ভোজনকারী, শয়ান, অভ্যক্ত মস্তক, ভিক্ষান্নধারী, রমমাণ, জলমধ্যস্থ, স্বয়ং কৃতাভিবাদন হইলেও এই সকলকে প্রত্যভিবাদন করিবে না, তিনি অভিবাদনের যোগ্য নহেন জানিতে হইবে, যেমন শূদ্র, তিনিও তদ্রূপ ॥ ৪৩৯ ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালস ও অলর্কসম্বাদে ॥

হে পুত্র! অসতের সহিত আলাপ, মিথ্যাবাক্য ও পারুষ্য অর্থাৎ পরনিন্দাবাক্য তথা অসৎশাস্ত্র, অসতের সহিত বাদ ও অসৎ সেবা

কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনং।
পূর্ব্বাহ্ন এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণং॥ ৪৪০॥
উদক্যা দর্শনং স্পার্শং বর্জ্জেৎ সম্ভাষণন্তথা॥ ৪৪১॥
নচাভীক্ষ্ণং শিরঃ স্নানং কুর্য্যান্নিষ্কারণং নরঃ।
শিরঃ স্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ॥ ৪৪২॥
পন্থা দেয়োব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞোদুঃখ্যাতুরস্য চ।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য মহীয়সঃ॥ ৪৪৩॥
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তস্যোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ।
উপানদ্বস্ত্রমাল্যানি ধৃতান্যন্যৈর্ন ধারয়েৎ।

দর্শনং॥ ৪৪০॥

বর্জ্জেৎ বর্জ্জয়েৎ॥ ৪৪১॥

শিরঃস্নাতঃ কৃতশির স্নানঃ সন্ অঙ্গং তৈলেন ন-স্পৃশেৎ ন লেপয়েৎ॥ ৪৪২॥

দুঃখিনঃ ক্ষুধাদিপীড়িতস্য আতুরস্য চ রুগ্নস্য পাঠান্তরে রোগাদিদুঃখেন বিবশস্য মহীয়সঃ বৈষ্ণবস্য॥ ৪৪৩॥

উপবীতাদিকমন্যৈর্ধৃতং বর্জ্জয়েৎ। বাসসী পরিধানোত্তরীয়ে স্নাতঃ সন্ ন ধূনয়েৎ।

পরিত্যাগ করিবে। কেশ সংস্কার, আদর্শে মুখ দর্শন ও দেবতাদিগের তর্পণ এই সমুদায় কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণেই করিবে॥ ৪৪০॥

রজস্বলা দর্শন, স্পার্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ বর্জন করিবে॥ ৪৪১

মনুষ্য বিনা কারণে বারম্বার শিরঃস্নান করিবে না, শিরঃস্নান করিয়া কোন অঙ্গে তৈল লেপন করিবে না॥ ৪৪২॥

ব্রাহ্মণ, রাজা, ক্ষুধাদি পীড়িত, রুগ্ন, অধিক বিদ্বান্, গুর্ব্বিণী, ভারবাহক এবং বৈষ্ণব এই সকলকে পথ দিবে॥ ৪৪৩॥

মূক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, পুংশ্চলী, কৃতশত্রু, বালক এবং পতিত ইহাদের পাদুকা, বস্ত্র ও মাল্য পরিধান করিবে না এবং অন্যের ধৃত

উপবীতমলঙ্কারং কবলং চৈব বর্জ্জয়েৎ।
ন ক্ষিপ্তবাহুজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
নচাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ বাসসী নচ ধূনয়েৎ॥ ৪৪৪॥
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা।
ন্যূনাঙ্গানধমাংশ্চৈব নোপহাসেন্ন দূষয়েৎ॥ ৪৪৫॥
পরস্য দণ্ডং নোদযচ্ছেৎ শিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
নানুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ স্নাতকী ক্বচিৎ॥ ৪৪৬॥
নচাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রবাসধরোপি বা।

ন নর্ত্তয়েৎ। নচাপি ধূনয়েৎ কেশানিত্যেতদনন্তরোক্তেঃ। এবমন্যশ্লোকবর্ত্ত্যপ্যয়ং শ্লোক-পাদঃ পুনর্লিখনপরিহারার্থমত্র সংযোজ্য লিখিতঃ। অন্যথা তন্মধ্যবর্ত্তিনাং শ্রীবিষ্ণু-পুরাণাদাবপ্যুক্তানাং পুনর্লিখনেন বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যং। তচ্চ স্বয়মগ্রে মূলে পরিহার্য্যমেব॥ ৪৪৪॥

উপহাসেৎ উপহসেৎ॥ ৪৪৫॥

স্নাতকী স্নানার্থোদ্যতঃ॥ ৪৪৬॥

চেলবান্ সচেল এব স্নায়াৎ। কটুভূমিং শ্মশানং॥ ৪৪৭॥

এই সকল ধারণ করিবে না। তথা পরধৃত যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার ও গ্রাস বর্জন করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাহু ও জঙ্ঘা ক্ষেপণ করিয়া কখন অবস্থিত হইবেন না, পাদদ্বয় বিক্ষেপ করিবেন না, স্নান করিয়া পরিধান ও উত্তরীয় ধূনন অর্থাৎ ঝাড়িবেন না॥ ৪৪৪॥

মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদাপন্ন, বিরূপ, ধূর্ত্ত, অঙ্গহীন ও অধম, এই সকলকে উপহাস করিবে না এবং ইহাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না॥ ৪৪৫॥

পরকে দণ্ড দিবে না, পুত্র ও শিষ্যকে শিক্ষার্থ দণ্ড প্রদান করিবে। অস্নাত ও স্নানোদ্যত ব্যক্তি কখন গাত্রে অনুলেপন দিবে না॥ ৪৪৬॥

হে পুত্র! রক্তবস্ত্র পরিধান করিবে না, চিত্র বিচিত্র বস্ত্র ধারণ

ক্ষুরকর্ম্মণি চান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ ॥ ৪৪৭ ॥
যুগপজ্জলমগ্নিঞ্চ বিভৃয়ান্ন বিচক্ষণঃ ॥
নাচক্ষীত ধয়ন্তীং গাং জলং নাঞ্জলিনা পিবেৎ।
শৌচকালেষু সর্ব্বেষু গুরুষল্পেষু বা পুনঃ।
ন বিলম্বেত শৌচার্থং ন মুখেনানলং ধমেৎ ॥ ৪৪৮ ॥
বিপ্রুষোমক্ষিকাদ্যাশ্চ হস্তসঙ্গাদদোষিণঃ।
অজাশ্বৌ মুখতোমেধ্যৌ ন গোর্বৎসস্য চাননং।
মাতুঃ প্রস্রবনে মেধ্যং শকুনিং ফলপাতনে।
উদক্যাশৌচিনগ্নাংশ্চ সূতিকান্ত্যাবসায়িনঃ।

ধয়ন্তীং জলং পিবন্তীং নাচক্ষীত কস্মৈচিন্ন কথয়েৎ। নাহ্বয়েদিতি বার্থঃ। যদ্বা বৎসং পায়য়ন্তীমিত্যর্থঃ। ন মুখেনানলং ধমেদিত্যেতৎ পাকাদিবিষয়ং। যচ্চ কৌর্ম্মে। মুখেনৈব ধমেদগ্নিং মুখাদগ্নিরজায়ত ইতি। তত্তু অগ্নিহোত্রাদি বিষয়ং ॥ ৪৪৮ ॥

আননং মেধ্যং মাতুর্ধেনোঃ মেধ্যং বৎসস্যাননং শকুনির্মেধ্যঃ ॥ ৪৪৯ ॥

করিবে না। ক্ষুরকর্ম্মের অন্তে, স্ত্রীসম্ভোগের অন্তে, তথা শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বস্ত্রের সহিতই স্নান করিবেন ॥৪৪৭

বিচক্ষণ মনুষ্য এক কালীন জল ও অগ্নি ধারণ করিবেন না অথবা বৎসকে দুগ্ধপানকারিণী গাভীকে অন্যকে দেখাইবেন না, অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিবেন না। অধিক হউক্ বা অল্প হউক সর্ব্ব প্রকার শৌচ কালে শৌচ নিমিত্ত বিলম্ব করিবেন না এবং মুখের দ্বারা পাকার্থ অগ্নি ধমন করিবেন না অর্থাৎ "ফুঁ" দিবেন না ॥ ৪৪৮ ॥

বিপ্রুষ অর্থাৎ মুখনির্গত জলবিন্দু ও মক্ষিকা প্রভৃতি হস্তসঙ্গ হইলে দোষ যুক্ত হয় না, অজ ও অশ্ব ইহাদের মুখ পবিত্র, গোর মুখ পবিত্র নহে, ধেনুর দুগ্ধক্ষরণে বৎসের মুখ পবিত্র এবং ফলপাতনে পক্ষী পবিত্র। রজস্বলা, সূচিকর্ম্মোপজিবী, নগ্ন (কাপালিক), সূতিকা (নবপ্রসূতা) অন্ত্যাবসায়ী (যবন) ও মৃতবাহক এই সকলকে

স্পৃষ্ট্বা স্নায়ীত শৌচার্থং তথৈব মৃতহারিণঃ ॥ ৪৪৯ ॥
নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাতঃ শুদ্ধ্যতি মানবঃ।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা ॥ ৪৫০ ॥
ন চালপেৎ জনং দ্বিষ্টং বীরহীনাং তথা স্ত্রিয়ং।
দেবতাতিথি সচ্ছাস্ত্র যজ্ঞসিদ্ধাদি নিন্দকৈঃ।
কৃত্বা তু স্পর্শনালাপং শুদ্ধ্যেদর্কাবলোকনাৎ।
অবলোক্য তথোদক্যামন্ত্যজান্ পতিতং শঠং।
বিধর্ম্মি সূতিকা ষণ্ড বিবস্ত্রান্ত্যাবসায়িনঃ ॥ ৪৫১ ॥
মৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।

ঈক্ষ্য নিরীক্ষ্য ॥ ৪৫০ ॥

নালপেৎ ন সংভাষেৎ লোকদ্বিষ্টং জনং। অন্ত্যজান্ চণ্ডালাদীন্ বিবস্ত্রান্ নগ্নান্ অন্ত্যাবসায়িনশ্চ যবনাদীন্ ॥ ৪৫১ ॥

এতদেব অবলোকনমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫২ ॥

স্পর্শ করিয়া শৌচ নিমিত্ত স্নান করিবে ॥ ৪৪৯ ॥

মনুষ্য সস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে, নিঃস্নেহ মনুষ্যাস্থি স্পর্শ করিলে আচমন বা গো স্পর্শ কিম্বা সূর্য্য-নিরীক্ষণ করিলে শুদ্ধ হইবে ॥ ৪৫০ ॥

লোকবিদ্বিষ্টজনের সহিত তথা পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবে না, আর দেবতা, অতিথি, সৎ শাস্ত্র, যজ্ঞ ও সিদ্ধ প্রভৃতি নিন্দকের স্পর্শ বা তৎসহ আলাপ করিবে না, করিলে সূর্য্য দর্শনে শুদ্ধ হইবে ॥

অপর রজস্বলা, চণ্ডাল, পতিত, শঠ, বিধর্ম্মি, সূতিকা, নপুংসক, বিবস্ত্র ও যবন প্রভৃতিকে অবলোকন করিলে সূর্য্যদর্শনে শুদ্ধ হইবে ॥ ৪৫১ ॥

মৃতহারক ও পরদাররত পুরুষগণকে অবলোকন করিলে প্রাজ্ঞ

এতদেব হি কর্ত্তব্যং প্রাজ্ঞৈঃ শোধনমাত্মনঃ ॥ ৪৫২ ॥
কিঞ্চ ॥
যচ্চাপি কুর্ব্বতোনাত্মা জুগুপ্সামেতি পুত্রক।
তৎ কর্ত্তব্যমশঙ্কেন যন্ন গোপ্যং মহাজনে ॥ ৪৫৩ ॥
ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসম্বাদে ॥
উপাসতে ন যে পূর্ব্বাং দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাং।
সর্ব্বাংস্তান্ ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনং।
উচ্ছিষ্টোৎসর্জ্জনং ভূপ সদা কার্য্যং হিতৈষিণা।
উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেচ্ছীর্ষং সর্ব্বে প্রাণাস্তদাশ্রয়াঃ।
কেশগ্রহান্ প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতানি বর্জ্জয়েৎ।

কিং বহুনোক্তেন সংক্ষেপতঃ কৃত্যং বর্জ্যঞ্চ সর্ব্বং শৃণ্বিত্যাহ যচ্চেতি। আত্মা মনঃ বর্জ্যঞ্চ তদ্বিপরীতমেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫৩ ॥

শিরঃ আত্মন এব ন পরস্যেতি বোদ্ধব্যং। ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়াদাত্মনঃ

ব্যক্তি আপনার শুদ্ধি করিবেন ॥ ৪৫২ ॥

আরও ॥

হে পুত্র! যে কর্ম্ম করিলে মন গ্লানিযুক্ত না হয়, যাহা করিলে মহাজনের নিকট গোপন করিতে পারা যায় না, নিঃশঙ্কে সেই সমস্ত কার্য্য করিবে ॥ ৪৫৩ ॥

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরসম্বাদে ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করেন না, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে শূদ্রের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন ॥

হে রাজন্! হিতাভিলাষী পুরুষ সর্ব্বদা গৃহের দূরে মূত্র ত্যাগ, পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিবেন ॥

উচ্ছিষ্ট হইয়া মস্তক স্পর্শ করিবে না, সমস্ত প্রাণই মস্তকের

ন পাণিভ্যামুভাভ্যান্তু কণ্ডূয়াজ্জাতু বৈ শিরঃ ॥ ৪৫৪ ॥

কিঞ্চ ॥

সুবাসিনীর্গুর্ব্বিণীশ্চ বৃদ্ধং বালাতুরৌ তথা।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী।
অঘং স কেবলং ভুঙ্ক্তে বদ্ধে গোবাহনাদিকে।
যো ভুঙ্ক্তে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ ॥ ৪৫৫ ॥
বর্জ্জয়েদ্দধিশক্তুঞ্চ রাত্রৌ ধানাশ্চ বাসরে।

কিঞ্চ ॥

স্রজশ্চ নাবকর্ষেত ন বহির্ধারয়ীত চ।

শির ইতি কৌর্ম্মোক্তেঃ ॥ ৪৫৪ ॥

সুবাসিনীঃ স্বগৃহবর্ত্তি বিবাহিতকন্যাঃ। চরমং পশ্চাৎ গৃহী ভুঞ্জীত। বাহনমশ্বঃ। আদিশব্দাৎ বৎসবৃষাদি তান্ প্রতি জলাদিকমদত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫৫ ॥

ধানা ভ্রষ্টযবাংশ্চ দিবসে বর্জয়েৎ ন খাদেৎ তৎ কারণং চোক্তং। তত্রৈব। দিবা

আশ্রিত, মস্তকের কেশধারণ বা মস্তকে প্রহার এ সকল বর্জন করিবে। অপর দুই হস্ত দ্বারা কখন মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না ॥ ৪৫৪ ॥

আরও ॥

গৃহী মনুষ্য স্বগৃহবর্ত্তিনী বিবাহিত কন্যা, গুর্ব্বিণী, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর এই সকলকে অগ্রে সংস্কৃত অন্নের দ্বারা ভোজন করাইয়া শেষে স্বয়ং ভোজন করিবেন ॥

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! বন্ধনস্থ গো অশ্ব প্রভৃতিকে অগ্রে জলাদি প্রদান না করিয়া এবং অবলোকন কারিকে না দিয়া যিনি ভোজন করেন, তিনি কেবল পাপ ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫৫ ॥

রাত্রিতে দধি ও শক্তু ভক্ষণ করিবে না, দিবায় ভ্রষ্ট জব প্রভৃতি আহার করিবে না ॥

আরও ॥

পুষ্পমালা স্বয়ং আকর্ষণ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে না, কিম্বা গল-

গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহসারিকাঃ ॥

কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াং ॥

তৃণম্বা যদি বা শাকং মূলম্বা জলমেব বা।
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে।
ন রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্নীয়ান্ন শূদ্রাৎ পতিতাদপি।
নান্যস্মাদযাচকত্বঞ্চ নিন্দিতাদ্বর্জ্জয়েদ্বুধঃ।
নিত্যং যাচনকো ন স্যাৎ পুনস্তত্রৈব যাচয়েৎ।
প্রাণানপহরত্যেষ যাচকস্তস্য দুর্ম্মতিঃ।
ন দেবদ্রব্যহারী স্যাদ্বিশেষেণ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মস্বং চ নাপহরেদাপদ্যপি কদাচন।

ধানাসু বসতি রাত্রৌ চ দধিশক্তুষু। অলক্ষ্মীঃ কোবিদারেষু নিত্যমেব কৃতালয়েতি। নাবকর্ষেৎ স্বয়মাকৃষ্য ন ছিন্দ্যাদিত্যর্থঃ। স্বয়ং নোত্তারয়েদিতি কেচিদাহুঃ। ধন্যাঃ তে

দেশ হইতে স্বয়ং অবতারিত করিবে না এবং গলদেশের বহির্ভাগে ধারণ করিবে না ॥

গৃহে পারাবত ও সারিকাসহ শুকপক্ষি সকলকে রক্ষা করিবে, ইহারা গৃহস্থের সাহায্যকারী ॥

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায় ॥

মনুষ্য যদি পরের তৃণ, শাক, মূল অথবা জল অপহরণ করে, তাহা হইলে নরকে যাইবে ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার নিকট প্রতিগ্রহ করিবেন না, তথা শূদ্র, পতিত ও অন্যান্য নিন্দিত ব্যক্তির নিকট যাচকত্ব বর্জন করিবেন ॥

নিত্য যাচ্ঞা করিবে না, যাহার নিকট একবার যাচ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার নিকট পুনরায় যাচ্ঞা করিবে না, দুর্ম্মতি যাচক দাতার প্রাণ হরণ করে ॥

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বং বাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ।
ন ধর্ম্মস্যাপদেশেন পাপং কৃত্বা ব্রতং চরেৎ।
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্ব্বন্ স্ত্রীশূদ্রদম্ভনং।
প্রেত্যেহ চেদৃশোবিপ্রো গর্হ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥ ৪৫৬॥
দেবদ্রোহাদ্‌গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ।
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকং॥ ৪৫৭॥
কিঞ্চ॥

তত্র রক্ষা ইত্যর্থঃ। অতস্তত্রৈবার্দ্ধপদাং। ভবস্তোতে ন পাপায় যথা বৈ তৈলপ্যায়িকা ইতি। তৃণাদিকমপহরন্ নরকং যাতি। যচ্চোক্তমত্রৈব। পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে। অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুরাহেতি। তচ্চ ধর্ম্মার্থমেবেত্যবিরুদ্ধং। যতস্তত্রৈবাগ্রে। তৃণকাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ। ধর্ম্মার্থং কেবলং বিপ্রা হ্যন্যথা পতিতো ভবেদিতি। স্ত্রীশূদ্রয়োর্দম্ভনং বঞ্চনং কুর্ব্বন্ তয়োরজ্ঞত্বেন বঞ্চনসম্ভবাৎ। যদ্বা স্ত্রীশূদ্রবৎ কপটং কুর্ব্বন্॥ ৪৫৬॥

জ্ঞানং শাস্ত্রং তস্য অপবাদঃ খণ্ডনং নিন্দা বা॥ ৪৫৭॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! বিশেষ করিয়া দেবদ্রব্যহারী হইবে না, আপদকালেও কখন ব্রহ্মস্ব হরণ করিবে না॥

বিষকে বিষ বলে না, ব্রহ্মস্বকেই বিষ বলা যায় সেই হেতু সর্ব্বদা দেবস্বকেও হরণ করিবে না॥

ধর্ম্মের ছলে পাপ করিয়া ব্রতাচরণ করিবে না, ব্রত দ্বারা পাপকে আচ্ছাদন করিয়া স্ত্রী শূদ্রকে বঞ্চনা করিবে না। বেদজ্ঞ ঋষিগণ এই প্রকার ব্রাহ্মণ মৃত্যু গ্রস্ত হইলেও তাহাকে নিন্দা করেন॥ ৪৫৬॥

দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি কোটি গুণে অধিক, আবার গুরুদ্রোহ হইতে জ্ঞানশাস্ত্রের খণ্ডন এবং নাস্তিকতা কোটি গুণ অধিক॥ ৪৫৭॥

আরও॥

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিময়োঃ শুভং।
মুক্ত্বা সমুদ্রয়োর্দ্দেশং নান্যত্র নিবসেদ্দ্বিজঃ।
কৃষ্ণো বা যত্র চরতি মৃগোনিত্যং স্বভাবতঃ।
পুণ্যাশ্চ বিশ্রুতা নদ্যস্তত্র বা নিবসেদ্দ্বিজঃ।
অর্দ্ধক্রোশান্নদীকূলং বর্জ্জয়িত্বা দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৪৫৮॥
কিঞ্চ॥
অগ্নিনা ভস্মনা চৈব সলিলেন বিশেষতঃ।
দ্বারেণ স্তম্ভমার্গেণ ষড়্ভিঃ পঙ্‌ক্তির্বিভিদ্যতে।
পরক্ষেত্রে চরন্তীং গাং ন চাচক্ষীত কস্যচিৎ॥ ৪৫৯॥
ন সূর্য্যপরিবেশং বা নেন্দ্রচাপং ন চাগ্নিকং।

কথং নিবসেত্তত্রাহ অর্দ্ধেতি॥ ৪৫৮॥

পতিতাদিভিঃ সহ একশয্যাসনভোজনাদিনা সঙ্করদোষাপত্তেঃ সংভোজনাদিকং পূর্ব্বং নিষিদ্ধং তত্র কদাচিৎ সহভোজনে ভস্মাদিনা পঙ্‌ক্তিভেদাৎ সঙ্করদোষাপলাপঃ স্যাদিত্যাহ অগ্নিনেতি। পদ্ভিঃ ত্রিচতুরৈঃ পদৈঃ। ষড়্ভিরিতি পাঠে অগ্ন্যাদিভিঃ॥ ৪৫৯॥

তিগিং পরস্মৈ যৎ কিঞ্চিৎ ন ক্রূয়াৎ অন্যথা গণকবৃত্ত্যাপত্তেঃ। এবমগ্রেঽপি॥ ৪৬০॥

হিমালয় ও বিন্ধ্যাচল এই দুইয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্রের অন্তর্বর্ত্তি পবিত্র দেশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ অন্যত্র বাস করিবেন না॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! যে স্থানে নিত্য স্বভাবতঃ পুণ্যস্বরূপ কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে এবং যে স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নদী আছে, অর্দ্ধক্রোশ নদীকূল বর্জন করিয়া ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিবেন॥ ৪৫৮॥

আরও॥

পতিতাদির সহিত সহ ভোজন উপস্থিত হইলে অগ্নি, ভস্ম, জল, দ্বার, স্তম্ভ ও মার্গ এই ছয় মধ্যবর্ত্তি হইলে পঙ্‌ক্তি ভেদ হয়, পরক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে দেখিয়া কাহাকেও কহিবে না॥ ৪৫৯॥

পণ্ডিত ব্যক্তি সূর্য্যের পরিধি, ইন্দ্রধনু, রক্তবর্ণ কীট বিশেষ এবং

পরস্মৈ কথয়েদ্বিদ্বান্ শশিনস্থা কথঞ্চন।
তিথিং পক্ষস্য ন ব্রূয়ান্নক্ষত্রাণি বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৪৬০ ॥
ন দেবগুরুবিপ্রাণাং দীয়মানন্তু বারয়েৎ।
নিন্দয়েদ্দেযা গুরূন্ দেবান্ বেদং বা সোপবৃংহণং।
কল্পকোটিশতং সাগ্রং রৌরবে পচ্যতে নরঃ ॥ ৪৬১ ॥
তূষ্ণীমাসীত নিন্দায়াং ন ব্রূয়াৎ কিঞ্চিদুত্তরং।
কর্ণৌ পিধায় গন্তব্যং ন চৈনমবলোকয়েৎ ॥ ৪৬২ ॥
বর্জ্জয়েদ্বৈ রহস্যঞ্চ পরেষাং গূহয়েদ্বুধঃ।
বিবাদং স্বজনৈঃ সার্দ্ধং ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন ॥ ৪৬৩ ॥

দেবাদিভ্যোদীয়মানং যৎকিঞ্চিদ্দেয়ং। উপবৃংহণানি পুরাণাগমস্মৃত্যাদিশাস্ত্রাণি। তৎসহিতং ॥ ৪৬১ ॥

এতান্ নিন্দকান্ এবমিতি বা পাঠঃ ॥ ৪৬২ ॥

রহস্যং রহঃকৃত্যং পরানিষ্টাদি ॥ ৪৬৩ ॥

চন্দ্র এই সকল কোন ক্রমে পরকে বলিবে না, যাহাকে তাহাকে তিথি বলিবে না ও নক্ষত্র নির্দ্দেশ করিবে না ॥ ৪৬০ ॥

দেব, গুরু ও ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি কোন দ্রব্য প্রদান করিতেছে, তাহাকে বারণ করিবে না, যে মনুষ্য গুরু, দেবতা এবং পুরাণ, আগম ও স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বেদ এই সকলকে নিন্দা করে, সে কিঞ্চিৎ অধিক কল্প কোটি শতকাল রৌরবে বাস করে ॥ ৪৬১ ॥

আপনার নিন্দা উপস্থিত হইলে তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিবে, কোন উত্তর করিবে না, সে স্থান হইতে কর্ণে হস্ত দিয়া গমন করিবে, নিন্দককে অবলোকন করিবে না ॥ ৪৬২ ॥

রহস্য বর্জন করিবে ও পরের অনিষ্ট গোপন করিবে এবং কখন স্বজনের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৪৬৩ ॥

ন পাপং পাপিনং ব্রূয়াদপাপম্বা দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৬৪ ॥
নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং শশিনং বা নিমিত্ততঃ ॥ ৪৬৫ ॥
নাস্তং যান্তং ন বারিস্থং নোপসৃষ্টং ন মধ্যগং।
তিরোহিতং বাসসা বা ন দর্শান্তরগামিনং ॥ ৪৬৬ ॥
নগ্নাং স্ত্রিয়ং পুমাংসম্বা পুরীষং মূত্রমেব বা।
পতিতব্যঙ্গচাণ্ডালানুচ্ছিষ্টান্নাবলোকয়েৎ ॥ ৪৬৭ ॥
ন যুক্তবন্ধনাঙ্গাং বা নোন্মত্তং মত্তমেব বা।

পাপং অত্যন্তপাপকর্ত্তারমপি জনং পাপিনমিতি ন ব্রূয়াৎ ॥ ৪৬৪ ॥

নিমিত্ততঃ কেনাপি হেতুনেতি অতোঽকস্মাদ্দর্শনে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৬৫ ॥

উপসৃষ্টং রাহুগ্রস্তং মণ্ডলাদিব্যাপ্তং বা ॥ ৪৬৬ ॥

পুমাংসং বা নগ্নং। পুরীষং মূত্রমন্যদীয়ং স্বকীয়ঞ্চ। তথাচ কৌর্ম্মে। ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃদিতি ॥ ৪৬৭ ॥

ভোজনে তৎসময়ে আত্মনঃ পত্ন্যা বা ॥ ৪৬৮ ॥

হে দ্বিজোত্তম সকল! অতিশয় পাপ কর্ত্তা জনকেও পাপী অথবা অপাপ বলিবে না ॥ ৪৬৪ ॥

সূর্য্য উদিত হইতেছেন বা চন্দ্র উদিত হইতেছেন এমন সময়ে কোন কারণেই তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবে না ॥ ৪৬৫ ॥

সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, জলে প্রতিবিম্বিত, রাহুগ্রস্ত, দিবার মধ্য গত বা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং অমাবস্যায় অন্তরগামী হইলে দর্শন করিবে না ॥ ৪৬৬ ॥

নগ্না স্ত্রী বা নগ্ন পুরুষ, বিষ্ঠা, মূত্র, পতিত, অঙ্গহীন, চণ্ডাল ও উচ্ছিষ্ট, অবলোকন করিবে না ॥ ৪৬৭ ॥

বন্ধনযুক্ত অঙ্গ বিশিষ্টা স্ত্রী, উন্মত্ত, মত্ত এবং আত্মপত্নী, ভোজন সময়ে ইহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, মলমূত্র ত্যাগকারিণী পত্নীর প্রতি

স্পৃশেন্ন ভোজনে পত্নীং নৈনামীক্ষেত মেহতীং ॥ ৪৬৮ ॥
ক্ষুবন্তীং জৃম্ভমাণাম্বা নাসনস্থাং যথাসুখং ।
নোদকে চাত্মনোরূপং ন কূলং শ্বভ্রমেব বা ॥ ৪৬৯ ॥
ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃষরং পায়সং দধি ।
নোচ্ছিষ্টং বা ঘৃতমধু ন চ কৃষ্ণাজিনং হবিঃ ॥ ৪৭০ ॥
ন কুর্য্যাৎ কস্যচিৎ পীড়াং সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ ।
নাত্মানমবমন্যেত দৈন্যং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ।
ন চ শিষ্যামসংকুর্য্যান্নাত্মানং শংসয়েদ্বুধঃ ॥ ৪৭১ ॥
ন নদীঞ্চ নদীং ব্রূয়াৎ পর্ব্বতেষু ন পর্ব্বতং ।
আবসেত্তেন নৈবাপি যস্ত্যজেৎ সহবাসিনং ॥ ৪৭২ ॥

রূপাদিকঞ্চ নেক্ষেতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৬৯ ॥
হবিঃ যজ্ঞিয়দ্রব্যং ॥ ৪৭০ ॥
শংসয়েৎ প্রশংসয়েদিত্যর্থঃ । স্তাবয়েদিতি বা ॥ ৪৭১ ॥
নদীং ন ব্রূয়াৎ কিন্তু গঙ্গামিতি কালীন্দীমিতি চেত্যেবং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ । এবমগ্রেপি॥৪৭২

দৃষ্টিপাত করিবে না ॥ ৪৬৮ ॥

ক্ষুবতী, জৃম্ভাত্যাগকারিণী, আসনরহিতা স্ত্রীকে যথাসুখ দৃষ্টিপাত করিবে না। জলমধ্যে আপনার প্রতিবিম্বিতরূপ, নকূল এবং গর্ত্ত অবলোকন করিবে না ॥ ৪৬৯ ॥

শূদ্রকে বুদ্ধি, তিলান্ন, পায়স, দধি, উচ্ছিষ্ট, ঘৃত, মধু, কৃষ্ণসার-মৃগের চর্ম্ম এবং যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রদান করিবে না ॥ ৪৭০ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি কাহাকেও পীড়া দিবেন না, সন্তান ও শিষ্যকে তাড়না করিবেন, আপনাকে অবমান করিবেন না, যত্নপূর্ব্বক দৈন্যবর্জ্জন করিবেন। শিষ্যদিগকে অসৎকার করিবেন না এবং আপনাকে প্রশংসা করিবেন না ॥ ৪৭১ ॥

নদীকে নদী বলিবে না এবং পর্ব্বত সকলে পর্ব্বত শব্দ প্রয়োগ করিবে না, অপর যে সহবাসিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার সহিত বাস করিবে না ॥ ৪৭২ ॥

শিরোঽভ্যঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাঙ্গং ন লেপয়েৎ।
রোমাণি চ রহস্থানি স্বানি খানি ন চ স্পৃশেৎ।
ন পাণিপাদবাঙ্নেত্র চাপলানি সমাশ্রয়েৎ।
নাভিহন্যাজ্জলং পদ্ভ্যাং পাণিনা ন কদাচন।
ন ঘাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি ন ফলেন চ।
ন ম্লেচ্ছভাষণং শিক্ষেন্ন কর্ষেচ্চ পদাসনং।
নোৎসঙ্গে ভক্ষয়েদ্ভক্ষ্যান্ গাঞ্চ সম্বেশয়েন্নহি।
নাক্ষৈঃ ক্রীড়েন্ন ধাবেত স্ত্রীভির্বাদং ন চাচরেৎ।
ন দন্তৈর্নখলোমানি ছিন্দ্যাৎ সুপ্তং ন বোধয়েৎ।
ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৭৩॥

খানি ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্রাণি ন স্পৃশেৎ আচমনব্যতিরিক্তকাল ইতি জ্ঞেয়ং। বালাতপং উদ্যদ্রবিরশ্মিতাপং। যদ্বা বালা কন্যা তদ্রাশিগত সূর্য্যতাপমিত্যর্থঃ॥ ৪৭৩॥

যে তৈল মস্তকে দেওয়া হইয়াছে তাহার অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অঙ্গলেপন করিবে না, গুপ্তরোম এবং আপনার ইন্দ্রিয় ছিদ্র সকল স্পর্শ করিবে না॥

হস্ত, পদ, বাক্য ও নেত্র ইহাদের চাঞ্চল্য আশ্রয় করিবে না, পদদ্বয় দ্বারা এবং হস্ত দ্বারা কখন জলে আঘাত করিবে না॥

ইষ্টক দ্বারা এবং ফলের দ্বারা ফল আঘাত করিবে না। ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবে না, চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না, ক্রোড়ে ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিয়া ভক্ষণ করিবে না ও গাভীকে মৈথুন করিবে না॥

অক্ষের দ্বারা ক্রীড়া করিবে না, ধাবমান হইবে না, স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিবে না, দন্ত দ্বারা নখ ও লোম ছেদন করিবে না, সুপ্তব্যক্তিকে চেতন করাইবে না, প্রাতঃকালের রৌদ্রের উত্তাপ অথবা কন্যারাশি গত সূর্য্যের উত্তাপ সেবন করিবে না এবং চিতাধূম বর্জন করিবে॥ ৪৭৩॥

নৈকঃ স্বপ্যাৎ শূন্যগৃহে স্বয়ং নোপানহৌ বহেৎ।
নাকারণাদ্বা নিষ্ঠীবেন্ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ।
ন পাদক্ষালনং কুর্য্যাৎ পাদেনৈব কদাচন।
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ পাদৌ ন কাংস্যে ধারয়েদ্বুধঃ ॥ ৪৭৪ ॥
নাভিপ্রতারয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণান্ গামথাগ্নিপি বা।
ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রা গো ব্রাহ্মণানলান্।
ন চৈবান্নং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ ॥ ৪৭৫ ॥
নোত্তরেদনুপস্পৃশ্য স্রবন্তীং নোব্যতিক্রমেৎ।
চৈত্যং বৃক্ষং নৈব ছিন্দ্যান্নাপ্সু ষ্ঠীবনমুৎসৃজেৎ।
নচাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ নোপদধ্যাদধঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৭৬ ॥

হরেৎ বহেৎ। বহেদিত্যেব বা পাঠঃ ॥ ৪৭৪ ॥
পাণিনা ন স্পৃশেৎ হে বিপ্রাঃ। উচ্ছিষ্টঃ সন্ দেবপ্রতিমাঞ্চ ন স্পৃশেৎ ॥ ৪৭৫ ॥
অনুপস্পৃশ্য অনাচাম্য। স্রবন্তীং নদীং ক্ষুদ্রামপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৪৭৬ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি শূন্যগৃহে একাকী শয়ন করিবেন না, স্বয়ং পাদুকা বহন করিবেন না, অকারণে নিষ্ঠীবন করিবেন না এবং বাহুদ্বয় দ্বারা নদী উত্তীর্ণ হইবেন না। অপর পদ দ্বারা কখন পাদক্ষালন করিবে না, অগ্নিতে পাদদ্বয় উত্তপ্ত করিবেন না এবং কাংস্যপাত্রে পদ রাখিবেন না ॥ ৪৭৪ ॥

হে ব্রাহ্মণগণ! দেব, ব্রাহ্মণ ও গো ইহাঁদিগকে প্রতারণা করিবে না, উচ্ছিষ্ট হইয়া গো ব্রাহ্মণ এবং অগ্নি ইহাঁদিগকে স্পর্শ করিবে না, তথা অন্ন ও দেব প্রতিমাকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না ॥ ৪৭৫ ॥

আচমন না করিয়া ক্ষুদ্র নদীকেও লঙ্ঘন করিবে না, চৈত্যবৃক্ষকে অতিক্রম করিবে না, ছেদন করিবে না এবং জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য অগ্নি লঙ্ঘন করিবেন না এবং অধোদেশে কখন অগ্নি স্থাপন করিবেন না ॥ ৪৭৬ ॥

ন চৈবং পাদতঃ কুর্য্যাৎ তিলবদ্ধং নিশি ত্যজেৎ।
ন কূপমবরোহেত নাচক্ষীতাশুচিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৭৭ ॥
অগ্নৌ ন প্রক্ষিপেদগ্নিং নাদ্ভিঃ প্রশময়েত্তথা।
সুহৃন্মরণমার্ত্তিম্বা ন স্বয়ং শ্রাবয়েৎ পরান্।
অপণ্যমথ পণ্যম্বা বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ ॥ ৪৭৮ ॥
পুণ্যস্থানোদকস্থানে সীমান্তং বা কৃষেন্ন তু।
ন ভিন্দ্যাৎ পূর্ব্বসময়ং সত্যোপেতং কদাচন।
পরস্পরং পশূন্ ব্যালান্ পক্ষিণো ন চ যোধয়েৎ।
কারয়িত্বা স্বকর্ম্মাণি কারূন্ বিদ্যাং ন বঞ্চয়েৎ ॥ ৪৭৯ ॥
বহির্গন্ধঞ্চ কুদ্বারপ্রবেশঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

তিলৈর্বদ্ধং দ্রব্যং মোদকাদি ত্যজেৎ ন ভক্ষয়েৎ। নাচক্ষীত কিঞ্চিদপি ন বদেৎ ॥৪৭৭॥
অপণ্যং অবিক্রেয়ং বিক্রয়ং ন প্রযোজয়েৎ ন বিক্রীণীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭৮ ॥
কারূন্ শিল্পিনঃ কর্ম্মকরানিত্যর্থঃ ॥ ৪৭৯ ॥
সমবায়ং বহুভিঃ সহ সদৈকবাসং ॥ ৪৮০ ॥

অগ্নিতে পদনিক্ষেপ করিবেন না, রাত্রিতে তিল মিশ্রিত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন, কূপে অবতরণ করিবেন না এবং অশুচি হইয়া কিঞ্চিৎ মাত্রও কহিবেন না ॥ ৪৭৭ ॥

অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিবেন না, জলের দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন না। বন্ধু মরণ নিমিত্ত আর্ত্তি স্বয়ং অন্যকে শ্রবণ করাইবেন না এবং অবিক্রেয় দ্রব্য অথবা বিক্রেয় দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না ॥৪৭৮॥

পুণ্যস্থান, জলস্থান ও সীমার অন্তভাগ কর্ষণ করিবে না, সত্যযুক্ত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা কখন ভেদ করিবেন না, পরস্পর পশু, সর্প ও পক্ষিদিগকে যুদ্ধ করাইবেন না এবং আপনার কর্ম্ম করাইয়া কর্ম্ম কারক ও বিদ্যাকে বঞ্চনা করিবেন না ॥ ৪৮৯ ॥

বহির্গন্ধ ও কুৎসিত দ্বার প্রবেশ বর্জন করিবেন। ব্রাহ্মণ একাকী

নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৮০ ॥
ন বীজয়েদ্বা বস্ত্রেণ ন দেবায়তনে স্বপেৎ।
নাগ্নিগোব্রাহ্মণাদীনামন্তরেণ ব্রজেৎ ক্বচিৎ।
নাক্রামেৎ কামতশ্ছায়াং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
স্বান্তু নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদ্যৈর্নরোগিভিঃ।
বর্জ্জয়েন্মার্জ্জনীরেণুং বস্ত্রস্নানঘটোদকং ॥ ৪৮১ ॥
নাশ্নীয়াৎ পয়সা তক্রং ন বীজান্যুপবীজয়েৎ।
বিবৎসায়শ্চ গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রং বা নির্দশস্য চ।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরমপেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ৪৮২ ॥

বস্ত্রোদকং স্নানঘটোদকঞ্চ ॥ ৪৮১ ॥

অনির্দশস্য অনিক্রান্তদশদিনস্য বৎসস্য ভক্ষ্যং যৎ ক্ষীরং তদিত্যর্থঃ। দশদিনমধ্যেঽপেয়ত্বাৎ। সন্ধিনী বৃষভাক্রান্তা গৌস্তস্যাঃ ক্ষীরং ॥ ৪৮২ ॥

সভায় গমন করিবেন না এবং অনেকের সহিত সর্ব্বদা বাস পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪৮০ ॥

বস্ত্র দ্বারা বীজন করিবেন না, দেবমন্দিরে শয়ন করিবেন না এবং অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণাদির মধ্য দিয়া কখন গমন করিবেন না ॥

ইচ্ছা বশতঃ ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ছায়া আক্রমণ করিবেন না এবং আপনার ছায়া পতিতাদি ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা আক্রমণ করাইবেন না, অপর মার্জ্জনীর ধূলি, বস্ত্রোদক ও স্নানঘটোদক বর্জ্জন করিবেন ॥ ৪৮১ ॥

দুগ্ধের সহিত তক্র ভক্ষণ করিবেন না, বীজকে উপবীজন করিবেন না। বৎসহীন গাভীর দুগ্ধ, উষ্ট্রীর দুগ্ধ প্রসবের পর দশদিন গত হয় নাই এমত গাভীর দুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, বৃষভাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ, এই সকল অপেয় অর্থাৎ পানযোগ্য নয়, মনু বলিয়াছেন ॥ ৪৮২ ॥

হন্তকারমথাগ্রাম্বা ভিক্ষাম্বা শক্তিতোদ্বিজঃ।
দদ্যাদতিথয়ে নিত্যং বুধ্যেত পরমেশ্বরং।
ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রমগ্র্যং তস্মাচ্চতুর্গুণং।
পুষ্কলং হন্তকারস্তু তচ্চতুর্গুণমিষ্যতে।
মার্কণ্ডেয়ে ॥
ভোজনং হন্তকারং বা অগ্র্যং ভিক্ষামথাপি বা।
অদত্ত্বা তু ন ভোক্তব্যং যথা বিভবমাত্মনঃ।
কাশীখণ্ডে ॥
নৈবোৎকটাসনেঽশ্নীয়ান্নাগ্নৌ বস্ত্বশুচি ক্ষিপেৎ।
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যোঽশ্নীয়াজ্‌জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
দাতুঃ শ্রাদ্ধফলং নাস্তি ভোক্তা কিল্বিষভুগ্‌ভবেৎ।

দাতুঃ অন্নদাতুঃ। করক্তৈঃ নখৈঃ॥ ৪৮৩ ॥

ব্রাহ্মণ হন্তকার, অথবা অগ্র্য, কিম্বা ভিক্ষা, যথাশক্তি নিত্য অতিথিকে প্রদান করিলে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিবেন॥

পণ্ডিতগণ গ্রাস মাত্রকে ভিক্ষা এবং ভিক্ষার চতুর্গুণকে অগ্র্য বলিয়াছেন, তথা অগ্র্যের চতুর্গুণকে পবিত্র হন্তাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে॥

হন্তকার ভোজন বা অগ্র্য ভোজন কিম্বা ভিক্ষা ভোজন আপনার বিভাবানুসারে অতিথিকে অর্পণ না করিয়া, ভোজন করিবে না॥

কাশীখণ্ডে॥

উৎকট (বিষম) আসনে বসিয়া ভোজন করিবে না, অগ্নিতে অশুচি বস্তু ক্ষেপণ করিবে না, জ্ঞানহীন ব্যক্তি যদি স্বয়ং শ্রাদ্ধ করিয়া পরশ্রাদ্ধে ভোজন করে তাহা হইলে অন্নদাতার শ্রাদ্ধ ফল নাই এবং ভোক্তা পাপভোজী হয়॥

নোৎপাটয়েল্লোমনখং দশনেন কদাচন ॥
করজৈঃ করজচ্ছেদং করেণৈব বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪৮৩ ॥
অপদ্বারে ন গন্তব্যং স্ববেশ্ম পরবেশ্মনোঃ।
উৎকোচদ্যূতদৌত্যার্থ দ্রব্যং দূরাৎ পরিত্যজেৎ।
নিষ্ঠীবনঞ্চ শ্লেষ্মাণং গৃহাৎ দূরে বিনিক্ষেপেৎ।
উদ্ধৃত্য পঞ্চ মৃৎপিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরজলাশয়ে।
অনুদ্ধৃত্য চ তৎ কর্ত্তুরেনসঃ স্যাত্তুরীয়ভাক্।
ব্রাহ্মে ॥
যস্তু পাণিতলে ভুঙ্‌ক্তে যস্তু ফুৎকারসংযুতং।
প্রসৃতাঙ্গুলিভির্যস্তু তস্য গোমাংসবচ্চ তৎ।
অত্রিস্মৃতৌ ॥

অভক্ষ্যং বিষ্ঠাদি তচ্চারিণী। অজাদয়স্তাসাং মধ্যে যা অমেধ্যং ভক্ষয়েৎ তস্যা দুগ্ধং

কদাচ দন্ত দ্বারা লোম ও নখ উৎপাটন করিবে না, হস্তের নখ দ্বারা নখচ্ছেদ বর্জ্জন করিবে ॥ ৪৮৩ ॥

নিজ গৃহের বা পর গৃহের গোপন দ্বার দিয়া গমন করিবে না, উৎকোচ, দ্যূত ও দৌত্যের নিমিত্ত দ্রব্য দূরে পরিত্যাগ করিবে ॥

নিষ্ঠীবন ও শ্লেষ্মা গৃহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে। পরের জলাশয়ে পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া স্নান করিবে। যদি পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উত্তোলন না করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে জলাশয় কর্ত্তার চতুর্থাংশ পাপভাগী হইবে ॥

ব্রহ্মপুরাণে ॥

যে ব্যক্তি হস্ততলে রাখিয়া ভোজন করে, যে ব্যক্তি ফুৎকার সংযুক্ত করিয়া ভোজন করে এবং প্রসারিত অঙ্গুলি দ্বারা ভোজন করে, তাহার ঐ ভোজন গোমাংস তুল্য হয় ॥

অত্রিস্মৃতিতে ॥

ন্যূনাধিকস্তনী যা গৌর্যাথ বাহ্ভক্ষ্যাচারিণী।
তয়োর্দুগ্ধং ন হোতব্যং ন পাতব্যং কদাচন॥
অজা গাবো মহিষ্যশ্চ যাহমেধ্যমপি ভক্ষয়েৎ।
হব্যে কব্যে চ তদ্দুগ্ধং গোময়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা।
মৃত্তিকাপ্রাশনং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥
অত্রাপবাদোমনুস্মৃতৌ॥
সামুদ্রং সৈন্ধবং চৈব লবণে পরমাদ্ভুতে।
প্রত্যক্ষে অপি তে গ্রাহ্যে নিষেধস্ত্বন্যগোচরঃ॥
অত্রিস্মৃতৌ॥
দিবা কপিত্থচ্ছায়া চ নিশায়াং দধিভোজনং।
কার্পাসং দন্তকাষ্ঠঞ্চ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং।

গোময়ঞ্চ। দন্তকাষ্ঠং দন্তশোধনং। হোমশেষং হোমাবশিষ্টমেব পয়ঃ॥ ৪৮৪॥

যে গাভীর স্তন ন্যূনাধিক ও যে গাভী বিষ্ঠাদি ভোজন করে, এই দুইয়ের দুগ্ধে হোম করিবে না এবং পানও করিবে না॥

অজা, গো ও মহিষী প্রভৃতি যাহারা অমেধ্য ভক্ষণ করে, হব্য-কব্যে তাহাদের দুগ্ধ ও গোময় বর্জ্জন করিবে॥

অঙ্গুলি দ্বারা দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ দন্ত শোধন, প্রত্যক্ষ লবণ এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ এই সকল গোমাংস ভক্ষণের তুল্য হয়॥

এই বিষয়ে বিশেষ বিধি মনুস্মৃতিতে॥

সামুদ্র ও সৈন্ধব এই দুই প্রত্যক্ষ লবণ উৎকৃষ্ট, এই দুই গ্রহণ করিবে, অন্য প্রত্যক্ষ লবণ গ্রহণ বিষয়ে নিষেধ॥

অত্রিস্মৃতিতে॥

দিবসে কপিত্থ বৃক্ষের ছায়া, নিশায় দধি ভোজন এবং কার্পাস বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ করিলে ইন্দ্রেরও লক্ষ্মী হরণ হয়॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ চ ॥

কপিলায়াঃ পয়ঃ পীত্বা শূদ্রস্তু নরকং ব্রজেৎ।
হোমশেষং পিবেদ্বিপ্রো বিপ্রঃ স্যাদন্যথা পশুঃ ॥ ৪৮৪ ॥
পরিহর্ত্তুং পুনর্লেখং তত্তৎ শাস্ত্রোক্তমন্যথা।
যদত্র লিখিতং কিঞ্চিৎ তৎ ক্ষন্তব্যং মহাত্মভিঃ ॥ ৪৮৫ ॥
আচারাশ্চেদৃশাঃ সন্তি পরেঽপি বহুলাঃ সতাং।

অথোপসংহরন্ শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদিবর্ত্তি পাঠপরিত্যাগাদিনোচ্চাবচোপচারাণামেষামন্যথা লিখনতোনিজাপরাধং মত্বা সাধূন্ ক্ষমাপয়তি পরিহর্ত্তুমিতি। অন্যথেতি কুত্রাপি শ্লোকাদি-পরিত্যাগেন ক্বচিদন্যত্রস্থিতশ্লোকপাদাদেরন্যত্র যোজনেন কচিচ্ছান্যাক্ষরৈস্তদর্থলিখনে-নেত্যর্থঃ তচ্চ পুনর্লিখনং পরিহর্ত্তুমেব অন্যথা প্রকরণান্তরেঽত্রৈব লিখিতস্য পুনর্লিখনেন বৈয়র্থ্যাপত্তের্গ্রন্থবাহুল্যাপত্তেশ্চ। অতো মহাত্মভির্বিবেকিভিঃ ক্ষন্তব্যং ॥ ৪৮৫ ॥

ঈদৃশাঃ উচ্চাবচাঃ সতামাচারাঃ। অশ্বত্থচ্ছায়ায়াং গোষ্ঠে চ রাত্রৌ ন স্বপেৎ। প্রাত-রেকেন হস্তেনৈকমক্ষি ন সংমর্দ্দয়েৎ ইত্যাদয়ঃ। বৈষ্ণবৈর্যদাপেক্ষ্যা ইতি তেষু কেষাঞ্চি-দাচারাণামলক্ষ্মীপরিহারপরত্বেন কেষাঞ্চিচ্চ রোগাদিপরিহারপরত্বেন নিজধর্ম্মাতিক্রমণ-

বিষ্ণুস্মৃতিতেও ॥

কপিলা গাভীর দুগ্ধ পান করিলে শূদ্র নরকে যাইবে। ব্রাহ্মণ হোমশেষ দুগ্ধ পান করিবেন, ইহার অন্যথা হইলে ব্রাহ্মণ পশু হইবেন ॥ ৪৮৪ ॥

পাঠ পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত যে পুনর্লিখন হইয়াছে, তত্তৎ শাস্ত্রোক্ত শ্লোক পরিত্যাগ ও কোন স্থানে অন্যত্র স্থিত শ্লোক পাদের অন্যত্র যোজনা করিয়া আমি যাহা এস্থানে লিখিয়াছি, মহাত্মাগণ তাহা ক্ষমা করিবেন ॥ ৪৮৫ ॥

সাধুদিগের এই প্রকার উচ্চাবচ আচার অপেক্ষা আরও অনেক আচার আছে, বৈষ্ণবদিগের যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তৎ-সমুদায় লোকাচার ও শাস্ত্রানুসারে অবগত হইবেন ॥ ৪৮৬ ॥

তে লোকশাস্ত্রতোজ্জেয়া অপেক্ষ্যা যদি বৈষ্ণবৈঃ ॥ ৪৮৬ ॥
নিত্যত্বমেষাং মাহাত্ম্যমপ্যত্র লিখিতাৎ পুরা।
সদাচারস্য নিত্যত্বান্মাহাত্ম্যাচ্চ সুসিদ্ধ্যতি ॥ ৪৮৭ ॥
ইতি নিত্যকৃত্যং সমাপ্তং ॥

শঙ্কয়া বৈষ্ণবানামনপেক্ষ্যত্বাৎ ॥ ৪৮৬ ॥

নমু তর্হি তে কিং ন পরিপাল্যাস্তৈঃ তত্র লিখতি নিত্যত্বমিতি। পুরা সদাচারলিখনারম্ভে লিখিতাৎ অতো নিত্যত্বাৎ মাহাত্ম্যাচ্চ বৈষ্ণবৈস্তে তে পরিপাল্যা এবেত্যর্থঃ। অলক্ষ্যা রোগাদিনা চ কদাচিদ্ভক্তিবিঘ্নাপত্তেঃ। অন্যথা প্রথমপ্রতিজ্ঞাতবৈষ্ণবাবশ্যককৃত্যলিখনগ্রন্থেঽস্মিন্নেতে লেখ্যা এব ন স্যুরিতি ভাবঃ ॥ ৪৮৭ ॥

॥ * ॥ ইত্যেকাদশো বিলাসঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

পূর্ব্বে সদাচার লিখনের আরম্ভে সদাচারের নিত্যত্ব এবং মাহাত্ম্য লিখন হেতু এস্থলে এই সকল সদাচার নিত্যত্ব ও সুসিদ্ধ হইল ॥৪৮৭॥

ইতি নিত্যকৃত্য সমাপ্ত ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীগোপালভট্ট বিলিখিতে ভগবদ্ভক্তিবিলাসে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃতানুবাদে নিত্যকৃত্যসমাপন একাদশ বিলাস ॥ * ॥